বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

12

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'সমস্ত ভারতীয় রপ্তানি আমদানি দ্বারা প্রদেয় এই স্বীকারোক্তি ধরে নিলে, উদ্বৃত্তের বিষয়ে আর কি বলার থাকে সেটা বের করা মুস্কিল। বাণিজ্যের যে অংশ টাকা দিয়ে মেটানো হয়েছে তাকে কেন 'উদ্বৃত্ত' বলা হবে? একজন বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তকে ছুরি-কাঁচি বা অন্য দ্রব্য যা দেশের বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত তার নিরিখে প্রকাশ করতে পারে। দু'টো দেশের বাণিজ্যিক আদান প্রদানে যতটা অর্থ প্রবেশ করে, সেটা আপেক্ষিক মূল্যের এক-ই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, যে নিয়ম অন্য সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি বেশি টাকা দেশের বাইরে চলে যায়, এর সরল অর্থ হল, অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় টাকা সস্তা হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত বলতে যদি কিছু থাকে, এই অর্থে যে দ্রব্যের রপ্তানির তুলনায় দ্রব্যের আমদানি বেশি, তাহলে আরও একটি প্রশ্নের অবতারণা হয়, 'কেন রপ্তানি হ্রাস পায় এবং আমদানি বৃদ্ধি পেতে থাকে?' অন্য কথায়, বাণিজ্যের সাধারণ ভারসাম্য ধরে নিলে, প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কি কারণে হয়? এর জন্য কোনও সরকারি ব্যাখ্যা নেই। অবশ্যই এ রকম প্রশ্নের সম্ভাবনার কথা সরকারি দস্তাবেজে কল্পনাই করা হয়নি। কিন্তু এই প্রশ্নটি একেবারেই মৌলিক।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
বিনিময় মানের স্থায়িত্ব

AMBEDKAR RACHANA-SAMBHAR
(Collected Works of Dr Ambedkar in Bengali translation)

Volume-12

Total No Pages : 416 including 8 pages Index

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৮
First Published : April, 1998

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
কল্যাণ মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি -১১০ ০০১

Published by
Dr Ambedkar Foundation,
Ministry of Welfare, Govt. of India,
New Delhi-110 001.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
দেবাশিস বসু
অভিজিৎ সরকার

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকর নিজেকে কেবল ভারতের দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। শিক্ষাবিদ্, ইতিহাসবিদ্ এবং অর্থনীতিবিদ্ হিসাবেও তিনি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান খণ্ডে তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পরিস্ফুট। মুদ্রার বিনিময় মান যে-সব ঘটনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, তার ঐতিহাসিক বিবরণ ড. আম্বেদকর এই খণ্ডে আশ্চর্য সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাংলায় 'আম্বেদকর রচনা-সম্ভার'-এর দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত। আশা করছি, অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে। খণ্ডটি প্রকাশের ব্যাপারে অনুবাদক, অনুমোদক, পরামর্শ-পরিষদ্ এবং ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই বাংলা সংস্করণের সম্পাদক অধ্যাপক আশিস সান্যালকে।

মানেকা গাঁধী

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল :—

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় স্থাপন, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি প্রদান, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করা, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান এবং (৭) দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক প্রতিষ্ঠা করা।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয়া কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়াসে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই ফাউন্ডেশনের নির্দেশক কৃষণ লালকে। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরও যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ড. এম. এস. আহমেদ
সদস্য-সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

নতুন দিল্লি
নভেম্বর, ১৯৯৯

সম্পাদকের নিবেদন

ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের অবদান এখন সর্বজনবিদিত। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশের পটভূমিতেও তাঁর চিন্তা-ভাবনা বিশেষ অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। ভারতীয় মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ ভারতের অর্থনৈতিক মূল্যায়ণের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। অধ্যাপক এডউইন কান্নান ড. আম্বেদকরের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন : 'I do not share Mr. Ambedkar's hostility to the system nor accept most of his arguments against it and its advocates. But he hits some nails very squarely on the head.' এই মন্তব্যের সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করবেন। ড. আম্বেদকরের এই খণ্ডে উল্লিখিত মতামতকে সমর্থন জানাতে না পারলেও তাঁর পাণ্ডিত্য ও যুক্তিকে সম্মান জানাতেই হবে।

১৯২৩ সালে ড. আম্বেদকরের 'মুদ্রার সমস্যা' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বছর দু'য়েকের মধ্যেই গ্রন্থটির সব কপি বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। পরে তিনি নতুন ভাবে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন 'ভারতীয় মুদ্রা এবং ব্যাঙ্কিং-এর ইতিহাস' নাম দিয়ে। গ্রন্থটির প্রথম অংশে থাকে 'মুদ্রার সমস্যা'। তাই বলা যায়, বর্তমান খণ্ডটি আসলে পুরানো গ্রন্থের-ই নতুন নাম। ১৯২৪-২৫ সালে ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যে রয়্যাল কমিশন ভারতে এসেছিলেন, সেই কমিশনের সামনে ড. আম্বেদকর যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাও এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এ-ছাড়াও ড. আম্বেদকরের বিবিধ অপ্রকাশিত অর্থনীতি বিষয়ক রচনা ও পর্যালোচনা এই খণ্ডটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডের অনুবাদেও যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদক এবং অনুমোদক ছাড়াও যাঁরা এই খণ্ড প্রকাশে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের নির্দেশক কৃষণ লালের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর সহযোগিতার জন্য। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়নের মাননীয়া মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীকে এই প্রকল্প রূপায়নে তাঁর সহযোগিতার জন্য। এই রচনা-সম্ভারের মান উন্নয়ণে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

কলকাতা
নভেম্বর, ১৯৯৯

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

প্রথম অংশ

ভারতীয় মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং-এর ইতিহাস

বাবা ও মা'র
পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত
আমার শিক্ষার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ
ও উৎসাহের স্মরণে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।।

দ্বিতীয় মুদ্রণের মুখবন্ধ (ইংরেজি)

'টাকার সমস্যা' (দ্য প্রবলেম অব্ দ্য রুপি) গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। প্রকাশনার প্রথম থেকেই গ্রন্থটি খুব কদর পায়; কদর এতটাই ছিল যে, দু-এক বছরের মধ্যেই গ্রন্থটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। গ্রন্থটির কদর তখনও থাকলেও দ্বিতীয় মুদ্রণ বের করতে পারিনি একান্ত ব্যক্তিগত কারণেই। অর্থনীতি থেকে আইন ও রাজনীতিতে চলে আসার জন্য সময়ের অভাব খুব প্রকট হয়ে পড়ে। সেজন্য অন্য একটা অভিপ্রায় করলাম: 'ভারতীয় মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং-এর ইতিহাস' গ্রন্থটির আধুনিক সংস্করণ দুটি খণ্ডে প্রকাশ করা, যার প্রথম খণ্ড'র নাম হবে 'টাকার সমস্যা'। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে ১৯২৩ পরবর্তী ভারতীয় মুদ্রা ও ব্যাঙ্কিং-এর ইতিবৃত্ত। তাই জনসাধারণের কাছে এখন যা প্রকাশ করা হল, তা শুধুমাত্র 'টাকার সমস্যা' গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ অন্য নামে। অর্থনীতি শিক্ষায় নিয়োজিত কিছু বন্ধুর কাছ থেকে এটা জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, ভারতীয় মুদ্রার বিষয়ে ১৯২৩ সালের পরে এমন কিছু বলা বা লেখা হয়নি যাতে আমার ১৯২৩ সালে লেখা 'টাকার সমস্যা' প্রবন্ধে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। আমি আশা রাখি যে, এই পুনর্মুদ্রণ পাঠককে পুরোপুরি না হোক আংশিক তৃপ্তি দেবে। এছাড়া আমি এইটুকু কথা দিতে পারি যে, দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য তাঁদের বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। যত কম সময়ে সম্ভব খণ্ডটি প্রকাশ করতে আমি বদ্ধপরিকর।

রাজগ্রহ
বোম্বাই
৭ মে ১৯৪৭

—বি. আর. আম্বেদকর

লেখকের বক্তব্য

যে সব ঘটনার মাধ্যমে মুদ্রার বিনিময় মান নির্ধারিত হয়, তার-ই ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছি এই গ্রন্থে। তার সঙ্গে সেইসব ঘটনার তাত্ত্বিক ভিত্তির অনুসন্ধানও করেছি।

ঘটনার ঐতিহাসিক বিবরণ দেবার সময় সযত্নে সচেষ্ট হয়েছি যাতে এর আগে অন্যের যে সব বক্তব্য রেখেছেন তার পুনর্বার উল্লেখ না হয়। যেমন, বিনিময় মানের কার্যপদ্ধতির আলোচনার সময় পাঠক যাতে আমার সমালোচনা বুঝতে পারেন, তার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ পর্যালোচনাটুকুই করা হয়েছে। তাঁরা যদি আরও বিস্তারিত আলোচনায় প্রত্যাশী হন, অন্য নিবন্ধে তাঁদের চিন্তার প্রসারতার সমাধান মিলবে। অন্য নিবন্ধের অংশ পুনরায় উল্লেখ করলে অপ্রয়োজনীয় অনাবশ্যক কাজ হয়ে উঠবে। তাছাড়া এর ফলে আমার বক্তব্য অস্পষ্ট হয়েও উঠতে পারে। কিন্তু অন্যভাবে বলতে গেলে, ইতিহাসের পর্যালোচনা আমি যতটা বিস্তৃতভাবে করেছি, এ যাবৎ অন্য কোনও লেখক ততটা করেননি। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত ভারতীয় মুদ্রার ওপর কোনও নিবন্ধে ১৮৯৩ সালের পুনর্গঠনের বিষয়ে কোনও পর্যাপ্ত ধারণাই পাওয়া যায় না। আমার মতে, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতটা পাঠককে জানানো প্রয়োজন, যার প্রেক্ষাপটে মুদ্রার সমস্যার বিষয়বস্তু ও তার সমাধানের উপায়গুলি তাঁরা বিচার করতে পারবেন। এই জন্যই ১৮০০ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার অবহেলিত ইতিহাসের দিকে আলোকপাত করেছি। অন্য লেখকরা কোনও প্রেক্ষাপট ছাড়াই আচমকা শুরু করেছেন বিনিময় মানের গল্প। এছাড়া তাঁরা বরঞ্চ সচেষ্ট হয়েছেন এই ধারণাকেই জনপ্রিয় করতে যে, ভারতীয় সরকার প্রথমেই যে মান নির্ধারণ করেন, সেটাই হল ‘বিনিময় মান’। আমার মতে এটা একটা বড় ভুল। বস্তুত ভারতীয় মুদ্রার বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দিকটা হল স্বর্ণ বিনিময় মানে রূপান্তর। এই ভুল দেখিয়ে দেবার জন্য কিছু পুরানো কিন্তু অধুনা-বিস্মৃত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

তত্ত্বের দিক থেকে বলা যায়, অধ্যাপক কেইন্স এর একটা বই ছাড়া আর কোনও বইতে এর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেটা আমার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিনিময় মানের সপক্ষে তাঁর উক্তিগুলির প্রায় প্রতিটিতেই আমার সঙ্গে মতপার্থক্য আছে। এই পার্থক্য শুরু

হয়েছে মৌলিক নীতি থেকে। কোনও কিছুই টাকার স্থিরতা আনে না, যদি এর সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা আমরা নির্ধারণ করি— এই মৌলিক নীতি আমার মনে হয় অধ্যাপক কেইন্স উপেক্ষা করেছেন। বিনিময় মান এটা নির্ধারণ করে না। সে মান শুধুমাত্র সমস্যার উপসর্গ নিয়েই নাড়াচড়া করে, আসল রোগ পর্যন্ত পৌঁছয় না। আমি যে ভাবে দেখিয়েছি, তাতে অবশ্যই রোগটাই হয়তো বৃদ্ধি পাবে।

সমাধানে পৌঁছুতে গিয়ে দেখি, আমার মতো যাঁরা বিনিময় মানের বিরুদ্ধে, তাঁদের অধিকাংশের বক্তব্যের সঙ্গে আমার বক্তব্যের তফাত হয়ে যাচ্ছে। এটা বলা হয় যে, টাকার স্থিরতা আনতে সবচেয়ে ভাল উপায় হ'ল, সোনার সঙ্গে কার্যকরী রূপান্তর আনা। অস্বীকার করছি না যে, অনেকগুলি উপায়ের মধ্যে এইটি অন্যতম। কিন্তু আমার মনে হয়, এর থেকে অনেক ভাল উপায় হল, টাকার প্রবাহ একটা নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে রেখে রূপান্তর যোগ্য করা। যদি এই ব্যাপারে সত্যিই আমার কিছু বলার থাকে তা হলে আমি প্রস্তাব রাখব যে, ভারতীয় সরকারের উচিত হবে, টাকা গুণে গলিয়ে বাট হিসাবে বিক্রয় করা এবং বিক্রীত অর্থমূল্য দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যয় করা। টাকার এই শূন্যতা পূরণ করা হোক অরূপান্তর-যোগ্য কাগজের টাকা দিয়ে। কিন্তু সেটা হয়তো এক চরমপ্রস্তাব হবে। সেজন্য এটার ওপর আমি জোর দিতে পারছি না, যদিও আমার মতে প্রয়োজন ভিত্তিতে এটি যথেষ্ট আবশ্যক ও সঠিক। যাই হোক, গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, টাঁকশাল বন্ধ করা শুধুমাত্র জনসাধারণের জন্য নয়, সরকারের জন্যও। একবার সেটা করা হলে আমি সাহস করে বলতে পারি যে, সোনাকে বৈধ বিনিময় সূত্র করে, কাগুজে টাকার প্রবাহ একটা নির্ধারিত সীমারেখায় বেঁধে দিলে, ভারতীয় মুদ্রা ইংরেজ মুদ্রা-ব্যবস্থার মূলনীতির সঙ্গে সাযুজ্য পাবে।

এটা লক্ষ্য করবেন যে, ফাউলার কমিটির সুপারিশে ফিরে যাবার প্রস্তাব আমি করছি না। যাঁরা ভারতীয় মুদ্রার স্বর্ণ-মান থেকে স্বর্ণ-বিনিময় মানে রূপান্তরে দুঃখিত, তাঁরা সবাই মনে করেন যে, কমিটির সুপারিশ যদি সরকার অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন, তা হ'লে সব কিছুই শুধরে যেত। আমি তাঁদের সেই ধারণার অংশীদার নই। বরঞ্চ আমার মনে হয়েছে যে, কমিটির সুপারিশ সরকার কার্যকরী করেছেন বলেই এই রূপান্তর ঘটেছে। অনেকের মতে রিপোর্টটি তত্ত্বের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু আমি মনে করি, রিপোর্টটি সর্বোৎকৃষ্ট অর্থ-হীনতায়। কারণ, আমি দেখলাম যে, এই কমিটি স্বর্ণমান সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গে হারশেল কমিটির একটি ভুলকেও সুপারিশ করে চিরস্থায়ী করলেন। তা হল, জনগণের প্রয়োজনের ভিত্তিতে সরকার নোট

ছাপবেন; কিন্তু এ কথা না ভেবেই যে, শেষোক্ত সুপারিশটি প্রথম সুপারিশের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেবে। বস্তুত, আমার মতে, আমরা যদি ভারতীয় মুদ্রাকে একটা স্থির ভিত্তিতে রাখতে চাই, তাহলে ফাউলার কমিটির নিয়ম-নীতিগুলো ত্যাগ করতে হবে।

বিষয় পর্যালোচনার সময়, আমি সচেতনভাবেই মুদ্রানীতির ওপর কিছুটা দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এই ধারার সপক্ষে দুটি যুক্তি আছে। প্রথমত, ভারতীয় মুদ্রার ওপর অন্যান্য লেখকদের মতের সাথে আমার এতটাই অমিল যে, আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি কিছুটা অতিরিক্ত আলোচনাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু আমার দ্বিতীয় যুক্তিটি হল, আমার বক্তব্যের আরও বড় সহায়। সেটা হল যে, আমি ভারতীয় জনসাধারণের উপকারের জন্যই প্রাথমিক ভাবে বইটি লিখেছি, যাঁদের মুদ্রানীতির সম্পর্কে বুঝাবার ক্ষমতা বা আয়ত্তাধীন আশানুরূপ হয়নি। তাই আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমার বক্তব্যের স্ব-পক্ষের যুক্তিগুলোর অতি বিবরণ বা অতি আলোচনা, যা কম আলোচনার থেকে শ্রেয়।

ভারতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণ বিনিময় মান ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সরকারের স্বীকৃত লক্ষ্যে ছিল না। যদিও সেই বছরে নিযুক্ত 'চেম্বারলেইন কমিশন' এই বিনিময় মান-এর সপক্ষে মত দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় সরকার সেই সুপারিশগুলো যুদ্ধ শেষ হবার আগে কার্যকরী না করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন এবং জনগণকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সমালোচনা করার বা বিচার করার। কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন বিনিময় মানের ভিতটা নাড়া পেলো প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে, বারবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ভারতীয় সরকার বিনিময় মানের স্থিরতা আনবার জন্য 'স্মিথ কমিটি'র সুপারিশের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। এইভাবে ভারতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে এই মান গ্রহণ করা হয়েছে সর্বশেষ উপায় হিসেবে।

এখন যেহেতু 'স্মিথ কমিটি'র সুপারিশ বিনিময় মান-এর স্থিরতা আনতে পারেনি, সরকার এবং জনসাধারণ এই কথাটাই বুঝেছেন যে, ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাকে আরও উপযুক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করা উচিত। ঠিক এই সময়ে আমার এই বইটি প্রকাশনার উদ্দেশ্য হল— একটা কার্যকরী উপায় প্রস্তাব করা।

আমি এই বইয়ের মুখবন্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারব না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আমার শিক্ষক, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের মাননীয় অধ্যাপক এডউইন কান্নান-এর প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারছি। আমার প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং আমার কাজের প্রতি তাঁর তীব্র আগ্রহ আমাকে এতটাই ঋনী করে

রেখেছে, যা আমি কখনও পরিশোধ করতে পারব না। আমি এই কথা জানাতে আনন্দিত যে, আমার এই কাজ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তত্ত্বাবধানে ছিল, যদিও এই বইয়ের যাবতীয় বক্তব্যের দায়িত্ব আমার। তাঁর তীক্ষ্ণ এবং মনোযোগী পরীক্ষা - নিরীক্ষার জন্য আমার তাত্ত্বিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অনেক ভুল ত্রুটি আমি এড়াতে পেরেছি, একথা আমি স্বীকার করি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই উইলসন কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াদিয়া-কে, যিনি প্রুফ সংশোধনের মত নীরস কাজটাও খুশি মনে করে দিয়েছিলেন।

---

* প্রথম ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা

প্রাক্ কথন

অধ্যাপক এডউইন কান্নান

শ্রী আম্বেদকর তাঁর গ্রন্থটি সম্বন্ধে কিছু বলবার সুযোগ দেওয়ায় আমি খুব আনন্দিত।

তিনি জানেন যে, তাঁর অনেক আলোচনার সঙ্গে আমি একমত নই। ১৮৯৩ সালে আমি সেই সব হাতে গোজা অর্থনীতিবিদের মধ্যে একজন ছিলাম, যাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, তখনকার প্রস্তাবিত উপায়ে টাকাকে সোনার সঙ্গে একটা নির্ধারিত অনুপাতে রাখা যায়। কয়েক বছর পরে যখন দেখছি তার পরিণাম আশানুরূপ হয়নি, তখনও কিন্তু আমার বিশ্বাস থেকে সরে যাচ্ছি না। (দ্রষ্টব্য : ইকনমিক রিভিউ, জুলাই ১৯৯৮। পৃষ্ঠা : ৪০০-৪০৩)। আমি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রী আম্বেদকরের আক্রমক দৃষ্টিভঙ্গির শরিক হতে পারছি না বা তাঁর অধিকাংশ যুক্তি ও বিতর্কের পক্ষে মনোভাব গ্রহণ করতে পারছি না। কিন্তু তিনি মগজে এমনভাবে তাঁর মতামতকে ঢুকিয়ে দেন যে, যখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ভুল মনে হয়, তখনও তাতে একটা উদ্দীপক সতেজতা খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রী আম্বেদকর বলে থাকেন যে, কিছু অর্থনীতিবিদ্ তাঁর বিচারধারার বিরোধী, অথচ আমার মতো একজন প্রবীন শিক্ষকও মনে করি যে, শ্রী আম্বেদকরের চিন্তাধারা মৌলিক এবং তা নিয়ে গভীর চিন্তার অবকাশ আছে।

তাঁর বাস্তবসম্পন্ন উপসংহার পড়ে আমার ভাবতে ইচ্ছে করছে, তিনিই সঠিক। একটি দেশে সাধারণ ঋণ মান-এর বদলে স্বর্ণ বিনিময় মান প্রয়োগ করার একতম সুবিধে হল যে, এই উপায় তুলনামূলক ভাবে সহজ এই কারণে যে ধাতু মুদ্রা কিঞ্চিৎ কম মূল্যের স্বর্ণমানের অনুপাতে হয়। কিন্তু এই উপায়ে সর্বসাকুল্যে যেটা বাঁচানো যাবে সেই মূল্য খুবই কম, প্রায় নগণ্য। এছাড়া অবশ্য আরেকটা সুবিধে আছে যে, প্রশাসক ও আইনপ্রণেতাদের পক্ষে মুদ্রায় অবৈধ হস্তক্ষেপ করা আরও কঠিন। যুধ্যমান ও নিরপেক্ষ দু'পক্ষেরই অধুনা-অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সাধারণ স্বর্ণমান নির্বোধ-নিরোধক নয়, যা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে ভাবা হত; কিন্তু স্বর্ণ বিনিময় মানের তুলনায় বেশি নির্বোধ-নিরোধক ও প্রতারক-নিরোধক। স্বর্ণমান বুঝেন এমন প্রশাসক ও আইনপ্রণেতা শতকরা হিসাবে বেদনাদায়কভাবে খুব কম। কিন্তু স্বর্ণ-

বিনিময় মান বুঝতে পারেন তাঁদের শতকরা সংখ্যা থেকে সেটা দশ অথবা কুড়িগুণ বেশি। স্বর্ণ বিনিময় মানকে বিকৃত করে কু-উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার সুবিধে সাধারণ স্বর্ণমানের তুলনায় অনেক বেশি।

শ্রী আম্বেদকরের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা—টাকার অধিকতর প্রসার স্থায়ীভাবে বন্ধ করা, টাঁকশালগুলো আমদানিকারী ও অন্য স্বর্ণ বিক্রেতাদের ব্যবহারের জন্য একটা নির্ধারিত মূল্যে খুলে দেওয়া যাতে টাকার নির্ধারিত তহবিল-এর সঙ্গে দ্রবীভূতযোগ্য ও রফতানিযোগ্য স্বর্ণ মুদ্রার ভাণ্ডার গড়ে ওঠে ভারতবর্ষে—আসলে তা ইউরোপীয়-পূর্ববর্তিতার অনুগমন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে স্বর্ণমান প্রচলন হয় কারণ আইনপ্রণেতারা রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে অনুপাত প্রতিকূল হওয়াটা মেনে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে এর প্রচলন হয় কারণ রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে অনুপাত অনুকূল হওয়াতে আইন প্রণেতারা টাঁকশালে রূপার ব্যবহার নিশ্চিতভাবে বন্ধ করে দেন। স্বর্ণমুদ্রার পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে বিধিসম্মত রৌপ্যমুদ্রার ব্যবহার কোনও নতুন নিয়ম নয়; কারণ এক-ই জিনিস কিছুটা কম মাত্রায় ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল।

এরকম অভিযোগ আছে যে, ভারত স্বর্ণমুদ্রা চায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে বেশ অসুবিধা হয় যে, উপযুক্ত আকারে স্বর্ণমুদ্রা ভারতবর্ষের মতো একটি দেশের আবহাওয়া ও অন্য অবস্থায় উপযুক্ত হবে না। এই অভিযোগ সন্দেহজনক ভাবে পুরানো এক অভিযোগের মতো যে ইংরেজরা কাগুজে মুদ্রার থেকে স্বর্ণমুদ্রা পছন্দ করেন; বাস্তবিক সেই সময় আইনের নিষেধে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এ পাঁচ পাউন্ডের কম মূল্যের কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ছিল না, যদিও স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও অধিকাংশ ইংরেজিভাষী দেশে এক পাউন্ড বা তার থেকেও কম মূল্যের কাগুজে মুদ্রার অনুমোদন ছিল ও অবাধে প্রচলন হত—এই বাস্তব ছাড়া অভিযোগের আর কোনও বুনিয়াদ ছিল না। আসলে ভারতে রূপার প্রচলন শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিদ্ধান্তে, ১৮১৬ সালে ইংল্যান্ডে স্বর্ণমান ও স্মারক-রূপা হঠাৎ প্রকাশ হওয়ার আগেই। এই নতুন প্রথা বুঝবার আগেই রূপার মুদ্রা বজায় ছিল, তার কারণ ভারতবর্ষের সোনার প্রতি অপছন্দ নয়, বরঞ্চ ইউরোপীয়ানরা এই প্রথা এত পছন্দ করতেন যে, রদ করা তাদের সহ্য হত না।

প্রাচ্যদেশে সোনার ব্যবহার প্রচলন অনীহা নৈতিক দিক থেকে শুধুমাত্র ঘৃণ্য নয়, অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী—শুধুমাত্র পৃথিবীর জন্য নয়, সে সব দেশে যেখানে যুদ্ধের পূর্বে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল ও এখনও আছে বা নিকট ভবিষ্যতে প্রচলন

হবে— সেখানে সোনা কোনও পণ্যদ্রব্য নয় যে তার ব্যবহার সীমিত করা হবে বা পরিমিত করা হবে। বিগত শতকের শেষ দিক থেকে, সোনার উৎপাদন এত বেশি হয়েছে যে এর ক্রয়\ক্ষমতা ধরে রাখা যায়নি ও সেইজন্য স্থায়ী বিনিময় মান রাখা সম্ভব হচ্ছে না, যদি না বর্তমান ধারকরা আরও বেশি সোনা মজুত করেন বা নতুন ধারকরা সোনা মজুত শুরু করেন। যুদ্ধের আগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোনার গোপন মজুত এতটাই করেছিল যে, নতুন সরবরাহের বেশি অংশটাই তারা নিয়েছিল; সাধারণ মূল্যমান গুরুতর ভাবে বৃদ্ধি পেলেও, যতটা বাড়ার কথা, এই মজুতের জন্য ততটা বাড়তে পারেনি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, যে সব আমেরিকান মূল্যবৃদ্ধি চান না, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনে ফেড্রল রিজার্ভ বোর্ড, সোনার খনির সব উৎপাদন কিনে নেওয়ার 'শ্বেত মানবের বোঝা বহনের দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু যুক্তরাজ্য যেমন রূপা কিনে নিয়ে তার দাম একরকম রাখতে পারে নি, সেরকমভাবেই একদিন সোনার ক্ষেত্রে একই রকম অবস্থা আসবে। অনেক উচ্চ কর্তৃত্বাধীনের মতামত সত্ত্বেও, ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মজুতের চাহিদা বৃদ্ধি সত্ত্বেও, মূল্যমান টিকিয়ে রাখবার কোনও সাহায্যে আসবে না। অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে সবচেয়ে নির্বোধ রাজস্বাধ্যক্ষকেও শেখাবে যে কাগুজে মুদ্রার মূল্য কোনও ভূগর্ভস্থ ঘরে লুকোনো কোনও গল্পের মতো সম্পদের 'কভার' বা 'ব্যাকিং' এর ওপর নির্ভর করে না; করে কাগুজে মুদ্রার সরবরাহের ওপর। কাগুজে মুদ্রার স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ পরিবর্তনশীলতা ও সেই স্বর্ণমুদ্রার অবারিত গলানো ও রফতানির ওপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ রাখলে, মতবাদ ও অভিজ্ঞতায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে সোনার অল্প মজুতই অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা মেটানোর পক্ষে সঠিকভাবে যথেষ্ট বাস্তবিক ভাবেই, ব্যাঙ্কের থেকে ব্যক্তিগত চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি। এটা সহজেই অনুমেয়, যেসব দেশে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন হাস্যকর ভাবে কমে গেছে, সেইসব দেশের জনসাধারণ কাগুজে মুদ্রা প্রত্যাখ্যান করে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন চাইবেন। কিন্তু এর সম্ভাবনা আরও বেশি যে, তাঁরা আরও ভালো কাগুজে মুদ্রা পেলে খুশি হবেন ও শক্ত মুদ্রার জন্য জেদ ধরবেন না। সব মিলিয়ে এটাই ন্যায্যভাবে নিশ্চিত বলে মনে হয় যে, ইউরোপ ও ইউরোপ-অধিকৃত রাজ্যে সোনার চাহিদা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় আনুপাতিক হারে হ্রাস পাবে, এবং এই হ্রাস পাওয়ার মাত্রা ধীরে বৃদ্ধি পাবে অথবা পাবেই না।

সুতরাং, সমগ্রভাবে, সোনার দাম হ্রাস ও সাধারণ মূল্যমান বৃদ্ধির কারণ আছে; উল্টোটা নয়।

এর একটি সুস্পষ্ট প্রতিকার আছে— সোনার উৎপাদন আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে

নিয়ন্ত্রণে রেখে, খনিজ সম্পদ আগামী প্রজন্মের জন্য সঞ্চিত রাখা। আরেকটি প্রতিকার হচ্ছে যে একটি আন্তর্জাতিক কমিশন তৈরি করে তাদের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করা ও তাদের মাধ্যমে সেই মুদ্রার মূল্যমান মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই সমস্ত প্রস্তাব অধ্যাপকের ক্লাসরুমের পক্ষে চমৎকার নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাস্তবিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আগামী বেশ অনেক বছর বাস্তবসম্মত নয়।

প্রাচ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের মাধ্যমে অসুবিধার বাস্তবসম্মত সমাধান পাওয়া যাবে, যদি প্রাচ্যের দেশগুলি আগামী বছরগুলোতে উৎপাদিত সোনার বেশির ভাগটা কিনে নেয় এবং তার মাধ্যমে কোনও উর্বর সমাধান পেতে যত সময় লাগবে, সেই সময়টার সাধন সম্ভব হবে। এর পরে, ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন ছাড়াই চলবে অথবা উন্নততর কোনও ব্যবস্থায় পৌঁছানো যাবে।

এই আলোচনায়, যাঁরা মূল্যবৃদ্ধির সময় অতিরিক্ত মুনাফা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারেন না, তাঁরা কর্ণপাত করবেন না। কিন্তু আশা রাখি যে, যাঁদের অধিকাংশ জনসাধারণের জন্য অনুভূতি আছে এবং যাঁদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা শুষে নেওয়া হয় ও যাঁরা এর জন্য কষ্টভোগ করেন, তাঁদের জন্য এই প্রস্তাব ভবিষ্যতে কার্যকরী হবে। পরিশেষে বলা যায়, স্থিরতাই সমাজের পক্ষে সর্বোত্তম।

এডউইন কান্নান।

অধ্যায় ১

দ্বৈতমান থেকে রৌপ্যমান

ব্যবসা সমাজের এমন এক প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত মুনাফাই যার অভীষ্ট। একটি সমাজের সদস্যগণের শ্রমের মূল্যে উৎপাদিত বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবসা ব্যতীত কঠিন হত অথবা কোনও প্রশাসনিক চাতুরি এই বিতরণের পক্ষে অবশ্যই বেমানান হত। ব্যবসার নিজস্ব চরিত্র বজায় রাখতে, অন্য শিল্পের দ্রব্য বিতরণের একমাত্র উপায় হল ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক লেনদেন। কিন্তু একটি ব্যবসায়িক সমাজ অনিবার্যভাবেই অর্থসম্বন্ধীয় সমাজ, যে নিজের প্রয়োজনে অর্থের মূল্যায়নেই লেনদেন করে। আসলে এই বিতরণ বস্তুর বিনিময়ে বস্তু নয়, বস্তুর বিনিময়ে অর্থ। এই ধরনের সমাজে অর্থ প্রয়োজনীয় ভাবেই হয়ে ওঠ সেই মূল বিষয়ে, যার ওপর নির্ভর করে সমস্ত বিতর্কাদি এবং যাকে কেন্দ্র করে সব কিছু আবর্তিত হয়। যেখানে অর্থই মানুষের প্রচেষ্টা, আকর্ষণ, আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ, সেই ব্যবসাকেন্দ্রিক সমাজ মূল্যের শাসনাধীনে কাজ করতে বাধ্য হয়, সেই সমাজে সার্থকতা বা পরাজয় নির্ভর করে মূল্য ও ব্যয়ের সম্পর্কের সু-গননায়, মূল্য-বস্তুর সম্পর্কে নয়।

অর্থনীতিবিদরা নিঃসন্দেহেই জোর দিয়ে বলেন—'অর্থের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই কিছু হয় না', যেটা খুব বেশি কিছু হলে, 'একটা বিশাল চাকা, যার সাহায্যে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে ভরণ-পোষণের উপায়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রমোদের উপাদান প্রতিদিন সঠিক পরিমাপে পৌঁছে দেয়।' অর্থের মূল্য অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিমাপ কিনা, সেটা তর্কসাপেক্ষ।[১] বস্তু বিনিময়ের অসুবিধে সব অর্থনীতিবিদের কাছে এক নিশ্চিত আলোচনার বিষয়, এমনকি সেইসব অর্থনীতিবিদ্ যাঁরা অর্থকে শুধুমাত্র একটা ছদ্মবেশ বলে মনে করেন। বস্তু-বিনিময় শুধুমাত্র ব্যবসার অসুবিধে দূর করতে সাহায্য করে না, বিশেষজ্ঞ নিয়োগে সাহায্য করে উৎপাদন সমর্থন

---

১. ডব্লু. সি. মিশেল, 'অর্থনৈতিক কার্যধারার যৌক্তিকর্তা: 'জার্নাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি' (The Rationality of Economic Activity: Journal of Political Economy), ১৯৯০, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৯৭ ও ১৯৭; একই লেখকের অর্থনীতি সূত্রের মুদ্রার ভূমিকা (The Role Money in Economic Theory), 'আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ' (ক্রোড়পত্র সংখ্যা ৬, নম্বর ১, মার্চ, ১৯৯৬।

করে। যদি নিজের পণ্য বিক্রয় করে নিজের চাহিদা অনুযায়ী অন্যের পণ্য ক্রয় করতে না পারত, তাহলে কে বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করতেন? ব্যবসা হচ্ছে উৎপাদনের পরিচারিকা; প্রথমজন উৎপাদন করতে না পারলে, দ্বিতীয় জন অবসন্ন হয়ে পড়বেই। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, কোনও ব্যবসাভিত্তিক সমাজ যদি বিশেষ শিল্পের লেন-দেন-এর মাধ্যমে স্বতঃক্রিয় সমাধানের অশেষ সুবিধা ত্যাগ করতে বা বিকল হতে দিতে না চায়, তাহলে সেই সমাজে মুদ্রার একটা বলিষ্ঠ ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে।[১]

মোঘল শাসনের শেষদিকে, তখনকার মান অনুযায়ী, অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত ছিল এক উন্নত দেশ। ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল প্রচুর, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ছিল উন্নত, এবং কাজ-কারবারে ঋণ-এর এক উপযুক্ত ভূমিকা পালন করেছিল। ব্রিটিশ প্রভাবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ভারতীয়রা একটি বিনিময় মান (medium of exchange) ও প্রচলিত মূল্য-মানের (Common standard of value) খুব অভাব বোধ করছিলেন। এই ঘটনার আগে, ভারতবর্ষে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল। হিন্দু শাসনকালে স্বর্ণমুদ্রার ওপর জোর দেওয়া হত, আর মুসলমান শাসনকালে দেশের প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি।[২] মোঘল সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তক আকবরের আমল থেকেই প্রচলিত মুদ্রা ছিল সোনার মোহর আর রুপোর টাকা। মোহর ও টাকা, দু'টির-ই ওজন ছিল সমান অর্থাৎ ১৭৫ ট্রয়[৩] গ্রাম এবং 'কোন রকম খাদ মেশানো হত না, অথবা মেশানোর কথা ভাবা হত না।[৪] কিন্তু তাদের মূল্যমান একটাই ছিল কিনা, সন্দেহ আছে। বিশ্বাস করা হয় যে, সেই সময় মোহর ও টাকার বিনিময়ের কোনও নির্দিষ্ট অনুপাত ছিল না। তাই সেই সময়ে মান ছিল, যাকে জেভনের ভাষায় বলা যায় 'সমান্তরাল মান'[৫], দ্বৈতমান নয়।[১] এটা স্পষ্ট যে, এই নির্দিষ্ট অনুপাতের অভাবে

---

১. এই আলোচনার সবটুকুর জন্য এইচ. জে. জ্যাভেনপোর্ট, 'উদ্যমের অর্থনীতি (The Economico of Enterprise) ১৯৯৩, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়।

২. জে. প্রিন্সেপ-এর 'প্রয়োজনীয় তালিকা' (Useful Tables), কলকাতা ১৮৩৪ পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

৩. রবার্ট চামর্স-এর 'ঔপনিবেশিক মুদ্রার ইতিহাস' (Histary of Colorias currency),১৮৯৩, পৃষ্ঠা ৩৩৬, ৩৪০।

৪. ডক্টর পি. কেলি-র 'দি ইউনিভার্সাল ক্যাস্বিস্ট', ১৮১১, পৃষ্ঠা : ১১৫।

৫. 'মানি অ্যান্ড মেকানিজম্ অব্ এক্সচেঞ্জ' (১৮৯০) পৃষ্ঠা : ৯৫।

কাজকর্মের ক্ষতি হত। কিন্তু এটা জানা উচিত যে, এক উদ্ভট পরিকল্পিত অসুবিধের উপশম হিসাবে, মোহর ও টাকার মধ্যে যদিও পারস্পরিক বিনিময়ের কোনও সম্পর্ক নেই, তবুও সাম্রাজ্যের তামার মুদ্রা 'দাম' এর সঙ্গে এদের একটা নির্দিষ্ট বিনিময় অনুপাত ছিল।[২] তাই এটা বলতে বাধা নেই যে যেহেতু মোহর ও টাকার এক-ই বস্তুর সঙ্গে নির্দিষ্ট বিনিময় অনুপাত ছিল, সেইজন্য মোহর ও টাকা দুই-ই একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে প্রচলিত ছিল।

দক্ষিণ ভারতে, যেখানে মোঘলদের প্রভাব পড়ে নি, সেখানে মুদ্রা ব্যবস্থায় রুপোর প্রচলন ছিল একেবারেই অজানা। প্রাচীন হিন্দু রাজাদের প্রচলিত 'প্যাগোডা' নামের স্বর্ণমুদ্রাই ছিল মূল্যমান ও বিনিময়ের মাধ্যম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনুপ্রবেশের আগে পর্যন্ত এর প্রচলন ছিল সমানভাবে।

মুদ্রা প্রচলনের অধিকার মোঘলদের কাছে ছিল 'সম্রাটের বৈধ অধিকার' (interjura Majestatis)[৩] স্বরূপ। তাঁদের কৃতিত্বই হোক বা অন্যকিছু, তাঁরা এই দায়িত্ব পালন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। কোনও মোঘল সম্রাট মুদ্রা প্রস্তুতের সময় খাদ মেশানোর মতো নিচুমানের পরিচয় দেন নি। মুদ্রা প্রস্তুতের সময় ত্রুটিপূর্ণ প্রযুক্তির জন্য কিছু ছাড় ধরে নিলে, সাম্রাজ্যের দূর দূরান্তে প্রান্তের বিভিন্ন টাঁকশাল

---

১. ডক্টর পি. কেলি'র মতে মুদ্রার প্রচলন ছিল বাজারের প্রয়োজন অনুপাতে। অন্যদিকে স্যার আর টেম্পলের মতে, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতেন সরকার; প্রত্যেকটিই ছিল বৈধ ও ব্যবহারে কোনও রীতিসিদ্ধ অসুবিধা ছিল না বললেই চলে। (জেনারেল মানিটারি প্র্যাকটিস্ ইন্ ইন্ডিয়া', জার্নাল অব্ দি ইনস্টিটিউট অব্ ব্যাঙ্কার্স, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৬)। অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'প্রথমদিকের হিন্দু মুদ্রা ছিল সোনার এবং তার ছিল একক মান। মুসলমানেরা রূপোর মুদ্রা প্রচলন করেন এবং পরের দিকে ব্রিটিশ রাজত্বে সোনা ও রূপোর দ্বৈত মান চালু হয়।' (এক-ই বইয়ের খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ৯)। বিপরীতদিকে, এটা লক্ষ্য। করা যায় যে, পঁয়ত্রিশতম মুদ্রা আইন, ১৭৯৩ এর মুখবন্ধে (Preamble to Currency Regulations XXXV of 1793) এবং তার আগের বিভিন্ন মুদ্রা আইনে আলাদা ভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রাক্-ব্রিটিশ শাসনকালে মোহর ও টাকার মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট অনুপাত ছিল না।

২. অধ্যাপক এস. ভি, ভেঙ্কটেশ্বরাও 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অব্ ইকনমিক্সে' জুলাই ১৯১৮ সংখ্যার ১৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'মোঘল মুদ্রা ও পয়সা' (Moghal Curency and Coinage) ; এফ্ অ্যাট্‌কিন্‌সন্ - এর 'দি ইন্ডিয়ান কারেন্সি কোশ্চেন' (১৮৯৪), পৃষ্ঠা : ১।

৩. মুসলমান ঐতিহাসিক, খাকি খানের মতে, ১৬৯৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 'তাঁদের রাজার অশুদ্ধ নামে' বোম্বাইতে টাকা ছাপানোর খবরে সম্রাট ঔরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হন। (ইন্ডিয়ান গেজেটের অব্ ইন্ডিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১৫)।

থেকে তৈরি মুদ্রার[১] মান নির্দিষ্ট মানের থেকে খুব বেশি তফাত হত না। মোঘলি টাকার ধাতু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রাজত্বের পুরো সময়ে মুদ্রা প্রস্তুতে ১৭৫ গ্রাম শুদ্ধ ওজনের[২] নির্দিষ্ট মাত্রা মেনে চলা হয়েছে; সেই পরীক্ষিত ওজনের তালিকা নিচে দেওয়া হল।

মুদ্রার নাম	ওজন (শুদ্ধ গ্রাম)	মুদ্রার নাম	ওজন (শুদ্ধ গ্রাম)
লাহোরের আকবরি	১৭৫.০	দিল্লি সোনাত	১৭৫.০
আগ্রার আকবরি	১৭৪.০	দিল্লি আলমগির	১৭৫.০
আগ্রার জাহাঙ্গিরি	১৭৪.৬	প্রাচীন সুরাট	১৭৪.০
এলাহাবাদের জাহাঙ্গিরি	১৭৩.৬	মুর্শিদাবাদ	১৭৫.৯
কান্দাহারের জাহাঙ্গিরি	১৭৩.৯	পারসি টাকা, ১৭৪৫	১৭৪.৫
আগ্রার শাহজাহানি	১৭৫.০	প্রাচীন ঢাকা	১৭৩.৩
আমেদাবাদের শাহাজাহানি	১৭৪.২	মুহম্মদ শাঙ্গী	১৭০.০
দিল্লির শাহজাহানি	১৭৪.২		
দিল্লির শাহজাহানি	১৭৫.০	আহমদ শাঙ্গী	১৭২.৮
লাহোরের শাহজাহানি	১৭৪.০	শাহ্ আলম (১৭৭২)	১৭৫.৮

যতদিন মোঘল শাসনের অপ্রশমিত প্রভাব ছিল, ততদিন একাধিক টাঁকশাল চালানোর বিপদ দূরে থাক, অনেক সুবিধে ছিল। কারণ, একটা বিভাগের অনেকগুলো শাখার মত এক কর্তৃপক্ষের তদারকিতে ছিল সব টাঁকশাল। কিন্তু মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙে যখন বিভিন্ন রাজ্যের জন্ম হল, তখন রাজকীয় টাঁকশালের অধীনে শাখা টাঁকশালগুলো মুদ্রা তৈরির জন্য স্বাধীন কারখানা হয়ে উঠল। মুদ্রা তৈরি ছিল সার্বভৌমতার এক অভ্রান্ত সম্মান স্বরূপ; যার ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়,

১. ইম্পিরিয়ল গেজেটের অব্ ইন্ডিয়া'র চতুর্থ খণ্ডের ৫১৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে মোঘল শাসনের প্রথমদিকে একটাই টাঁকশাল ছিল দিল্লি'তে, যেখানে রাজকীয় মুদ্রা তৈরি হত। সম্রাট শের শাহ প্রথমে একাধিক টাঁকশালের স্থাপন করেন। এই প্রথা পরবর্তী সম্রাটরাও চালু রেখেছিলেন। আকবর ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ'র শাসনের মধ্যে দুশো টাঁকশাল তৈরি হয়। ১৮৭২-৭৩ সালের 'ইস্ট ইন্ডিয়া মরাল ও মেটিরিয়ল প্রগ্রেস রিপোর্ট' (India Moral and Material Progres Report for 1872-73) থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রত্যেকটি টাঁকশালে সোনা, রূপা ও তামা — এই তিনটি ধাতুর মুদ্রাই তৈরি হত। কয়েকটি টাঁকশালে শুধু সোনার মুদ্রা, কয়েকটিতে রূপার মুদ্রা ও বাকি টাঁকশাল গুলোয় শুধু তামার মুদ্রা তৈরি হত। (রিপোর্ট; পৃষ্ঠা : ১১-১২)।

২. জে. প্রিন্সেপ, 'ইউসফুল টেবলস্', পৃষ্ঠা : ১৮

সেই স্বাধীনতালাভের কাড়াকাড়িতে মুদ্রা তৈরির অধিকার ছিল রাজনৈতিক দুঃসাহসিকতার প্রতীক। ক্ষয়িষ্ণু রাজবংশ এই মুদ্রা তৈরিকে শেষ অধিকার মনে করে আঁকড়ে থাকত; অন্যদিকে, দুঃসাহসিক এটাকে প্রাথমিক অধিকার বলে গণ্য করত। এর ফলে, যে অধিকার এক সময় সযত্নে ব্যবহার করা হত, সেটার-ই যথেচ্ছভাবে অপব্যবহার হতে লাগল। প্রত্যেক জায়গায় টাঁকশাল চলতে লাগল পুরোদমে, আর দেশ অল্প সময়েই ভরে গেল বিভিন্ন ধরনের অ-সম মুদ্রায়; রাজবংশের অবিরাম উত্থান ও পতনে বিনিময়-মাধ্যম হয়ে পড়ল দিশেহারা। এইসব অর্থ-ব্যবসায়ী রাজারা যদি মোঘল সম্রাটদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম মান অনুযায়ী মুদ্রা বাজারে ছাড়ত, তাহলে এক-ই শ্রেণীর মুদ্রা বেড়ে যাওয়ায় খুব চিন্তার বিষয় কিছু হত না। কিন্তু মনে হয়, তাঁদের একটা ধারণা ছিল, যে-মুদ্রা প্রজারা ব্যবহার করতেন, সেটি তাঁদের নিজস্ব মুদ্রা এবং সেই মুদ্রায় নিজেদের ইচ্ছেমতো খাদ মেশাতে শুরু করলেন মুদ্রার শ্রেণী বদল না করেই। খাদ মেশানোর বিভিন্ন মাত্রার জন্য মুদ্রার সার্বজনীন ও তাৎক্ষণিক গ্রহণযোগ্যতার প্রাথমিক গুণ লোপ পেল।

এই অবস্থার খারাপ দিকগুলো সহজেই অনুমেয়। যখন মুদ্রার পরিমাণের সঙ্গে মূল্যের সাযুজ্য রইল না, তখন সেটা নিছক বস্তুতে পরিণত হল। মুদ্রা তাৎক্ষণিক বিনিময়ের মাধ্যমযোগ্য রইল না। প্রত্যেক মুদ্রার ধাতুমূল্য নির্ধারণ করেই এর ঋণ পরিশোধযোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।[১] গরিব ও অজ্ঞকে ঠকানোর যে সুবিধে এতে ছিল, সেটা ইংল্যান্ডে ১৬৯৬ এর পুনর্মুদ্রায়নের অবস্থার থেকে কম খারাপ[২] ছিল না। যাই হোক, প্রতিনিয়ত ওজন করা, মূল্যায়ন করা ও ধাতু পরীক্ষা করা কেবলমাত্র একটা দিক, যাতে অবস্থার খারাপ দিকটা টের পাওয়া যায়। এতে আরেকটি ভয়ানক দিক উদঘাটিত হয়েছে। সাম্রাজ্য লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতে

১. খাদ মেশানো মুদ্রার প্রকৃত ধাতুমূল্য নির্ধারণের প্রয়োজনেই 'মহাজন' নামে দস্তুরি নিয়ে টাকা ভাঙানোর জন্য তেজারতি ব্যবসায়ীর উদ্ভব। মুদ্রার ওপরে খোদাই করা তারিখ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে মুদ্রার মূল্যায়নে আদর্শ শুদ্ধতার ওপর সঠিক কতটা বাটা হবে তাঁরা তা নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

২. মুদ্রা-ব্যবস্থার খারাপ অবস্থার জন্য গরিবদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে ড. রক্সবার্গ তাঁর ৩০ জুন, ১৯৭১ এ লেখা চিঠিতে এ.ডালরিম্পলকে অনুরোধ করেছিলেন এই কুদিকগুলো তুলে ধরবার জন্য তাঁর 'ওরিয়েন্টাল রেপারটরি'তে (দুই খণ্ড, লন্ডন, ১৮০৮) একটি রচনা সংযোজন করতে, যার মূল উপপাদ্য বিষয় হবে 'কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলে অধুনা প্রচলিত মুদ্রা, যেখান থেকে শাসক ও শাসিত দুজনের-ই সবচেয়ে সুষ্থ ও দীর্ঘস্থায়ী সুবিধা উঠে আসতে পারে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আপনি মন্দ দিক শুধরে দিতে পারেন; তার ফলে গরিবদের আশীর্বাদ পেয়ে আপনি নিশ্চয়-ই স্বর্গ-সুখ লাভ করবেন, আর আমিও স্বর্গের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাব।' সরকার-এ প্রয়োজনীয় তাম্রমুদ্রার ওপর আলোকপাত'; এ. ডালরিম্পল, লন্ডন, ১৭৯৪; পৃষ্ঠা :১।

প্রচলিত রাজকীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাও লোপ পেল। এর জায়গায়, সাম্রাজ্য ভেঙে তৈরি হওয়া রাজশাসিত রাষ্ট্রে আঞ্চলিক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হল। এইরকম অবস্থায়, পণ্যের বিনিময়ে সমধাতুমূল্যের মুদ্রা পেয়ে বিনিময় সম্পূর্ণ হত না। ব্যবসায়ীরা আগে নিশ্চিত হতেন যে, বিনিময়ে পাওয়া মুদ্রা তাঁদের বসবাসকারী রাষ্ট্রে প্রচলিত মুদ্রা। এই বিষয়ে পঁয়ত্রিশতম বাংলা মুদ্রা প্রবিধান, ১৭৯৩, (Bengal Curency Regulation, XXXV) এর প্রস্তাবনায় আলোকপাত করা হয়েছে।

'বাংলা, বিহার ও ওড়িশার প্রধান জেলাগুলিতে আলাদা রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন আছে, যেগুলো প্রচলিত অঞ্চলে বিনিময়ের প্রচলিত মূল্যমান।

'খাজনা একটি নির্দিষ্ট মুদ্রায় দিতে হয় বলে রায়াতরা উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে শস্য ও কাঁচামাল সরবরাহের জন্য সেই এক-ই ধরনের মুদ্রা দাবী করেন, এবং উৎপাদনকারীর রায়াতদের এই প্রথায় অনুপ্রাণিত হয়ে যে সব ব্যবসায়ী তাদের কাছে কাপড় বা অন্য সামগ্রী ক্রয় করতে আসে, তাদের কাছ থেকে এক-ই ধরনের মুদ্রা দাবী করেন।

'সেইজন্য বিভিন্ন রকমের পুরানো মুদ্রা শীঘ্রই এক একটি জেলায় প্রতিষ্ঠিত মুদ্রায় পরিণত হল; সব রকম লেনদেন-এর জন্য চাহিদার ফলস্বরূপ সেই সেই জেলায় মুদ্রার মূল্য গেল বেড়ে। আরও হল কি, জেলায় আনা অন্য মুদ্রা প্রত্যাখ্যাত হল, কারণ সম্পত্তি মূল্যায়ন করার মতো পরিচিত মাধ্যম সেটা নয়; আবার যেখানে নেওয়া হত, সেখানে সেই মুদ্রা বাটা বাদ দিয়ে নিম্নমূল্যে নেওয়া হত, যে বাটা মহাজনদের কাছে টাকা ভাঙাতে দিতে হয় ততটা; অথবা অন্য কোনও ব্যক্তিকে দাম দেওয়ার সময় বাটা দিয়ে দিতে হয়।

'এই মুদ্রার প্রত্যাখ্যান থেকে এক জেলায় প্রচলিত মুদ্রার দাম দেওয়ার সময় সওদাগর, ব্যবসায়ী, জমির মালিক, কৃষক, সকলে এক-ই ক্ষতি স্বীকার করত লেনদেন-এ ও ফলস্বরূপ অসুবিধে ভোগ করত, কারণ প্রতিটি জেলায় স্বাধীন সরকার ছিল এবং প্রত্যেকের-ই ছিল ভিন্ন মুদ্রা।

এই অবস্থায় ব্যবসা পর্যবসিত হল পণ্যবিনিময়ে, যেখানে পণ্যবিনিময়ের বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ বিনিময় মাধ্যমের অনুপস্থিতি অথবা একাধিক বিনিময়-মাধ্যম। ব্যবসায় নিয়োজিত মানুষ সুস্পষ্টভাবেই 'দ্বিসন্নিপাত'-এর অভাব বোধ করেছেন। একজন ভাবতেই পারেন যে এইরকম অবস্থা হতেই পারে না কারণ বিনিময় মাধ্যম ছিল ধাতুখণ্ডে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতে প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা,

অবস্থার বিভিন্নতায়, সূক্ষ্মতায় ও সরকারি অনুমোদনে, এত বিভিন্নতা পেল, তার ফলে যে কোনও এক ধরনের মুদ্রা দিয়ে লেনদেন-এর পরিসমাপ্তি অপরিহার্য ভাবে ঘটানো সম্ভব নয়; কিছু অবস্থায় মুদ্রা এক ধরনের বিনিময় মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে এক ধরনের মুদ্রা অন্য মুদ্রার সঙ্গে বিনিময় হয়, আবার সেই মুদ্রা আরেকটি মুদ্রার সঙ্গে; এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ধরনের মুদ্রা না পাওয়া যায়। সমাজ যে পণ্য বিনিময়ের অবস্থায় উপনীত হয়েছে, এটাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। আবার এক-ই মূল্যের মুদ্রার ধাতব ওজনের তারতম্যে, অবস্থা আরও জটিল করে তুলে। এই কারণেই একটা মুদ্রা অন্য ধরনের মুদ্রার অনুপাতে অধোমূল্য বা অধিমূল্য হয়। এই অধোমূল্যায়ন বা অধিমূল্যায়নের আনুপাতিক জ্ঞান না থাকায় নিজের পরিচিত ধরনের মুদ্রা ও সেই অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রা নিতে সবাই আগ্রহী হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে এই অবস্থায় বাণিজ্যের অসুবিধা তুলনামূলকভাবে কম অসুবিধাজনক ছিল না, যা লিকারগাসের আদেশবলে লেসেডোমিনিয়নদের লৌহমুদ্রা ব্যবহার করতে বাধ্য করে, যাতে ওজনের জন্য অধিক ব্যবসা করা বন্ধ হয়। বিরক্তিসূচক হওয়া ছাড়াও এই অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে এক ধরনের তিক্ততার উপস্থিতির জন্য মুদ্রা প্রচলনে যে মূলধন নিয়োগ করা হয়, সেটা সমাজের উৎপাদনশীল উপাদানের ওপর শুল্ক হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক, জেমস্ উইলসন্ -এর[১] ভাষায়, কেউ প্রশ্ন করবে না :

‘যে পণ্যবিনিময় প্রথার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে, মুদ্রার মধ্যস্থতায় যে পরিমাণ সময় ও শ্রম বাঁচানো যায়, সেটাই উৎপাদনশীল উপাদান থেকে তুলে নেওয়া মূলধনের অংশের পারিশ্রমিক, পণ্যের আবর্তনের একক মাধ্যম এবং দেশের বাকি মূলধন আরও উৎপাদনশীল করে তোলা।’

তা হলে, কি বলতে হবে যে, একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা কি যা পণ্য বিনিময়ের কুফল দূর করে না যদিও প্রচুর মূলধন উৎপাদনশীল উৎস থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, কখনও পণ্যের একমাত্র আবর্তক হতে পারে? রোগগ্রস্ত মুদ্রা, মুদ্রার অভাবের থেকে আরও বেশি খারাপ। শেষোক্ত উপায় খরচ বাঁচাতে পারে। কিন্তু সমাজের মুদ্রা থাকা উচিত, এবং সেটা অবশ্যই ভাল মুদ্রা। খারাপ মুদ্রা থেকে ভাল মুদ্রা সৃষ্টির দায়িত্ব পড়ল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর, যাঁরা এর মধ্যে ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

---

১. ‘ক্যাপিট্ল কারেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং’, ১৮৪৭, পৃষ্ঠা ১৫

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকর্তাগণ আর্থিক সংস্কারের নিয়মাবলি প্রকাশ করেন ২৫ এপ্রিল ১৮০৬[১] এর সরকারি প্রেষণে (Despatch), ভারতের অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসনে নিযুক্ত শাসকমণ্ডলীদের জন্য। এই ঐতিহাসিক দলিলে তাঁরা মন্তব্য করে:—

'১৭। শ্রেষ্ঠ শাসকমণ্ডলী সমর্থিত ও অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত এটা একটা অভিমত যে, লোকসান ছাড়া সোনা ও রূপার মুদ্রা তাদের স্থিরীকৃত আপেক্ষিক মূল্যে সরকারি অনুমোদিত অর্থপ্রদানযোগ্য মুদ্রা হতে পারে না। যে ধাতুতে এ সব মুদ্রা তৈরি, সে সব ধাতুর মূল্যের ওঠা-পড়া থেকে এই লোকসানের সূত্রপাত। ধাতুমূল্য অনুসারে স্বর্ণমূদ্রা ও রৌপ্যমূদ্রার অনুপাত আইন নির্ধারণ করে। এই নির্ধারণ সঠিকতম নিয়ম অনুসারে হলেও, অবস্থার পরিবর্তনে সোনার মূল্য রূপার মূল্যের অনুপাত নির্ধারণের সময়ের থেকে বৃদ্ধি পেতে পারে; এই অবস্থায় রূপা অথবা সোনার বিনিময় লাভজনক হয়ে উঠতে পারে; তার ফলে সেই ধাতুর মুদ্রা প্রচলনের বাইরে চলে যেতে পারে। সেইরকমভাবে যদি রূপার মূল্য সোনার তুলনায় আনুপাতিক হারে বৃদ্ধিপায়, তাহলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রূপার মুদ্রার প্রচলন হ্রাস হবার সম্ভাবনা থাকবে। ধাতুমূল্যের ওঠা-পড়া বন্ধ করা যেমন অসম্ভব, তেমনভাবেই এর ফলশ্রুতি বন্ধ করা অবাস্তব। ... ধাতুমূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণমূদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার আনুপাতিক মূল্য নির্ধারণ করা শুধুমাত্র ক্রমাগত সমস্যাই হবে না, এমন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করলে অবিরাম অসুবিধা ও ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে।'

ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার ভবিষ্যতের সর্বোৎকৃষ্ট হিসাবে তারা একক ধাতুমানের সপক্ষে বলে মত প্রকাশ করেছে ও নির্দেশ দিয়েছে যে—

'২১। .... রূপা ভারতবর্ষে হিসাব খাতের সর্বজনীন মুদ্রা মাধ্যম হওয়া উচিত, এবং সমস্ত হিসাব টাকা, আনা ও পাই - এর এক-ই শ্রেণীবিভাগ রাখা উচিত। ....'

ওজন ও বিশুদ্ধতায় এই টাকা, মোঘল সাম্রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার মতো হবে না। প্রস্তাব হল—

'৯। নতুন টাকার মোটামুটি ওজন হবে

ট্রয় গ্রেইনস্ *	১৮০
খাদ খাতে বাদ এক-দ্বাদশাংশ দিয়ে	১৫
এবং বিশুদ্ধ রূপা থাকবে ট্রয় রতি	১৬৫।'

১. এইচ অফ. সি. দাখিলা ১২৭, ১৮৯৮

* ট্রয় : ইংল্যান্ডের মণিকারদের ওজন মান। গেইনস্ : প্রায় ½ রতি।

ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য পরিচালকমণ্ডলী এরকম প্রস্তাব রেখেছিলেন।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মুদ্রাব্যবস্থার জন্য ১৮০ গ্রেইনস্ ওজনের টাকা, যার মধ্যে রয়েছে ১৬৫ গ্রেইনস্ খাদহীন রূপা যা একটা নির্দিষ্ট ওজনের একক নির্ধারণের জন্য—একটা যুক্তিসঙ্গত নির্ধারণ। টাকার জন্য একটা নির্দিষ্ট ওজন ঠিক করার মুখ্য কারণ হল প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে যতটা কম সরতে হয়। দ্বিধাতুমানের যে অব্যবস্থা মোঘলরা দিয়ে গেছে, তার মধ্যে কিছুটা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায়, তিনটি প্রদেশের সরকার প্রচলিত অসংখ্য ধরনের ধাতুমুদ্রার থেকে এক ধরনের মুদ্রা বেছে নিয়ে দেশে এক রকমের সোনা ও রূপোর মুদ্রা নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে প্রচলন করে এই কাজে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। নির্বাচিত মুদ্রার ওজন ও বিশুদ্ধতা ও অন্যান্য বিবরণ সারণি ১-এ দেওয়া হল।

সারণি — ১

মুদ্রার প্রধান মাত্রা

প্রচলনকারী সরকার	যে প্রদেশে প্রচলিত	প্রচলনের তারিখ ও প্রাধিকারিক	রৌপ্যমুদ্রা			স্বর্ণমুদ্রা		
			নাম	মোটামুটি ওজন ট্রয় গ্রেইনস্	বিশুদ্ধ পরিমাণ ট্রয় গ্রেইনস্	নাম	মোটমাট ওজন ট্রয় গ্রেইনস্	বিশুদ্ধ পরিমাণ ট্রয় গ্রেইনস্
বোম্বাই	প্রেসিডেন্সি		সুরাট টাকা	১৭৯-০	১৬৪-৭৪০	মোহর	১৭৯	১৬৪-৭৪০
মাদ্রাজ	প্রেসিডেন্সি		আর্কট টাকা	১৭৬-৪	১৬৬-৪৭৭	স্টার প্যাগোডা	৫২-৪০	৪২-৫৫
বাংলা	বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা কটক	৩৫ তম ধারা, ১৭৯৩ ১২তম ধারা, ১৮০৫	সিক্কা টাকা (১৯তম সূর্য)	১৭৯-৬৬	১৭৫-৯২৭	মোহর	১৯০-৮০৪	১৮৯-৪০
	অন্তর্ভুক্ত প্রেসিডেন্সি	৪৫তম ধারা,	ফুরুকাবাদ টাকা (লখনউ সিক্কা, ৪৫তম সূর্য)	১৭৩	১৬৬-১৩৫	—	—	—
	জয় করা প্রেসিডেন্সি	১৮০৩						
	বেনারস প্রেসিডেন্সি	তৃতীয় ধারা ১৮০৬	বেনারসি টাকা (মুচলিদার)	১৭৫	১৬৮-৮৭৫	—	—	

* Troy Grains : ইংল্যান্ডের মণিকারের ওজন অনুযায়ী ½ রতি।

বিভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে প্রচলিত প্রধান মুদ্রার মাত্রাগুলি কমিয়ে একমাত্রায় নিয়ে আসতে, সবচেয়ে কাছাকাছি ও সবথেকে কম অসুবিধাজনক অখণ্ড ওজন নিঃসন্দেহে ১৮০ গ্রেইনস্, কারণ প্রচলিত মুদ্রার ওজন থেকে ফারাক হবে খুব-ই সামান্য মাত্রায়। এছাড়া, এটা বিশ্বাস করা হত যে, মোঘল টাঁকশালে তৈরি মুদ্রার নির্ধারিত ওজন ছিল ১৮০ গ্রেইনস্, সঠিকভাবে ১৭৯.৫৫১১ গ্রেইনস; তাই এই ওজন বাস্তবিকভাবে পুরানো মাত্রায় পূর্ণপ্রচলন, নতুন মাত্রার সূত্রপাত নয়।[১] ১৮০ গ্রেইনস-এর সপক্ষে আরেকটি সুবিধা দাবি করা হয় যে, এই মুদ্রামাত্রা ওজন মাত্রা হিসাবে অবলুপ্তি থেকে আবার ব্যবহৃত হবে। এটা মানা হয়[২] যে, ভারতে ওজনমাত্রা আগে সব সময়-ই প্রধান মুদ্রার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকত; তেমন ভাবেই সের ও মণ আসলে ছিল টাকার গুণিতক, টাকার ওজন ছিল ১৭৯.৬ ট্রয় গ্রেইনস। সেইজন্য, প্রধান মুদ্রার ওজন যদি ১৮০ গ্রেইনস থেকে অন্য কিছু করা হয়, তাহলে বিশ্বাস করা হত যে প্রাচীন প্রথা থেকে অশোভন বিচ্যুতি হয়েছে, যে প্রথায় মুদ্রার ওজনের সঙ্গে অন্য ওজন বা মাপের মূলসূত্র গ্রথিত। এইসব সুবিধা ছাড়াও, ১৮০ গ্রেইনস ওজন হলে ভারতীয় মুদ্রার সঙ্গে ব্রিটিশ মুদ্রার সাদৃশ্যের এক বাড়তি সুবিধা থাকবে।[৩]

মুদ্রার প্রধান মাত্রার ওজন ১৮০ গ্রেইনস্ করার সুবিধার[৪] সঙ্গে এটাও জানা দরকার যে ১৬৫ গ্রেইনস বিশুদ্ধ ওজনের পেছনেও যুক্তি ছিল। ১৬৫ গ্রেইনস্ বিশুদ্ধ

---

১. সরকারি প্রেষণ, অষ্টম অনুচ্ছেদ

২. কলকাতা টাঁকশাল সমিতিকে লেখা জেমস্ প্রিন্সেপ-এর চিঠির ২৬-২৮ অনুচ্ছেদ, জন মুলার লিখিত 'ইন্ডিয়ান টেবল্‌স', কলকাতা, ১৮৩৬ এর পরিশিষ্ট হিসাবে মুদ্রিত।

৩. একই চিঠির অনুচ্ছেদ ২৮। ব্রিটিশ ও ভারতীয় ওজন-পদ্ধতি কতটা অনুরূপ, নিচে দেখানো হল।

ভারতীয়	ব্রিটিশ
৮ রতি = ১ মাসা	= ১৫ ট্রয় গ্রেইনস্
১২ মাসা = ১ তোলা (বা সিক্কা)	= ১৮০ ট্রয় গ্রেইনস্
৮০ তোলা = ১ সের	= ২$\frac{১}{২}$ ট্রয় পাউন্ড
৪০ সের = ১ মন	= ১০০ ট্রয় পাউন্ড

৪. টাকার ওজন ১৮০ গ্রেইনস্ করার বিপক্ষে ক্যাপ্টেন জার্ভিস এর মতামতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দ্রষ্টব্য: 'দি এক্সপিডিয়েন্সি অ্যান্ড ফেসিলিটি অফ এস্টাব্লিশিং দ্য মেট্রোলজিকাল অ্যান্ড মনিটরি সিস্টেমস্ থ্রু-আউট ইন্ডিয়া অন এ সায়েন্টিফিক্ অ্যান্ড পার্মানেন্ট বেসিস, গ্রাউন্ডেড অন্ এ্যান্ এ্যানালিটিকাল রিভিউ অব্ দ্য ওয়েট্‌স্, মেসার্স অ্যান্ড কয়েন্‌স্ অব্ ইন্ডিয়া' নামক বিস্তৃত নিবন্ধ, বোম্বাই, ১৮৩৬। পৃষ্ঠা : ৪৯-৬৪ (The Expediency and Facility of establishing the Metrological and Monetary Systems throughout India on a Scientific and Permanent Basis, grounded on an Analytical Review of the Weights, Measures and Coins of India.. Bombay, 1936, pp. 49-64.)

ওজন ঠিক করবার পেছনে প্রধান ও প্রবল উদ্দেশ্য ছিল এমন একটা ওজন ঠিক করা, যাতে প্রচলিত ব্যবস্থার থেকে খুব একটা প্রভেদ না হয়। রৌপ্যমুদ্রার বিশুদ্ধতার এই ওজন যে বিভিন্ন সরকারের স্বীকৃত নানা ধরনের মুদ্রার থেকে খুব বেশি পৃথক নয়, তা নিচের তুলনামূলক বিবরণ থেকে বুঝা যাবে।

সারণি - ২

মুখ্য স্বীকৃত টাকা থেকে প্রস্তাবিত বিশুদ্ধতা মানের পার্থক্য

মুখ্য মাত্রা হিসাবে স্বীকৃত রৌপ্যমুদ্রা ও তাদের বিশুদ্ধতা		প্রস্তাবিত রৌপ্যমুদ্রার বিশুদ্ধতার মান	প্রস্তাবিত টাকা থেকে বেশি মূল্য		প্রস্তাবিত টাকা থেকে কম মূল্য	
মুদ্রার নাম	বিশুদ্ধতার পরিমান ট্রয় গ্রেইনস্	ট্রয় গ্রেইনস্	গ্রেইনস্	শতাংশ	গ্রেইনস্	শতাংশ
সুরাট টাকা	১৬৪.৭৪	১৬৫	-	-	.২৬	.১৫৭
অর্কট টাকা	১৬৬.৪৭৭	১৬৫	১.৪৭৭	.৮৮৭	-	-
সিক্কা টাকা	১৭৫.৯২৭	১৬৫	১০.৯২৭	৬.২১১	-	-
ফুরুকাবাদ টাকা	১৬৬.১৩৫	১৬৫	১.১৩৫	.৬৮৩	-	-
বেনারসি টাকা	১৬৯.২৫১	১৬৫	৪.২৫১	২.৫১১	-	-

দেখা যাচ্ছে যে, সিক্কা ও বেনারসি টাকা ব্যতীত, প্রস্তাবিত বিশুদ্ধতার মান অন্যান্য টাকার এত কাছাকাছি যে বিশেষ বৈকল্য ছাড়াই সম্পূর্ণ ঐক্যলাভের সম্ভাবনা সম্ভাব্য সমস্ত আপত্তি নস্যাৎ করেছে। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ বিশুদ্ধতার মান ১৬৫ গ্রেইনস্ ঠিক করবার পেছনে আরেকটা সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে যে, ১৮০ গ্রেইনস্ ওজনের ঠিক একাদশ দ্বাদশাংশ হবে টাকার বিশুদ্ধতা। একটা নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতা ঠিক করা কোর্ট অব ডিরেক্টরর্স-এর কাছে অতি-প্রায়োগিক প্রযুক্তির ব্যাপার। এটা আসলে ১৮০৩ সালে গঠিত টাঁকশাল ও মুদ্রাব্যবস্থার ওপর ব্রিটিশ কমিটির অভিমত[১] যে,

'বিভিন্ন ধরণের বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক-দ্বাদশাংশ খাদ ও একাদশ-দ্বাদশাংশ বিশুদ্ধতা সর্বোৎকৃষ্ট, অথবা এর কাছাকাছি কিছু।' এই মান এত প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, পরিচালকমণ্ডলী ভারতীয় মুদ্রার নতুন প্রথায়

১. সরকারি প্রেষণ : নবম অনুচ্ছেদ।

একে প্রয়োগ করলেন। তাই তারা টাকাকে একাদশ-দ্বাদশাংশ বিশুদ্ধ করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সেটা করতে হলে টাকার বিশুদ্ধতা ১৬৫ গ্রেইনস্‌ রাখতে হবে।

আগামী দিনের ঘটনার সুবিধেগুলো দেখে কোর্ট অব্‌ ডাইরেক্টরস্‌ একধাতুমানের প্রতি পক্ষপাতকে অনেকে অদূরদর্শিতা মনে করতে পারেন। সেই সময় এই পক্ষপাতের সুদৃঢ় ভিত্তি ছিল। শাসনের সুবিধায় দেশকে যে তিনটি প্রেসিডেন্সিতে ভাগ করা হয়েছিল, সেই প্রেসিডেন্সির সরকার ক্ষমতালাভের পর মোঘলদের মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে সমান্তর ব্যবস্থা পাল্টে দেবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল মোহর, প্যাগোডা ও টাকার মধ্যে বিধিসংগত বিনিময় হার ঠিক করে কিন্তু কোনও প্রেসিডেন্সিতেই এই পরীক্ষা পরিপূর্ণ সার্থকতা পায়নি।

নিজেদের দোষে, রাজস্ব আদায়ের সব টাকা ট্রেজারিতে রেখে দেবার জন্য মুদ্রাব্যবস্থায় যে চাপ পড়েছিল, সেটা দূর করবার জন্য, বাংলায়[১] সরকার ১৭৬৬ সালের ২ জুন ঠিক করলেন সোনার-মুদ্রা (মোহর) এর ওজন হবে ১৭৯.৬৬ গ্রেইনস্‌ ট্রয় এক এতে থাকবে ১৪৯.৯২ গ্রেইনস্‌ ট্রয় বিশুদ্ধ ধাতু এবং ১৪ সিক্কা টাকার সরকারি অনুমোদিত মুদ্রা ব্যবস্থা হবে। এটা ১৬.৪৫ থেকে ১ অনুপাত, যেটা বাজারে চলতি অনুপাত ১৪.৮১ থেকে ১ থেকে অনেকটা পৃথক; এর ফলে দুই ধরণের মুদ্রা সমবর্তী ভাবে চালু করবার প্রচেষ্টার নিয়তি হল নিষ্ফল। চীন, মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকে বহু পরিমাণে রূপা বাংলায় আমদানি হওয়াতে মুদ্রাব্যবস্থায় এত চাপ বৃদ্ধি পেল যে ২০ মার্চ ১৭৬৯ আরেকরকম সোনার মোহর চালু করা হ'ল। এই সোনার মোহর ওজনে ১৯০.৭৭৩ ট্রয় গ্রেইনস্‌ এবং এতে ১৯০.০৮৬ গ্রেইনস্‌ খাঁটি সোনা রয়েছে, যার দাম ধার্য করা হয়েছিল ১৬ সিক্কা টাকা। এতে ১৪.৮১ থেকে ১ অনুমোদিত অনুপাত। যেহেতু এই অনুপাত বাজার চলতি অনুপাতের থেকে বেশি, ভারতে (১৪ : ১) ও ইউরোপেও (১৪.৬১ থেকে ১) দুই মুদ্রার সমবর্তীভাবে চালু করবার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা প্রথমটির তুলনায় খুব একটা ভালো হল না। সঠিক মূল্যায়ন করা এতই জটিল হয়ে উঠল যে, সরকার আবার এক ধাতুমান প্রথায় ফিরে গেলেন; ৩ ডিসেম্বর ১৭৮৮ তে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন দিলেন বন্ধ করে। কিন্তু আর্থিক চাপে আবার যখন ১৭৯০ সালে স্বর্ণমুদ্রা চালু করতে বাধ্য হলেন, তখন মোহর আর টাকাকে কোনও নির্ধারিত অনুপাতে সম্পর্কিত না করে, বাজারে চলতি মূল্যে প্রচলন করা শ্রেয় মনে করলেন। শেষে ১৭৯৩

১. এফ্‌. সি. হ্যরিসন, 'সোনার বিষয়ে ভারত সরকারের অতীত কার্যাবলি' ('The past Action of the Indian Government with regard to Gold'), ইকনমিক্‌ জার্নাল, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪ থেকে; কার্যবিবরণী — স্যর জন শোর, 'বেঙ্গল পাবলিক কনস্টিটিউশন', ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৬।

সালে দ্বৈতমান চালু করবার তৃতীয় প্রচেষ্টা হল বাংলায়। সেই বছরে এক নতুন মোহর চালু হল, যার ওজন ১৯০.৮৯৫ গ্রেইনস্ ট্রয় এবং যাতে রয়েছে ১৮৯.৪০৩৭ গ্রেইনস্ বিশুদ্ধ সোনা এবং সেই মোহর ১৬ সিক্কা টাকা ধার্য অনুমোদিত মূল্যে চালু হল। এর অনুপাত দাঁড়াল ১৪.৮৬:১। এই অনুপাত তখন বাজার চলতি অনুপাতের অনুরূপ না হওয়ায়, বাংলায় দ্বিধাতুমান প্রচলনের তৃতীয় প্রচেষ্টা বিফল হল ১৭৬৬ ও ১৭৬৯ সালের মতোই।

মাদ্রাজ সরকারের[১] এক-ই রকম প্রচেষ্টা বাংলার তুলনায় আরও বেশি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। ওই প্রেসিডেন্সিতে ব্রিটিশ আমলে দ্বিধাতুমানের প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৭৪৯ সালে, যখন ৩৫০ আর্কট টাকাকে ১০০ স্টার প্যাগোডার অনুমোদিত অনুপাতে আনা হয়েছিল। তখনকার বাজার চলতি অনুপাতে, প্রেসিডেন্সির স্বর্ণমুদ্রার, প্যাগোডার চেয়ে মূল্যহ্রাস হয়। বাজার থেকে প্যাগোডা উধাও হয়ে যাওয়ায় এক আর্থিক সংকটের সূচনা হয়, এবং সরকার বাধ্য হয়ে ১৭৫০ সালের ডিসেম্বরে আবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। এটা করা হয়েছিল দুই উপায়ে: প্রথমত সরকারি খাতে সোনা আমদানি করে টাঁকশালের অনুপাতের সঙ্গে বাজার চলতি অনুপাতের সমতা এনে এবং দ্বিতীয়ত সরকারি ট্রেজারিতে প্যাগোডায় জমা-খরচ বাধ্য করে। শেষোক্ত পন্থা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। কিন্তু প্রথম পন্থার বিস্তৃতির কার্যকরিতা অবস্থা শুধরে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এর ফল হল সাময়িক। ১৭৫৬ ও ১৭৭১ এর মধ্যে টাকা ও প্যাগোডার পারস্পরিক অনুপাতের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। ১৭৫৬ সালে যে অনুপাত ছিল ৩৬৪ : ১০০, ১৭৬৮ সালে সেটা গিয়ে দাঁড়াল ৩৭০ : ১০০ তে। ১৭৬০ সালের পরে বাজার চলতি অনুপাত অনুমোদিত অনুপাতের সমান হল। বারো বছর এই অনুপাত এক-ই রকম ছিল। মহীশূর যুদ্ধের পরিচালনার জন্য রূপা আমদানির যে প্রয়োজন হয়েছিল, তার ফলে এই অনুপাত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। যুদ্ধের শেষে আর্কট টাকা ও স্টার প্যাগোডার অনুপাত গিয়ে দাঁড়ায় ৪০০ : ১০০ তে। যুদ্ধের শেষে, মাদ্রাজ সরকার টাকা ও প্যাগোভার মধ্যে সমবর্তী ব্যবহার আনবার আরেকটি প্রচেষ্টা করেন। বাজার চলতি অনুপাত ৪০০ : ১০০ তে না বেঁধে, প্রেসিডেন্সিতে বেশি সোনা আমদানি শুরু হল, যাতে বাজার চলতি অনুপাত ১৭৪৯ সালে স্থির করা অনুপাতের সমান হতে পারে। আশাব্যঞ্জক মেজাজে ১৭৯০ সালে অনুপাত ৩৬৫ : ১০০ ধার্য হল। ফল হল বাঞ্ছিত থেকে ভিন্নতর, কারণ এর ফলে প্যাগোভার মূল্যহ্রাস হল।

১. এইচ.ডডওয়েল, 'দক্ষিণ ভারতে সোনার পরিবর্তে রূপা' (Substitutian at Silver per Gold in South India), ইন্ডিয়ান জার্নাল অব্ ইকনমিক্স, জানুয়ারি ১৯২১-এ প্রকাশিত।

ভুল না শুধরে, সরকার ১৭৯৭ সালে অনুপাত ৩৫০ : ১০০ ধার্য করে অবস্থা আরও খারাপ করলেন, যার ফলে প্যাগোডা সম্পূর্ণ ভাবে প্রচলনের বাইরে চলে যায়। দ্বিধাতুমান প্রচলনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

বোম্বাই সরকার দ্বিধাতুমান প্রথার কার্যকরিতা বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ ছিল বলে মনে হয়, কিন্তু তা হলেও বাস্তব অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। প্রথমবার যখন প্রদেশে[১] দ্বিধাতুমান প্রচলিত হয়, তখন মোহর ও টাকার অনুপাত ঠিক করা হয়েছিল ১৫.৭০ থেকে ১। কিন্তু এই অনুপাতে, মোহরের মূল্য বেশি ধরা হয়েছিল, যার ফলে অগাস্ট ১৭৭৪ এ টাঁকশাল প্রধানদের বলা হয়েছিল যে, স্বর্ণ মোহরের শুদ্ধতা ভিনিসবাসীদের মতো করতে ও ওজন রূপার টাকার মতো করতে। এই পরিবর্তনের ফলে অনুমোদন অনুপাত কমে দাঁড়ায় ১৪.৮৩ থেকে ১ এ। সেটা তখন বাজার চলতি অনুপাত ১৫:১ এর সমান না হলেও খুব কাছাকাছি চলে আসে, এবং প্রতিকূল কোনও ঘটনা না ঘটলে দ্বিধাতুমান প্রথা অন্য দুটো প্রেসিডেন্সির তুলনায় বোম্বাইতে বেশি সার্থক হত। কিন্তু এটা হবার নয়; অবস্থাটা সম্পূর্ণ পালটে গেল সুরাটের নবাবের অসাধুতায়। তাঁর টাকা, যেটা বোম্বাই-এ প্রচলিত টাকার ওজন ও বিশুদ্ধতায় এক ছিল, তাতে ১০, ১২ এমনকি ১৫ শতাংশ খাদ মেশানোর অনুমোদন দিয়েছিলেন। কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলে নবাবের (সুরাট) টাকা বোম্বাই-এর টাকার সঙ্গে একসঙ্গে ব্যবহারের অনুমতি না মিললে, এই খাদ মেশানোয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থায় কোনও বিশৃঙ্খলা আসতে পারত না। সুরাট টাকায় খাদ মেশানোতে, শুধুমাত্র বোম্বাই টাকা প্রচলনের বাইরে চলে গেল না, খাদ মেশানো সুরাট টাকার সঙ্গে মূল্যায়িত ছিল বলে মোহর এর অনুপাত সোনার সঙ্গে প্রতিকূল হয়ে পড়ল, এবং তার সঙ্গে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থার সার্থকতার সুযোগ উবে গেল। দ্বিধাতুমানের অনুপাত নির্ধারণের প্রশ্ন আবার উঠল যখন বোম্বাই সরকার নিজের টাঁকশালে সুরাট টাকা তৈরি করবার অনুমতি দেন। ১৭৭৪ সালের নিয়ম অনুযায়ী সোনার মোহরের মুদ্রা প্রচলন ছিল প্রশ্নের বাইরে। একটি বোম্বাই মোহরে ১৭৭.৩৮ গ্রেইনস্ বিশুদ্ধ সোনা ছিল এবং ১৫ সুরাট টাকায় ১৮০০ মানের ২৪৭.১১ গ্রেইনস্ রূপা ছিল। এই নিয়ম অনুযায়ী রূপা ও সোনার অনুপাত হয় $\frac{২৪৭.১১}{১৭৭.৩৩}$ অর্থাৎ ১৩.৯:১। মোহরের অনেক বেশি মূল্য-হ্রাস পায়। সেইজন্য ঠিক করা হল যে, সুরাট টাকার অনুপাতে মোহরের মান পরিবর্তন করা হবে, যাতে

---

১. 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মুদ্রার ইতিহাস' এর ওপর ডঃ স্কট্ এর প্রতিবেদন, পরিশিষ্ট সহ, পাবলিক কনসালটেশন্' ; (বোম্বাই, ২৭ জানুয়ারি ১৮০১)

অনুপাত ১৪.৯ থেকে ১ হয় কিন্তু বাজার চলতি অনুপাত ১৫.৫ থেকে ১ এর দিকে ঝুঁকে থাকার দরুণ এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হল না।

এই অভিজ্ঞতার আলোয় ভারতের ভবিষ্যৎ মুদ্রা-ব্যবস্থা হিসাবে একধাতুমান বেছে নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ সঠিক কাজ-ই করেছেন। সমস্ত মুদ্রা প্রথার প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে বিভিন্ন রকমের চালু মুদ্রার একে অপরের সঙ্গে একটি সম্পর্ক থাকে। এই নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া মুদ্রা ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, এবং কোনও ধরণের প্রাগ্‌বিধান এই নির্দিষ্টতার গোলমাল ঠিক করবার পক্ষে যথেষ্ট হবে না। একটি সুনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থায়, মুদ্রার বিভিন্ন উপাদানে মূল্যের নির্দিষ্টতা এত প্রয়োজনীয় যে, এর ওপরে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ বিশেষ জোর দেওয়াটা আশ্চর্যের নয়, বরঞ্চ তাদের বিশেষ জোর দেওয়াটাই উচিত কারণ তাঁরা যখন মুদ্রা ব্যবস্থাকে একটা সারগর্ভ স্থায়ী অবস্থায় আনতে চান। এটাও বলা যায় না যে, এক ধাতুমান ঠিক করাটা মন্দ সুপারিশের জন্য হয়েছে, কারণ দ্বিধাতুমানের তুলনায় এক ধাতুমান এই নির্দিষ্ট মূল্য ধরে রাখতে বেশি কার্যকরী। একধাতুমান এর ক্ষেত্রে এটা স্বতঃস্ফূর্ত, এবং দ্বিধাতুমানের ক্ষেত্রে জোর করে আনা।

কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরসের সুপারিশ কার্যকরী করবার সময় এবং পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সরকারের ওপর। সুপারিশ মোতাবেক পদক্ষেপ নেওয়ার কিছু আগে, একরকম মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করার সংসৃষ্ট বিভিন্ন কার্যধারা যা বিভিন্ন সরকারকে নিতে হবে, সেগুলো কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল।

কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরসের সুপারিশ অনুযায়ী মুদ্রা ব্যবস্থা প্রণয়ণ ও চালু মুদ্রা ব্যবস্থায় মান কমিয়ে আনা প্রথম কার্যকরী করা হয় মাদ্রাজে। ৭ই জানুয়ারি ১৮১৮ তে সরকারি ঘোষণাবলে[১] পুরানো মুদ্রা আর্কট ও স্টার প্যাগোডা, নিষিদ্ধ হয়ে চালু হয় একটি সোনার টাকা ও একটি রূপার টাকা, যাদের প্রত্যেকের ওজন ১৮০ গ্রেইনস্ ট্রয় ও ১৬৫ গ্রেইনস্ বিশুদ্ধ ধাতু ছিল থাকবে। মাদ্রাজে চালু হবার ছয় বছর পরে, ৬ অক্টোবর, ১৮২৪ এক ঘোষণাবলে[২] একটি সোনার টাকা ও একটি রূপার টাকা, মাদ্রাজে চালু নতুন মুদ্রার মান অনুযায়ী, প্রেসিডেন্সির একমাত্র স্বীকৃত মুদ্রারূপে পরিগণিত হল। বাংলা সরকারের অনেক বড় অসুবিধে সামাল দেবার ছিল। এখানে তিন ধরণের রূপার মুদ্রার প্রচলন ছিল যেগুলোকে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরসের সুপারিশ অনুযায়ী মানে আনতে হবে। বাংলা সরকার কাজ শুরু

---

১. দ্রষ্টব্য : 'ফোর্ট সেন্ট জর্জ পাবলিক ডিপার্টমেন্ট কনসালটেশনস্', ১৯ নং, ৭ই জানুয়ারি, ১৮১৮।

২. দ্রষ্টব্য : 'বম্বে ফিনান্সিয়াল কনসালটেশনস্', ৬ অক্টোবর, ১৮২৪

করল পরিত্যাগ ও পরিবর্তন এর মাধ্যমে। ১৮১৯ এ বেনারসি টাকার প্রচলন বন্ধ[১] করে দেওয়া হল, এবং এর জায়গায় ফুরুকাবদি টাকা চালু করা হল, যার ওজন ও বিশুদ্ধতা পরিবর্তন করে করা হল যথাক্রমে ১৮০.২৩৪ ও ১৩৫.২১৫ গ্রেইনস্ ট্রয়। দৃশ্যত:, এই পদক্ষেপ সঠিক পন্থা থেকে ভিন্ন। কিন্তু এখানেও, বিশুদ্ধতায় একরূপতা আনবার জন্য এই পদক্ষেপ দর্শনযোগ্য, কারণ মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর টাকার মতোই এটা একাদশ-দ্বাদশাংশ বিশুদ্ধ। বেনারসি টাকা উঠিয়ে নেবার পর, ফুরুকাবাদি টাকার মান মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মান অনুযায়ী কেন্দ্রীভূত করার জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হল, তা নিচের তালিকায় দেখা যাবে।

তাই, দ্বিধাতুমান প্রথা রদ না করে, কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরসের অনুমোদিত উৎকর্ষ প্রথা আনবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। নিচের সারণিতে দেখানো হল।

সারণি - ৩

মুদ্রাব্যবস্থার একরূপতা ১৮৩৩ এর শেষে

প্রচলন কারী সরকার	রূপার মুদ্রা			সোনার মুদ্রা			আইনানুগ অনুপাত
	নাম	ওজন	বিশুদ্ধতা	নাম	ওজন	বিশুদ্ধতা	
বাংলা	সিক্কা	১৯২	১৭৬ অথবা ১১/১২	মোহর	২০৪.৭১০	১৮৭.৬৫১	১ : ১৫
	ফারুকা-বাদি টাকা	১৮০	১৬৫ বা ১১/১২	-	-	-	-
বোম্বাই	রূপার টাকা	১৮০	১৬৫ বা ১১/১২	সোনার টাকা	১৮০	১৬৫ বা ১১/১২	১ : ১৫
মাদ্রাজ	রূপার টাকা	১৮০	১৬৫ বা ১১/১২	সোনার টাকা	১৮০	১৬৫ বা ১১/১২	১ : ১৫

১৮৩৩ এর শেষার্দ্ধে অবস্থা দেখে বলা যায় যে, মুদ্রা ব্যবস্থার একরূপতা আনবার জন্য কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ সংসৃষ্ট সুপারিশ, সিক্কা টাকা ও বাংলার সোনার

১. ১১ তম বেঙ্গল রেগুলেশন, ১৮১৯।

মোহরকে বাদ দিয়ে, কার্যকরী হয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্য সিক্কা টাকা নিষিদ্ধ ও সোনা মুদ্রাধাতু হিসাবে প্রচলন বন্ধ করা ছাড়া আর কোনও কাজ বাকি রইল না। এই জায়গায়, কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্‌‌েরর সঙ্গে ভারতের তিনটি সরকারের বিবাদ শুরু হল। সোনাকে মুদ্রাধাতু হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করবার পেছনে যথেষ্ট অনিচ্ছা দেখা গেল। মাদ্রাজ সরকার, যে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্‌েরর সুপারিশ অনুযায়ী মুদ্রাব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রথম করেছিলেন, তাঁরা সোনার মুদ্রাকেও টাকার[১] সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করবার জন্য জোর শুধুমাত্র দিলেন না, তার সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে প্রচলিত নির্ধারিত অনুপাতে দ্বিমুদ্রাপদ্ধতি ত্যাগ করতে জোরের সঙ্গে অস্বীকার করলেন,[২] কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্‌েরর একাধিক আপত্তি সত্ত্বেও।[৩] বাংলা সরকার দ্বিধাতুমান প্রথা আঁকড়ে থাকলেন সমান জোরের সঙ্গে। সোনাকে মুদ্রাধাতু হিসাবে প্রচলন তো বন্ধ করলেনই না, উল্টে এর মান[৪] পরিবর্তন করলেন ধাতুর বিশুদ্ধতা ১৮৯.৪০৩৭ থেকে কমিয়ে ১৮৭.৬৫১ ট্রয় গ্রেইনস্ করে, যাতে মাদ্রাজে ১৮১৮ সালে প্রচলিত অনুপাতে দ্বিধাতুমান পুনঃপ্রবর্তন করা যায়। দ্বিধাতুমানের সঙ্গে সংলগ্নতা এতটাই বেশি যে, ১৮৩৩ সালে সিক্কা টাকার ওজন ও বিশুদ্ধতা পরিবর্তন[৫] করে করা হল যথাক্রমে ১৯৬ গ্রেইনস্ ও ১৭৬ গ্রেইনস্, সম্ভবত মোহর ও টাকার সঙ্গে অনুমোদিত অনুপাত ও বাজার চলতি অনুপাতের সম্ভাব্য প্রভেদ ঠিক করবার জন্য।[৬]

কিন্তু অন্যদিকে, কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্‌েরর ইচ্ছের থেকে আরও বেশি এগিয়ে যেতে চেয়েছিল ভারতীয় সরকার। কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ ভেবেছিলেন যে, ভারতে প্রয়োজন একরূপ মুদ্রাব্যবস্থা (অর্থাৎ মুদ্রাব্যবস্থা যাতে থাকবে এক-ই ধরনের কিন্তু স্বাধীন মুদ্রা)। অবশ্যই, তাঁরা প্রেসিডেন্সির সরকারদের বুঝিয়েছিলেন যে, মুদ্রাব্যবস্থা সরলীকরণে এর থেকে বেশি তাঁরা কিচ্ছু চান না, এবং সিক্কা ও মোহরকে বিযুক্তভাবে

---

১. কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ সোনার মুদ্রাকরণ ও প্রচলনে সম্মত ছিলেন টাকার সঙ্গে যুক্ত না করে, কারণ সরকারি প্রেষণে তাঁরা অভিমত দিয়েছেন:—

'২.৬। যদিও আমরা রুপোর টাকাকে মূল্য পরিমাপের প্রধান হিসাবে ও হিসাব রক্ষার মুদ্রা রূপে উপযুক্ততা হিসাবে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, তবুও সোনার প্রচলন বন্ধ করতে কোনও ভাবে আগ্রহী নই। এই মুদ্রা, আমাদের মতে সোনার টাকা হিসাবে পরিগণিত হওয়া উচিত ও রুপোর টাকার মানের মতো হওয়া উচিত।'

২. দ্রষ্টব্য : ফোর্ট সেন্ট জর্জ পাবলিক কনসালটেশন্‌স্, ১৯ আগস্ট ১৮১৭। বিশেষ করে মহা-হিসাবরক্ষক (Accountant General) লিখিত চিঠির মুদ্রণ।

৩. দ্রষ্টব্য : 'দি পাবলিক ডেস্‌পাচেস্ টু মাদ্রাজ', ৬ মার্চ ১৮১০; ১০ জুলাই ১৮১১ এবং ১২ জুন ১৮১৬।

৪. ১৪ তম বেঙ্গল রেগুলেশন, ১৮১৮-এর মুখবন্ধ।

৫. বিশুদ্ধতা পরে ১৯০. ৮৯৫ থেকে ২০৪.৭১০ ট্রয় গ্রেইন্‌সে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৬. ৭ম বেঙ্গল রেগুলেশন, ১৮৩৩।

ব্যবহারে আর সঠিকভাবে আগ্রহী।[১] একরূপ মুদ্রাব্যবস্থা নিঃসন্দেহে মোঘলের উত্তরাধীকারীদের ছেড়ে যাওয়া অবস্থা থেকে অনেকটা এগোনো। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়; অবস্থার প্রয়োজন দাবি করে একমাত্র একক ভিত্তিক সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থা, একরূপ মুদ্রাব্যবস্থার জায়গায়। একরূপ মুদ্রাব্যবস্থা প্রথায়, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে তার নিজস্ব মুদ্রা প্রস্তুত করে, এবং টাঁকশালে তৈরি মুদ্রা অন্য প্রদেশে স্বীকৃত নয়, টাঁকশাল বাদ দিয়ে। এই মুদ্রাব্যবস্থার স্বাধীনতা ক্ষতিকারক হত না যদি এই তিনটি প্রদেশের আর্থিক স্বাধীনতা থাকত। আসলে, প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ঘাটতি মেটানোর জন্য অন্য প্রদেশের ওপর নির্ভর করত। তাদের মধ্যে নিয়মিতভাবে 'যোগান' প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং একটির উদ্বৃত্ত, আরেকটির ঘাটতি মেটাবার জন্য ব্যবহার করা হত। সাধারণ মুদ্রার অভাবে এই অর্থসংগ্রহ ও সংস্থানের কার্যকারিতা ব্যাহত হয়েছিল। সাধারণ মুদ্রার অভাব 'যোগান' পদ্ধতিতে দুভাবে অনুভূত হয়েছিল। অন্য প্রেসিডেন্সির মুদ্রা অনুমোদিত অর্থ হিসাবে ব্যবহার করতে না পারার জন্য, আত্মনির্ভর হওয়ার খাতিরে, বাণিজ্যের ক্ষতি করে, প্রচুর কার্যনির্বাহি অর্থ আটকে রেখে দিল।[২] যে প্রথায় প্রচুর কার্যনির্বাহি অর্থের প্রয়োজনীয়তা চাপিয়ে দেওয়া হল, সেই এক-ই প্রথায় অন্য প্রেসিডেন্সির ওপর নির্ভরতা কম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। কারণ, সাহায্যকারী প্রদেশ নিজের মুদ্রায় ঘাটতি মেটানোর যোগান দেয়, আর সাহায্যপ্রাপ্ত প্রদেশ সেই মুদ্রা ব্যবহারের আগে নিজের মুদ্রায় পরিবর্তন করে। নিজের মুদ্রায় এই পরিবর্তনে ক্ষতি তো হতই, এছাড়া ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হত, সরকার হতেন বিব্রত।[৩]

১৮৩৩ সালের শেষে অবস্থা এরকম দাঁড়াল যে, কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ একটি সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেখানে একক রৌপ্যমান থাকবে; অন্যদিকে

---

১. বাংলার সরকারি প্রেষণ, ১১ মার্চ, ১৮২৯।

২. বাংলার মহা-হিসাবরক্ষক (Accountant General of Bengal) ২১ নভেম্বর ১৮২৩ এ 'কলকাতা মিন্ট কমিটি'কে লিখেছিলেন—

'অনুচ্ছেদ ৩২। জমা খরচের পার্থক্য অবশ্যই নির্ভর করে মুদ্রার অবস্থার ওপর। যদি মাদ্রাজ, বোম্বাই ও ফুরুকাবাদি টাকা ওজন ও অন্তর্নিহিত মূল্যে আলাদা না হয়ে এক-ই মানের ওজন মূল্যে এক-ই উৎকীর্ণলিপিতে কোনও প্রভেদ না থেকে চলত, তা হলে এক প্রেসিডেন্সির উদ্বৃত্ত আরেক প্রেসিডেন্সির ঘাটতি মেটাবার জন্য সব সময় পাওয়া যেত টাকশাল হয়ে না ঘুরে এবং জমা খরচের পার্থক্যের পরিমাণ ভারতে সেই হারেই কমত, যে হারে বেশিমাত্রায় মুদ্রা পাওয়া যেত তিনটি প্রেসিডেন্সিতে 'খরচের জন্য'। ('বোম্বে ফিনানশিয়াল কনসালটেশন্স্,' ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৪)

৩. প্রথার কুফল বোম্বাইতে আগেই অনুভূত হয়েছিল, যখন সরকার ৯ এপ্রিল ১৪২৪ এর ঘোষণাবলে ১৮১৯ এর ফুরুকাবাদি টাকা নিজের প্রেসিডেন্সিতে অনুমোদিত মুদ্রারূপ ঘোষণা করেন বোম্বাই টাকার সমান হিসাবে, যাতে বাংলা থেকে যোগানের সুবিধা হয়। দ্রষ্টব্য : 'বোম্বে ফিনানসিয়াল কনসালটেশন্স্', ১৪ এপ্রিল, ১৮২৪।

ভারতের শাসকদল চাইলেন দ্বিধাতুমানের সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থা। দৃষ্টিভঙ্গির এই ভিন্নতা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত মুদ্রাব্যবস্থা চালু থাকত। কিন্তু ১৮৩৩-এ প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য ভারতীয় সরকারের তিনটি প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক পরিবর্তন হল। সেই বছরে লোকসভার আইন অনুসারে[১] সাম্রাজ্যিক প্রশাসন প্রথা চালু করা হল যেখানে সারা ভারতের আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহ ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা হল। প্রশাসনের এই পরিবর্তনে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অবধারিত হল। এর ফলে, আঞ্চলিক মুদ্রাব্যবস্থার জায়গায় সাম্রাজ্যিক মুদ্রার প্রচলন প্রয়োজন হল। অন্য কথায়, শুধুমাত্র সমরূপ মুদ্রাব্যবস্থার জায়গায় সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থার সপক্ষে গেল। ভারতের কর্তৃপক্ষের ঘটনার প্রবাহ বুঝতে দেরি হল না। আইনসভা সৃষ্ট সাম্রাজ্যিক সরকার তদানীন্তন ব্রিটিশদের মতো দেওয়ান বা মোঘলদের প্রতিনিধির ভূমিকায় কাজ করে তুষ্ট হল না, এবং তাঁরা মুদ্রাগুলো মোঘলদের নামে তৈরি করা পছন্দ করল না, কারণ মোঘল রাজত্বের অবসান হয়ে গিয়েছিল। তারা মিথ্যে পোশাক[২] পরিত্যাগ করতে উদ্‌গ্রীব হল; প্রচলন করতে চাইল নিজেদের নামে সাম্রাজ্যিক মুদ্রা সারা ভারতবর্ষে যাতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই মুদ্রাব্যবস্থা। সেই মতো, এই কার্যধারা প্রণয়নে সত্বর সুযোগ সদ্ব্যবহার করা হল। সাম্রাজ্যিক সরকারের আইন (১৮৩৫ সালের ১৭ তম) মোতাবেক সারা ভারতবর্ষে এক সাধারণ মুদ্রা চালু করা হল, যেটা হল একমাত্র অনুমোদিত মুদ্রা। কিন্তু সরকার আরো বেশিদূর এগিয়ে, কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরসের জন্য ছাড়ের মতো (কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরসের এই সাধারণ মুদ্রা প্রণয়নের বিরুদ্ধে অত্যন্ত তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ এতে সিক্কা টাকা[৩] অপসারিত হল) আইন প্রণয়ন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনও অঞ্চলে অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকবে না।[৪]

এটা সহজেই বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যিক সরকার নিজের প্রয়োজনে সারা ভারতবর্ষে সাধারণ মুদ্রাব্যবস্থা চালু করবে। কিন্তু এটা বুঝা গেল না, কেন তাঁরা এতদিন দ্বিধাতুমান প্রচলন করে হঠাৎ রদ করলেন। যখন স্মরণ করা যায় যে, শাসকদল

১. ৩ ও ৪ ইচ্ছাপত্র (Will), IV. c; ৮৫।

২. দ্রষ্টব্য : 'মেমোরিয়লস্ অব্ ইন্ডিয়ান গভর্ণমেন্ট-এ টাকার এক ভাবপ্রবণতা (কেয়ি সম্পাদিত) ১৮৫৩; পৃষ্ঠা : ১৭-১৯

৩. দ্রষ্টব্য : 'ভারতের অর্থসংক্রান্ত সরকারি প্রেষণ', ৯, ২৭ জুলাই, ১৮৩৬.

৪. XVII আইনের ৯ ধারা, ১৮৩৫.

দ্বিধাতুমান প্রথার ক্ষতিসাধন রুখে দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের মুদ্রাব্যবস্থার পুনর্গঠন অত্যন্ত সাবধানে করেছিলেম যাতে দ্বিধাতুমানের বেশি ক্ষতি না করে যতটা তারা সহ্য করতে পারে, এর পরিপ্রেক্ষিতে সোনাকে মুদ্রাধাতু হিসাবে রদ করা অবশ্যই আশ্চর্যজনক। ১৮৩৫ সালের XVII মুদ্রা আইন হঠাৎ বিপরীত দৃশ্য দেখাবার জন্য ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর ফলে আর্থিক পুনর্গঠনের দীর্ঘ ও দুষ্কর প্রক্রিয়ার প্রান্তিক সীমা সূচিত হল, এবং ভারতবর্ষকে রূপার একধাতুমানে এনে দিল, যেখানে এক টাকার ওজন ১৮০ গ্রেইনস্ ট্রয় ও বিশুদ্ধতার পরিমাণ ১৬৫ গ্রেইনস্ এবং সাধারণ মুদ্রা ও একমাত্র অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবে সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত হল। ১৮৩৫ সালের XVII আইনের মতো ব্রিটিশ শাসিত ভারতে আর কোনও আইন পরবর্তীকালে এতটা অসন্তোষ সৃষ্টি করে নি। এই আইন দ্বিধাতুমান রদ করাতে এবং আশ্চর্য শত্রুভাবাপন্নরূপে দেখা যেতে লাগল। কিছু সমালোচক জানতেন না[১] যে আইনের প্রাথমিক ঘোষণা ছিল দ্বিধাতুমান থেকে এক ধাতুমানে পরিবর্তন। কিন্তু আইনটির সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত এটাই ছিল যে, এতে স্বর্ণমান পরিবর্তন করে রৌপ্যমান আনা হল। কিন্তু সত্যটা যদি আরও অনেকের কাছে জানা থাকত, তাহলে এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক মনোভাব সমর্থনযোগ্য হত না। তাহলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি, ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়া'তে সোনা আবিষ্কারের ফলশ্রুতি কি হতে পারত যদি দ্বিধাতুমান প্রচলিত থাকত? এটা সবার-ই জানা যে, রূপার তুলনায় সোনার উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৫০ এর পর টাঁকশালও এই দুটি ধাতুর মধ্যে বাজার চলতি অনুপাতের কতটা বিচ্যুতি হয়েছিল। রূপার মূল্যহ্রাস অতটা না হলেও, দ্বিধাতুমান-প্রচলিত দেশে সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে রূপার মুদ্রা ও খুচরো পয়সা খুব তাড়াতাড়ি প্রচলনের বাইরে চলে গিয়েছিল। ১৮৫৩ সালের আইন বলে যুক্তরাষ্ট্র[২] ছোট রূপার মুদ্রার মান হ্রাস করল ততটাই, যাতে ডলারের সম্পর্কে, তাদের সোনার মূল্যের কম, যাতে প্রচলিত থাকে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড ও ইতালি, যেখানে ফরাসি দ্বিধাতুমান ধাঁচে একরূপী মুদ্রাব্যবস্থা চালু ছিল বিনিময়ে অনুমোদিত মুদ্রার সঙ্গে,[১] সেখানে এক-ই রকম

---

১. উদাহরণ হিসাবে একটিমাত্র নিদর্শন দ্রষ্টব্য : এস. ভি. দোরাইস্বামীর 'ইন্ডিয়ান কারেন্সি মাদ্রাজ', ১৯১৫।

২. লাফলিন, জে. এল : 'হিস্ট্রি অফ বাইমেটালিসম্', নিউ ইয়র্ক, ১৮৩৬; পৃষ্ঠা : ৭৯-৮৩।

অসুবিধে দেখা গেল। যাতে প্রত্যেকটি দেশ তাঁদের রৌপ্যমুদ্রা,[২] বিশেষ করে খুচরো মুদ্রা বাঁচাতে গিয়ে স্বধর্মত্যাগী কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে মুদ্রা ব্যবস্থার ঐক্য নষ্ট না করে, তার জন্য তাঁরা ২০ নভেম্বর ১৮৬৫ তে একটি সম্মেলন আহ্বান করতে বাধ্য হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিতভাবে বলা হয় 'লাতিন ইউনিয়ন', তাঁদের বলা হয়েছিল প্রচলনে রাখবার জন্য রূপার ২ ফ্রাঁ, ১ ফ্রাঁ, ৫০ সংটীম, ও ২০ সংটীম এর মান $\frac{৯০০}{১০০০}$ মান থেকে কমিয়ে $\frac{৮৩৫}{১০০০}$ করেন, এবং এদের সহকারি মুদ্রা হিসাবে পরিগণিত করেন।[৩] এটা সত্যি যে, ভারত সরকারের এই সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলায় অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু এই অসুবিধা হয়েছিল নিজের অবিবেচক কাজের জন্য[৪] মুদ্রা আইন (১৮৩৫ সালের) প্রণয়ণ করে টাঁকশালের সোনার মুদ্রার অবাধ তৈরি বন্ধ না করে। কারণ সরকার এই সোনার মুদ্রা তৈরি থেকে আয় ত্যাগ করতে রাজি হল না। যখন সোনা আর প্রচলিত মুদ্রাধাতু রইল না, সোনা আর টাঁকশালে আনা হত না মুদ্রা তৈরির জন্য, আর মুদ্রা তৈরি থেকে সরকারের আয় পড়ে গেল। এই আয়ের ঘাটতি কমাতে

---

১. ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক প্রভাবে লাতিন গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশ ফ্রান্সে প্রচলিত অর্থনৈতিক প্রথা গ্রহণ করে। ১৮৩১ সালে বেলজিয়াম রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবার পর তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। ১৮৩২ সালের আইন মোতাবেক, বেলজিয়ামের অর্থনৈতিক প্রথা ফ্রান্সের-ই হিসাবে চালু হয়। সেই আইন অনুসারে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে, এমনকি সোনার ২০ ও ৪০ ফরাসী ফ্রাঁ ও রূপার ৫ ফরাসি ফ্রাঁ বেলজিয়ামে অনুমোদিত রূপার মুদ্রা চালু হয়। সুইজারল্যান্ডের ১৮৪৮ সালের সংবিধানের ৩৬ তম ধারায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে মুদ্রাব্যবস্থা প্রণয়ণের ভার দেওয়া হয়। ৭ মে ১৮৫০ এর আইন বলে মুদ্রাব্যবস্থা সুইজারল্যান্ডে চালু হয়। ৮ নং ধারায় ঘোষণা করা হয়— ' যে সমস্ত বিদেশি রূপার মুদ্রা, যা ফরাসি প্রথার কাছাকাছি, তাদের প্রত্যেককে সুইজারল্যান্ডে পাওনা মেটাবার জন্য অনুমোদিত অর্থরূপে গণ্য করা হবে।' সংযুক্তীকরণের আগে বিভিন্ন ইতালিয়ান রাজ্য, নিজেদের মুদ্রাব্যবস্থায় সুইস কেনটনে (অঞ্চলে) প্রচলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সংযুক্তির পর একরূপী মুদ্রা চালু করবার প্রয়াসে অসুবিধা দেখা গেল এই নিয়ে যে, সেখানে পুরানো প্রথার কোনও মুদ্রা চালু থাকবে না কি নতুন মুদ্রা চালু হবে। ইতালির স্বাধীনতায় ফরাসি সাহায্য পাওয়ার জন্য-অধিবাসীদের মনে কৃতজ্ঞতা ছিল বেশ, এবং মনে করা হল যে ফরাসি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে প্রয়োজন মিটবে। সার্ডিনিয়াতে ফরাসি প্রথা আগের থেকেই চালু ছিল, এবং ২৪ অগাস্ট ১৮৬২র আইন সারা ইতালিতে প্রসার করল একে এবং লিরা হল মুদ্রার একক। এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডের মুদ্রাকে অনুমোদিত মুদ্রা রূপে স্বীকৃতি দিল। দ্রষ্টব্য : এইচ. পি. উইল্‌স্, 'হিষ্ট্রি অফ্ লাতিন মনিটারি ইউনিয়ন, শিকাগো ১৯১০, পৃষ্ঠা : ১৫, ২৭, ৩৬, ৩৭।

২. সুইজারল্যান্ড প্রথম তাদের খুচরো মুদ্রায় রূপার পরিমাণ কমিয়ে দেয় প্রচলনে রাখবার জন্য। খাদ মেশানো সুইস মুদ্রা দেশের সীমা পেরিয়ে লাতিন গোষ্ঠীর অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হল; বেশি রূপা আছে এমন ছোট মূল্যের দামি মুদ্রা যা একইভাবে চলত, এইসব সুইস মুদ্রার বেগে প্রচলনের বাইরে চলে গেল। এই কারণে এক ফরাসি ডিক্রিতে (১৪ এপ্রিল ১৮৬৪) লাতিন গোষ্ঠীর দেশের অনুমোদিত মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষমতা রদ করে দিল।

৩. লাতিন ইউনিয়নের বিষয়ে আরও তথ্য—দ্রষ্টব্য : লাফলিন: পূর্বে উল্লিখিত রচনা; পৃষ্ঠা : ১৪৬-৯।

৪. দ্রষ্টব্য : প্রতিবেদন, ইস্ট ইন্ডিয়ান মুদ্রাব্যবস্থা ২৫৪; ১৮৬০

গিয়ে সরকার সোনার মুদ্রা তৈরিতে উৎসাহ দিতে শুরু করেন। প্রথমত:, ১৮৩৭ সালে সোনার মুদ্রা তৈরির পারিশ্রমিক (Seignarage)[১] দুই শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হল। কিন্তু এই ব্যবস্থা টাঁকশালে সোনা আনার জন্য লোকদের উৎসাহ বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হল না, এবং তার ফলে পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পেল না। এক-ই দিকে আরও কিছু পদক্ষেপ নেবার জন্য সরকার ১৩ জানুয়ারি ১৮৪১ সালে এক অধ্যাদেশে, জাতীয় টাঁকশালের আধিকারিকদের ক্ষমতা দিলেন ১৫ টি রূপার টাকার বদলে ১ টি সোনার মোহর গ্রহণ করতে। কিছুটা সময় ধরে কোনও সোনা পাওয়া গেল না, কারণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী সোনার মূল্যহ্রাস হল।[২] কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ার সোনা আবিষ্কারের জন্য অবস্থা আমূল পাল্টে গেল। যে সোনার মোহর ১৫ টাকায় মূল্যহ্রাস হয়েছিল, তার মূল্যবৃদ্ধি হল, এবং যে সরকার একসময় সোনা পেতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তাঁরাই এখন প্রবাহপ্রাবল্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। একদিকে যেমন সোনা মুদ্রাধাতু হিসাবে অনুমোদিত হল, অন্যদিকে সরকারি চাহিদা মেটানোর জন্য সোনা গ্রহণ করে নিজেদের অসুবিধায় ফেলল— যার কোনও প্রয়োজন নেই সেই সোনার মুদ্রা, তাও বেশি দামে নিয়ে নিজেদের হতবুদ্ধি অবস্থায় ফেলল। এই অবস্থা বুঝতে পেরে, মুদ্রা তৈরির সূত্রে আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে, ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫২ সালে তাড়াহুড়ো করে আরেকটি অধ্যাদেশে ১৮৪১ সালের অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। সোনাকে সাধারণ বৈধ মুদ্রাক্ষমতা দিয়ে বিব্রত হওয়া থেকে মুক্তি পাওয়া ভালো হত না, কি আংশিক বৈধ-মুদ্রা ক্ষমতা থেকে সোনাকে বঞ্চিত করা ঠিক হত, সেটা অন্য ব্যাপার। দ্বৈতধাতুমান প্রচলিত দেশগুলি রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন বজায় রাখবার জন্য যতটা পরীক্ষা ও দুর্দশা ভোগ করেছে, ভারতবর্ষ সে সব থেকে বেঁচে গেছে, তা বলে দ্বিধাতুমান রদ করবার সুবিধা নেহাত কম নয়। এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন সামাল দেবার জন্য আগের থেকেই দেশকে প্রস্তুত করে রাখে; সেটা প্রথমে দেখা না গেলেও খুব শীঘ্র এটা অনুভব করা যায়।

১৮৩৫ এর আইনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের দ্বিধাতুমান রদ করাকে নিন্দা করবার ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত করা যায় না। কিন্তু এটা তর্কসাপেক্ষ যে দ্বিধাতুমান রদ করার অর্থ রূপাকে একধাতুমান করবার যুক্তিযুক্ততা নয়। একধাতুমান চালু করতে

১. তদেব, পৃষ্ঠা : ৮

২. তদেব, পৃষ্ঠা : ১০

হ'লে স্বর্ণধাতুমান-ও চালু করা যেত। আসলে রৌপ্যধাতুমান-এর পক্ষপাতিত্ব এতটুকুও বেমানান নয়। এ ক্ষেত্রে একধাতুমান-এর প্রবক্তা লর্ড লিভারপুলের কথা মনে করা যেতে পারে (যাঁর মতবাদ কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ ভারতবর্ষে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন)[১] তিনি ইংল্যান্ডে মুদ্রার মন্দ দিকগুলো শুধরে দেবার জ'ন্য স্বর্ণধাতুমানের সুপারিশ করেছিলেন। উপদেশ থেকে কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ সরে আসা এই ক্ষেত্রে উচিত হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই[২] সমালোচনা উস্কে দিয়েছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান কতটা যুক্তিযুক্ত? প্রারম্ভেই বলি আপাতদৃষ্টির অন্তরালে কোনও কারণের প্রতি আবেদন করা নেহাতই ভিত্তিহীন, কারণ লর্ড লিভারপুল সোনার পোকা ছিলেন না। আবার এদিকে কোর্টের সদস্যরাও 'রূপার মানুষ' ছিলেন না। আসলে, মূল্যমান হিসাবে সোনা না রূপা কোনটা শ্রেয়, এই প্রশ্নকেও তোলে নি। যদি সত্যিই এই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সময়ের অভিমত এই যে, পরিচালকমণ্ডলীর পছন্দ নিঃসন্দেহে লর্ড লিভারপুলের অভিমতের তুলনায় শ্রেয়। লক্, হ্যারি এবং পেটীর মত তত্ত্ববাদী সকলেই রূপাকে মূল্যমান হিসাবে পছন্দ করেন এবং সেটাই সারা পৃথিবীর পছন্দ, নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইংল্যান্ড ১৮১৬ সালে সোনা'কে মূল্যমান হিসাবে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু সেই আইনের বলে ইংরেজের টাঁকশালে অবধি রূপার মুদ্রা তৈরি হওয়া বন্ধ দূরে থাক, রাজকীয় আদেশ বলে[৩] তা খুলে রাখা হল। সেই আদেশ আসলে কখনোই ঘোষিত হয় নি, কিন্তু তা বলে এটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে যে ইংরেজরা মানের প্রশ্নকে নির্ধারিত বলে মেনে নিয়েছেন? ১৮২৫ সালের দুর্দশা দেখিয়ে দিয়েছে যে, ব্রিটিশ মুদ্রা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার পক্ষে স্বর্ণমান এক সংকীর্ণ উপায়; এবং সেই সময়কার[৪] বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল যে, ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক উৎকৃষ্টতার কারণ হওয়া দূরে থাক, স্বর্ণমান ইংরেজদের স্বচ্ছলতা আনার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, কারণ এটা ইংল্যান্ডকে পৃথিবীর বাকি দেশগুলোর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, যেহেতু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রৌপ্যমান প্রচলিত ছিল। এমনকি সে সময়কার ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাদেরও স্বর্ণমানের প্রতি কোনও নিশ্চিত পক্ষপাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৮২৬ সালে, হাসকিস্সন

---

১. বাংলার গর্ভনর স্যার জন শোর-কে অনুমান করা হয় 'এ ট্রিটিজ অন দ্য কয়েনেজ অব্ দ্য রেলম্' এর লেখক। কার্যবিবরণীর ৫৫ অনুচ্ছেদ।

২. দ্রষ্টব্য : এইচ. এম. ডনিং এর 'ইন্ডিয়ান কারেন্সি ১৮৯৮, এবং এস. ভি. দোরাইস্বামীর উক্তি।

৩. দ্রষ্টব্য : ডামা হর্টন, 'দি সিলভার পাউন্ড' ১৮৮৬, পৃষ্ঠা : ১৬১.

৪. দ্রষ্টব্য : এ. বেয়ারিং (পরবর্তীকালে লর্ড অ্যাশবার্টন) কর্তৃক মুদ্রা কমিটির (১৮২৮) কাছে প্রদত্ত প্রমাণ, হাউস অব্ কমন্সের বিবরণী ৩১, ১৮৩০।

প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে সরকারের উচিত রৌপ্য-প্রশংসাপত্র (Silver Certificate) কে পরিপূর্ণ বৈধ বিনিময়যোগ্য রূপে চালু করা।[১] এমনকি ১৮৪৪ সালেও মান-বিষয়ক প্রশ্ন সমাধান পর্যন্ত হয় নি। এ-কারণে পীল, মন্ত্রিসভার কাছে তাঁর স্মারকলিপিতে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে কোনও অনুশোচনা বা পক্ষপাত ছাড়াই রৌপ্যমান অথবা দ্বিধাতুমান গ্রহণ করার সম্ভাবনার বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। রাজস্ব প্রথা বিচ্ছিন্নকরণের অসুবিধাগুলো নিশ্চিতভাবে এতটা অনতিক্রম্য নয় যে, মান পরিবর্তনে বাধ্য হতে হবে, কিন্তু সেই অসুবিধাগুলোর এতই প্রকট ছিল যে পীলকে হাসকিনসন প্রকল্প অনুযায়ী তাঁর 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইন, ১৮৪৪' (Bank Charter Act, 1844) তে একটি ধারা সংযোজন করতে বাধ্য করেছে, যেধারা অনুযায়ী মোট প্রচলনের এক-চতুর্থাংশ রূপার পরিবর্তে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা প্রদান করে। বা বস্তুত: রূপার স্থায়িত্বের প্রতি সার্বজনীন বিশ্বাস এতটাই প্রবল যে, ১৮৪৭ সালে হল্যান্ড তার প্রায় স্বর্ণ একধাতুমান পরিবর্তন করে রৌপ্য একধাতুমান[২] প্রচলন করল, কারণ তাঁর রাষ্ট্রনেতারা[৩] বিশ্বাস করতেন যে,

'ইংল্যান্ডে প্রচলিত ব্যবস্থার অনুরূপ আর্থিক ব্যবস্থা প্রচলন বাণিজ্য ও শিল্পের স্বার্থে অমঙ্গলজনক প্রমাণিত হয়েছে। স্বর্ণমান প্রচলনের পর আর্থিক ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তন হল্যান্ডে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশিবার সংঘটিত হয়েছে এবং হল্যান্ডে তার ক্ষতিকারক ফল ইংল্যান্ডের তুলনায় নেহাত কম হয় নি। তাঁদের বশবর্তী ধারণা ছিল যে রৌপ্যমান অবলম্বন করলে ঐ আকস্মিক আর্থিক পরিবর্তনে নিজেদের অর্থ বের করে নিয়ে হল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না ইংল্যান্ডে, এবং তার ফলে কু-প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে, যেগুলোর জন্ম এবং যার জন্য হল্যান্ড দায়ী নয়।'[৪]

---

১. দ্রষ্টব্য : 'এ কল্যাক্যুই অন কারেন্সি (১৮৯৪)', গিবস্। মন্ত্রিসভার কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপি, পরিশিষ্ট : পৃ: XLVII।

২. দ্রষ্টব্য : হিস্ট্রি অব্ দি ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড আনড্রিয়াভিস, সংযোজন১। রদপ্রাপ্ত ধারার প্রাথমিক কারণের জন্য দ্রষ্টব্য : 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইন' এর ওপর পীল-এর বক্তৃতা, তারিখ মে ২০, ১৮৪৪, হ্যান্সার্ড, খন্ড LXXIV, পৃষ্ঠা : ১৩৩৪ - ৩৫।

৩. তত্ত্ব অনুযায়ী হল্যান্ডে ১৮১৬ সালে দ্বিধাতু প্রথা চালু হয়। কিন্তু ১৫.৮৭৩ :১ এর বৈধ অনুপাত রুপোর অবমূল্যায়ন এতটাই করেছিল যে, তার ফলে সোনা মুখ্য প্রচলিত মাধ্যমে পরিগণিত হয় হল্যান্ডে।

৪. ইউ এস রৌপ্য কমিশনের রিপোর্ট, ১৮৭৬; পৃষ্ঠা : ৬৮

কিন্তু মান পছন্দের কারণ হিসাবে না কোর্ট না লর্ড লিভারপুল-কেউ স্থায়িত্বের কথা চিন্তা করেন নি। তাই যদি হত, তাহলে দু ক্ষেত্রেই সম্ভবত রূপাকেই বাছতেন। কিন্তু যা হয়েছিল, দু'পক্ষের পছন্দের তফাত ছিল নিতান্তই ভাসা ভাসা। অবশ্যই লর্ড লিভারপুলের মতের সঙ্গে কোর্টের মতের তফাত ছিল, কোনও অপ্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে নয়, কারণ দু'জনেই একমত ছিলেন একটি মৌলিক প্রস্তাবে যে, ধাতুমান নির্বাচনে জনগণের পছন্দই হওয়া উচিত বিবেচনার মানদণ্ড। তাঁদের মতপার্থক্য শুরু হয়েছিল যুক্তিপ্রণালীতে। কারণ মুদ্রাব্যবস্থার গঠন পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ইংল্যান্ডে প্রধানত সোনা ও ভারতে প্রধানত রূপার প্রচলন। তাঁদের সম মতবাদে সহজেই বুঝা যায় যে, লর্ড লিভারপুল ইংল্যান্ডের জন্য স্বর্ণমান কেন নির্ধারণ করেছিলেন, ও কোর্ট ভারতের জন্য রৌপ্যমান। মুদ্রাব্যবস্থার প্রকৃত গঠন জনগণের পছন্দের প্রমাণ আদৌ কিনা, তা তথ্যভিত্তিক বলে জোর দিয়ে বলা যায় না, যেটা রাজদরবার ও লর্ড লিভারপুল করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে বলতে গেলে, লর্ড লিভারপুলের ব্যাখ্যার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো। তাঁর-ই রচিত গ্রন্থ, হাই প্রাইস্ অব্ বুলিয়ন রিকার্ডো-তে তিনি লিখেছেন:

'লর্ড লিভারপুল যে অনেক কারণ দেখিয়েছেন, তা থেকে এটা মনে হয় যে, স্বর্ণমুদ্রা প্রায় এক শতক যাবৎ মূল্য নির্ধারণের যে প্রধান মান তা নি:সন্দেহে প্রমাণিত। কিন্তু এটা, আমার মনে হয়, টাঁকশালের অনুপাতের বেঠিক নির্ণয়ের জন্যই হয়েছে। সোনার মূল্যায়ন অতিরিক্ত বেশি করা হয়েছে। তারজন্য, নির্ধারিত মানের ওজন হওয়ার জন্য কোনও রূপার প্রচলিত থাকতে পারে না। যদি কোনও নতুন আদেশে রূপার মূল্য অতিরিক্ত বেশি করা যায় .... তাহলে সোনা উধাও হয়ে যাবে, আর রুপো হবে প্রচলিত মুদ্রা।'

এটাই সম্ভব যে, জনগণের পছন্দ থেকে বরং টাঁকশালের অনুপাত অধিকতর[১] গুরুত্ব পেয়েছে ভারতে রুপোর প্রচলনের জন্য।[২]

---

১. মি: ডডওয়েল, তাঁর চমৎকার গ্রন্থে, এটাই বলতে চেয়েছেন যে, দক্ষিণ ভারতে রুপোর জায়গায় সোনার প্রচলন জনগণের স্বাভাবিক পছন্দের ফল। তিনি মি: দোরাইস্বামীর মতো বিভিন্ন লেখকের বিরূপ মতবাদ আলোচনায় এতটাই ব্যগ্র ছিলেন যে, তাঁর নিজের পেশ করা প্রমাণ নিজের গবেষণামূলক প্রবন্ধকেও খণ্ডন করেছে।

২. ভারতে ১৮০০ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত মোট মুদ্রা, এফ. সি. হ্যারিসন-এর অনুমান অনুযায়ী:

সোনা	৩,৮৪৫,০০০ আউন্স
রুপো	৩,৭৮১,২৫০,০০০ আউন্স।

দ্রষ্টব্য : 'ক্যালকাটা রিভিউ', জুলাই, ১৮৯২।

জনগণের পছন্দ ছাড়া আর অন্য কোনও কারণে কোর্ট সোনার একধাতুমান প্রথা প্রচলন করেছিলেন কিনা, সেটা বিতর্কযোগ্য প্রশ্ন। এটা বললেই যথেষ্ট যে, আইন প্রণয়ন করে রুপোর একধাতুমান প্রচলনের সময় যথেষ্ট সমর্থন থাকলেও, শীঘ্র এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই পদক্ষেপ দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট অপর্যাপ্ত। এটা উল্লেখ্য যে, ঠিক এই সময়েই ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বড় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটা হল বস্তু- অর্থনীতি থেকে নগদ-অর্থনীতি'তে পরিবর্তন। এই রূপান্তরের প্রধান কারণগুলির মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত আয় ও আর্থিক বিষয়ক ব্রিটিশ প্রথা। ভারতীয় সমাজকে নগদ-বন্ধনে উপনীত করবার পেছনে এর ফলাফলের যথেষ্ট অনুধাবন করা হয় নি,[১] যদিও সেগুলো ছিল প্রকৃতই বাস্তব। দেশীয় শাসনকর্তাদের আমলে অধিকাংশ অর্থ-প্রদান ছিল বস্তুত স্থায়ী সামরিক বাহিনী, যাদের নিয়জিত বেতন দিতে হত সরকারকে, ছিল ছোট। সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশই জোগান দিত জাগিরদার ও অন্যান্য জমিদার, এবং তাদের অধীন ভূম্যধিকারীদের সৈন্য বা অনুচর বিনিময়ে নিজস্ব অঞ্চল থেকে পেত শস্য, পশুখাদ্য ও অন্যান্য বস্তু। বংশানুক্রমিক খাজনাদার ও পুলিশ আধিকারিকরা চাকরির মেয়াদকালে জমি অনুদান পেত। আবার খামারের ভৃত্য ও শ্রমিকরা মজুরি পেত শস্যে। যেহেতু অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের বেতন দেওয়া হত বস্তুতে, সেজন্য রাজ্যের খাজনার খুব-ই কম নগদে পাওয়া যেত। ব্রিটিশদের উদ্ভাবিত এই অবিনীত আয় ও আর্থিক প্রথার চরিত্র ছিল সুদূর-প্রসারী। অঞ্চলের পর অঞ্চল যখন ব্রিটিশের অধীন হতে লাগল, প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল ভূম্যধিকারীদের গ্রাম্য সৈন্যদলের পরিবর্তে বিভিন্ন সেনা-ছাউনিতে প্রথা-অনুযায়ী গঠিত সুশিক্ষিত স্থায়ী সেনাবাহিনীর গঠন, নগদে বেতন দিয়ে। সৈন্যদলের মতোই, অসামরিক নিয়োগে, প্রাক্তন খাজনাদার ও পুলিশ আধিকারিক, যারা বস্তুতে প্রাপ্ত উপরি পাওনা বা পরোক্ষে লাভে পরিপুষ্ট ছিল, তাদের বদলে একদল খাজনা আদায়কারী ও কারণিক নিয়োগ করা হল ব্যাপক কর্মচারিসহ, এবং প্রত্যেককে প্রচলিত মুদ্রায় বেতন দিয়ে। সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মচারিরাই শুধুমাত্র ছিল না যাদের বেতন ব্রিটিশ সরকার নগদে দেওয়া শুরু করলেন। এছাড়াও, আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের কাছে অপরিচিত কয়েকটি খরচ, যেমন 'বাসস্থান খরচ' ও 'জাতীয় ঋণের ওপর সুদ', সব নগদে দেওয়া শুরু হল। রাজ্য যেহেতু নগদে দাম দেওয়া প্রচলন করল, সেইজন্য সমস্ত খাজনাও নগদে আদায় হওয়া শুরু হল। যেহেতু প্রত্যেক দেশবাসীকে নগদে খাজনা দেওয়া বাধ্যতামূলক

১. দ্রষ্টব্য : 'দ্য সিলভার কোয়েশ্চেন অ্যাজ্ রিগার্ডস্ ইন্ডিয়া' — বম্বে কোয়ার্টার্লি রিভিউ, এপ্রিল, ১৮৫৭।

করা হল, তারাও নগদ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করবে না বলে নির্ধারিত করল। এই ভাবে সমাজের সংগঠিত-রীতির আমূল পরিবর্তন হল।

প্রায় এই সময়েই ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল—বাণিজ্যের বিপুল বৃদ্ধির মাধ্যমে। বেশ অনেককাল যাবৎ, ব্রিটিশ শুল্ক প্রথা ও নৌবাহ-আইন ভারতীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ করে রেখেছিল। ইংল্যান্ড ভারতকে বাধ্য করেছিল তার সূতি ও বিভিন্ন প্রস্তুত পণ্য প্রায় নামমাত্র (২$\frac{১}{২}$ শতাংশ) শুল্কে কিনতে। একবার এক-ই সময় ভারতের যে সব পণ্য ইংল্যান্ডের দেশীয় উৎপাদনের প্রতিযোগী ছিল, তার আমদানির ওপর প্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ৫০ শতাংশ থেকে ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত নিবারণমূলক শুল্কে ধার্য করে। ইংল্যান্ড ভারতের প্রতি শুধুমাত্র পারস্পরিক অধিকার প্রয়োগ করেনি, তা নয়, যেসব অধিকৃত অঞ্চলের পণ্য নিজেদের দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগী ছিল, তাদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছিল। এই বেঠিক ব্যবহারের[১] বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হয়েছিল। পরিশেষে স্যার রবার্ট পীল এই পক্ষপাত স্বীকার করে নিয়ে ১৮৪২ সালে শুল্ক পরিবর্তন করে ভারতীয় পণ্যের ওপরে কম শুল্ক ধার্য করলেন। নৌবাহ-আইন রদ হওয়ায় ভারতীয় বাণিজ্যে আরও উদ্যম সঞ্চারিত হল। এর-ই সঙ্গে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি হতে শুরু হয়। ১৮৫৪ সালের ক্রিমিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার পণ্য বন্ধ হওয়ায়, তার শূন্যস্থান পূরণ করল ভারতীয় পণ্য এবং ১৮৫৩ সালে সারা ইউরোপে রেশম উৎপাদন ভেঙে পড়ায়, এশীয় এবং অবশ্যই ভারতীয় রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি পেল।

প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থায় এই দু'টি পরিবর্তনের প্রভাব অনস্বীকার্য। এই পরিবর্তনে নগদের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু মুদ্রা এমন একটা জিনিস তা ভারতে পাওয়া কঠিন, কারণ ভারতে মূল্যবান ধাতুর উৎপাদন যথেষ্ট নয়। এগুলো পাওয়ার জন্য দেশকে নির্ভর করতে হত নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। ইউরোপীয় শক্তির আবির্ভাবের পর, মূল্যবান ধাতু আমদানির জন্য যথেষ্ট উপার্জন করতে পারছিল না। সেইসময়ে ইউরোপে[২] মূল্যবান ধাতু রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায়, একটি

---

১. দ্রষ্টব্য : 'ভারতীয় বাণিজ্যের প্রভাবকারী কর'-এর ওপর 'ইস্ট ইন্ডিয়া হাউসে' পর্যালোচনা; দি এশিয়াটিক জার্নাল, এবং ব্রিটিশ ও বিদেশীয় ভারত, চীন-অস্ট্রেলিয়া বিষয়ক মাসিক রেজিস্টার (লন্ডন, নব অনুক্রম, খণ্ড XXXVII, জানুয়ারি ও খন্ড XXXVIII, মে ১৮৪২)

২. ইংল্যান্ডের চাপিয়ে দেওয়ার ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য : রুডিং এর 'অ্যানালস্ অফ কয়েনজ', তৃতীয় মুদ্রণ, খন্ড ১; পৃষ্ঠা : ৩৫৩-৪, ৩৭২, ৩৭৬, ৩৮৬-৭; টমাস ভায়লেট এর 'অ্যান অ্যাপীল টু সিজার', লন্ডন ১৬৬০; পৃ: ২৬।

মাত্র পথ বন্ধ হয়ে গেল। নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও, ইউরোপ থেকে মূল্যবান ধাতু আমদানির সুযোগ ছিল নিতান্তই কম। অবশ্যই, নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার পরেও ভারতে মূল্যবান ধাতু রফতানি হয় নি।[১] মূল্যবান ধাতুর প্রবাহ বন্ধের কারণ সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন মি: পেট্রি, নভেম্বর ১৭৯৯ তে 'মাদ্রাজ পুণর্গঠন কমিটিতে'[২] প্রদত্ত বিবরণীতে। মি: পেট্রির মতে, ইউরোপীয়রা তাদের অঞ্চল দখলের আগে—

'ভারতীয় পণ্য ক্রয় করত ইউরোপের-ধাতুর পরিবর্তে। কিন্তু এর পর থেকে, তাদের আমদানি করতে হত ভারতের সোনা ও রুপোর বিনিময়ে; এই আয়ে বিদেশি সোনা ও রুপোর বাটে বিনিময়ের জায়গা নিল ও আমদানির ক্ষেত্রে এই অধিকৃত অঞ্চল নিজের মুদ্রাতেই নিজের পণ্যের দাম পেতে লাগল। বাণিজ্যিক প্রথার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফল খুব কম-ই বুঝা গেছে। কিন্তু যখন ইংল্যান্ড প্রভূত ও বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করল, যখন যুদ্ধ সাফল্য ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব ইংল্যান্ডকে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রের থেকে অগ্রগণ্য ধরা হল সমগ্র পূর্বের বাণিজ্য দখল করার জন্য, যখন পূর্বের পণ্যের মাধ্যমে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার আয় ইউরোপে পাঠাতে হত, সেই সময়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রভাব ভারতের প্রতিটি অঞ্চল তীব্রভাবে অনুভব করতে শুরু করল। অপর্যাপ্ত স্রোতধারা থেকে বঞ্চিত হয়ে, নদী ক্ষীপ্রবেগে তীর থেকে সরে গিয়ে, নিজের জল উপচে দেওয়া বন্ধ করে, সন্নিহিত জমি উর্বর করে দেওয়া বন্ধ করে দিল।'

মূল্যবান ধাতু আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পরে, একটাই মাত্র পথ খোলা ছিল যে, রাজস্বমূল্য থেকে বেশি পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করা যাতে বাকি মূল্যে ধাতু আমদানি করা যায়। এটা সম্ভব হল যখন পীল ভারতীয় পণ্য আমদানি নিম্ন শুল্কে পর্যায়ভুক্ত করলেন এবং সেই প্রথম দেশ যথেষ্ট পরিমাণ মূল্যবান ধাতু আমদানি করতে পারল তার বর্দ্ধিত প্রয়োজন মেটাতে। কিন্তু মুদ্রাব্যবস্থার জন্য সহজভাবে মূল্যবান ধাতু আমদানি ক্ষণস্থায়ী হল। ১৮৫০ সালের পর অসুবিধার সৃষ্টি মূল্যবান ধাতু আমদানিতে কোনও বাধার জন্য নয়। বাধা দূরে থাক, মূল্যবান ধাতু আমদানি-রপ্তানি ছিল সম্পূর্ণ করমুক্ত এবং ভারতের ক্রয়ক্ষমতা ছিল সমানভাবেই

---

১. ইংল্যান্ড থেকে ভারতে রফতানি করার সংখ্যা কৌতূহলজনক:

১৬৫২ - ১৭০৩	পাউন্ড ১,১৩১,৬৫৩ (মি: পেট্রির বিবরণী থেকে)
১৭৪৭ - ১৭৯৫	পাউন্ড ১,৫১৯,৬৫৪ (মি: পেট্রির বিবরণী থেকে)

২. কমিটির কার্যবিবরণীর জন্য দ্রষ্টব্য : 'ইন্ডিয়া অফিস রেকর্ডস্ থেকে 'হোম মিসিলেইনিয়াস' অনুবর্তিকা; খন্ড : ৪৫৬।

ভাল। অসুবিধা, মূল্যবান ধাতুর অভাবের জন্যও নয়; কারণ, বাস্তবিক ভাবেই ১৮৫০ সালের পরে মূল্যবান ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি একেবারেই কম ছিল না। ভারতবর্ষের অসুবিধা ছিল একান্ত নিজের-ই মুদ্রা তৈরি করতে; যে ধাতু সহজলভ্য, মুদ্রাব্যবস্থা সেই ধাতুতে ছিল না। ১৮৩৫-এর আইনবলে ভারতবর্ষের মুদ্রাব্যবস্থা সম্পূর্ণ রুপোভিত্তিক করা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫০ সালের পর দুর্ভাগ্যক্রমে যা ঘটল, মূল্যবান ধাতুর মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও, রুপোর উৎপাদন প্রয়োজন অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি, যেখানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে রুপোভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন ছিল। তার ফলে ভারতের মুদ্রা আইন বর্দ্ধিত বাণিজ্য ও সঙ্কুচিত মুদ্রার যোগানের মত বিব্রত অবস্থায় পড়লো, যা সারণি ৪-এ দেখানো হয়েছে।

প্রাথমিক ভাবে মনে হয় যে, আর্থিক চাপ হওয়ার কোনও কারণ নেই। রুপোর আমদানি ছিল বেশি এবং মুদ্রারও। এই অবস্থায় চাপ সৃষ্টি কিভাবে হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশি গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। যে পরিমাণ রুপো মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তার সবটাই যদি প্রচলনে থাকত, তাহলে এই চাপ সৃষ্টি হত না। মূল্যবান ধাতুর নিকাশস্থল হিসাবে ভারতের দুর্নাম বহুদিনের। এই বিস্ময়কর অবস্থার পর্যালোচনায় মি: ক্যাসেল্-এর সাবধানবাণী মনে রাখা উচিত :

'এর রৌপ্যমুদ্রা শুধুমাত্র কারবারের বিনিময়-মাধ্যমের প্রয়োজনের জন্য নয়, রুপোর সেকরা ও জহুরিদির যথেষ্ট পরিমাণ ধাতু সরবরাহের প্রয়োজন মেটাতেও বটে। টাঁকশালের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল ধাতু গলানো পাত্র; যথেষ্ট ধৈর্য ও দক্ষতা দিয়ে একজনের প্রস্তুত মুদ্রা, সত্বর গলিয়ে চুড়িতে (bangles) রূপান্তরিত করল আরেকজন।'[১]

তালিকায় প্রদত্ত সংখ্যা থেকে দেখা যাবে যে, আমদানিকৃত রূপার সবটাই মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছিল।। শিল্প অথবা মানুষের সামাজিক ব্যবহারের নিমিত্ত অতি সামান্য অথবা কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এই রকম অবস্থায়, মুদ্রায় রূপান্তরিত রূপার অনেকাংশই আর্থিক উদ্দেশ্য থেকে অনার্থিক উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত যে হয়েছিল, তা সুস্পষ্ট। আর্থিক চাপের গোপন উৎস স্পষ্ট হল। তখনকার মানুষের কাছে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট ছিল যে, আর্থিক উদ্দেশ্য থেকে অনার্থিক উদ্দেশ্যে মুদ্রার রূপান্তরের হার-ই দায়ী, যে কারণে (এক-ই কর্তৃপক্ষের বিবরণী থেকে উল্লেখ্য) :

১. 'ভারতবর্ষের জন্য স্বর্ণ মুদ্রার বিবরণী', ৮ ডিসেম্বর, ১৮৬৩। 'বম্বে চেম্বার অব্ কমার্সের রিপোর্ট', ১৮৬৩-৬৪, পরিশিষ্ট ১; পৃ: ১৮৯।

সারণি ৪*

বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থা

	পণ্যদ্রব্য		বহুমূল্য ধাতুর নীট আমদানি		মুদ্রার মোট রূপান্তরকরণ		মুদ্রার রূপান্তরকরণ ও নীট আমদানির মধ্যে ফারাক বেশি (+) / কম (–)		বার্ষিক উৎপাদন (লক্ষ পাউন্ড)	
বছর	আমদানি পাউন্ড	রপ্তানি পাউন্ড	রূপা পাউন্ড	সোনা পাউন্ড	রূপা পাউন্ড	সোনা পাউন্ড	রূপা পাউন্ড	সেনা পাউন্ড	সোনা পাউন্ড	রূপা পাউন্ড
১৮৫০-৫১	১১,৫৫৮,৭৮৯	১৮,১৬৪,১৫০	২,১১৭,২২৫	১,১৫৩,২৯৪	৩,৫৫৭,৯০৬	১২৩,৭১৭	+১,৪৪০,৬৮১	–১,০২৯,৫৭৭	৮.৯	৭.৮
১৮৫১-৫২	১২,২৪০,৪৯০	১৯,৮৭৯,৪০৬	২,৮৬৫,৩৫৭	১,২৬৭,৬১৩	৫,১৭০,০১৪	৬২,৫৫৩	+২,৩০৪,৬৫৭	–১,২০৫,৩৬০	১৩.৫	৮.০
১৮৫২-৫৩	১০,০৭০,৮৬৩	২০,৪৬৪,৬৩৩	৩,৬০৫,০২৪	১,১৭২,৩০১	৫,৯০২,৬৪৮	–	+২,২৯৭,৬২৪	–১,১৭২,৩০১	৩৬.৬	৮.১
১৮৫৩-৫৪	১১,১২২,৬৫৯	১৯,২৯৫,১৩৯	২,৩০৫,৭৪৪	১,০৬১,৪৪৩	৫,৮৮৮,২১৭	১৪৫,৬৭৯	+৩,৫৮২,৪৭৩	–৯১৫,৭৬৪	৩১.১	৮.১
১৮৫৪-৫৫	১২,৭৪২,৬৭১	১৮,৯২৭,২২২	২৯,৬০০	৭৩১,৪৯০	১,৮৯০,০৫৫	২,৬৭৬	+১,৮৬০,৪৫৫	–৭২৮,৪১৪	২৫.৫	৮.১
১৮৫৫-৫৬	১৩,৯৪৩,৪৯৪	২৩,০৩৮,২৫৯	৮,১৯৪,৩৭৫	২,৫০৬,২৪৫	৭,৩২২,৮৭১	১,৬৭,৮৬৩	+৮৭১,৫০৪	–২,৩৩৮,৩৮২	২৭.০	৮.১
১৮৫৬-৫৭	১৪,১৯৪,৫৮৭	২৫,৩৩৮,৪৫১	১১,০৭৩,২৪৭	২,০৯১,২১৪	১১,২২০,০১৪	১২৮,৩০২	+১৪৬,৭৬৭	–১,৯৬২,৯১২	২৯.৫	৮.২
১৮৫৭-৫৮	১৫,২৭৭,৬২৯	২৭,৪৫৬,০৩৭	১২,২১৮,৯৪৮	২,৭৮৩,০৭৩	১২,৬৫৫,৩০৮	৪৩,৭৮৩	+৪৩৬,৩৬০	–২,৭৩৯,২৯০	২৬.৭	৮.১
১৮৫৮-৫৯	২১,৭২৮,৫৭৯	২৯,১৬২,৮৭১	৭,৭২৮,৩৪২	৪,৪২৬,৪৫৩	৬,৬৪১,৫৪৮	১৩২,২৭৩	–১,০৮৬,৭৯৪	–৪,২৯৪,১৮০	২৪.৯	৮.১
১৮৫৯-৬০	২৪,২৬৫,১৪০	২৭,৯৬০,২০৩	১১,১৪০,৫৬৩	৪,২৮৪,২৩৪	১০,৭৫৩,০৬৮	৬৪,৩০৭	–৩৯৪,৪৯৫	–৪,২১৯,৯২৭	২৫.০	৮.২

*. পালগ্রেভ - এর 'মুদ্রা ও মূল্যমানের ওপর স্মারকলিপি' (Memorandum on Currency and Standard of Value'), পরিশিষ্ট বাণিজ্য ও শিল্পে মন্দা বিষয়ক সাম্রাজ্যিক কমিশনের তৃতীয় রিপোর্ট (সি ৪৭৯৭, ১৮৮৬) থেকে প্রস্তুত। সোনা ও রূপার উৎপাদন বিষয়ক সংখ্যাতত্ত্ব, যা ক্যালেন্ডার বর্ষভিত্তিক, এবং বার্কলের 'রূপার প্রশ্ন এবং সোনার প্রশ্ন' (Silver Question and the Gold Question) থেকে গৃহীত হয়েছে।

'প্রচুর আমদানি সত্ত্বেও মুদ্রার চাহিদা গুরুতর বিব্রতজনক অবস্থার থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রচলিত মুদ্রা মাধ্যমের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য কারবারের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গেছে। মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছে যতটা শীঘ্র, ততটা শীঘ্র তাদের অন্দর মহলে নিয়ে ভারতীয় প্রথায় ভাঁড়ে সঞ্চিত হয়েছে অথবা গলানো পাত্রের মাধ্যমে হাতের চুড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে।'[১]

একটা পথ-ই খোলা ছিল, অতিরিক্ত রূপা আমদানি করা, যার ফলে দেশের আর্থিক ও অনার্থিক, দুটো প্রয়োজনই মিটে যায়। কিন্তু রূপার আমদানি সম্ভবত সর্বোচ্চ মাত্রাতেই ছিল। কারণ, মিঃ ক্যাসেলস্-এর যুক্তি অনুসারে—

'সারা পৃথিবীর রূপার উৎপাদন চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং এর বেশি নয়। বিগত কয়েক বছর, ভারতবর্ষ একাই সারাবছরে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের থেকে বেশি রূপা নিয়েছে ও অধিকাংশই ব্যবহার করেছে। এটা পরিষ্কার যে, গুরুতর বিব্রতজনক অবস্থার সৃষ্টি না করে এ-রকম বেশিদিন চলতে পারে না। ইউরোপীয় বাজার আমাদের যোগান দিতে সক্ষম বা রাজি হবে না, অথবা রূপার দাম অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এইরকম অবস্থায় এটা আগের থেকেই বুঝা কঠিন নয় যে বর্তমান সংকট নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা যাবে, এবং দেশের বাণিজ্য, পর্যায়ক্রমে যদি স্থায়ী না হয়, প্রচলিত মাধ্যমের অভাবের জন্য পঙ্গু হয়ে পড়বে।'[২]

ধার করবার কোনও মাধ্যম থাকলে, মুদ্রাব্যবস্থা সঙ্কোচনের তীব্রতা এতটা অনুভূত হত না। কিন্তু কোনও নির্ভরযোগ্য ঋণপত্র ব্যবস্থা ছিল না। সরকার সুদ-সম্বলিত কোষাগার পত্র-মুদ্রা (Treasury Notes) পত্র বাজারে ছাড়ল, যেটা প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থার একটা অংশ হিসাবে পরিগণিত হ'ল। প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থার এক অকিঞ্চিৎকর অংশ[৩] হওয়া ছাড়াও এই কোষাগার পত্র-মুদ্রা—

১. ভারতবর্ষের জন্য স্বর্ণ মুদ্রার বিবরণী, ডিসেম্বর ১, ১৮৬৩ প্রতিবেদন; পৃষ্ঠা : ১৮৪।

২. তদেব; পৃষ্ঠা : ১৮৯

৩. বকেয়া কোষাগার পত্র-মুদ্রার মূল্য —

এপ্রিল ৩০	পাউন্ড
১৮৫০	৮০৪,৯৮৮
১৮৫১	৮০২,০৩৬
১৮৫২	৭৭০,৩০১
১৮৫৩	৮৫০,৪৩২
১৮৫৪	৮৫০,৬২৭
১৮৫৫	৮৮৯,৮৭৫
১৮৫৬	৯৬৭,৭১১

ইস্ট ইন্ডিয়া রাজস্ব ইত্যাদি, সংক্রান্ত দাখিলার জন্য সারণি ২ থেকে সংগৃহীত। পার্লামেন্টারি পেপার, ২০১, VIII, ১৮৫৮।

'অসফল হল, কারণ, প্রথমত, শর্ত অনুযায়ী বারো মাস খাজনা প্রদানের জন্য গ্রহণ করা হবে না; দ্বিতীয়ত:, যেখান থেকে প্রকাশ করে হয়েছে একমাত্র সেখানেই এর মূল্য ফেরত বা নেওয়া হবে, যার জন্য, এর প্রকাশ কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজে হওয়ার জন্য, এর ব্যবহার ও প্রয়োগ ওই তিনটি শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। .... এবং পরিশেষে, এগুলির মূল্যমান ছিল অত্যন্ত বেশি ও সুদের সময়কাল ছিল অতিরিক্ত কম।'[১]

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাও বিস্তৃতভাবে উন্নীত হয় নি যাতে ব্যবসার মুদ্রার প্রয়োজন মিটতে পারে। এই উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল কোর্টের মনোভাব। কোর্ট নিজে একটি কারবারি সংস্থা হওয়াতে, ব্যবসাতে অর্থ বিনিময়ে আগ্রহী ছিল বেশি এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নয়নে বিমুখ ছিল, পাছে তা প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। কোর্ট ব্যবসায়ী রাজণ্যবর্গের একটি সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হওয়া বন্ধের পরেও, ঐতিহ্যগত বিরুদ্ধবাদী কার্যধারা অব্যাহত থাকায়, কারবার বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতি হল না। এমনকি ১৮৫৬ সালেও ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের সংখ্যাও ছিল কম এবং তাদের কারবার ছিল অল্প, যা সারণি ৫ - এ দেখানো হয়েছে।

রুপোর অপর্যাপ্ততা ও ঋণপত্রের অভাব কারবারে এমন বিব্রতজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, ১৮৩৫ সালের মুদ্রা আইনের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন বৃদ্ধি পেল। একবারের জন্য হলেও প্রশ্ন ওঠা শুরু হল যে, দ্বিধাতুমান থেকে একধাতুমানে পরিবর্তন মঙ্গলজনক হলেও, রুপোর একধাতুমানের থেকে সোনার একধাতুমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মঙ্গলজনক হত না। যত বেশি সোনা আমদানি করা ও মুদ্রায় রূপান্তরিত হতে শুরু করল, ততই দাবি উঠতে লাগল ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায়[২] সোনাকে এক আইনগত মর্যাদা দেওয়ার জন্য। স্বর্ণমুদ্রা প্রথায় সবাই সম্মত ছিল: যতটুকু মতভেদ ছিল তার সবটাই সীমাবদ্ধ ছিল এর প্রয়োগের প্রথায়। দ্বিধাতুমান ভিত্তিতে সোনার প্রচলন অসম্ভব ছিল, কারণ সরকার, সোনা ও রূপার মূল্য নির্দ্ধারণ ও সেই নির্দ্ধারিত মূল্য গ্রহণ বাধ্য করার 'আশাহীন প্রচেষ্টা' গ্রহণ করতে অরাজি

---

১. 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অসুবিধা কিভাবে দূর করা যায়'; এ. সি. বি., লন্ডন, ১৮৫৯; পৃ:১৩। অনেকদিক থেকে এইটি একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা, যাতে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার পরবর্তী সংস্কারের বিষয়ে প্রস্তাব আছে।

২. ব্যাপারটি আলোচনার জন্য প্রথম উপস্থাপিত করেছিল কলকাতার দেশীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে 'বেঙ্গল চেম্বার্স অফ্ কমার্সে'র সভাপতির কাছে প্রেরিত পত্রে। ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সরকারকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে উভয়ে রাজি হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : 'ভারতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের বিষয়', কলকাতা ১৮৬৬; পৃ: ১-৩।

সারণি ৫

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক *

ব্যাঙ্কের নাম	প্রতিষ্ঠার সময়	প্রধান কার্যালয়	শাখা এবং প্রতিনিধি	মূলধন		প্রচলিত নোট (পাউন্ড)	মজুত অর্থ (পাউন্ড)	বাটা - কৃত হুন্ডি (পাউন্ড)
				প্রদত্ত (পাউন্ড)	আদায়ীকৃত (পাউন্ড)			
ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল	১৮০৯	কলকাতা		১,০৭০,০০০	১,০৭০,০০	১,৭১৪,৭৭১	৮৫৯,৯৬৪	১২৫,২৫১
ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ	১৮৪৩	মাদ্রাজ		৩০০,০০০	৩০০,০০০	১২৩,৭১৯	১৩৯,৯৬০	৫৯,৮৭১
ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে	১৮৪০	বম্বে		৫২২,০০০	৫২২,০০০	৫৭১,০৮৯	২৪০,০৭৩	১৯৫,৮৩৬
ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক	১৮৫৯			১,২১৫,০০০	১,২১৫,০০০	১৯৯,২৭৯	১,১৪৬,৫২৯	২,৯১৮,৩৯৯
আগ্রা ও উত্তর-প্রদেশ	১৮৩৩	কলকাতা	আগ্রা, মাদ্রাজ, লাহোর, ক্যান্টন ও লন্ডন	৭০০,০০০	৭০০,০০০	–	৭৪,৩৬২	–
এন.ডব্লু ব্যাঙ্ক	১৮৪৪	,,	বম্বে, সিমলা, মুসৌরি ও আগ্রা, প্রতিনিধি দিল্লী ও কানপুরে।	২২০,৫৬০	২২০,০০০	–	–	–
লন্ডন অ্যান্ড ইস্টার্ন ব্যাঙ্ক	১৮৫৪			২৫০,০০০	–	৩২৫,০০০	–	–
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	১৮৫৪	বম্বে	প্রতিনিধি-লন্ডন, কলকাতা, ক্যান্টন ও সাংহাই	১,০০০,০০০	৪৫৬,০০০	–	–	–
দিল্লি ব্যাঙ্ক	১৮৪৪	দিল্লী	প্রতিনিধি-লন্ডন, কলকাতা বম্বে ও মাদ্রাজ	–	১৮০,০০০	–	–	–
সিমলা ব্যাঙ্ক	১৮৪৪			–	৬৩,৮৫০	–	–	–
ঢাকা ব্যাঙ্ক	১৮৪৬			৩০,০০০	–	–	–	–
মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক		বম্বে	লন্ডন, কলকাতা, কলম্বো, ক্যান্ডি, ক্যান্টেন ও সাংহাই	৫০০,০০০	৩২৮,৮২৬	৭৭৭,১৫৬	৭৭,২৩৯	১০৯,৪৫৭
ইন্ডিয়া, চায়না ও অস্ট্রেলিয়ান ব্যাঙ্ক				ব্যবস্থা শুরু হয়নি।				

*. আর. এম. মার্টিনের 'ভারতীয় সাম্রাজ্য' (The Indian Empire), প্রথম খন্ড; পৃষ্ঠা : ৫৬৫। দ্রষ্টব্য : মূল তালিকায় কোনও তারিখ নির্দিষ্ট নেই কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণে দেখা যায় যে সময় ১৮৫৬'র কাছাকাছি।

ছিলেন।[১] যে সমস্ত পরিকল্পনা পর্যালোচনায় সম্মত ছিলেন,[২] সেগুলো হল: (১) একটি বিশিষ্ট স্বর্ণমুদ্রা। (এক স্বর্ণমুদ্রা = ২০ শিলিং) অথবা অন্য কোনও ধরনের স্বর্ণমুদ্রা চালু করা এবং রূপার মূল্যভিত্তিতে দৈনিক বাজারীয় দামে প্রচলিত হওয়া; (২) নতুন স্বর্ণমুদ্রা চালু করা যার টাকায় নির্দ্ধারিত হস্তান্তর মূল্য বেঁধে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। পুনর্মূল্যায়ন করে পরবর্তী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রচলন করা হবে এক নতুন নির্দ্ধারিত মূল্যে; (৩) ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা দশ টাকা মূল্যে এবং সীমিত সংখ্যক দুই ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা কুড়ি টাকা মূল্যে চালু করা; অথবা (৪) রৌপ্যমানের জায়গায় স্বর্ণমান প্রচলন করা।

এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি মুদ্রাব্যবস্থার উপযুক্ততার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতই নিরাপদ নয়। মুদ্রার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে মূল্যের স্থিরতা, একটি সুনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থার অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তা। প্রত্যেক মুদ্রার একটি স্থির-মূল্য নির্ণীত থাকা উচিত, যে মূল্যে নিতান্ত অশিক্ষিত বুদ্ধিতেও আদান-প্রদান করা যায় ও বাজারের মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রার মূল্যের পরিবর্তন হয়। এই বৈশিষ্ট্য প্রথম দুটি পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। একটি ধাতুর পয়সা, যার মূল্য নিশ্চিতভাবে দিন-ভেদে নির্ধারিত করা যায় না যা প্রথম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে হত। এবং যার মূল্য নির্দ্ধারণ ও পরিবর্তিত মূল্যায়ন কষ্টকর, তাকে মুদ্রা হিসাব চালু না করে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল, কারণ তা না তা হলে সরকারের বিব্রত হওয়ার একটা উৎস হয়ে দাঁড়াত। দ্বিতীয় পরিকল্পনার নিজস্ব কোনও শৌকর্য ছিল না যাতে প্রথম পরিকল্পনার থেকে বেশি পক্ষপাতিত্ব পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা চালু করলে তার ফল হত এই, যে সময়ে দর অপরিবর্তিত থাকত, সোনার বাজার মূল্য কম ধরে নিলে, সোনা বাজারে বাধ্য হয়ে প্রচলিত থাকত যদি এটা জানা থাকত যে মূল্য পরিবর্তন করে পয়সার মূল্যহ্রাস করা হবে সোনার মূল্যহ্রাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, যে সাধারণ পন্থায় সোনার মুদ্রার অতিমূল্য থেকে রেহাই পাওয়া যায় ও অবশ্যম্ভাবী ক্ষতি অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনা আসলে একটা আশ্চর্য প্রস্তাবনা। কমমূল্যের ধাতু দিয়ে তৈরি মুদ্রা অল্পমূল্যের আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করা ও তাকে সীমিতসংখ্যক করা সম্ভব। কিন্তু সেটা দামি ধাতুর তৈরি মুদ্রার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কারণ এই মূদ্রার মূল্য বৈশিষ্ট্যই হল বেশি মূল্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার। এই পরিকল্পনার বিরোধিতা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সোনা যতক্ষণ

---

১. তদেব; পৃ: ৬.

২. মাননীয় জেমস উইলসন - এর বিবৃতি; তারিখ ২৫ শে ডিসেম্বর ১৮৫৯। তদেব; পৃ: ২৩।

নিম্নমূল্যে মূল্যায়িত থাকবে, ততক্ষণ প্রচলিত হবে না। কিন্তু বাজারীয় অনুপাতের পরিবর্তনে একবার যদি অতিমূল্যে মূল্যায়িত হয়, তাহলে মুদ্রা প্রচলনের বাইরে চলে যাবে, কারণ দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের কাছে এমন মুদ্রা থাকবে যা বেশি মূল্যের আদান-প্রদানের জন্য কোনও কাজেই আসবে না।

একমাত্র পরিকল্পনা যা এইসব দুষ্ট-মুক্ত, তা হল স্বর্ণমান ও সেই সঙ্গে সহযোগী হিসাবে রৌপ্যমান চালু করা। এই পরিকল্পনায় বিরুদ্ধে সব থেকে জোরদার যে বক্তব্য সরকার পেশ করতে পারেন তা হল, 'যে দেশে সমস্ত দায় রুপোয় মেটানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, সেখানে জোর করে অন্য ধাতুতে মেটাতে বলার আগেই হবে ধার গ্রহীতার স্বার্থে ধারদাতাকে ঠকানো ও জনগণের বিশ্বাসভঙ্গ করা।'[১] পরিকল্পনা যতই হয়েছে বলে মনে হোক না কেন, ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে একটা উন্নয়নশীল ভিত্তিতে পরিস্থাপনা করার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া চাহিদার ক্ষেত্রে এটা ছিল আশাহীন ভাবে অযোগ্য। অবশ্যই এটা বলা যায় না যে, স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের বিরোধিতায় সরকার সত্যিই দৃঢ়চেতা ছিল। অবস্থানগত দিক দিয়ে সরকার সোনার বিরুদ্ধে যুক্তির সারবত্তার ওপর ততটা নির্ভর করেনি, যতটা নির্ভর করেছিল হাতের কাছে সোনার মুদ্রার এক উন্নততর বিকল্প আবিষ্কার করে। যদি প্রচলিত মুদ্রার সহযোগী কোনও মুদ্রার প্রয়োজন থাকত, তাহলে সরকারের প্রস্তাবিত পন্থা অকাট্য ছিল। সোনার ব্যবহার অমিতব্যয়ী ও অসুবিধাজনক হত। রুপোর ব্যবহার ও সহযোগী কাগুজে মুদ্রার প্রয়োগ, মুদ্রাব্যবস্থার পক্ষে পরিমিত ব্যয়সাপেক্ষ সুবিধাজনক ও প্রসারসুলভ হত। সুবিধাগুলো অবশ্যই সরকারী বিকল্পের এতটাই সপক্ষে ছিল যে, রৌপ্যমানের বিরুদ্ধে প্রথম প্রচেষ্টা স্বর্ণমান পরিস্থাপন করল না, কিন্তু সরকারি কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করল প্রচলিত রৌপ্যমানের সহযোগী হিসাবে।

যাই হোক না কেন, স্বর্ণমানের প্রতি মানুষের চাহিদা এতই ছিল যে তা পুরোপুরি অবজ্ঞা করা যায় না, যদিও এই চাহিদা বিকল্প ব্যবস্থায় পূরণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মি: উইলসনের ধারণায়, সৃষ্ট কাগুজে মুদ্রা স্বর্ণমানের চাহিদার ভিন্নমত পোষণ করতেন তাঁর উত্তরসূরী মি: লেইং এবং তিনি একে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা থেকে সোনার 'বর্বরোচিত' প্রস্থান বলে আখ্যা দেন। মি: উইলসনের অকালমৃত্যুতে যখন ভার পড়ল তাঁর ওপরে, তিনি বিধেয়কে দুটি জরুরি ধারা সংযোজনের প্রস্তাবনা করলেন। একটি হল সর্বনিম্ন কাগুজে মুদ্রার মূল্য ৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০ টাকা করা। দ্বিতীয়টি হল—

১. দ্রষ্টব্য : তদেব ; পৃ: ২৬

'কলকাতা, মাদ্রাজ ও বম্বে গেজেটে সময় সময় প্রকাশিত আদেশ বলে সপার্ষদ্ বড়লাটকে ক্ষমতা দেওয়া যে, মুদ্রা ও সোনার বাটের মাধ্যমে মোট প্রচলনের অনধিক এক-চতুর্থাংশ কাগুজে মুদ্রা চালু করা যাতে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে অথবা সোনার বাটের পরিবর্তে যার হার সেই আদেশ বলেই স্থিরীকৃত করা হবে।'

এই বিধেয়ক আইনে রূপান্তরিত হওয়ার সময় দ্বিতীয় সংযোজন পুরোপুরি মেনে নিল, কিন্তু প্রথম সংযোজনের বদলে সর্বনিম্ন মানের কাগুজে মুদ্রার মূল্য দশ টাকায় ধার্য করল। যদিও এর সাধারণ উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংযোজনের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য সরকারি নথিপত্র থেকে সুস্পষ্ট হয় নি। কাগুজে মুদ্রা বিলের জন্য গঠিত প্রবর সমিতির (Select Committee) মতে দ্বিতীয় সংযোজন ভাল না হলেও নিরীহ। তাঁদের মনে হয়েছিল—

'কোনও বিশেষ উপলক্ষে ও নির্দিষ্ট আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বণিকসমাজের পক্ষে এটা জেনে রাখা সুবিধাজনক হবে যে, সোনার পরিবর্তে টাকা পাওয়া যাবে একটা নির্দিষ্ট হারে, যদি অন্যদিকে, নির্দিষ্ট হারে সোনা প্রচলনে না আসে। তাতে প্রমাণ হবে যে, রূপা ও তৎসহ নিশ্চিন্ত পরিবর্তনযোগ্য কাগুজে মুদ্রা সঠিক আত্মবিশ্বাস যোগায় এবং ব্যবসার ও সমাজের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম আর এই সংযোজন মৃতবৎ ও পরিপূর্ণ অক্ষতিকারক হবে।'

কিন্তু সন্দেহ নেই যে, মিঃ লেইং, এই ধারাকে স্বর্ণমানের দিকে পদক্ষেপের এক সহজ উপায় বলে মনে করেছিলেন। মুদ্রাব্যবস্থা ও ব্যাঙ্কিং বিষয়ক কার্যবিবরণীতে ৭ মে ১৮৬২ সালে তিনি লিখেছিলেন,

'এই ধারার উদ্দেশ্য সরলভাবে বলতে গেলে ভবিষ্যতে সোনার ব্যবহারের জন্য সাবধানী ও প্রণিধানযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য দরজা খোলা রাখা। সোনার আমদানি এখনো চালু আছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এই ধাতু আঞ্চলিক অধিবাসীদের খুব প্রিয় ও সাধারণভাবে অধিমূল্য দাবি করে...।'

এবং সেটাই মনে হয় দেশের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিবের ধারণা ছিল, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, সোনার পরিবর্তে কাগুজে মুদ্রা চালুর সপক্ষে সুপারিশের যুক্তি হল 'ভারতে স্বর্ণমান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া'[১]

১. স্বরাষ্ট্র-সচিবের প্রেষণ; অনুচ্ছেদ ৫৯, নং ১৫৮; সেপ্টেম্বর ১৬, ১৮৬৬।

বণিক সম্প্রদায়ের স্বাছন্দ্যবোধের সহায়ক হোক বা স্বর্ণমান প্রচলনের প্রধান উপায় হোক, ধারাটি কার্যকরী করা হল না। স্বরাষ্ট্র সচিব এই ব্যাপারে যে কোনও কার্যক্রিয়ার বিরোধিতা[১] করলেন। ইতিমধ্যে কাগুজে মুদ্রা পূর্বঘোষিত সর্বরোগ নিরাময়ক হল না। এর যতটা প্রচলন হল বা যতটা মিত্যব্যয়ী হল, তা নিতান্তই সামান্য।

সারণি ৬

কাগুজে মুদ্রার বিস্তার ও মিতব্যয়িতা

প্রেসিডেন্সি	সোনার বাট	মুদ্রা	সরকারি ঋণপত্র	প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার মূল্য
কলকাতা, অক্টোবর ৩১,১৮৬৩	—	১,৮৪,৫৫,৯২২	১,১০,৪৪,০৭৮	২,৯৫,০০,০০০
মাদ্রাজ, অক্টোবর ৩১,১৮৬৩	—	৭৩,০০,০০০	—	৭৩,০০,০০০
বোম্বাই, জানুয়ারি ৪,১৮৬৪	১,১৭,০০,০০০	১,১৯,০০,০০০	—	২,৩৬,০০,০০০
মোট	১,১৭,০০,০০০	৩,৭৬,৫৫,৯২২	১,১০,৪৪,০৭৮	৬,০৪,০০,০০০

মি: ক্যাসেলস্[২] দেখিয়েছেন যে, তিন বছর পরে কাগুজে মুদ্রা, সোনা প্রচলিত ধাতু মুদ্রার ৬ শতাংশ মাত্র বিস্তার পেয়েছে যা মি: উইলসনের প্রাক্কলন হিসাব অনুযায়ী ১০০,০০০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং এবং সেটাকে উৎপাদনশীল মূলধনে প্রকাশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণ করেছে মাত্র এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা সম্পূর্ণের এক শতাংশ মাত্র। লিভারপুল বাজারে আমেরিকান তুলার আমদানি গৃহযুদ্ধের জন্য বন্ধ হওয়ায় ভারতীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি বিশাল আকার ধারণ করল। এবং কাগুজে মুদ্রা কোনও রকম স্বাচ্ছন্দ্য দিতে না পারায়, পুরো চাপ পড়ল রূপার ওপর। রূপার উৎপাদন বৃদ্ধি এদিকে আগের মত দ্রুতগতিতে বাড়ছিল না এবং ভারতে এর পরিশোষণ শিথিল হয়ে পড়েছিল। কাগুজে মুদ্রার প্রচলন সত্ত্বেও মুদ্রার মাধ্যমের অভাব আগের মতোই তীব্রভাবে অনুভূত হতে লাগল। সোনার আমদানি শুধুমাত্র বৃদ্ধিই পেল না, এর ব্যবহার হতে লাগল মুদ্রা প্রস্তুতে, যদিও এটি অনুমোদিত মুদ্রা নয়। এই ঘটনাটি ভারতীয় সরকারের নজরে আনলেন 'বোম্বাই চেম্বার অব্ কমার্স',[৩] এবং ভারতীয় সরকারকে অনুরোধ জানালেন

১. দ্রষ্টব্য : অনুচ্ছেদ ৬৪; পূর্ব উল্লিখিত সরকারি প্রেষণ।

২. দ্রষ্টব্য : বোম্বাই সরকারকে লিখিত তাঁর চিঠি; জানুয়ারি ১,১৮৬৪। ভারতে সোনা প্রচলন বিষয়ক লেখা পৃষ্ঠা : ৫১ - ৬৯।

৩. 'বোম্বাই চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিবেদন' ; ১৮৬৩-৬৪। পরিশিষ্ট ১, পৃ: ২০৬।

স্মারকলিপির মাধ্যমে দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের জন্য। এই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল—

'দেশের অধিবাসীদের সোনার বাট থেকে মুদ্রা তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচলিত রূপার মুদ্রার দোষের স্থূল প্রতিষেধক হিসাবে।'

'এই উদ্দেশ্যে সোনার বাট, বোম্বাই ব্যাঙ্কের ছাপ সহ, দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত আছে।'

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, কাগুজে মুদ্রা আইনের[১] ধারাটি কার্যকরী করতে সরকারের প্রতি অন্দোলন শুরু হল, এবং এই আন্দোলন এমন আকার ধারণ করল যে সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। এই অবস্থায়, পরিবর্তন আনার জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা নেওয়া হল। স্যর চার্লস ট্রেভেলিয়ন ধারার দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরলেন, যাতে সরকার প্রয়োজনমত ব্যবস্থা নিতে পারে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন যে, কাগুজে মুদ্রা দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে দেওয়া হবে (ভারতে যেটা রূপার মুদ্রা) এবং জমা সোনার যে অংশ কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে পেশ করা গেল না, রাজনৈতিক অবিশ্বাস বা বাণিজ্যিক আতঙ্কের সময় তার পরিবর্তন গুরুতর ভাবে বিপদগ্রস্থ হবে।[২] সুতরাং তিনি আন্দোলনের বিষয় পরিধি অতিক্রম করে এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ঘোষণা করলেন যে, সোনাকে পেছনের দরজা দিয়ে মুদ্রাব্যবস্থায় সামিল করার পরিবর্তে ভারতে সোনাকে মূল্যমান করা উচিত। তিনি মি: উইলসনের রৌপ্যমানের পরিবর্তে স্বর্ণমানকে 'ঋণদাতার বিশ্বাসভঙ্গ' আখ্যার সঙ্গে একমত হলেন না। রৌপ্যমুদ্রাকে সহকারি স্থানে উপনীত না করে ভারতে স্বর্ণমুদ্রার সূচনা করলে সাময়িক দ্বৈতমানের উদ্ভব হবে জেনেও দমলেন না; তিনি যুক্তিনির্ভর হয়ে বললেন, 'প্রত্যেক জাতিকেই এককমানে পৌঁছুবার আগে

---

১. এই সময় সরকারকে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমস্ত চেম্বার্স অব্ কমার্স স্মারকলিপি পেশ করল। 'বোম্বাই অ্যাসোশিয়েশন' ও 'ম্যানচেস্টার চেম্বার অব্ কমার্স' পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করল। এই আন্দোলন সবচেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করল বোম্বাই সরকারের সমর্থনে। বিশেষ করে স্যর উইলিয়ম ম্যানস্ফিল্ডের 'ভারতের জন্য স্বর্ণমুদ্রা' বিষয়ক বিখ্যাত কার্যবিবরণী থেকে।

২. দ্রষ্টব্য : তাঁর কার্যবিবরণী, জুন ২০,১৮৬৪। 'ভারতে সোনা' নামক লেখনীর পৃ: ১৪৭ থেকে। তিনি এমনকি রুপোর বাটকে কাগুজে মুদ্রার জন্য সঞ্চয়ের মধ্যে অন্তর্গত করার বিরোধী ছিলেন। কারণ তাতে মুদ্রা বিভাগের রুপোর মুদ্রা তৈরি করার দায়িত্ব এসে যায়, যা সময়সাপেক্ষ, ভারতের টাকশালের সীমিত উৎপাদন ক্ষমতার কথা ভেবেই। অন্যদিকে টাকার বিনিময়ে মুদ্রা পাওয়া যাবে দাবি করায় কাগুজে মুদ্রা বিভাগে হঠাৎই কাজের চাপ এসে পড়ল এবং বিভাগে মুদ্রার অভাব দেখা গেল।

সারণি ৭*

বাণিজ্য ও মুদ্রাব্যবস্থা

বছর	পণ্যদ্রব্য		বহুমূল্য ধাতুর নীট আমদানি (পাউন্ড)		মুদ্রার মোট রূপান্তরকরণ (পাউন্ড)		মুদ্রায় রূপান্তরকরণ ও নীট আমদানির মধ্যে ফারাক (পাউন্ড) বেশি (+) / কম (–)		বার্ষিক উৎপাদন (লক্ষ পাউন্ড)	
	আমদানি পাউন্ড	রপ্তানি পাউন্ড	রূপা পাউন্ড	সোনা পাউন্ড	রূপা পাউন্ড	সোনা পাউন্ড	রূপা পাউন্ড	সোনা পাউন্ড	সোনা পাউন্ড	রূপা পাউন্ড
১৮৬০-৬১	২৩,৪৯৩,৭১৬	৩২,৯৭০,৬০৫	৫,৩২৮,০০৯	৪,২৩২,৫৬৯	৫,২৯৭,১৫০	৬৫,০৩৮	–৩০,৮৫৯	–৪,১৬৭,৫৩১	২৩,৯	৮.২
১৮৬১-৬২	২২,৩২০,৪৩২	৩৬,৩১৭,০৪২	৯,০৮৬,৪৫৬	৫,১৮৪,৪২৫	৭,৪৭০,০৩০	৫৮,৬৬৭	–১,৬১৬,৪২৬	–৫,১২৫,৭৫৮	২২,৮	৮,৫
১৮৬২-৬৩	২২,৬৩২,৩৮৪	৪৭,৮৫৯,৬৪৫	১২,৫৫০,১৫৫	৬,৮৪৮,১৫৬	৯,৩৫৫,৪০৫	১৩০,৬৬৬	–৩,১৯৪,৭৫০	–৬,৭১৭,৪৯০	২১,৬	৯,০
১৮৬৩-৬৪	২৭,১৪৫,৫৯০	৬৫,৬২৫,৪৪৯	১২,৭৯৬,৭১৭	৮,৮৯৮,৩০৬	১১,৫৫৬,৭২০	৫৪,৩৫৪	–১,২৩৯,৯৯৭	–৮,৮৪৩,৯৫২	২১,৪	৯,৮
১৮৬৪-৬৫	২৮,১৫০,৯২৩	৬৮,০২৭,০১৬	১০,০৭৮,৭৯৮	৯,৮৩৯,৯৬৪	১০,১১১,৩২২	৯৫,৬৭২	+৮৩২,৫২৪	–৯,৭৪৪,২৯২	২২,৬	১০,৩
১৮৬৫-৬৬	২৯,৫৯৯,২২৮	৬৫,৪৯১,১২৩	১৮,৬৬৪,৬৭৩	৫,৭২৪,৪৭৬	১৪,৬৩৯,৩৫৩	১৭,৬৬৫	–৪,০২৯,৩২০	–৫,৭০৬,৮১১	২৪,০	১০,৪
১৮৬৬-৬৭	২৯,০৩৮,৭১৫	৪১,৮৫৯,৯৯৪	৬,৯৬৩,০৭৩	৩,৮৪২,৩২৮	৬,১৮৩,১১৩	২৭,৭২৫	–৭৭৯,৯৬০	–৩,৮১৪,৬০৩	২৪,২	১০,১
১৮৬৭-৬৮	৩৫,৭০৫,৭৮৩	৫০,৮৭৪,০৫৬	৫,৫৯৩,৯৬১	৪,৬০৯,৪৬৬	৪,৩৮৫,০৮০	২১,৫৩৪	–১,২০৮,৮৮১	–৪,৫৮৭,৯৩২	২২,৮	১০,৮
১৮৬৮-৬৯	৩৫,৯৯০,১৪২	৫৩,০৬২,১৬৫	৮,৬০১,০২২	৫,১৫৯,৩৫২	৪,২৬৯,৩০৫	২৫,১৫৬	–৪,৩৩১,৭১৭	–৫,১৩৪,১৯৬	২২,০	১০,০
১৮৬৯-৭০	৩২,৯২৭,৫২০	৫২,৪৭১,৩৭৬	৭,৩২০,৩৩৭	৫,৫৯২,০১৬	৭,৫১০,৪৮০	৭৮,৫১০	+১৯০,১৪৩	–৫,৫১৩,৫০৬	২১,২	৯,৫

* প্রস্তুত সূত্র সারণি ৪-এর মতো।

দ্বৈতমানের অবস্থান্তর স্তর পার হতে হয়।' সেইমতো তিনি সুপারিশ করলেন : (১) ব্রিটিশ অস্ট্রেলীয় মানের স্বর্ণমুদ্রা বা অর্ধ স্বর্ণমুদ্রা ভারতে অনুমোদিত মুদ্রা হওয়া উচিত প্রতি স্বর্ণমুদ্রা ১০ টাকা হারে এবং (২) সরকারি কাগুজে মুদ্রা বিনিময়যোগ্য হওয়া উচিত টাকা বা স্বর্ণমুদ্রার সঙ্গে, প্রতি স্বর্ণমুদ্রায় ১০ টাকা হারে, কিন্তু কখনোই সোনার বাটের সঙ্গে বিনিময় যোগ্য নয়।

ভারত সরকার তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সেটা স্বরাষ্ট্র সচিবকে[১] পাঠানো হল অনুমোদনের জন্য। কিন্তু তিনি একধাতুমান থেকে যে কোনও বিচ্যুতির প্রতি এতটাই অসহিষ্ণু ছিলেন যে, পুরো পরিকল্পনা স্বল্প ভদ্রতায় বাদ দিয়ে দিলেন। তাঁর উত্তর[২] এক হাস্যকর যুক্তির নিদর্শন ও ভয়ানক ভাসা-ভাসা। তিনি মূল্যায়ন করতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ তিনি স্বস্তি অনুভব করেছিলেন এই ভেবে যে, প্রতি স্বর্ণমুদ্রার মূল্য দশ টাকা ধার্য করা এতটাই অবমূল্যায়ন হবে যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হবে না। এইখানেই তাঁর ভিত্তির দৃঢ়তা। সেই সময় ভারতের টাঁকশালে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের খরচা আনুমানিক[৩] ছিল টাকা ১০ - ৪ আনা - ৮ পাই; ইংল্যান্ড থেকে আমদানির খরচ ছিল টাকা ১০ - ৪ আনা - ১০ পাই এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানির খরচ ছিল টাকা ১০ - ২ আনা ৯ পাই। পূর্বোক্ত বিনিময় হার সঠিক হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে প্রতি স্বর্ণমুদ্রা ১০ টাকা হারে প্রচলিত থাকতে পারে না। এটা দু:খজনক যে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন উচ্চতর হারের প্রস্তাব রাখলেন না,[৪] যাতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন নিশ্চিত হতে পারে। স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় হার অনুকূল হলেও, স্বরাষ্ট্র সচিব এক-ই ভাবে এই পন্থার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হলেন। যেহেতু পন্থাটি প্রতিকূল হারের ওপর ভিত্তি করে ছিল, স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে তাই এটি ছিল অযোগ্য। অনুকূল হারের ওপর ভিত্তি করে থাকলেও, এই পন্থা কম অপকারী হবে না, কারণ সাময়িক হলেও দ্বৈতমানের সবচেয়ে দোষযুক্ত

১. দ্রষ্টব্য : 'ভারত সরকারের সরকারি প্রেষণ নং ৮৯'; সিমলা, জুলাই ১৪, ১৮৬৪।

২. দ্রষ্টব্য : স্বরাষ্ট্র সচিবের আর্থিক বিষয়ক সরকারি প্রেষণ, নং ২২৪; সেপ্টেম্বর ২৬,১৮৬৪।

৩. দ্রষ্টব্য : মাননীয় ক্লাভ ব্রাউনের চিঠি স্যার সি. ই. ট্রেভেলিয়ন কে লিখিত; কলকাতা মে ২৬,১৮৬৪। 'ভারতে সোনা বিষয়ক পত্র: পৃ: ২২৯

৪. ১০:১ অনুপাতের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণ হল যে এটাই ভারতে তখন প্রচলিত বাজারি অনুপাত ছিল। তাঁর যুক্তি ছিল যে 'স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় হার ভারতে প্রচলনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের প্রচলন হারের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে না,বরঞ্চ ভারতে রূপার আনুপাতিক হারে হবে। সম্ভবত তিনি স্বর্ণমুদ্রার অধিমূল্যায়নে অনিচ্ছুক ছিলেন এই ভয়ে যে 'প্রচলিত ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থায় দ্রুত আমূল পরিবর্তন আসবে এবং তার ফলে উত্তমর্ণ প্রাপ্যের থেকে অনেক কম পাবে।'

দ্রষ্টব্য : নভেম্বর ২৩,১৮৬৪ তারিখের তাঁর কার্যবিবরণী; 'ভারতে সোনা বিষয়ক পত্র' ইত্যাদিতে।

অবস্থার সূচনা হবে। দ্বিধাতুমান প্রথার সামান্য সম্ভাবনাই স্বরাষ্ট্র সচিবকে এতটা ভীত করে তুলল যে সম্পূর্ণ ব্যবস্থার তিনি বিরুদ্ধাচারণ করলেন, কারণ তিনি এটা মানতে অস্বীকার করলেন যে মুদ্রার ভিত্তি রুপো থেকে সোনায় পরিবর্তনের জন্যই জনসাধারণের সুবিধার্থে কিছুটা সময় দ্বিধাতুমান প্রথার ভেতর দিয়ে যেতে হবে।'

একমাত্র ছাড়, যেটা স্বরাষ্ট্র সচিব দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তা হল 'স্বর্ণমুদ্রা সরকার নির্ধারিত একটি স্থিরীকৃত হারে সাধারণ কোষাগারে গ্রহণ করা হবে এবং সেই হার জনসাধারণের কাছে সরকারি ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে জানানো হবে', স্বর্ণমুদ্রাকে ভারতে সাধারণ প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থায় না এনে। মনে করা যেতে পারে যে, এটা ১৮৫২ সালে সরকারকে বিব্রত করবার জন্য পরিত্যক্ত নির্বোধ পন্থার পুনরুজ্জীবন। যে মুদ্রার অর্থ-ই হল বিপদ ডেকে আনা এবং পরিকল্পনায় নিহিত এই অতি পরিচিত বিপদ নিবারণের জন্যই আরও সম্পূর্ণ এই পন্থার প্রস্তাবনা। মুদ্রার অভাব এতটাই বেশি ছিল যে, ভারত সরকার নিজের অভিমতের প্রতি দৃঢ় না থেকে, স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে রাজি হলেন এবং নভেম্বর ১৮৬৪ তে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করলেন যে—

'ইংল্যান্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার যে কোনও স্বীকৃত রাজকীয় টাঁকশালে প্রস্তুত প্রচলিত ওজনের স্বর্ণমুদ্রা ও অর্ধ-স্বর্ণমুদ্রা, পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, ব্রিটিশ-ভারতের সব কোষাগারে ও তাঁর অধীনস্থ যে কোনও কোষাগারে সরকারের প্রাপ্ত অর্থের প্রদেয় হিসাবে যথাক্রমে দশ ও পাঁচ টাকার বিনিময় হারে গ্রহণ করা হবে; এবং সেই সব স্বর্ণমুদ্রা ও অর্ধ-স্বর্ণমুদ্রা, যতক্ষণ সরকারি কোষাগারে পাওয়া যাবে, ততক্ষণ সরকারের প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের দেওয়া হবে।'

যা হোক, প্রকৃত সমমূল্য স্বর্ণমুদ্রার[১] ক্ষেত্রে দশ টাকার কিছুটা বেশিই ছিল, এবং সেজন্য বিজ্ঞপ্তিতে অকার্যকরী রয়ে গেল। মুদ্রার অবস্থা, অন্যদিকে, আগের মতোই সংকটজনক রয়ে গেল এবং ১৮৬৬ সালে বেঙ্গল চেম্বার্স অব্ কমার্স সোনার প্রচলন সুষ্ঠ করবার জন্য পদক্ষেপ নিতে ভারত সরকারকে প্রস্তাব দিলেন। এই বার চেম্বার অনুসন্ধান কমিশন গঠন করতে জোর করলেন 'ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থায় সোনার প্রচলনের উপযোগিতা সন্ধানের জন্য।' কিন্তু ভারত সরকার এই অভিমত[২]

১. দ্রষ্টব্য : ভারতে স্বর্ণমুদ্রা'র বিষয়ে স্যার উইলিয়ম ম্যানস্‌ফিল্ডের কার্যবিবরণী'র পরিশিষ্ট 'ক', হাউস অব্ কমন্সের ১৮৬৫ সালের ১৯ নং প্রতিবেদন।

২. ফোর্ট উইলিয়ম গেজেটে প্রকাশিত অর্থ বিভাগের ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ সালের প্রস্তাবনা, ৫৯২ নং ঘোষণা বলে।

প্রকাশ করলেন যে, 'সোনার পরিবর্তে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন এই আশায় করা হয়েছে যে, প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে মূল্যবান ধাতু দুটির যে কোনও একটির তুলনায় সুবিধাজনক ও গ্রহণযোগ্য হবে।' এবং ফলস্বরূপ 'কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে বা সহযোগী হিসাবে সোনার প্রচলনের প্রচেষ্টার আগে এটা দেখাতে হবে যে, কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে দেশের চাহিদার পক্ষে যথাযুক্ত বা অভ্যাসের উপযোগী হয়ে ওঠেনি বা সম্ভবত হয়ে উঠবে না।' সুতরাং একটি কমিশন গঠন করা হল '১৮৬১ সালের ১৯-তম আইনের দ্বারা গঠিত প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থার কার্যকারিতা'র বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এবং প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য এই মর্মে যে 'উপযোগিতার ভিত্তিতে ভারতে অনুমোদিত মুদ্রা ব্যবস্থায় রৌপ্য মুদ্রার সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনে কি ধরনের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।' সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের পর কমিশন এই উপসংহারে[১] উপনীত হলেন যে, বিভিন্ন কারণের জন্য কাগুজে মুদ্রা দেশের প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সোনা আরও বড়সড় স্থান দখল করে রয়েছে। কমিশন পরিশেষে সরকারকে আর্জি পেশ করলেন যে ভারতের মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা অনুমোদিত হোক।' এখন এই সুপারিশ কার্যকরী করবার দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত হল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, যে কারণে কমিশন নিয়োগ করেছিলেন, সেই কমিশনের সুপারিশ কার্যকারী করা পর্যন্ত সরকার গেলেন না। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সোনাকে প্রচলিত মুদ্রা করবার পরিবর্তে, ২৮ শে অক্টোবর ১৮৬৮ সালে আরেকটি ঘোষণাবলে শুধুমাত্র রাজকীয় স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় হারটা ১০-৮ পরিবর্তন করলেন, এবং সেই সঙ্গে একপেশে ব্যবস্থার কু-ফল এড়ানোর জন্য কোনওরকম ব্যবস্থা নিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে, এই হার পরিবর্তনের ফলে দেশের মুদ্রা প্রচলনে কোনও সোনার প্রবাহ সূচিত হল না। মুদ্রা-ব্যবস্থার অসুবিধাগুলো ইতিমধ্যে থিতিয়ে গেল এবং সরকারের ওপর নতুন কোনও চাপ না আসায় ভারতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের জন্য সরকারের দু'টি বিফল প্রচেষ্টার শেষতম বলে পরিগণিত হল।

সাময়িকভাবে, ঘটনার সাধারণ প্রবাহেই সমস্যার সমাধান হল[১] কিন্তু, পরবর্তী ঘটনায় দেখা গেল যে, স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হলে ভারতের পক্ষে শ্রেয় হত[২] ও ইউরোপের

---

১. রিপোর্টের জন্য দ্রষ্টব্য : হাউস অব্ কমন্সের ১৮৬৮ সালের ১৪৮ প্রতিবেদন।

২. এটা সত্য যে অধ্যাপক জে. ই. কেয়ার্নস্ ভারতে স্বর্ণমান প্রবর্তনের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করেন। দ্রষ্টব্য : তাঁর রচিত, 'অর্থনীতি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা' (লন্ডন, ১৮৭৩; পৃ: ৮৮ - ৯০)

স্বার্থেই সমাদৃত হত।[১] কারণ সেই সময় ইউরোপ সোনার অধিক প্রচলনের জন্য বর্দ্ধিত মূল্যের কারণে ভুগছিল। এই সন্ধিক্ষণে, ভারত সরকার সত্যিই দোটানায় পড়লেন। পরিবর্তনের স্রোতের পক্ষে গিয়ে রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করলে, (যা অতি সহজেই করা যেত) দেশের ও দেশবাসীর ওপরে আসন্ন দুর্ভাগ্য এড়াতে পারতেন। ভারত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় কোনও ভর্ৎসনাযোগ্য অসৎ কাজ করেননি,[২] কিন্তু মানুষের অমঙ্গলজনক মনোবৃত্তির আরও একটি নিদর্শন হয়ে রইল যেখানে মানুষ মনে করে, যে অবস্থায় তারা রয়েছে সেটি সর্বাধিক নিরাপদ, যখন প্রকৃতপক্ষে অবস্থা সবচেয়ে' বিপজ্জনক। তারা মুদ্রার অবস্থার বিষয়ে এতটাই নিরাপদ অনুভব করত যে, ১৮৭০ সালে যখন 'টাঁকশাল আইন' পরিবর্তিত ও সংহত হয়ে ১৮৩৫ সালের রৌপ্যমান প্রথা, কোনও সোনার মিশ্রণ ছাড়াই শুদ্ধভাবে প্রচলিত রইল, তাদের মুদ্রা ব্যবস্থায় মনেই হল না কোনও ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে পারে[৩] ভারতীয় মুদ্রার ক্ষেত্রে।

হায়! যাঁরা তখন বলেছিলেন[৪] যে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার আইনগত দৃষ্টিকোণের থেকে বেশি কিছু দেখতে তাদের বলা হয় নি, তাঁরা তখন জানতেন না যে, তাঁদের জন্য কি অপেক্ষা করছে।

---

১. দ্রষ্টব্য : জে. আর. ম্যককুলচ, 'বাণিজ্য অভিধান', ১৮৬৯; পৃষ্ঠা : ১১৩১,

২. মি: এইচ বি রাসেলের মতে : তাঁরা রৌপ্যমান রেখেছিলেন এই কারণে যে, অর্থপ্রেরণে তাদের লাভ হত। দ্রষ্টব্য : আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত অধিবেশন।

৩. 'প্রথম টাঁকশাল ও মুদ্রা বিল' এর ধারায় ১৮৬৮ সালের ঘোষণা সম্বলিত ছিল, যাতে সরকার জাতীয় কোষাগারে রাজকীয় স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য ছিলেন। দ্রষ্টব্য : ভারতীয় গেজেট, V অংশ, জুলাই ২৩,১৮৭০। কিন্তু ঔদাসীন্যের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, পরে এই ঘোষণা উঠিয়ে দেওয়া হল প্রবর সমিতির সুপারিশে, এবং অধিকারিকের বিবেচনার ওপর ব্যাপারটা ন্যস্ত হল।

৪. দ্রষ্টব্য : মাননীয় স্টিফেনের সেপ্টেম্বর ৬,১৮৭০ এর বক্তৃতা : 'মুদ্রা ও টাঁকশাল বিল প্রচলনের সময়' সুপ্রিম লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল (সংক্ষেপে এস. এল. সি.পি.) IX খন্ড; পৃষ্ঠা : ৩৯৮।

অধ্যায় ২

রৌপ্যমান ও সমতার অবচ্যুতি

কোন ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থায় রৌপ্যমান প্রচলিত হল, এবং সহযোগী হিসাবে কাগুজে মুদ্রার প্রচলনের মাধ্যমে কিভাবে স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটল, তা এখন স্পষ্ট। এই মিশ্র প্রথার কার্যপ্রণালীর বিষয়ে অনুসন্ধানের পূর্বে, এই প্রথার পরিকাঠামো বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার প্রয়োজন।

মুদ্রা ব্যবস্থার ধাতব দিক ১৮৭০ সালের XXIII আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এই আইনের আওতায় যে সব মুদ্রাকে স্বীকৃতি প্রদান বা আইনসম্মত করা হয়েছিল, সারণি ৮-এ দেখানো হল।

সারণি ৮

টাঁকশালে তৈরি মুদ্রার বৈষম্য	মোট ওজন ট্রয়গ্রেইনস	ওজনের প্রতিকার	সূক্ষতা ট্রয়গ্রেইনস্	সূক্ষতার প্রতিকার	বৈধ মূল্যবেদন ক্ষমতা
১। স্বর্ণ মুদ্রা (ক)					
(১) মোহর	১৮০	$\frac{২}{১০০০}$	১৬৫	$\frac{২}{১০০০}$	একেবারেই বৈধ মুদ্রা নয়।
(২) এক-তৃতীয়াংশ মোহর	৬০	"	৬৫	"	
(৩) দুই-তৃতীয়াংশ মোহর	১২০	"	১১০	"	
(৪) জোড়া মোহর	৩৬০	"	৩৩০	"	
২। রৌপ্য মুদ্রা (খ)					
(১) টাকা	১৮০	$\frac{৫}{১০০০}$	১৬৫	$\frac{২}{১০০০}$	অপরিমিত বৈধ মুদ্রা
(২) আধুলি টাকা	৯০	"	৮২.৫	"	
(৩) সিকি টাকা	৪৫	$\frac{৭}{১০০০}$	৪১.২৫	$\frac{৩}{১০০০}$	টাকার আংশিক বৈধ মুদ্রা
(৪) এক-অষ্টমাংশ টাকা	২২.৫	$\frac{১০}{১০০০}$	২০.৬২৫	"	

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

৩। তাম্র মুদ্রা (গ)					
(১) পয়সা	১০০	১/৪০	—	—	টাকাব ১/৬৪ তম মূল্যের বৈধ মুদ্রা
(২) ডবল পয়সা	২০০	”	—	—	টাকার ১/৩২ তম মূল্যের বৈধ মুদ্রা
(৩) আধ-পয়সা	৫০	”	—	—	টাকার ১/১২৮ তম মূল্যের বৈধ মুদ্রা
(৪) পাই	৩৩.৩	”	—	—	টাকার ১/১৯২ তম মূল্যের বৈধ তম

আইনের বলে টাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রার সংখ্যার দিক থেকে বা তাদের বৈধ মূল্যবেদন ক্ষমতায় কোনও নতুনত্বের সূচনা হয় নি। যদিও মুদ্রার ব্যাপারে এই আইন পূর্বে প্রচলিত আইনের মত এক-ই রকম। আইনের ধারা এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল যাতে মুদ্রা আইন সঠিক করা যায় দেশে, যা এর আগে কখনও করা হয় নি।[১] যে সব আইন রদ করা হল, সেগুলি টাঁকশালের 'প্রতিকার' বা 'সহিষ্ণুতা' বিষয়ক নিয়ম স্বীকৃতির বিষয়ে যত্নশীল ছিল। এই দিকটা টাঁকশালের কলাকৌশলগত দিক হিসাবেই ধরা হয়। এটা তাই-ই, কিন্তু এর মুদ্রা সম্বন্ধিত মূল্যও আছে। যদি মূল্যবান ধাতু ওজনে প্রচলিত থাকে, তাহলে টাঁকশালের 'সহিষ্ণুতা'র কোনও প্রশ্ন সম্ভবত ওঠে না, কারণ সকলেই ওজন করে নিয়ে পরিবর্তে কি পাচ্ছে দেখে নিতে

---

১. এটা নিম্নে বর্ণিত আলোচনা থেকে বুঝা যাবে—

(ক) স্বর্ণমুদ্রা—(i), (ii) এবং (iii), ১৮৩৫ সালের XVII-তম আইনের ৭ নং ধারায় অনুমোদিত হয়েছিল এবং (iv) ১৮৭০ সালের একত্রীকরণ আইনে সংযোজিত হয়েছিল।

(খ) রৌপ্যমুদ্রা— (i), (ii) এবং (iii), ১৮৩৫ সালের XVII-তম আইনের ১নং ধারায় অনুমোদিত হয়েছিল। এই আইনে 'ডবল টাকা' নামে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের সুপারিশ করা হয়েছিল, কিন্তু ১৮৬২ সালের XIII-তম আইনের ২ নং ধারায় সেটা রদ করা হয়, যার স্থানে (iv) নং রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করা হয়।

(গ) তাম্রমুদ্রা— (i), (ii) এবং (iv), ১৮৩৫ সালের XXI-তম আইনের ১নং ধারায় অনুমোদিত হয়, কিন্তু বাংলা প্রেসিডেন্সি'তে এর প্রচলন হয়। পরে অবশ্য ১৮৪৪ সালের XXII-তম আইনে সারা ভারতের জন্য অনুমোদিত হয়। (iii) নং মুদ্রা ১৮৫৪ সালের XI-তম আইনের ২ নং ধারায় প্রথম প্রচলিত হয়।

পারবে। মুদ্রার আবির্ভাবের পর থেকে যখন মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন ব্যাপক হতে শুরু করল, তখন প্রত্যেকেই আশা করত যে মুদ্রার মূল্য অনুযায়ী এর ধাতুমূল্য থাকবে। মুদ্রার প্রকৃত মূল্য সব সময় বর্ণিত মূল্যের সমান না-ও হতে পারে। এই প্রভেদ নিশ্চিত ভাবে থাকবেই, এবং মুদ্রার কলাকৌশলগত দিক যতই উন্নত হোক না কেন, এই প্রভেদ দূর করা দু:সাধ্য হবে। যেটা চিন্তার বিষয়, সেটা হল প্রকৃত টাঁকশাল মান থেকে এর প্রভেদ। সব দেশের টাঁকশাল আইনের ধারায় এটাই বলা থাকে যে, যদি কোনও মুদ্রার ওজনের প্রভেদ বৈধ মানের থেকে অতিরিক্ত একটা নির্দিষ্ট মানে ছাড়িয়ে যায়, তা হ'লে সেই মুদ্রা বর্ণিত মূল্যে বৈধ মুদ্রা বলে পরিগণিত হবে না। সত্যিই, যদি কোনও মুদ্রা'কে বৈধ বলে পরিগণিত করে সহিষ্ণুতার মাত্রা নির্দিষ্ট না করা হয়, তাহলে প্রতারণার জন্য পথ দেখিয়ে দেওয়া হয়। আইনের বলে টাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রা'র ক্ষেত্রে যে অনুমোদিত সহিষ্ণুতা মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেটা হিতকর ব্যবস্থা। দু:খের বিষয়, আইনে কোনও ব্যবস্থার কথা বলা হয় নি, যার সাহায্যে বুঝা যাবে যে, ওজনের ক্ষেত্রে কোনও মুদ্রা আইনানুগ কি না।[১] আইন আরও একটি উন্নত পদক্ষেপ নিয়েছিল অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা'র নিয়মকে স্বীকৃতি দিয়ে। এই নিয়ম, যদিও প্রাপ্য স্বীকৃতি পায় নি, কিন্তু তা ছিল সুষ্ঠু মুদ্রা-ব্যবস্থার একটা পন্থা। কারণ এই নিয়মে সমাজের লেন-দেনের জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রার পরিমাণ বিষয়ক মৌলিক প্রশ্নের ওপর প্রভাব আছে। পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি পথ খোলা ছিল। প্রথম উপায় হল, টাঁকশাল বন্ধ করে সরকারের এক্তিয়ারে রাখা, যাতে প্রয়োজনের ভিত্তিতে মুদ্রার পরিমাণ হের-ফের করা যায়। দ্বিতীয় উপায় হল, টাঁকশাল চালু রেখে মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে মুদ্রার পরিমাণ নির্ধারিত করা। বন্ধ টাঁকশালের ক্ষেত্রে এক্তিয়ার প্রয়োগের পথ-নির্দেশের জন্য কোনও অভ্রান্ত বিশ্লেষক নেই বলে, খোলা টাঁকশাল নীতি দু'টি উপায়ের মধ্যে উন্নততর বলে স্বীকৃত হয়েছে। যখন প্রত্যেকেই ধাতুর বাটের বিনিময়ে মুদ্রা পেতে পারে, এবং প্রয়োজনে মুদ্রা' বাটে রূপান্তরিত করতে পারে, (যা খোলা টাঁকশাল পন্থায় হয়) তাহলে মুদ্রার পরিমাণ আপনিই নিয়ন্ত্রিত হবে। বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে

---

১. ইংল্যান্ডে এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'পিক্স-এর বিচার'। এই ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস ও কার্যপ্রক্রিয়ার বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : হাউস অব্ কমন্স্-এর প্রতিবেদন নং ২০৩,১৮৬৬ সাল। 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র আমলে ভারতীয় মুদ্রায় এই শুদ্ধতার মাত্রা বজায় রাখা সব সময়-ই পরিচালকবর্গের উৎকণ্ঠার ব্যাপার হত। ভারতীয় টাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রা নিয়মিতভাবে ইংল্যান্ডে পাঠাতে হত, যেখানে বিশেষ 'পিক্স এর বিচার' পরীক্ষা করে তার প্রতিবেদন পাঠানো হত টাঁকশাল-প্রধানদের কাছে ভবিষৎ নির্দেশের জন্য। দ্রষ্টব্য : হাউস অব্ কমন্স্-এর প্রতিবেদন নং ১৪,১৮৪৯ সাল। কোম্পানি উঠে যাবার পর, টাঁকশালের প্রধানদের নিয়ন্ত্রণ করবার কোনও ব্যবস্থাই রইল না।

সঙ্গে যদি প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত মুদ্রার প্রয়োজন হয়, তাহলে সমাজের স্বার্থে, মূলধনের একটা বড় অংশ এই উদ্দেশ্যে সরিয়ে রাখতে হবে।বিপরীত ভাবে, যদি বাণিজ্যের জন্য মুদ্রার প্রয়োজন কম হয়, তাহলে প্রচলিত মুদ্রার একাংশ তুলে নিয়ে, অন্য যে কোনও বস্তুর মত ব্যবহার করা যাবে, একমাত্র মুদ্রা ব্যতিরেকে। ১৮৭০ সালের আইনে যেহেতু মুক্ত টাঁকশালের নিয়মকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, সেইজন্য অনুমান করা উচিত হবে না যে, সেই তারিখের পূর্বে টাঁকশালগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে টাঁকশালগুলো সোনা ও রূপার অবাধ মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য উন্মুক্ত ছিল, যদিও শুধুমাত্র রূপার মুদ্রাই প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থায় ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ঠেকলেও, পূর্বেকার কোনও আইনে একটাও কথা বলা ছিল না যে, টাঁকশাল প্রধানদের কাছে যে কোনও ধাতু আনলে মুদ্রা প্রস্তুতে তারা বাধ্য—যদিও মুক্ত টাঁকশাল-ব্যবস্থায় এই শর্ত অপরিহার্য। এই ব্যাপারে আইনের ধারাগুলি নির্ভুল।

আইনের ধারাগুলি ছিল এইরকম :

'ধারা ১৯।। প্রচলিত টাঁকশাল-নীতি অনুযায়ী, টাঁকশাল-প্রধান টাঁকশালে নিয়ে আসা সমস্ত সোনা ও রূপার বাট ও মুদ্রা গ্রহণ করবেন:

'যদি সেই বাট মুদ্রা প্রস্তুতের উপযুক্ত হয়:

'যদি সেই বাটের ওজন, ব্যক্তি প্রতি একবারে নিয়ে আসা, সোনার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ তোলা এবং রূপার ক্ষেত্রে এক হাজার তোলার কম না হয়।

'ধারা ২০।। পূর্বে বর্ণিত টাঁকশাল-নীতি অনুযায়ী মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য নিয়ে আসা সকল সোনার বাট ও সকল সোনার মুদ্রার ক্ষেত্রে শতকরা এক টাকা কর ধার্য করা হবে।

'ধারা ২১।। পূর্বে বর্ণিত টাঁকশাল-নীতি অনুযায়ী, মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য নিয়ে আসা সকল রূপার বাট ও মুদ্রার ক্ষেত্রে, স্বত্বাধিকারীকে প্রস্তুত অবস্থায় ফেরত দেওয়ার সময় ২ শতাংশ হারে কর ধার্য করা হবে।

'ধারা ২২।। সোনার বাট ও মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রতি এক সহস্রংশে এক চতুর্থাংশ ও রূপার ক্ষেত্রে প্রতি মিলিতে এক বাট করে বাদ দেওয়া হবে, সেই বাট বা মুদ্রাকে গলিয়ে বা কেটে টাঁকশালের গ্রহণ-উপযোগী করে তোলবার জন্যে।

'ধারা ২৩।। মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য টাঁকশালে নিয়ে আসা সোনা ও রূপার বাট বা মুদ্রা যদি শুদ্ধতার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট মানের হয় বা ভঙ্গুর হওয়ার জন্য মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য অনুপযুক্ত হয়, সেই সব ক্ষেত্রে যদি সেগুলি পরিশোধিত করা হয়, তার জন্য কর বাদ ছাড়াও ক্ষতি ও পরিশোধনের খরচার জন্য অতিরিক্ত বাদ দেওয়া হবে,

যার পরিমাণ হবে কাউন্সিল-এ গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ মাফিক।

'ধারা ২৪।। সোনা বা রূপার বাট অথবা মুদ্রা টাঁকশালে মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য দেওয়ার সময় টাঁকশাল-প্রধান স্বত্বাধিকারীকে একটি রসিদ প্রদান করবেন, যে রসিদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান ধাতু পরীক্ষক স্বত্বাধিকারীকে একটি শংসাপত্র (Certificate) প্রদান করবেন যাতে সেই বাট ও মুদ্রা থেকে কত নীট উৎপন্ন সাধারণ কোষাগারে দেয়, তা লেখা থাকবে।

'ধারা ২৫। সকল সোনার বাট ও মুদ্রার ক্ষেত্রে যার জন্য প্রধান ধাতুপরীক্ষক একটি শংসাপত্র দিয়েছেন, যতটা সম্ভব প্রদান করা হবে, এই আইন অথবা ১৮৩৫ সালের XVII-তম আইন মোতাবেক প্রস্তুত স্বর্ণমুদ্রায়; এবং বাকি অংশ (যদি থাকে) স্বত্বাধিকারীকে প্রদান করা হবে রূপায় অথবা ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত রূপা ও তামার মুদ্রায়।'

এটা লক্ষ্য করা যায় যে, সরকার কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রদান-মুক্ততার নীতি অনুসরণ করার দিকে যায় নি, যা সে সময় দেশে প্রচলিত ছিল। এখানেই ভ্রান্ত নীতির পরিচয় পাওয়া যায় যে, সরকারি কাগুজে মুদ্রা চালু হওয়ার পূর্বেই কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের অধিকার ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে সীমাবদ্ধ করা হল। আসলে, ভারতে প্রচলিত ছিল মুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অবাধে নিজের কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করতে পারত। এটা সত্যি যে, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের প্রচলন করা কাগুজে মুদ্রা অন্যান্য ব্যাঙ্কের প্রচলন করা কাগুজে মুদ্রার তুলনায় কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট ছিল, এই কারণে যে, সেই কাগুজে মুদ্রা কর প্রদানের সময় সরকার কিছু পরিমাণে গ্রহণ করত[১] — সেই সুবিধার জন্য প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলোকে তাদের ব্যবসার ওপর বাধ্যতামূলক আইনগত অনুশাসন মানতে হত, যা অন্যান্য ক্ষেত্রে

১. দ্রষ্টব্য : এফ. সি. হ্যারিসন, ইকনমিক, ১৮৯১; খণ্ড ১। পৃষ্ঠা : ৭২৬।

প্রযোজ্য ছিল না।[১] কিন্তু এই সুবিধার অভাব অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে নিজস্ব কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের উন্মুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগে নিরুৎসাহ করেনি। কিন্তু এই কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের স্বাধীনতা মনে হয় কোনও ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করে নি, এমনকি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলোও[২] নয়। ১৮৬১ সালে সবার ক্ষেত্রে এই স্বাধীন ক্ষমতা উঠিয়ে নেওয়া হল,[৩] এবং সারা দেশের জন্য এই ভার ন্যস্ত করা হল এক সরকারি বিভাগকে —কাগুজে মুদ্রা বিভাগ। কিন্তু ধাতুমুদ্রার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, তেমনি কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে যদি বেসরকারি স্বার্থকে সমান সুযোগ না দেওয়া হয়,

---

১. নিয়ন্ত্রণের কারণ জানা যাবে সরকার ও প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে এক আজব সম্পর্কের ভেতরে। ১৮৬২ সালের পূর্বে দেউলিয়া'র রক্ষাকবচ হিসাবে, 'প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক সনদ নির্দিষ্ট করত কি ধরনের ব্যবসায় নিজেদের নিয়োজিত করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রধান নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ছিল বিদেশি মুদ্রার কারবার থেকে ব্যাঙ্ককে বিরত থাকা, ধার নেওয়া বা জমা গ্রহণ করা, যা প্রত্যর্পণ করতে হবে ভারতের বাইরে এবং ছয় মাসের অধিক সময়ের জন্য ধার দেওয়া, অথবা বন্ধকি নিয়মে বা স্থাবর সম্পত্তির জমিনের ভিত্তিতে বা অঙ্গীকার পত্রের পরিবর্তে যেখানে দু'জন ব্যক্তিগত স্বাক্ষরকারী নেই, বা কোনও বস্তুর পরিবর্তে স্বর্ণের ক্ষেত্রে যেখানে তথাকথিত বস্তু ব্যাঙ্কের কাছে জামিন হিসাবে দেওয়া হয় নি। ব্যাঙ্কের শেয়ার সরকারের কাছে ছিল, এবং তার-ই সুবাদে ১৮৬২ সালে পরিচালকবর্গের একাংশের নিয়োগ করা হল। নোট ছাপানোর অধিকার উঠিয়ে নেবার পর, এই সকল আইনগত নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়ে গেল। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ আগের মতোই রইল। কিন্তু ব্যাঙ্ক তাদের স্বাধীনতার অপব্যবহার করবার জন্য ১৮৭৬ সালে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক আইনের বলে পুরানো নিষেধাজ্ঞার প্রায় সবগুলি আবার জারি করা হল। কিন্তু সরকার ব্যাঙ্ক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা ত্যাগ করল ও পরিচালক নিয়োগ বন্ধ করে, ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় করে দিল। এই একটির কয়েকটি দিক ১৯২০ সালের XXXVII-তম আইনে লিপিবদ্ধ করা হল, যে আইনে বলে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে একত্রীকরণ করে তৈরি হল 'ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক'। প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক বাদে অন্য সব ব্যাঙ্ক এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে ছিল। কিন্তু ভারতীয় কোম্পানি আইনের ধারাগুলি প্রযোজ্য ছিল। দ্রষ্টব্য : স্যার হেনরি মেইনের ৪৭ নং কার্যবিবরণী, এবং তৎসহ ডব্লু স্টোক্স-এর বিবরণী। এইসব ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় ব্যাঙ্ক আইনের অন্যতম সমস্যা।

২. এটা দ্রষ্টব্য যে ১৮৬০ সালে তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার পরিমাণ চলতি হিসাবের (কারেন্ট একাউন্টস্) জমা টাকার বেশি ছিল, সেটা নিচের তালিকা থেকে বুঝা যাবে।

ব্যাঙ্কের নাম	চলতি হিসাবের পরিমাণ	প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা
ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল	£ ১,২৫৪,৮৭৫	£ ১,২৮৩,৯৪৬
ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে	৪,৩৮,৪৫৯	৭,৬৫,২৩৪
ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ	১,৬১,৯৫৯	১,৯২,২৯১

৩. ব্যাঙ্কের বিচার্য বিষয় বনাম সরকারের বিচার্য বিষয় সংক্রান্ত বিবাদের সারমর্মের জন্য দ্রষ্টব্য : বম্বে চেম্বার অব্ কমার্সের ১৮৫৯-৬০ সালের প্রতিবেদন, পরিশিষ্ট : এল, পৃষ্ঠা : ২৮৪-৩১৮।

তাহলে সরকারি বিভাগের ক্ষেত্রে কাগুজে মুদ্রার স্ববিবেচক নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যাপার-ই থাকবে না। ধাতু মুদ্রার ক্ষেত্রে টাঁকশাল প্রধানের যতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল, কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে কাগুজে মুদ্রা বিভাগের এর বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

বিভাগীয় দায়িত্ব আইনবলে নিবদ্ধ[১] ছিল কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে মূল্য গ্রহণ করা: (১) ভারত সরকারের চলতি রূপা মুদ্রায়; (২) নির্ধারিত মানের রূপার বাট অথবা বিদেশি রূপার মুদ্রায়, যার মূল্য হিসাব করা হবে মুদ্রা-প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে, অর্থাৎ প্রতি ১০০০ তোলার হার ৯৭৯ টাকা হবে; (৩) ভারত সরকারের অন্য কাগুজে মুদ্রা (যা গ্রাহককে দাবি মাত্র প্রদেয়) যেগুলি এক-ই-পরগণায় ভিন্নতর মূল্যে প্রচলিত; এবং (৪) ভারত সরকারের স্বর্ণমুদ্রায় অথবা বিদেশি স্বর্ণমুদ্রা বা সোনার বাটে, যার মূল্যায়নের অনুপাতের হার ও নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করবে বড়লাট, একটাই শর্তসাপেক্ষে যে, সোনার পরিবর্তে প্রদেয় কাগুজে মুদ্রা ও বাটের পরিবর্তে প্রদেয় কাগুজে মুদ্রার এক চতুর্থাংশের অধিক হবে না। এই সব কিছু আইনবলে সঞ্চিত রাখতে হবে কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে প্রদানের জন্য। এর একটাই ব্যতিক্রম ছিল যে একটা নির্ধারিত পরিমাণ সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োগ করা হত, এবং সেই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুদ ছিল সরকারের লাভের একমাত্র উৎস। এই বিনিয়োগের মাত্রা নিরূপণ করা হত 'সমস্ত বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতায় গণনা করা সর্বনিম্ন মূল্য, যে পরিমাণ কাগুজে মুদ্রার মুল্যহ্রাস অনুমেয়।'[২] এই পন্থায় গণনা করে, বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮৬১ সালে[৩] নির্ধারিত হয়েছিল ৪ কোটিতে, ১৮৭১ সালে[৪] ৬ কোটিতে এবং ১৮৯০ সালে[৫] ৮ কোটিতে।

---

১. ১৮৬১ সালের XIX-তম আইনের IV নং ধারা দ্রষ্টব্য।

২. দ্রষ্টব্য : কাগুজে বিল পেশ করবার সময় স্যার রিচার্ড টেম্পল'এর বক্তৃতা, মার্চ ২৫ ১৮৭০। সুপ্রিম লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্সিলের কার্যধারা, খণ্ড IX ; পৃষ্ঠা : ১৫১-৫২।

৩. XIX-তম আইন, ধারা X।

৪. III আইন, ধারা XVI।

৫. XV-তম আইন, ধারা I।

বিনিয়োগের বর্ধিত হারে বৃদ্ধি সত্ত্বেও, এর ভিত্তিতে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ এত বেশি[১] ছিল না যে, ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা আইনের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তত্ত্ব রদ করে, যে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল কাগুজে মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিণ করে সংরক্ষিত মূল্য সংকোচন বা প্রসারণের মাধ্যমে যেভাবে এবং যে মাত্রা পর্যন্ত ধাতু মুদ্রার প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হত।

এই রকম ভাবেই ভারতবর্ষে মিশ্র মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে এই ব্যবস্থার বিশাল পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত মিশ্র চরিত্রের হলেও, কাগুজে মুদ্রার পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে মোট প্রচলনের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছিল মাত্র। কাগুজে মুদ্রার প্রচলন কেন বেশি মাত্রায় হয়নি, তার প্রধান কারণ নিহিত রয়েছে কাগুজে মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যেই।[২] কারণগুলির মধ্যে একটা হল যে, কাগুজে মুদ্রার সর্বনিম্ন মূল্য এত বেশি ছিল যে ধাতু মুদ্রাকে স্থানচ্যুত করতে পারে নি। ১৮৬১ সালের আইন অনুযায়ী কাগুজে মুদ্রার মূল্য সর্বনিম্ন ১০ টাকা থেকে ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। যে দেশে গড়পরতা লেন-দেন এক টাকার অতিরিক্ত ছিল না এবং এক আনা বা তার চেয়েও কম ছিল বা যেখানে লোকজনের কাজ-কারবারের জন্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ছিল আশারও অতীত। ১৮৭১ সালের[৩] আইনবলে যে ৫ টাকার কাগুজে মুদ্রার প্রথম প্রচলন হয়, সেটা এতটা কম ছিল না যে লোকজনের অর্থনৈতিক জীবনে প্রবেশ করে। কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে আরও একটা বাধা ছিল, তা ভাঙানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা। কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত ঘটনার একটি হল যে, এক

১. তিনটি বিভিন্ন সময়ে কাগুজে মুদ্রা সঞ্চয় পরিমাণ নিচের সারণিতে দেওয়া হল।

		সঞ্চয়ের গঠন				মোট প্রচলনের ওপর সঞ্চয়ের বিভিন্ন উপাদানের শতাংশ হার		
সময়	কাগুজে মুদ্রার প্রচলন	রূপা	সোনা	ঋণপত্র	মোট	রূপা	সোনা	জামিন
১৮৬২-১৮৭১	৭.৬৩	৪.৮০	০.০৩	২.৮০	৭.৬৩	৬৩	—	৩৭
১৮৭২-১৮৮১	১১.৮২	৫.৯৮	—	৫.৮৪	১১.৮২	৫১	—	৪৯
১৮৮২-১৮৯১	১৫.৭৪	৯.৬৪	—	৬.১০	১৫.৭৪	৬১	—	৩৯

২. ভারতে কাগুজে মুদ্রা ব্যবস্থার এক স্বচ্ছ ও সংক্ষিপ্ত রূপরেখার জন্য দ্রষ্টব্য : ভারত সরকারের কাগুজে মুদ্রা বিষয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের টাকশাল নিদেশকের প্রতিবেদন; ওয়াশিংটন, ১৮৯৪। পৃষ্ঠা : ২৩১-৩৩।

৩. III আইনের ধারা ৩।

পরগনার মধ্যে সর্বত্র অনুমোদিত হলেও সেটা ভাঙানো যেত একমাত্র সেই দফতরে যেখান থেকে এর প্রচলন হয়েছে। ভারতবর্ষে কাগুজে মুদ্রা ব্যবস্থার বিচিত্র এই দিকটির জন্য দায়ি দেশে অভ্যন্তরীণ বিনিময়[১] হারের উপস্থিতি। এর ফলে এক গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হল সরকারের। যদি কাগুজে মুদ্রাকে সর্বজনীন ভাবে ফেরতযোগ্য করা হয়, তাহলে এটা আশঙ্কা ছিল যে, ব্যবসায়ীরা কাগুজে মুদ্রাকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার না করে, বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রদানের জন্য ব্যবহার করবে অভ্যন্তরীণ বিনিময় হারের আওতামুক্ত হতে, এবং তার ফলে সরকারকে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে বারবার অর্থের আদান-প্রদান করতে হবে যাতে নগদ-প্রদান স্থগিত না হয়। দূরে স্থাপিত কেন্দ্রগুলিতে বৃহৎ মাত্রায় সম্পদ আদান-প্রদান করা, যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা সংখ্যায় অতি কম, বাস্তবিক অসম্ভব[২]। সেখানে সেইজন্য সরকার তার প্রচলিত নোট ভাঙানোর সুবিধা ছাঁটাই করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাগুজে মুদ্রার জন্য, সরকার দেশকে কয়েকটি পরিকেন্দ্রে (Circle) বিভক্ত করলেন, এবং প্রত্যেক মুদ্রাভিত্তিক পরিকেন্দ্রকে আরও বিভক্ত করা হল কিছু উপ-পরিকেন্দ্রে,[৩] এবং প্রত্যেক কাগুজে মুদ্রার ওপরে পরিকেন্দ্র বা উপ-পরিকেন্দ্রের নাম উল্লিখিত করা হল। একটি পরিকেন্দ্রের মধ্যে যে কোনও প্রতিনিধির প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা অন্য কোনও পরিকেন্দ্রে অনুমোদিত হত না। কেবল তাই নয়, উপ-পরিকেন্দ্রের প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা প্রধান

---

১. এটা উল্লেখ করা যায় যে, যদিও প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক কাগুজে মুদ্রা প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু XXIV-তম আইনের (১৯৬১) বলে সরকারের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে, সরকার ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়োগ করল, 'কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের বিনিময়ে অর্থ প্রদান ও ভারত সরকারের প্রত্যর্থপত্রের (Promissory note) ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করা এবং সরকারের প্রতিনিধি হওয়া, এবং প্রচলনের প্রতিনিধির ব্যবসা চালানোর জন্য এবং সেই ব্যাঙ্কের পরিচালনার মাধ্যমে অনাদায়ী কাগুজে মুদ্রা ও প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার মোটের ওপর বাৎসরিক 9/8 শতাংশ পারিতোষিকের বিনিময়ে। এই ব্যাপারে ভারত সরকার ও স্বরাষ্ট্র সচিবের মধ্যে বিবাদ শুরু হল কাগুজে মুদ্রার বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তার কারণে ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়োগের উপযুক্ততা নিয়ে; প্রথমোক্ত এই কর্মসূচীর সপক্ষে ছিলেন, এদিকে শেষোক্তও এই ব্যবস্থা পছন্দ করেন নি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যে, কাগুজে মুদ্রার ব্যবসা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার মত দু'টি একেবারে ভিন্ন ও মৌলিক ধারার মধ্যে আপস করা হয়েছে। কিন্তু দুই-ই এটা বুঝতে পারেন নি যে, অভ্যন্তরীণ বিনিময় হারের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে কাগুজে মুদ্রা পাঠানোয় এত বেশি মুনাফা যে, সেই তুলনায় পারিতোষিক অপর্যাপ্ত প্রলোভন যাতে ব্যাঙ্কের শাখায় অবাধ নগদীকরণের ব্যবস্থা করে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনে উৎসাহিত করা অভ্যন্তরীণ বিনিময় হার এতটাই বেশি ছিল এবং কাগুজে মুদ্রা জনপ্রিয় করবার জন্য ব্যাঙ্কের উৎসাহ এতটাই কম ছিল যে, জানুয়ারি ২,১৮৬৬ তে সরকার তাদের প্রতিনিধিত্ব খারিজ করে দেন। দ্রষ্টব্য : হাউস অব্ কমনস্ এর কার্যবিবরণী; ইস্ট ইন্ডিয়ান (কাগুজে মুদ্রা) ১৮৮২ সালের ২১৫।

২. দ্রষ্টব্য : কাগুজে মুদ্রা বিধেয়কের ওপর শ্রদ্ধেয় মিঃ লেইন্ডের বক্তৃতা; ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৮৬১; এস. এল. সি. জি খণ্ড-VII : পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৪।

৩. প্রত্যেক উপ-পরিকেন্দ্রে কতিপয় প্রচলনের-অনুসংগঠন (Agency) ছিল; কিন্তু এই অনুসংগঠনগুলি প্রচলনের কেন্দ্রই ছিল, ভাঙানোর নয়।

পরিকেন্দ্রের অধীন অঞ্চলে অনুমোদিত হলেও, যে দফ্তর থেকে প্রচলন করা হয়েছে অথবা প্রধান পরিকেন্দ্রের দফ্তর ছাড়া অন্য কোথাও ভাঙানো যেত না। উপ-পরিকেন্দ্র থেকে প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা দুটি জায়গায় ভাঙানো যেত, কিন্তু প্রধান পরিকেন্দ্র-দফ্তর থেকে প্রচলিত কাগুজে মুদ্রা অনুমোদিত হলেও, একমাত্র নিজস্ব দফ্তর ছাড়া অন্য কোথাও ভাঙানো যেত না, এমনকি নিজস্ব কোনও উপ-পরিকেন্দ্রেও নয়।[১] যদিও এই ব্যবস্থায় সম্ভাব্য বিব্রত অবস্থা থেকে সরকার মুক্তি পেলেন, কিন্তু কাগুজে মুদ্রা ভাঙানোর সর্বজনীনতার অভাব কাগুজে মুদ্রার জনপ্রিয়তায় একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল, যাতে এটাও আশঙ্কা করা যায় যে, কাগুজে মুদ্রার সর্বনিম্ন মূল্য থেকে যদি আরও কম মূল্য থাকত, তাহলেও এর প্রসার বর্তমান প্রসারের তুলনায় বেশি হত কি না সন্দেহ।

এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে যতটা মিতব্যয়ী[২] করতে ভারতীয় বিধানমণ্ডলের কোনও উদ্দেশ্য ছিল না যদিও কাগুজে মুদ্রার প্রথম লেখক বিধানমণ্ডলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন ভারতকে নতুন পেরু তৈরি করবার জন্য, যেখানে যতটা প্রয়োজন মুদ্রা পাওয়া যেত খুব কম খরচে,[৩] কিন্তু বিধানমণ্ডল এই নীতি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করার সময় কেমন একটা দূরদর্শী সংরক্ষণ ভাব পোষণ করলেন। ভাঙানোর কেন্দ্র এতটাই কম ছিল ও প্রত্যেকটির অধীন অঞ্চল এতবড় ছিল যে, সেই পরিকেন্দ্রের ভাঙানোর কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দূরত্ব প্রায় ৭০০ মাইল ছিল। গরিব লোকেরা ভয়ে অল্পমূল্যের কাগুজে মুদ্রা নিতে অস্বীকার করতে পারত না, আবার ভাঙাতেও পারত না।[৪] নোট ভাঙানোর অসুবিধে ছাড়াও, বিধানমণ্ডলের আশঙ্কা ছিল যে কাগুজে মুদ্রাগুলি ভারতীয় কৃষকদের কাছে 'ক্ষণস্থায়ী সঞ্চিত ধন' হয়ে উঠবে। বর্ষা ও পিঁপড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে না

---

১. পরিকেন্দ্র প্রথার অসুবিধার জন্য এবং কাগুজে মুদ্রা ভাঙানোর জন্য সরকারের উপলব্ধ বিভিন্ন ব্যবস্থার জন্য দ্রষ্টব্য : বম্বে চেম্বার অব্ কমার্সের ১৮৬৮-৬৯ এর প্রতিবেদন : পরিশিষ্ট; পৃষ্ঠা : ৩০৯-১৬।

২. উল্লেখ্য : শ্রদ্ধেয় মিস্টার স্কোন্‌স্-এর সম্পূর্ণ বক্তৃতা; ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০; এস. এল. সি. পি।

৩. দ্রষ্টব্য : ভারতে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের জনক, মিস্টার উইলস্‌ন্ এর বক্তৃতা; মার্চ ৩, ১৮৬০। যেখানে তিনি বলেছেন, 'সংক্ষেপে, প্রচলনের ব্যবস্থা-যন্ত্র থেকে কিছু মুদ্রা প্রত্যাহার করে নিয়ে, তার জায়গায় ভাঙানোযোগ্য কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করার ফল যদি হঠাৎ ময়দানের কেন্দ্রস্থানে একটা মূল্যবান রূপার খনি আবিষ্কার করা হয়, যেখান থেকে খুব কম খরচে বা বিনা খরচে রূপা উৎপন্ন হয়, তার মতো হবে।' সুপ্রিম বিধান পরিষদ-এর কার্যধারা, ষষ্ঠ খন্ড; পৃষ্ঠা : ২৫০।

৪. উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় মি: ফোর্বস-এর বক্তৃতা, তারিখ জুলাই ১৩,১৮৬১; এস্. এল. সি. পি ১১৫৪।

৫. উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় মি: ফোর্বস-এর বক্তৃতা, তারিখ জুলাই ১৩,১৮৬১, সুপ্রিম লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের কার্যবিবরণী; খণ্ড-VII; পৃষ্ঠা : ২৫০।

পেরে জোর করে পাওয়া কাগুজে মুদ্রাগুলি থেকে মুক্তি পাবার জন্য চড়া ছাড় দিতে বাধ্য হবে।[৫] কাগুজে মুদ্রা বিধেয়কের মিতব্যয়ী ধারার এতটাই বিরুদ্ধে ছিল যে বিধানমণ্ডল মনে করেছিল যে, এই বিধেয়ক ধাতু মুদ্রা বিতড়নের উদ্দেশ্যেই আনা এবং সেইজন্য সরকারকে দুটোর মধ্যে পছন্দ করতে বললেন: অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবে বেশি মূল্যের কাগুজে মুদ্রা অথবা নিম্ন-মূল্যের অনুমোদিত কাগুজে মুদ্রা কিন্তু মুদ্রা।[১] এবং সরকার যখন প্রথমটাই পছন্দ করলেন, তখন বিধানমন্ডলী কাগুজে মুদ্রা বেশি মূল্যের করবার জন্য জোরাজুরি করতে লাগল। প্রথমে, সর্বনিম্ন মূল্যের কাগুজে মুদ্রা ২০ টাকা করলেও, পরে ১০ টাকা করতে রাজি হলেন, যেটা ১৮৬১ সালে সর্বনিম্ন মূল্য। দশ বছর পরে বিধানমন্ডল ৫ টাকার কাগুজে মুদ্রা প্রচলনে রাজি হলেন, কিন্তু তাও যখন সরকার ভাঙানোর জন্য অতিরিক্ত আইনগত সুবিধা দিতে অঙ্গীকার করলেন।[২] মোটের ওপর, ভারতীয় বিধানমন্ডলের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে মিত্যব্যয়ী করার চেয়ে নিরাপদ করতে এবং বাস্তবিক তাই-ই ছিল।

মুদ্রা ব্যবস্থা কেমন কার্যকরী হল? ভাল মুদ্রা ব্যবস্থার প্রাথমিক প্রয়োজনের একটি হল মূল্যের স্থিতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় মুদ্রার বিচার করলে, দেখা যাবে যে মূল্যের এতটাই ওঠা পড়া ছিল যে পরিশেষে এটা না বলে পারা যায় না যে, ব্যবস্থা অকৃতকার্য হল।

ছাড়ের হারকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য মুদ্রাব্যবস্থার পর্যাপ্ততার নিদর্শন ধরা হলে, অর্থনীতির প্রখ্যাত পণ্ডিত মি: ভ্যান ডেন বার্গ-এর অভিমত যে, ভারতীয় মুদ্রা বাজারের আকস্মিক মোচড় ও হঠাৎ পরিবর্তন পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের যে কোনও মুদ্রা বাজারের ইতিহাসে অদ্বিতীয়।[৩] ভারত দেশ হিসাবে মুখ্যত এমন

১. দ্রষ্টব্য : শ্রদ্ধেয় মি: স্কোনস্-এর বক্তৃতা; সেপ্টেম্বর ২২,১৮৬০ ; এস্. এল. সি. পি; ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১১৫১।

২. অতিরিক্ত সুবিধা ও তা কার্যকরী করবার জন্য পথ সম্বন্ধে, উল্লেখ্য শ্রদ্ধেয় স্যার রিচার্ড টেম্পলের কাগুজে মুদ্রা বিধেয়কের ওপর আকর্ষক বক্তৃতা; তারিখ, জানুয়ারি ২৩,১৮৭১; এস্. এল. সি. পি. দশম খণ্ড ; পৃষ্ঠা : ২২-২৫।

৩. 'দি মানি মার্কেট অ্যান্ড পেপার কারেন্সি অব্ ইন্ডিয়া', বাটাভিয়া, ১৮৮৪ ; পৃষ্ঠা : ৩।

দেশ, যেখানে আবহাওয়ার[১] মতো মুদ্রার বাজার ওঠা-নামা করে। গ্রীষ্মকালের মধ্যবর্তী সময় স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষীয়মান কর্মশীলতার সময়, আবার শরৎকাল সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে নবতর শক্তি সঞ্চার করে। ঋতুর প্রভাব শুধুমাত্র উৎপাদনেই পড়ে না, উপভোগের ক্ষেত্রেও ভারতের সামাজিক জীবনে ঋতুভেদে পরিবর্তন ঘটে। বিবাহের ঋতু, ছুটির ঋতু, ধর্মীয় ঋতু—সব কিছুই আছে। ভারতবর্ষে এমনকি বন্টন ব্যবস্থাও ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়। ভাড়া, মজুরি, লভ্যাংশ প্রদান ও হিসাব

---

১. এটা মনে রাখতে হবে যে মন্থর ও ব্যস্ত মরসুম দেশের সব জায়গায় সমান না হলে বন্টন মোটামুটি নিচের মতো হবে।

মাস	পূর্ব ভারত		পশ্চিম ভারত	উত্তর ভারত		দক্ষিণ ভারত
	রেঙ্গুন	কলকাতা	বোম্বাই ও করাচি	কানপুর	লাহোর	মাদ্রাজ
ব্যস্ত	৩ মাস	৪ মাস	৬ মাস	৬ মাস	৯ মাস	৬ মাস
মন্থর	৯ মাস	৮ মাস	৬ মাস	৬ মাস	৩ মাস	৬ মাস
জানুয়ারি	ব্যস্ত	মন্থর	ব্যস্ত	মন্থর	ব্যস্ত	মন্থর
ফেব্রুয়ারি	,,	,,	,,	ব্যস্ত	,,	ব্যস্ত
মার্চ	,,	,,	,,	,,	,,	,,
এপ্রিল	মন্থর	,,	,,	,,	,,	,,
মে	,,	,,	মন্থর	মন্থর	,,	,,
জুন	,,	,,	,,	,,	,,	,,
জুলাই	,,	,,	,,	,,	মন্থর	,,
অগাস্ট	,,	ব্যস্ত	,,	,,	,,	মন্থর
সেপ্টেম্বর	,,	,,	,,	ব্যস্ত	,,	,,
অক্টোবর	,,	,,	,,	,,	ব্যস্ত	,,
নভেম্বর	,,	,,	ব্যস্ত	,,	,,	,,
ডিসেম্বর	,,	মন্থর	,,	মন্থর	,,	,,
ব্যস্ত	জানুয়ারি-মার্চ	অগাস্ট-নভেম্বর	নভেম্বর-এপ্রিল	ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল	এপ্রিল-জুন	ফেব্রুয়ারি-জুলাই
মন্থর	এপ্রিল-ডিসেম্বর	ডিসেম্বর-জুলাই	মে-অক্টোবর	মে-অগাস্ট	জুলাই-সেপ্টেম্বর	এপ্রিল-ডিসেম্বর
ব্যস্ত	—	—	—	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	অক্টোবর-মার্চ	—
মন্থর	—	—	—	ডিসেম্বর-জানুয়ারি	—	—

মেটানো বিভিন্ন সময় ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে পশ্চিমি অর্থনৈতিক সংস্থার সংস্পর্শে এসে। এই সব কিছু মুদ্রার সামাজিক চাহিদায় এক ছন্দ সঞ্চার করেছে, বছরের কোনও সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আরেক সময় হ্রাস পায়। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ঋতুভেদ মেনে নিয়ে, ব্যস্ত মাসে বাটার হার বৃদ্ধির জন্য (যে সময়ে এই হার যথেষ্ট কম হওয়া উচিত আদান-প্রদান পরিশোধের জন্য) ও মন্থর মাসে হার হ্রাস হওয়ার জন্য (যখন এই হার যথেষ্ট বেশি হওয়া উচিত বাজারকে নিরুৎসাহ হওয়া থেকে বিরত করবার জন্য) আকস্মিক উঠতি-পড়তি অনিবার্য। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রা-বাজারের আকস্মিক মোচড় যে কারণে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিল, সেটা হল বাটার হারের ক্ষেত্রে মরশুমি হ্রাস-বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতা।[১]

বাজারের এই রকম ঘটনাবলির কারণ পাওয়া যাবে দেশের মুদ্রার অনিয়মিত যোগানের মধ্যে। মুদ্রা যাতে নির্দিষ্ট মূল্যে পাওয়া যায়, তার জন্য প্রয়োজন চাহিদার তারতম্য অনুযায়ী যোগান নিয়ন্ত্রিত করা। এটা মানতেই হবে যে, মুদ্রার চাহিদা কখন-ই নির্দিষ্ট নয়। এক বছর থেকে আরেক বছর লোকসংখ্যা, ব্যবসা প্রভৃতি বৃদ্ধির জন্য মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি ও মরশুম ভেদের জন্য এক-ই বছরে মুদ্রার চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধি যে দুটি সম্পূর্ণ অন্য গোত্রের, এইটি না বুঝতে পারলে কোনও সুরাহা হবে না। যে কোনও সুনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থায় এই দুটি কারণের জন্য মুদ্রাকে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির তফাত করা প্রয়োজন কারণ একটির প্রয়োজন দৃঢ়তা ও বিস্তার যোগ্যতা, এবং অপরটির স্থিতিস্থাপকতা। তুলনামূলক বিচারে এটাই যুক্তিগ্রাহ্য হয় যে, ধাতুমুদ্রা ব্যবস্থায় দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আসে, যেখানে কাগুজে মুদ্রা স্থিতিস্থাপকতা আনে। সত্যি,

---

১. তিরিশ দিন ও অধিক সময়ের জন্য ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল-এর ঋণ পত্রের বাটার হার পরিবর্তিত হয়:

১৮৭৬ সালে	ষোলবার,	সর্বনিম্ন	৬১/২%	ও	সর্বাধিক	১৩১/২ শতাংশ
১৮৭৭ সালে	একুশ বার,	সর্বনিম্ন	৭১/২%	ও	সর্বাধিক	১৪১/২ শতাংশ
১৮৭৮ সালে	দশবার,	সর্বনিম্ন	৫১/২%	ও	সর্বাধিক	১১১/২ শতাংশ
১৮৭৯ সালে	পনেরো বার	সবনিম্ন	৬১/২%	ও	সর্বাধিক	১১১/২ শতাংশ
১৮৮০ সালে	আট বার,	সবনিম্ন	৫১/২%	ও	সর্বাধিক	৯১/২ শতাংশ
১৮৮১ সালে	নয় বার,	সবনিম্ন	৫১/২%	ও	সর্বাধিক	১০১/২ শতাংশ
১৮৮২ সালে	নয় বার,	সর্বনিম্ন	৬১/২%	ও	সর্বাধিক	১২১/২ শতাংশ
১৮৮৩ সালে	চোদ্দবার,	সর্বনিম্ন	৭১/২%	ও	সর্বাধিক	১০১/২ শতাংশ

(— ভ্যান ডেন বার্গ)

এই দুই ধরনের মুদ্রার নিজস্ব ধর্ম এতটাই সঠিক যে, জোর দিয়ে বলা হয়েছে[১] যে একটা আদর্শস্বরূপ মুদ্রা ব্যবস্থায় এই দুই ধরনের মুদ্রার ধর্ম অদল বদল করা হলে মুদ্রা ব্যবস্থা কষ্টদায়ক বা বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়বে। এই মতের অকাট্যতার প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, ছোট আদান-প্রদান, যা প্রত্যক্ষ পণ্য-বিনিময় এর মাধ্যমে সমাধা হয়, সেগুলো বাদে, বাণিজ্যেক দিক দিয়ে অগ্রণী যে কোনও দেশে ক্রয়ের মাধ্যম সব সময়ই মুদ্রা ও ঋণের মিশ্রিত উপাদান।

আপাতদৃষ্টিতে, ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থা মুদ্রা ও ঋণের একটি সমন্বিত উপাদান, এবং সেই কারণেই এটা অনুমাণ করা যায় যে এর মধ্যে বৃদ্ধি ও স্থিতিস্থাপকতার বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু পর্যালোচনার সময় দেখা যায় যে, এর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতার কোনও রকম ব্যবস্থা রাখা হয় নি। মরশুমি চাহিদার সঙ্গে এর ঋণের দিকটা সঙ্কোচন ও প্রসারণের ব্যবস্থা রাখা দূরে থাক, কাগুজে মুদ্রা আইন প্রচলনের পরিমাণের এক অনমনীয় সীমা বেঁধে দিয়েছে, চাহিদার পরিমাণের যা-ই পরিবর্তন হোক না কেন। এখানেই পাওয়া যাবে ভারতীয় মুদ্রা বাজারে ছাড়-এর হার-এ 'স্নায়বিক আন্দোলনে'র একটি কারণ। মি: ভ্যান ডেন বার্গ বলেছেন:

'ভারতীয় আইন প্রণেতাদের প্রণীত কাগুজে মুদ্রা কারণগত দিকের উত্তর সম্পূর্ণভাবে দেয় সেটা হল ব্যবসার প্রয়োজনে সোনা ও রূপার মুদ্রার তুলনায় সহজ এক বিনিময় মাধ্যম; কিন্তু এই আইনের সহায়তাহীন জনসাধারণের আস্থার ওপর নির্ভরশীল মুদ্রা ব্যবস্থার (fudiciary currency) প্রচলন ও আদেয়ক বা বস্তুকে এক প্রচলিত বিনিময় মাধ্যমে রূপান্তরের জন্য জনগণের চাহিদার মধ্যে কোনও রকম সংযোগ নেই। এটাই মুদ্রা বাজারে আকস্মিক স্নায়বিক আন্দোলন ও হঠাৎ মুদ্রা বাজারের বিবর্তনের একমাত্র কারণ, যা ব্যবসার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকারক; এবং ব্রিটিশ ভারতীয় বাণিজ্য সর্বদা এই ক্ষতির জায়গায় অনাবৃত।'[২]

এই কথার প্রতিবাদ অবশ্য করা যেতে পারে এই বলে যে অভিমতটি অগভীর ও ভাসা-ভাসা। ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা আইন সব কটি প্রয়োজনীয় দিক থেকে 'ইংলিশ ব্যাঙ্ক আইন, ১৮৪৪' এর অবিকল প্রতিরূপ। 'ইংলিশ ব্যাঙ্ক আইনে'র মতোই

---

১. দ্রষ্টব্য : তদেব; পৃষ্ঠা : ৭।

২. ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা আইনে পৃথগীকরণ নিয়মের প্রয়োগ 'ইংলিশ ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে'র থেকে আরও বেশি করা হয়েছে। এই আইন শুধুমাত্র প্রচলন বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ এক-ই পরিচালনায় থাকার ওপর নিষেধাজ্ঞার জারি করে নি, সেই সঙ্গে এক-ই ছাদের তলায় দু'টি বিভাগ রাখাকেও নিষিদ্ধ করা করেছে। 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে'র ওপর বিতর্কে এই আদর্শ পৃথগীকরণ সমর্থন করেছিলেন স্যার চার্লস উড্। দ্রষ্টব্য : হ্যানসার্ড পার্লামেন্টারি ডিবেটস্, LXXIV খন্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৬৩। ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব হয়ে যদিও তিনি হতাশ হন, কিন্তু তাঁর আদর্শে পৌছুতে তিনি বিজিত হন নি।

আইনানুগ কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের ওপর একটি আইনের সহায়তা ব্যতিরিক্ত জনসাধারণের অস্থার ওপর নির্ভরশীল একটি সীমারেখা নির্দিষ্ট করেছে। এক-ই রকম ভাবে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবসা পৃথগীকরণ করেছে; ভারতীয় ব্যাঙ্ক'কে আইনের মাধ্যমে শুধুমাত্র ছাড়-এর ব্যাঙ্ক-এ পরিণত করেছে, কারণ এক্ষেত্রে নকল করা হয়েছে 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইনটি'কে, যে আইন ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড সহ সেই দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক'কে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের ব্যাঙ্ক হয়ে ওঠা থেকে বিরত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বলা যাবে না যে, ইংরেজ মুদ্রা বাজার 'আকস্মিক স্নায়বিক আন্দোলন' ও হঠাৎ মুদ্রা বাজারের বিবর্তনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যা ভারতীয় মুদ্রা বাজারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অপরদিকে, জেভনস্-এর একটি সুচিন্তিত অভিমত[১] যে, 'সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের অগ্রিম প্রদানে সঙ্কোচন ও বৃদ্ধির স্বাধীনতা এখন (অর্থাৎ ১৮৮৪ সালের আইন মোতাবেক) যেরকম, সেটা নিয়ন্ত্রিত প্রথার মতোই'; কারণ, অন্যত্র যেমন তিনি বলেছেন, যেখানে আইন প্রচলনের নিয়মবদ্ধ কোনও সীমারেখা নেই, সেখানে জনসাধারণে যদি বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় 'সেক্ষেত্রে ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করবার পথ তাদের জন্য সব সময় খোলা আছে। সীমাবদ্ধতা জারি করা হয়েছে মুদ্রার ওপরে নয়, প্রতিনিধিত্বের ওপরে।'[২] সেখানে অনুরূপ ইংরেজ আইন প্রভাবিত করে না। তাহলে কোন কারণে ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা আইন অশুভ ও অসুবিধা করে পরিস্থিতি সঞ্চার করে? এই আইন ব্যতিরেকে, মুদ্রা বাজারে কোনও আকস্মিক আন্দোলন হওয়া উচিত নয়। কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের সীমা বেঁধে দিয়ে, আইন ধাতু মুদ্রা ব্যবহার ব্যতিরেকে অন্য কোনও পথ খোলা রাখে নি, এমনকি মরশুমি চাহিদার জন্যও। ঋণ ব্যবহারের মাধ্যম যদি একমাত্র কাগুজে মুদ্রা হয়, তা হলে এটা সত্য। আসলে, তা নয়। ব্যাঙ্কের প্রচলন করা অঙ্গীকার-পথ অথবা ব্যাঙ্কের ওপর প্রদানযোগ্য আদেশ পত্র-ঋণ এইরকম কলেবরেও কার্যকরী হতে পারে ব্যবহারকারীদের সামাজিক অর্থনীতিতে কোনও রকম পার্থক্য সৃষ্টি না করে। সুতরাং, আইনবলে অঙ্গীকার-পত্র প্রচলনে ব্যাঙ্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে 'ধাতু মুদ্রা ব্যবহার ব্যতিরেকে অন্যগতি নেই' ভাবাটা ভুল হবে, কারণ ব্যাঙ্ক যত খুশি প্রদানযোগ্য আদেশ-পত্র-স্বীকার করবার ক্ষেত্রে সমানভাবেই স্বাধীন। আইনের সার্থকতা বা পরাজয়

---

১. দ্রষ্টব্য : তাঁর রচনা 'মুদ্রা বাজারে অহরহ শরৎকালীন চাপ এবং ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের কার্যপন্থা', মুদ্রা ও অর্থের ওপর অনুসন্ধান, (সম্পাদক. ফকসওয়েল), ১৮৮৪; পৃষ্ঠা : ১৭৯। মূল রচনায় একটা মুদ্রণ-প্রমাদ আছে: উদ্ধৃতির শেষাংশে লেখা আছে 'সেটা নিয়ন্ত্রিত প্রথার মতোই।'

২. 'মুদ্রা ও আদান-প্রদানের ক্রিয়াপন্থা', কোগান পল; লন্ডন, ১৮৯০; পৃষ্ঠা : ২২৫।

অবশ্যই নির্ভর করে ব্যাঙ্ক কোন পন্থা গ্রহণ করে তার ওপর। এটা পরিষ্কার যে যারা আইনের ধারা মেনে নিয়ে ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করবে, তাদের 'স্নায়বিক আন্দোলন' সহ্য করতে হবে, এবং যারা কৌশলে তা এড়িয়ে অন্য পন্থার ব্যবহার করবে তারা বেঁচে যাবে। আইনটি ইংল্যান্ডে কার্যকরী হলেও, ভারতবর্ষে হয় নি, তার প্রধান কারণ হল, যেখানে ইংরেজ ব্যাঙ্ক কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে সার্থকভাবে প্রদানযোগ্য আদেশ-পত্র চেক্ চালু করতে পেরেছে ঋণদানের ক্ষেত্রে, সেখানে ভারতীয় ব্যাঙ্ক দুর্ভাগ্যবশত অকৃতকার্য হয়েছে। তারা যে অকৃতকার্য হবে, সেটাই অবশ্যম্ভাবী ছিল। চেক্ প্রথা প্রচলনের পূর্বশর্ত হল অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন জনসংখ্যা এবং ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চালানোর মাধ্যম হল দেশের লোকের ভাষা। এই দুটি শর্তের কোনওটিই ভারতে পাওয়া যায় না। জনসংখ্যার বেশিরভাগ-ই অক্ষর-জ্ঞানহীন; অন্যথা হলেও চেক্ প্রথার ব্যবহার হত না, কারণ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম করতে অস্বীকার করে। এছাড়া চেক্ প্রথার প্রসারের জন্য প্রয়োজন ব্যাঙ্ক শাখার সুদূর-প্রসার। সময়মতো জমা না দিলে চেক্ অব্যবহারযোগ্য ও মূল্যহীন হয়ে পড়ে, এবং সেইজন্য জমা সম্পদ হিসাবে নোটের তুলনায় নিম্নমানের। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই অবস্থায় ভারতবর্ষে চেক্-এর ব্যবহার বৃহত্তর রূপে হয় নি, যাতে কাগুজে মুদ্রার অস্থিতিস্থাপকতা শোধরানো যায়।

ভারতীয় ব্যাঙ্ক যদি কাগুজে মুদ্রা ছাড়া অন্য কোনও মাধ্যমে ঋণের কার্যকরিতা আনতে সমর্থ হত, তা হলেও ইংরেজ ব্যাঙ্ক মুদ্রা বাজার সহজতর করতে যতটা সার্থক হয়েছে, ভারতীয় ব্যাঙ্ক পারত না। ব্যাঙ্কের কাজকর্মের একটি হল চাহিদা মাত্র নগদ প্রদানের দায়িত্ব। যদি সমস্ত জমা নগদে হত, সেক্ষেত্রে এই দায় কোনও ঝুঁকির সম্ভাবনা আনত না। আসলে, তাদের জমার বেশিরভাগটাই ছিল মূল্যপত্র বা হুন্ডির মাধ্যমে, যেটা নগদে প্রদান-ই ছিল তাদের ব্যবসা। সুতরাং, একজন ব্যাঙ্ক-মালিকের নজর দিতে হবে নগদ-জমা ও ধার-জমার মধ্যে অনুপাতে। আবার এই অনুপাত ব্যাহত হতে পারে যদি ধার-জমা বৃদ্ধি পায় অথবা নগদ-জমা হ্রাস পায়। যে কোনও একটি অবস্থায়, ব্যাঙ্কের নগদ প্রদান ক্ষমতা সমভাবেই হ্রাস পাবে মোট নগদ অর্থ ও মোট দায়ের অনুপাত হ্রাস হওয়ার ফলে। অযাচিত ঋণবৃদ্ধি আটকানোর জন্য ব্যাঙ্ক নিজেই কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে। চেক্-প্রথা বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে কোনও সময় নগদ তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং, ব্যাঙ্কের ন্যূনতম নগদ অর্থ সব সময় হাতে রেখে দেওয়া উচিত। সেই ন্যূনতম নগদ অর্থ ভাণ্ডার কতটা

হবে, নির্ভর করে নগদ অর্থ তুলে নেওয়ার সম্ভাবনার ওপর এ-কথা বলার অর্থ এই যে, নগদ অর্থ ভাণ্ডারের পরিমাণ যতটা হবে, ততটাই ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পারে। নগদ অর্থ ভাণ্ডারের পরিমাণ যদি ন্যূনতম মাত্রায় থাকে, তাহলে ব্যাঙ্কের উচিত হুন্ডি বা মূল্য-পত্র বাটা দিয়ে ক্রয় করা বন্ধ করা এবং তুলে নেওয়া নগদ-অর্থ পুনরুদ্ধার করা। এটা স্বাভাবিক যে, তুলে নেওয়া অর্থ যদি ব্যবসার বহমানতায় থাকে, যেখানে ব্যাঙ্ক তার নাগাল পায়, তাহলে ব্যাঙ্ক তাদের অবস্থা সঙ্গে সঙ্গেই জোরদার করতে পারে; ন্যূনতম ভাণ্ডারের বিপদ সীমা থেকে বেশ দূরেই শুধু থাকবে না, এ ছাড়া সব সময় তৈরি থাকবে মুদ্রা বাজারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় ব্যাঙ্কের অবস্থান কি ছিল?

চেক্ প্রথার প্রচলন না থাকায়, নগদ অর্থ তুলে নেওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল, এবং তার ফলে নগদ অর্থ ভাণ্ডারের বেশ বড়সড় প্রয়োজন ছিল। নগদ অর্থ ভাণ্ডারের একটি বড় অংশ সংরক্ষিত রাখার জন্য, মূল্যপত্র বা হুন্ডি খরিদের জন্য ভাণ্ডার ছিল কম। ঋণদাতা হিসাবে অবস্থার আরও অবনতি হল, কারণ তুলে নেওয়া নগদ অর্থ তাদের কাছে সত্বর ফিরে এল না। তার ফলে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে বাটা দিয়ে হুন্ডি ক্রয় আরও বেশি মাত্রায় কমিয়ে ফেলতে হল ইংরেজ ব্যাঙ্কগুলির তুলনায়, নগদ অর্থ ও ঋণের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুপাত বজায় রাখার জন্য। ব্যাঙ্কিং শাখার অতি প্রয়োজনীয় উপস্থিতির অভাব এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

কিন্তু ব্যাঙ্কের শাখা থাকলেও, তুলে নেওয়া অর্থ আবার ফেরত আসত না, কারণ সেই নগদ অর্থ চলতি ব্যবসা খাতে অবশিষ্ট ছিল না। নগদ অর্থ সরকারি কোষাগারে বন্ধ অবস্থায় থাকত, যার ক্রিয়াপ্রণালী দেশীয় ব্যাঙ্কিং আদান-প্রদানের থেকে আলাদা। স্বাধীন কোষাগার চালানো সরকারের পক্ষে অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে কোনও অন্যায় কিছু নয়, এবং এই কোষাগারের কার্যপ্রণালীর ফলশ্রুতির সঙ্গে যদি বণিক সম্প্রদায়ের সংযোগ থাকে, তাহলে কোনও ক্ষতি পূরণ হবে না।

কিন্তু ভারতীয় কোষাগারের ক্রিয়াপ্রণালী ব্যবসার প্রয়োজনের বিপরীত স্রোতে চলতে লাগল। যখন মজুত করার প্রয়োজন, তখন নগদ অর্থ বাজারে ছাড়া হত, আবার যখন নগদ অর্থ ছাড়ার প্রয়োজন, তখন মজুত করা হত।

ভারতীয় মুদ্রা বাজার 'হঠাৎ আন্দোলিত' হবার কারণগুলি হল ঋণ মাধ্যমের অস্থিতিস্থাপকতা ও স্বাধীন কোষাগার ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী, যা দেশের মুদ্রা যোগানের প্রধান মাধ্যমগুলিকে অভিঘাত করে (দ্রষ্টব্য : চিত্রলেখ - ১)।

ছাড়ের হার-এর এই স্নায়বিক আন্দোলনের কুফল অতিবাঞ্ছিত করার প্রয়োজন নেই।[১] একটি অর্থনীতি, যেখানে প্রায় প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে, সারা বছর জুড়ে না হোক্ কোনও না কোনও মরশুমে, ঋণ-মূলধনের ওপর নির্ভর করতে হয়, সেখানে হঠাৎ বৃদ্ধিতে মুনাফার মাত্রা মুছে যেতে পারে বা হঠাৎ হ্রাসে মুনাফা বৃদ্ধি পেতে পারে।

যার ফলে শুরু হতে পারে হ্রাস প্রাপ্ত-বাণিজ্য বা অতিরিক্ত-বাণিজ্য। এই রকম উঠতি-পড়তি ব্যবসার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, ব্যবসার খরচ যায় এবং বেড়ে ফলশ্রুতি হিসাবে খরিদ্দারের কাছে মূল্যবৃদ্ধি হয়।

এই উঠতি-পড়তি মূল্যের আন্দোলন সঞ্চার করে, ফাটকার উৎসাহ জোগায় এবং আতঙ্কের অবস্থা তৈরি করে। এই ধরণের অনিষ্টকর অবস্থায় অন্য যে কোনও দেশের শাসকমন্ডলী বাধ্য হত উচিত পদক্ষেপ নিতে। কিন্তু এটা আশ্চর্যের কথা যে, ভারতবর্ষে কোনও চিন্তাশীল আন্তরিক প্রচেষ্টা হয়নি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এই দুর্দশা থেকে উন্নীত করবার জন্য।

কাগুজে মুদ্রার সংস্কার অথবা স্বাধীন কোষাগার প্রথার বিলোপসাধন করলে অবস্থাটা সহজ হত, যদিও একসঙ্গে দু'টির সংস্কার করলে আরও ভাল হত। সাধারণ মানুষ কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তন সাধনে[২] অতটা উৎসুক ছিল না, কিন্তু স্বাধীন কোষাগারের বিলোপের ব্যাপারে ছিল উৎকণ্ঠিত। অন্যদিকে সরকার

---

১. আমেরিকার অভিজ্ঞতার জন্য দ্রষ্টব্য : ই. ডব্লু. কেম্পেরার-এর 'নিউ ইয়র্ক মুদ্রা বাজারে মরশুমি পরিবর্তন', আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ, মার্চ, ১৯১১।

২. দ্রষ্টব্য : 'ভারত ১৮৮০, তে, স্যার রিচার্ড টেম্পল্, পৃষ্ঠা ৪৬৯; স্যার চার্লস উড-এর 'ভারতীয় ঘটনাবলির প্রশাসন', পৃষ্ঠা : ৮৯। আরও দ্রষ্টব্য : 'ভারতীয় স্টেট্স্‌ম্যান', জানুয়ারি ১৫, ১৮৮৪।

CHART I

Discount Rates in India
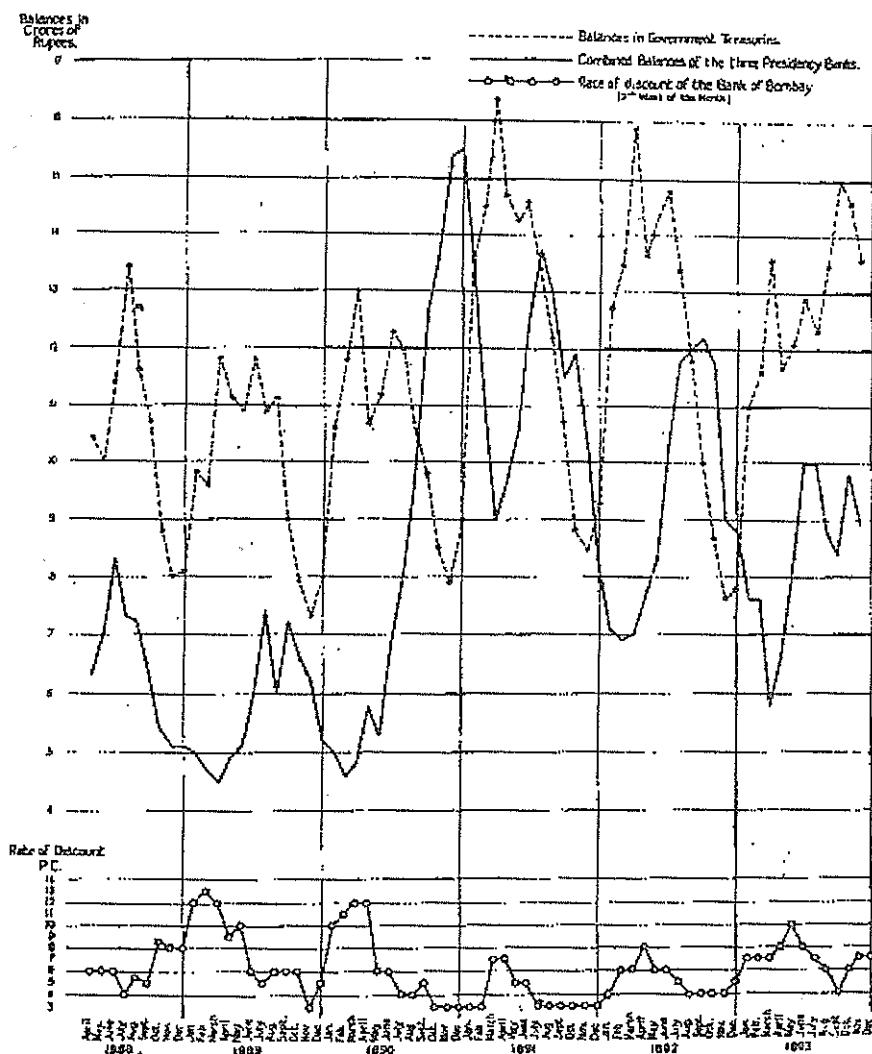
স্বাধীন কোষাগার-প্রথার বিলোপসাধনে[১] রাজি ছিল না। এমনকি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সাহায্য করবার মানসিক দায়িত্ব গ্রহণ করতেও অস্বীকার করল একটা পাণ্ডিতিক আবেদন জানিয়ে যে, মুদ্রা আটকে রাখার মাধ্যমে তার মূলধন আটকে

---

১. এটা লক্ষণীয় যে ১৮৬২ থেকে ১৮৭৬ এর মধ্যে, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির কয়েকটি প্রধান কার্যালয় ও শাখা কেন্দ্রে স্বাধীন কোষাগার প্রথা স্থগিত রাখা হয়েছিল। নোট প্রচলনের অধিকার বিলোপে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে, প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল XXIV-তম আইন, ১৮৬১র ওপর ভিত্তি করে তৈরি চুক্তির মাধ্যমে। সুবিধাগুলির একটি হল সরকারি উদ্বৃত্ত ব্যবহার করার জন্য ব্যাঙ্ক'কে অধিকার প্রদান। ১৮৬২ তে সম্পাদিত প্রথম চুক্তিতে সরকারি উদ্বৃত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল: (১) 'যে সব টাকা এবং উদ্বৃত্ত চুক্তি সম্পাদিত না হলেও গ্রহণ করত ও ধরা থাকত সাধারণ কোষাগারে' সেগুলি ব্যাঙ্কের কাজের জন্য অপ্রতিহত ব্যবহার ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল এর ক্ষেত্রে, ৪০ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক অব্ বম্বের ক্ষেত্রে এবং ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ এর জন্য ১৫ লক্ষ টাকা। (২) এই অর্থের অতিরিক্ত টাকা আলাদা স্ট্রংরুমে সঞ্চিত রাখা এবং চাহিদামাত্র পেশ করা, অথবা সরকারি বা অন্য অনুমোদিত ঋণপত্রে বিনিয়োগ করার (ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ শর্ত মেনে) ঐচ্ছিক ক্ষমতা, কিন্তু উদ্বৃত্ত অর্থের ব্যাপারে সরকারের কাছে সব সময় দায়ী ও প্রত্যুত্তরে বাধ্য থেকে। (৩) সরকারের কাছ থেকে সুদ পাওয়ার অধিকার থাকবে ব্যাঙ্ক অব্ বম্বের ক্ষেত্রে আসল উদ্বৃত্ত ও ৩০ লক্ষ টাকার পার্থক্যের ওপরে ও ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ এর ক্ষেত্রে সেটা ১০ লক্ষ টাকা, যখন-ই উদ্বৃত্ত এই ন্যূনতম সীমার নিচে চলে যাবে। (৪) এক-ই শর্তে ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে সরকারের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহারের অনুমতি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ে চুক্তির মতো যথাযোগ্য সীমা নির্ধারিত করে।

চুক্তির এক বছর পরে অসুবিধে দেখা গেল ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল-এ, যেখানে এত টাকা আটক রাখা হয়েছিল যে, জনসাধারণের উদ্বৃত্তের ব্যাপারে সরকারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হল না। ১৮৬৩ সালে আলোচনা শুরু হল চুক্তিতে পরিবর্তন আনবার জন্য এবং জানুয়ারি ২,১৮৬৬ সালে পরিবর্তিত চুক্তি কার্যকরী করা হল। জনসাধারণের উদ্বৃত্তের ব্যাপারে নিম্নলিখিত ধারাগুলি সংগঠিত করা হল:

(১) 'যতটা সুবিধাজনক ভাবে করা যায়', সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ হল ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়গুলিতে গড়পড়তা নগদ উদ্বৃত্ত রাখা—ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল এর ক্ষেত্রে ৭০ লক্ষ টাকা, ব্যাঙ্ক অব্ বম্বের ক্ষেত্রে ৪০ লক্ষ টাকা ও ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ-এর ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ টাকা। (২) সেই সময় সমস্ত উদ্বৃত্ত, যা ব্যাঙ্কে জমা থাকবে, ব্যাঙ্কের কাজে ব্যবহার করবার অনুমতি। (৩) সরকারের কাছ থেকে সুদ পাবার অধিকার যখন-ই সরকারের উদ্বৃত্ত ন্যূনতম সীমার নিচে থাকবে, যে সীমা যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ টাকা, ২৫ লক্ষ টাকা ও ২০ লক্ষ টাকা। (৪) যত বেশি হোক না কেন, সমস্ত উদ্বৃত্ত (শাখার ক্ষেত্রে) ব্যাঙ্কের কাজে নিয়োগ করার অনুমতি একটি শর্তসাপেক্ষ যে, প্রত্যেক শাখা 'সবসময় তৈরি থাকবে সরকারি ড্রাফট্ বা আজ্ঞাপত্র মেটানোর জন্য' যতটা সরকারি অর্থ সেই শাখায় জমা থাকবে ততটা পর্যন্ত। এই পরিবর্তিত চুক্তির মেয়াদকাল থাকার কথা ছিল মার্চ ১,১৮৭৪ পর্যন্ত। ১৮৭৪ সালে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কর সনদ পরিবর্তনের প্রশ্ন বিবেচনাধীন ছিল এবং সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অধুনা প্রচলিত সরকারি উদ্বৃত্ত ব্যবহারের অধিকার চালিয়ে যাওয়া। ঠিক এই সময়েই (১৮৭৪) ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে'তে অসুবিধা শুরু হল, এবং সরকার তাদের উদ্বৃত্ত থেকে টাকা তুলতে পারল না। এর ফলেই সরকারি উদ্বৃত্তের সঙ্গে ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্তের একীকরণ এবং ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা শুরু হল। কিছুটা সুদীর্ঘ আলোচনার পর, ভারত সরকার স্বাধীন কোষাগার প্রথায় ফিরে গেলেন; প্রেসিডেন্সির প্রধান কার্যালয়ে, যেখানে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক সরকারি উদ্বৃত্ত জমা রাখত, সৃষ্টি করা হল 'রিজার্ভ কোষাগার'। এই ঘটনার ইতিবৃত্তের জন্য দ্রষ্টব্য : হাউস অব্ কমন্‌স্-এর কার্যাবলি, ১৮৬৪ সালের ১০৯ ও ৫০৫; এবং জে. বি. ব্রুনিয়েটের, 'প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের' বিষয়ে, পরিচ্ছেদ ৭।

রাখে নি।[১] এটাও বলা সম্ভব নয় যে, যেহেতু কার্যধারা প্রণয়নের জন্য বলা হয় নি, অবস্থা সহজতর করবার জন্য কাগুজে মুদ্রা আইন কতটা পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসবে। যাই হোক, মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় স্থিতিস্থাপকতা আনার মাধ্যমে বিতর্কের সন্তোষজনক সমাধান করবার আগেই আরেকটি বৃহত্তর অনিষ্টকর অবস্থার সূত্রপাত হল যার ফলে ধাতুমুদ্রা ক্ষতিগ্রস্ত হল এতটাই যাতে ধাতুমুদ্রার নৈতিক উৎকর্ষ দৃঢ়তা ও মূল্যের স্থায়িত্ব—ধ্বংস করবার পক্ষে যথেষ্ট। ক্ষতিজনক অবস্থা এত বিশাল আকার ধারণ করল এবং তার ফলাফল এতটাই সুদূরপ্রসারী ছিল যে সবকিছু ছাপিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

একটি দেশের অভ্যন্তরীণ আদান-প্রদান বিভিন্ন ধরণের মুদ্রার মধ্যে মূল্যের স্থায়িত্ব যতটা গুরুত্বপূর্ণ, বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিনিময় হার-ও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। দু'টি দেশের মধ্যে বিনিময় হারের অর্থ হল প্রত্যেকের মুদ্রার মধ্যে আপেক্ষিক বিনিময় মূল্য। বলা বাহুল্য, সে দু'টি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত হবে যদি তারা এক-ই ধাতু ব্যবহার করে মুদ্রা মানের ক্ষেত্রে, বাধাহীন পরিবর্তনযোগ্য ও

---

১. মে ৬,১৮৭৫ এর বিবরণীতে, স্বাধীন কোষাগার প্রথার পুনপ্রবর্তন অনুমোদন করে স্বরাষ্ট্র সচিব ব্যাঙ্কগুলিকে সাবধান করে বলেছেন, 'সরকারের যোগান দেওয়া মূলধন সমাজের সঞ্চিত অর্থ নয়। এই উপাদানের স্থায়িত্বের ওপর নির্ভয় করা যায় না, এবং এটা ব্যবসায়ীদের বিপজ্জনক অঙ্গীকার করতে প্ররোচিত করে। এটা সাময়িক স্বস্তি দেয় মাত্র, প্রাচুর্যের সৃষ্টি করে যা শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনায় শেষ হয়ে যায়। কোনও রাজনৈতিক প্রয়োজনে যদি আকস্মিক সেই উদ্বৃত্ত তুলে নেওয়া হয়, এবং যে ব্যবসা-বাণিজ্য এই অর্থের ওপর নির্ভর করে ছিল, দেখবে যে নিজস্ব ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা তারা করে ফেলেছে।' ১৮৭৬ এর যে ব্যবস্থায় 'রিজার্ভ কোষাগার' স্থাপিত হল, সরকার আগের মতই রাজি হল যে, একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে যদি সরকারি উদ্বৃত্ত থাকে, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ককে সুদ দেওয়া হবে। অধিকতম সীমার বিষয়ে সরকার কোনও বুঝা পড়ায় এল না, এবং ব্যাঙ্কগুলিকে বুঝিয়ে দিল যে, 'সরকার সাধারণভাবে, সাময়িক ক্ষেত্র বাদ দিলে, কোনও ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে নিম্নে বর্ণিত অঙ্কের বেশি জমা রাখবে না: ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল ১০০ লক্ষ, ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ ৩০ লক্ষ ও ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে ৫০ লক্ষ। এই শর্তে চুক্তিতে বলা থাকবে না, যাতে করে সরকারের কোনও দায় না থাকে ব্যাঙ্কে উদ্বৃত্ত জমা রাখার জন্য। যে ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরকারের কাজকারবার আছে, সেখানে উদ্বৃত্তের সব টাকা জমা দেওয়ার কোনও প্রতিশ্রুতি দেবে না।' সাধারণভাবে সরকার ব্যাঙ্কগুলির কাছে কতটা উদ্বৃত্ত জমা রাখবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবার পর, ব্যাঙ্কগুলিকে মরশুমি চাহিদা মেটাতে সাহায্য করার ১৯০০ সালের পর সীমিত ঋণ দিতে রাজি হল ব্যাঙ্ক সুদের হারে। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ছ'য়টি ঋণ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে থেকে দেখা যায় যে, ঋণদানের শর্ত ছিল উদার। ১৯১৩ সালের চেম্বারলেইন কমিশন 'স্বাধীন কোষাগার' প্রথা তুলে না দিয়ে ঋণদান প্রথা সুপারিশ করলেন। এই বিবাদ কতগুলো ঘটনা ত্বরান্বিত করল। এর থেকে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক গুলোর সঙ্গে সরকারের সহযোগিতার প্রয়োজন-ই প্রমাণিত হল এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন অনুভূত হল বৃহৎ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের। এটা রূপায়িত হল সব প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক এক হয়ে ইম্পিরিয়ল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া গঠনে (১৯২০ সালের XLVII-তম আইন), যার গঠনের ফলে 'স্বাধীন কোষাগার' প্রথা অবলুপ্তির পথে গেল। ১৮৭৬ এর পর 'স্বাধীন কোষাগারে'র বিভিন্ন ঘটনার ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য; চেম্বারলেইন কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন, প্রথম খন্ড, ৭০৭০, ১৯১৩, নং ১ ও ২।

বাটা হিসাবে রপ্তানিযোগ্য হয়। কারণ মূল্যের পরিমাপক হিসাবে এক সাধারণ মাধ্যম থাকে, যার মূল্য দু'টো দেশের মধ্যে (বাণিজ্যের স্বাধীনতা আছে ধরে নিয়ে) স্থানান্তরীকরণের খরচার থেকে বেশি পরিবর্তিত হতে পাবে না, স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে। অপরদিকে, দু'টো দেশের মধ্যে বিনিময় হার কখনও অপরিবর্তিত থাকে না যদি দেশ দু'টি মুদ্রা মূল্যমান হিসাবে ভিন্ন ধাতু ব্যবহার করে। সেই ক্ষেত্রে সোনা ও রূপার বিনিময় হার নির্ভর করে সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যের ওপর, এবং স্বাভাবিকভাবেই ওঠা-পড়া করে ধাতু দু'টির মূল্য সম্পর্কের হের-ফের এর ওপর। বিনিময় হারের ওঠা-নামা ন্যূনতম এবং অধিকতম সীমা নির্ভর করে এই দু'টো ধাতুর আপেক্ষিক মূল্যের ওঠা-নামার সীমার ওপর। সুতরাং, ইংল্যান্ড ও ভারতে ধাতুমানের যেখানে প্রভেদ রয়েছে, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কখনও অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে ধাতুমান ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই দুই দেশের বিনিময় হারের কদাচিৎ বিচ্যুতি ঘটছে[১] ১ শিলিং ১০১/২ পেন্স = ১ টাকার স্বাভাবিক[২] হার থেকে। ১৮৭৩ পর্যন্ত বিনিময় হার এতটাই অপরিবর্তিত ছিল যে লোকের খেয়াল-ই হয় নি যে, দু'টো দেশের মুদ্রা মান ভিন্ন। ১৮৭৩ সালের পর, টাকা-স্টার্লিং এর বিনিময় হারের স্থিরতা হঠাৎ ভেঙে গেল স্বাভাবিকতা থেকে, এবং তার বিকলতা এতটাই বেশি এবং এতটাই বিশৃঙ্খল ছিল যে (চিত্রলেখ - ২) কেউ বুঝতে পারছিল না শেষ কোথায়।

টাকা-স্টার্লিং-র বিনিময় হার আসলে সোনা-রূপার বিনিময় হারের প্রতিফলন। সুতরাং, যখন বলা হয় যে, ১৮৭৩ সালের আগে পর্যন্ত টাকা-স্টার্লিং এর বিনিময় হার ১ শিলিং ১০১/২ পেন্সে অপরিবর্তিত ছিল, এথেকে শুধুমাত্র বুঝা যায় যে ১৮৭৩ সালের আগে পর্যন্ত সোনা-রূপার বিনিময় হার ১ : ১৫১/২ হারে অপরিবর্তিত

---

১. চিত্রলেখ ২ থেকে দেখা যায় যে, ১৮৭৩ এর আগে টাকা-স্টার্লিং এর বিনিময় হার সাধারণভাবে অপরিবর্তিত ছিল না। কিন্তু এদের মধ্যে ওঠা-নামার কারণগুলি ছিল একেবারে ভিন্ন গোত্রের। এটা লক্ষ্য করা যায় যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতীয় মুদ্রা স্টার্লিং-এ রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন বিনিময় হারের প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাছাড়া, এই হারের সঙ্গে বিনিময় করা মুদ্রার অন্তর্নিহিত মূল্যের সঙ্গে খুব কম-ই সম্পর্ক ছিল, এবং তার ফলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হারের সঙ্গে বাজার চলতি হারের প্রভেদ ছিল অনেক। এই চিত্তাকর্ষক বিষয়ের জন্য পরামর্শ পেতে দ্রষ্টব্য : হাউস অব্ কমন্স-এর অধিবেশনের কাগজপত্র, ৭৩৫,১৯৩১-৩২ এর দ্বিতীয় সংযোজন ক্রম ২০, ভারতের মুদ্রা-স্টার্লিং-এ বিনিময় হার বিষয়ক চিঠি পত্র ইত্যাদি। এছাড়াও এইচ. ট্যাকারের সেন্ট জর্জ, 'রিমার্কস অন্ দি প্ল্যানস্ অব্ ফাইনান্স'; ১৮২১, ভারতে সরকারের স্মারক। ১৮৫৩ এক-ই লেখকের, 'মেমোরিয়ালস্ অব্ ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট', ১৮৫৩; পৃষ্ঠা : ৩৮২-৮৫।

২. স্বাভাবিক যদি সোনা ও রূপার মধ্যে স্বাভাবিক হার হয় ১৫১/২ ১, যা প্রায় ৭০ বছর ধরে ছিল।

CHART II
FALL OF THE RUPEE-STERLING EXCHANGE
Annual average of the Indian Rate of Exchange in London
Annual average Price per standard ounce of Bar Silver in London.
Pence
s. d.

ছিল; এবং ১৮৭৩ সালের পর টাকা - স্টার্লিং বিনিময় হারে বিচ্যুতি ঘটার অর্থ হল সোনা-রূপার বিনিময় হারের পুরানো নোঙর বাঁধার কাছি ছিঁড়ে যাওয়া। যে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই আসে, সেটা হল ১৮৭৩ সালের পর সোনা-রূপার বিনিময় হার কেন এতটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল যেটা আগে কখনও হয় নি? দু'টি কারণ আপাতগ্রাহ্য মনে হয়েছিল এই ওঠা-নামার যথেষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে, যেটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল এক বিচিত্র ঘটনা বলে। প্রথম হল, পৃথিবীর প্রধান দেশ সমূহে মুদ্রামাধ্যম-মান হিসাবে রূপার বহিষ্কার। এই বহিষ্কারের পক্ষে আন্দোলনের সূত্রপাত হল ওজন, পরিমাপ ও মুদ্রার রূপান্তরের সমতা আনবার জন্য এক নিরীহ প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ সমতা আনবার জন্য যদি হয়, তাহলে সেটা সব দিক দিয়ে লাভজনক ছিল। কিন্তু এই ভালোর দিকে অনুসরণ যে কখনও মন্দের ছাপ পিছনে রেখে দেয়, এটা তার একটা উদাহরণ। লন্ডনে ১৮৫১ সালে সুবিশাল প্রদর্শনীতে, বিভিন্ন দেশের প্রদর্শিত মুদ্রার ওজন, পরিমাপ ও মুদ্রাকরণের তফাতের জন্য তুলনামূলক বিচারে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত অভ্যাগতদের কাছ থেকে।[১] প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সভায় ওজন, পরিমাপ এবং মুদ্রার বিশ্বময় সমতার প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, এবং যদিও কোনও স্পষ্ট কিছু আলোচনার থেকে বেরিয়ে আসে নি, তবুও এই প্রশ্ন বাদ দিতে দেওয়া হয় নি। এই প্রশ্ন দু'বছর পরে অনুষ্ঠিত ব্রুসেল্স্ আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যাণ কংগ্রেসে তোলা হয়। মতামত এতটাই অগ্রসর হয়েছিল যে, পরবর্তী পারির পরিসংখ্যান কংগ্রেসে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় যেটা ১৮৫৯ সালের ভিয়েনা পরিসংখ্যান কংগ্রেস অনুমোদন করে জোরদার ভাবে অনুরোধ করে বিভিন্ন দেশে ওজন, পরিমাপ ও মুদ্রাকরণে প্রার্থিত সমতা আনতে। ১৮৬২ সালে ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির ঐচ্ছিক প্রবর্তন করে ইংল্যান্ড[২] যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করল, তার ফলে ১৮৬৩ সালে বার্লিনে আয়োজিত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান কংগ্রেস কৃতসংকল্প হল বিভিন্ন সরকারকে আমন্ত্রণ জানাতে, 'যাতে তাঁরা এক বিশেষ কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, যাঁদের ক্ষমতা থাকবে সোনা ও রূপার মুদ্রার আপেক্ষিক ওজন কি হবে তা আলোচনা করে প্রতিবেদন পেশ করার ও বিভিন্ন তথ্য সাজানো যেখান থেকে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা দশমিকে বিভাজনযোগ্য একটি ভিত্তিতে নির্ধারণ

১. বিশ্ব মুদ্রাকরণের ওপর রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদন, ১৮৬৮।

২. দ্রষ্টব্য : এইচ. বি. রাসেল, 'আন্তর্জাতিক মুদ্রাসম্বন্ধীয় সম্মেলন', ১৮৯৮; পৃষ্ঠা : ১৮-২৫।

৩. রাসেল কর্তৃক উদ্ধৃত; তদেব, পৃষ্ঠা : ২৫।

করা যাবে'।[৩] এই কংগ্রেসের গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। এটা একেবারেই ব্যতিক্রমী। আগের কংগ্রেসে বিশদভাবে বিতর্ক হয়েছিল ওজন ও পরিমাপের সমতার ওপর। কিন্তু এই কংগ্রেসের 'সেই প্রক্রিয়া অপ্রধান করে আনা হল মুদ্রাকরণের সমতা, বিষয় আলাদা করা হল।'[১] যদিও এই স্থিরীকরণ ব্যতিক্রমী, এর প্রতিফল এতটা গুরুতর হত না, যদি এই পরিবর্তন মুদ্রাকরণে সমতার মধ্যে নিবদ্ধ থাকত। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে এর প্রয়োগ বিস্তৃত করা হল মুদ্রা পর্যন্ত। যখন এই মুদ্রাকরণের সমতার আন্দোলন দ্রুতগামী হল, ফরাসিদের স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছে হল যে, তাঁদের মুদ্রাব্যবস্থাকে, যেটা এর-ই মধ্যে লাতিন ইউনিয়নের সর্বত্র ছাড়িয়ে গিয়েছিল, নিদর্শন রূপে নিয়ে অনুকরণ করা হোক ইউনিয়নের বাইরের দেশগুলোতে সমতার স্বার্থে। এই উদ্দেশ্যে ফরাসি সরকার তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কাছে গেল, এবং তার উত্তরে ব্রিটিশ সরকার জানাল যে, যতক্ষণ না একটি স্বর্ণমান[২] ফ্রান্স অবলম্বন করে, ততক্ষণ সুপারিশ নিয়ে বিবেচনা করা যাবে না। আশ্চর্য হওয়া দূরে থাক, সেই সময় ফরাসি সরকার ইংল্যান্ডের কাছ থেকে সুনাম অর্জন করতে এতটাই উদ্‌গ্রীব ছিল যে, আত্মতৃপ্তির জন্য ব্রিটিশের পূর্ব শর্ত মেনে নিতে কোনও অনুশোচনা হয়নি, এবং প্রথাবিরুদ্ধভাবে এতটাই অগ্রসর হয়েছিল যে, ১৮৬৭ সালে পারিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সত্যি সত্যিই কৌশলে[৩] সভাকে দিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করাল যে মুদ্রাকরণে আন্তর্জাতিক সমতা আনবার জন্য পৃথিবীতে একমাত্র সোনা প্রধান মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন।' মুদ্রাকরণে সমতা আনার প্রশ্নে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে, যাঁরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সম্ভবত খেয়াল করেন নি যে এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়ণ করতে কতটা স্বার্থত্যাগ-এর প্রয়োজন। সম্ভবত এটা বলা আরও সঠিক হবে যে, তাঁরা জানতেন না যে তাঁদের প্রস্তাবের ফল গিয়ে পড়ছে বিশ্বের মুদ্রা ব্যবস্থার ওপর। সেই সময় তাঁদের শুধু একটাই ভাবনা ছিল যে, তাঁরা মুদ্রাকরণে সমতা আনতে উৎসাহ প্রদান করছেন, এর বেশি কিছু নয়।[৪] অবস্থা যতটাই লঘু হোক না কেন, ফল হল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক; কারণ, যখন প্রস্তাব কার্যকরী করবার সময় আসল, সম্মীলিত দেশগুলি প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ মুদ্রাকরণের সমতার দিকে ফিরে তাকালো না, এবং ফলে প্রস্তাবিত উপায়ের কার্যত মৃত্যু হল।

---

১. তদেব; রাসেল।

২. দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ফক্সওয়েল এর সাক্ষ্য; প্রশ্ন ২৩, ৮৭৬। ইংল্যান্ডে কৃষিতে মন্দার ওপর রয়্যাল কমিশন, ১৮৯২।

৩. দ্রষ্টব্য : তদেব; পৃষ্ঠা : ৪৬।

৪. এই বিষয়ে সম্মানজনক ব্যতিক্রম একমাত্র ড. মীস, হল্যান্ডের প্রতিনিধি, যিনি এই প্রস্তাবের সম্ভাব্য কু-ফলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

আলোচনা যখন এগিয়ে চলল, তখন রূপার মুদ্রাকরণ থেকে বহিষ্কারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দ্রুততর হতে শুরু করল। প্রথমে রণে নামল জার্মানি। ১৮৭০ সালে যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাস্ত করে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এড়িয়ে যেতে কাজে লাগাল বিশৃঙ্খল মুদ্রাব্যবস্থা[১] এবং তাড়াহুড়ো করে সংযুক্ত জার্মান সাম্রাজ্যে চালু করল স্বর্ণমুদ্রা। ডিসেম্বর ৪, ১৮৭১-এর আইন এই পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দিয়ে মুদ্রার নির্ণায়ক হিসাবে মার্ক চালু করল। এই আইনে রূপা মুদ্রা প্রচলন থেকে বহিষ্কৃত হল। কিন্তু চালু রূপার মুদ্রা স্বীকৃত মুদ্রা-ব্যবস্থায় চলতে লাগল, যদিও তাদের পরবর্তী মুদ্রাকরণ বন্ধ করা হল; রূপার মুদ্রা আর নতুন স্বর্ণমুদ্রা ১৫$^{১}/_{২}$:১ আইনসম্মত হারে চলতে লাগল। এই রূপার মুদ্রার পূর্ণ অনুমোদিত মুদ্রাক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল জুন ৯, ১৮৭৩-এর আইন বলে, যখন এই রূপার মুদ্রাকে করা হল অপ্রধান মুদ্রা।[২] এই প্রথা সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করল জার্মান কৃষ্টি-পুষ্ট অন্যান্য দেশ।[৩] ১৮৭২ সালে, লাতিন মুদ্রাসম্বন্ধীয় ইউনিয়ন-এর ধাঁচে, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক গঠন করল স্ক্যান্ডিনেভিয়ন মুদ্রা-সম্বন্ধীয় ইউনিয়ন, এবং তারা রাজি হল জার্মানির মতো রূপাকে মুদ্রাকরণ থেকে বহিষ্কারে করতে। স্বর্ণমুদ্রামান প্রচলন করে চলতি রৌপ্যমুদ্রাকে অপ্রধান করার এই চুক্তি সুইডেন ও ডেনমার্ক অনুমোদন করল ১৮৭৩ সালে এবং নরওয়ে ১৮৭৫ সালে। হল্যান্ড-ও এক-ই পথের পথিক হল। ১৮৭২ সাল পর্যন্ত সে দেশে খাঁটি রৌপ্যমুদ্রামান প্রচলিত ছিল। সেই বছরে টাঁকশালে রূপার অবাধ মুদ্রাকরণ বন্ধ করে দিল, যদিও পুরানো রৌপ্যমুদ্রা যে কোনও মূল্য পর্যন্ত অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। ১৮৭৫ সালে, আরেক পদক্ষেপ এগিয়ে টাঁকশালে সোনার অবাধ মুদ্রাকরণ চালু করল। অন্যান্য জার্মান-অনুগত দেশ থেকে তাদের কার্যধারার তফাৎ ছিল এটাই যে, অন্যরা যখন রূপাকে মুদ্রাকরণ থেকে বহিষ্কার করল, হল্যান্ড শুধুমাত্র রূপার অবাধ মুদ্রাকরণ বন্ধ করেছিল। লাতিন ইউনিয়নও রূপার বিরুদ্ধে এই জোয়ার প্রতিহত করতে পারল না। রূপার বহিষ্কারের ফলশ্রুতি হিসাবে, নতুন সমস্যা যুক্ত বর্দ্ধিত লাতিন ইউনিয়ন স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা প্রকাশ করল অবচয়িত রূপার অন্তঃপ্রবাহের জোয়ারের বিরুদ্ধে প্রতিষেধ মূলক ব্যবস্থা নেবার জন্য। এই ভীতি একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল না,

---

১. ১৮৭০ সালের পূর্বে জার্মান মুদ্রার সমতার আন্দোলনের ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য : পি. উইল্‌স্ এর 'ভিয়েনা মুদ্রাসম্বন্ধীয় চুক্তি', অর্থনীতি জার্নাল, খণ্ড ৪০; পৃষ্ঠা : ১৮৭।

২. আইনের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : 'দ্বিধাতুপ্রথার ইতিহাস', অধ্যাপক জে, এন লাফলিন, নিউইয়র্ক, ১৮৮৬।

৩. দ্রষ্টব্য : রূপার অপচয়ের ওপর কমিটির রিপোর্ট, ১৮৭৬; পৃষ্ঠা : ২৯।

কারণ বেলজিয়াম টাঁকশালে মুদ্রাকরণের জন্য ১৮৭৩ সালে যতটা রূপা দেওয়া হয়েছিল, সেটা ১৮৭১ সালের তিনগুণ। বিব্রত না হওয়ার জন্য, বেলজিয়াম ডিসেম্বর ৮, ১৮৭৩ এর আইন বলে ৫-ফ্রাঁ মূলের রূপার অবাধ মুদ্রাকরণ স্থগিত করে দিল। বেলজিয়ামের এই পদক্ষেপ, ইউনিয়নের অন্য সদস্যদের অনুসরণ করতে বাধ্য করল। ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা পারিতে ১৮৭৪-এর জানুয়ারিতে মিলিত হলেন এবং ১৮৬৫ সালে প্রাথমিক সংগঠিত চুক্তির পরিশিষ্ট হিসাবে আরেকটি চুক্তি সম্পাদিত করতে রাজি হলেন। অবাধ মুদ্রাকরণের ব্যক্তিগত ক্ষমতা সম্পূর্ণ লোপ করে পাঁচ ফ্রাঁ রূপার মুদ্রা মাঝারি পরিমাণে, ১৮৭৪ সালে ইউনিয়নের দেশগুলো তৈরি স্থির করল'।[১]

১৮৭৪ সালের জন্য বরাদ্দ প্রত্যেক দেশের পরিমাণ অল্প কিছু বৃদ্ধি করা হল ১৮৭৫ সালে। এবং ১৮৭৬ সালে আবার কিছু কমিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সত্যিকারের মুদ্রাকরণ এই স্বল্প বরাদ্দের কাছাকাছিই পৌঁছল না। রূপার অবস্থা নিয়ে ইউনিয়ন এতটাই চিন্তিত ছিল যে, ১৮৭৭ সালে পাঁচ-ফ্রাঁ মূল্যের রূপার মুদ্রাকরণ, ইতালিকে বাদ দিয়ে,[২] সম্পূর্ণ স্থগিত করে দিল। এই পদক্ষেপ আসলে, নভেম্বর ৫, ১৮৭৭ সালের চুক্তির ভূমিকা ছিল, যে চুক্তির বলে তাঁদের টাঁকশালে রূপার অবাধ মুদ্রাকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল পরবর্তী কার্যধারা ঘোষণা পর্যন্ত। যদিও প্রথমে অনির্দিষ্টকাল বলা হল, পরিশেষে এই টাঁকশাল বন্ধ চিরস্থায়ী হল।[৩] এক-ই সঙ্গে ১৮৭৬ সালে রাশিয়া রূপার অবাধ মুদ্রাকরণ বন্ধ করল, শুধুমাত্র চীন এর সঙ্গে বাণিজ্যের খাতিরে প্রয়োজন পরিমাণ বাদ দিয়ে।[১] নভেম্বর ২২, ১৮৭৮ এর

১. তদেব, লাফলিন; পৃষ্ঠা : ১৫৫।

২. ইউনিয়নের বিভিন্ন সদস্যদের জন্য সম্মেলনে বরাদ্দ স্থিরীকৃত হয়েছিল :— (১০ লক্ষ ফ্রাঁ)

	১৮৭৪	১৮৭৫	১৮৭৬
ফ্রান্স	৬০	৭৫	৫৪
বেলজিয়ম	১২	৫০	৩৬
ইতালি	৪০	১৫	১০
সুইজারল্যান্ড	৮	১০	৭
গ্রিস	—	—	—
	১২০	১৫০	১১০

১. তদেব, ১৮৭৪ সালে ইতালিকে অতিরিক্ত ২ কোটি ফ্রাঁ বরাদ্দ করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা : ১৫৫।

২. ইতালিকে ১ কোটি পর্যন্ত মুদ্রা তৈরি করতে সম্মতি দেওয়া হয়েছিল।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৫৮।

রাজকীয় ডিক্রিতে বলা হল ৫ রুবল ও ১৫ কৌপেকের (রাশিয়ান মুদ্রা) $\frac{১}{১০০}$ রুবল) বেশি আমদানি কর দিতে হবে সোনায়।[২] একইভাবে, ১৮৭৯ সালে অস্ট্রিয়া রূপার অবাধ মুদ্রাকরণ বন্ধ করে দিল।[৩]

আটলান্টিকের অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। ১৮৭০ সালে সরকার ঠিক করল বিভিন্ন টাঁকশাল আইন, যা ১৮৩৭ সালের পর পরিবর্তন করা হয়নি, একত্রীকরণ করে এক সুচিন্তিত দৃঢ়ভিত্তিক আইন তৈরি করা হবে। ১৮৫৩ সালের আইন বলে, যুক্তরাষ্ট্রের টাঁকশালে অবাধ মুদ্রাকরণ হত একমাত্র রৌপ্য-ডলারে কিন্তু ১৮৭৩ সালের নতুন একত্রীকৃত টাঁকশাল আইন বলে, টাঁকশালে প্রস্তুত মুদ্রার তালিকা থেকে রৌপ্য-ডলারকে বাদ দেওয়া হল, যার অর্থ গিয়ে দাঁড়াল যুক্তরাষ্ট্রে রূপার অবাধ মুদ্রাকরণ স্থগিত হওয়া। পূর্বে মুদ্রাকরণ করা রৌপ্য-ডলার অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবে চলতে লাগল। কিন্তু ১৮৭৪ সালের জুন মাসের আইনের বলে সেই ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হল। সেই আইনে ঘোষণা করা হল, 'যুক্তরাষ্ট্রে রৌপ্যমুদ্রা অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবেই পরিগণিত হবে বর্ণিত মূল্যে, কিন্তু প্রতিটি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে পাঁচ ডলারের বেশি নয়।'

সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যের অবচ্যুতির আরেকটি কারণ হল সোনার তুলনায় রূপার উৎপাদন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি।

সারণি ৯

সোনা ও রূপার আপেক্ষিক উৎপাদন (আউন্স)

সময়	মোট উৎপাদন		গড় বার্ষিক উৎপাদন		গড় বার্ষিক উৎপাদনের সূচক সংখ্যা	
	সোনা	রূপা	সোনা	রূপা	সোনা	রূপা
১৪৯৩-১৬০০	২৪,২৬৬,৮২০	৭৩৪,১২৫,৯৬০	২২৪,৬৯৩	৬,৭৯৭,৪৬৩	১০০	১০০
১৬০১-১৭০০	২৯,৩৩০,৪৪৫	১,১৯৭,০৭৩,১০০	২৯৩,৩০৪	১১,৯৭০,৭৩১	১৩০.৫	১৭৬.১
১৭০১-১৮০০	৬১,০৮৮,২১৫	১,৮৩৩,৬৭২,০৩৫	৬৯০,৮৮২	১৮,৩৩৬,৭২০	২৭১.৮	১৬৯.৭
১৮০১-১৮০৪০	২০,৪৮৮,৫৫২	৮০১,১৫৫,৪৯৫	৫১২,২১৭	২০,০২৮,৮৮৭	২২৭.৯	২৯৩.১
১৮৪১-১৮৭০	১৪৩,১৮৬,২২৪	৯,৩১,০৯১,৩২৬	৪,৭৭২,৮৭৬	৩১,০৩৮,৩৭৮	২,১২৪.১	৪৫৬.৬
১৮৭১-১৮৯০	১০৬,৯৫০,৮০২	১,৭১৫,০৩৯,৯৫৫	৫,৩৪৭,৫৪৫	৮৫,৭৫১,৯৯৮	২৩৭৫.৬	১২৬১.৫

১. টাঁকশাল অধিকর্তাদের রিপোর্ট, ওয়াশিংটন, ১৮৭৩। পৃষ্ঠা : ২৩।

২. দ্রষ্টব্য : পি. উইলস্-এর 'রাশিয়ায় মুদ্রাব্যবস্থার পুনগর্ঠন', 'জার্নাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি', পঞ্চম খণ্ড; পৃষ্ঠা : ২৯১।

৩. দ্রষ্টব্য : এফ ওয়াইসারের 'অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রায় অর্থ প্রদানের পুনঃপ্রবর্তন', 'জার্নাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি', প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা : ৩৮০-৭।

আধুনিক কালে, মূল্যবান ধাতু উৎপাদনের ইতিহাসের সূত্রপাত ১৪৯৩ থেকে, যে বছরে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়। ১৪৯৩ থেকে ১৮৯৩—এই চার'শ বছরের উৎপাদনের ফল দেখে বুঝা যায় যে, প্রথম এক'শ বছরে সোনা ও রূপার উৎপাদনের সমহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক ইতিহাসের প্রথম শতকে (১৪৯৩ - ১৬০০) এই দু'টি ধাতুর উৎপাদনের বার্ষিক গড় যদি ১০০ ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে পরবর্তী শতকে (১৬০১ - ১৭০০) সূচক সংখ্যা সোনার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩০ ও রূপার ক্ষেত্রে ১৭৬। বৃদ্ধির এই হার এর পরবর্তী শতকেও (১৭০০ - ১৮০০) এক-ই রকম ছিল, এবং সূচক সংখ্যা দু'টি ধাতুর ক্ষেত্রে আনুমানিক ২৭০ হয়, এবং ১৮৪০ পর্যন্ত তেমন কোনও উপদ্রব ছাড়াই বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত ছিল। তখন সূচক সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় সোনার ক্ষেত্রে ২২৮ ও রূপার ক্ষেত্রে ২৯৩। এই অবস্থান থেকে, দু'টি ধাতুর আপেক্ষিক উৎপাদনে একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেল। ত্রিশ বছরে (১৮৪১-৭০) সোনার উৎপাদনে এক অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হল, তুলনামূলক ভাবে রূপার উৎপাদন পিছিয়ে রইল।

রূপা উৎপাদনের সূচক যেখানে বেড়ে দাঁড়াল ৪৫০এ, সোনার উৎপাদন সূচক সেখানে পৌঁছল ২১২৪-এ। এই বিপ্লবের পরেই এল প্রতিবিপ্লব এবং তার ফলে ১৮৭০ সালের শেষে যে অবস্থায় ছিল, সেটাই প্রায় পুরোপুরি উল্টে গেল। ১৮৪০-১৮৭০ এর মধ্যে সোনার উৎপাদন বিশাল বৃদ্ধি পেলেও হঠাৎ এর উৎপাদন থমকে গেল ও ১৮৭০-৯৩ এই উৎপাদন এক-ই জায়গায় স্থির হয়ে রইল। অন্যদিকে রূপার উৎপাদন যেখানে ১৮৪১-৭০ স্থির ছিল, ১৮৭০-৯৩ সেটা তিনগুণ বেড়ে গেল এবং তার ফলে গড় বার্ষিক উৎপাদনের সূচক শেষোক্ত সময়ে পৌঁছল ১২৬০-এ।

এই অবচ্যুতি ও সোনার তুলনায় রূপার দামের অবনতির কারণ নিয়ে যে বাদ-বিসংবাদ চলছিল, এক দলের কাছে এই দুটো কারণের একটা যথেষ্ট কারণ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। এক পক্ষ অভিমত প্রকাশ করল যে, রূপাকে যদি মুদ্রাকরণ থেকে বিচ্যুত করা না হত, তাহলে তার মূল্যের কখনই অবনমন হত না। এই অভিমতের বিরুদ্ধে অপর পক্ষ জোরদার আপত্তি তুলল। তাঁদের মতে, রূপার অতিরিক্ত যোগান এই মূল্যের অবনমন-এর কারণ। এই আপেক্ষিক অধিক যোগান-ই কি সোনার তুলনায় রূপার মূল্যের অবনমনের যথেষ্ট কারণ? আপাতদৃষ্টিতে, এই ব্যাখ্যাকে

যুক্তিগ্রাহ্য উক্তি বলে মনে হয়। অর্থশাস্ত্রের প্রাথমিক উপপাদ্যের মধ্যে একটি এই যে, কোনও বস্তুর মূল্য, যোগানের সঙ্গে বিপরীতধর্মী হয়ে পরিবর্তিত হয়; এবং রূপার যোগান যদি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, তাহলে সোনার তুলনায় মূল্য হ্রাস ছাড়া আর কি স্বাভাবিক হতে পারে? যে তথ্যের ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

সারণি ১০

সোনা ও রূপার[১]

আপেক্ষিক উৎপাদন ও আপেক্ষিক মূল্য

সময় বিভাগ	সোনা ও রূপার উৎপাদনের ওজন ভিত্তিক হার ১ গ্রেইনস্ প্রতি	সোনা ও রূপার মূল্যের হার ১ গ্রেইনস্ প্রতি	উৎপাদন হারের আপেক্ষিক সূচক	মূল্যের হারের আপেক্ষিক সূচক	রূপার আপেক্ষিক উৎপাদনের পতন (–) ও বৃদ্ধি (+)	রূপার আপেক্ষিক মূল্যের পতন (–) ও বৃদ্ধি (+)
১৬৮১-১৭০০	৩১.৮	১৪.৯৬৫	১০০	১০০	–	–
১৭০১-১৭২০	২৭.৭	১৫.২১	৮৭	১০১.৭	–১৩	–১.৭
১৭২১-১৭৪০	২২.৬	১৫.১০	৭১	১০১	–২৯	–১.০
১৭৪১-১৭৬০	২১.৭	১৪.৭০	৬৭	৯৮.৩	–৩৩	+১.৭
১৭৬১-১৭৮০	৩১.৫	১৪.৪০	৯৯	৯৬.৩	–১	+৩.৭
১৭৮১-১৮০০	৪৯.৪	১৫.০৮	১৫৫.৬	১০০.৮	+৫৫.৬	–.৮
১৮৮০-১৮১০	৫০.৩	১৫.৬৭	১৫৮.০	১০৪.৮	+৫৮.০	–৪.৮
১৮১১-১৮২০	৪৭.২	১৫.৬৮	১৪৮.০	১০৪.৯	+৪৮.০	–৪.৯
১৮২১-১৮৩০	৩২.৪	১৫.৮২	১০১.৯	১০৫.৮	+১.৯	–৫.৮
১৮৩১-১৮৪০	২৯.৪	১৫.৭৭	৯২.৪	১০৫.৪	–৭.৬	–৫.৪
১৮৪১-১৮৫০	১৪.২	১৫.৮১	৪৪.৬	১০৫.৮	–৫৫.৪	–৫.৮
১৮৫১-১৮৫৫	৪.৪	১৫.৪৫	১৩.৫	১০৩.৩	–৮৬.২	–৩.৩
১৮৫৬-১৮৬০	৪.৫	১৫.২৮	১৪.০	১০২.২	–৮৬.০	–২.২
১৮৬১-১৮৬৫	৫.৯	১৫.৪২	১৮.৫৫	১০৩.১	–৫৮১.৫	–৩.১

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

১. এই তালিকা ফরাসি টাঁকশালের এম.দ্য. ফোভিল এর তথ্য ভিত্তিক, যা দেওয়া হয়েছে মি: এফ. বি. ফোর্বেস এর 'দ্বিধাতুমান' রচনায়, জুলাই, ১৮৯৭; পৃষ্ঠা ; ১২৫-১২৮।

১৮৬৬-১৮৭০	৬.৯	১৫.৫২	২১.৭	১০৩.৮	–৭৮.৩	–৩.৮
১৮৭১-১৮৭৫	১১.৩	১৬.১০	৩৫.৫	১০৭.৬	–৬৪.৫	–৭.৬
১৮৭৬-১৮৮০	১৩.২	১৭.৭৯	৪১.৫	১১৯.০	–৫৮.৫	–১৯০
১৮৮১-১৮৮৬	১৭.৩	১৮.৮১	৫৪.৪	১২৫.৮	–৪৫.৬	–২৫.৮
১৮৮৭-১৮৯০	১৯.৯	২০.৯৮	৬১.৬	১৪০.৩	–৩৭.৪	–৪০.৩
১৮৯১-১৮৯৫	২০.০	২৬.৭৫	৬২.৯	১৭৮.৯	–৩৭.১	–৭৮.৯

পরিবেশিত তথ্য থেকে দু'টি সন্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল। প্রথমটি হল, রূপার আপেক্ষিক উৎপাদনের যে বিশাল বৃদ্ধি অনুমিত হয়েছিল, সেই অনুমানের বাস্তবিক কোনও ভিত্তি ছিল না। পক্ষান্তরে, তথ্যগুলো দেখলে বুঝা যাবে যে, অষ্টাদশ শতকের সূচনা থেকে বৃদ্ধির পরিবর্তে রূপার আপেক্ষিক উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম চতুর্থাংশ সময় বাদ দিলে, সারণি উল্লিখিত দুই শতকে, সোনার তুলনায় রূপার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রমহ্রাসমান অনুপাতে।[১] রূপার অনুপাত অবশ্যই এতটা কম ছিল না উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, এবং ১৮৭৩ এর পরে যখন বৃদ্ধি পেতে শুরু করল, তখনও তার পরিমাণ অষ্টাদশ শতকের প্রথমে যা ছিল, তার অর্ধেক পর্যন্তও পৌছয়নি। এই তথ্য থেকে দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হল সোনার মূল্যের তুলনায় রূপার মূল্যের ওঠা-নামা সোনার যোগানের সঙ্গে রূপার যোগানের আপেক্ষিকতার যোগ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না। সাধারণ নীতি অনুযায়ী রূপার মূল্যবৃদ্ধির কারণ হল আপেক্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস হওয়া। অপরদিকে, আপেক্ষিক মূল্য ও আপেক্ষিক উৎপাদনের তথ্য, যা সারণিতে দেওয়া আছে, চিত্রলেখ ৩ এর ঘনিষ্ঠ অনুবন্ধ না দেখিয়ে, ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উল্টোটাই পরিলক্ষিত হয়। যোগান ও মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত অনুপাতে না হয়ে, দেখা যাচ্ছে যে, যখন যোগান হ্রাস পাচ্ছে, মূল্যও হ্রাস পাচ্ছে। এই ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই বিতর্ক তোলা হয়েছে

১. এর পরিপ্রেক্ষিতে, এটা কিছুটা আশ্চর্যের যে, প্রথিতদশা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডব্লু. লেক্সিস্ এই কারণে দ্বিধাতুমানের সমর্থন ত্যাগ করলেন যে, রূপার উৎপাদন বৃদ্ধি সোনার তুলনায় স্থায়ী উচ্চ অনুপাতে স্থাপনের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। দ্রষ্টব্য : তাঁর রচনা, 'বর্তমান মুদ্রাসম্বন্ধীয় অবস্থা', আমেরিকান অর্থনীতিবিদ সমিতির অর্থনীতি বিশ্লেষণ, ১৮৯৬; প্রথম খণ্ড : সংখ্যা ৪; পৃষ্ঠা : ২৭৩-৭৭। রূপার উৎপাদন মূল্যে পরিমাপ করবার অভ্যাস নিঃসন্দেহে এই ভিত্তিহীন অভিমতের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী।

CHART III
Relative Values and Relative Production of Gold and Silver
Ratio of Value
Ratio of Production.
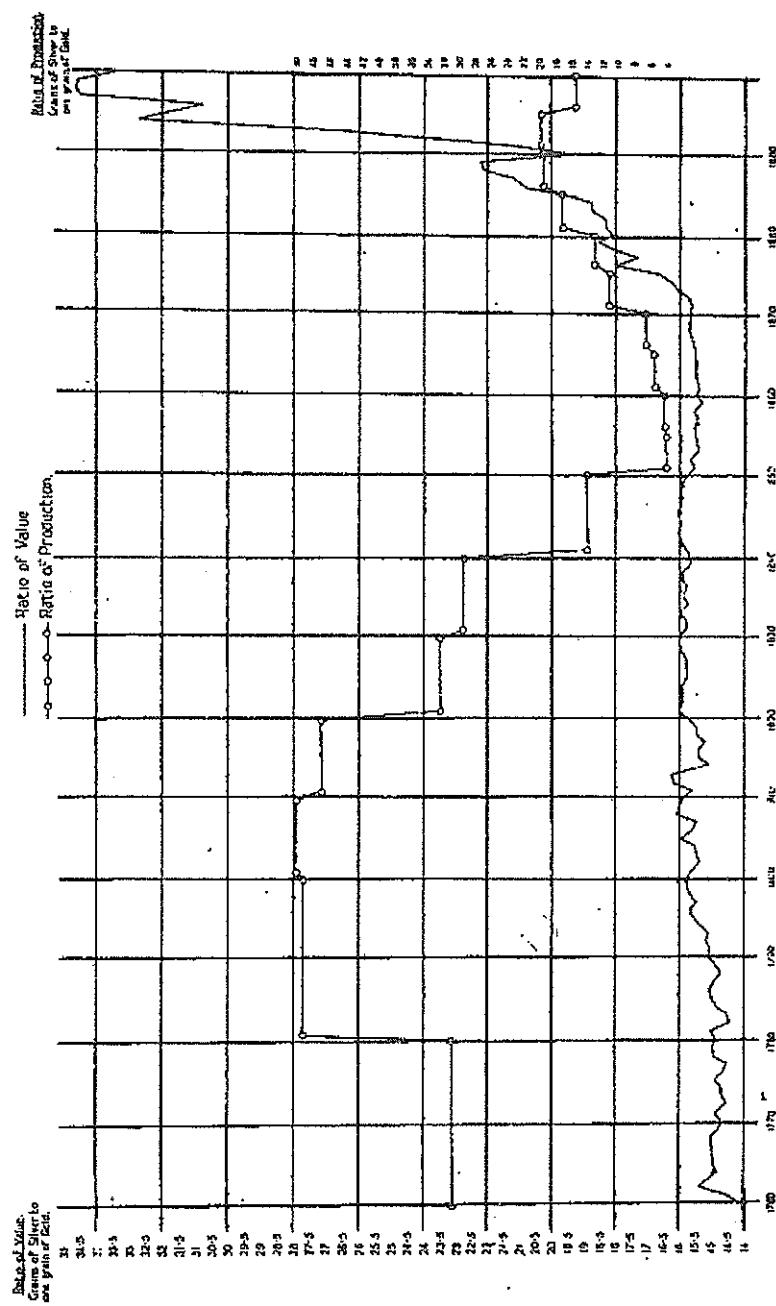
যে, যাঁরা মুদ্রাকরণ থেকে বিচ্যুতির তুলনায় অতিরিক্ত যোগানকে দায়ী করেছিল রূপার অবচয়ের যথেষ্ট ব্যাখ্যা বলে, এই তথ্যে তার কোনও সমর্থন নেই।

এই রকম অপ্রধান বিষয় বাদ দিলে, ১৮৭৩-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কুড়ি বছরে বিচিত্র ঘটনা এই সমস্যার আলোচনা বিশদভাবে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল।[১] এটা বলা হয়েছিল যে, ১৮৪৮ থেকে ১৮৭০- এই সময় বিভাগকে ১৮৭০ এর পরবর্তী সময় বিভাগের সঙ্গে তুলনা করলে এই দু'টি বিভাগের একটি আকর্ষক বিষয় পরিস্ফুট হয় যে, দু'টি ধাতুর আপেক্ষিক মূল্যের ক্ষেত্রে এই দু'টি সময় বিপরীত হলেও, আপেক্ষিক যোগানের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দু'টি ধাতুই এক রকম। ১৮৭০ থেকে ১৮৯৩, আপেক্ষিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে রূপার তুলনামূলক গুরুত্ব দেখা যায়। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭০, এই দু'টি ধাতুর আপেক্ষিক যোগানের ক্ষেত্রে দু'টি সময়-ই সমান্তরাল, একমাত্র ব্যতিক্রম যে, এই ক্ষেত্রে সোনার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয় বিভাগে (১৮৭০-১৮৯৩) অতি-যোগান নির্ণয় করেছিল এই দু'টি ধাতুর মূল্যের আপেক্ষিক সম্পর্ক, তাহলে প্রথম বিভাগে (১৮৪৮-১৮৭০) দু'টি ধাতুর আপেক্ষিক মূল্যের ক্ষেত্রে এক-ই কারণ সত্য হওয়া উচিত। তাহলে কি, প্রথম সময় বিভাগে দু'টি ধাতুর আপেক্ষিক মূল্যে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, যে রকম আলোড়ন দ্বিতীয় সময় বিভাগেও সৃষ্টি হয়েছিল? এটা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, প্রথম সময় বিভাগে দু'টি ধাতুর উৎপাদনের হারে যে আলোড়ন এসেছিল, সেটা দ্বিতীয় সময় বিভাগের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। অবশ্যই, তুলনামূলক বিচারে, দ্বিতীয় সময় বিভাগে বলার মতো কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি। তবুও প্রথম সময় বিভাগে ধাতু দু'টির আপেক্ষিক মূল্যহারের অনুপাত ১: ১৫১/২ 'র কাছাকাছি স্থির ছিল, যখন দ্বিতীয় সময় বিভাগে এই হার ১৬.১০ ও ২৬.৭৫ এর মধ্যে ওঠা নামা করেছে। যারা যুক্তি দেখিয়েছিল যে ১৮৭৩ এর পরে রূপার মূল্য হ্রাস হয়েছিল অতি-যোগানের কারণে, তারা বিপদে পড়ল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন সোনার দাম হ্রাস হল না যখন ১৮৭৩ এর আগে প্রচুর যোগান ছিল সোনার। তাই সমস্ত বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হল একটা প্রশ্নে যে, কি কারণে এই দু'টি অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হল? যখন সোনার উৎপাদনের ব্যাপক বৃদ্ধিতে রূপার মূল্য ২ শতাংশের বেশি বাড়ে নি, তখন রূপার উৎপাদনের আপেক্ষিক অকিঞ্চিৎকর বৃদ্ধিতে কিভাবে সোনার দাম এত বেশি বেড়ে গেল? কি সেই নিয়ন্ত্রণের

---

১. দ্রষ্টব্য : এইচ. এস. ফক্সওয়েলের 'দ্বিধাতুমান: অর্থ এবং উদ্দেশ্য', অক্সফোর্ড ইকনমিক রিভিউ, (১৮৯৩), খণ্ড III; পৃষ্ঠা : ৩০২।

প্রভাব যা একটি ক্ষেত্রে ছিল, অপর ক্ষেত্রে ছিল না? অপচয়ের কারণ হিসাবে যারা মনে করত রূপার বিমুদ্রাকরণ, তারা যুক্তি দেখিয়েছিল যে, সবদিক দিয়ে একই-রকম হলেও দু'টি সময়ের একটি জরুরি বিষয়ে পার্থক্য ছিল। পার্থক্য হল এই যে, প্রথম সময়ে কোনও দেশে মুদ্রামান ব্যাখ্যা করবার সময় ব্যবহার করা হত সোনার বা রূপার কোনও পরিমাণকে। ১৮০৩ সালের পূর্বে, দু'টি ধাতু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দরে মূল্যায়িত হত।[১] কিন্তু ১৮০৩ সালের পর এই দরের অনুপাত হয় ১: ১৫১/২ এবং এতে সর্বত্রই রূপ একরকম হয়; যার ফলে ওই বিভাগের পুরোটা সময়েই মুদ্রাব্যবস্থার মান ছিল ১ গ্রেইনস্ সোনা অথবা ১৫১/২ গ্রেইনস্ রূপা। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সময় বিভাগে, রূপার বিমুদ্রাকরণ ও স্থগিত রাখার ব্যাপারে ডিক্রি'র জন্য প্রথম সময় বিভাগের এই 'অথবা' বাদ, দেওয়া হল। অন্যদিকে বলতে গেলে, প্রথম সময়ে বৈশিষ্ট্য ছিল দ্বিধাতুমান প্রথার অগ্রগণ্যে দু'টি ধাতুই একটি নির্দিষ্ট হারে পরস্পর - পরিবর্তনের যোগ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেত, দ্বিতীয় সময়ে এই হার ব্যবহার করা যায় নি, কারণ পরস্পর বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট হার রদ হয়ে গিয়েছিল। এখন, নির্দিষ্ট হারের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কি এতটাই একমাত্র ক্ষমতা সম্পন্ন প্রভাব যে দু'টি সময় বিভাগের মধ্যে এমন চিহ্নিত বৈপরীত্য আনতে পারে? এইটাই যে সবটুকু বিভেদ সূচিত করেছে, এই অভিমত পোষণ করত দ্বিধাতুপ্রথার সমর্থকরা? এটা বলা হত যে, প্রথম সময়ে সোনা ও রূপা পরিবর্ত ধাতু হিসাবে পরিগণিত হত এবং এই দুই ধাতুকে ধরা হত 'দুই ধরণের শক্তিসম্পন্ন এক বস্তু' হিসাবে। সম্বন্ধ এতটাই নিবিড় ছিল যে, যোগানের অবস্থার ভেদে বিনিময় হারে কোনও প্রভাব পড়ত না, পরিবর্ত হলে যে প্রভাব পড়ত। পরিবর্ত বস্তুর ক্ষেত্রে একটির আপেক্ষিক অপ্রাচুর্যের জন্য অপরটির তুলনায় মূল্যবৃদ্ধি হয় না, কারণ, পরিবর্তনের স্বাধীনতার জন্য, একটির অভাব মেটানো যায় অপরটির প্রচুর যোগান থেকে। অপরদিকে, একটির যোগানের প্রাচুর্য অপরটির বিনিময় হারের থেকে আরও কম পরিমাণে মূল্যের অবচয় ঘটায় না, কারণ একটি বস্তুর আধিক্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় অপর বস্তুর অভাব দিয়ে। যতক্ষণ দু'টি বস্তু পরিবর্ত থাকে একটি নির্দিষ্ট হারে, ততক্ষণ এই দু'টির চাহিদা অথবা যোগান তাদের মধ্যে বিনিময় হারকে বিচ্যুত করতে পারে না। দু'টি ধাতু এক-ই বস্তু হওয়াতে, বাণিজ্যের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা অথবা যোগানে যে কোনও একটির যে রকম-ই পরিবর্তন আসুক না কেন, দুটি ধাতুর মূল্যস্তরে এক-ই প্রভাব পড়ে, যেন যে কোনও একটিই ছিল মূল্য নির্ধারণের মাধ্যম; কিন্তু তাদের বিনিময় হার এক-ই রকম থাকবে।

---

১. এই হারের জন্য দেখুন এইচ. এইচ. গিব্স-এর 'এ কল্যাক্যুই অন কারেন্সি'; পরিশিষ্ট : ছক-খ।

এই বক্তব্যের সমর্থনে জেভেনস্ এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ উদ্ধৃতি[১] উল্লেখ করা হয়েছিল। উদ্ধৃতিটি নিম্নে দেওয়া হল :—

'যখন বিভিন্ন বস্তু এক-ই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তাদের চাহিদা ও বিনিময়ের শর্ত স্বনির্ভরশীল নয়। তাদের পারস্পরিক বিনিময় হার-এ পরিবর্তন খুব বেশি হয় না, কারণ এটি ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করে উপযোগ হার-এর ওপর। গোমাংস ও মেষ-মাংসের মধ্যে তফাত এতটাই কম যে, মানুষ এই দু'রকম মাংস নিরপেক্ষ ভাবে খায়। কিন্তু, মেষ-মাংসের পাইকারি দর গো-মাংসের তুলনায় বেশি, গড়ে এই হার হল ৯ : ৮। তাহলে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে, মানুষ সাধারণভাবে মেষ-মাংসকে গোমাংসের তুলনায় এই হারে মূল্যবান মনে করে, তা না হলে প্রিয় মাংস কিনত না। যতক্ষণ উপযোগের এই সমীকরণ সত্য, ততক্ষণ মেষ-মাংস ও গোমাংসের বিনিময় হার ৮:৯ থেকে বিচ্যুত হবে না। যদি গোমাংসের যোগান কমে যায়, মানুষ বেশি দাম দিয়ে কিনবে না, বরঞ্চ মেষ-মাংস বেশি করে খাবে; যদি মেষ-মাংসের যোগান কমে যায়, তারা গোমাংস বেশি পরিমাণে খাবে। ..... বাস্তবিক আমাদের গোমাংস ও মেষমাংসকে একটাই বস্তু ধরতে হবে যার দু'রকম সামর্থ, যেমন ১৮ ক্যারেটের ও ২০ ক্যারাটের সোনাকে দু'টি ভিন্ন বস্তু ধরা হয় না, বরঞ্চ একটাই বস্তু বলা হয়, যদিও একটির ১৮ অংশ অপরটির ২০ অংশের সমান।

'এই মূলনীতির, ওপর ভিত্তি করে এবং কেয়ার্নস্-এর অভিমতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে, সোনা এবং রূপার বিনিময় হারের এই বিস্ময়করভাবে স্থায়ী যে বিনিময় হার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ইদানীং কাল পর্যন্ত কখনও ১৫:১ অনুপাত থেকে বিচ্যুত হয় নি। এই হারের অপরিবর্তনীয়তা যে পুরোপুরি দাম অথবা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন অস্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কারের প্রভাব দেখা যায় যৎসামান্য হয়েছে, কারণ সেই আবিষ্কারের ফলে সোনার আপেক্ষিকতায় রূপোর দাম ৪$^{১}/_{৩}$ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় নি এবং তার অপরিবর্তনীয় প্রভাব ১$^{১}/_{২}$ শতাংশ বেশি হয় নি। আপেক্ষিক মূল্যের অপরিবর্তনীয়তায় তার আংশিক কারণ হতে পারে এই যে, সোনা ও রূপা এক-ই প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়; সোনার অধিকতর পছন্দের কারণ হল এর উচ্চতর কার্যক্ষমতা। যদি না সোনার মূল্য রূপার তুলনায় ১৫ অথবা ১৫$^{১}/_{২}$: ১, যে হারে

১. অর্থশাস্ত্র নীতি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১১; পৃষ্ঠা : ১৩৪-৩৬।

ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই হারেই ধাতু দু'টির বিনিময় হত। ফরাসি মুদ্রাসম্বন্ধীয় আইন একটি কৃত্রিম সমীকরণ চালু করল:[১]

---

১. দ্বিধাতুমান এর এই কৃত্রিমতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে ও অন্যদের মনে পূর্ব ধারণা হয়ে রয়েছে। কিছু লোক বুঝতে পারে না, অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত দু'টি ধাতুর মূল্য নির্ধারণ কেন অন্য যে কোন দু'টিবস্তুর মূল্য নির্ধারণের থেকে এতটাই আলাদা যে, অন্যরা হতবুদ্ধি হয় এই ভেবে, সোনা ও রূপা যদি পরিবর্তনযোগ্য জোড় হয়, তাহলে কি আইনগত হার প্রয়োজন, যেখানে অন্য পরিবর্তনযোগ্য জোড়-বস্তুর ক্ষেত্রে এই হার নির্ভর করে তাদের উপযোগিতা-হারের ওপর। এই অসুবিধেগুলো অধ্যাপক ফিশার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন।

'দুই ধরনের মুদ্রা পরিবর্ত হিসাবে অন্য যে কোনও বস্তুর জোড় থেকে আলাদা। দু'টি সঠিক পরিবর্তকে খরিদ্দার একটি বস্তু বলেই মনে করে। তাই দু'টো বস্তুকে এক হিসাবে ধরে নিলে চাহিদার শর্ত সংখ্যা কমে যায়, কিন্তু অনির্ধারণযোগ্য কোনও কিছুর সূত্রপাত করে না, কারণ অদেয় শর্তগুলো তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় পরিবর্তের স্থিরীকৃত হার থেকে। তাই যদি দশ পাউন্ড আঁখ এক-ই প্রয়োজনে লাগে এগারো পাউন্ড বীটের মতো, তাহলে তাদের পরিবর্তের হার হল ১০:১১। এইসব ক্ষেত্রে পরিবর্ত-হার নির্ভর করে সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর জন্য দু'টি বস্তুর আপেক্ষিক ক্ষমতার ওপর, এবং সেটা দামের ওপর নির্ভরশীল। এই পরিবর্ত হার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত এবং সেটাই দামের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে।

'একমাত্র মুদ্রার ক্ষেত্রে কোনও স্থিরীকৃত পরিবর্ত হার নেই। আমাদের এই ক্ষেত্রে না বিচার করতে হয় আপেক্ষিক নমনীয় ক্ষমতা, না আপেক্ষিক পুষ্টি ক্ষমতা, না অভাব মেটানোর মতো কোনরকম ক্ষমতায় আপেক্ষিকতা। না ধাতুর কোনও অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে, এবং থাকলেও মূল্যের নির্ধারণ এ সব দিয়ে হয় না। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য আপেক্ষিক ক্রয়ক্ষমতা। আমরা মুদ্রার উপযোগিতা ধাতুতে নয়, মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতায় দেখি। এদের বাঞ্ছনীয়তা বা উপযোগিতা, দাম জানার আগে, বিচার করি চিনি তৈরিতে; কিন্তু সোনা ও রূপার আপেক্ষিক প্রচলন মূল্য সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে হবে আমরা এই দুই ধাতুর নিজেরা কি মূল্য দিতে পারি সেটা নির্ধারণ করবার আগে। আমাদের কাছে ঘটনাচক্রে পরিবর্ত হার-ই হল মূল্য হার। দুই ধরনের মুদ্রার ব্যাপারটা অদ্বিতীয়। এরা একে অন্যের পরিবর্ত, কিন্তু পরিবর্তের কোনও স্বাভাবিক হার নেই, এবং একান্তই ব্যবহারকারীর আপেক্ষিক পছন্দের ওপর নির্ভরশীল।

'পূবে উল্লিখিত বিচার্য বিষয়গুলো খেয়াল করেন না তাঁরাই, যাঁরা অনুমান করেন যে, পূর্ব পরিকল্পিত চাহিদা ও যোগানের এক ব্যবস্থায় স্থিরীকৃত আইনগত হার শুধুমাত্র জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়; এবং যারা প্রমাণ করতে চান যে, এই আনুপাতিক হার অকৃতকার্য হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত, তাঁদের কাছে এই সদৃশ ঘটনা বিকৃত বলে বোধ হয়। দুটি পরিবর্ত হিসাবেও সোনা ও রূপা সম্পূর্ণরূপে সদৃশ নয়, কারণ এই দুই ধরনের মুদ্রায় ব্যবহারকারীদের কোনও স্বাভাবিক পরিবর্ত হার নেই। এই থেকেই মনে হয় যে, 'হার' কৃত্রিম হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।—'মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা', ১৯১১; পৃষ্ঠা : ৩৭৬-৭৭।

'সোনার উপযোগিতা = ১৫১/২ × রূপার উপযোগিতা। এটা নিশ্চয়-ই কোনও কিছু কারণ ছাড়া নয় যে, ওলোঅস্কি এবং সাম্প্রতিক কালের ফরাসি অর্থনীতিবিদরা সোনা ও রূপার সম্পর্কের পরিবর্তন বন্ধ করতে পরিবর্ত নীতির জরুরি প্রভাবকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ১৮৭৩ সালের আগে দ্বিধাতু আইনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কার্যধারার জন্য এই হার রক্ষা করা হয়েছিল, তাহলে এটা কি বলা যাবে যে, আইন রদ না হলে ১৮৭৩ সালের পর এই হার বজায় থাকত? দ্বিধাতু প্রথা-সমর্থনকারীদের মতো আপসহীন হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিতে হলে এটা ধরে নিতে হয় যে, দ্বিধাতুপ্রথা সব অবস্থাতেই কার্যকরী। বাস্তবে, এই প্রথা কয়েকটি অবস্থায় কার্যকরী হলেও, সব অবস্থায় কার্যকরী নয়। এই অবস্থাগুলির অধ্যাপক ফিশার[১] ভালভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। দ্বিধাতুপ্রথায় প্রশ্ন হল যে, সোনা ও রূপার বাটের মধ্যে বাজার হার কি সোনা ও রূপার মুদ্রার আইনসম্মত হারের মতো সব সময় এক-ই থাকবে, যেখানে সোনা ও রূপার মুদ্রা স্বাধীনভাবে টাঁকশালে তৈরি করা যায় ও যাদের সীমাহীন আইনানুগ মূল্যবেদন ক্ষমতা আছে। এখন যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রূপার বাটের যোগান আনুপাতিক হারে সোনার বাটের যোগানের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তার ফলে টাঁকশাল ও বাজার হারে বিচ্যুতি ঘটবে। দ্বিধাতুপ্রথার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কার্যধারা কি সমতা ফিরিয়ে আনবে? সার্থক হতেও পারে, নাও হতে পারে। যদি রূপার বাটের যোগান-বৃদ্ধি এবং সোনার বাটের যোগান-হ্রাস এমন হয় যাতে মুদ্রাকরণে অন্তঃপ্রবাহের দরুন রূপার যোগানে হ্রাস

১. অর্থনীতির প্রাথমিক মূলনীতি, ১৯১২ পৃষ্ঠা : ২২৮-২৯। অধ্যাপক ফিশার যে উদাহরণ দিয়েছেন তাতে তিনি, বলতে না চাইলেও, দেখিয়েছিলেন যে, দ্বিধাতুপ্রথার সার্থকতা বা অসার্থকতা নির্ভর করে দু'টি ধাতুর প্রচলন বজায় আছে কিনা তার ওপর। দ্বিধাতুপ্রথার অসার্থকতা দেখানোর জন্য যে উদাহরণ তিনি দিয়েছেন ১৪ (খ) তালিকায় 'চ' তে, দেখানো হয়েছে যে সোনা পুরোপুরি প্রচলন-বহির্ভূত হয়ে পড়েছে; আবার ১৫ (খ) তালিকায় যে উদাহরণে তিনি দ্বিধাতুপ্রথার সার্থকতা দেখিয়েছেন, তার ফিল্ম 'চ' তে দেখানো হয়েছে যে, সোনা আংশিক ভাবে প্রচলন বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তৃতীয় একটি সম্ভাবনা না হবার কোনও কারণ দেখা যায় না; অর্থাৎ ১৪ (খ) তালিকায় 'চ-এর' যে অবস্থান দেখানো হয়েছে, সেই অবস্থায়-একটি ধাতু পুরোপুরি প্রচলনের বাইরে চলে গেলেও দ্বিধাতুপ্রথা সার্থক হতে পারে। কারণ দ্বিধাতুপ্রথা সার্থক হতে হলে দু'টো ধাতু-ই মুদ্রার মধ্যে স্থাপিত আইনগত হার অনুপাতে দু'টি ধাতুর বাটের আপেক্ষিক মূল্য পুনঃস্থাপিত করবার ক্ষতিপূরণস্বরূপ কার্যধারা সার্থক কিনা, তার ওপর নির্ভর করে। দ্বিধাতুপ্রথার সার্থকতা যদি পুনঃস্থাপিত করতে হয়, তাহলে হার বজায় থাকে, যদিও এই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কার্যধারায় একটি ধাতু প্রচলনের বাইরে চলে যায়।

এবং মুদ্রাকরণ থেকে বহির্গমনের জন্য সোনার যোগানবৃদ্ধি যদি ধাতুর বাটের হার পূর্বের মাত্রায় পুনঃস্থাপন করতে পারে, তাহলে দ্বিধাতু প্রথা সার্থকতা লাভ করবে; সহজভাবে বলতে গেলে, দু'টি ধাতুর বাটের বাজার হার টাঁকশাল-হার এর সমান হওয়ার দিকে ঝুঁকবে। কিন্তু রূপার বাটের যোগান-বৃদ্ধি ও সোনার বাটের যোগান-হ্রাস এমন হয় যে, রূপার মুদ্রাকরণের জন্য বহির্গমনের ফলে রূপার বাটের যোগান পূর্বের স্তরে ফিরে যায়, কিন্তু মুদ্রাকরণ থেকে বহির্গমন সত্ত্বেও সোনার বাটের যোগান পূর্বের স্তরে ফিরে না আসে, অথবা, মুদ্রাকরণ থেকে বহির্গমনে সোনার বাটের যোগান পূর্বের স্তরে ফিরে যায়, কিন্তু মুদ্রাকরণে অন্তঃপ্রবাহ সত্ত্বেও রূপার বাটের যোগান হ্রাস হয়েও পূর্বের স্তরে ফিরে না আসে, দ্বিধাতুপ্রথা সে ক্ষেত্রে অবশ্যই অসার্থক হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, দুই ধাতুর বাটের বাজার হার তাদের মুদ্রার জন্য আইনগতভাবে সংস্থাপিত টাঁকশাল হারের থেকে বিচ্যুত থাকবে।

এই দু'টি সম্ভাবনার কোনটিতে ১৮৭৩ সালের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিকে ফেলা যায়? এটা এমন-ই একটা প্রশ্ন যার উত্তর কেউ নিশ্চিত ভাবে দিতে পারেনি। এমনকি জেভন্স, যিনি প্রথম সময়ে দ্বিধাতুপ্রথার সার্থকতা স্বীকার করেছিলেন, তিনিও পরবর্তীকালে দ্বিধাতুপ্রথার সার্থকতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনিই লক্ষ্য করেছিলেন যে[১]—

'দ্বিধাতুপ্রথা এমন-ই একটা প্রশ্ন যার কোনও যথাযথ ও সরল উত্তর হয় না। এটা মূলত একটি অনির্ণেয় সমস্যা। এর মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তনশীল মাত্রা ও প্রচুর অপরিবর্তিত মাত্রার সমাবেশ, এবং শেষোক্ত মাত্রাগুলি বেঠিক ভাবে জানা আছে, অথবা অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই জানা নেই...।'

যাই হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে, টাঁকশাল হার ও বাজার হারের মধ্যে বিচ্যুতির পরিমাণ যেখানে দ্বিধাতুপ্রথা প্রচলিত নয় তার তুলনায় দ্বিধাতুপ্রথায় তুলনামূলক ভাবে কম থাকা উচিত। যখন-ই টাঁকশাল হারের থেকে বাজার হারের বিচ্যুতি ঘটে, তখন-ই ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কার্যধারা সমতা ফিরিয়ে আনতে উদ্যত হয়, এবং সেখানে সমতা ফিরিয়ে আনাতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে এই দু'টি হারের মধ্যে একটা যোগসূত্র অন্তত তৈরি করে দেয়। এই প্রেক্ষাপটে, এটা বলা নিরাপদ যে,

১. তদন্ত ইত্যাদি (সম্পাদনা—ফক্সওয়েল); পৃষ্ঠা : ৩১৭।

১৮৭৩ সালের পর রূপার মুদ্রাকরণ থেকে বিচ্যুতি না ঘটলে, সোনা ও রূপার মধ্যেকার হার পূর্ব সময়ের মুদ্রা বিশৃঙ্খলার সময়ে প্রচলিত হারের মাত্রা বজায় থাকত। যে কোনও অবস্থায় এটা নিশ্চিন্ত যে, দু'টি ধাতুর মধ্যেকার বাজার হার টাঁকশাল হারের থেকে যতটা বিচ্যুত হয়েছে, ততটা হত না।[১]

সুতরাং, সত্তর দশকের মুদ্রা বিষয়ক আইন প্রণয়নের বিষয়ে এটা একটা দুঃখজনক বিবৃতি যে, যদি কোনও কারণ ব্যতিরেকেই পূর্বে অজানা কোনও সমস্যা তৈরি করতে সাহায্য না করে থাকে, এটা অবশ্যই একটা খারাপ অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলতে সাহায্য করেছে। ১৮৭০ সালের আগে, সর্বস্থানে প্রচলিত মুদ্রা সব দেশে ছিল না। ভারত ও পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশ ছিল যেখানে পুরোপুরি রূপা ভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, এবং অন্যত্র, যেমন ইংল্যান্ড ও পর্তুগালে, প্রচলিত ছিল পুরোপুরি সোনা-ভিত্তিক ব্যবস্থা, কিন্তু কোনও পারস্পরিক আদান-প্রদানে সর্বত্র প্রচলিত মূল্যমানের অভাব বোধ করা হয়নি। যতক্ষণ ফ্রান্স ও লাতিন দেশসমূহে স্থিরীকৃত হার প্রথার প্রচলন ছিল, ততক্ষণ এই সমস্যা মোকাবিলার আয়োজন ছিল, কারণ এই ব্যবস্থায় দু'টি ধাতুর চরিত্র একটির মতোই ছিল, এবং তাতে সর্বত্রগ্রাহ্য মানের প্রয়োজন মিটত, যদিও মুদ্রামান হিসাবে সব দেশ এক-ই ধাতু ব্যবহার করত না। সুতরাং, কোন ধাতু ব্যবহার করা হচ্ছে, সে বিষয়ে অধিকাংশ দেশ আপেক্ষিক ভাবে উদাসীন ছিল যতক্ষণ না কোনও একটি দেশ যে কোনও একটি ধাতু নির্দিষ্ট একটা হার-এ ধাতুর ব্যবহার করছে। এই স্থিরীকৃত হার অবলুপ্তি, যেটি ছিল আপেক্ষিক উদাসীনতা-প্রসূত, অতি প্রয়োজনীয় চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। প্রত্যেকটি দেশ, যারা সর্ব স্থান গ্রাহ্য মুদ্রা ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও সর্বগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক মানের সুবিধা ভোগ করত, তারা এক সংকটের সম্মুখীন হল, যেখানে তাদের কাছে দু'টির মধ্যে একটি মাত্র পথ-ই খোলা রইল—সর্বগ্রাহ্য মান বজায় রাখার জন্য মুদ্রা ব্যবস্থা ত্যাগ অথবা মুদ্রা ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে থেকে সর্বগ্রাহ্য মানের সুবিধাগুলো পরিত্যাগ করা। সর্বগ্রাহ্য মানের অত্যাবশ্যকতা অবশেষে স্বীকৃতি পেল, যেটা পাওয়া উচিত-ই ছিল, কিন্তু ততদিন হয় নি যতদিন না মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়েছে এবং বেশ কিছু ভারি বোঝা চেপেছে মানুষের ওপরে এই সর্বগ্রাহ্য মানের অভাবের দরুন।

---

১. ফিশার, 'মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা', ১৯১১; পৃষ্ঠা : ১৩৪-৩৫।

অধ্যায় ৩

রৌপ্যমান ও স্থিতিহীনতার কুফল

বিনিময় হারের ঐক্যহীনতার ফলে অর্থনৈতিক ফলশ্রুতির চরিত্র হয়েছিল সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী। বাণিজ্যিক জগতকে দু'টি একেবারে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করে ফেলেছিল—মুদ্রা ব্যবস্থার মান হিসাব একটি গোষ্ঠী ব্যবহার করছিল সোনা ও অপর গোষ্ঠী রূপা। ১৮৭৩ সালের পূর্বাবস্থার মতো, যতক্ষণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রূপার সর্বদাই সমান ছিল, ততক্ষণ আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন দেশ স্বর্ণমান ব্যবহার করছে ও কোন দেশ রৌপ্যমান ব্যবহার করছে, তাতে কিছু এসে যেত না; এই দুই ধরনের মুদ্রার কোনটিতে দায় নির্ধারিত হচ্ছে বা দায় আদায় হচ্ছে, তাতে কিছু এসে যেত না। কিন্তু স্থিরীকৃত বিনিময় হারের সমতার অবচ্যুতির ফলে বছরের পর বছর, মাসের পর মাস যখন অমুক পরিমাণ সোনার সমান অমুক পরিমাণ রূপা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন মূল্যের যথার্থতার, যা মুদ্রা সম্বন্ধীয় লেনদেনের সত্তা, স্থান দখল করল জুয়ার অনিশ্চিয়তা। সব দেশ অবশ্য সমান মাত্রায় ও সমানভাবে এই বিমূঢ়তার ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে উপনীত হল না, যদিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণকারী কোনও দেশের পক্ষে এই ঘূর্ণাবর্তের আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব ছিল। ভারতের পক্ষে এটা এতটাই সত্যি ছিল, যা অন্য কোনও দেশের পক্ষে ছিল না। ভারত ছিল রৌপ্যমান ব্যবহারকারী একটি দেশ, যার বন্ধন ছিল স্বর্ণমান ব্যবহারকারী এক দেশের সঙ্গে। তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ও আর্থিক জীবন ছিল কিছু অন্ধ শক্তির দয়ার ওপর নির্ভরশীল, যে শক্তির প্রক্রিয়া নির্ভর করত সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যের ওপর, যা টাকা-স্টার্লিং-এর লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করত।

যে-সব দেশের অর্থাদি প্রদানের দায়বদ্ধতা ছিল সোনায়, এই অবচ্যুতি তাদের বোঝা দিল বাড়িয়ে। এদের মধ্যে সবথেকে অবচ্যুত ছিল ভারত সরকার। রাজনৈতিক সংবিধানের আবশ্যিকতায়, সেই সরকার দায়বদ্ধ ছিল ইংল্যান্ডকে নিম্নলিখিত প্রদানের জন্য : (১) ঋণের সুদ ও গ্যারান্টি যুক্ত রেলওয়ে কোম্পানির শেয়ার বাবদ; (২) ভারতের প্রয়োজনে রাখা ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর খরচা বাবদ; (৩) ইংল্যান্ডে

প্রদেয় পেনশন ও অপ্রযোজ্য ভাতা বাবদ; (৪) দেশ শাসনের খরচ বাবদ;[১] এবং (৫) ইংল্যান্ডে ক্রয় করা রসদ ভারতে ব্যবহার বা উপভোগ বাবদ। যেহেতু ইংল্যান্ডে ছিল স্বর্ণমানের প্রচলন, সেইজন্য এই সব প্রদেয় মেটাতে হয়েছিল সোনায়। কিন্তু ভারত সরকারের যে আয় থেকে এই প্রদেয় মেটানো হয়েছিল, সেটা পাওয়া গিয়েছিল রূপায় যা দেশের একমাত্র আইনানুগ মুদ্রাব্যবস্থা ছিল। এটা স্পষ্ট যে, যদিও এই সব সোনায় প্রদেয় ছিল একটি নিশ্চিত স্থিরীকৃত মূল্যের, তবু যে হারে রূপার পরিবর্ত সোনার মূল্য হ্রাস পেয়েছে যে, সেই সমপদক্ষেপেই (Pari Passu) বেড়েছে তাদের বোঝা। কিন্তু সোনার প্রদান কোনও নিশ্চিত পরিমাণের ছিল না। এই পরিমাণ সব সময় বর্ধমান ছিল, যার ফলে সোনায় প্রদেয় অর্থ টাকার মূল্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল একদিকে পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে, অন্যদিকে মাধ্যম সঙ্কোচনের জন্য, অর্থাৎ প্রদেয় মাধ্যম সোনার মূল্য বৃদ্ধির ফলে। কি ভয়ানক ভাবে এই দ্বিগুণ কর ভারতের আয় ক্ষীণ করেছিল, তার সন্দেহাতীত সাক্ষ্য প্রমাণ নিম্নের সারণি-১১ তে দেওয়া হল।

সারণি-১১

সোনায় প্রদানের জন্য টাকায় দাম বৃদ্ধি[২]

আর্থিক বছর	বছরের গত বিনিময় হার	১৮৭৪-৭৫ এর তুলনায় স্টার্লিং প্রদানের জন্য মোট অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন	কারণ ভিত্তিক অতিরিক্ত পরিমাণ	
			(১) বিনিময় হারের অবনমন, ১৯৭৪-৭৫ এর তুলনায়	(২) সোনায় প্রদান বৃদ্ধি, ১৮৭৪-৭৫ এর তুলনায়
	শি পে	টাকা	টাকা	টাকা
১৮৭৫-৭৬	১ ৯.৬২৬	৮৬,৯৭,৯৮০	৪১,১৩,৭২৩	৪৫,৮৪,২৫৭
১৮৭৬-৭৭	১ ৮.৫০৮	৩,১৫,০৬,৮২৪	১,৪৪,৬৮,২৩৪	১,৭০,৩৮,৫০০
১৮৭৭-৭৮	১ ৮.৭৯১	১,৩০,০৫,৪৮১	১,১৪,৪৫,৬৭০	১,১৫,৪৬,৮১১

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

১. পুনর্গঠন আইন, ১৯২০ অনুযায়ী খরচের যে অংশ 'রাজনৈতিক' সেটুকু ব্রিটিশ প্রাক্‌কলন-এর মধ্যে রাখা হয়েছে।

২. ১৮৪৩ ভারতীয় মুদ্রা আয়-ব্যয়ক্ পরিশিষ্ট-২; পৃষ্ঠা : ২৭০ থেকে সংকলিত।

১৮৭৮-৭৯	১ ৭.৭৯৪	১,৮৫,২৩,১৭০	১,০৪,১৬,৭১৮	৮১,০৬,৪৫২
১৮৭৯-৮০	১ ৭.৯৬১	৩৯,২৩,৫৭০	১,৬৫,৩৭,৩৯৪	১,২৬,১৩,৮২৪
১৮৮০-৮১	১ ৭.৯৫৬	৩,১২,১১,৯৮১	১,৯২,৮২,৫৮২	১,১৯,২৯,৩৯৯
১৮৮১-৮২	১ ৭.৮৯৫	৩,১৮,১৯,৬৮৫	১,৯৮,৭৬,৭৮৬	১,১৯,৪২,৮৯৯
১৮৮২-৮৩	১ ৭.৫২৫	৬২,৫০,৫১৮	১,৮৬,৩৫,২৪৬	২,৪৮,৮৫,৭৬৪
১৮৮৩-৮৪	১ ৭.৫৩৬	৩,৪৪,১৬,৬৮৫	২,৩৩,৪৬,০৪০	১,১০,৭০,৬৪৫
১৮৮৪-৮৫	১ ৭.৩০৬	১,৯৬,২৫,৯৮১	২,৪৮,০৩,৪২৩	৫১,৭৭,৪৪২
১৮৮৫-৮৬	১ ৬.২৫৪	১,৮২,১১,৩৪৬	২,৫৪,৯৫,৩৩৭	৪,৩৭,০৬,৬৮৩
১৮৮৬-৮৭	১ ৫.৪৪১	৪,৬৯,১৬,৭৮৮	৪,৪৬,৬৮,২৯৯	২২,৪৮,৪৮৯
১৮৮৭-৮৮	১ ৪.৮৯৮	৪,৬৩,১৩,১৬১	৪,৯৬,৬০,৫৩৭	৩৩,৪৭,৩৭৬
১৮৮৮-৮৯	১ ৪.৩৭৯	৯,০০,৩৮,১৬৬	৬,৫৯,৭১,৯৯৮	২,৪০,৬৬,১৬৮
১৮৮৯-৯০	১ ৪.৫৬৬	৭,৭৫,৯৬,৮৮৯	৬,০৬,৯৮,৩৭০	১,৬৮,৯৮,৫১৯
১৮৯০-৯১	১ ৬.০০০	৯,০৬,১১,৮৫৭	৪,৬৫,৪৮,৩০২	৪,৪০,৬৩,৫৫৫
১৮৯১-৯২	১ ৪.৭৩৩	১০,৪৪,৪৪,৫২৯	৬,৫৪,৫২,৯৯৯	৩,৮৯,৯১,৫৩০

সরকারের আর্থিক সঙ্গতিতে এই বৃদ্ধিশীল বোঝার ফল কি হতে পারে তা ভালভাবেই অনুমেয়; সরকারের প্রথমে যে বিব্রতকর অবস্থা ছিল, ক্রমশ বেড়ে যাওয়া এই বোঝায় নিতান্ত মরিয়া হয়ে উঠল পরের দিকে। সরকার আর্থিক ব্যাপারে চড়া কর নীতি গ্রহণ করল ও কঠোর অর্থনীতি অবলম্বন করল। ১৮৭২-৭৩ থেকে ভারতীয় আয়-ব্যয়কে (Budget) অর্থাগমের দিকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনও একটা বছর যায় নি, যখন প্রচলিত কর-এ আরও কিছু যোগ করা হয় নি। ১৮৭২-৭৩ সালে প্রচলন করা হল 'প্রাদেশিক দর' নামক কর। ১৮৭৫-৭৬ অর্থনৈতিক বছরে প্রতি গ্যালন স্পিরিট-এ এক টাকা করে শুল্ক কর চাপানো হল। ১৮৭৭-৭৮ সালে মালওয়া আফিমের ওপর সম্মতি-কর প্রতি বাক্সে ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৫০ টাকা করা হল। ১৮৭৮-৭৯ সালে লাইসেন্স কর ও আঞ্চলিক কর ব্যবস্থা যোগ করা হল ও পরের বছর মালওয়া আফিমে প্রতি বাক্সে ৫০ টাকা করে অতিরিক্ত কর চাপানো হল। এইসব করের মাধ্যমে সরকার তার আর্থিক অবস্থা যথাযথ করতে পারবে বলে আশা করেছিল। ১৮৮২ সালের শেষে সরকার বেশ

নিরাপদ অবস্থা অনুভব করল, এমন কি কিছুটা কর প্রত্যর্পণ করল, আমদানি কর কমিয়ে দিয়ে ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পাটওয়ারি কর কমিয়ে দিয়ে। বিনিময় হারের দ্রুত গতিতে অবনতিতে সত্বর দেখা গেল যে স্টার্লিং-এ প্রদানের জন্য অতিরিক্ত খরচ মেটাতে আরও বেশি কর চাপানো প্রয়োজন। চলতি বোঝার ওপর ১৮৮৬ সালে যোগ করা হল আয়-কর ও আমদানিকৃত অপ্রজ্জ্বলন যোগ্য পেট্রোলিয়ামের ওপর ৫ শতাংশ কর। ১৮৮৮ সালে লবণ কর ভারতে দু'টাকা থেকে আড়াই টাকা, ব্রহ্মদেশে ৩ আনা থেকে ১টাকা প্রতি মন করা হল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ১৮৮২ সালে রদ হওয়া পাটওয়ারি কর আবার চালু করা হল ১৮৮৮ তে। ১৮৯০ সালে আমদানিকৃত স্পিরিটের ওপর করের ফলে ও স্পিরিটের ওপর শুল্ক কর শুধুমাত্র বৃদ্ধি হল তা নয়, পরে প্রত্যেক প্রদেশেই এগুলি চালু করা হল। ১৮৯৩ সালে সীরাজাত (Malt) মদে শুল্ক কর চাপানো হল, ও আরেকটি কর চাপানো হল নোনা মাছের ওপর, প্রতি মন ৬ আনা করে। ১৮৮২-৮৩ সাল থেকে ধার্য করা কর ও শুল্ক থেকে আয় হয়েছিল নিম্নরূপ।[১]

উৎস	১৮৮২-৮৩	১৮৯২-৯৩
	টাকা	টাকা
লবণ	৫,৬৭,৫০,০০০	৮,১৪,৯০,০০০
শুল্ককর	৩,৪৭,৫০,০০০	৪,৯৭,৯০,০০০
আমদানি শুল্ক	১,০৮,৯০,০০০	১,৪১,৮০,০০০
নিরূপিত কর	৪৮,৪০,০০০	১,৬৩,৬০,০০০

এই অতিরিক্ত বোঝার একমাত্র কারণ সোনায় প্রদানের খরচ বৃদ্ধির মোকাবিলা করবার জন্য, এবং 'এটার প্রয়োজন হত না, যদি বিনিময় হার হ্রাস না পেত।'[২]

আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার পরিচালনার জন্য খরচে অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করল। ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সরকার আমদানি করা ইংরেজদের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সস্তায় দেশীয় ঠিকাদার নিয়োগ করলেন বিকল্প হিসাবে। ১৮৭০ সালের পূর্বে, এই পন্থায় অর্থনীতি পরিচালনার সুযোগ ছিল সীমিত। ১৭৯৩ সালের

১. 'ভারতীয় মুদ্রা কমিটির প্রতিবেদন,' ১৮৯৩, পরিশিষ্ট ২; পৃষ্ঠা: ২৬৩।
২. জে.ই.ও কোনর: 'ভারতীয় মুদ্রা কমিটির প্রতিবেদন' ১৮৯৮, পরিশিষ্ট ২; পৃষ্ঠা: ১৮২।

আইনে[১] অসামরিক সরকারি চাকরির যে সব পদ চুক্তিবদ্ধ চাকুরেদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, ১৮৫৩ সালের অসামরিক সরকারি চাকরি পুনর্গঠনে[২] সেই সব পদে ভারতীয়দের নিয়োগের পথ পরিষ্কার করা হল। কিন্তু এই পুনর্গঠন পরিচালন ব্যয় কমানোতে কোনও রকম সাহায্য করল না, কারণ এই অসামরিক সরকারি চাকরিতে ভারতীয় চাকুরেরা ইংরেজ চাকুরেদের মতই উঁচু ক্রমে মাইনে পেতে লাগল। এই সময়েই ১৮৭০ সালের সংবিধি (ভিক ৩৩, সি ৩) গৃহীত হল, যে সংবিধির বলে শুল্কবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত চাকুরেদের জন্য সংরক্ষিত অসামরিক সরকারি চাকরিতে কম মাইনেতে অননুমোদিত মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগ করার অনুমতি মিলল, এবং তখন-ই ভারত সরকারের কাছে সত্যিকারের সুযোগ আসল ব্যয় সংকোচনের। চাপে পড়ে সরকার আইনের এই সুযোগ গ্রহণ করল। ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজন এতটা বেশি ছিল এবং সরকারের খরচ হ্রাসের ইচ্ছে এতটাই ছিল যে, আরও সুষ্ঠু পরিচালনের উত্তরোত্তর দাবী সত্ত্বেও, বেশি দামি চুক্তিবদ্ধ অসামরিকদের স্থলে কমদামি অচুক্তিবদ্ধ অসামরিকদের নিয়োগ করা শুরু করল। যে হারে এই পরিবর্তন করা হল তা কোনও ভাবেই কম নয়, কারণ দেখা যায়, যে সব পদ সাধারণভাবে চুক্তিবদ্ধ অসামরিকদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৯ এর মধ্যে ইংল্যান্ডে নিয়োগ করা চুক্তিবদ্ধ চাকুরেদের সংখ্যা ২২ শতাংশের বেশি কমে যায় ও প্রায় আরও ১২ শতাংশ কমে যাওয়া সম্ভাবনা থাকে।[৩] দামি প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে সস্তায় প্রতিনিধি নিয়োগ করা ছাড়াও, স্বস্তি পাওয়ার জন্য সরকার উচ্চপদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভাগীয় অমিতব্যয়িতা ছাঁটাই করতে শুরু করলেন।[৪] আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের বীরোচিত পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও, অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকার সময়ের এই নির্দিষ্ট বিভাগ কখন-ই সৌভাগ্যশালী অবস্থায় থাকতে পারে নি বিনিময় হার হ্রাসের জন্য, যা সারণি-১২ তে দেখানো হয়েছে।

আরও দুর্ভাগ্যজনক হল, অর্থনৈতিক আনুকূল্যের অভাবে প্রয়োজনীয় সরকারি পূর্তকার্যের জন্য অর্থসংস্থানে সরকারের অক্ষমতা। ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণ নির্ভর করে দেশের সম্পদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগে। কিন্তু লোকের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যম ছিল খুব-ই কম। সেইজন্য বহনীয় অর্থনৈতিক জীবনের দু'টি প্রাথমিক প্রয়োজন

১. আইনের এই ধারা ১৮৬১ সালের আইনে পুনর্যোজন হয়েছে।

২. দ্রষ্টব্য: 'পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিবেদন'; ১৮৮৭ সালের ৫৩২৭।

৩. দ্রষ্টব্য: মি: জেনকিন্স-এর সাক্ষ্য, প্রশ্ন ১২। সাক্ষ্যদানের কার্যলিপি, পূর্ব ভারতের প্রবর সমিতি(অসামরিক চাকুরে) হাউস অব কমন্স, ১৮৯০ সালের ৩২৭।

৪. দ্রষ্টব্য: 'কলকাতা অসামরিক অর্থসংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদন' ১৮৮৬; আরও, 'অসামরিক অর্থসংক্রান্ত কমিশনরের প্রতিবেদন' (১৮৮৭), যা কমিটি ভেঙে যাওয়ার পরে, এই কমিটির রিপোর্ট সম্পূর্ণ করেন।

সারণি ১২

ভারত সরকারের আয় ও ব্যয়

বছর	গড় বিনিময় হার (পেন্স)	ভারতে			ইংল্যান্ডে		চূড়ান্ত ফল
		নীট আয় (টাকা)	নীট ব্যয় (টাকা) বিনিময় বাদে	উদ্বৃত্ত আয় (টাকা)	নীট স্টার্লিং আয় (টাকা)	বিনিময় (টাকা)	উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (–) (টাকা)
১৮৭৪-৭৫	২২.১৫৬	৩৯,৫৬৪,২১৬	২৫,৮৯৭,০৯৪	১৩,৬৬৭,১১৮	১২,৫৬২,১০১	১,০৪৫,২৩৯	৫৯,৭৭৮
১৮৭৫-৭৬	২১.৬২৬	৪০,০৫৩,৪১৯	২৪,৫৪১,৯২৩	১৫,৫১১,৪৯৬	১২,৫৪৪,৮১৩	১,৩৭৭,৪২৮	১,৫৮৯,২৫৫
১৮৭৬-৭৭	২০.৫০৮	৩৮,২৫৩,৩৬৬	২৫,৩৫৫,২৮৫	১২,৮৯৮,০৮১	১৩,২২৯,৬৪৬	২,২৫২,৬১১	(–)২,৫৮৪,১৭৬
১৮৭৭-৭৮	২০.৭৯১	৩৯,২৭৫,৪৮৯	২৭,৬৫৮,০২১	১১,৬১৭,৪৬৮	১৩,৭৫৬,৪৭৮	২,১২৩,০৩০	(–)৪,২৬২,০৪০
১৮৭৮-৭৯	১৯.৭৯৪	৪৪,৪১৫,১৩৯	২৫,৭৭৮,৯২৮	১৮,৬৩৬,২১১	১৩,৬১০,২১১	২,৮৯১,৯০২	২,১৩৪,০৯৮
১৮৭৯-৮০	১৯.৯৬১	৪৫,২৫৮,১৯৭	২৯,৩৮৪,০৩০	১৫,৮৭৪,১৬৭	১৪,২২৩,৮৯১	২,৮৭৮,১৬৯	(–)১,২২৭,৮৯৩
১৮৮০-৮১	১৯.৯৫৬	৪৪,৬৯১,১১৯	৩৪,৮৮০,৪৩৪	৯,৮১০,০৮৫	১১,১৭৭,২৩১	২,২৪৬,৮৪৮	(–)৩,০৩১,৩৯৪
১৮৮১-৮২	১৯.৮৯৫	৪৫,৪৭১,৮৮৭	২৭,৭১৭,২৪৯	১৭,৭৫৪,৬৩৮	১১,৭৩৭,৬৮৮	২,৪২১,৪৯৯	৩,৫৯৫,৪৫১
১৮৮২-৮৩	১৯.৫২৫	৪২,৫২৬,১৭৩	২৫,৫০০,৪৩৭	১৭,০২৫,৭৩৬	১৩,২৯৯,৯৭৬	৩,০৫০,৯২৩	৬৭৪,৮৩৭
১৮৮৩-৮৪	১৯.৫৩৬	৪৩,৫৯১,২৭০	২৩,৫৬৬,৩৮১	২০,০২৪,৮৯২	১৪,৭৭০,২৫৭	৩,৩৭৫,১৫৮	১,৮৭৯,৪৭৭
১৮৮৪-৮৫	১৯.৩০৮	৪১,৫৮৫,৩৪৭	২৪,৭৬৩,৭৭৯	১৬,৮২১,৫৬৮	১৩,৮৪৪,০২৮	৩,৩৬৩,৯৮৬	(–)৩৮৬,৪৪৬
১৮৮৫-৮৬	১৮.২৫৪	৪২,৬৩৫,৯৫৩	২৭,৩৫২,১৩২	১৫,২৮৩,৮২১	১৩,৭৫৫,৬৫৯	৪,৩২৯,৮৮৮	(–)২,৮০১,৭২৬
১৮৮৬-৮৭	১৭.৪৪১	৪৪,৮০৪,৭৭৪	২৫,১২৪,৩৩৫	১৯,৬৮০,৪৩৯	১৪,১৭২,২৯৮	৫,৩২৭,৭১৪	১৭৮,৪২৭
১৮৮৭-৮৮	১৬.৮৯৮	৪৫,৪২৪,১৫০	২৫,৯৬৮,০২৫	১৯,৪৫৬,১২৫	১৫,১২৮,০১৮	৬,৩৫৬,৯৩৯	(–)২,০২৮,৮৩২
১৮৮৮-৮৯	১৬.৩৭৯	৪৬,৫৫৮,৩৫৪	২৫,০৫১,১৪৭	২১,৫০৭,২০৭	১৪,৬৫২,৫৯০	৬,৮১৭,৫৯৯	৩৭,০১৮
১৮৮৯-৯০	১৬.৫৬৬	৫০,০০৫,৮১০	২৬,৩৬৭,৮৫৫	২৩,৬৩৭,৯৫৫	১৪,৫১৩,১৫৫	৬,৫১২,৭৬৭	২,৬১২,০৩৩
১৮৯০-৯১	১৮.০৯০	৪৯,৪০৩,৮১৯	২৫,৫৭৯,৭২৭	২৩,৮২৪,০৯২	১৫,১৭৬,৮৬৬	৪,৯৫৯,০৫৫	৩,৬৮৮,১৭১
১৮৯১-৯২	১৬.৭৩৩	৫০,০২৩,১৪২	২৭,০১৩,৬১৮	২৩,০০৯,৫২৪	১৫,৭১৬,৭৮০	৬,৮২৫,৯০৯	৪৬৭,৫৩৫

মেটানোর দায়িত্ব পড়ল ভারতীয় সরকারের ওপর, যানবাহনের ব্যবস্থা ও সেচ ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার উদ্বোধন করল উন্নতির একটি কার্যধারা, যার নাম দেওয়া হল 'অসাধারণ সরকারি পূর্তকার্য'।

মূলধনী ঋণের মাধ্যমে আশানুরূপ ভাবেই ভারতে এই রকম ঋণের কোনও বাজার-ই ছিল না বলা যায়, কারণ জনসাধারণ এতটাই গরিব ছিল ও তাদের সঞ্চয় এত-ই ক্ষীণ যে প্রয়োজনীয় মূলধনী খরচের যৎকিঞ্চিৎও পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গরিব জনসাধারণের অন্য সকল সরকারের মতই, ভারতীয় সরকারকে মুখ ফেরাতে হল ধনী দেশের দিকে, যাদের ঋণদানের জন্য উদ্বৃত্ত আছে। দুর্ভাগ্যবশত সেই সব দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। যতক্ষণ বলা সম্ভব ছিল যে, এতটা পরিমাণ সোনার সমান এতটা রূপা, ততক্ষণ ইংরেজ বিনিয়োগকারীরা উদাসীন ছিল যে ভারত সরকারের দেওয়া বন্ধক হত টাকার ঋণপত্রে বা স্টার্লিং-এর ঋণপত্রে। কিন্তু সোনার নিরিখে রূপার মূল্য হ্রাসের অর্থ হল সোনার নিরিখে টাকার ঋণপত্রের মূল্য হ্রাস হওয়া, এবং যেটা একসময় ছিল নিরাপদ বিনিয়োগ সেটা আর তা রইল না। এটাই সরকারকে অসুবিধেয় ফেলল 'অসাধরণ সরকারি পূর্তকার্যে'র জন্য অর্থসংস্থানের ব্যাপারে। সারণি-১৩।

ইংরেজ বিনিয়োগকারীরা টাকার ঋণপত্রে বিনিয়োগ করবে না। ভারতীয় ঋণপত্রের এক বিশিষ্ট খরিদ্দার হারাতে হল। ভারতীয় অর্থ বাজারের প্রতিক্রিয়া ছিল অপর্যাপ্ত। তাই, ভারতে মূলধন আকর্ষণের জন্য বৃহত্তর ও স্থির ভাণ্ডারে টাকা দিতে স্টার্লিং ঋণপত্র বাজারে ছাড়ার একমাত্র উপায় হাতে রইল। কিন্তু এর ফলে সোনার প্রদানের বোঝা নিশ্চিত ভাবে বাড়বে জেনেও যেটা কমানোর জন্য সরকারের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি, একেবারে অনিবার্য হওয়াতেও, লন্ডন অর্থ বাজারের দিকে ঝুঁকতে হল, কিছুটা সংখ্যাগত ভাবে;[১] যার ফলে, দেশের প্রয়োজন অনুপাতে 'অসাধারণ সরকারি পূর্তকার্যে'র গতি শ্লথ হয়ে পড়ল। বিনিময় হার হ্রাসের ফলে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতার প্রতিফলন ভারতীয় সরকার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রইল না। পৌরসংস্থা ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা, যারা সরকারি সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের ওপরেও এই প্রভাব পড়ল সঙ্গে সঙ্গেই। যতক্ষণ সরকারি টাঁকশালে নগদের প্রাচুর্য ছিল, ততক্ষণ সেই

১. বিনিময় হার হ্রাসের সময়, ভারতীয় ঋণের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ।

	স্টার্লিং-এ ঋণ	টাকায় ঋণ
১৮৭৩-৭৪ এর শেষে	৪১,১১,০৭,৬১৭	৬৬,৪১,৭২,৯০০
১৮৯৮-৯৯ এর শেষে	১২,৪২,৬৮,৬০৫	১,১২,৬৫,০৪,৩৪০

ভারতীয় মুদ্রা কমিটি (১৮৯৮), পরিশিষ্ট ২; পৃষ্ঠা : ১৭৯।

সারণি ১৩

ভারত সরকারের টাকা ও স্টার্লিং ঋণপত্রের মূল্যের ওঠাপড়া*

বছর	বিনিময় হার		৪ শতাংশ টাকায় ঋণপত্রের দাম				স্টার্লিং ইন্ডিয়া স্টক ঋণপত্রের দাম					
			কলকাতা		লন্ডন		৪ শতাংশ		৩ ১/২ শতাংশ		৩ শতাংশ	
	সর্বাধিক (পেন্স)	সর্বনিম্ন (পেন্স)	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন
১৮৭৩	২২ ৭/৮	২১ ৫/৮	১০৫	১০১ ৭/৮	৯৭	৯৪ ১/২	১০৬ ১/২	১০১ ১/৪				
১৮৭৪	২৩ ১/৮	২১ ৩/৪	১০৪ ১/২	৯৯ ১/২	৯৮	৯৪ ১/২	১০৩ ৩/৪	১০১				
১৮৭৫	২২ ৩/১৬	২১ ১/৪	১০২ ৭/৮	১০১ ৩/৪	৯৪	৯১	১০৬ ১/৪	১০৩ ১/৪				
১৮৭৬	২২ ৩/৮	১৮ ১/২	১০১ ৭/৮	৯৮ ৩/৪	৮৯ ৩/৪	৭৮	১০৫ ৭/৮	১০১ ৭/৮				
১৮৭৭	২২ ১/[illegible]	২০ ৯/১৬	৯৮ ৭/৮	৯৩ ১/৪	৮৮ ১/২	৮১	১০৪ ৫/৮	১০২ ১/৪				
১৮৭৮	২১	১৮ ৩/৪	৯৬ ৭/৮	৯৩ ১/২	৮২ ১/২	৭৫ ৩/৮	১০৪ ৫/৮	৯৯				
১৮৭৯	২০ ৫/৮	১৮ ৫/৮	৯৪ ৭/৮	৯১ ১/৪	৮০	৭৭ ১/৪	১০৫ ৩/৮	১০০ ৭/৮				
১৮৮০	২০ ৩/৮	১৯ ৩/৪	১০০	৯২ ১৫/১৬	৮১ ৩/৮	৭৭ ৩/৪	১০৫ ৫/৮	১০২ ১/৮				
১৮৮১	২০ ১/১৬	১৯ ১/২	১০৪ ৫/৮	১০০	৮৬	৮১ ১/২	১০৬ ৩/৮	১০৩ ৭/৮	১০৩ ৭/৮	১০০ ৩/৪		
১৮৮২	২০ ৩/১৬	১৯ ১/১৬	১০২ ১/১৬	৯৫ ৫/৮	৮৫	৮১	১০৫ ১/৮	১০২ ৭/৮	১০১ ৭/৮	৯৯ ৩/৪		

সারণি ১৩ (পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

ভারত সরকারের টাকা ও স্টার্লিং ঋণপত্রের মূল্যের ওঠাপড়া*

বছর	বিনিময় হার		৪ শতাংশ টাকায় ঋণপত্রের দাম				স্টার্লিং ইন্ডিয়া স্টক ঋণপত্রের দাম					
			কলকাতা		লন্ডন		৪ শতাংশ		৩ ১/২ শতাংশ		৩ শতাংশ	
	সর্বাধিক (পেন্স)	সর্বনিম্ন (পেন্স)	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন	সর্বাধিক	সর্বনিম্ন
১৮৮৩	১৯ ৯/১৬	১৯ ৩/১৬	১০১ ১/৮	৯৭ ৯/১৬	৮২	৭৯ ৩/৪	১০৪ ৫/৮	১০২ ৭/১৬	১০৩ ১/৮	১০১ ৩/৮		
১৮৮৪	১৯ ৩/৪	১৮ ১৫/১৬	১০০ ৫/৮	৯৫ ৫/১৬	৮১ ৩/৪	৭৮ ১/৪	১০৪ ৩/৮	১০১ ৫/৮	১০৭ ১/৮	১০১ ৩/৪	৯৬ ১/৪	৯১ ৩/৪
১৮৮৫	১৯ ৩/১৬	১৭ ৩১/৩২	৯৮ ৭/১৬	৯২ ১/৪	৭৭ ১/২	৭৩ ১/৪	১০৩ ১/১৬	৯৮ ৩/৪	১০২ ৩/৪	৯৭ ১/২	৯১ ১/২	৮৫ ৩/৪
১৮৮৬	১৮	১৬ ১/৮	৯৭ ৩/৪	৯৭ ৩/১৬	৭৩	৬৬ ১/৪	১০৩ ১/২	১০১ ১/৪	১০২ ৩/৪	৯৯ ৩/৪	৯০ ৩/৮	৮৬ ৫/৮
১৮৮৭	১৮ ৩/১৬	১৫ ৫/৮	৯৯ ৩/১৬	৯৫ ৫/১৬	৭১ ১৩/১৬	৬৭ ৭/৮	১০২ ৩/৪	১০০ ১/২	১০৩ ১/৪	১০০ ১/৪	৯২ ৩/৪	৯৫ ৩/৮
১৮৮৮	১৭ ১/৮	১৬	১০০ ৩/১৬	৯৭ ৩/৪	৬৯ ৩/৮	৬৬ ১/৪	১০২ ৭/৮	১০০ ১/২	১০৭ ১/৪	১০৪ ৫/৮	৯৮	৯৫
১৮৮৯	১৬ ১৫/১৬	১৬	১০০ ৩/৮	৯৭ ১/১৬	৬৯ ১/৮	৬৬ ৩/৮			১০৯ ১/২	১০৬ ৭/৮	১০১ ১/৮	৯৯
১৮৯০	২০ ২৯/৩২	১৬ ৭/৮	১০০ ৭/৮	৯৬ ১৩/১৬	৮৭ ১/৪	৬৮ ৩/৪			১০৮ ১/২	১০৫ ১/৪	১০০ ৩/৪	৯৫ ১/৪
১৮৯১	১৮ ১/৪	১৬ ৫/৮	১০৭ ১৩/১৬	১০৪ ১/১৬	৮০ ৩/৪	৭৪ ১/৪			১০৯ ১/২	১০৫	৯৯	৯৪ ১/২
১৮৯২	১৬ ১১/১৬	১৪ ৫/৮	১০৮ ১৫/১৬	১০৩ ১১/১৬	৭৪ ১/২	৬২			১০৯ ১/২	১০৬ ১/৮	৯৮ ১/২	৯৪ ৭/৮

* 'ভারতীয় মুদ্রা কমিটির প্রতিবেদন', পরিশিষ্ট ২, ১৮৯৩, পৃ: ২৭২। 'সোনা ও রূপা কমিশনের প্রথম প্রতিবেদন', পরিশিষ্ট ৪, ১৮৮৬ ও ব্রিটিশ ইন্ডিয়া (প্রথম প্রকাশ) পরিসংখ্যান, ১৯০৬-০৭, চতুর্থ অংশ (ক) অর্থ তালিকা ৭ ও ৮, 'মূল্য' সংক্রান্ত অংশে বর্ণিত মূল্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

অর্থ বিনিয়োগের 'কার্যকরী পন্থাগুলোর মধ্যে একটি' ছিল কিয়দংশ স্থানীয় সংস্থাগুলিকে ঋণ হিসেবে দেওয়া। এই সব সংস্থাগুলির যেহেতু সবেমাত্র উদ্বোধন হয়েছিল লর্ড রিপনের শাসনকালে স্থানীয় স্বশাসন কার্যধারার মাধ্যমে, এবং সেগুলি ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই, তাদের শুল্ক প্রবর্তন ও ঋণগ্রহণ ক্ষমতা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। তার ফলে, অস্থায়ী আগাম হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই আর্থিক সাহায্য তাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু যখন বিনিময় হারের জন্য ক্রমান্বয় ক্ষতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নগদ ভারসাম্য কমতে শুরু করল, এই সুবিধাগুলো কঠোরভাবে ছেঁটে দেওয়া হল,[১] যাতে এই সব সংস্থার শক্তি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল এমন-ই সময়ে যখন তাদের উন্নতি ও ভিত শক্ত করার জন্য সব রকম সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। স্বরাষ্ট্র সচিবকে উদ্দেশ্য করে ভারত সরকারের ফেব্রুয়ারি ২, ১৮৮৬, সরকারি প্রেষকে জানান হয়েছে[২]—

'১০। পুনরুল্লেখ করতে আমাদের কোনও সংকোচ নেই যে, পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাস্তবতা ভারতীয় স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে অসহনীয়, এবং যে সকল কুফল আমরা তালিকায় বর্ণনা করেছি, সেটুকুই সব নয়। রূপার ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনিশ্চয়তা ভাবতে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে নিরুৎসাহসূচক এবং অতিরিক্ত বেশি মাত্রায় খরচ বাদ দিলে রূপায় ঋণগ্রহণ আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে।

'অন্যদিকে আমাদের প্রস্তাবিত সীমান্ত এবং দুর্ভিক্ষ রেল ও সমুদ্র তীরবর্তী ও সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে অভিপ্রায় আমাদের, সেগুলি অতিমাত্রায় জরুরি ও অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া যাবে না।

'সুতরাং, আমরা বাধ্য হচ্ছি আমাদের স্টার্লিং-এ দায় বৃদ্ধি করতে, (যে পন্থায় অনেক আপত্তি আছে), অথবা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন রেল, আক্রমণ প্রতিহত করবার ব্যবস্থা ও দুর্ভিক্ষের প্রভাব মুক্ত করবার ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে।

'১১। ঋণ সংগ্রহে ভারতের আঞ্চলিক সংস্থাগুলির অসুবিধার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা উপেক্ষা করা যায় না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বোম্বাই ও কলকাতার পৌরসংস্থাগুলির প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু রূপায় ঋণ নেওয়ার জন্য উঁচুহারে সুদ প্রদান খরচসাপেক্ষ উন্নতিতে হাত দিতে বাধা সৃষ্টি করত;

---

১. দ্রষ্টব্য: 'অর্থসংক্রান্ত বিবরণ' ১৮৭৬-৭৭; পৃষ্ঠা: ৯৪।

২. দ্রষ্টব্য: সি. ৪৮৬৮; ১৮৮৬ পৃষ্ঠা: ৮।

হুজুর, আপনাকে মনে করানো একেবারেই প্রয়োজন নেই যে, অতি সম্প্রতি কলকাতা ও বোম্বাইতে ডক (বন্দর) তৈরি করতে সরকারকে ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল এবং সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫তে যখন কলকাতার পোর্ট কমিশনার, ভারত সরকারের প্রত্যাভূতি সহ, ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করে, তখন তার জবাবে পাওয়া যায় মাত্র ৪০,২০০ টাকার মোট মূল্যবেদনপত্র (টেন্ডার) এবং এই ক্ষুদ্র অঙ্কের কোনও একটাও সমহারে প্রস্তাবিত নয়।'

বেসরকারি খাতে মূলধন আমদানি এক-ই কারণে ব্যাহত হওয়ায় দেশের বিরাট ক্ষতি হয়। সকলেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল, এমন কি রয়্যাল কমিশনও[১] সুপারিশ করেছিল যে, পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষের ধ্বংসলীলা, (যে দুঃখজনক অবস্থায় ভারত ঘনঘন পতিত হয়) থেকে বাঁচবার একটা পথ হল দেশের শিল্পের বিভিন্ন ধারায় বিকাশ। স্থায়ী সুবিধার জন্য এই বিভিন্ন ধারায় শিল্পায়ন একমাত্র পুঁজিবাদের ভিত্তিতে সংগঠিত হতে পারে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অবাধ মূলধন-প্রবাহ প্রয়োজন। তখন যা অবস্থা ছিল, প্রচুর পরিমাণ মূলধন সরবারাহে সক্ষম ইংরেজ বিনিয়োগকারীরা ভারতে মূলধনী বিনিয়োগকে ঝুঁকিদার প্রস্তাব বলে মনে করত। তাদের কাছে এটাই ভীতিজনক ছিল যে, রূপা-ভিত্তিক দেশে মূলধন সরবরাহের পর যতবার রূপার দাম হ্রাস পাবে, ততবার শুধুমাত্র সোনার নিরিখে ঋণ থেকে আয় অনিশ্চিত হবে না, সোনার নিরিখে মূলধনী বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসও হবে, কারণ মূলধন নিয়োগ ও আয় স্বাভাবিকভাবেই সোনার মূল্যায়ন করত। বিনিময় হারের বিশৃঙ্খলার জন্য নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কুফল হল মূলধন অবধি অন্তর প্রবাহে বাধা।

বিনিময় হার হ্রাসের জন্য দায় সোনায় বর্তাতে গিয়ে আরেক যে দল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তারা হল ভারতে অসামরিক সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ইউরোপীয়রা। যে সরকারের তারা অধীন, সেই সরকারের মতোই তারা মাহিনা পেত রূপায়; তাদের অধিকাংশই পরিবারকে রেখে আসত ইংল্যান্ডে, এবং পরিবারের জন্য তাদের অর্থ প্রত্যার্পণ করতে হত সোনায়। ১৮৭৩ সালের আগে যখন সোনার নিরিখে রূপার দাম স্থির ছিল, এই অবস্থায় তাদের কিছু এসে গেল না। কিন্তু যখন টাকার দাম হ্রাস হতে শুরু করল, অবস্থা গেল পুরোপুরি পালটে, প্রত্যেকবার রূপার মূল্য হ্রাস হওয়ার জন্য, তাদের স্থায়ী মাহিনা থেকে আরও বেশি টাকা খরচা করতে হল সমপরিমাণ সোনা ক্রয়ের জন্য। প্রত্যার্পণের জন্য কিছুটা ছাড় অবশ্যই দেওয়া হয়েছিল। অসামরিক সরকারি চাকুরেদের, সরকারের ক্ষতি

---

১. দ্রষ্টব্য: ১৮৮০ সালের 'দুর্ভিক্ষ কমিশনের প্রতিবেদন,' দ্বিতীয় খণ্ড, সি. ২৭৩৫, ১৮৮০; পৃষ্ঠা: ১৭৫-৭৬।

করেই, অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যাকে বলে, 'সরকারি বিনিময় হারে'[১] প্রত্যর্পণ করতে। এটা সত্যি যে, বাজারে চলতি বিনিময় হার ও সরকারি হারে প্রভেদ খুব বেশি ছিল না। তা সত্ত্বেও, অসামরিক সরকারি চাকুরেদের ১৮৬২-৯০ এই ক'বছরে সরকারি ব্যয়ে গড়ে আড়াই শতাংশ লাভ করা সত্যিই প্রশংসনীয়।[২] সামরিক চাকুরে এক-ই সুবিধা পেল আরও বেশি মাত্রায়, তবে অন্য ভাবে, তাদের মাহিনা নির্ধারিত হল স্টার্লিং-এ, যদিও প্রদান করা হত টাকায় এটা সত্যি, যে রাজকীয় আদেশাবলে তাদের মাহিনা নির্ধারিত হয়েছিল, সে আদেশেই স্টার্লিং ও টাকার বিনিময় হার নির্দিষ্ট করা ছিল। অবশ্যম্ভাবী রূপে, এই বিনিময় হার ছিল বাজার চলতি হারের থেকে বেশি, এবং সামরিক চাকুরেদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল এই তফাতের পরিমাণে, ভারতীয় রাজস্ব বিভাগের খরচে।[৩] তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, এই সুবিধা তাদের কাছে বাস্তবিক কোনও সুবিধা হয়েই আসে নি। সরকারি বিনিময় হার বাজার চলতি বিনিময় হারের তুলনায় বেশি হলেও, ১৮৭৩ সালের আগে যে হারে প্রেরণ করা হত, তার থেকে অনেক কম ছিল। সরকারের মতোই রূপার মূল্য হ্রাসের জন্য তাদের বোঝা বাড়তে লাগল এবং তাদের বোঝা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আতঙ্কজনক হয়ে দাঁড়াল। আবেদকদের মধ্যে অনেকেই বিনিময় হারের দরুন ক্ষতির জন্য যথাযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করল।[৪] সরকারকে সাবধান করে[৫] বলা হয়েছিল—

---

১. যেখাবে মিঃ ওয়াটারফিল্ড ইস্ট ইন্ডিয়া সংক্রান্ত প্রবর সমিতির (অসামরিক সরকারি চাকুরেদের) কাছে বিবরণ দিয়েছিলেন, এইচ সি রিটার্ণ ৩২৭, ১৮৭০, প্রশ্ন ১৯০৫-১৭; ১৮২৪ সালে প্রথম বিধিবদ্ধ হয়েছিল ও নিম্নরূপ অভিমতে পৌচেছিল—প্রত্যেক বছরে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় দফ্‌তর ভারতে এক টাকা প্রেরণের খরচ হিসাব করত লন্ডনে রূপার বাজার দরের ভিত্তিতে, ভারত থেকে এক টাকা আনবার খরচ হিসাব করত লন্ডনে প্রেরণযোগ্য হুন্ডির বাজার মূল্যের ভিত্তিতে। এই দু'টি দরের মধ্যবিন্দু বের করে, সেই দরকেই আগামী বছরের সরকারি দর হিসাবে ধরা হত ভারতীয় দফ্‌তর ও ব্রিটিশ কোষাগারের মধ্যে সেইসব লেন-দেনের জন্য, যেখানে একটি সরকার অপর একটি সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন দর স্থির করা হত এবং সেটি ন্যায্য দর হিসাবেই পরিগণিত হত, যদিও বাজার চলতি দরের থেকে কখনও কম, কখনও বা বেশি থাকত।

২. তদেব, প্রশ্ন ১৯২৫-২৬।

৩. দ্রষ্টব্য: এফ.এস. ১৮৮৭-৮৮; পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০। এই খরচ নিম্নরূপ ছিল—

১৮৭৪-৭৫ ... ৬,৪০,০০০ টাকা	১৮৮৫-৮৬ ... ৪,০০,০০০ টাকা
১৮৮৪-৮৫ ... ১৮,৪৩,০০০ টাকা	১৮৮৬-৮৭ ... ৫,১৫,০০০ টাকা

৪. দ্রষ্টব্য: 'ভারতীয় মুদ্রা কমিটির প্রতিবেদন', ১৮৯৩, পরিশিষ্ট-১; পৃষ্ঠা: ১৮৫-৯০ এবং ইউরোপীয় অসামরিক সরকারি চাকুরেদের স্মারক; পৃষ্ঠা: ২০২।

৫. দ্রষ্টব্য: কর্ণেল হিউজ হ্যালেট, এম. পি.; 'টাকার অবচয় : অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আমলাদের ওপর এর প্রভাব—ভুল এবং তার প্রতিষেধক'; লন্ডন ১৮৮৭; পৃষ্ঠা: ১৪।

'যে সব মূর্খ মনে করে যে, মাহিনা কমালে ভারতের সুবিধে হবে, তারা আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারছে না যে, এ-রকম পদক্ষেপ নিলে কম মাহিনাতে জীবন-ধারণ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে, এবং অন্য উপায়ে অর্থ রোজগার করার প্রয়োজন হয়ে পড়বে।'

নিঃসন্দেহে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের প্রথম দিকে এই রকম অবস্থাই হয়েছিল, যখন অসামরিক সরকারি চাকুরেরা এদিক ওদিক থেকে অর্থ সংগ্রহ করে স্থূলকায় হয়ে উঠেছিল, কারণ তাদের মাহিনা ছিল কম,[১] এবং তাদের জোর করে আদায় বন্ধ করবার জন্য তাদের মাহিনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এতটাই যেটা মনে হয় অস্বাভাবিক মাত্রায়। পূর্বের এই জোর করে আদায়ের দৃষ্টান্ত সাবধানবাণী হিসাবে তুলে ধরার থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, বিনিময় হার জনিত ক্ষতির জন্য অসামরিক চাকুরেরা কতটা অসন্তুষ্ট ছিল।

দেশের ব্যবসা ও শিল্পের ওপরে এই বিনিময় হারের হ্রাস একেবারে ভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। সরকারের অবস্থা অথবা ইংল্যান্ডের মতো স্বর্ণমান ভিত্তিক দেশের ব্যবসা ও শিল্পের তুলনায় এরা ছিল অনেক তেজি অবস্থায়। রূপার হার পতনের পুরোটা সময়ে বলা হয়েছিল যে, লোকসংখ্যার সঙ্গে আপেক্ষিক তুলনায় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্পে নিয়োগের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছিল। বস্ত্র শিল্প এবং লোহা ও কয়লার ব্যবসায় মন্দা চলছিল, এছাড়াও মন্দা ছিল অন্য উল্লেখ্য ব্যবসায়, যার মধ্যে রয়েছে বার্মিংহাম ও শেফিল্ডে লোহালক্কর, গ্রিনক, লিভারপুল ও লন্ডনের চিনি বিশোধন, মৃৎদ্রব্য, কাঁচ, চামড়া, কাগজ এবং অনেক ছোটখাট শিল্প।[২] ইংরেজ কৃষিকাজে মন্দা এতটাই ব্যাপক ছিল যে, ১৮৯২ সালের কমিশনাররা 'দেশের কোনও একটা অংশের সন্ধান পায় নি যেখানে মন্দার প্রভাব একেবারেই পাওয়া যায় নি,' এবং ১৮৮২ সাল থেকে প্রতিটি মরশুম 'কৃষির দৃষ্টিকোণ থেকে সব মিলিয়ে সন্তোষজনক'[৩] হওয়া সত্ত্বেও। ভারতীয় ব্যবসা ও শিল্পে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় যে ভারতীয়

১. ইউরোপীয় অসামরিক সরকারি চাকুরেদের লোলুপ আচরণ ও তাদের মাহিনার স্বল্পতার মধ্যেকার সম্বন্ধ খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন ক্লাইভ ৩০শে মার্চ, ১৭৭২ সালে হাউস অব কমন্সে ইস্ট ইন্ডিয়া বিচার সম্বন্ধীয় বিধেয়কের ওপরে বিতর্ক চলাকালীন বক্তৃতায়; হ্যানসার্ড, খণ্ড ১৭; পৃষ্ঠা: ৩৩৪-৩৩৯।

২. ব্যবসা ও শিল্পের মন্দা বিষয়ক রয়্যাল কমিশনের অন্তিম প্রতিবেদন-এ ডানরাভেন, ফারার, মুন্টজ ও লাবক-এর প্রতিবেদন; পরিচ্ছেদ ৫৪, সি ৪৮৯৩।

৩. ইংল্যান্ডে কৃষিতে 'মন্দা বিষয়ক রয়্যাল কমিশনের অন্তিম প্রতিবেদন; সি ৮৫৪০, ১৮৯৭; পরিচ্ছেদ ২৮।

বৈদেশিক বাণিজ্য হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছিল, ১৮৭০ সালের পর বেশিমাত্রায় প্রফুল্লতা প্রদর্শন করল, এবং বিনিময় হার পতনের পুরোটা সময় এই প্লাবতা ভাব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েই চলল। কুড়ি বছরের স্বল্প সময়ে মোট আমদানি ও রপ্তানি পরিমাণে দ্বিগুণ হয়ে উঠল, যা নিচের সারণি ১৪-তে দেখানো হয়েছে।

সারণি-১৪

আমদানি ও রপ্তানি (পণ্য ও অর্থ, উভয়-ই)[১]

বছর	রপ্তানি(টাকা)	আমদানি(টাকা)	বছর	রপ্তানি(টাকা)	আমদানি(টাকা)
১৮৭০-৭১	৫৭,৫৫৬,৯৫১	৩৯,৯১৩,৯৪২	১৮৮১-৮২	৮৩,০৬৮,১৯৮	৬০,৪৩৬,১৫৫
১৮৭১-৭২	৬৪,৬৮৫,৩৭৬	৪৩,৬৬৫,৬৬৩	১৮৮২-৮৩	৮৪,৫২৭,১৮২	৬৫,৫৪৮,৮৬৮
১৮৭২-৭৩	৫৬,৫৪৮,৮৪২	৩৬,৪৩১,২১০	১৮৮৩-৮৪	৮৯,১৮৬,৩৯৭	৬৮,১৫৭,৩১১
১৮৭৩-৭৪	৫৬,৯১০,০৮১	৩৯,৬১২,৩৬২	১৮৮৪-৮৫	৮৫,২২৫,৯২২	৬৯,৫৯১,২৬৯
১৮৭৪-৭৫	৫৭,৯৮৪,৫৪৯	৪৪,৩৬৩,১৬০	১৮৮৫-৮৬	৮৪,৯৮৯,৫০২	৭১,১৩৩,৬৬৬
১৮৭৫-৭৬	৬০,২৯১,৭৩১	৪৪,১৯২,৩৭৮	১৮৮৬-৮৭	৯০,১৯০,৬৩৩	৭২,৮৩০,৬৭০
১৮৭৬-৭৭	৬৫,০৪৩,৭৮৯	৪৮,৮৭৬,৭৫১	১৮৮৭-৮৮	৯২,১৪৮,২৭৯	৭৮,৮৩০,৪৬৮
১৮৭৭-৭৮	৬৭,৪৩৩,৩২৪	৫৮,৮১৯,৬৪৪	১৮৮৮-৮৯	৯৮,৮৩৩,৮৭৯	৮৩,২৮৫,৪২৭
১৮৭৮-৭৯	৬৪,৯১৯,৭৪১	৪৪,৮৫৭,৩৪৩	১৮৮৯-৯০	১০৫,৩৬৬,৭২০	৮৬,৬৫৮,৯৯০
১৮৭৯-৮০	৬৯,২৪৭,৫১১	৫২,৮২১,৩৯৮	১৮৯০-৯১	১০২,৩৫০,৫২৬	৯৩,৯০৯,৮৫৬
১৮৮০-৮১	৭৬,০২১,০৪৩	৬২,১০৪,৯৮৪	১৮৯১-৯২	১১১,৪৬০,২৭৮	৮৪,১৫৫,০৪৫

ভারতের ব্যবসা শুধুমাত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নয়, তার শিল্পের প্রকৃতিগত বিস্তর পরিবর্তন হচ্ছে। ১৮৭০ সালের আগে, ভারত ও ইংল্যান্ড, বলতে গেলে, প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল না। নৌবাহ বিজ্ঞান আইনের দেশীয় শিল্পপোষক নীতিতে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের জায়গায় যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে ভারত পুরোপুরি কৃষি ও কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হল। এদিকে ইংল্যান্ড নিজেকে রূপান্তরিত করল এমন একটা দেশে যে নিজের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োজিত করল বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঁচামালকে তৈরি বস্তুতে পরিবর্তিত করতে। দুই

১. 'ভারতীয় মুদ্রা কমিটির প্রতিবেদন' ১৮৯৮; পরিশিষ্ট ২ (নং ১ ও ২)।

সারণি ১৫
ইংল্যান্ড ও ভারতে শৈল্পিক অনুসৃতির ধরন*

বছর	ভারতীয় রপ্তানির শ্রেণীবিভাগ (অর্থসম্পদ বাদে)					ব্রিটিশ রপ্তানির শ্রেণীবিভাগ (অর্থসম্পদ বাদে)				
	উৎপাদিত রপ্ত	কাঁচামাল	খাদ্যবস্তু	শ্রেণী বিভাগহীন বস্তু	মোট	উৎপাদিত বস্তু	কাঁচামাল	খাদ্যবস্তু	শ্রেণী বিভাগহীন বস্তু	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১৮৫৭	১১.০	৩৪.০	২২.০	২৩.০	১০০	৯০.৯	৪.০	৪.৯	০.২	১০০
১৮৫৮	৬.০	৩৫.০	২৬.০	৩৩.০	১০০	৯১.৪	৩.৪	৫.১	০.১	১০০
১৮৫৯	৬.৫	৪০.০	১৫.৫	৩৮.০	১০০	৯১.৫	৩.৮	৪.৬	০.১	১০০
১৮৬০	৫.৭	৪৩.৬	১৭.৭	৩৩.০	১০০	৯১.৯	৩.৬	৪.৪	০.৩	১০০
১৮৬১	৫.৮	৪৬.৫	১৫.৩	৩২.৪	১০০	৯০.৪	৪.৮	৪.৮	—	১০০
১৮৬২	৫.০	৫২.০	১৬.০	২৭.০	১০০	৯০.৩	৪.০	৪.৮	০.৯	১০০
১৮৬৩	৩.৭	৫৮.৭	১০.৬	২৭.০	১০০	৯১.০	৪.০	৪.০	১.০	১০০
১৮৬৪	৪.০	৬৯.২	৯.৩	১৭.৫	১০০	৯২.৫	৩.৭	৩.৭	০.১	১০০
১৮৬৫	৩.৫	৬৮.০	১২.০	১৬.৬	১০০	৯২.১	৩.৬	৩.৬	০.৭	১০০
১৮৬৬	৪.২	৬৭.২	১০.৩	১৮.৩	১০০	৯২.০	৩.৭	৩.৭	০.৪	১০০
১৮৬৭	৪.০	৫৮.০	১১.০	২৭.০	১০০	৯২.২	৩.৮	৩.৭	০.৩	১০০
১৮৬৮	৪.০	৫৮.৫	১১.৫	২৬.০	১০০	৯২.০	৪.৪	৩.৪	০.২	১০০
১৮৬৯	৪.৮	৬০.৫	১৪.০	২০.৭	১০০	৯২.০	৪.২	৩.১	০.৭	১০০
১৮৭০	৪.৪	৬৩.৬	৯.০	২৩.০	১০০	৯১.০	৪.০	৪.০	১.০	১০০
১৮৭১	৩.৭	৬৫.৩	১১.০	২০.০	১০০	৯০.০	৪.৪	৪.৯	০.৭	১০০
১৮৭২	৩.৩	৬১.৪	১৩.৫	২১.৮	১০০	৯১.২	৫.৪	৩.৫	০.৯	১০০

* ভারতের বিষয়ে সংখ্যাগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে 'ব্রিটিশ ভারতের পরিসংখ্যান অংশবিশেষ', দ্বিতীয় সংখ্যা (১৮৫৭-১৮৬৬) তালিকা নং ৩৪, ও অষ্টম সংখ্যা (১৮৬৪-১৮৭৩), তালিকা নং ২৪; ইংল্যান্ডের বিষয়ে সংখ্যাগুলি নেওয়া হয়েছে ব্যবসা ও শিল্পে মন্দার ওপর 'রয়্যাল কমিশনের' প্রথম প্রতিবেদন, ১৮৮৫-র পরিশিষ্ট গ (বিবরণী ৬) থেকে। এক্ষেত্রে একমাত্র পার্থক্য এই যে মূল প্রতিবেদনে 'উৎপাদিত' ও 'আংশিক উৎপাদিত' এই দুই শ্রেণীর আলাদা সংখ্যাকে জুড়ে নিয়ে তালিকায় 'উৎপাদিত' শ্রেণীতে দেখানো হয়েছে। ভারতীয় রপ্তানির ক্ষেত্রে 'শ্রেণী-বিভাগ-হীন বস্তুর' অধিকাংশ হল অলংকার।

দেশের শৈল্পিক অনুসরণে এতটা চিহ্নিত পার্থক্য বুঝা যাবে সারণি ১৫-তে দেওয়া দুই দেশের রপ্তানি বিশ্লেষণ করলে।

১৮৭০ সালের পর শৈল্পিক অনুসরণের ধরন অনেকটাই পাল্টে গেল এবং ভারত আবার উৎপাদক দেশের ভূমিকা গ্রহণ করল। ১৮৭০ সালের পরবর্তী দুই দশকে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বিশ্লেষণ করলে (সারণি ১৬-তে দ্রষ্টব্য) দেখা যাবে যে, এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনের দিকে অগ্রগতি।

সারণি-১৬

ভারতের শৈল্পিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন[১]

	আমদানি		রপ্তানি	
বছর	উৎপাদিত (টাকা)	কাঁচামাল (টাকা)	উৎপাদিত (টাকা)	কাঁচামাল (টাকা)
১৮৭৯	২৫,৯৮,৬৫,৮২৭	১৩,৭৫,৫৫,৮৩৭	৫,২৭,৮০,৩৪০	৫৯,৬৭,২৭,৯৯১
১৮৯২	৩৬,২২,৩১,৮৭২	২৬,৩৮,১৮,৪৩১	১৬,৪২,৪৭,৫৬৬	৮৫,৫২,০৯,৪৯৯
বৃদ্ধির শতকরা হার	৩৯	৯১	২১১	৪৩
মোট বাৎসরিক	২.৮	৬.৫	১৫	৩

শিল্পের বিবর্তনে এই পরিবর্তন চিহ্নিত হয়েছিল দুটি প্রধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে। এদের মধ্যে একটি হল কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন।

ভারতের প্রাচীনতম শিল্পের একটি হল বস্ত্র শিল্প; কিন্তু ১৭৫০ এবং ১৮৫০ সালের মধ্যেকার এই এক'শ বছরে এই শিল্প সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ অবস্থায় পতিত হয়। পুঁজিবাদের ভিত্তিতে এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল উনিশ শতকের ষাট দশকে এবং খুব তাড়াতাড়ি দ্রুত উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল।

এই উন্নতির কথা সংক্ষেপে নিচের সারণি ১৭-তে বর্ণনা করা হল।

১. রানাডে'র 'ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ক রচনা'; পৃষ্ঠা ১০৪।

সারণি ১৭

ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি

	ব্যবসা-বৃদ্ধি (প্রত্যেক পঞ্চবর্ষে গড় বাৎসরিক পরিমাণ)				
	১৮৭০-৭১ থেকে ১৮৭৪-৭৫	১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৮৭৯-৮০	১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৮৪-৮৫	১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৮৮৯-৯০	১৮৯০-৯১ থেকে ১৮৯৪-৯৫
কাঁচা তুলার আমদানি হাজার বা হন্দর (১১২ পাউন্ড)	২৩	৫২	৫১	৭৪	৮৯
কাঁচা তুলার রপ্তানি হাজার বা হন্দর (১১২ পাউন্ড)	৫,২৩৬	৩,৯৮৮	৫,৪৭৭	৫,৩৩০	৪,৬৬০
বোনা ও পাকানো সূতার আমদানি	৩৩.৫৫	৩৩.৫৫	৪৪.৩৪	৪৯.০৯	৪৪.৭৯
	শিল্প-বৃদ্ধি (প্রতি পঞ্চম বর্ষের শেষে)				
মিলের সংখ্যা	৪৮	৫৮	৮১	১১৪	১৪৩
টেকোর সংখ্যা (হাজার)	১,০০০	১,৪৭১	২,০৩৭	২,৯৩৫	৩,৭১২
তাঁতের সংখ্যা (হাজার)	১০	১৩	১৬	২২	৩৪
নিয়োজিত লোক	—	৩৩,৫৩৭	৬১,৮৩৬	৯৯,২২৪	—

ভারতের শিল্পায়নে আরেকটি যে শিল্প বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল, সেটা হল পাট। ভারতের বস্ত্র শিল্পের থেকে ব্যতিক্রমী পাট শিল্প ছিল তুলনামূলক ভাবে সাম্প্রতিক। বস্ত্র শিল্প থেকে একেবারেই ভিন্নধর্মী, এই পাট শিল্পের পরিবর্ধন হয়েছিল ইউরোপীয় মূলধনে, ইউরোপীয় পরিচালনে ও ইউরোপীয় দক্ষতায়, এবং শীঘ্রই বস্ত্র শিল্পের মতো এর শিকড় সুদূর প্রসারী হল, হয়তো বা তার থেকে আরও বেশি। এর ইতিহাস এক ক্রমোন্নতির ধারা, যা সারণি ১৮-তে দেখা যাবে।

সারণি ১৮

পাট শিল্প ও ব্যবসার উন্নতি

উন্নতি—	প্রত্যেক পঞ্চবর্ষে গড় বাৎসরিক				
	১৮৭০-৭১ থেকে ১৮৭৪-৭৫	১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৮৭৯-৮০	১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৮৪-৮৫	১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৮৮৯-৯০	১৮৯০-৯১ থেকে ১৮৯৪-৯৫
রপ্তানি— কাঁচা পাট (দশ লক্ষ হন্দর)	৫.৭২	৫.৫৮	৭.৮১	৯.৩১	১০.৫৪
চটের ব্যাগ (দশ লক্ষ)	৬.৪৪	৩৫.৯৬	৬০.৩২	৭৯.৯৮	১২০.৭৪
কাপড় (দশ লক্ষ গজ)	—	৪.৭১	৬.৪৪	১৯.৭৯	৫৪.২০
শিল্পের উন্নতি—					
সংখ্যা—মিল	—	২১	২১	১৪	২৬
তাঁত (হাজার)	—	৫.৫	৫.৫	৭	৮.৩
টোকো (হাজার)	—	৮৮	৮৮	১৩৮.৪	১৭২.৪
নিয়োজিত লোক (হাজার)	—	৩৮.৮	৩৮.৮	৫২.৭	৬৪.৩

উৎপাদন বৃদ্ধির এই ধারা ভারতীয় কৃষিকাজে পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া হয় নি। ১৮৭০ সালের আগে, এটা বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষকদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোনও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। কৃষক চাষ করত যতটা না লাভ করবার জন্য, তার থেকে বেশি ব্যক্তিগতভাবে আত্মনির্ভর ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবার জন্য। ১৮৭০ সালের পর কৃষিকাজ ব্যবসায় রূপান্তরের প্রবণতা পেল, এবং কি চাষ করা হবে তা আরও বেশি করে নির্ধারিত হতে লাগল বাজার দরের ওপরে, কৃষকের সাংসারিক প্রয়োজনকে ভিত্তি না করে। এই অবস্থা সারণি ১৯-তে ভালভাবে বর্ণনা করা হল।

সারণি ১৯

ভারতের কৃষি-রপ্তানির বৃদ্ধি

	১৮৬৮-৬৯	১৮৭৩-৭৪	১৮৭৭-৭৮	১৮৮২-৮৩	১৮৮৭-৮৮	১৮৯১-৯২
গম	১০০	৬৩৭.৪১	২৩১৩.৭৪	৫১৫২.৩৬	৪৯১৪.৩৭	১১০১.৪৪
আফিম	১০০	১১৮.৩৮	১২৩.৮৩	১২২.৪৭	১২০.২০	১১৬.৮২
বীজ	১০০	১১১.২৬	৩০৫.৮৭	২৩৯.৯৭	৪০৩.৬০	৪৮০.৯৯
চাল	১০০	১৩১.৬৬	১১৯.৮৪	২০৩.২৮	১৮৫.৫৫	২২০.৩৬
নীল	১০০	১১৬.৯১	১২১.৫৭	১৪২.১৭	১৪০.৭৬	১২৬.৩৩
চা	১০০	১৬৯.৬৫	২৯৩.১৭	৫০৭.২৫	৭৭৫.০৯	১০৭৫.৭৫
কফি	১০০	৮৬.০৪	৬৯.৯৮	৮৫.৩১	৬৪.৫৯	৭৪.১১

দু'টি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার এমন-ই প্রভেদ ছিল। একটি রৌপ্যমানভিত্তিক দেশ স্থির, তবে উন্নতি করছে এবং একটি স্বর্ণমান-ভিত্তিক দেশ স্থবিরতা প্রাপ্ত হচ্ছে—এই অদ্ভুত ঘটনা অনেক নিরীক্ষকের মনে আলোড়ন তুলেছিল। প্রধান কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সঙ্গে ইংরেজ উৎপাদনকারীদের প্রতিযোগিতায় নামতে অক্ষমতা। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষমতার কারণ হিসাবে বলা যায়, শিল্প রক্ষাকারী শুল্ক ও সরকারি সহায়তা, যা ইউরোপীয় দেশসমূহের শিল্প ও ব্যবসার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই রকম কোনও কিছুই ভারতে চালু ছিল না; এখানে ব্যবসা ছিল অবাধ, শিল্প ছিল যতটা সম্ভব অরক্ষিত, কিন্তু তবুও ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতো কাটার কল, ডান্ডী পাট উৎপাদনকারীরা এবং ইংরেজ গম চাষীরা অভিযোগ করত যে, তারা এখানে ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠছে না। এই ক্ষেত্রে কারণ হিসাবে মনে করা হয়েছিল বিনিময় হারের হ্রাস।[১] এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু লোক এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে, এমন কি দূর প্রাচ্যে ভারতের বাণিজ্য প্রসারের জন্য এক-ই কারণ দর্শানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে এই অভিযোগ করা হয়েছিল যে, সোনা ও রূপার মধ্যে বিনিময় হারের বিচ্যুতি সোনা ব্যবহারকারী দেশ ও রূপা ব্যবহারকারী দেশ সমূহের মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতামূলক বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। এক-ই ধাতু ব্যবহারকারী দুটো দেশের মধ্যে

১. দ্রষ্টব্য: 'সোনা ও রূপার বিষয়ে 'রয়্যাল কমিশনের অন্তিম প্রতিবেদন' অংশ ১; অনুচ্ছেদ ৯৯-১০১ বক্তব্যর সারাংশের জন্য।

লেন-দেনের ক্ষেত্রে বলা হত যে, দু'টো ভিন্ন ধাতু (যা একে অপরের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাপেক্ষ) ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে যে অনিশ্চিয়তার সূত্রপাত হয়, এক্ষেত্রে তা দূর হয়। এইরকম দু'টি দেশের মধ্যে ব্যবসা করা তুলনামূলকভাবে দু'টি ভিন্ন ধাতু ব্যবহারকারী দেশের থেকে, কম বিপজ্জনক ও কম অসুবিধাজনক, কারণ শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক লেন-দেনে অনিশ্চয়তার অনুপ্রবেশ ঘটে, এবং যে উপায় দ্বারা ব্যবসা পরিচালিত হয় তাতে ব্যয় যুক্ত হয়। যে অঞ্চলে সমধাতুমান থাকার কারণে ব্যবসার অবস্থাগুলি অনিশ্চয়তা মুক্ত, সেই অঞ্চলে[১] ভারতীয় ব্যবসাকে বিপথগামী করার ঔচিত্য তড়িঘড়ি স্বীকৃত হয়েছিল। ব্যবসা বিভাজনের অংশ হিসাবে এ নিয়ে তর্ক উঠেছিল যে, ভারতীয় উৎপাদনকারীরা পূর্বাঞ্চলের বাজার থেকে ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের যতটা উচ্ছেদ করেছে (সারণি-২০ দেখুন) তার কোনও কারণ নেই।

এই রকম ব্যবসায় বিশৃঙ্খলার কারণ এক উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠল।[২] তর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটা প্রশ্ন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবর্তনকে সেই সময়ের মুদ্রা সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার কারণ হিসাবে ধরা যায় কিনা। যারা এই যুক্তির সপক্ষে, তারা তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিল যে, হ্রাসমান বিনিময় হার ভারতীয় উৎপাদনকারীদের বদান্যতা প্রকাশ করেছিল এবং ইংরেজ উৎপাদনকারীদের কাছে জরিমানা হয়ে এসেছিল। বদান্যতার উপস্থিতির যেটাকে প্রতিষ্ঠিত প্রতিযোগীদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবস্থান চ্যুতির কারণ হিসাবে দেখানো হয়, ভিত্তি ছিল এক সহজ হিসাব। এটা বলা হত যে, রূপার দাম সোনার নিরিখে হ্রাস পাওয়ার অর্থ হল, ভারতীয় রপ্তানিকারীরা তাদের পণ্যের জন্য বেশি টাকা পেয়েছিল বলে ভাল ছিল, আয় এক-ই কারণে ইংরেজ উৎপাদনকারীরা কম স্বর্ণমুদ্রা পাওয়াতে খুব খারাপ ছিল। সরল ভাবে বলতে গেলে, হ্রাসমান বিনিময় হার ভারতীয় রপ্তানিকারীদের আর্থিক বদান্যতা প্রকাশ করেছে ও ইংরেজ রপ্তানিকারীদের ক্ষেত্রে জরিমানা দায়েব করেছে, একটা পাটিগণিতের নিয়মের মতো দাঁড়ায়। প্রণয়নকারীরা এই সূত্রকে এতটাই স্বতঃসিদ্ধ মনে করত যে, ব্যবসা ও শিল্পের অবস্থাগত অনেক সিদ্ধান্তই এই সূত্র থেকে উদ্ভূত। এমন একটা সিদ্ধান্ত হল যে, এর ফলে রূপা ব্যবহারকারী দেশ থেকে রপ্তানি উৎসাহিত হয়েছিল ও রূপা ব্যবহারকারী দেশে আমদানি ব্যাহত হয়েছিল। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল বিনিময় হার

১. ভারতীয় বাণিজ্যের শ্রেণীবিভাগ পরের পাতার দেখানো হয়েছে।

২. দ্রষ্টব্য: 'সোনা ও রূপার বিষয়ে রয়্যাল কমিশনে'র (১৮৮৬) কাছে অধ্যাপক মার্শাল ও নিকলসনের পেশ করা প্রমাণাদি ও স্মারকলিপি', এছাড়াও অধ্যাপক লেক্সিস এর 'সোনা নিয়ে ফাটকা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য', 'ইকনমিক জার্নাল', খণ্ড-V, ১৮৯৫-তে প্রকাশিত।

হ্রাসের ফলে অন্যদের তুলনায় ইংরেজ উৎপাদকদের আরও বেশি করে রূপা ব্যবহারকারী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করেছিল। এখন, বিনিময় হার হ্রাস জনিত এমন ফল কি ফলতে পারে? আমরা যদি বিনিময় হার হ্রাসের এই ন্যাড়া বিবৃতির পিছনে গিয়ে সোনার নিরিখে রূপার মূল্য কি ভাবে নির্ধারিত হয় অনুসন্ধান করি, তাহলে এই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

সারণি ২০

পূর্বাঞ্চলের বাজারে কার্পাস-পণ্যের রপ্তানি

	সুতো (০০০ পাউন্ড বাদে)		বস্ত্র (০০০ গজ বাদে)	
বছর	ভারত থেকে	ইউ. কে. থেকে	ভারত থেকে	ইউ. কে. থেকে
১৮৭৭	৭,৯২৭	৩৩,০৮৬	১৫,৫৪৪	৩৯৪,৪৮৯
১৮৭৮	১৫,৬০০	৩৬,৪৬৭	১৭,৫৪৫	৩৮২,৩৩০
১৮৭৯	২১,৩৩২	৩৮,৯৫১	২২,৫১৭	৫২৩,৯২১
১৮৮০	২৫,৮৬২	৪৬,৪২৬	২৫,৮০০	৫০৯,০৯৯
১৮৮১	২৬,৯০১	৪৭,৪৭৯	৩০,৪২৪	৫৮৭,১৭৭
১৮৮২	৩০,৭৮৬	৩৪,৩৭০	২৯,৯১১	৪৫৪,৯৪৮
১৮৮৩	৪৫,৩৭৮	৩৩,৪৯৯	৪১,৫৩৪	৪১৫,৯৫৬
১৮৮৪	৪৯,৮৭৭	৩৮,৮৫৬	৫৫,৫৬৫	৪৩৯,৯৩৭
১৮৮৫	৬৫,৮৯৭	৩৩,০৬১	৪৭,৯০৯	৫৬২,৩৩৯
১৮৮৬	৭৮,২৪১	২৬,৯২৪	৫১,৫৭৮	৪৯০,৪৫১
১৮৮৭	৯১,৮০৪	৩৫,৩৫৪	৫৩,৪০৬	৬১৮,১৪৬
১৮৮৮	১১৩,৪৫১	৪৪,৬৪৩	৬৯,৪৮৬	৬৫২,৪০৪
১৮৮৯	১২৮,৯০৭	৩৫,৭২০	৭০,২৬৫	৫৫৭,০০৪
১৮৯০	১৪১,৯৫০	৩৭,৮৬৯	৫৯,৪৯৬	৬৩৩,৬০৬
১৮৯১	১৬৯,১৫৩	২৭,৯৭১	৬৭,৬৬৬	৫৯৫,২৫৮

ভারতীয় বাণিজ্যের শ্রেণীবিভাগ

প্রত্যেক পঞ্চবর্ষে বাৎসরিক গড় দশ লক্ষ টাকায়

	১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৮৭৯-৮০			১৮৮০-৮১ থেকে ১৮৮৪-৮৫		
দেশ	আমদানি	রপ্তানি	মোট	আমদানি	রপ্তানি	মোট
ইউ. কে.	৩২৩.৬৮	২৭৮.১৫	৬০১.৮৩	৪৩৪.৪৫	৩৪৪.২২	৭৭৮.৬৭
চীন	১৪.০৫	১৩২.২৭	১৪৬.৩২	১৯.২৩	১৩৪.৯৪	১৫৪.১৭
জাপান	০.০২	০.৩৩	০.৩৫	০.১৯	২.০৯	২.২৮
শ্রীলঙ্কা	৫.৭৪	২২.৯৭	২৮.৭১	৫.৩৫	১৬.৩৭	২১.৭২
মালাক্কা উপনিবেশ	১০.৮৩	২৬.১১	৩৬.৯৪	১৫.৮৮	৩৩.৬৫	৪৯.৫৩

প্রত্যেক পঞ্চবর্ষে বাৎসরিক গড় দশ লক্ষ টাকায়

	১৮৮৫-৮৬ থেকে ১৮৮৯-৯০			১৮৯০-৯১ থেকে ১৮৯৪-৯৫		
দেশ	আমদানি	রপ্তানি	মোট	আমদানি	রপ্তানি	মোট
ইউ. কে.	৫১০.৪৭	৩৬০.৫৯	৮৭১.০৬	৫২৬.২৪	৩৩৮.৪০	৮৬৪.৬৪
চীন	২১.৬৪	১৩৪.৫৪	১৫৬.১৮	২৮.৬৯	১৩৩.৩০	১৬১.৯০
জাপান	০.২৫	৭.২৭	৭.৫২	১.৫১	১৪.৪৪	১৫.৯৫
শ্রীলঙ্কা	৫.৮৬	২০.৫৬	২৬.৪২	৬.৪২	৩১.১৮	৩৭.৬০
মালাক্কা উপনিবেশ	২০.০৯	৪২.৫৪	৬২.৬৩	২৩.৩২	৫২.৫৬	৭৫.৮৮

এটা প্রশ্নাতীত প্রস্তাব যে, সোনা ও রূপার অনুপাত সরলভাবে বলতে গেলে সোনা ও রূপার মূল্যের অনুপাতের বিপরীত। তাই যখন সোনার নিরিখে রূপার মূল্য হ্রাস হয়, তখন অতি সাধারণ ঘটনার প্রতিরূপ হিসাবে মূল্য, যা রূপায় পরিমাপ হয়, বৃদ্ধি পায়। বিনিময় হার-এর হ্রাস সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যা ধরে নিলে এটা বুঝতে অসুবিধে হয় যে, এর সাহায্যে রপ্তানি কি ভাবে বৃদ্ধি পেল ও আমদানি কমে গেল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হয় একটি দেশের আরেকটি দেশের তুলনায় আপেক্ষিক সুবিধা কতখানি ও পণ্যের তুলনামূলক খরচের ওপর নির্ভর করে কোন শর্তে এই বাণিজ্য চলে। সুতরাং, এটা সুস্পষ্ট যে, দু'টো দেশের

মধ্যে বাণিজ্যের প্রকৃত শর্ত অপরিবর্তিত থাকে একমাত্র যদি না এইসব পণ্যের তুলনামূলক খরচের কোনও পরিবর্তন হয়। সোনার মূল্যের সার্বিক হ্রাস ধরে ও তার সঙ্গে রূপার মূল্যের সার্বিক বৃদ্ধি ধরে নিলে, আর্থিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে এমন কিছু না থাকে যার ফলে বলা যায় ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে, যদি না অন্য কোনও পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পায় অথবা আমদানি বৃদ্ধি পায়। বিনিময় হার হ্রাসের এক-ই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, এ রকম আর্থিক বিশৃঙ্খলা একটা বাণিজ্যে আরেকটা থেকে বেশি মন্দা আনতে পারে না। যদি বিনিময় হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি সাধারণ মূল্যস্তরের-ই প্রকাশ হয়, তাহলে সমস্ত পণ্যের উৎপাদনে সমানভাবেই প্রভাবিত হত। বিনিময় হার হ্রাসের জন্য ছুরি-কাঁচির বাণিজ্যের তুলনায় কার্পাস-বস্ত্রের বাণিজ্য অথবা গমের বাণিজ্য বেশি প্রভাবিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

বিনিময় হারের বিশৃঙ্খলার জন্য সাধারণ ভাবে অথবা কোনও বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে চলতি বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিপর্যস্ত হবার কারণ নেই, তাছাড়াও এর কারণে ভারতীয় উৎপাদকদের সুবিধা হওয়ার বা ইংরেজ উৎপাদকদের ক্ষতি হবারও কিছু নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, বিনিময় হার দু'টো মূল্য স্তরের অনুপাত, এটা বুঝা কষ্টকর যে কি ভাবে ইংরেজ উৎপাদকেরা, যারা কম স্বর্ণমুদ্রা পেত, কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা বেশ বেশি ছিল, ভারতের অবস্থা বেশি খারাপ ছিল ভারতীয় উৎপাদকদের চেয়ে, যারা বেশি টাকা পেত, অথচ যার ক্রয় ক্ষমতা ছিল অনেক কম। অধ্যাপক মার্শালের উপমা ছিল খুব-ই সঠিক। বিনিময় হার হ্রাসের জন্য যদি অনুমান করা হয় যে প্রথম জনের ক্ষতি হল এবং আরেকজনের লাভ হল, তাহলে এটাই অনুমান করা হবে যে, দশ ফুট উঁচু একটা জাহাজের কেবিনে যদি একজন লোক থাকে, তাহলে সেই জাহাজ যদি বারো ফুট কোনও সংকীর্ণ জলাধারে ডুবে যায় তাহলে লোকটির মাথা ভাঙবে। ভ্রান্তিটা ছিল মানুষ ও জাহাজকে আলাদা করে দেখায়, যখন, বাস্তবে, এক-ই গতি এক-ই সময়ে জাহাজ ও যাত্রীর ওপরে ক্রিয়া করে এক-ই আন্দোলন দু'টিতে সৃষ্টি করেছিল। এক-ই রকম ভাবে, ভারতীয় উৎপাদক ও ইংরেজ উৎপাদক দু'জনের ওপরেই এক-ই শক্তি ক্রিয়াশীল হয়েছে, কারণ দু'টি দেশের সাধারণ মূল্য স্তরের পরিবর্তনের ব্যাপক বিস্তারের একটা অংশ ছিল বিনিময় হারের পরিবর্তন। সেইভাবে বলা যায় যে, ইংরেজ উৎপাদকের ও ভারতীয় উৎপাদকের অবস্থা এক-ই রকম ভাল অথবা এক-ই রকম খারাপ ছিল, এবং একমাত্র তফাৎ একটাই ছিল যে, কোনও লেনদেনের ব্যাপারে প্রথম জনের ক্ষেত্রে গণক সংখ্যা ছিল কম এবং শেষোক্ত জনের ক্ষেত্রে ছিল সংখ্যায় অনেক।

এটা সুস্পষ্ট যে, ভারতীয় উৎপাদকের ক্ষেত্রে সম্পদ-প্রাপ্তি ও ইংরেজ উৎপাদকের ক্ষেত্রে জরিমানার ঘটনা ঘটতে পারে যদি ইংল্যান্ড সোনার নিরিখে রূপার মূল্যের হ্রাস ভারতে পণ্যের নিরিখে রূপার মূল্যের হ্রাসের তুলনায় বেশি হয়। সেই ক্ষেত্রে, ভারতীয় উৎপাদকরা পরিষ্কার সুবিধা পাবে নিজেদের পণ্যের সঙ্গে ইংল্যান্ডের রূপা আদান-প্রদান করলে, এবং একটা মাধ্যম অধিগত করলে, যার আধিপত্য ভারতের পণ্য ও পরিষেবার ওপর আরও বেশি মাত্রায় পড়ে। কিন্তু এইরকম অনুমানের অগ্রগণ্যতার জন্য রূপার অনপাতে স্বর্ণমূল্য হ্রাস সাধারণ পণ্যের স্বর্ণমূল্য হ্রাসের তুলনায় ভিন্ন অনুপাতে হওয়ার কোনও কারণ ছিল না, যেমন ইংল্যান্ড ও ভারতে রূপার মূল্যের বিরাট তফাৎ হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে এইরকম অগ্রগণ্য অনুমান ভিত্তিহীন নয় (সারণি-২১)।

এটা সুস্পষ্ট যে, যদি পণ্যের তুলনায় রূপার মূল্য হ্রাস আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন হত, এবং যদি রূপার মূল্য ইংল্যান্ডের তুলনায় ভারতে কম হত, তাহলে আমরা এর প্রমাণ পেতাম ইংল্যান্ড থেকে ভারতে রূপার অন্তঃপ্রবাহে। বাস্তবে কি ঘটেছিল? ভারতে রূপার অস্বাভাবিক অন্তঃপ্রবাহ যে শুধু হয় নি, এছাড়াও ১৮৭১-৯৩ এই সময়ে রূপার আমদানি ছিল পূর্বের কুড়ি বছরের তুলনায় অনেক কম।[১] এটি এই বাস্তবের সম্পূর্ণ প্রতিপাদন যে, ভারতে রূপার মূল্য অন্য দেশের মতোই ছিল, এবং ফলস্বরূপ ভারতীয় উৎপাদকের ব্যবসা থেকে সম্পদ অর্জনের সুযোগ ছিল খুব-ই কম।

যদিও এটাকে প্রশ্নের অগ্রগণ্য দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায়, তবু ভারতীয় উৎপাদকেরা এটাই বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাদের সৌভাগ্যের কারণ হল বাণিজ্যে ঔৎসাহিক অর্থোপার্জন। এইরকম অবস্থা ধরে নিয়ে, সে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের বিরোধী ছিল, কারণ বিনিময় হারের পতনকে সরকার যখন অভিশাপ মনে করছিল, সে তখন এই পতনকে সৌভাগ্য বলেই মনে করছিল। কিন্তু ভারতীয় উৎপাদকের ধারণা আপাতদৃষ্টিতে যতটাই যুক্তিসঙ্গত মনে হোক না কেন, যথেষ্ট সহানুভূতির উদ্রেক করত না; কারণ, এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না অতি সাধারণ একটা ধারণা যে, এই উৎসাহব্যঞ্জক আয় সূচিত হয়েছিল রপ্তানি ব্যবসা থেকে, যার থেকে একটা সর্বজনীন বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বিনিময় হারের হ্রাস সমগ্র জাতির লাভের একটা উপায়। এখন দেখতে হবে, এই উৎসাহব্যঞ্জক আয়

১. দ্রষ্টব্য: প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত রূপার আমদানির পরিসংখ্যান। এটা লক্ষ্যণীয় যে, ১৮৭২ এবং ১৮৯৩ সালের মধ্যে ভারতে রূপার সরবরাহ কত ঘনিষ্ঠভাবে রূপার স্বর্ণমূল্য হ্রাসকে অনুসরণ করেছিল।

সারণি ২১

ভারতে ও ইংল্যান্ডের মধ্যে মূল্য, বেতন ও রূপার গতিবিধি*

ভারতে রূপার নীট আমদানি		রূপার অনুপাতে স্বর্ণ মূল্যের সূচক সংখ্যা	বৎসর	ভারতে পণ্যের রৌপ্যমূল্যে সূচক সংখ্যা	ভারতে বেতনের সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে পণ্যের স্বর্ণমূল্যে সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে বেতনের সূচক সংখ্যা
বৎসর	টাকা						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৮৭১-৭২	৬,৫৮৭,২৯৬	৯৯.৭	১৮৭১	১০০	—	১০০	১০০.০
১৮৭২-৭৩	৭৩৯,২৪৪	৯৯.২	১৮৭২	১০৫	—	১০৯	১০৫.৮
১৮৭৩-৭৪	২,৫৩০,৮২৪	৯৭.৪	১৮৭৩	১০৭	১০০	১১১	১১২.০
১৮৭৪-৭৫	৪,৬৭৪,৭৯১	৯৫.৮	১৮৭৪	১১৬	১০১	১০২	১১৩.০
১৮৭৫-৭৬	১,৬৪০,৪৪৫	৯৩.৩	১৮৭৫	১০৩	৯৭	৯৬	১১১.৬
১৮৭৬-৭৭	৭,২৮৬,১৮৮	৮৬.৪	১৮৭৬	১০৭	৯৮	৯৫	১১০.০
১৮৭৭-৭৮	১৪,৭৩২,১৯৪	৯০.২	১৮৭৭	১৩৮	৯৭	৯৪	১০৯.৮
১৮৭৮-৭৯	৪,০৫৭,৩৭৭	৮৬.৪	১৮৭৮	১৪৮	৯৯	৮৭	১০৭.০
১৮৭৯-৮০	৭,৯৭৬,০৬৩	৮৪.২	১৮৭৯	১৩৫	১০০	৮৩	১০৫.৮
১৮৮০-৮১	৩,৯২৩,৬১২	৮৫.৯	১৮৮০	১১৭	৯৯	৮৮	১০৬.৫
১৮৮১-৮২	৫,৩৮১,৪১০	৮৫.০	১৮৮১	১০৬	৯৯	৮৫	১০৬.৫

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

সারণি ২১

ভারতে ও ইংল্যান্ডের মধ্যে মূল্য, বেতন ও রূপার গতিবিধি* (আগের পৃষ্ঠার পর)

ভারতে রূপার নীট আমদানি		রূপার অনুপাতে স্বর্ণ মূল্যের সূচক সংখ্যা	বৎসর	ভারতে পণ্যের রৌপ্যমূল্যে সূচক সংখ্যা	ভারতে বেতনের সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে পণ্যের স্বর্ণমূল্যে সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে বেতনের সূচক সংখ্যা
বৎসর	টাকা						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৮৮২-৮৩	৭,৫৪১,৪২৭	৮৪.৯	১৮৮২	১০৫	১০০	৮৪	১০৬.৫
১৮৮৩-৮৪	৬,৪৩৩,৮৮৬	৮৩.১	১৮৮৩	১০৬	১০২	৮২	১০৮.০
১৮৮৪-৮৫	৭,৩১৯,৫৮১	৮৩.৩	১৮৮৪	১১৪	১০১	৭৬	১০৯.০
১৮৮৫-৮৬	১১,৬২৭,০২৮	৭৯.৯	১৮৮৫	১১৩	১০৬	৭২	১০৮.০
১৮৮৬-৮৭	৭,১৯১,৭৪৩	৭৪.৬	১৮৮৬	১১০	১০৫	৬৯	১০৭.০
১৮৮৭-৮৮	৯,৩১৯,৪২১	৭৩.৩	১৮৮৭	১১১	১১৪	৬৮	১০৮.০
১৮৮৮-৮৯	৯,৩২৭,৫২৯	৭০.৪	১৮৮৮	১১৯	১১২	৭০	১০৯.৮
১৮৮৯-৯০	১১,০০২,০৭৮	৭০.২	১৮৮৯	১২৫	১১২	৭২	১১৩.০
১৮৯০-৯১	১৪,২১১,৪০৮	৭৮.৪	১৮৯০	১২৫	১১৩	৭২	১১৮.০
১৮৯১-৯২	৯,১৬৫,৬৮৪	৭৪.৩	১৮৯১	১২৮	১১৮	৭২	১১৮.০
১৮৯২-৯৩	১২,৮৯৩,৪৯৯	৬৫.৫	১৮৯২	১৪১	১১০	৬৮	১১৭.৪
১৮৯৩-৯৪	১৩,৭৫৯,২৭৩	৫৮.৫	১৮৯৩	১৩৮	১১৯	৬৮	১১৭.৪

* স্তম্ভ (২) নেওয়া হয়েছে পরিশিষ্ট ২, সারণি ২, আই-সি-সি, ১৯৮৯। স্তম্ভ (৩), (৫), (৬) ও (৭) নেওয়া হয়েছে 'জার্নাল অব্ দি স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি', মার্চ ১৮৯৭ এ প্রকাশিত অ্যাট্‌কিনসনের 'ভারতে রূপার মূল্য' থেকে। স্তম্ভ (৮) এর সূত্র হল ডব্লু. টি, লেটনের 'ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অব্ প্রাইসেস', ১৯১২, সারণি ১, স্তম্ভ ১, পৃষ্ঠা : ১৫০, ১৮৭১ কে ১০০ হিসাবে পুনর্মানক করা।

কি রপ্তানি ব্যবসা থেকেই এসেছিল? তাই যদি হত, তাহলে প্রত্যেকবার বিনিময় হার হ্রাসের ফলে এই বিশেষ আয় হত। কিন্তু যদি ধরে নিই যে, ভারতে রূপার অবচয় ঘটেছিল ইংল্যান্ডে ঘটার আগে, তাহলে বিনিময় হ্রাস কি ভারতীয় রপ্তানিকারীর কাছে উৎসাহসূচক আয় এনে দিত? পূর্বে ব্যাখ্যার সূত্র ধরে বললে, ভারতীয় রপ্তানিকারী উৎসাহব্যঞ্জক আয় করতে পারত যদি তার উৎপাদিত পণ্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত রূপা দিয়ে, ভারতে আরও বেশি পণ্য ক্রয় করতে পারত। সহজ কথায় বলতে গেলে, এই উৎসাহব্যঞ্জক আয় আসলে, তার পণ্যের মূল্য ও তার খরচের বিয়োগফল বা পার্থক্য। এই কথাটা মনে রেখে সুনিশ্চিতভাবে জোর দিয়ে বলতে পারি যে, রূপার অপচয় যদি ভারতে প্রথম হয় বলে অনুমান করা যায়, তা হলে ভারতীয় বিনিময় হার হ্রাসের সঙ্গে ব্যবসায় উৎসাহব্যঞ্জক আয়ের পরিবর্তে ক্ষতিসাধন-ই হত। এই অনুমিত অবস্থায়, ভারতীয় রপ্তানিকারী দেখল যে, যদিও ভারতীয় বিনিময় হার, অর্থাৎ রূপার স্বর্ণমূল্য হ্রাস পেয়েছে, তবুও ইংল্যান্ডে স্বর্ণমূল্য ও ভারতে রৌপ্যমূল্যের মধ্যে অনুপাত হ্রাস পেয়েছে আরও বেশি মাত্রায়, অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে যে মূল্য পেয়েছে সেটা তার খরচের থেকে কম। ইউরোপে রূপার মূল্য হ্রাস পেয়েছে ভারতে হ্রাসের পূর্বে, এই তথ্য তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।[১] কিন্তু যদি তাই হত, তাহলে বিনিময় হার হ্রাসের ফলে ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা এটাই প্রমাণ করে যে, উৎসাহব্যঞ্জক আয় তেমনভাবে রপ্তানি ব্যবসার জন্য নয়, এই আয় সাধারণ মূল্য স্তরে অমিল এবং দেশের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্য ও পরিষেবার মূল্য থেকে উদ্ভূত, এবং দেশের রপ্তানি ব্যবসা না থাকলেও এই উৎসাহব্যঞ্জক আয় হত। সুতরাং, এই উৎসাহব্যঞ্জক আয় মুদ্রার সাধারণ আয় হেতু উদ্ভূত। এর উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে কারণ, ভারতে সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার ওঠা-পড়া সমানভাবে হয় নি। এটা সর্বজনবিদিত যে, কোনও একটা সময়ে কিছু পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে, যখন সাধারণ মূল্যস্তর হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে, কিছু পণ্যের দাম কমতে থাকবে যখন সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এইরকম বিপরীত গতি-প্রকৃতি বিরল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হল, কিছু পণ্য ও পরিষেবার মূল্য, যদিও এক-ই গতিপথে এগোচ্ছে, সাধারণ মূল্য স্তরের মতো এক-ই গতিতে এগোচ্ছে না। এটা কুখ্যাত যে, যখন সাধারণ মূল্য স্তর হ্রাস পায়, পারিশ্রমিক ও অন্যান্য স্থির আয়, যা প্রত্যেক নিয়োগকারীর মোট ব্যয়ের বৃহদংশ, এক-ই অনুপাতে হ্রাস পায় না; এবং যখন সাধারণ মূল্য স্তর বৃদ্ধি পায়, তখন এইসবের বৃদ্ধি এত তাড়াতাড়ি হয় না, সাধারণভাবে তা পিছিয়েই থাকে এবং ঠিক এটাই ঘটছিল

১. দ্রষ্টব্য: পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়

১৮৭৩-৯৩ সালের মধ্যে ভারতের মতো রৌপ্যমান দেশে ও ইংল্যান্ডের মতো স্বর্ণমান দেশে (চিত্রলেখ ৪-এ দর্শনীয়)।

ইংল্যান্ডে মূল্য হ্রাস হয়েছে, কিন্তু মজুরি সেই অনুপাতে হ্রাস পায় নি। ভারতে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এক-ই অনুপাতে মজুরি বৃদ্ধি পায় নি।

ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত যদি আদৌ হয়ে থাকে, তাহলে কোনও ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য নয়, হয়েছে নিজের কর্মচারীদের মজুরি এক-ই থাকার জন্য যখন পণ্যমূল্য হ্রাস পেয়েছে। ভারতীয় উৎপাদকেরা যদি কোনও উৎসাহব্যঞ্জক আয় করে থাকে, সেটা কোনও ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পোষণ করবার জন্য নয়, করেছে কারণ তাকে বেশি মজুরি দিতে হয় নি, যদিও তার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে।

সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, বিনিময় হ্রাস কোনও প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক সম্পর্কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নি অথবা কোনও পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বিচ্যুত করে নি। চরম যদি কিছু বলা যায় সেটা হল, এর অর্থনৈতিক উৎসাহব্যঞ্জকতার ওপর এর আপতন বা প্রয়োগ। যদি এটি কোনও উদ্দেশ্যপূর্ণ শক্তির সঞ্চার করে থাকে অথবা উৎসাহব্যঞ্জকতা দূর করে, সেটা করেছিল জাতীয় সম্পদ বন্টনে পরিবর্তন সঞ্চার করে। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে, যেখানে মূল্য হ্রাস পাচ্ছিল, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল নিয়োগকারীরা; ভারতের ক্ষেত্রে, যেখানে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছিল, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণী। দু'টো ক্ষেত্রেই সমাজের এক শ্রেণীর প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল, এবং মুদ্রা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের একটা সহজ যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল। মুদ্রা-ব্যবস্তা পুনর্গঠনের প্রয়োজন ইংল্যান্ডে স্বীকৃত ছিল, কিন্তু ভারতে অনেক লোক-ই এই পুনর্গঠনের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল। কতিপয় লোকের কাছে রৌপ্যমানের স্থায়িত্ব এক শক্তিশালী নজির স্থাপন করেছিল, কারণ ভারতের মূল্যস্তর ১৮৭৩ সালের স্তরের ওপরে উঠেছে এমন কোনও প্রমাণ তারা খুঁজে পায় নি। অন্যদের কাছে, বিনিময় হার হ্রাস-জনিত যে উৎসাহব্যঞ্জক আয়ের আশীর্বাদ এনে দিয়েছে, বিনিময় হার স্থায়ী করার মাধ্যমে সেই বিরাট আশীর্বাদ সহজে হাতছাড়া করতে চায়নি। দু'টি দৃষ্টিভঙ্গির-ই অসারতা সুস্পষ্ট।

মূল্যবৃদ্ধি ভারতে হয়েছিল এবং বেশি মাত্রায়। উৎসাহব্যঞ্জক আয় সম্ভবত ছিল, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে সেটা ছিল ক্ষতিকারক, জরিমানা স্বরূপ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল ইংরেজ মুদ্রাব্যবস্থা থেকে অনেক

CHART IV

PRICES AND WAGES IN INDIA AND ENGLAND, 1873–93
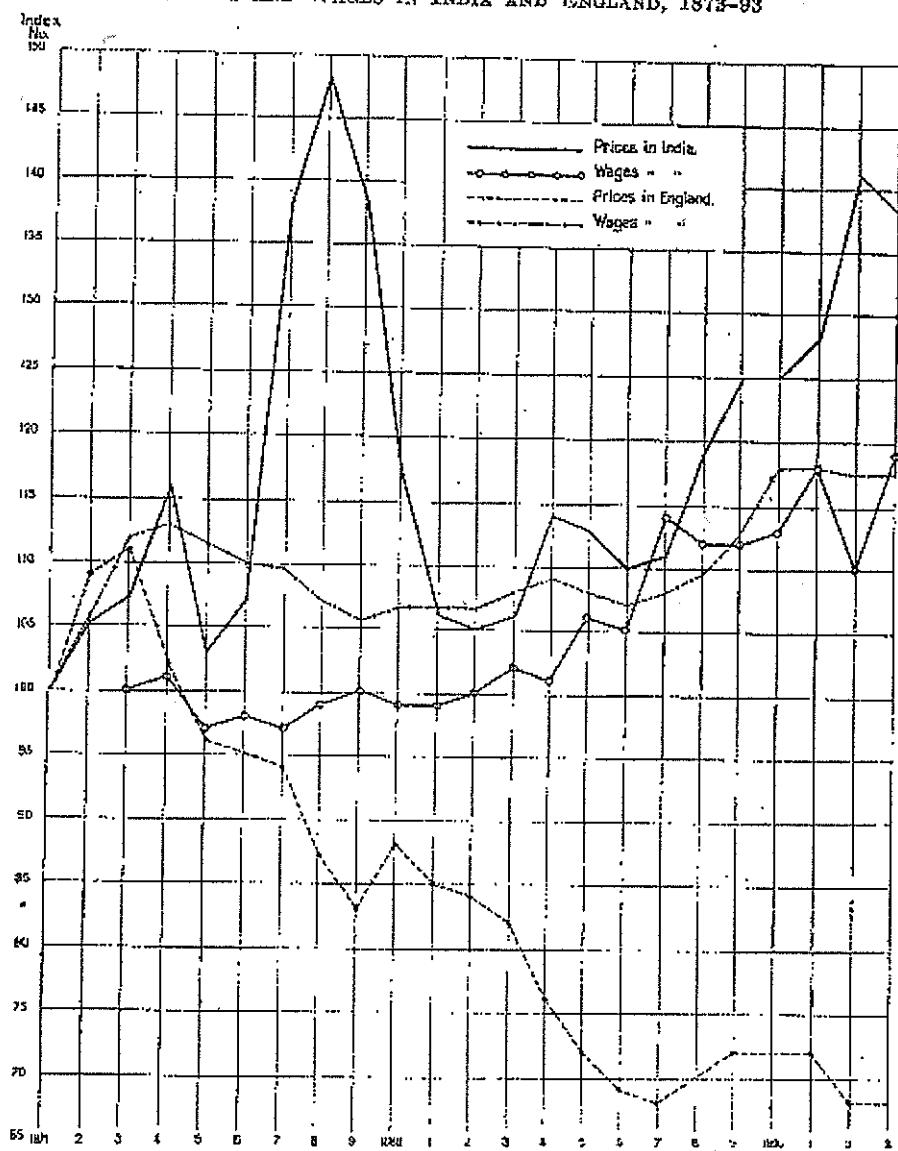
বেশি জরুরি। সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলতে গেলে মূল্য বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাসের মধ্যে বেছে নেবার সম্ভবত অনেক কিছু আছে। কিন্তু সম্পদ বন্টনের ওপর এই মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যহ্রাসের আপতন বা প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মানের সপক্ষে খুব কম কিছুই বলা যায়, যে মানের মূল্য পরিবর্তন হয় এবং যে মান অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণী থেকে অপেক্ষাকৃত ধনী শ্রেণীর হাতে সম্পদ স্থানান্তরকরণের মাধ্যম হয়ে ওঠে। স্ক্রোপ বলেছেন, 'মূল্যে স্থায়িত্ব ছাড়া অর্থ একটি প্রবঞ্চক।' সত্যিই, এর ফলে প্রভাবিত স্বার্থ সংশ্লিষ্টের বৃহত্ব বিচার করলে, অবচয়িত মুদ্রাকে মনে করতেই হবে আরও বড় প্রবঞ্চক হিসাবে এই যদি হয়, ভারতীয় বাণিজ্য ও শিল্পের সাফল্য বলিষ্ঠ মুদ্রা-ব্যবস্থার নিদর্শন তো নয়-ই, বরং এই সাফল্য বজায় ছিল রোগগ্রস্ত মুদ্রা-ব্যবস্থার জন্য। বিনিময় হার হ্রাস যতখানি পর্যন্ত লাভজনক ছিল, ততখানি ভারতীয় জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ যারা স্থায়ী আয়ের ওপর নির্ভরশীল, তাদের কাছে ক্ষতির কারণ হয়েছিল, যারা রৌপ্যমানের অস্থায়িত্বের জন্য সরকার এবং তাদের ইউরোপীয় আধিকারিকদের মতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এটা গেল রূপার মূল্য হ্রাসের ব্যাপার। কিন্তু এই হ্রাস আর্থিক অসুবিধা ও সামাজিক অন্যায় যা সৃষ্টি করেছিল, সেগুলিই এর কুফলের সবটুকু নয়। এর থেকে আরও বেশি বিরক্তিকর ছিল হ্রাসের সঙ্গে আসা আকস্মিক ওঠা-নামা (চিত্রলেখ-৫-এ দেখুন)।

টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস জনিত ভারত সরকারের বিব্রতকর অবস্থা অনেক বেশি বাড়িয়ে তুলেছিল এই আকস্মিক ওঠা-নামা। মাননীয় শ্রী বেরিং (পরবর্তীকালে লর্ড ক্রোমার)-এর মতে[১]—

'এটা বাস্তব সম্মত নয় যে, টাকার মূল্য তুলনামূলক ভাবে বলতে গেলে, এতটা কম যে, অসুবিধের সৃষ্টি করছে। এটা সম্ভব হতে পারে, অতীব কষ্টসাধ্য হলেও যে টাকার কোনও একটা মূল্যে ভারতীয় রাজস্ব-ব্যবস্থাকে মানিয়ে নেওয়া যাবে। যেটা সরকার ও বাণিজ্যকে সমানভাবে অসুবিধায় ফেলে, তা হল টাকার মূল্যের অস্থায়িত্ব। ভারতীয় মুদ্রায় সঠিকভাবে বলা অসম্ভব যে, ভারত সরকারের বার্ষিক দায় কতটা। এই দায় মূল্যায়ন করতে হয় প্রত্যেক বছর সোনা ও রূপার

---

১. আর্থিক বিবৃতি, ১৮৮৩-৮৪; পৃষ্ঠা : ২৬।

CHART V

MONTHLY FLUCTUATIONS OF THE RUPEE-STERLING EXCHANGE
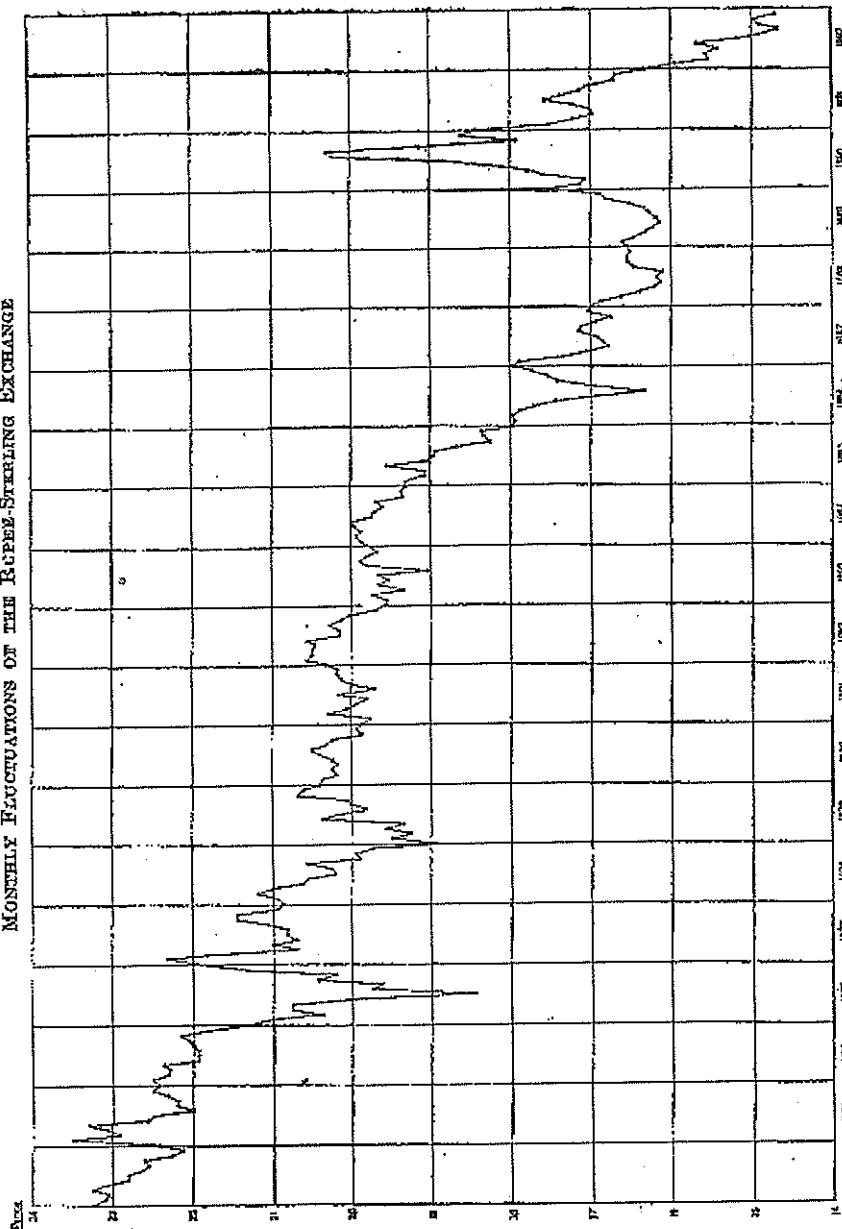
মূল্যের আপেক্ষিক পরিবর্তন কতটা হয়েছে তার ভিত্তিতে একটা হিসাব যে এক বছর যুক্তিসিদ্ধ থাকবে সেটা বলাও অত্যন্ত দুঃসাধ্য।'

আকস্মিক এই হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য আয়-ব্যয়কে কোনও দর অনুমান করা যেত না যেটা সত্যিকারের বাজার দর হয়ে উঠতে পারে। ঘটনা যা, কোনও বছরের দর গড় করলে দেখা যাবে যে, আয়-ব্যয়কের দরের সঙ্গে এত বিস্তর তার প্রভেদ যে সরকারের অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার, অর্থমন্ত্রীর নির্বাচিত শব্দে বলতে গেলে ছিল 'বাস্তবিক জুয়া'। বার্ষিক আয়-ব্যয়কে স্টার্লিং—প্রদানের টাকায় খরচের হঠাৎ ও আয়োজনহীন পরিবর্তনের জন্য কতটা বিকৃতিগ্রস্ত হয়ে পড়ত, সারণি-২২ থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

সরকারি অর্থ-ব্যবস্থা যদি বিনিময় হারের আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত অনিশ্চয়তার শিকার হয়, ব্যক্তিগত বাণিজ্যও মোটামুটি ফাটকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিনিময় হারের আকস্মিক ওঠা-পড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা সাধারণ ঘটনা নিঃসন্দেহেই। কিন্তু এই আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধির একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকবে যার ফলে বাণিজ্য ও শিল্পে নিরবচ্ছিন্নতা ব্যাহত না হয়। যদি এই সীমা নির্দিষ্ট করা যেত, তা হলে বাণিজ্যে তার হিসাব মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকত ও বিনিময় হারে ফাটকা বিচ্যুতির পরিচিত সীমার মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকত একটি প্রতিষ্ঠিত হারের স্থলে। যদি এই সীমা পরিচিত না থাকত, বাণিজ্যের সমস্ত হিসাব বিফল হয়ে বৈধ বাণিজ্যের স্থান দখল করত বিনিময় হারের ফাটকা। এইটি সুস্পষ্ট যে, দু'টো দেশের মূল্যমান যদি এক হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিনিময় হারের আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট বিস্তারে সীমাবদ্ধ থাকত। যেখানে মূল্যমান এক নয়, সেখানে সীমা থাকলেও, এতটাই অনির্দিষ্ট থাকবে যে, বাস্তবিক ব্যবহারের অতীত হবে। বিনিময় হারের অমিল স্বর্ণমান ও রৌপ্যমানের দুটি দেশের মধ্যেকার অভিন্ন মূল্যমান বিনষ্ট করে দুই দেশের মধ্যে বিনিময় হারের আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধির নির্দিষ্ট সীমা মুছে ফেলল। তার ফলে, মাপক মানের মূল্য প্রভেদের জন্য ব্যবসার অগ্রগতি হতে লাগল 'আকস্মিক গতি ও যতি'র ভেতর দিয়ে, এবং ফাটকা চাঞ্চল্যকর ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল।

১. প্রমাণ, 'ভারতীয় মুদ্রা কমিটি', ১৮৯৮, প্রশ্ন ৬২৯০; ৯৮০৮-১০।

সারণি ২২

বিনিময় হারের আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধি ও সোনায় প্রদেয় টাকার খরচের আকস্মিক হ্রাস-বৃদ্ধি*

আর্থিক বৎসর	অনুমিত বিনিময়হার, যার ভিত্তিতে বার্ষিক বাজেট তৈরি হয়েছিল		প্রকৃত বার্ষিক গড় বিনিময় হার		স্টার্লিং-এ প্রদেয় টাকার খরচে পরিবর্তন, অনুমিত ও প্রকৃত বিনিময় হারের মধ্যে পরিবর্তনজনিত	
					বৃদ্ধি	হ্রাস
	শিলিং	পেন্স	শিলিং	পেন্স	টাকা	টাকা
১৮৭৪-৭৫	১	১০.৩৭৫	১	১০.১৫৬	১৫,৯১,৭৬৪	—
১৮৭৫-৭৬	১	৯.৮৭৫	১	৯.৬২৬	১৯,৫৭,৯১৭	—
১৮৭৬-৭৭	১	৮.৫	১	৮.৫০৮	—	৭৬,৭৩৬
১৮৭৭-৭৮	১	৯.২৩	১	৮.৭৯১	৩৮,৪৩,০৫০	—
১৮৭৮-৭৯	১	৮.৪	১	৭.৭৯৪	৫৬,৮৭,১২৯	—
১৮৭৯-৮০	১	৭	১	৭.৯৬১	—	৮৪,৪০,৭৩৭
১৮৮০-৮১	১	৮	১	৭.৯৫৬	৪,২৪,৭২২	—
১৮৮১-৮২	১	৮	১	৭.৮৯৫	১০,১৭,৪৮২	—
১৮৮২-৮৩	১	৮	১	৭.৫২৫	৩৭,৪৬,৮৯০	—
১৮৮৩-৮৪	১	৭.৫	১	৭.৫৩৬	—	৩,৬২,৯০২
১৮৮৪-৮৫	১	৭.৫	১	৭.৩০৮	১৮,৯৭,৩০৭	—
১৮৮৫-৮৬	১	৭	১	৬.২৫৪	৫৬,৮২,৬৩৮	—
১৮৮৬-৮৭	১	৬	১	৫.৪৪১	৬৫,১৭,৭২১	—
১৮৮৭-৮৮	১	৫.৫	১	৪.৮৯৮	৭১,৯০,০৯৭	—
১৮৮৮-৮৯	১	৪.৯	১	৪.৩৭৯	৭৭,৯৮,৪০০	—
১৮৮৯-৯০	১	৪.৩৮	১	৪.৫৬৬	—	২৭,৩১,৮৯২
১৮৯০-৯১	১	৪.৫৫২	১	৬.০৯	—	২,৩৫,৫১,৭৪৪
১৮৯১-৯২	১	৫.২৫	১	৪.৭৩৩	৮০,০৯,৩৬৬	—

* 'স্বর্ণ ও রৌপ্য কমিশনের অন্তিম প্রতিবেদন', পৃষ্ঠা : ৪০ এবং 'ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা কমিটির প্রতিবেদন', ১৮৯৩, পরিশিষ্ট-২, পৃষ্ঠা : ২৭০ এর পরিসংখ্যান থেকে সংকলিত।

বাণিজ্যর অগ্রগতি নির্ভর করে স্থায়িত্বের ওপর—এই সত্যটা খুব কম-ই হৃদয়ঙ্গম হয় যতক্ষণ না এই সত্য বাস্তবে প্রকাশিত হয়। সুস্থ উদ্যমের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা কঠিন, যখন সরকার স্থায়ী ঋণ শোধের সামর্থ নিরাপদ এবং অবস্থা সমান। অস্থায়িত্বের প্রতিবন্ধকতা এত বেশি যে, সর্বত্র ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করেছে স্থায়িত্ব আনতে সেই কর্মক্ষেত্রে, যা অনিশ্চয়তায় ঢাকা। সব জায়গায় বাণিজ্যিক আবহমান যন্ত্র (Barometer) গড়ে উঠেছে যা ব্যবসায়ীকে আসন্ন পরিবর্তনের ব্যাপারে আগাম সাবধান বাণী দেয়, যাতে তাদের ক্রিয়াকর্মে সময়মত পরিবর্তন সাধনের জন্য আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে।

বীমা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবেই অর্থনৈতিক জীবনে স্থায়িত্ব আনবার কাজে ব্যাপৃত। যে প্রয়োজনে সব নিয়মিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকার বাধ্য হয়েছে একটি মাপক মান মেনে চলতে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর ওজনের সত্যিকারের অনুপাত পরিমাপ করে নিশ্চিতভাবে আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সেটা এক-ই কারণ-প্রসূত।[১] যে নিখুঁত নির্ভুলতা নিয়ে প্রত্যেক সভ্য দেশ তাদের মাপক-মান বিবৃত করে এবং যে বৃহৎ পরিব্যবস্থা পরিচালন করে কোনও বিচ্যুতি থেকে তাকে রক্ষা করতে শুধুমাত্র প্রমাণ করে যে, কি অপরিসীম গুরুত্ব একটি অর্থনৈতিক সমাজ দিয়ে থাকে তার সভ্যদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে বা বাণিজ্যিক সমিতির সম্পর্কে করা চুক্তিগুলির শর্ত পূরণের জন্য আশ্বাস এবং অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে যথার্থতা আনবার জন্য।

কোনও সম্প্রদায়ের মাপক মান যতটা গুরুত্বপূর্ণ, একটি সম্প্রদায়ের পরিমাপক ও তার মূল্যের পরিমাপক, সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[১] ওজন, প্রসারণ বা ঘনত্বের মাপক নির্দিষ্ট লেন-দেনে প্রয়োজন। যদি পাউন্ড, বুশ্‌ল (আট গ্যালন পরিমাপ পাত্রে যত ধরে সেই পরিমাণ শস্য) বা গজের পরিবর্তন করা হয়, তাহলে তার ক্ষতির কার্যক্ষেত্র তুলনামূলক ভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু মূল্য মাপকের ক্ষেত্রে প্রভাব সর্ব পরিব্যাপ্ত হয়।

পিল[২] বলেছেন, 'কোনও চুক্তি নেই, জনসাধারণের হোক বা ব্যক্তিগত, হোক কোনও কর্ম নিয়োজন নেই, জাতীয় অথবা ব্যক্তিগত, যা এর প্রভাবমুক্ত। বাণিজ্যিক উদ্যোগ, বাণিজ্যের লাভ, সমাজের সমস্ত দেশীয় সম্পর্কের ব্যবস্থা, শ্রমিকের মজুরি, অর্থকরী লেন-দেন, সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের, জাতীয় ঋণ পরিশোধ, জাতীয়

---

১. দ্রষ্টব্য: হ্যারিস, 'মুদ্রা এবং পয়সার বিষয়ে রচনা' (পুনর্মুদ্রণ, কে.আর.ম্যাকুলকের গ্রন্থ 'মুদ্রার বিরল পথ' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২১; দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১১,১৩ ও ২০)।

২. দ্রষ্টব্য: পিলের মে ৬,১৮৪৪ এর বক্তৃতা, ব্যাঙ্ক চার্টার আইনের হাউস অব কমন্সে-এ পর্যালোচনার সময়, হ্যানসার্ড, খণ্ড ৩৪; পৃষ্ঠা: ৭২০।

খরচের জন পৃথগীকরণ, জীবন ধারণের প্রয়োজনে সবচেয়ে কম মূল্যের পয়সারও যা আধিপত্য, সব কিছুই মূল্য পরিমাপকের পরিবর্তনে প্রভাবিত হয়।'

কারণ প্রত্যেক চুক্তি, যদিও পরিশেষে পণ্যের চুক্তি, প্রাথমিক ভাবে সেটা মূল্যভিত্তিক চুক্তি। সুতরাং, ওজন, সামর্থ্য ও পরিমাণের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র স্থায়িত্ব বজায় রাখলে চলবে না। পণ্যের কোনও চুক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণে সঠিক থাকলেও, মূল্যভিত্তিক চুক্তির হিসাব দূষিত হতে পারে মূল্য পরিমাপক পরিবর্তনের জন্য। মূল্য পরিমাপক স্থায়িত্ব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার দায়িত্ব পড়ে প্রত্যেক সুশৃঙ্খল সমাজের সরকারের ওপর। কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা তর্কহীন ভাবে বেড়ে যায় যখন সমাজ স্থিতাবস্থা থেকে চুক্তির দিকে এগোয়। সমাজের চুক্তির শর্তগুলি সংরক্ষণ তখন পরিবর্তনহীন মূল্য পরিমাপকের সমতুল্য হয়ে ওঠে।

কোনও না কোনও ভাবে রূপার মূল্য পরিমাপকে সমতা আনবার জন্য যে পুনর্গঠনের কাজ সত্তর দশকের বিপথগামী বিধায়কদের ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল দেখা গেছে যে, এর থেকে অব্যাহতি পেতে খুব দেরি করা যাবে না। এই বিধেয়ক পাশ হবার ফলশ্রুতি হিসাবে যা হল, যেরকম পুনর্গঠন হয়েছে, সেটা এতটাই মারাত্মক যে বেশিদিন না শুধরে রাখা যাবে না। খুব বেশি ক্ষতি হওয়ার আগে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরুর ঔচিত্য এটাই শুধুমাত্র দেখায় যে, বাণিজ্যিক সম্পর্কে গ্রথিত এই বিশ্ব দাবি করবে যে, মুদ্রাব্যবস্থা সর্বজনগ্রাহ্য পরিমাপ-দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হোক।

অধ্যায় ৪

স্বর্ণমানের দিকে

স্থায়ী আর্থিক অবস্থা প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট নির্ভর করে সাধারণ মূলমান পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্য যতটাই সহজ হোক না কেন, উদ্দেশ্যসাধন কোনভাবেই সহজ ব্যাপার নয়। এটা কার্যকরী করতে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল দু'টি পথ খোলা আছে। একটি হল, মুদ্রাব্যবস্থার জন্য সর্বজনগ্রাহ্য একটি ধাতুর ব্যবহার, এবং যেহেতু পৃথিবীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ স্বর্ণ-মান প্রথা গ্রহণ করেছে, এর অর্থ দাঁড়াল যে রৌপ্য-মান দেশগুলি সোনার সপক্ষে নিজস্ব মুদ্রামান পরিত্যাগ করবে। দ্বিতীয়টি হল যে, স্বর্ণমান ও রৌপ্যমান দেশগুলি নিজস্ব মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত রেখে নিজেদের মধ্যে একটি স্থির বিনিময় হার প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে দু'টো ধাতুই একটি সাধারণ মূল্যমানে থাকে।

ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলনের ইতিহাস এই দু'টি আন্দোলনের ইতিহাস। স্বর্ণমান প্রচলন আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল স্থান দখল। ১৮৬৮ সালের নির্দেশনামা বিফলে যাওয়া নীতির ব্যর্থতা সূচিত করলেও, ভারতে স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তনের যে আন্দোলন ষাটের দশকে শুরু হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি মুছে যায়নি দেশ থেকে। সেই আন্দোলনে তখনও যে প্রাণ ছিল, তা বাস্তবে প্রমাণিত হয় যখন চার বছর পর তা পুনরুজ্জীবিত করেন স্যার রিচার্ড টেম্পল, ভারতের অর্থমন্ত্রী হবার পর, ১৫ মে ১৮৭২ তারিখের স্মারকলিপিতে।[১] যে বিস্তৃত বিবরণে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে আলাদা ছিলেন, সেটা হল যেখানে তাঁরা ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বকে ভারতের প্রধান মুদ্রা করতে চেয়েছিলেন স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থায়, সেই জায়গায় তিনি ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রা 'মোহর'কে আনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কেন তাঁর পূর্বসূরীরা এক-ই পন্থা অনুসরণ করেন নি যখন ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার সঠিক দর নিরূপণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, সত্যিই কিছুটা আশ্চর্যের মনে হয়, যখন মনে করা যায় যে অতীতে বহুদিন ধরে ভারতীয় টাকশাল 'মোহর' তৈরি করে প্রচলন করেছে এবং সঠিক দর নিরূপণ করতে পারা সম্ভব ছিল, এমনকি ভারতের প্রধান স্বর্ণমুদ্রাও

১. 'ভারতের মুদ্রা সমিতি' ১৮৯৮, পরিশিষ্ট ১, সংখ্যা : ১২।

করা যেত। তাঁরা সেটা করেনি কেন, একমাত্র এই অনুমান করে বুঝানো যায় যে, তাঁরা এক ঢিলে দু'টো পাখি মারবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতে স্বর্ণমুদ্রা-ব্যবস্থা ছাড়াও আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল সেই সময়ে প্রচলিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থায় সমতার আন্দোলনকে উৎসাহিত করা। ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় 'মোহর'—এর উপযোগিতা ছিল নিকৃষ্ট মানের। কিন্তু যখন স্যার রিচার্ড টেম্পল দৃশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন কোনও সর্বজনগ্রাহ্য মুদ্রা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রবর্তনের পরিকল্পনা দ্রুত উধাও হয়ে যাচ্ছিল। লর্ড হ্যালিফাক্স এর সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থায় 'ইংলিশ কমিশনে'র প্রতিবেদনে সব ঘটনায় ইংরেজ স্বর্ণমুদ্রা মানের যে কোনও পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। এই বৃহত্তর বিচার্য বিষয়ের ওপর চিন্তাধারা অব্যাহত রেখে স্যার রিচার্ড টেম্পলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার স্থলে 'মোহর'কে বিশিষ্ট মুদ্রা হিসাবে সুপারিশ করার।[১]

তিনি লিখেছিলেন, 'আমাদের সোনার টুকরো আছে যথাক্রমে পনের, দশ ও পাঁচ টাকা মূল্যের এবং বিশ্বাস করা হত এই মূল্য খুব সঠিকভাবে নিরূপিত করা, সোনা ও রূপার আপেক্ষিক মূল্যের ক্ষেত্র ধরলে প্রথম সুযোগেই সোনার খণ্ডকে অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবে ঘোষণা করা উচিত সীমাহীন মূল্যে। সোনার খণ্ড টাকার সঙ্গে এই স্থির সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে, কিন্তু সময়ের জন্য টাকাকে সীমাহীন মূল্যে অনুমোদিত মুদ্রা হিসাবে পরিগণিত করা প্রয়োজন হবে, যাতে সাময়িকভাবে দ্বৈতমানের অসুবিধা আসতে পারে, দ্বৈতমানের অবস্থান্তর সময় যথাসম্ভব হ্রস্ব হওয়া উচিত।' রূপার প্রতীকী মুদ্রা-ব্যবস্থায় পর্যবসিত করতে হবে, এবং শুধুমাত্র অল্প মূল্যের অনুমেদিত মুদ্রায় পরিগণিত করতে হবে; এবং পরিশেষে সোনাই হবে একমাত্র অনুমোদিত মান।

তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১০ টাকার বিনিময়ে ১২০ গ্রেইনস্ মানের অনুপাত, অর্থাৎ ১১০ গ্রেইনস্ খাঁটি সোনা।[২] কিন্তু তিনি স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়নের হঠকারিতা ভাগ করে নেন নি।[৩] স্বর্ণমুদ্রার পরিকল্পনার ব্যাপারে তিনি এতটাই অভিনিবিষ্ট

---

১. যা হোক, তিনি বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে ১০ টাকা ৪ আনা দরে মনোনীত মুদ্রা হিসাবে প্রচলন করায় কোনও আপত্তি করব না। কিন্তু ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ১০ টাকা ও কিয়দংশ বেশি হওয়ায় রূপায় পরিবর্তনের সময় হিসাবের কালে কিঞ্চিৎ অসুবিধে সৃষ্টি হতে পারে, এবং সেই ক্ষেত্রে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থায় প্রবর্তনে অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু এই আপত্তি যদি জোর দিয়ে সমর্থন করা হয়, সেইক্ষেত্রে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে অনুমোদিত মুদ্রা হিসাব ঘোষণা করতে আমি জোর করব না, কিন্তু যে কোনও অবস্থাতেই, আমাদের কোষাগারগুলিতে বর্তমান দরে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করা চালিয়ে যাব।'

২. এই অনুপাত হল ১৫:১, যার ফলে সোনার কিঞ্চিৎ মুল্য হ্রাস হয়েছিল।

৩. পূর্বে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত।

ছিলেন যে, এই অনুপাত পরিবর্তন করতেও রাজি ছিলেন যাতে সোনার নিরিখে সুবিধাজনক হয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপাতের প্রশ্ন ছিল—

'যা ভারত সরকার নিশ্চিত নির্ধারণ করতে পারবে। এগুলি এমন-ই প্রশ্ন যা স্বর্ণমান ব্যবহারকারী প্রত্যেক দেশ নির্ধারণ করেছে। সন্দেহ নেই যে, এটা একটা কঠিন ও জরুরি সমস্যা, কিন্তু সেটা অসমাধানযোগ্য হতে পারে না, এবং সমাধান করা উচিত।'

স্বর্ণমুদ্রা বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবের এমন-ই হল খসড়া চিত্র। এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল রূপার মূল্যহ্রাস শুরুর আগেই, এবং এটি অতীত নীতির তুঙ্গীভূত রূপ, যতটা না রূপার আসন্ন অবচয়ের প্রতিষেধক। এতেই সম্ভবত নীতির মুখ্য শক্তি নিহিত ছিল। সু-সময়ে মুদ্রাকে আকর্ষণ করবার খরচ এড়ানো হয়েছিল, যেটা পরে প্রতিরোধক প্রমাণিত হয়েছে ও অনেক অনেক পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। এছাড়া, এটা বলা যায় না যে, সরকারকে স্মারকলিপি দেবার সময়, আসন্ন বিপদের বিষয়ে অবহিত করা হয় নি, কারণ রূপাকে বিমুদ্রাকরণের ঢেউ উঠেছিল দু'বছর আগেই।[১] কিন্তু জনসাধারণের অজানা কোনও কারণে, প্রস্তাবের ওপর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তনের দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল কর্নেল জে. টি. স্মিথ-এর। তিনি ছিলেন ভারতের যোগ্য টাকশাল-প্রধান। তাঁর প্রস্তাব ছিল বিনিময় হার হ্রাসের এক স্বীকৃত প্রতিষেধক।[২] তাঁর প্রস্তাব পুস্তিকার প্রথম রচনা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল— পুস্তিকাটির নাম ছিল 'রূপা এবং ভারতের বিনিময় হার'।[৩] তাঁর নিজের কথায় :

'৬। যদিও এটা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় বিনিময় হারকে স্বাভাবিক অবস্থায় পুনর্স্থাপন করার উদ্দেশ্যসাধনের অসুবিধা কিছু বছর আগে যা ছিল, তার থেকে এখন অনেক বেশি, যতটা হ্রাস এর মধ্যে ঘটে গেছে তার জন্য তবুও এটা বিশ্বাস

---

১. লর্ড নর্থব্রুক, যিনি এই প্রস্তাবনার সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন, এবং যাঁর কাছে এই প্রস্তাব পেশ করা করেছিল ভারতীয় মুদ্রা কমিশন, (১৮৯৮ সাল. প্রশ্ন ৮,৪৪৭) সাক্ষ্যদানের সময়, এই প্রস্তাব কার্যকরী না করবার জন্য প্রস্তাবনায় বলেছিলেন, 'সে সময়ে সোনার মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছিল এবং কার্যকরী করা অসম্ভব ছিল; এটা অবশ্য ঐতিহাসিকতায় অসত্য; কেবলমাত্র একটাই অনুমানে এর ব্যতিক্রম যে, প্রস্তাব জমা দেওয়ার বহু সময় বাদে বিচারের জন্য পেশ করা হয়েছিল।

২. ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে ভিত্তি করে ভারতে স্বর্ণমান প্রবর্তনের জন্য ষাট দশকের আন্দোলনে তিনি পূর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থায় সমতা আনার জন্য আন্দোলনের সপক্ষে সুপারিশ করা। দ্রষ্টব্য: তাঁর রচিত 'ভারতের স্বর্ণমুদ্রার ওপর মন্তব্য এবং ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তনের জন্য উপায় বিষয়ক প্রস্তাব, ইত্যাদি ইত্যাদি'; লন্ডন, ১৮৬৮।

৩. লন্ডন, এফিংহাম উইলসন,১৮৭৬।

করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে হয় যে, যদি এখনও স্থির ও সুস্পষ্ট পন্থা অবলম্বন করা যায়, তাহলে দেশীয় (ভারতের) প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রাকে পূর্বের মূল্যে ফিরিয়ে আনতে খুব দেরি হবে না; এর জন্য প্রধান পদক্ষেপ হবে ব্যক্তিগত খাতে রূপার মুদ্রান্তরকরণ বন্ধ করা, ও এক-ই সময়ে বিদেশে তৈরি রূপার মুদ্রার আমদানি প্রতিনিবৃত্ত করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নয়তো অন্তত প্রচলন নিরুৎসাহ করা ও টাঁকশালগুলিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া সোনার বাট গ্রহণের জন্য মুদ্রান্তরকরণের উদ্দেশ্যে'।

'৭। কিভাবে তা কাজ করবে, তা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে—

'৮।...ভারত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে ও এখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'৯। কারণ যা-ই হোক না কেন, শতাব্দীর প্রথম থেকেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য তার মুদ্রায় অবিরত ও দৃঢ়ভাবে যোগ করার প্রয়োজন হয়েছে, যার মূল্য শেষ আটত্রিশ বছরে গড়ে হয়েছে বাৎসরিক পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং। এছাড়াও হিসাবে দেখা যায় যে, সোনার বাটের রপ্তানির ওপরে আমদানি উদ্বৃত্ত ছিল বছরে গড়ে আড়াই মিলিয়ন স্টার্লিং এবং শেষ কুড়ি বছরে বাৎসরিক চার মিলিয়নের বেশি।

'১০। এইরকম যখন অবস্থা, তখন অপরিহার্য ফলস্বরূপ এটাই মনে হয় যে, যদি টাকার যোগান থামিয়ে দেওয়া হত, তাহলে পণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্টের স্থানীয় মূল্য বৃদ্ধি পেত যতক্ষণ না ১৮৭০ সালের পূর্বে ১৫ বছর ধরে একটানা প্রচলিত স্বর্ণমূল্য হার ১০ টাকা প্রতি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা—এই অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হত।

'১১। এই মেরুতে পৌঁছুবার পর, ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয় টাঁকশালে সোনা নিয়ে যাবে; এবং তারা সেটাই করবে, অবশ্যই বিনিময় হারের এই উন্নতির আগেই, কারণ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে অধিহার (Premium) অর্থ বা 'বাটা' পাবে বলে।

'১২। এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতে সোনা আনা যাবে এবং যেটা দেখানো হয়েছে যে, প্রতি বছর যেখানে অন্তত পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থায় যোগ করা প্রয়োজন, এবং রৌপ্যমুদ্রা আর যদি প্রবেশ করতে দেওয়া না হয় (মুদ্রা-ব্যবস্থায়), তাহলে এই স্বর্ণমুদ্রা ধীরে ধীরে একত্রিত হতে শুরু করবে.........

'১৩। সুতরাং প্রস্তাব এই যে, প্রয়োজনীয় ঘোষণার পর, ব্যক্তিগত খাতে রূপার মুদ্রান্তরকরণ ও রূপার বাটের ওপর আগাম দেওয়া স্থগিত রাখা উচিত; ১৮৭০ সালের XXIII-তম বিধেয়কের যে ধারাবলে সরকার এগুলি গ্রহণ করতে

ও মুদ্রান্তরকরণে বাধ্য, সেগুলি রোধ করতে হবে; যখন প্রয়োজন মনে হবে রূপার মুদ্রার ঘাটতি পূরণ করার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে সরকারের হাতে। সরকার টাঁকশালে সোনার বাট গ্রহণ করবে সাধারণ মানের আউন্স প্রতি ৩৮ টাকা ১৪ আনা হারে, এবং ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ও ব্রিটিশ অর্ধ-স্বর্ণমুদ্রায় (৩৮ টাকা ১৫ আনা সমমূল্য) অথবা ১০ টাকা ৫ টাকা মুদ্রায় এক-ই হারে মুদ্রান্তরকরণ করবে, যা বৈধ মূল্যজ্ঞাপনপত্র ঘোষণা করতে হবে, কিন্তু দাবিযোগ্য নয়, বর্তমানে প্রচলিত রূপার টাকা বৈধ মূল্যজ্ঞাপনপত্র হিসাবেই আগের মতো প্রচলিত থাকবে।[১]

যে সময় 'স্মিথ পরিকল্পনা' পেশ করা হয়, তখন রূপার মূল্যহ্রাস অনুভূত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন আসবে আশা করা গিয়েছিল। বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের ১৫ জুলাই ১৮৭৬ এর প্রস্তাবে বণিক সমাজের সমর্থন ব্যক্ত ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, 'সরকার যখন চরম পদক্ষেপ নিতে পারে, তাই এটা যুক্তিযুক্ত হবে যে, ১৮৭০ সালের XXIII আইনের খণ্ড XIX-এর বলে ভারতের টাঁকশালগুলি মুদ্রান্তরকরণের জন্য রূপা নিতে বাধ্য ও ১৮৭১ সালের ধারা III, অংশ II, খণ্ড (খ) যার বলে, মুদ্রা বিভাগ রূপার বাটের পরিবর্তে টাকার নোট প্রদানে বাধ্যতা সাময়িকভাবে রদ করা সরকারের বিবেচনা অনুযায়ী ও প্রত্যেক রদ করার অন্তবর্তী সময়ে বা পুনঃনির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোনও বিদেশি বন্দর থেকে মুদ্রান্তরকরণ করে আমদানি করাকে আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করা'। 'কলকাতা বণিক সমিতি' এক-ই রকম মনোভাব প্রকাশ করেছিল। এই সময়েই বিনিময় হার হ্রাস ভারতে সরকারের অর্থের ওপরে প্রভাব ফেলা শুরু করেছিল এতটাই যে, স্যার উইলিয়ম ম্যুর, তাঁর ১৮৭৬-৭৭ সালের আর্থিক বিবৃতিতে মত প্রকাশ করেছিলেন—

'রূপার হঠাৎ অবচয় এবং তার ফলে ইংল্যান্ডে প্রায় ১৫ মিলিয়ন স্টার্লিং পাঠানোর জন্য প্রদান-খরচ বৃদ্ধি, ভবিষ্যতের ওপর নিঃসন্দেহে নিরাশার ছায়া ফেলেছে। এটা সত্যি বলা যায় যে, ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিপদ, যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা যাক না কেন, সবচেয়ে দুশ্চিন্তাজনক। বর্তমান বছরে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং খরার জন্য যে ক্ষতি হয়েছে, প্রায়-ই সরকারের রাজস্ব বিভাগের থেকে অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করেছে। কিন্তু এই দুর্দৈব ক্লেশ কেটে যায়, ক্ষতির পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং এই ক্ষতি যখন পূরণ হয়, আর্থিক অবস্থা আবার নিশ্চিত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান দুশ্চিন্তার কারণ এইরকম নয়। এর আশু প্রতিফল

১. টাকা-স্টার্লিং, বিনিময় হার ২ শিলিং সোনার সমান করবার হিসাবে করা হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে টাকা-স্টার্লিং এর গড় বিনিময় হার ছিল ১ শিলিং ৯.৬৪৫ পেন্স। এর ফলে সোনার সামান্য কিছু অধিমূল্য আসত; কিন্তু মুদ্রাকরণ বন্ধ হওয়ার ফলে টাকার মূল্যবৃদ্ধির জন্য এই অধিমূল্য শীঘ্রই লোপ পেল।

যথেষ্ট চিন্তাজনক.......কিন্তু যেটা যথেষ্ট গুরুত্ব সঞ্চার করে তা হল এর শেষ দেখা যায় না, ভবিষ্যৎ অশ্চিয়তায় আকীর্ণ।[১]

এইরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষে আসন্ন দুর্দৈব থেকে অন্যদের না হোক নিজেকে বাঁচাবার জন্য তড়িঘড়ি কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার থেকে বেশি স্বাভাবিক আর কিছু নেই। আশু পদক্ষেপ নেওয়া দূরে থাক, সরকার শুধুমাত্র যে প্রারম্ভিক পদক্ষেপ নেয়নি তা নয়, যখন 'বেঙ্গল চেম্বার্স অব্ কমার্স' তাদের পূর্বে উল্লিখিত প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে এক আশ্চর্য ধরনের বিদ্যার্থীসুলভ তন্দ্রালুতা প্রদর্শন করল, যা একজন নিরুৎসাহী দর্শকের কাছ থেকেই আশা করা যায়। সন্দেহ নেই যে, 'বেঙ্গল চেম্বার্স অব্ কমার্সে'র প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কারণ সোনা মুদ্রান্তরকরণের জন্য ভারতীয় টাঁকশালগুলিকে সুপারিশ করে নি। ভারত সরকার এই ত্রুটি তীব্রভাবে উল্লেখ করতে ছাড়ল না। চেম্বারের কাছে সোজাসুজি ব্যক্ত করল যে, যদি তারা সোনার মুক্ত মুদ্রান্তরকরণ সুপারিশ করত তা হলে—

'এই সুপারিশে যা ভয়ঙ্কর মনে হয়েছে, তাতে আপত্তি থাকত না ও প্রস্তাবের প্রতি পংক্তি রূপায়ণে বাধা থাকত না,......যেমন একটি ধাতুর বৈধ মুদ্রান্তরকরণ ধারায় অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য টাঁকশালগুলিকে সাময়িক ভাবে বন্ধ করা এবং এক-ই সঙ্গে বৈধ অর্থের ধারায় অন্য একটি ধাতুর অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য খুলে দেওয়া।'

আবার তাঁরা স্মিথের এক-ই ধরনের সুপারিশ কার্যকরী করেছিল? কখনই নয়। আপত্তিকর নয় এমন কিছু পদক্ষেপ তখন তাঁরা গ্রহণ করে নি কেন? কারণ হল এই, মুদ্রার বিশৃঙ্খলার জন্য ভিন্ন নিদান তারা দিয়েছে। সরকারের কাছে 'দামি ধাতুর সাম্যাবস্থার বিশৃঙ্খলা? এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা ছিল অনেক ও ভিন্ন।[২] (১) সোনার মূল্য অপরিবর্তিত থাকার জন্য রূপার মূল্য হ্রাস হয়েছে; (২) রূপার মূল্য অপরিবর্তিত থাকায় সোনার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে; (৩) সোনার মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে ও রূপার মূল্যহ্রাস পেয়েছে; (৪) দু'টি ধাতুর-ই মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সোনার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে রূপার থেকে বেশি। এই সব সম্ভাবনার মধ্যে, যুক্তির থেকে বেশি রয়েছে বৃথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন। সরকার মুদ্রা-সংস্কারকদের এই বলে সাবধান করল যে,

'সোনার মূল্যবৃদ্ধি জনিত বিশৃঙ্খলার জন্য নির্দেশিত প্রতিকার স্বাভাবিক ভাবেই

---

১. পৃষ্ঠা: ৯৩।

২. দ্রষ্টব্য: রূপার মূল্যের অবচয় সংক্রান্ত ভারত সরকারের প্রস্তাব, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬, অনুচ্ছেদ ৬, কমন্স পেপার, ৪৪৯; ১৮৯৩ সাল।

রূপার মূল্যহ্রাস জনিত বিশৃঙ্খলার জন্য উপযুক্ত প্রতিকারের থেকে ভিন্ন হবে।'[১]

এইসব সম্ভাবনার মধ্যে যেটা প্রমাণিত হয়েছিল তা হল, '১৮৭২ সালের মার্চ মাস থেকে সোনার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে'[২] এবং তাই যদি কোনও সংস্কারের প্রয়োজন পড়ে, তার দায়িত্ব পড়বে স্বর্ণমান দেশগুলির ওপরে। ভারত সরকার তখন যে অবস্থায় ছিল, তাতে কোনও বাঞ্ছিত লাঘবের জন্য মুদ্রা-ব্যবস্থার পুর্নগঠনের ওপর বেশি দোষ না চাপিয়ে নিজেই কষ্ট স্বীকার করতে পারত। মুদ্রা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সংকটকালের অত্যাবশ্যকীয়তাকে মুখ্য ভূমিকা দিতে অস্বীকার করার মধ্যে একগুঁয়েমির মেজাজের ইঙ্গিত থাকতে পারে, এমন নয়। অন্যদিকে, ১৩ অক্টোবর ১৮৭৬ এর আশার আলোক সঞ্চারকারী যে সরকারি প্রেষণে রাজ্যের শাসন-বিভাগের প্রধানকে উপেক্ষা করা এবং ঘটনাবলির ওপর নজর রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে, তার মধ্যে যে সতর্কতার ইঙ্গিত রয়েছে, কোনও পাঠক-ই সেটা প্রশংসা না করে পারবে না। কিন্তু ভারত সরকারের অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে এক-ই সুখ্যাতিপূর্ণ ভঙ্গিতে কথা বলা একেবারেই সম্ভব নয়। সোনার অবচয় ঘটেছে কিন্তু রূপার অবচয় ঘটেনি—এই অভিব্যক্তি স্বীকার করা যায় কি না, সেটা নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নির্ণায়িত হোক। কিন্তু একটি রৌপ্যমান দেশের পক্ষে সোনার মূল্য অপচয়ের অজুহাত দেখিয়ে মুদ্রা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কৌশলগত ভুল। সামরিক ক্ষেত্রে অবস্থার ওপর নির্ভর করার একটা ব্যাপার আছে; কিন্তু মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যাপারে এমন কোনও কিছুর অবকাশ নেই। কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে মাঝে-মাঝে সামর্থ্য নির্ভর করে অন্যের দুর্বলতার ওপর। কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে একজনের দুর্বলতা অন্য সকলের দুর্বলতা হয়ে ওঠে। সেইজন্য এই ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। সরকার যে ভুল করল, সেটা একটি লোকের ভুলের মতোই, যা, অধ্যাপক নিকলসনের[৩] ভাষায়, 'মনে করে যে জাহাজ ডুবতে পারে না, কারণ সে যে কেবিনে ঘুমোয়, সেখানে কোনও জল ঢুকানোর ছিদ্র নেই।'

নিষ্ক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, ভারত সরকার অবিলম্বেই বুঝতে পারল। দুই বছরের এই কম সময়ের মধ্যেই ১৮৭৬ সালের অবস্থার পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হল। ৯ নভেম্বর ১৮৭৮[৪] সালের সরকারি প্রেষণে ভারত সরকার মন্তব্য করল—

---

১. কমন্স পেপার ৪৪৯, ১৮৯৩ সালের।

২. তদেব, অনুচ্ছেদ ১৬ ।

৩. 'অর্থ ও অর্থসংক্রান্ত অসুবিধা' ১৮৯৫; পৃষ্ঠা: ৯০।

৪. পি. পি. সি. ১৮৮৬; পৃষ্ঠা: ১৮।

'৫। এটাই আশা করা গিয়েছিল যে, ব্যাপার এত অসুবিধায় আক্রান্ত, তার সত্ত্বর মীমাংসা করা অনুচিত হবে, এবং সম্ভবত এটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ কারণ, এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক যে, গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ অসুবিধার অন্তিম সমাধান করবার আগে কিছুটা সময় অতিবাহিত করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ১৮৭৭ সালে রূপার মূল্যের যে উন্নতি হল, তাতে এই কর্মপন্থাই সমর্থন করে, কিন্তু এখন যখন নতুন করে মূল্য হ্রাস টাকার দাম নামিয়ে নিয়ে গেছে ১৮৭৬ এর জুলাই এর মূল্যের থেকে কোনওমতে বেশি মাত্রায় নয়, তাতে বর্তমান মুদ্রাসংক্রান্ত আইন যে ধরনের চিন্তাজনক বিপদের মধ্যে আমাদের এনে ফেলেছে, আবারও একবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হল স্বদেশে প্রেরণ-এর ওপর বাস্তবিক প্রভাবের জন্য।

'২২। সরকারের অবিরত আর্থিক অসুবিধার কারণ-ই হল রূপার মূল্যের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কয়েক বছরের অনিশ্চয়তা ও সেই কারণে বিনিময় হারের উ পর্যুপরি আলোড়ন এবং এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, দেশের বাণিজ্যিক অদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একই-রকম আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, বা বিদেশি মূলধন বিনিয়োগ, বাণিজ্যিক বা অন্য উদ্দেশ্যেই হোক, এর প্রভাবে সাংঘাতিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

'২৩। বর্তমান অসুবিধা এবং বর্তমান মুদ্রাসংক্রন্ত আইন চালু রাখবার সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রেও এক-ই ব্যাখ্যা সত্য বলে স্বীকার করে ও এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত যে, কোনওভাবে অত্যুক্তি করা হয়নি। এটা আমাদের অনুসন্ধান করে নির্ণয় করতে হবে যে, কোনও বাস্তবসম্মত প্রতিকার আবিষ্কার করা যায় কি না, যার বিরুদ্ধে কোনও সাংঘাতিক আপত্তি উঠবে না অথবা কার্যকরী করার বিপদ এত বড় হবে না যে বন্ধ করতে হয়। ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থার ব্যাপারে কাজ করার গুরুদায়িত্ব আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছি, কিন্তু এটাও অত্যন্ত সরল যে, কিছু না করার দায়িত্ব এর থেকে কম কিছু নয়। আইন এক-ই রাখা হবে না পরিবর্তন করা হবে, তার ফল নির্ভর করবে আমাদের কাজের ওপর-ই এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চাইলেও এড়িয়ে যেতে পারব না।

'২৪। স্বর্ণমান গ্রহণের মাধ্যমে বিনিময় হারে স্থিরতা আনা ও রূপার মুদ্রার স্থলে স্বর্ণমুদ্রা সরকারের প্রত্যক্ষ কাজের মধ্যে চালু করা, আমাদের মনে হয়, গত অক্টোবরের ভারত সরকারের সরকারি প্রেষণে চূড়ান্তভাবে অকার্যকরী বলে দেখানো হয়েছে, এবং সেইজন্য এই প্রস্তাব আর কোনও দৃষ্টি দাবি করে না। এই সরকারি প্রেষণে আরও মন্তব্য করা হয়েছে যে, টাকার ওজন বৃদ্ধি একইভাবে কোনও অভিনিবেশের যোগ্য নয়, কারণ আসলে, ভবিষ্যতের জন্য কোনও নিরাপত্তা এটা দেবে না এবং অনিবার্যরূপে অতিরিক্ত ব্যয় প্রয়োজন হবে, উদ্দেশ্যের অংশ সার্থক না করেই। পড়ে রইল সহজতর এবং প্রথম অভিপ্রেত প্রস্তাব যে, রূপার মুদ্রান্তরকরণের অসুবিধা, যদিও ১৮৭৬ সালে ভারত সরকার খারিজ করে দেয়.... মনে হয় সুসংগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

'২৫। প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, মুদ্রাকরণ আইন ততটাই পরিবর্তন করতে হবে যতটা করলে জনসাধারণের রূপার বাট মুদ্রন্তরকরণের জন্য টাকশালে নিয়ে যাবার অধিকার খারিজ করা হবে, ভবিষ্যতে সব সময়ের জন্য অথবা নির্দিষ্ট কোনও সময়ের জন্য।

'২৬। যদি কোনও প্রকল্পের কাঙ্খিত ফল হয় বিনিময় মূল স্থির করা, সেই প্রকল্পের জরুরি অংশ স্বাভাবিকভাবেই হবে যে, ভবিষ্যতে সেই মুদ্রা প্রাপ্ত করবার ক্ষমতা কোনওভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে স্বর্ণ প্রদানের মাধ্যমে এবং স্টার্লিং ও টাকার বিনিময় সম্পর্ক এভাবেই স্থির করা হবে। সেই দু'টো মুদ্রার ধাতুর আপেক্ষিক মূল্যের যে কোনও ওঠা-পড়া নির্বিশেষে।

'২৭। অন্যদিকে এরকম প্রস্তাবের জরুরি অংশ এটা নয় যে, মূল্যের নির্দিষ্ট সম্পর্ক দুই শিলিং-এ নির্ধারিত হবে—অথবা নির্ধারিত হবে কোনও ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর অনুপাতে। আসলে যেটা প্রয়োজন তা হল একটা হার, একবার নির্ধারিত হলে, ভবিষ্যতে অপরিবর্তিত থাকবে।

* * * * *

'৩৩। সম্ভবত সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হল.............আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থায় রূপার মুদ্রা প্রধান উপাদান হিসাবে রাখা বাস্তব সম্মত হবে কি না অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় স্বর্ণমুদ্রা রেখে অথবা স্বর্ণমুদ্রাকে একেবারেই বৈধ মুদ্রান্তরকরণের মধ্যে না রেখে। ১৮৭৬ সালের সরকারি প্রেষণে ভারত সরকার এই ব্যবস্থার সম্ভাবনার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই অবস্থার সম্পূর্ণ পুনর্বিবেচনা করে, আমরা বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই ব্যবস্থা সঠিকভাবে যুক্তিযুক্ত হবে এবং কোনও রকম গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হবে না। এটা সত্যি যে, কোনও দেশ নেই যেখানে এইরকম অবস্থা বাস্তবে বিরাজ করে। এইসব দেশগুলি ও এ রকম আরও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে অবিনিময়যোগ্য কাগুজে মুদ্রার প্রচলন আছে বা প্রচলন ছিল, এটাই প্রমাণ করে যে, আরও ব্যতিক্রমী হল যেখানে একটি মুদ্রা, যার কোনও রকম বৈধ মূল্য নেই, ধাতুমুদ্রার সব রকম কাজ সন্তোষজনকভাবে করতে সক্ষম ও স্থানীয় বিনিময় মূল্য রক্ষা করতে সক্ষম যতক্ষণ অধিক প্রচলন ঠেকানো যায়।

* * * * *

'৩৭। (এইরকম) উদাহরণ (যেমন ব্রিটিশ শিলিং ও ফরাসি পাঁচ ফাঁ) মুদ্রা মনে হয় এটাই দেখায় যে, গোপন মুদ্রাকরণে নয় বা বৈধ মূল্যের অবচয়জনিত দুর্নামে নয়, বর্তমান ওজনে টাকা দুই শিলিং-এর নামমাত্র মূল্যে স্বর্ণমান বা আংশিক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকলে সম্ভবত কোনও মারাত্মক অসুবিধা হবে না।

* * * * *

'৪৬। আমরা সুতরাং এই সাধারণ উপসংহারে আসি যে, সমাজের সার্বিকস্তরে বর্তমান আঘাত ছাড়া অথবা ভবিষ্যতের অসুবিধার বিপদ ছাড়াই, স্বর্ণমান স্থাপন করা বাস্তব সম্মত হবে। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রাকে অপরিবর্তিত রেখেই, এবং এই ভাবেই বর্তমান প্রথা যতদিন চালু আছে, ততদিন যে বাস্তব ও দুশ্চিন্তাজনক বিপদের আশঙ্কা ছিল, তার থেকে ভবিষ্যতে আমরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারব। ফলস্বরূপ আমরা মহামান্য রানির সরকারকে সুপারিশ করব যত শীঘ্র সম্ভব এই পরিবর্তন অনুমোদন করতে, এবং আমরা সমস্ত সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেব কি উপায়ে এই পরিবর্তন কার্যকরী করা উচিত।

* * * * *

'৫০। এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতের ওপরে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া, অথবা রৌপ্যমুদ্রা স্থানান্তরকরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরঞ্চ উদ্দেশ্য হল এইরকম ফল এড়িয়ে যাওয়া, অথবা সেই দিকে এগোবার ঝোঁক প্রতিহত করা, যতটা স্বর্ণমান কার্যকরী করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাধন করা যায়। সুতরাং আমরা এই উপসংহারে আসতে পারে যে, ভারতে স্বর্ণমুদ্রার সূত্রপাত করবার জন্য কিছু সুবিধা দিলেও তাকে সাধারণ বৈধ মূল্যজ্ঞাপকপত্র ঘোষণা করার মতো এত দূর যাবে না, এবং সঙ্গে রূপার মুদ্রাকরণের ব্যবস্থা রাখবে, পরিমাণের কোনও সীমা ছাড়াই, কিন্তু সেই শর্তে যাতে সোনার তুলনায় রূপার প্রবর্তন কোনও সুবিধা না পায়।

* * * * *

'৫১। এইসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের প্রস্তাব এইরূপ: প্রথমে আমাদের ক্ষমতা নিতে হবে সরকারের যে কোনও চাহিদার পাওনা ব্রিটিশ বা ব্রিটিশ ভারতের স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করার বিভিন্ন সময়ে সরকার-এর স্থির করা হারে, যতদিন না বিনিময় যথেষ্টভাবে স্থিত হয়, যাতে পাউন্ড-স্টার্লিং এর অনুপাতে টাকার মূল্য আমরা নির্ধারণ করতে পারি পাকাপাকিভাবে দুই শিলিং-এ। এর-ই সঙ্গে রূপার বাট আমদানি করে মুদ্রান্তরকরণের খরচ এতটাই বৃদ্ধি করা হবে যাতে উপরিউক্ত স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় টাকার মূল্য সমান হবে। এইভাবে আমরা একটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি পাব যাতে রূপা মুদ্রান্তরকরণের জন্য নেওয়া হবে একটা স্থিরীকৃত স্বর্ণ-হারে দেশের প্রয়োজন অনুসারে, কিছুটা সীমাবদ্ধ সুযোগ দেওয়া হবে স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তনের জন্য, যতক্ষণ সুবিধাজনক বা লাভজনক মনে হয়।'

এরকমই ছিল ভারত সরকারের প্রকল্পের রূপরেখা। 'স্মিথ পরিকল্পনা' সরল, মিতব্যয়ী ও নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও বাতিল করার কারণ হল পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু সোনার ভাণ্ডারে ভারতের চাহিদার সম্ভাবনার অনুধাবন ছিল এই প্রকল্পে। তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী এটা একটা মারাত্মক খুঁত এবং তখনকার ক্ষমতাসীনরা আগেই ঠিক করে ফেলেছিলেন

যে, যেন তেন প্রকারেণ ভারতকে তথাকথিত 'সোনার জন্য কাড়াকাড়ি' থেকে দূরে রাখতে হবে। সুতরাং, কার্যকরী স্বর্ণমান প্রবর্তনের প্রস্তাব করার অর্থই হল পরাজয় বরণ করা। স্বর্ণমানের এক নিরীহ ও সরলীকৃত সংস্করণ, যেমনটি সরকারের প্রস্তাব ছিল, একমাত্র পন্থা যার সার্থকতা লাভের কিছুটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সমিতির কাছে এই ভিরু প্রচেষ্টাও ভালভাবে উতরে যায় নি।[১] এই সমিতি যৌথভাবে নিয়োগ করেছিল স্বরাষ্ট্র সচিব ও গ্রেট্ ব্রিটেনের প্রধান অর্থমন্ত্রী (Chancellor of the Exchequer) প্রস্তাব পরীক্ষা করে অভিমত জানানোর জন্য। সমিতির সদস্যরা 'সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, মহামান্য রানির সরকারের কাছে প্রেরণের অনুমোদন তারা দিতে পারছে না'।[২] প্রস্তাব বাতিলের কারণগুলো জানার আমাদের অনুমতি ছিল না। যদিও সমিতির প্রতিবেদন সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু কখনই রূপায়িত হয় নি। অবশ্যই, আধিকারিকদের কঠোর ও অনমনীয় প্রত্যাখ্যানের কারণ জানতে কখনই উঁকি মারা সম্ভব হয় নি। প্রায় অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও কেন এগুলিকে এতটা গোপনীয় রাখা হবে, তা অনুমান করা মুশকিল। অবশ্য, এই সমিতির সদস্য স্যার রবার্ট গিফেন এর অনেকটাই ব্যক্ত করেছিলেন। ১৮৯৮[৩] সালের ভারতীয় মুদ্রা সমিতির কাছে সাক্ষ্যদানের সময় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যার ফলে আমরা কঠোরভাবে সংরক্ষিত নথির বিষয় জানতে পারি। এটা মনে হয় যে, সমিতি প্রস্তাবগুলির বিপক্ষে গিয়েছিল এই কারণে যে সমিতির মতে ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাকে 'নির্বাহি' (Managed) মুদ্রা-ব্যবস্থায় পরিণত করতে চেয়েছিল। যখন সমিতি তার অভিমত ব্যক্ত করেছিল, তখন চলতি পক্ষপাত ছিল সর্বসম্মতভাবে প্রথার বিরুদ্ধে। মুদ্রা-ব্যবস্থার ওপরে সব স্বীকৃত লেখক-ই একটি কৃত্রিম উপায়ে পরিচালিত প্রথার সুনির্দিষ্ট বিরোধী ছিলেন।[৪] তাঁদের কাছে আদর্শস্বরূপ ছিল অকৃত্রিম স্বয়ংসক্রিয় মুদ্রা-ব্যবস্থা। এর সঙ্গে, পক্ষপাতজনিত কারণে বিপথগামী হওয়া ছাড়াও সমিতি বিশ্বাস করে বসল যে, অর্থনৈতিক শক্তির স্বাভাবিক কাজেই অবস্থা শীঘ্রই সহজ হয়ে যাবে ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার কোনও পুনর্গঠন ছাড়াই। সমিতির এ হেন বিশ্বাস জন্মেছিল পরলোকগত

---

১. সমিতির সদস্য ছিলেন লুই ম্যালেট, এডওয়ার্ড স্ট্যানহোপ, টি. এল. সেকোম্ব, আর. ই. ওয়েলবি, টি. এইচ. ফারার, আর. গিফেন ও এ. জে. বেলফ্যুর।

২. সমিতির প্রতিবেদনের জন্য দ্রষ্টব্য: কমন্স পেপার, ৪৮৮৬, সাল ১৮৮৬; পৃষ্ঠা: ২৬।

৩. প্রশ্ন: ১০: ২৫-৫০।

৪. ধারণা সেই সময় এতটাই অভিনব ছিল যে, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থসংক্রান্ত কমিশন' ১৮৭৬ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যখন কিছু প্রত্যক্ষদর্শী দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রধান ধাতু এককের সরকারি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে ছিল। দ্রষ্টব্য; ৪৪-তম কংগ্রেস, দ্বিতীয় অধিবেশন, সেনেট নথি, নং ৭০৩; পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৮।

মি. ওয়ালটার বেজহট এর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে,[১] যে বিশৃঙ্খলা সাময়িক না হয়ে পারে না। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, এই মূল্যহ্রাস আবার ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ সঞ্চার করবে এবং আমদানি নিরুৎসাহ করবে, এবং এর ফলে প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ভারতে রূপার সরবরাহ ঘটবে, যার জন্য মূল্যবৃদ্ধির একটা ঝোঁক থাকবে। তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতের বাইরে থেকেও রূপার চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কিছু দেশের বিমুদ্রান্তরকরণের জন্য রূপার চাহিদা যতটা হ্রাস পাবে, তা পূরণ হয়েও বেশি হবে অন্য কিছু দেশ রৌপ্যমান প্রথা অবলম্বন করার জন্য যারা কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে ধাতু-প্রদান প্রথা পুনর্গ্রহণ করবার জন্য।

কৃত্রিম ব্যবস্থার চেয়ে স্বাভাবিক মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রতি সমিতির পছন্দের ব্যাপারে যাই বলা হোক না কেন, রূপার মূল্যের উন্নতির আশায় সরকারের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সরকার যে প্রতারিত হল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে মূল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সমিতি কাজ করেছিল, তা সত্যি হল না। সকলকে বিস্মিত করে, ভারত এই 'শ্বেত আবর্জনা' গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সেই সময়ের এটা একটা ধাঁ-ধা ছিল যে, রূপার মূল্য যখন ইউরোপে এতটাই হ্রাস পেয়েছে, ভারতে বেশিমাত্রায় কেন তার অন্তঃপ্রবাহ হল না। অনেকেই স্বরাষ্ট্র সচিবকে 'কাউন্সিল হুন্ডি বা বিল' বিক্রয়ের জন্য দোষারোপ করেছিল।[২] এটা বলা হয় যে, এইসব হুন্ডি বা বিলে অর্থ প্রেরণের অপেক্ষাকৃত ভাল বিকল্প উপায় ছিল যার ফলে ভারতে রূপা প্রেরণ বন্ধ করা যেত এবং তার ফলে চাহিদার হ্রাস করা গিয়েছিল। এটা যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তা সুস্পষ্ট।[৩] ভারতে রূপার অন্তঃপ্রবাহ যতটা হয়েছিল, তার বেশি কখনই যেত না, 'কাউন্সিল হুন্ডি' বিলোপ করা হলেও। 'কাউন্সিল হুন্ডি' সাধারণ বাণিজ্যিক বিলের মতোই, কোনও পরিষেবা বা পণ্যের পরিবর্তে, এবং রূপার বাট প্রেরণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলে যাবে না, যতটা বাণিজ্যিক হুন্ডির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার থেকে বেশি। কাউন্সিল হুন্ডির প্রভাব বলতে একটাই ছিল যে, আদান-প্রদানের প্রশ্নে এই হুন্ডি ভারতকে

---

১. দ্রষ্টব্য: তাঁর রূপার-অবচয় সংক্রান্ত ও সেই সম্পর্কিত কিছু রচনা ; লন্ডন, ১৮৭৭,পৃষ্ঠা ১০, ৫৫ এবং ৮০, এবং রূপার অবচয় বিষয়ক প্রবর সমিতির কাছে তাঁর সাক্ষ্যপ্রদান, লর্ডস্ পেপার ১৭৮,১৮৭৬ সালের, প্রশ্ন: ১৩৬১-১৪৫০।

২. এই অভিমত সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছিল রূপার অবচয়ের ওপর প্রবর সমিতি ১৮৭৬, এর প্রতিবেদনে (পৃষ্ঠা ৩০-৩৫); এছাড়াও সোনা ও রূপা কমিশনের দ্বিধাতুমান সমর্থনকারী সদস্যগণ, ১৮৮৬, অন্তিম প্রতিবেদনে পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯, দ্বিতীয় অংশ দ্রষ্টব্য।

৩. দ্রষ্টব্য: সোনা ও রূপা কমিশন, ১৮৮৬ র অধ্যাপক মার্শাল এর সাক্ষ্য: প্রশ্ন ১০, ১৬৪-৭৬।

অন্য পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত করেছে। কিন্তু কাউন্সিল বিল প্রদানের পর যে উদ্বৃত্ত ছিল, সেটা দিয়ে অন্য পণ্য ক্রয় না করে রূপা ক্রয় করার মধ্যে কোনও বাধা ছিল না। ইউরোপে অবচয়ের জন্য এই ক্রয়-ক্ষমতার ব্যবহার করে রূপা ক্রয় করা মি. বেজহট এর কাছে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিকৃত অনুমান ছিল নিষ্পত্তিজনক, যার ফলে এই উদ্বৃত্ত ক্রয় ক্ষমতার দিক পরিবর্তন করে রূপা ক্রয়ে নিয়োজিত হয়েছে, তা হল ভারতে রূপার উপলব্ধ হয়েছে কি না, একমাত্র এই শর্তেই ভারতে রূপার অন্তঃপ্রবাহ হতে পারত, কিন্তু তখন অবস্থা যা ছিল, অধ্যাপক পিয়ারসনের[১] অভিমত অনুযায়ী, যখন রূপার সাধারণ অবচয় সারা পৃথিবীতে শুরু হয়, সেই অবচয় আগেই রুখে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর সেই অংশে, যেখানে ভারত রয়েছে। ভারতে রূপার সরবরাহ আগের থেকেই বেশিমাত্রায় ছিল। সাধারণ অবস্থায় ভারত তার রূপার একটা বড় অংশ ইউরোপে ফেরত পাঠাত, কিন্তু সাধারণ অবচয় তাকে এমন কাজে বাধা দিল, এবং তখন দুটি বিরুদ্ধ শক্তির একটি, ভারত থেকে ইউরোপে রূপা রপ্তানির দিকে ঝুঁকে আছে; এবং যদিও শেষোক্তটি দুইয়ের মধ্যে বেশি শক্তিধর। যথেষ্ট পরিমাণে রূপা ইউরোপ থেকে ভারতে রপ্তানি রুখতে পূর্বোক্তটিও ছিল যথেষ্ট শক্তিধর। সমিতি যদি অনুমানের একটি অংশের ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়ে থাকে তবে, অন্য অংশটির ক্ষেত্রে হতাশ হয়েছিল। রূপায় প্রদান পুনপ্রবর্তন করা দূরে থাক, যেমন মি. বেজহট কাগুজে-মুদ্রাভিত্তিক দেশগুলোর ক্ষেত্রে আশা করেছিলেন, সেইরকম প্রত্যেকটি দেশ রূপাকে বিমুদ্রান্তরকরণ করল, সেই সব মানুষকে বেশ হতাশ করে যারা 'অপেক্ষা করা এবং দেখে যাওয়া'র পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল।

ভারত ও অন্যান্য দেশগুলির ক্ষেত্রে এইরকম অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ তাদের দৃষ্টিকোণ পাল্টে ফেলল, যারা এই বিশৃঙ্খল মুদ্রা-ব্যবস্থার কিছুটা শৃঙ্খলা আনবার জন্য কোনও কিছু করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। বিশেষজ্ঞরা তাঁদের তাড়াহুড়ো না করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। জেভন্স[২] বলেছিলেন—

'বাস্তব অসুবিধে জয় করবার জন্য আমাদের একমাত্র প্রয়োজন অল্প ধৈর্য এবং একটু সাধারণ জ্ঞান। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতে ভাল শস্য উৎপাদন হবে এবং সবটুকু সম্ভাবনা নিয়ে বলা যায় যে, সেই দেশ আমাদের উদ্বৃত্ত রূপার

১. 'সোনা ও রূপা আয়োগে'র দ্বিতীয় প্রতিবেদনের পরিপত্রের উত্তর, ১৮৮৬। পরিশিষ্ট ৭(১); পৃষ্ঠা : ২৫৪।

২. তদেব; পৃষ্ঠা : ৩৫৪।

সবটুকু কিনে নেবে এবং বিরল কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্লিনি'র সময় থেকে এইরকম-ই অভ্যাস ভবিষ্যতে যে কোনও পরিমাণ রূপা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে কোনও ক্ষতি ছাড়াই যদি বিক্রয় করা হয় ধীরে ধীরে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে।'

সুতরাং যখন দেখা গেল যে, অপেক্ষার সময় আরও কষ্টকর হবে, যদি না আরও দীর্ঘতর হয় সেই সুবিদিত কৃষকের মতো যে, স্রোতধারা শুকোবার জন্য অপেক্ষা করে যাতে তার পা না ভিজে যায়। ইউরোপে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হল রূপার অবচয় বন্ধ করবার জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন শুরু করবার।

ভাবপ্রবণ হওয়া দূরে থাক, এই আন্দোলন ছিল প্রকৃত এবং এর শক্তির উৎস ছিল প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থার অমঙ্গলজনক দিকগুলি। এইরকম বেশিরভাগ দেশেই মুদ্রার অবস্থা ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। একটি কার্যকরী স্বর্ণমান ও তার সঙ্গে রূপার প্রতিটি মুদ্রার প্রতিকল্প অগ্রগতির মাঝপথেই বন্ধ হয়ে গেল, জর্মানি যখন রূপা বিমুদ্রান্তরকরণ করল, তখনও রূপার টাল্যার (জর্মানির অপ্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা) বৈধ অর্থের মর্যাদায় চালু রেখেছিল সোনার সঙ্গে পুরানো হারে, শুধুমাত্র এইসব থেকে ততটুকু অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সময় নিতে, যতটা প্রয়োজন এগুলোকে সরকারি মর্যাদায় পর্যবসিত করতে। কিন্তু এটা কার্যকরী করবার আগে, তার বিমুদ্রান্তরকরণ কার্যধারার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল রূপার মূল্যের ওপর। এবং অনবরত মূল্যহ্রাসের ফলে জর্মানি বাধ্য হল টাল্যারকে বৈধ অর্থ হিসাবে রেখে দিতে পুরানো মূল্য, যদিও তার ধাতুমূল্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। লাতিন ইউনিয়ন-এর মুদ্রা-ব্যবস্থার একদম এক-ইরকম ফল দেখা গিয়েছিল। পাঁচ ফাঁ মুদ্রাখণ্ডের আর মুদ্রাকরণ তারা বন্ধ করে দিয়েছিল; কিন্তু যা মুদ্রান্তরকরণ হয়ে গেছে সেগুলি পুরনো টাকশাল হারে প্রচলন করতে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না, যদিও ধাতুমান অবিরাম পরিবর্তিত হতে লাগল সোনা ও রূপার বাজার দর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্রও এক-ইরকম অমঙ্গলজনক অবস্থায় জড়িয়ে পড়ল, যদিও সেগুলোর সূত্রপাত হয়েছিল পছন্দের কারণে, প্রয়োজনের খাতিরে নয়। রৌপ্যমান সমর্থনকারীদের আন্দোলনে রাজি হয়ে, ১৮৭৮ সালে 'ব্ল্যাড এলিসন্ আইন' পাশ করেছিল, যে আইনের ধারায় রাজকোষ সচিবকে প্রত্যেক মাসে ন্যূনতম ২ মিলিয়ন ডলার ও অধিকতম ৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যে রূপার বাট ক্রয় করে সমমানের রূপার ডলার তৈরি করতে হত যা অসাধারণের ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সম্পূর্ণ

বৈধ অর্থ হিসাবে প্রচলিত থাকবে, 'ব্যতিক্রম শুধুমাত্র যেখানে চুক্তির শর্তে অন্যরকম কিছু থাকবে'[১] রূপার মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুমূল্য যখন হ্রাস পেতে শুরু করল, যখন বিস্তৃত মূল্য আগের মতোই রয়েছে, তারা টাল্যার ও ফাঁ-র মতোই অবিমূল্য মুদ্রা হিসাবে পরিগণিত হল। এটা সুস্পষ্ট[২] যে, যখন একটি দেশের মুদ্রাভাণ্ডার সমস্ত প্রয়োজনে সমান ভাল নয়, আপেক্ষিক ভাষায় বলতে গেলে তাদের অবস্থা অসন্তোষজনক। অভ্যন্তরীন প্রয়োজনের ব্যাপারে কার্যকরী হলেও, আন্তর্জাতিক প্রদানের ক্ষেত্রে এই মুদ্রাগুলি ছিল একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণ মুদ্রা-ব্যবস্থাকে অস্থির ও মাথা-ভারি করা ছাড়াও, ব্যাঙ্কিং-জমার প্রয়োজন মেটাতেও সমর্থ ছিল না, যা বর্তমান কালের ধাতুমুদ্রার একটা প্রধান কার্যকারিতা। অবৈধ মুদ্রাকরণের যে সম্ভাবনার সূত্রপাত করল, তা অসীম। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব যে কারণে ভীতিকারক হয়ে উঠল, তা হল, মোট ধাতুমুদ্রার গরিষ্ঠাংশই ছিল এই ধরনের। অটোমার হপট্-এর দেওয়া সারণি-২৩-র এই পরিসংখ্যান যথেষ্ট প্রমাণ দেয় যে, এইসব দেশগুলিকে এই পরিমাণ প্রতীকী মুদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করতে কতটা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের মতো স্বর্ণমান-ভিত্তিক একটি দেশ যদি এই অসুবিধে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে এক-ই রকম বিব্রত দেশের সামনে পড়তে হবে। আগে যে দেখানো হয়েছে, অনবরত মূল্যহ্রাস ও সোনার অবচয়ের প্রতিবর্তক অংশ বাণিজ্য ও শিল্পে এমন একটা মন্দার সূত্রপাত করেছিল, যা দেশের ইতিহাসে এর আগে পাওয়া যায় নি। এছাড়াও, আর্থিক বিশৃঙ্খলা মূলধনী বিনিয়োগের উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছে, যা ছিল দেশের অনেক লোকের প্রধান অবলম্বন, এবং তার ফলে নিয়োগ গিয়েছিল কমে। 'আমেরিকান আয়োগ' বলেছিল—

'১৮৭৭ থেকে ১৮৯৭, এই কুড়ি বছরের মধ্যে সঠিকভাবে এটা সম্ভবত বলা যায় যে, মুদ্রার লভ্যাংশ আবর্তনের ক্ষমতা কমে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে অথবা তার কাছাকাছি কোনও অনুপাতে। মূলধনের আয়-ক্ষমতার এই হ্রাস ক্ষতিগ্রস্ত করেছে প্রত্যেককে যাদের বিনিয়োগ থেকে দৈনন্দিন জীবন-ধারণ নির্ভর করে। এটি প্রভাবিত করেছিল মুনাফা, শিল্পের অগ্রণীদের উদ্যোগ ও শ্রেষ্ঠ অর্থ সরবরাহকারীদের। ইংল্যান্ড

১. 'ইন্ডিয়ানাপোলিস সম্মেলনে'র মুদ্রা কমিশনের প্রতিবেদন, শিকাগো, ১৮৯৮; পৃষ্ঠা: ১৩৮-৪৫।

২. দ্রষ্টব্য: আন্তর্জাতিক মুদ্রা সম্মেলন, ১৮৮১ তে নেদারল্যান্ডের-এর প্রতিনিধি, অধ্যাপক পিয়ারসনের বক্তৃতা; যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের প্রতিবেদন, সিনসিনাটি, ১৮৮১; পৃষ্ঠা : ৭৭-৮৪।

সারণি ২৩

বিভিন্ন দেশে মুদ্রা ভাণ্ডার-এর বিস্তার[১]

দেশ	১৮৯২ সালের প্রথম প্রচলিত মুদ্রা				
	সোনা	রূপা	খোলা নোট	ভগ্নাংশিক মুদ্রা	বিলিয়ন টাকা
অষ্ট্রিয়া .... fl	৬৫,০০০.০০০	১৯৭,০০০.০০০	৬০১,০০০.০০০	৪০,০০০০০০	১৪,০০০.০০০
ইংল্যান্ড .... £	১১৮,০০০,০০০	—	১০,০০০,০০০	২৬,০০০ ০০০	১,৯০০,০০০
ফ্রান্স .... fr	৩,৯০০,০০০ ০০	৩,২০০,০০০০০	৫৭২,০০০,০০০	২৮০০০০,০০	২৮০,০০০,০০
জার্মানি .... m	২,৫০০,০০০,০০০	৪৩০,০০০,০০০	৪৫০,০০০,০০০	৪৫৭,০০০,০০০	৫৭,০০০,০০০
হল্যান্ড.............. fl	৬৪,০০০,০০০	১৩৫,০০০,০০০	৯০,০০০,০০০	৭,৬০০০,০০০	১,৮০০,০০০
ইতালি li	৪৮৫,০০০,০০০	৮১,০০০,০০০	৮৪৭,০০০,০০০	১৫০,০০০,০০০	৭৫,০০০,০০০
রাশিয়া .... £	৫৯,৫০০,০০০	—	৫১,২০০০,০০০	৮,২০০,০০০	১,০০০,০০০
স্পেন ....pes	১৬০,০০০,০০০	৬৪৬,০০০,০০০	৫৪৮,০০০,০০০	১৯০,০০০,০০০	১৫৭,০০০০০০
যুক্তরাষ্ট্র.......... doll	৬৭১,০০০,০০০	৪৫৮,০০০,০০০	৪১৯,০০০,০০০	৭৭,০০০,০০০	১৮,০০০,০০০

১. পরিসংখ্যানগুলি অটোমার হপ্‌ট-এর (লন্ডন; এফিংহাম, উইলসন অ্যান্ড কোং, ১৮৯২, পৃষ্ঠা : ১৬৬) থেকে গৃহীত।

ও ফ্রান্সে সরকারি ঋণপত্রের মূল্য বৃদ্ধি এতটাই হয়েছিল যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব হল না এবং হ্রাসপ্রাপ্ত বছরগুলিতে যথাযথ সমর্থন পেল না।'[১]

অবশ্যই একটা সন্দেহ রয়ে গেল যে,উপসংহার সঠিক কি না, কিন্তু যা বাস্তব হয়ে রইল, তা হল আর্থিক বিশৃঙ্খলার জন্য ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ অনেকটাই সীমিত হয়ে গেল। জীবনধারণের জন্য উপার্জনের ক্ষেত্রে, ইংরেজদের কাছে মূলধন বিনিয়োগ ছিল একটি জরুরি উপায়।

এইরকম অবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একের পর তিনটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা সম্মেলন বসল সোনা ও রূপার মধ্যে একটা দ্বিধাতুমান সম্পর্ক নিরূপণের জন্য। প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় পারিতে-এ ১৮৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে। এক-ই শহরে দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮৮১ সালে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায় যৌথ উদ্যোগে। তৃতীয় ও শেষ সম্মেলন হয় ১৮৯২ সালে ব্রুসেল্স-এ যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায়। অবস্থার এইরকম গুরুত্বে, এইসব সম্মেলনের ফলস্বরূপ এবং যে জন্য এই সম্মেলনের উদ্ভব অর্থাৎ একটি প্রকল্পের পরিসমাপ্তিরূপে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের থেকে আর বেশি স্বাভাবিক কি আশা করা যায়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষর দূরে থাক, এইসব সম্মেলনের আলাপ-আলোচনাগুলি অসার ও নিরর্থক প্রমাণিত হল। শুধুমাত্র দ্বিতীয় সম্মেলনে চুক্তির কিছুটা প্রভাব পাওয়া গিয়েছিল। প্রথম ও তৃতীয় সম্মেলনের সুচিহ্নিত বিপথগামিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল বিপরীত পথে। এইসব আলোচনার যদি কোনও অগ্রগতি হয়ে থাকে তা হলে সংক্ষেপে বলা যায় যে একটা সাধুসুলভ অভিমতে বলা হয়েছিল, রূপার প্রচলন চালু থাকা এবং বিস্তৃত রূপে মুদ্রাকরণ প্রয়োজন। কিন্তু সব মিলিয়ে এর প্রতিক্রিয়া এতটাই দুর্বল ছিল যে, প্রয়োগের জন্য এই পবিত্র ঘোষণার আন্তরিকতা পরীক্ষিত হল না।

এইসব সম্মেলনগুলির দ্বিধাতুমান চুক্তিতে উপনীত না হতে পারার কারণগুলি সঠিকভাবে বুঝা গেল না। এইসব সম্মেলনে দ্বিধাতুমান বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক বুঝতে গেলে, বিপক্ষেরা বিষয়টিকে যে একেবারে আলাদা উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়েছিল তা নজর এড়ানো যাবে না। কিছু সদস্যের কাছে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সোনা ও রূপার মধ্যে বিনিময় হার স্থায়ী করা, একটা অথবা দু'টো ধাতুই প্রচলন থাকা বা না থাকার প্রশ্ন ব্যতিরিকেই। অন্য সদস্যদের কাছে প্রধান উদ্দেশ্য হল দু'টি ধাতুকে

১. চীন ও অন্যান্য রূপা ব্যবহারকারী দেশে স্বর্ণ-বিনিময় মান সূত্রপাত বিষয়ক প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক বিনিময় কমিশনের, ৫৮-তম কংগ্রেস, দ্বিতীয় অধিবেশন; হাউস অব্ রিপ্রেজেনটেটিভ্স এর নথি নং ১৪৪, ওয়াশিংটন, ১৯০৩; পৃষ্ঠা : ১০১।

সমবর্তীরূপে প্রচলিত রাখা। এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের জন্য দ্বিধাতুমান প্রকল্প নিয়ে চুক্তি প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

সোনা ও রূপার মধ্যে স্থায়ী অনুপাত রাখবার বিষয়ে দ্বিধাতুমানের কার্যকরিতা অপরিহার্যরূপেই এক অনিশ্চিত প্রস্তাব। যাই হোক না কেন, যদি এই সম্মেলনগুলির তর্ক-বিতর্ককে পথপ্রদর্শক হিসাবে ধরা যায়, এটা বলা যাবে না যে, এইসব সম্মেলনগুলিতে অংশগ্রহণকারী অর্থনৈতিক তত্ত্ববিদরা বা বিভিন্ন দেশের সরকার স্থায়ী হার বিষয়ক প্রশ্নে সার্থক দ্বিধাতুমান প্রথার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছিলেন। অন্যদিকে তিনটি সম্মেলনের মধ্যে সবচেয়ে ১৮৮১ সালের সম্মেলন দৃষ্টান্তমূলক হয়ে আছে এই প্রথার কার্যকরিতা বিষয়ক স্বীকারোক্তিতে। সমস্ত সরকার, ক্ষুদ্রতর কয়েকটি বাদ দিলে, এর সপক্ষে ছিল। এমনকি ব্রিটিশ সরকার 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে'র রৌপ্য বিষয়ক উপধারা কার্যকরী করতে সম্মত হওয়ার মধ্যে অনুমোদনের কথাই বলেছিল শোনা যায়।

দু'টি ধাতুর সমবর্তী প্রচলনের পদ্ধতি হিসাবে দ্বিধাতুমান কি অঙ্গীকার করেছিল? দ্বৈতমানের স্থায়িত্বের সম্পর্কে দ্বিধাতুমান সমর্থনকারীরা ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন। কিন্তু ফ্রান্সে দ্বিধাতুমান প্রথায় দু'টে ধাতুর-ই প্রচলন কি সমবর্তী ছিল? সমবর্তী অনেক দূরের কথা, দু'টো ধাতুর উৎপাদন পরিবর্তনে স্থায়ী বিনিময় হারের কোনও উল্লেখযোগ্য তফাত না হওয়াটা এই প্রথার উৎকর্ষতা হলেও, সামান্যতম যে তফাত হয়েছে, সেটা দু'টি ধাতুর আপেক্ষিক প্রচলনে বৃহত্তম বিপদ আনবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, যা নিচের সারণিতে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়—

সারণি-২৪

ফ্রান্সে সোনা ও রূপার টাঁকশালে মুদ্রান্তরকরণ [১]

সময়	সোনা মিলিয়ন ফ্রাঁ	রূপা মিলিয়ন ফ্রাঁ	মূল্যের অনুপাত
১৮০৩ থেকে ১৮২০	৮৬৮	১,০৯১	১:১৫.৫৮
১৮২১ থেকে ১৮৪৭	৩০১	২,৭৭৮	১:১৫.৮০
১৮৪৮ থেকে ১৮৫২	৪৪৮	৫৪৩	১:১৫.৬৭
১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬	১,৭৯৫	১০২	১:১৫.৩৫
১৮৫৭ থেকে ১৮৬৬	৩,৫১৬	৫৫	১:১৫.৩৩
১৮৬৭ থেকে ১৮৭৩	৮৭৬	৫৮৭	১:১৫.৬

১. নেদারল্যান্ডের প্রতিনিধি অধ্যাপক পিয়ারসনের পারির 'আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন', ১৮৮১ তে পেশ করা সারণি।

এর প্রশমনে, দ্বিধাতুমান সমর্থনকারীদের কিছু বলবার ছিল না। নিঃসন্দেহে আরও অনেক প্রকল্প ছিল, যেমন অধ্যাপক মার্শালের সোনা ও রূপার বাটের সঙ্গে নির্ধারিত একটি অনুপাতে কাগুজে মুদ্রার প্রস্তাব,[১] যার উদ্দেশ্য ছিল 'একক-ধাতুমান' কে দ্বিধাতুমানে পরিরবর্তিত করা। এই সব প্রকল্প ছেড়ে দিলেও, দ্বিধাতু প্রথার অবাধ টাঁকশালে মুদ্রান্তরকরণ ও তার সঙ্গে স্থির হার প্রকল্প প্রচলনে কোনও পরিবর্তনের প্রত্যাভূতি দেয়নি। এই প্রকল্পে পরিবর্তন অবশ্যই হল পদ্ধতির প্রাণকেন্দ্রে, যা এই হারের পরিবর্তন প্রতিহত করে। এর প্রত্যুত্তরে দ্বিধাতুপ্রথা-সমর্থনকারীরা একটা কথাই যা বলতে পারেন,[২] তা হল, মুদ্রার এই পরিবর্তন ব্যাঙ্ক সংরক্ষিত জমায় সীমাবদ্ধ থাকবে এবং জনসাধারণের পকেট পর্যন্ত আসবে না। এটা নিতান্তই একটা ধাপ্পা ছিল,[৩] কারণ জনসাধারণের পূর্ব ধারণা অনুযায়ী ছাড়া ব্যাঙ্ক তাদের সংরক্ষিত জমার অঙ্ক কিভাবে নির্ধারণ করবে? এমনকি সোনা এবং রূপার ব্যবহার স্থির হারে করবার আন্তর্জাতিক চুক্তি কোনও প্রত্যাভূতি দেয় না সমবর্তী প্রচলন চালু রাখার ব্যাপারে। হারের স্থায়িত্ব অনেকটাই নির্ভর করে আন্তর্জাতিক চুক্তির ওপরে, কারণ জাতির ক্রিয়াকর্মের ওপরে এই স্থায়িত্ব বজায় রাখা গেলেও, হারের বিপথগামিতা সেই ক্ষেত্রে সম্ভবত আরও বেশি হবে। কিন্তু শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক চুক্তির নিজস্ব কোনও শক্তি নেই যে, একটি ধাতুর দ্বারা অপর একটি ধাতুর বিতাড়ণ রোধ করতে পারে। আন্তর্জাতিক চুক্তিতে 'গ্রেসাম সূত্র' শক্তিহীন , এটা অনুমান করা বিরাট ভুল হবে। 'গ্রেসাম সূত্র' নির্ভর করে গতিবিধির জন্য প্রয়োজনীয় মোট মুদ্রা ও দু'টি ধাতুর মোট মুদ্রা উৎপাদনের আপেক্ষিকতার ওপর। অনুমান করা যাক, একটি ধাতুমুদ্রার উৎপাদন আপেক্ষিকতা আরেকটি ধাতুমুদ্রার থেকে এত বেশি যে মুদ্রার প্রয়েজনের তুলনায় বেশ বেশি, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চুক্তি কিভাবে

১. দ্রষ্টব্য: 'কনটেমপোরারি রিভিউ ফর মার্চ, ১৮৮৭'।এটা চিত্তাকর্যক ভাবে উল্লেখ্য যে, এক-ই প্রস্তাব অধ্যাপক মার্শালের ১১৫ বছর আগে জেম্‌স্ স্টুয়ার্ট করেছিলেন, যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তদানীন্তন বাংলার মুদ্রাসংক্রান্ত গণ্ডগোল সংস্কারের জন্য তাঁর সুপারিশ চেয়েছিল।তিনি কোম্পানির ওপর জোর খাটানো থেকে বিরত থেকে ছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, মানব জাতির সকলে দার্শনিক নয়।দ্রষ্টব্য : তাঁর লেখা 'বাংলার মুদ্রার অধুনা অবস্থায় মুদ্রাতত্ত্বের প্রয়োগ' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৭৭২), পৃষ্ঠা ৮-১১; দ্রষ্টব্য : উইলিয়ম ওয়ার্ড; 'আর্থিক বিশৃঙ্খলা বিষয়ক', ব্যাঙ্ক মূলধন স্বত্বাধিকারীদের প্রতি চিঠি, ১৮৪০; পৃষ্ঠা : ৮।

২. দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক ফক্সওয়েল, 'অক্সফোর্ড ইকনমিক রিভিউ, ১৮৯৩'; তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৯৭।

৩. দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক কাম্নান-এর উত্তর : তদেব, পৃষ্ঠা : ৪৫৭।

প্রথম ধাতুমুদ্রার দ্বিতীয় ধাতুমুদ্রাকে পুরোপুরি প্রচলনের বাইরে নিয়ে যাওয়া রোধ করতে পারে? আবার অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক চুক্তি, নিরুৎসাহ করা দূরে থাকে, এই প্রক্রিয়াকে উৎসাহ প্রদান করবে।

দ্বিধাতুপ্রথা অবলম্বনের জন্য, সুতরাং প্রত্যেক জাতিকে স্থায়ী হার এবং সমবর্তী প্রচলন, এই দু'টির মধ্যে বেছে নিতে হবে, কারণ এমন একটা অবস্থার উদয় হতে পারে যেখানে স্থায়ী হার আছে, কিন্তু দু'টো ধাতুর সমবর্তী প্রচলন নেই। যদি সম্মেলনগুলি ভেঙে গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা এজন্য নয় যে, দ্বিধাতুপ্রথার স্থায়ী হার বজায় রাখার সম্ভাবনাকে তারা স্বীকার করেনি, যখন 'সোনা ও রূপার আয়োগ', ১৮০৬-র মতো একটা নিরপেক্ষ 'ন্যায়পীঠ' (Tribunal) সর্বসম্মতভাবে তুলে ধরেছে। এটা ভেঙে গেল, কারণ দ্বিধাতুমান প্রথা দু'টি ধাতুর সমবর্তী প্রচলনের প্রত্যাভূতি করেনি। কিন্তু এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, সমবর্তী প্রচলনের অসম্ভাব্যতা অসুবিধার হত না, যদি দ্বিধাতুপ্রথার তাৎক্ষণিক প্রতিফল হিসাবে প্রচলনে সোনার অন্তঃপ্রবাহ হত। কিন্তু তখন যা অবস্থা ছিল, তার তাৎক্ষণিক প্রভাবে প্রচলনে রূপা আনতে হত। অধিকাংশ জাতির ক্ষেত্রে দ্বিধাতুপ্রথা প্রয়োগে এই কারণটাই অন্য সবকিছুর থেকে বেশি ভয় সঞ্চারক হত।

এখন, এটা একটা দুর্লভ ব্যাপার যে, যারা সোনা ও রূপার মধ্যে একটা স্থায়ী হার আনতে যে সব জাতি একত্রিত হয়েছিল, তারা এমন-ই একটা প্রথা খারিজ করল, যা এই স্থায়িত্ব আনার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, তাও একটা তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ অজুহাতে যে এর ফলে সোনা ও রূপার গঠনমূলক প্রচলন পরিবর্তিত হবে। কিন্তু বুঝতে হবে যে, যখন দ্বিধাতুমান প্রথা পুনর্গঠনের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তখন অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে সোনা ও রূপা মুদ্রার ক্ষেত্রে সমানভাবে ভাল বলে আর পরিগণিত হত না। স্বল্প পরিমাণ অধিক মূল্যবহনের ক্ষমতার উৎকর্ষতার জন্য রূপার তুলনায় সোনার কদর উনিশ শতকের শেষাংশে আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল। এবং স্থায়িত্বের যে কোনও প্রস্তাব, যার মধ্যে রূপার অবাধ প্রচলনের কোনও ব্যবস্থা নেই, সাধারণের সম্মতি পাবে না। এই পূর্বধারণা শুধুমাত্র ইংল্যান্ডের মতো স্বর্ণমান দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। লাতিন ইউনিয়নের টাঁকশাল বন্ধ করা দ্বিধাতুপ্রথার দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের একটা যথার্থ প্রমাণ। জেভন্সের মতে[১]—

১. 'অর্থ ও বিনিময় পদ্ধতি', ১৮৯০; পৃষ্ঠা : ১৪৩।

'যতক্ষণ এই কার্যধারা পুরানো ভারি রূপার ইকাস্ (ecus) -রৌপ্য পিন্ড স্থলে সোনার সুদৃশ্য মুদ্রা, যেমন নেপোলিয়ন (কুড়ি ফ্রাঁর স্বর্ণমুদ্রা), আধা-নেপোলিয়ন ও পাঁচ-ফ্রাঁ প্রচলন করেছে, ততক্ষণ কোনও অভিযোগ নেই, এবং ফরাসি জনসাধারণ এই ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টার প্রশংসাই করবে। কিন্তু যখন (১৮৭৩ সালের পর) এটা স্পষ্ট হল যে, ভারি রূপার মুদ্রা আবার চালু হচ্ছে, ব্যাপারটা ভিন্ন একটা রূপ ধারণ করল।'

সোনার সপক্ষে পূর্বসংস্কার এতটাই প্রবল ছিল যে, বিভিন্ন সম্মেলনে প্রধান শক্তিধরদের স্বার্থ ও মনোযোগ, সত্যি বলতে কি, বৃদ্ধি ও হ্রাস হত নিজেদের সোনার মজুতের পরিমাণের ওপর।[১] ১৮৭৮ সালে, সম্মেলন ডাকার জন্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, কারণ 'ব্ল্যান্ড অ্যালিসন আইনে'র কার্যকারিতায় নগদ প্রদানের জন্য প্রয়োজন সোনার অন্তঃপ্রবাহের আকস্মিক দমন হয়েছে। জর্মানি এই ব্যাপারে উদাসীন ছিল, কারণ তার যথেষ্ট সোনার মজুত ছিল ও বিমুদ্রান্তরকৃত রূপা বিনা-ক্ষতিতে বিক্রয় করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিল। ১৮৮১ সালে ফ্রান্স ও জর্মানি পুনর্গঠনের জন্য বেশি উদ্‌গ্রীব ছিল, কারণ প্রথম দেশটি তার সমস্ত সোনার মজুত খুইয়ে ফেলেছিল ও দ্বিতীয় দেশটি তার রূপা বেচতে পারছিল না। ১৮৯২ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আর কোনও দেশে সোনার যোগান এত বেশি ছিল না, যার কারণ ছিল প্রধানত অপরিণামদর্শী হঠকারি প্রস্তাবনা, যা নিজের ক্ষতি ডেকে এনেছে অন্য কারও উপকারে না লেগে, এবং সেইজন্যই রূপার সমর্থনের ব্যাপারে উক্ত দেশ একাই পড়ে রইল।

প্রায় সমস্ত সরকারের যে সোনার বিষয়ে পূর্বধারণা পেয়ে বসেছিল, সেটা অনুৎপাটনীয় কোনও ধারণা নয়, সমস্ত দেশ যা চেয়েছিল, তা হল প্রভাবশালী কোনও দেশের থেকে প্রথম পদক্ষেপ। এইসব সম্মেলনে তর্ক-বিতর্কের পুরোটার মধ্যে এই একটা জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যদি ইংল্যান্ড দ্বিধাতুপ্রথা মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারত, তাহলে অন্যরা ভেড়ার মতো অনুসরণ করত। কিন্তু সে তখন তার প্রচলিত প্রথায় এতটাই আত্মমগ্ন ছিল যে, কোনও পরিবর্তনে ইচ্ছুক হল না এবং তর ফলে, দ্বিধাতুপ্রথা, মুদ্রাসংক্রান্ত কোনও অসুবিধার বাইরে থেকেই, একটা মৃত প্রকল্পে পর্যবসিত হল। একগুঁয়েমির জন্য দ্বিধাতুপ্রথা পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা উবে যাওয়া ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে একটা ক্ষুদ্র বিষয় ছিল। তারা সোনাকে, 'যেটা মুদ্রার আন্তর্জাতিক প্রকার, তাদের মুদ্রার মাধ্যমে প্রায় কমে এসেছিল,

১. দ্রষ্টব্য: ১৮৮১ সালের 'আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধির প্রতিবেদন', ১৮৮২ সালের সি ৩২২৯, পৃষ্ঠা : ৭ এছাড়াও রাসেল; তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৭৪-৫।

এবং এই বিচার্য বিষয়ে তারা একেবারেই উদাসীন ছিল, কিন্তু এটা ভারতের পক্ষে ছিল মারাত্মক একটা আঘাত। ১৮৭৮ সালের প্রকল্প খারিজ হবার পর, ভারত সরকার দ্বিধাতুপ্রথাকে প্রতিকার হিসাব গণ্য করল, এবং তা রইল মুক্তির অপেক্ষায়। এটা সত্যি যে দ্বিধাতুবিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভে ভারত সরকার ঈষদুষ্ণ মনোভাব নিয়েছিল। ১০ জুন ১৮৮১ তারিখের স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রেষণে[১] প্রকাশ পেল যে দ্বিধাতুমানের সুবিধার ব্যাপারে তখনকর সরকার দ্বিধাবিভক্ত ছিল। বড়লাট ও পরিষদের একজন সদস্য এই অজুহাতে সমর্থন করেন নি যে, দ্বিধাতুপ্রথার মূলতত্ত্ব দোষযুক্ত,[২] এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ যাদের এই প্রশ্নে অভিমত ছিল ভিন্ন ধরনের, তাঁরাও দ্বিধাতুপ্রথা সমর্থনকারীদের দলে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না, যদিও তাঁদের যোগ দিতে তেমন কোনও আপত্তি ছিল না 'যদি যথেষ্ট সংখ্যায় সরকারগুলি যোগ দিতে প্রস্তুত থাকত' সেই দলে। আর্থিক অসুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দ্বিধাতুমানের প্রতি ক্ষীণকায় আশা যথেষ্ট গভীর হল, এতটাই যে ১৮৮৬ সালে সরকার দেশের স্বরাষ্ট্র সচিবকে এক সরকারি প্রেষণে[৩] আন্তর্জাতিক অর্থ সম্বন্ধীয় সম্মেলন ডাকার উদ্যোগ নিতে বলল সোনা ও রূপার মধ্যে স্থায়ী হার নির্ধারণের জন্য। দ্বিধাতুপ্রথা প্রচলন সুসম্পন্ন করবার স্বার্থ এতটাই তীব্র ছিল যে, বিবেচনার জন্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের পাঠানো প্রস্তাবে যখন কোষাগার না-সূচক মন্তব্য করল, তখন তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করতে দ্বিধা করল না।[৪] এইরকম আশা ও বিশ্বাস নিয়ে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল, এবং ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। কোনও সরকারের প্রতি এতটা সন্দেহপূর্ণ ব্যবহার ও এতটা অবিচার করা হত না, যা করা হয়েছিল ভারত সরকারের প্রতি। দ্বিধাতুপ্রথার দলে ভারত প্রবেশ করুক তার ইচ্ছে কোনও শক্তির-ই ছিল না, এমনকি ইংল্যান্ডেরও না।[৫] এইটি চিহ্নিত হল ভয়াবহ কাজ হিসাবে, যার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষয়িষ্ণু সোনার মজুতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ভারতকে দ্বিধাতুসমর্থক দলের বাইরে রাখার পরিকল্পনা শুধুমাত্র নয়, ভারতকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া যে, সোনাকে বৈধ অর্থমান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে বৈধ হার আনতে সক্ষম হওয়ার পর এই দল থেকে

---

১. ১৮৮২ সালের পি. পি. সি. ৩২২৯, পৃষ্ঠা : ৩৩ এট্‌সেক্‌।

২. তদেব; পৃষ্ঠা : ৩৭।

৩. তারিখ ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬, দ্রষ্টব্য : প্রশ্ন ৪৮৬৮, ১৮৮৬ সাল, পৃষ্ঠা : ৫ এট্‌সেক্‌।

৪. দ্রষ্টব্য : ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬-র সরকারি প্রেষক, পরিশিষ্ট ২, সোনা ও রূপা বিষয়ক রয়্যাল কমিশনের প্রথম প্রতিবেদন,১৮৮৬।

৫. দ্রষ্টব্য : ১৮৮৬ সালের 'সোনা ও রূপা কমিশনে'র কাছে মি. এস. স্মিথের সাক্ষ্য, প্রশ্ন : ৪৮২৫-৩০; এছাড়াও মি. ওয়াটনি'র সাক্ষ্য; প্রশ্ন : ৯,৪২৭।

বিন্দুমাত্র সুবিধা না নেওয়া।[১] এইসব সুরক্ষার জন্য ভারত সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল শুধুমাত্র দ্বিধাতুপ্রথার প্রতি এক মর্মস্পর্শী বিশ্বাসে, যার সাফল্যের ওপর সে অনেকটাই নির্ভর করেছিল, যখন প্রচেষ্ট অসফল হল, হতাশায় ভারত সরকারের হৃদয় বিদীর্ণ হল। এটা বলা খুব রূঢ় যে, এই হতাশা সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ শাসকদের কার্যধারা দায়িত্বশূন্য—যেটাকে কেউ বলতে পারেন নীতিহীন, অনিষ্টকর। রৌপ্যমানের প্রতি তার ঘোষিত ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে ভারতকে বাধ্য করল, আংশিকভাবে সোনা দাবি করবার ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখতে ও আংশিকভাবে অন্য দেশের সমালোচনা স্তব্ধ করবার জন্য, যে রূপার পুনর্স্থাপনের জন্য ব্রিটেন নিজে অংশগ্রহণ করে নি।[২] মানতে বাধ্য এমন একটা দেশ থেকে এটাই একমাত্র সুবিধা আদায় করা নয়। একদিকে মুদ্রা পুনর্গঠনের ব্যাপারে কোনও স্বাধীন কর্মধারা গ্রহণ করা থেকে ভারত সরকারকে সীমাবদ্ধ করল, অন্যদিকে মুদ্রার অবচয় জনিত ক্ষতিপূরণের পরিকল্পিত কার্যপ্রণালী সংসদের ভর্ৎসনার শিকার হল। হাউস অব্ কমন্সেও দু'বার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল, একবার ১৮৭৭ সালে এবং আরেকবার ১৮৭৯ সালে, সিদ্ধান্ত নেবার জন্য যে ভারত সরকারের উচিত কর হ্রাস করা, উন্মুক্ত বাণিজ্যের স্বার্থে ভান করে আসলে ল্যাঙ্কাশায়ারের মন্দা অবস্থার উপশমের স্বার্থে। তার ফল এই দাঁড়াল যে, চরমতম অসুবিধায় সরকার একটি জরুরি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারল না। যে দেশকে নিজের আদেশে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রেখেছে ও আইনসম্মত অছি'র মতো স্বার্থরক্ষা করার সম্পদ দাবি করে তার একটিমাত্র যথার্থ ক্ষতিপূরণ করতে পারত ব্রিটিশ শাসকরা দ্বিধাতুপ্রথার দলে যোগ দেওয়ার সম্মতি জানিয়ে, যা সুসম্পন্ন হবার একমাত্র অপেক্ষা ছিল তাদের অনুগ্রহের ওপর। কিন্তু, যেমনটা সকলের ভালভাবে জানা, তারা এমন কিছু করেনি, যার ফলে বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করবার পর এবং অবশ্যই অনিবার্য দুর্দশার পর ১৮৯৩ সালের শেষে ভারত সরকার লক্ষ্য করল যে, এমন জায়গায় সে রয়েছে, যেখানে তারা ১৮৭৮ সালের প্রথমে ছিল।

সমস্ত সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকের মতো, যারা প্রার্থনাও করে আবার গোলা বারুদও তৈরি রাখে, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে, সমস্ত রৌপ্যমানের দেশগুলি

---

১. দ্রষ্টব্য : ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদন; পৃষ্ঠা : ১২।

২. দ্রষ্টব্য : আন্তর্জাতিক অর্থ-সম্বন্ধীয় সম্মেলন, ১৮৭৮, তৃতীয় সম্মেলনে মি. গস্‌চেনের ভাষণ। আমেরিকান প্রতিনিধিদের প্রতিবেদন, সিনিয়র এক্সিকিউটিভের দলিল পত্র; নং ৫৮; ৪৫-তম কংগ্রেস, তৃতীয় অধিবেশন, ওয়াশিংটন, ১৮৭৯। পৃষ্ঠা : ৫০-৫২।

এই অবসরে নিজেদের সোনার মজুত মজবুত করল এবং এক-ই রকম ঔৎসুক্য নিয়ে অর্থ-সম্বন্ধীয় সম্মেলনে যোগদান করে রৌপ্য ব্যবহারের কিছু হাস্যকর প্রস্তাব নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হল।[১] ১৮৭৮ সালের সম্মেলনে মি. গসচেন বেশ একটা দার্শনিক মন্তব্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন দেশ রূপার নিয়োগ করতে ভীত কারণ তার অবচয়ের জন্য এবং অবচয় হয়েই চলেছে কারণ বিভিন্ন দেশ নিয়োগ করতে ভীত বলে। নিদানের প্রথম অংশ যদি সঠিক হত, তাহলে আমরা দেখতাম যে, বিভিন্ন দেশ রূপার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগ সহকারে ব্যস্ত, যখন রূপার দাম যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন রূপা বিষয়ক আইন পাশের মাধ্যমে। অন্যদিকে, ১৮৭৮ সালের 'ব্ল্যান্ড অ্যালিসন আইন' ও ১৮৯০ সালের 'শেরম্যান আইন' মাধ্যমে যখন প্রত্যেক মাসে রূপা ক্রয়ের দাম বেঁধে রাখা হয়েছে, তখন আগের অবস্থার মূল্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য যথার্থ পদক্ষেপ নেওয়ার যে শুধু ব্যগ্রতা দেখায় নি তা নয়, এই বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে আসলে একে প্রত্যাখ্যান করেছে।[২] এর জন্য তাদের দোষও দেওয়া যায় না, কারণ দ্বিধাতু সংক্রান্ত ইউনিয়নের সম্ভাবনা বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জমানো মৃত ভার-এর শেষ হত স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত বিড়ম্বনায়। একমাত্র ভারত এই সঙ্কোচন থেকে মুনাফা লুটতে অস্বীকার করেছিল, যা যুক্তরাষ্ট্র অন্য দেশের জন্য করতে শুরু করল, এবং মূল্যবান সময় অতিবাহিত হতে দিল, যার ফলে আবার নিমজ্জিত হল সেই অবস্থায় যার জন্য প্রয়োজন সেই পুরানো প্রতিকার, ১৮৭৮ সালে যার প্রয়োগ বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

স্বর্ণমান যদি প্রয়োগ দরকার হত, তাহলে ১৮৭৮ সালে প্রয়োগ করলে আরও ভাল হত। ভারত সরকারের তখনকার করা প্রকল্প নিঃসন্দেহেই বেশ জটিল ছিল এবং বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিল খুব দুর্বল। কিন্তু সেই প্রকল্প বাতিল করলেও স্বর্ণমান প্রয়োগের সূত্রপাত সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা উচিত হয় নি। যদি সেই প্রকল্প ইংরেজ-প্রকল্পের ধাঁচের গোঁড়ামিপূর্ণ করার ইচ্ছে ছিল, তাতে নিঃসন্দেহে সরকারের কিছু ব্যয় হত নিম্নমূল্যে দেশের মজুত রূপার একাংশ বিক্রয় করতে, এবং টাকাকে সহকারী মর্যাদায় নামিয়ে এনে, এই অভাব পূরণ করা স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে। এই রূপান্তরের জন্য ব্যয় ১৮৭৮ সালে অকিঞ্চিৎকর হত, কারণ সাধারণ স্বর্ণমূল্য

---

১. দ্রষ্টব্য : সম্মেলনগুলিতে আলোচিত বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবের জন্য, আন্তর্জাতিক অর্থ-সম্মেলন, ১৮৯২-তে আমেরিকার প্রতিনিধিদের প্রতিবেদন। ওয়াশিংটন, ১৮৯৩।

২. দ্রষ্টব্য : রাসেল, তদেব, পৃষ্ঠা : ৪১০; এছাড়াও অধ্যাপক এফ. এ. ওয়াকারের 'দি জার্নাল অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি', (শিকাগো, প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা : ১৭৪ প্রকাশিত 'দি ফ্রি কয়েনেজ অব্ সিলভার'।

থেকে রূপার মূল্যহ্রাস ছিল মাত্র ১২১/২ শতাংশ। অন্যদিকে, যদি সেটা কর্নেল স্মিথের মতো কোনও উদার ব্যক্তির প্রকল্প হত, তাহলে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করবার খরচ ছাড়া, সরকারের আর কোনওরকম ব্যয় হত না,[১] কিন্তু ১৮৯৩ সালে, স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের ব্যাপারে এই প্রক্রিয়া দু'টোই প্রায় নিরাশাব্যঞ্জক মনে হল। পরিবর্তনের প্রকল্পের অসম্ভাব্যতার কোনও প্রশ্নই হয় না। ১৮৯৩ সালে রূপার মূল্যহ্রাস হয়েছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। দেশের টাকার প্রচলনে এত বেশি যোগ করা হয়েছিল যে, স্মিথের প্রকল্পের সম্ভাবনা পর্যন্ত খুব উজ্জ্বল মনে হয় নি। ১৮৭৮ সালে প্রচলন হলে, মুদ্রা-ব্যবস্থায় পরবর্তী যোগকরণ হত সোনায়, যার ফলে ১৮৯৩ সালের মধ্যে রূপার অনুপাতে সোনার পরিমাণ হত এতটাই বেশি যে, পুরো মুদ্রা-ব্যবস্থায়, সম্পূর্ণ স্বর্ণভিত্তিক দেশের নিরিখে, ঈপ্সিত স্থায়িত্ব আসত। ১৮৯৩ সালে, রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এতটা বিশাল আকার ধারণ করেছিল, এটা একেবারে নিশ্চিতভাবে মনে হতে লাগল যে, রৌপ্যমুদ্রান্তরকরণ বন্ধ করে টাকাকে দৃঢ়ভিত্তিক ও স্থায়ী মুদ্রার রূপ দিতে কয়েক দশক লেগে যাবে।

এই অচল অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসার প্রকল্প ছিল বহুসংখ্যক। এর মধ্যে একটা হল ভারী ওজনের টাকার প্রচলন।[২] দ্বিতীয়টি হল, রূপাকে সীমিত বৈধ অর্থ করা এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে স্বর্ণপ্রদানের ক্ষেত্রে লন্ডনে ভারতীয় মজুত সোনা বা রূপা বিক্রয় করার ক্ষমতা প্রদান, যা ভারত সরকার পরিদর্শন করবে 'বন্‌স'[৩] নামে একরকম বৈধ কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করে। তৃতীয় হল, ইংল্যান্ড ও ভারত

---

১. এই ব্যাপারটা এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, লন্ডন টাইমস্, যদিও মেনে নিয়েছিল যে কোনও পরিবর্তন তখনও জরুরি নয়, একটা সম্পাদকীয়তে(২৫ অক্টোবর, ১৮৭৬ এর প্রকাশন, পৃষ্ঠা : ৯, দ্বিতীয় স্তম্ভ) মন্তব্য করেছিলেন; 'সপার্ষদ বড়লাট স্বর্ণমানের প্রস্তাব এই কারণে খারিজ করেছিলেন যে, বর্তমান অবস্থা, যতটাই খারাপ হোক না কেন, এত ব্যয়বহুল প্রতিকারের প্রয়োজন তার জন্য নেই; কিন্তু এতে প্রস্তাবের প্রতি ভুল ধারণা করা হয়েছে। ভারতে রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের ব্যাপ্তি হবে বিরাট ও ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু রূপার মুদ্রান্তরকরণ করতে অস্বীকার করে সবাইকে সোনা মুদ্রান্তরকরণের প্রস্তাবে নতুন যন্ত্রপাতির জন্য ছাড়া আর কোনও ব্যয়-ই হবে না। যদি এটা ঘোষণা করা হত যে, একটা নির্দিষ্ট দিনের পর রূপার মুদ্রান্তরকরণ স্থগিত থাকবে, এবং তার পরিবর্তে সোনার মুদ্রান্তরকরণ হবে, তাহলে যেই আনুক না কেন, এবং সেই মুদ্রা টাকার সঙ্গে বদল করা যাবে একটা নির্দিষ্ট স্থায়ী হারে, এবং এর মাধ্যমে দেশে ফ্রান্সের মতো দ্বিধাতুপ্রথা প্রচলন করা যাবে, ও মুদ্রার পরিবর্তন ধীরে ধীরে করা যাবে। প্রথমে, কোনও সোনা আসবে না মুদ্রান্তরকরণের জন্য, কিন্তু রূপার মুদ্রান্তরকরণে অনিশ্চয়তা যখন টাকার সমমূল্য বৃদ্ধি করে সোনা ও টাকার ব্যক্ত বিনিময় হারে পৌছুবে, তখন আরও বেশি হারে সোনা টাঁকশালে আনা যাবে এবং প্রচলনে প্রবেশের পথ পাবে। এই প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়, ব্যয়বহুল, কিন্তু এর গতি হবে অত্যন্ত ধীর, ইত্যাদি......'

২. অ্যাস্টন্ এবং আর ওয়েস্ট পরিকল্পিত; আই. সি. সি. ১৮৯৩; পরিশিষ্ট ৩; পৃষ্ঠা : ২৮১ এবং ৩২৫।

৩. অ্যাট্কিন্‌স্, তদেব; পৃষ্ঠা : ২৮২।

নিজেদের মধ্যে নতুন ভিত্তিতে দ্বিধাতুপ্রথা চালু করা [১] অথবা টাকাকে যুক্তরাজ্যে পূর্ণ বৈধ অর্থ রূপে প্রচলন করা।[২] চতুর্থটি হল 'কাউন্সিল ড্রাফ্‌ট' এর জন্য বছরের প্রথমে স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্ধারণ করা বিনিময় হার থেকে প্রকৃত বিনিময় হারের সঙ্গে পার্থক্যের ভিত্তিতে মুদ্রান্তরকরণের জন্য টাঁকশাল খোলা ও বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করা এই প্রকল্প অনুযায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত হার স্থিরীকৃত হারের চেয়ে পাঁচ শতাংশের কম বৃদ্ধি পাবে, ততক্ষণ রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণ স্থগিত থাকবে।[৩] পঞ্চমটি হল, একদিকে স্বরাষ্ট্র সচিব ড্রাফ্‌টের জন্য ন্যূনতম হার স্থির করবেন, এবং অন্যদিকে ভারত সরকার রূপা আমদানির ওপর একটা কর ধার্য করতে, যা হবে 'কাউন্সিল ড্রাফ্‌টে'র জন্য স্থিরীকৃত হারের অনুরূপ রূপার মূল্যের সঙ্গে লন্ডনে রূপার বাটের প্রাত্যহিক সরকারি উদ্বৃত্তমূল্যের তফাতের সমান।[৪] ষষ্ঠটি হল দ্বিধাতুমদ্রা প্রবর্তন করা, যার নাম দেওয়া হবে রাজকীয় ফ্লরিন (ইংল্যান্ডের দুই শিলিং মূল্যের মুদ্রাবিশেষ) বা টাকা; এর মূল্য হবে ২ শিলিং ও এই মুদ্রার ওজনের ৪ শতাংশ হবে সোনা, ও বাকি রূপায়।[৫] সপ্তমটি হল, স্বাধীন স্বর্ণ ও রৌপ্যমান স্থাপন করা, দু'টো ধাতুর মধ্যে স্থির হার নির্দিষ্ট না করে,[৬] অথবা বড় অঙ্কের লেন-দেন-এ সোনার ব্যবহারে কিছুটা সুবিধা দিয়ে।[৭] যদিও মুদ্রা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের এইসব পাগলামি না হলেও, চতুর প্রকল্পের সঙ্গে ভারত সরকার একমত ছিল না, কিন্তু এইসব প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত ছিল যে, তখনকার প্রচলিত টাকার স্থলে সোনার সত্যিকার ব্যবহার চালু না করে ভারতকে স্বর্ণভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে উদ্দেশ্য করে, কর্নেল স্মিথের আরও সরল ও আরও বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প পুনর্জীবিত করল। প্রারম্ভিক পদক্ষেপ হিসাবে সরকার 'বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সে'র পূর্ব প্রস্তাবে ফিরে গেল, যার প্রচলনে ১৮৭৬ সালে সরকার 'মারাত্মক আপত্তি' লক্ষ্য করেছিল। ২১ জুন ১৮৯২ সালের সরকারি প্রেষণে, যেখানে এই প্রস্তাবগুলি ছিল, ভারত সরকার আর বেশি কিছু চায় নি। তার মুখপাত্রদের[৮] কথায়,

১. চ্যাপম্যান, তদেব, পৃষ্ঠা : ২৮২।
২. উডহাউস্, তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৩।
৩. গ্রাহাম্, তদেব, পৃষ্ঠা : ৩০৫।
৪. এম্. শিল্জ, তদেব, পৃষ্ঠা : ৩১৯।
৫. স্টকার্ট, তদেব, পৃষ্ঠা : ৩২২; প্রায় এক-ই রকম মেরিংটন; তদেব, পৃষ্ঠা : ৩১৬।
৬. পেরি, তদেব, পৃষ্ঠা : ৩২৩।
৭. ক্রেয়ারমন্থ্ ড্যানিয়েল পরিকল্পিত, তদেব, পৃষ্ঠা : ২৯২।
৮. স্যার ডেভিড বারবউর, 'দি স্ট্যান্ডার্ড অব্ ভ্যালু'; ১৯১২; পৃষ্ঠা : ২০২-৩।

'.....রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য ভারতীয় টাঁকশালগুলি বন্ধ রাখা হবে, এবং এই বন্ধ রাখার ফলাফল না জানা পর্যন্ত আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।'

'রৌপ্যমান থেকে স্বর্ণমানে পরিবর্তন যে হারে করা উচিত সেটা পরে স্থির করা হবে ও টাঁকশাল বন্ধ হওয়ার আগে একটা সীমিত সময়ে রূপার গড় হার নেওয়াটাই হবে সম্ভবত সবচেয়ে নিরাপদ ও সব থেকে ন্যায্য। এই হার যখন নির্ধারিত হবে, তখন টাঁকশালগুলো খোলা হবে সেই হারে সোনার মুদ্রান্তরকরণের জন্য এবং যে কোনও মূল্যের স্বর্ণমুদ্রাকে বৈধ অর্থ করা হবে।'

এইসব প্রস্তাব পরীক্ষার জন্য জমা দেওয়া হয়েছিল এক বিভাগীয় সমিতির কাছে, যা সাধারণভাবে 'হারশেল সমিতি' নামে পরিচিত। বলা হয়েছিল যে, একটা জরুরি বিষয়ে এদের খুঁত ছিল, এবং সেটা হল, টাকার মূল্য বজায় রাখার জন্য সোনার মজুতের প্রয়োজনের 'স্বীকৃতি'। যথেষ্ট সোনা মজুত না রেখে এই ব্যবস্থা গ্রহণ অনেকের মতে সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে, 'হারশেল সমিতি' এই ধারণায় উপনীত হল যে,[১]

'এটা অসম্ভব........ বিদেশি মুদ্রা ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ ছাড়া যদি অনুভব করা যায় যে, আমাদের নিজস্ব (ইংরেজ) মুদ্রা-ব্যবস্থার সতর্কতামূলক অবস্থা যতই প্রশংসার্হ হোক না কেন, অন্যান্য যে সব রাষ্ট্র ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তা মনে হয় বিনা অসুবিধায় চলছে, এবং তাদের নিজস্ব মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণমান ও অন্যান্য স্বর্ণব্যবহারকারী দেশের সঙ্গে প্রকৃত বিনিময় হারের সমতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে' অল্প সোনা বা কোনও সোনা ছাড়াই, তাই সমিতি ভারত সরকারের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে শুধুমাত্র তার প্রচলন অনুমোদন[২] যে করল তা নয়, কিছু যোগও করল একটি পরিবর্তন এনে যে,

'রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য টাঁকশাল বন্ধ করার সঙ্গে একটা ঘোষণাও করতে হবে যে, জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকলেও, সরকার সেটা ব্যবহার করবে সোনার বিনিময়ে মুদ্রা তৈরির জন্য সেই সময়ের স্থির করা হারে, ধরা যাক ১ শিলিং ৪ পেন্স প্রতি টাকায়, এবং জনসাধারণের দেয় খাতে সরকারি কোষাগার সোনা গ্রহণ করবে এক-ই হারে।'[৩]

---

১. প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ৯৩।

২. প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ১৫৫।

৩. প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ১৫৬।

এই প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা হল ২৬ জুন, ১৮৯৩ সালে, যা ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে, যেমন রয়েছে ১৮৩৫ সাল। ওই তারিখে ঘোষিত হয়েছিল একটি বিধিবদ্ধ আইন, ও তিনটি প্রশাসনিক প্রজ্ঞাপন উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে। ১৮৯৩ এর আইন (৭) আসলে একটি রদ করার আইন। এই আইন রদ করেছিল—

(১) ভারতীয় মুদ্রাকরণ আইন, XXII, ১৮৭০ সাল,

১৯ থেকে ২৬ ধারা (দু'টিই অন্তর্ভুক্ত), যাতে টাঁকশালে আনা সমস্ত রূপার মুদ্রান্তরকরণের জন্য টাঁকশাল প্রধানকে গ্রহণ করতে হবে।[১]

(২) ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা আইন, ১৮৮২[২]

(ক) অংশ ১১, খন্ড (খ), যার বলে কাগুজে মুদ্রা বিভাগকে 'পর্তুগিস কনভেনশন আইন', ১৮৮১[৩] এর আওতায় প্রস্তুত রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে কাগুজে মুদ্রা প্রদান করা।

(খ) অংশ ১১, উপখন্ড (ঘ), যার বলে কাগুজে মুদ্রা বিভাগকে রূপার বাট বা বিদেশি রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্তে কাগুজে মুদ্রা প্রদান করা।[৪]

(গ) অংশ ১৩, যার বলে মোট মজুতের এক-চতুর্থাংশের মধ্যে কাগুজে মুদ্রার জন্য মজুতে সোনার অংশ সীমাবদ্ধ করা।[৫]

আইন দ্বারা রদের সঙ্গে সংযুক্ত হল প্রশাসনিক প্রজ্ঞাপন নং ২৬৬৩, যার দ্বারা 'হারশেল সমিতির' সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঘোষণা করা হল যে,

---

১. এই ধারণা ছাড়াও বন্দোবস্ত ছিল ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের আনা সোনা মুদ্রান্তরকরণের জন্য টাঁকশালে গ্রহণ করার। টাঁকশালে আনা সোনার পরিমাণ ছিল নিতান্ত অল্প, এবং স্বর্ণমুদ্রা, অর্থাৎ মোহর থেকে প্রস্তুত বৈধ অর্থ বলে পরিগণিত হয় নি। এগুলির স্থান যেহেতু গ্রহণ করবে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা, টাঁকশালে মুদ্রান্তরকরণ হয়ে এবং পরে এই টাঁকশালে সোনার মোহরের আর মুদ্রান্তরকরণ স্থগিত রইল। তার ফলে রূপার সঙ্গে সঙ্গে সোনার জন্যও টাঁকশাল বন্ধ হয়ে গেল।

২. এই ধারাগুলি রদ করবার জন্য এর ওপর নির্ভরশীল আরও অন্য ধারাগুলি রদ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যেমন ধারা ১৪ ও১৫, এবং ধারা ২১ ও ২৮ এর, যাতে পুরো আইন শুরু হওয়া স্বর্ণমান প্রস্তাবের সঙ্গে অনুমিত হয়।

৩. কনভেনশন তখন পরিসমাপ্তিতেএসে পৌচেছে এবং এই উপধারা কার্যকরী রাখার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

৪. এই উপধারা কার্যকরী রাখা টাঁকশাল বন্ধের সঙ্গে অসমঞ্জস হত।

৫. সোনা যখন ভারতে ভবিষ্যৎ মান হবে, তা সীমিত করার আর প্রয়োজন ছিল না।

সরকারি কোষাগারে চলতি ওজনের ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ও অর্ধ-স্বর্ণমুদ্রা নেওয়া হবে জনসাধারণের দায় প্রদান খাতে ১৫ টাকা ও ৭ টাকা-৮ আনা ক্রম হারে।

যেহেতু পূর্ব-উল্লিখিত পদক্ষেপে সোনাকে সাধারণ বৈধ অর্থ বলে ঘোষণা করা হয় নি, আশঙ্কা করা হল যে, কোষাগারে মজুত অর্থ জড়ো করে নিজের দায় মেটানোর জন্য ব্যবহার করতে না পেরে সরকার এক বিব্রতজনক অবস্থায় পড়তে পারে। কোষাগারে যাতে সোনার মজুত অস্বস্তিকর অবস্থায় না পৌছুতে পারে এবং যাতে সরকার কোষাগারকে সোনা থেকে মুক্ত করতে পারে, তার জন্য আরেকটি প্রজ্ঞাপন ২৬৬৪ দেওয়া হল, যাতে প্রধান নিয়ামকের অধিযাচন পত্রের ভিত্তিতে মুদ্রা বিভাগ স্বর্ণমুদ্রা ও সোনার বাটের পরিবর্তে কাগুজে মুদ্রা ৭.৫৩৩৪৪ ট্রয় গ্রেইন্স্ শুদ্ধ সোনার পরিবর্তে সরকারি এক টাকা অথবা প্রতি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ১৫ টাকা ও অর্ধ-স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ৭ টাকা ৮ আনা প্রদান করে।

'হারশেল সমিতি'র সুপারিশের দ্বিতীয় পরিবর্তন কার্যকরী করতে, তৃতীয় প্রজ্ঞাপন ২৬৬২ ঘোষণা করা হল, যাতে বলা হল:

'সপার্ষদ বড়লাট এই মর্মে ঘোষণা করছেন যে, পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সরকারি টাকার পরিবর্তে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের টাঁকশাল-প্রধানরা স্বর্ণমুদ্রা ও সোনার বাট গ্রহণ করবে, প্রতি টাকা ৭.৫৩৩৪৪ ট্রয় গ্রেইন্স্ শুদ্ধ সোনার হারে, নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে—

(১) ঐ মুদ্রা ও বাট মুদ্রান্তরকরণে উপযুক্ত হতে হবে।

(২) প্রতিবার পেশ করা পরিমাণ ৫০ তোলার কম হবে না।

(৩) টাঁকশালে গ্রহণযোগ্য করর জন্য স্বর্ণমুদ্রা ও বাট গলানো ও কাটার জন্য প্রতি মিলি (mille) এক চতুর্থাংশ কর বসানো হবে।

(৪) টাঁকশালে স্বর্ণমুদ্রা ও বাট গ্রহণ করবার পরিবর্তে টাঁকশাল প্রধান স্বত্বাধিকারীকে একটি রসিদ প্রদান করবে, যার বলে টাঁকশাল ও ধাতুগলনকারী প্রধানের কাছ থেকে শংসাপত্র অর্জন করবে যার পরিবর্তে কলিকাতা অথবা বোম্বাইয়ের সাধারণ (মজুত) কোষাগার থেকে সেই স্বর্ণ মুদ্রা ও বাটের পরিবর্তে টাকা পাবে। এই শংসাপত্র পাওয়া যাবে সাধারণ কোষাগার থেকে, সময়ে সময়ে প্রধান হিসাবাধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর।'

এইসব অস্পষ্ট পদক্ষেপ সম্বলিত প্রস্তাব সম্পূর্ণ কার্যকরী হওয়ার আগে, এসব

বর্জনের জন্য একটা প্রক্রিয়া শুরু হল। ১৮৯২ সালের আন্তর্জাতিক অর্থ-সম্বন্ধীয় সম্মেলন বিফল হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স (দু'টো দেশ যারা অতিরিক্ত মূল্য নিরূপিত রূপার মজুতের ভারি বোঝায় পীড়িত) আলাপ আলোচনা শুরু করল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এই মর্মে যে ব্রিটিশ সরকার কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে রাজি হলে তারা তাদের টাঁকশাল রূপার অবাধ মুদ্রাকরণের জন্য খুলে দেবে ১৫ ১/২ঃ ১ হারে। এই শর্তগুলির মধ্যে ছিল[১]—

(১) রূপার অবাধ মুদ্রাকরণের জন্য বন্ধ ভারতীয় টাঁকশালগুলি খুলে দেওয়া ও ভারতে সোনা বৈধ অর্থ করা হবে না বলে অস্বীকার করা,

(২) বাটের এক-পঞ্চমাংশ রূপার আকারে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের নির্গম (issue) বিভাগে গচ্ছিত রাখা।

(৩) (ক) ইংল্যান্ডে বৈধ-অর্থের সীমা বৃদ্ধি করে ১০ করা।

(খ) রূপার ওপর ভিত্তি করে ২০ শিলিং নোট চালু করা, যা বৈধ-অর্থ হবে।

(গ) ১০ শিলিং এর স্বর্ণমুদ্রাকে, ক্রমান্বয়ে বা অন্যভাবে, অবসৃত করে তার পরিবর্তে রূপা-ভিত্তিক কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করা।

(৪) বাৎসরিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রূপার মুদ্রা প্রস্তুতের বিষয়ে চুক্তি।

(৫) ইংরেজ টাঁকশালগুলি টাকা ও ব্রিটিশ ডলার মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য খুলে দেওয়া, যা মালাক্কা ও অন্যান্য রূপা ভিত্তিক উপনিবেশে পরিপূর্ণ বৈধ-অর্থ হিসাবে প্রচলিত হবে এবং যুক্তরাজ্যে রৌপ্য-বৈধ অর্থ হিসাবে প্রচলিত হবে।

(৬) মিশরে ঔপনিবেশিক ক্রিয়াকর্ম ও রূপার মুদ্রান্তরকরণ।

(৭) হাস্‌কিস্‌ন প্রস্তাবের সাধারণ কার্যক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু পদক্ষেপ। চুক্তিপূর্ব এই আলোচনার মধ্যে কোষাগার আবার তার পুরানো ভাবভঙ্গিতে ফিরে গেল। ব্রিটিশ মুদ্রা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের শর্তবিষয়ক আলোচনায় যেতে তারা অস্বীকার করল, কিন্তু যুক্তিপূর্ণ এই মন্তব্য করল যে, যদি ভারতীয় টাঁকশালগুলি খুলে

১. দ্রষ্টব্য, যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূতের মুদ্রা সংক্রান্ত প্রস্তাব বিষয়ক চিঠিপত্র, পি. পি. সি. ৮৬৬৭,১৮৯৭ সাল, পৃষ্ঠা : ৩।

দেওয়া হয়, তাহলে মনে করা হবে যে, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এটা একটা অবদান আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে, যার উদ্দেশ্য হল' সোনা ও রূপার মধ্যে একটা স্থায়ী বিনিময় হার স্থাপন করা,[১] এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা সম্ভবত এই বিষয়ে একমত ছিলেন। ভারত সরকারের দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এই চুক্তি অবশ্য সার্থক হয় নি। সরকার বহুদিন এই নিয়ে কোষাগারের বলির পাঁঠা হতে রাজি ছিল না। এ-ছাড়াও তার কোনও কারণ খুঁজে পায় নি, কেন তাঁদের ডাকা হবে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধার নিজেদের ঝামেলা বাড়াতে। এই প্রস্তাবের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, ভারত সরকার একটি চিঠিতে বলা হয়[২] —

'মহামান্য রানির সরকারকে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তনগুলি আনতে হবে, তা হল নিম্নরূপ: ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র টাঁকশাল খুলে দেবে রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য, তবে সঙ্গে চালু থাকবে সোনার অবাধ মুদ্রান্তরকরণ এবং দু'টো ধাতুর মুদ্রাই মুক্ত বৈধ অর্থ রূপে প্রচলিত থাকবে। ফ্রান্সে হার অপরিবর্তিত থাকবে ও যুক্তরাষ্ট্রে পরিবর্তন করে ১৫ $^{১}/_{২}$:১ ফরাসি হার চালু করা হবে। ভারতকে টাঁকশাল খুলে দিতে হবে রূপার মুদ্রান্তরকরণের জন্য সোনার মুদ্রান্তরকরণ বন্ধ করে, এবং অঙ্গীকার করতে হবে সোনাকে বৈধ অর্থ না করবার জন্য। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে দ্বিধাতুবাদী হবে; ভারত হবে একধাতুবাদী (রূপা); যখন পৃথিবীর অন্যান্য বিশিষ্ট দেশ একধাতুবাদী (সোনা) থাকবে।

* * * * *

'যদি তারা সাময়িকভাবে হলেও উদ্দেশ্য সফল করতে পারে, তাহলে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের প্রথম পরিণাম হবে ভারতীয় বাণিজ্যে ও শিল্পে বিরাট বিশৃঙ্খলা, টাকা প্রতি ১৬ পেন্স থেকে ২৩ পেন্সে হঠাৎ বৃদ্ধির ফলে, খানিক সময়ের জন্য হলেও, এই বৃদ্ধি আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট,...........প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ভারতের ক্ষেত্রে হবে গুরুতর অন্য দু'টো দেশের চেয়ে। কারণ এটা পরিষ্কার যে, অসার্থকতাজনিত বিপদের পুরোটাই পড়বে ভারতের ওপরে। যদি চুক্তি ভেঙে শেষ হয়ে যায় তাহলে এই তিনটি দেশের প্রত্যেকটিতে কি অবস্থা হবে? ফ্রান্সের হেফাজতে সোনার বিশাল মজুত রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রও বর্তমানে এক-ই অবস্থায় রয়েছে, যদিও সেই ধাতুর মজুত ভাণ্ডার অতটা বিশাল নয়। এটা স্বীকার করা

১. দ্রষ্টব্য : ১৬ অক্টোবর ১৮৯৭ তে বিদেশ দপ্তরকে লেখা চিঠি, পি. পি. সি. ৮৬৬৭, ১৮৯৭ সাল; পৃষ্ঠা : ১৫।

২. স্বরাষ্ট্র সচিবকে ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭-র সরকারি প্রেষণ। তদেব, পৃষ্ঠা : ৯।

যেতে পারে যে, যদি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করা হয়, তাহলে এই চুক্তির কার্যকারিতায় সোনার এই মজুত উবে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসার্থক হয়, দুটো দেশের-ই বিরাট ক্ষতি হবে। কিন্তু এটা ধারণার অতীত যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, এবং যা ঘটুক না কেন, যখনই সোনার মজুত সঙ্কোচনের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, এটা সম্ভাব্য যে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিবর্তন আর সাধিত হবে না, এবং এই চুক্তির একমাত্র প্রতিফলন যেখানে রূপার মুদ্রান্তরকরণ, সেখানে এই চুক্তিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে, যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসফল হয়, সেই ব্যর্থতার পুরো দায় গিয়ে পড়বে ভারতের ওপর। এখানে টাকার মূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে, কিছু সময়ের জন্য স্থির থাকবে, এবং পতন শুরু হলে মূল্য পড়বে খাড়াই থেকে পড়ার মতো অতিদ্রুত। তখন রূপার মূল্য ওঠা-নামার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের-ই মূল্যমানের বিনিময় হারের ওঠা-নামা বন্ধ করতে আমরা কি পদক্ষেপ নেব? আমাদের মনে হয় না, তখন কোনও ব্যবস্থার পথ খোলা থাকবে, কারণ ভারতীয় টাঁকশালগুলিকে রূপার মুদ্রান্তরকরণের জন্য আবার খুলে দিতে হবে, ভারত সরকারের পক্ষে তখন বাস্তবিক অসম্ভব হবে আবার বন্ধ করে দেওয়া এবং যদি বন্ধও করে দেওয়া হয়, তাও হবে প্রচলিত রূপার বিশাল সংযোজনের পর।'

স্বর্ণমান প্রচলনের লক্ষ্য থেকে সরে যেতে অস্বীকার করার ঠিক পরেই, প্রচলিত মুদ্রা-ব্যবস্থায় এক বিষম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। টাকার মজুত ভাণ্ডার, যা ১৮৯৩-এ টাঁকশাল বন্ধের পর সংযোজন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বেশ কিছু সময় লোকের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট-ই ছিল। বন্ধের প্রথম কয়েক বছর, টাকা শুধুমাত্র যথেষ্টই ছিল না, অতিরিক্তও ছিল। শীঘ্রই, এই অতিরিক্ত আর রইল না এবং ১৮৯৮ সাল শেষের আগেই দুর্লভ হয়ে পড়ল, এতটাই যে ভারতীয় অর্থবাজারে বাটের হার বেড়ে ১৬ শতাংশ হয়ে গেল এবং সারা বছর প্রায় এক-ই হার রইল। মুদ্রার এই 'অনাহারি' কার্যধারার বিরুদ্ধে এতটা হৈ-চৈ হয়েছিল যে, সরকার ১৮৯৮-এ আইন (নং-২) পাশ করে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে লন্ডনে প্রদেয় সোনার ভিত্তিতে কাগুজে নোট চালু করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হল। ভারতীয় অর্থবাজারের মন্দা অবস্থায় এই আইন তা মেটাতে দ্বিগুণ সাহায্য সঞ্চার করল। ১৮৯৩ সালে গৃহীত পন্থায় সোনা বৈধ অর্থ ছিল না এবং যখন টাকা প্রয়োজনের তুলনায় কম পড়ে গেল, তখন সেটা ব্যবহার করা গেল না। এটা সত্যি যে, নতুন আইন সোনাকে

বৈধ অর্থ করে নি, কিন্তু জনসাধারণের[১] সপক্ষে ব্যবহার করার অনুমতি দিল তখনকার বৈধ অর্থ কাগুজে মুদ্রার প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে। আইন এমন নির্দেশ দিতে পারত যে, কাগুজে মুদ্রা ছাপার আগে ভারতে সোনা রেখে দেওয়া হোক, কিন্তু যেহেতু ভারতে সোনা পাঠাতে তিন থেকে চার সপ্তাহ লেগে যেত, এইজন্য আশঙ্কা[২] করা হয়েছিল যে, প্রতিকার 'দীর্ঘসূত্রী হওয়ার জন্য কার্যকরী না-ও হতে পারে,' যদি এই মধ্যবর্তী সময়ে লন্ডনে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছেও সোনার বিনিময়ে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের জন্য কাগুজে মুদ্রা বিভাগের কাছে আইন সঙ্গতভাবে মজুত সোনা হিসাবে পরিগণিত করা হয়।

এটি করতে গিয়ে আইনের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অবস্থার জরুরিত্ব। একটি সুদৃঢ় মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রসারণ, এমনকি সংকোচনও সম্ভব। ১৮৯৩ সালে সরকার টাঁকশাল বন্ধ করে মুদ্রার সংকোচন নিয়ে এসেছে একেবারে বিপদসীমায়। ১৮৯৮ সালে প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়েজনীয়তা অনুভব করল সরকার। এই ঈপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির দুটি পন্থা ছিল। একটি হল, টাঁকশাল বন্ধ রেখে মুদ্রা-ব্যবস্থায় সংযোজন আনা সোনা ব্যবহারের মাধ্যমে, ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে সাধারণ বৈধ অর্থের মর্যাদা দিয়ে। এই প্রস্তাব এনেছিল ভারত সরকর। ৮ মার্চ, ১৮৯৮ এর সরকারি প্রেষণে[৩] যুক্তি দেখানো হয়েছিল—

'আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য অবশ্যই বাণিজ্যের স্বয়ংক্রিয় কার্যধারায় বিশ্বাস স্থাপন করা। ব্যবসার জন্য প্রয়োজনে মুদ্রার পরিমাণ প্রত্যেক বছর বৃদ্ধি পায়; এবং আমরা যদি রৌপ্যমুদ্রায় কোনও বৃদ্ধি না আনি, তাহলে আমরা সঙ্গতভাবে এটা আশা করতে পারি যে, মুদ্রার বর্ধিত চহিদার ফলে বিনিময় হার বৃদ্ধি পেয়ে এমন জায়গায় আসবে যে, দেশে সোনার অন্তঃপ্রবাহ শুরু হবে এবং তা বজায় থাকবে। যত সময় অতিবাহিত হবে, এই অবস্থা ততই দৃঢ়তর হবে, কিন্তু অন্তত প্রথমে, দেশে সোনার প্রচলন প্রয়োজনের তুলনায় এতটা বেশি থাকবে না, যার ফলে বিনিময় হারে স্থায়িত্ব আসতে পারে। প্রচলনের প্রধান অংশ থাকবে রূপার প্রচলন, বর্ধিত হার বজায় রেখে (যেমন বর্তমানে রয়েছে), এবং আমরা এটা দেখে সন্তুষ্ট

---

১. প্রজ্ঞাপন নং ২৬৬৪, ১৮৯৮। সোনার ভিত্তিতে কাগুজে মুদ্রা প্রদেয় হতে পারবে একমাত্র মহা-হিসাব নিয়ামকের কাছে।

২. দ্রষ্টব্য: বিধেয়কটি উপস্থাপন করে স্যার জেমস ওয়েস্টল্যান্ডের বক্তৃতা; ১৪ জানুয়ারি, ১৮৯৮।

৩. দ্রষ্টব্য: ভারতের সরকারের মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাবের ওপর চিঠিপত্র, সি ৮৮৪০, ১৮৯৮; পৃষ্ঠা : ৩।

থাকব যে স্বর্ণমুদ্রা সামান্য বেশি মূল্যে প্রচলনের মধ্যে রয়েছে এই কারণে যে, তা দেশের বাইরে প্রেরিত হলে ভারতে মুদ্রার অভাব সৃষ্টি করতে পারে, এবং তা হলে রূপার টাকার বিনিময় মূল্য এতটাই বৃদ্ধি পাবে যে, তার ফলে সেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আবার দেশে ফিরে আসতে পারে অথবা, খুব বেশি হলে বহিঃপ্রেরণ-প্রবাহ বন্ধ থাকতে পারে। আমরা স্বর্ণমানের একটা প্রথা পেয়েছি যা ফ্রান্সে প্রচলিত প্রথার শর্তগুলির সঙ্গে আলাদা নয়, আবার ইংরেজ প্রথায় অর্থের স্বর্ণ-প্রচলনও নয় এবং এই শেষোক্তটির সম্ভবত কেনও প্রয়োজন হবে না।'

সোনার ব্যবহারের মাধ্যমে মুদ্রার প্রসারণ ছাড়াও এক-ই উদ্দেশ্য সাধনের আরেকটি উপায় ছিল। জোরের সঙ্গে বলা হয়েছিল যে, মুদ্রা-ব্যবস্থার এই বৃদ্ধি অতিরিক্ত মুদ্রার প্রয়োজনে সরকারের টাকা প্রস্তুতের মাধ্যমেও করা যায়। যদিও টাঁকশাল বন্ধ ছিল, সরকারি প্রজ্ঞাপন নং ২৬৬২-র মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তি সে সংস্থানে টাকা প্রতি ৭.৩৩৪ ট্রয় গ্রেইন্‌স্ সোনার বিনিময়ে টাকা দিতে অঙ্গীকার করেছিল।[১] এই প্রকল্পের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন মি. প্রোবাইন ও মি. এ. এম. লিন্ডসে। দু'জনেই দাবি করেছিলেন যে ভারত সরকারের এই প্রকল্প ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ, যদিও সোনাকে বৈধ অর্থ করে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রসারণের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু এর ফলে টাকা পুরোপুরি অপরিবর্তনীয় হয়ে বিনিময় মূল্য স্থায়িত্বের প্রকল্প বানচাল করে দেবে। অপর দিকে, তারা নিজেদের প্রকল্প ভারত সরকারের প্রকল্পের তুলনায় শ্রেয় মনে করেছিল; কারণ তাদের প্রকল্পে কিছু শর্তসাপেক্ষে টাকার রূপান্তর ব্যবস্থা ছিল। যদিও তাদের দু'জনের প্রকল্পে এক ধরনের রূপান্তর মনস্থ করা হয়েছিল, কিন্তু কি উপায়ে এই রূপান্তর আসবে সেই ব্যাপারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ ছিল। মি. প্রোবাইন প্রস্তাব রেখেছিলেন—[২]

১। ১৮৯৩-এর প্রজ্ঞাপনের বিধানমন্ডলে আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে জনসাধারণ ভারতীয় টাঁকশাল ও মজুত কোযাগার থেকে ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে সোনার বদলে টাকা পেতে পারে।

---

১. পূর্ব উল্লিখিত অংশে দ্রষ্টব্য।

২. দ্রষ্টব্য : 'ভারতীয় মুদ্রাকরণ ও মুদ্রাব্যবস্থা', এফিংহ্যাম উইলসন, লন্ডন, ১৮৯৭; পৃষ্ঠা : ১২১। এছাড়াও লিন্ডসে-কৃত সারমর্ম, 'ইকনমিক জার্নাল', খণ্ড VII, পৃষ্ঠা : ৫৭৪-৭৫।

২। এইভাবে প্রাপ্ত সোনা কাগুজে মুদ্রা সংক্রান্ত মজুত অর্থের অংশ হবে, এবং তা রাখা হবে যুক্তরাজ্যের সম্পূর্ণ বৈধ স্বর্ণমুদ্রায় অথবা সোনার বাটে, যার প্রতিটির মূল্য ১০০০ টাকার কম হবে না।

৩। টাকাকে সংকোচনের স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা প্রদানের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দিতে হবে (যদিও প্রয়োজন নয়), যখন-ই কাগুজে মুদ্রা সংক্রান্ত মজুত সোনার মজুতের তুলনায় টানা এক বছর কম থাকবে, তখন-ই টাকার বিনিময়ে সোনা অথবা ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে কাগুজে মুদ্রা দিতে, ১০,০০০ টাকার ন্যূনতম পরিমাণে।

৪। প্রচলিত ১০,০০০ টাকার কাগুজে মুদ্রা ফিরিয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে ১০,০০০ টাকা স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী সোনা অথবা রূপার মুদ্রায়, এবং প্রচলন করতে হবে একমাত্র সোনার বিনিময়ে অনাদায়ী এরকম কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে বিশেষ ভাবে মজুত রাখা সোনার বাটে।

মি. লিন্ডসে, অন্যদিকে, মি. প্রোবাইনের থেকে একেবারে ভিন্ন কার্যধারার সুপারিশ করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন যে,[১] সরকারকে বিক্রয়ের প্রস্তাব দিতে হবে, একদিকে কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ভারতের ওপরে ড্রাফ্‌ট টাকা প্রতি ১৬$^{২}/_{৬}$ পেন্স হারে, ও অন্যদিকে লন্ডনের ওপরে স্টার্লিং ড্রাফ্‌ট টাকা প্রতি ১৫$^{৩}/_{৪}$ পেন্স হারে। এই লেনদেন এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 'স্বর্ণমানে' সাধারণত সরকারি জমার থেকে আলাদা ভাবে রাখতে হবে লন্ডন ও ভারতের দফতরে। লন্ডন দফতরের ওপরে কাটা হুন্ডি বা ড্রাফ্‌টের জন্য অর্থ সংস্থান করবে—

(১) পাঁচ অথবা দশ মিলিয়ন স্টার্লিং পর্যন্ত সোনার ধার নিয়ে;

(২) ভারতের ওপরে ড্রাফ্‌ট বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থে;

(৩) রূপার বাট গলিয়ে রৌপ্যমুদ্রা বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থে [২] এবং

১. তাঁর প্রস্তাবের আদিতম ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'কলকাতা রিভিউ', অক্টোবর ১৮৭৮ এ তাঁর একটি রচনায়: 'স্বর্ণমুদ্রাকরণ ছাড়াই ইংল্যান্ড ও ভারতে স্বর্ণমান'; এবং তাঁর একটি পুস্তিকায় 'রিকার্ডোর বিনিময় প্রতিকার', এফিংহ্যাম উইলসন, ১৮৯২। এই প্রস্তাবের আরও উন্নতি সাধন করা হয়েছিল ৬ জুন ১৮৯৮ তরিখের 'পায়ওনিয়র অব্ এলাহাবাদ' (ভারত) সংবাদপত্রে, যার পূর্ণ উল্লেখ রয়েছে সি. ৮৮৪০, ১৮৯৮ সালে। পৃষ্ঠা : ১৩।

২. মি. লিন্ডসে ধারণা করেছিলেন যে, যখন লন্ডনের ওপর স্বর্ণহুন্ডি বা ড্রাফ্‌টের চাহিদা এত বেশি, যা প্রয়োজনের কথা বলে, টাকার পরিমাণ সঙ্কুচিত করা উচিত টাকা গলিয়ে, সোনার বিনিময়ে রূপা বিক্রয় দরে, সেই সোনা লন্ডন'স্বর্ণমান' দফতরে মজুত করে।

(৪) প্রয়োজন অনুসারে সোনার আরও ধার নিয়ে।

ভারতীয় স্বর্ণমান দফতর তাদের ওপর কাটা হুন্ডি বা ড্রাফ্‌টের জন্য অর্থের সংস্থান করবে—

(১) লন্ডনে ড্রাফ্‌ট্ বিক্রয় করে প্রাপ্ত অর্থে ও

(২) লন্ডন স্বর্ণমান দফতরে ক্রয় করে ভারতে পাঠানো বাট থেকে প্রয়োজন অনুসারে নতুন মুদ্রা প্রস্তুত করে।

একদিকে ভারত সরকারের প্রস্তাবিত মুদ্রা-সংক্রান্ত প্রকল্প ও অন্যদিকে সর্বশ্রী প্রোবাইন ও লিন্ডসের প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল তফাত হল, প্রথমোক্ত উল্লেখ স্বর্ণমান প্রচলনের প্রস্তাব দিয়েছিল স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করে, যেখানে শেষোক্তের প্রস্তাব ছিল স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার ব্যতিরেকে স্বর্ণমান প্রচলন করার।

স্বর্ণমুদ্রা সহ স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রা ব্যতিরেকে স্বর্ণমানের আপেক্ষিক গুণ বিচারের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার হেনরি ফাউলারের সভাপতিত্বে একটি বিভাগীয় সমিতি মনোনীত করা হয়। প্রয়োজনীয় বিস্তর সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে, সমিতি অভিমত ব্যক্ত করে[১] যে—

'৫০। এই প্রকল্পের (মি. প্রোবাইনের) বিষয়ে আমাদের অভিমত হচ্ছে যে, আন্তর্জাতিক বিনিময়-এর মাধ্যম হিসাবে বাট'কে পরিগণিত করলেও, এমন কোনও পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই যে, অভ্যন্তরীণ মুদ্রা-ব্যবস্থার জন্য পাকাপাকিভাবে একে গ্রহণ করা হয়েছিল; এছাড়াও মান নির্ণায়ক ধাতু বর্তমানের মুদ্রার মতো হাতে হাতে দেওয়া নেওয়া করা যাবে না, এই প্রস্তাব না ভারতীয় না ইউরোপীয় কার্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে খাপ খায়। এই প্রকল্পের প্রতি কোনও সমর্থন নেওয়া যাবে না ১৮১৯ সালের 'পিলের আইনে'র একেবারে সাময়িক ব্যবস্থা থেকে, যার বলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নগদ প্রদান পুনঃপ্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড ছাপ-মারা সোনার বাট-এর পরিবর্তে নিজেদের কাগুজে মুদ্রা ভাঙাতে পারবে যখন ২০০ পাউন্ডের বেশি পার্সেল প্রদান কর হবে। ১৮২১ সালে মনে হয় ব্যাঙ্কের কাছে সোনার বাটের জন্য হয় খুব কম চাহিদা, নয় তো একেবারেই চাহিদা পেশ করা হয় নি।

* * * * *

১. ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থা পর্যালোচনার বিষয়ে মনোনীত সমিতির প্রতিবেদন; পি. পি. সি. ৯৩৯০; ১৮৯৯ সাল; পৃষ্ঠা : ১৫।

'৫৩। এটা স্পষ্ট যে, মি. প্রোবাইনের বাট সংক্রান্ত প্রকল্পের স্থায়ী প্রবর্তনের বিরুদ্ধে এবং ভারতে স্বর্ণমুদ্রার সপক্ষে, যা মি. লিন্ডসের উদ্ভাবিত 'একটি বিনিময় মান' নামক নিপুণ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। লর্ড রথ্‌সচাইল্ড, স্যার জন লুবক্, স্যার স্যামুয়েল মন্টেগু এবং অন্যদের সাক্ষ্যদানে আমরা অভিভূত, যখন তাঁরা বলেন যে, দৃশ্যমান স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া যে কোনও মুদ্রা-ব্যবস্থাকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। এই অভিব্যক্তির সূত্র ধরে এই উপসংহারে উপনীত না হয়ে পারা যায় না যে, লিন্ডসের প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রয়োগে ভারতে মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ বিঘ্নিত হবে যার ওপরে তার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ এতটা নির্ভর করে। মি. লিন্ডসের প্রস্তাব অথবা পরলোকগত মি. রাফায়েল ও মেজর ডারউইন-এর সমগোত্রীয় প্রস্তাব স্থায়ী ব্যবস্থা রূপে কার্যকরী করার সুপারিশ করতে প্রস্তুত নই এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইসকল প্রস্তাবের একটিও স্টার্লিং বিনিময় হার স্থির করবার জন্য অস্থায়ী রূপেও কার্যকরী করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

সমিতির পক্ষপাতিত্ব ছিল ভারত সরকারের প্রস্তাবিত প্রকল্পে এবং এটিকে স্থায়ী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে কয়েকটি পদক্ষেপের রূপরেখা বিবৃত করেছিল, যা সমিতির নিজস্ব ভাষার নিম্নরূপ :

'৫৪। আমরা ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে বৈধ অর্থ ও ভারতে বর্তমানে প্রচলিত মুদ্রাকে মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে। আমরা এটাও মনে করি যে, এক-ই সময়ে, ভারতের টাঁকশালগুলিকে দেওয়া উচিত অবাধ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য সেই সব শর্তসাপেক্ষে যা রাজকীয় টাঁকশালের তিনটি অস্ট্রেলীয় শাখায় প্রযোজ্য। এর ফলে, এক-ই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশে ও ভারতে 'এই দুই জায়গাতেই ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হবে ও প্রচলিত থাকবে। সোনার অবাধ অন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রভাব নিয়মের ভিত্তিতে ভারতে স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের সুপারিশ করছি'।

এই সুপারিশ স্বরাষ্ট্র সচিব গ্রহণ[১] করে ঠিক করেছিলেন যে, 'ভারতের টাঁকশালগুলিতে রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণ বজায় থাকবে।' ভারত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যত শীঘ্র প্রয়োজন মনে হবে—

'ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে বৈধ অর্থ ও প্রচলিত মুদ্রার মর্যাদা দিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে এবং সমিতির সুপরিশ অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে সোনার মুদ্রান্তরকরণের প্রস্তুতি নিতে।'

সমিতির প্রথম সুপারিশ কার্যকরী করতে সরকার একটা আইন পাশ করে, যার

১.দ্রষ্টব্য : ২৫ জুলাই, ১৮৯৯ এর সরকারি প্রেষণ, নং ১৪০ (অর্থ সম্বন্ধীয়), সি ৯৪২১, ১৮৯৯ সাল।

জনপ্রিয় নাম 'ভারতীয় মুদ্রা ও কাগুজে মুদ্রা সংক্রান্ত আইন' (XXII তম), ১৮৯৯। এই আইন ভারতের সর্বোপরি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ও অর্ধ-স্বর্ণমুদ্রা যথাক্রমে ১৫ টাকা ও ৭১/২ টাকা হারে বৈধ অর্থের মর্যাদা দেয় এবং তাদের বিনিময়ে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা দেয়।

ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাকে সোনার ভিত্তিতে উপস্থাপন করে সরকার আবার অবাধ মুদ্রাকরণের জন্য টাঁকশাল খুলতে আগ্রহী হন। কিন্তু টাঁকশাল থেকে প্রচলিত মুদ্রা যেহেতু ইংরেজ 'স্বর্ণমুদ্রা' হল, সেক্ষেত্রে ভারত সরকার সম্পূর্ণ ব্রিটিশ কোষাগারের ক্ষমতার আওতায় চলে গেল। 'ইংরেজ মুদ্রা সংক্রান্ত আইন, ১৮৭০' এর বলে, ভারতীয় টাঁকশালকে রাজকীয় টাঁকশালের শাখায় পরিণত করতে রাজকীয় ঘোষণার প্রয়োজন, যেটা সম্পূর্ণ কোষাগারের সম্পত্তির ওপর নির্ভরশীল। ভারত সরকারের ইচ্ছে ছিল আইন পাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় ঘোষণা হোক ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে বৈধ অর্থ করবার জন্য। এই রাজকীয় ঘোষণা না আসায় আইন পাশ অবশ্যই স্থগিত রাখা হয়েছিল,[১] এবং এই ব্যাপার নিয়ে অনিচ্ছুকভাবে এগোতে লাগল যখন জানানো হল যে, 'আইনগত ও প্রয়োগিক কিছু প্রশ্নের জন্য ঘোষণা আরও কিছু বিলম্বে' হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোষাগারের উত্থাপন করা আপত্তি, যদিও একেবারে প্রয়োগিক, যা প্রথমে বেশ অনতিক্রম্য বলে মনে হয়েছিল,[২] এবং ভারত দফতরের দৃষ্টিভঙ্গি বন্ধুত্বপূর্ণ না থাকলে, আলাদা আলোচনা ভেঙে যেত, কিন্তু কোষাগার এই প্রকল্পকে সুযোগ দিতে একেবারেই নারাজ ছিল। ঠিক যখন-ই প্রায়োগিক প্রশ্নে একটা রফায় পৌঁছনো গেল, ঠিক তখন-ই কোষাগার পিছু হঠে প্রশ্ন তুলল মুদ্রাকরণের জন্য ভারতে টাঁকশালের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না। কোষাগারের যুক্তি—

'একটা চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেছে এই ব্যাপারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, মহামান্য লর্ডসরা প্রয়োজন অনুভব করেছেন যে, প্রকল্প রূপায়ণে বাস্তবিক পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে, ভারতে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের স্বপক্ষে দেওয়া যুক্তিগুলি পর্যালোচনার জন্য লর্ড জর্জ হ্যামিলটন'কে আমন্ত্রণ জানাতে এবং প্রস্তাব পেশ করবার পর দু বছর অতিক্রান্ত হওয়া ঘটনাধারার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে গেছে কি না বিচার করতে, এবং একটি শাখা টাঁকশাল স্থাপনের সুবিধা নিরূপণ করে ব্যয়ের সঙ্গে তার অসংগতি পর্যালোচনা করতে। স্বর্ণমান এখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, এবং পুরনো কার্যধারায় ফিরে

১. দ্রষ্টব্য : 'ভারতীয় মুদ্রা ও কাগুজে মুদ্রা বিধেয়কে'র ওপর মাননীয় মি. ডকিন্সের বক্তৃতা; ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯।

২. দ্রষ্টব্য : হাউস অব কমন্স-এর কার্যবিবরণী, ৪৯৫, ১৯১৩ সাল; পৃষ্ঠা : ১৪।

না যাবার ইচ্ছের কোনও প্রমাণ জনসাধারণের প্রয়োজন নেই, যা কোনও বাদ-বিবাদের অতীত। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ভারতে সবসময়-ই আদৃত। অন্যদিকে, মুদ্রান্তরকরণের জন্য ভারত সরকারের সোনার যোগানের হিসাব, সেই দেশের অনুমিত মাত্রার থেকে কম এবং বিশেষ কোনও বৃদ্ধিও আশা করা যায় না, যে কোনও হারে অন্তত কিছুদিনের জন্য।

বছরের অনেকটা সময় কর্মচারীদের কর্মহীন রাখতে হবে, সরকারি রাজস্ব বিভাগের একটা বিরাট ব্যয়ের পরিবর্তে। এটা অবশ্যই লর্ড জর্জ হ্যামিলটন্ ঠিক করবেন যে, এত সব আপত্তি সত্ত্বেও, প্রস্তাব নিয়ে এগুলো উচিত হবে কি না।'

'ভারত দফতর' প্রত্যুত্তরে বলেছিল—

'ভারতে সোনার মুদ্রান্তরকরণের জন্য টাঁকশাল স্থাপন নতুন মুদ্রা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণতার একটা সবচেয়ে স্বচ্ছ চিহ্ন; এই প্রস্তাব ত্যাগ করলে দৃষ্টিগোচর হয়ে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে এবং অশান্তির সৃষ্টি হবে। এই প্রকল্প এমন পর্যায়ে এসে পড়েছে যে, মহামান্য লর্ডসরা বন্ধ করতে ইচ্ছুক নন।'

কোষাগার একটি তীক্ষ্ণ সংযোজন প্রেরণ করল, যেখানে বলা হয়েছে—

'ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার প্রয়োজন অন্য উৎসে মিটবে, এবং ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার স্থানীয় মুদ্রান্তরকরণের বাস্তবিক কোনও চাহিদা নেই।...........মহামান্য লর্ডসরা বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, স্বর্ণমুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা করলে ভারতে স্বর্ণমানের অবস্থা দৃঢ়তর হবে, অথবা সরকারের ইচ্ছের বিষয়ে জনসাধারণের আস্থা নিশ্চিত হবে।.........

বিরাট আস্থা যে এর-ই মধ্যে স্থাপিত হয়েছে, সমিতির প্রতিবেদনে পরিবর্তীকালীন বিনিময় হারের গতি-প্রকৃতি থেকেই তার আভাস পাওয়া গেছে এবং আরও বুঝা গেছে যে, বিশেষ তৎপরতায় সোনা জাহাজে করে ভারতে রপ্তানি হচ্ছে.....'

কোষাগার যে 'সমস্ত প্রস্তাবে কদাচিৎ প্রচ্ছন্ন বিরুদ্ধাচরণে উৎসাহী', তাতে কোনও ভুল নেই। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, কোষাগার যে সব যুক্তি খাড়া করেছিল তা সঠিকভাবেই সারগর্ভ। ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার আগমন স্বর্ণমান প্রক্রিয়ার অসংগতিপূর্ণ ছিল। টাঁকশাল যেখানেই থাকুক না কেন তাতে যদি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার অবাধ প্রস্তুত করা হত, তাহলে ভারতীয় স্বর্ণমান সম্পূর্ণ হত। লন্ডনে তৈরি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আনলে শুধুমাত্র যে যথেষ্ট হত তা নয়, খরচ সাপেক্ষও হত।

সরকারের দুশ্চিন্তা আসলে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য টাঁকশালের অভাব-জনিত নয়। এর প্রয়োজন এতটাই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, কোষাগারের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানজনকভাবে প্রস্তাবটি খারিজ করতে রাজি হয়েছিল। যে ব্যাপার সবচেয়ে বেশি অসুবিধে সৃষ্টি করেছিল তা হল নতুন মুদ্রা-ব্যবস্থায় টাকার বিচিত্র অবস্থান। সরকারি প্রেষণের আগাগোড়া একট আক্ষেপের সুর ছিল যে, টাকাকে মুদ্রান্তরকরণের মাধ্যমে ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাকে ইংল্যান্ডে প্রচলিত ব্যবস্থার সদৃশ করতে পারল না। সরকারি প্রেষণের সাধারণ অনুসরণেই এই আভাস পাওয়া যায় যে, যদিও ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থাকে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সমান করবার সুপারিশ করা হয়েছিল, সেই সুপারিশ এইজন্য করা হয় নি যে, এই দু'টো ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট করা হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, শ্রেয়তর ব্যবস্থা হাতের নাগালের বাইরে নয়। ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে এটা স্বাভাবিক ছিল যে, ভারত সরকার নিজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপারে খুব বেশি উৎফুল্ল বোধ করে নি। এই দু'টি দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থার এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, পাঁচ-ফ্রা ও রৌপ্য ডলারের অবস্থান সব সময় প্রকাশ করা হয়েছে ব্যতিক্রম হিসাবে। অধ্যাপক পিয়ারসনের মতো এত মহান একজন অর্থনীতিবিদ অর্থের বিভিন্ন রকম বর্ণনার গোঁড়া প্রকল্পে বোধগম্য কোনও স্থান দিতে পারেন নি।[১] গোঁড়া ধরনের স্বর্ণমানের এক সুপরিচালিত প্রথায়, সোনাই একমাত্র ধাতু যা অবাধ মুদ্রান্তরকরণ করা যায় এবং একমাত্র ধাতু যা পরিপূর্ণ ভাবে বৈধ অর্থের ক্ষমতা রাখে। রূপা, মুদ্রান্তরকরণ হলেও, সীমিত পরিমাণে সরকারি খরচে মুদ্রান্তরকরণ হয়, এবং এর বৈধ মূল্য সার্বিক মূল্যের তুলনায় কম এবং সীমিত পরিধিতে বৈধ অর্থ হিসাবে প্রচলিত। প্রথম ধরনের মুদ্রাকে বলা হয় প্রমিত মুদ্রা, এবং শেষোক্ত ধরনকে সহকারি মুদ্রা এবং দুটো মিলে হয় সুসম্পূর্ণ আদর্শ স্বরূপ একধাতুভিত্তিক স্বর্ণমান, যে রকম ইংল্যান্ডে ১৮১৬ সাল থেকে প্রচলিত। এই রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা পাঁচ-ফ্রাঁ ও ডলারকে স্বাচ্ছল্য দিতে অনেক বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয়েছে। বৈচিত্র্য যা রয়েছে তা হল, যদিও বৈধ মূল্য নামিক মূল্যের থেকে কম, তার ছিল অপরিবর্তনযোগ্য এবং এছাড়াও সীমিত বৈধ অর্থ। এই অসংগতির জন্য ফ্রান্স ও আমেরিকার মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণমান কোনও স্থান পায় নি। খুব কম লোকে-ই এই গোঁড়া মানের[২] ওপর বিশ্বাস রাখতে পেরেছিল, যাতে

---

১. দ্রষ্টব্য : 'অর্থনীতি সূত্র', প্রথম খণ্ড; পৃষ্ঠা : ৫৬৯।

২. এই বিশ্বাসের অভাবের জন্যই, ১ অক্টোবর ১৯০৭ সালের আইনের মাধ্যমে জর্মানি তার রৌপ্য-টালারের (জার্মানির অপ্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা) সম্পূর্ণ বৈধ অর্থমর্যাদা কেড়ে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রে রৌপ্য ডলার বৈধ অর্থ নয়, এবং চুক্তির শর্ত থেকে বিশেষ ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্রষ্টব্য : এ. সি. হুইটেকার, 'বিদেশি মুদ্রা' 'এ্যাপলটন, নিউ ইয়র্ক, ১৯২০' পৃষ্ঠা : ৮ ও ৪৭৭।

বলা হয়েছে, যদিও রৌপ্য মুদ্রার বৈধ মূল্য সোনার থেকে কম এবং খুঁড়িয়ে চলছে তবুও আরও শক্তিধর সহযোগীদের সঙ্গে সমান ভাবে অবস্থা বজায় রেখেছে[১]।

কিন্তু ফরাসি মুদ্র-াব্যবস্থা কি ব্রিটিশ মুদ্রা-ব্যবস্থা থেকে বেশি আলাদা ছিল যে স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় আসতে পারে? এই দু'টি ব্যবস্থায় যে রকম তফাত থাকুক না কেন, এক নিবিড় বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, দু'টিই মূলত এক-ই রকম। আমরা যদি ১৮০৩ সালের ফরাসি দ্বিধাতু আইন আর একদিকে ১৮৭৮ সালের টাঁকশাল সাময়িক স্থগিত আদেশ' এবং আরেক দিকে ১৮১৬ সালের ব্রিটিশ স্বর্ণমান আইনের ধারাগুলো ১৮৪৮ সালের 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইন'-এর সঙ্গে পাঠ করে তুলনামূলক বিচার করি, আমরা কি ফরাসি ও ইংরেজ মুদ্রা-ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তবিক কোনও তফাত দেখতে পাই? ১৮৭৮ সালের পূর্বে ফ্রান্সে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার অবাধ প্রচলন ছিল অবাধ বৈধ অর্থ ছিল রূপা। ১৮৪৪ সালের পূর্বে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ও 'ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাডে'র কাগুজে মুদ্রার অবাধ প্রচলন[২] ছিল। দু'টিই ছিল অবাধ বৈধ অর্থ। ১৮৪৪ সলে ইংল্যান্ড ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনে একটা সীমা বেঁধে দিয়েছিল, কিন্তু বৈধ অর্থ ক্ষমতা খর্ব করে নি। ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডে তার কাগুজে মুদ্রার ব্যাপারে যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, ১৮৭৮ সালে ফ্রান্স ঠিক এক-ই পদক্ষেপ নিয়েছিল। টাঁকশাল সাময়িক স্থগিত রাখা আদেশ জারি করে, ফ্রান্স পরোক্ষভাবে, কার্যত পাঁচ-ফ্রাঁ রৌপ্যমুদ্রার সীমা বেঁধে দিল, বৈধ অর্থ-ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত না করে। আমরা যদি পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রাকে রূপার ওপরে ছাপানো নোট হিসাবে ধরে নিই, এটা বুঝতে অসুবিধা হয়, দু'টো ব্যবস্থার মধ্যে কি কি ব্যাপারে প্রভেদ যা অর্থনীতিবিদদের একটিকে স্বর্ণমান বলে অভিহিত করে এবং আরেকটিকে খোঁড়া মান বলে। যদি রূপার ফ্রাঁ খুঁড়িয়ে চলে, ব্যাঙ্ক নোটও তাই এবং প্রথমটি খুঁড়িয়ে হলেও দ্বিতীয়টির ভাল চলতে পারে। কারণ দু'টির মধ্যে তার বৈধ মূল্য বেশি। যদি তর্কের খাতিরে বলা হয় যে, ব্যাঙ্ক নোট সোনায় পরিবর্তনযোগ্য ও পাঁচ-ফ্রাঁ নয়, তাহলে উত্তরে বলতে হয়, তুলনা করতে হবে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের প্রচলিত কাগুজে মুদ্রার সঙ্গে। এই কাগুজে মুদ্রাগুলি বাস্তবিক অপরিবর্তনযোগ্য। কারণ, যে কোনও সময়ে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের প্রচলন বিভাগে মজুত সোনার ভেতরে গচ্ছিত কাগুজে মুদ্রার অংশ রক্ষিত নেই এবং সেই জন্যই একে অপরিবর্তনশীল বলে ধরে নিতে হবে সীমা নির্দেশিত পাঁচ-ফ্রাঁ'র মতো। যদিও এরপর বিতর্ক ওঠেনি যে, গচ্ছিত কাগুজে মুদ্রাকে অপরিবর্তনশীল বলা যাবে না। পাঁচ-ফ্রাঁর মতো, এটা উল্লেখ

১. সি. এফ. ডব্লু. টসিগ্ : 'প্রিন্সিপ্যাল্‌স্'; ১৯১৮; পৃষ্ঠা : ২৮০।

২. 'ব্যাঙ্ক অফ ইল্যান্ডে'র কাগুজে মুদ্রা বৈধ অর্থ করা হয়েছিল ১৮৩৩ সালের লর্ড অ্যালথর্প-এর আইন বলে।

করা প্রয়োজন যে, পরিবর্তনশীলতা বা অপরিবর্তনশীলতা দিয়ে দু'টোর মিল বের করা ঠিক হবে না। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড কর্তৃক প্রচলিত গচ্ছিত কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তনশীলতার গুণ আজও অতিরিক্ত, কারণ পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রার তুলনায় এর অবস্থার কোনও দিক দিয়ে উন্নতি হয় নি। যেটা তাদের এক গোত্রীয় করে, তা হল প্রচলনের স্থির সীমা। এইভাবে দেখলে, ফরাসি খোঁড়া মান ও ব্রিটিশ স্বর্ণ মান হল 'মুদ্রা সংক্রান্ত সূত্রের' দু'টি ভিন্ন ব্যাখ্যা, কারণ তার যে গচ্ছিত কাগুজে মুদ্রার সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেটা হল ঐ সূত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে ফরাসি অর্থ ব্যবস্থা ইংরেজ অর্থ ব্যবস্থার সঙ্গে শুধু এক নয়, প্রকল্পের দিক দিয়েও এক। ১৮৪৪ সালের 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইন' নিয়ে যে বির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে লর্ড ওভারস্টোনের উদ্দেশ্য ব্যাঙ্কিং মতবাদের সমর্থক। তাঁর বিরোধীরা স্পষ্টভাবে তা অনুধাবন করতে পারে নি।

লর্ড ওভারস্টোন কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের অবচয় রোধের উপায় বের করবার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না, যেটা তাঁর বিরোধীরা ভেবেছিলেন। তাঁর চূড়ান্ত চিন্তা ছিল, সোনার প্রচলনের বাইরে চলে যাওয়া আটকানো। যুক্তি দিয়ে শুরু করে, যার নৈতিক দৃঢ়তা এতটাই ছিল যে কোনও প্রশ্ন ওঠার সুযোগই নেই, তিনি এই উপসংহারে আসলেন যে, কাগুজে মুদ্রা প্রচলন বৃদ্ধি করলে সোনা প্রচলনের বাইরে চলে যাবে। সোনাকে প্রচলনে রাখতে হলে একটাই প্রতিকারের পথ খোলা আছে যে, কাগুজে মুদ্রা প্রচলনে সীমা বেঁধে দেওয়া এবং এটাই ছিল ১৮৪৪ সালের 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে'র উদ্দেশ্য। যথাযথ ভাবে বলতে গেলে, রূপার মুদ্রান্তরকরণ সাময়িক স্থগিত রাখার এক-ই উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের। পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৭৩ সলের পর রূপার মূল্য হ্রাস হওয়ার ফলে, সোনা খুব দ্রুত প্রচলনের বাইরে চলে যাচ্ছিল। এর প্রতিফল বিশাল আকার ধারণ করবার আগে ফ্রান্স লর্ড ওভারস্টোনের প্রতিকার প্রয়োগ করল এবং তাঁদের রূপার মুদ্রান্তরকরণ সাময়িক স্থগিত রেখে, তাদের সোনা প্রচলনের বাইরে যাওয়া আটকে দিল, যেটা রূপার প্রচলনে সীমা বেঁধে না দিলে অবশ্যই হত।

সুতরাং এটা বলা ভুল হবে না যে, ভারত সরকারের সুচিন্তিত প্রস্তাব, যা ফাউলার সমিতি অনুমোদন করেছিল এবং ফরাসি প্রথার মতো হওয়াতে সেই সব সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যার দ্বারা ইংরেজ মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালিত, যা জেভন্সের এর মতে—

'সারগর্ভ অর্থ-সম্বন্ধীয় আইনের কীর্তিস্তম্ভ।'

অধ্যায় ৫

স্বর্ণমান থেকে স্বর্ণবিনিময় মান

একটা সময়ের জন্য মনে হয়েছিল যে, অবমূল্যিত টাকার অসুবিধেগুলির সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেছে। এক শতকের এক চতুর্থাংশ—এই বিরাট সময়ের উদ্বেগ ও বিশৃঙ্খলা আগের অধ্যায়ে বর্ণিত প্রতিকার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় নি। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক ঘটনার জন্য, প্রথমে মনস্থ করা ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হল না। তার জায়গায় ভারতে একটা মুদ্রা-ব্যবস্থা চেহারা নিতে শুরু করল, যা সব দিক দিয়ে এটার বিপরীত। 'ফাউলার কমিটি'র সুপারিশগুলোকে আইনি রূপ দেওয়ার প্রায় তেরো বছর পরে, ভারতীয় অর্থ-সম্বন্ধীয় ও মুদ্রা বিষয়ক ব্যাপারে 'চেম্বারলেইন কমিশন' মন্তব্য করল—

'১৮৯৮ সালের সমিতির সুপারিশ সরকার গ্রহণ ও রূপায়ণ করতে মনস্থ করা সত্ত্বেও, আজকের ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থা সমিতির হার বজায় রাখার কলা-কৌশল বৈশিষ্ট্যগত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে সমিতির কাছে করা মিঃ এ. এম. ফাউলারের প্রস্তাবের সঙ্গে মিল আছে।'[১]

এটা স্মরণ করা যেতে পারে,[২] মিঃ লিন্ডসের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় মুদ্রা পুরোপুরি টাকার মুদ্রা করা ছিল; সরকারকে সোনার পরিবর্তে টাকা দিতে হত এবং একমাত্র বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে টাকার পরিবর্তে সোনা। এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে হবে দুটো অফিসের মাধ্যমে, একটি লন্ডনে ও একটি ভারতে, প্রথমটি দ্বিতীয়টির ওপরে ড্রাফট বিক্রয় করবে যখন টাকার প্রয়োজন, ও দ্বিতীয়টি প্রথমটির ওপরে ড্রাফট বিক্রয় করবে যখন সোনার প্রয়োজন। আশ্চর্যজনকভাবে, ভারতে এখন প্রচলিত প্রথা একেবারে এক রকম মিঃ লিন্ডসের প্রস্তাব। যেটা লক্ষ করা উচিত তা হল, ১৮৯৮ সালে খারিজ করা প্রস্তাবের, অনুসরণ করে ভারত সরকার দুটো মজুত ভাণ্ডার তৈরি করল। একটা সোনার ও আরেকটি মুদ্রার, নগদ তহবিল, কাগুজে মুদ্রা ও স্বর্ণমান মজুত থেকে মুদ্রা ব্যবস্থার চরিত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটিই

---

১. প্রতিবেদন, পি. পি. কমান্ড ৭০৬৮, ১৯১৩ সাল, পৃষ্ঠা : ১৩।

২. চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সংযুক্ত। নগদ তহবিল, যার সূত্র হল খাজনা প্রাপ্তি, তৈরি হয়েছিল টাকা ও ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রায়, দুটিই যেখানে বৈধ অর্থ। কাগুজে মুদ্রা যেখানে দুটির'ই পরিবর্তে প্রদেয়, কাগুজে মুদ্রার জন্য মজুতে সবসময় থাকত ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রায় ও টাকায়। ১৯১৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত স্বর্ণমানের জন্য মজুত ছিল আংশিকভাবে সোনায় ও আংশিক টাকায়।[১] বাছাই করার প্রথায়, যাকে প্রায়োগিক ভাষায় বলা হয় 'স্থানান্তরণ', সরকার যে দায় মেটানোর দায়িত্ব নেয় তার জন্য, টাকা ও ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার ওপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করল।[২] এইসব মজুত ভাণ্ডারের অবস্থান ও মিঃ লিন্ডসের পরিকল্পনার মত একদম একরকম। নগদ তহবিল, যা সরকারের মজুত করা অর্থ, অপরিহার্যরূপেই ভাগ করা হত ভারতে, ভারত সরকার ও লন্ডনে ভারত সচিবের মধ্যে, শেষোক্তের অংশ হত পুরোপুরি সোনায় ও প্রথমোক্তের অংশ রূপায়। নগদ মজুতের মতোই স্বর্ণমানের জন্য মজুত সংবিধিবদ্ধ মজুত ভাণ্ডার নয়। ফলস্বরূপ, এর অবস্থান নির্ধারণ সঠিকভাবে নির্বাহি বর্গের যোগ্যতার মধ্যেই নিহিত থাকে। তাই যদি হয়, এটা এমনভাবে ঠিক করা হল যে, মজুত ভাণ্ডারের যে অংশ সোনার, সেটা থাকবে লন্ডনে ভারত-সচিবের তত্ত্বাবধানে, এবং যে অংশ টাকার, যা সহজে অদল-বদল হয় না, থাকবে ভারতে ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে। একমাত্র মজুত, যা দিয়ে সহজে মুদ্রাব্যবস্থার দক্ষতা সহকারে ব্যবহার চলে না, তা হল কাগুজে মুদ্রা, কারণ তার বিন্যাসগত বা অবস্থানগত দিকগুলি আইন দ্বারা পরিচালিত। এই পক্ষে, আইনি ক্ষমতা নিয়ে ওই মজুত সোনার অংশের অবস্থান পরিবর্তন করতে ১৮৯৮ সালের অস্থায়ী আইন II স্থায়ী করা হল, যার ফলে ক্ষমতা দেওয়া হল, লন্ডনে ভারত সচিবের গচ্ছিত সোনার বদলে ভারতে কাগুজে মুদ্রা চালু করার। সুতরাং, নতুন মুদ্রা ব্যবস্থায়, ভারত সচিব ও ভারত সরকার দুজনের কাছে দুটো মজুত ভাণ্ডার গঠিত হল; একটি সোনার, যা মূলত প্রথম জনের অধিকারে লণ্ডনে; আরেকটি টাকার, যার সবটাই দ্বিতীয় জনের অধিকারে হল ভারতে। বর্তমান ব্যবস্থার সঙ্গে মিঃ লিন্ডসের ব্যবস্থার মিল মজুত ভাণ্ডারের কার্যধারাতেও আছে। কারণ যেমন মিঃ লিন্ডসে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যখন ভারতে টাকার প্রয়োজন, ভারত সচিব তখন বিক্রয় করে যাকে বলা হয় "কাউন্সিল বিল বা হুণ্ডি", যা ভারতে সরকারি কোষাগারে টাকায় ভাঙানো যায়, এবং সেইভাবে ভারতে টাকার যোগান দেওয়া হত। যখন সোনার প্রয়োজন হত, তখন ভারত সরকার লন্ডনের আভ্যন্তরীণ

---

১. ঐ তারিখ থেকে চেম্বারলেইনের সুপারিশে টাকার শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

২. এছাড়া, সরকারের যদি টাকা কম পড়ে, তাহলে তার আইনগত ক্ষমতা আছে কাগুজে মুদ্রার জন্য মজুত থেকে সোনাকে টাকায় পরিবর্তিত করে ভাণ্ডার পূরণ করা।

কোষাগারের ওপরে কাটা 'রিভার্স কাউন্সিল', বিক্রি করে দিত, যা ভারত সচিবকে সোনাতে বিদেশে প্রেরণ করতে পারেন। 'কাউন্সিল বিধেয়ক বা হুন্ডি' ও 'বিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় করার ফল হল, 'ফাউলার কমিটি'র প্রত্যাশিত সোনার মুদ্রা নিয়ে স্বর্ণমান প্রথার আকার বদলে মি: লিন্ডসের ইঙ্গিত সোনার মুদ্রা বিহীন স্বর্ণমান প্রথা প্রচলন করা।

ভারত সরকারের প্রথমে মনস্থ করা প্রথার স্থলে যে প্রথা আকৃতি পেল, তাকে বলা হয় 'স্বর্ণ-বিনিময় মান'। এই নামের যে অর্থই দাঁড়াক না কেন, ১৮৯৮ সালে ভারত সরকারের প্রথম মনস্থ করা কার্যবিধির মতো একেবারেই নয়। এই অপসরণ কি ভাবে ঘটল, এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করব। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট (অনেকের মতে এটা বলা প্রয়োজনও হতে পারে, কারণ অনেক লেখকই এই ব্যাপারে ভুল করেছেন), যে সরকার স্বর্ণ বিনিময়-মান প্রথা স্থাপন করতে শুরু করে নি। বরঞ্চ সত্যিকারের স্বর্ণমান স্থাপনে মনস্থ করেছিল, যেটা কিন্তু প্রথা প্রনয়ণকারীরা বাস্তবে বুঝতে পারেন নি, যার 'ইংরেজ ব্যাঙ্ক চার্টার আইন', ১৮৪৮ এর সূত্রগুলির সঙ্গে প্রয়োজনীয় মিল ছিল।

আমরা নতুন প্রথার বিষয়ে কি বলার আছে? আদর্শগত স্বর্ণমান প্রথা থেকে অপসরণ-এর ব্যাপারে বলতে গিয়ে চেম্বারলেইন কমিশন এই মন্তব্য করেছিলেন—[১]

'এই অপসরণের কথা বলার এই অর্থ নয় যে, পদক্ষেপ যা নেওয়া হয়েছে অথবা আসলে যে প্রথা চালু আছে, তার নিন্দা করা...।'

কিন্তু কেন নয়? ১৮৭৮ সালে ভারত সরকারের প্রস্তাবিত ও ১৮৭৯ সালে কমিটি দ্বারা নিন্দিত প্রস্তাবের অনুরূপ কি এই প্রথা নয়? এটা সত্যি যে ১৮৭৯ সালের কমিটির এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধ যৌক্তিকতা আসলে ওজনদার ছিল না।[২] যাই হোক না কেন, প্রস্তাব আসলে ছিল শূন্যগর্ভ। স্বর্ণমান প্রথা প্রবর্তনের মূল যে কারণ দেখানো হয়েছিল তা নিশ্চয়-ই টাকার পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রস্তাবটি আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। ১৮৭৮ সালের প্রস্তাবে এই বিষয়ে কোনরকম হিসেব করা পদক্ষেপ-ই ছিল না। টাকার পরিমাণে সীমা বেঁধে দেওয়া দূরে থাক, এই প্রস্তাব ইচ্ছাকৃতভাবে টাকশালগুলি খুলে রাখল রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য। এই প্রস্তাবে মনোযোগের একটা বিষয় ছিল এমন

১. প্রতিবেদন : অনুচ্ছেদ ৪৬।

২. দ্রষ্টব্য : পূর্বে উল্লিখিত অধ্যায় IV.

একটা প্রভুত্বকর ব্যবস্থা, যাতে টাকার বাটের নিরিখে মূল্য এর সোনায় নিরূপিত মূল্যের সমান হবে। কিন্তু টাকার মুদ্রান্তরকরণে সীমা বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব নিরর্থক। এই ব্যবস্থার শুধুমাত্র প্রয়োগ কোনও অবস্থায় মুদ্রায় সীমা আনতে পারে না। সবকিছু নির্ভর করবে এই করের তুলনায় সোনার নিরিখে টাঁকশাল ও রূপার বাজারে মূল্য কতটা কাছাকাছি। যদি এই কর তফাতের থেকে কম হয় তাহলে আরও বেশি মুদ্রান্তরকরণে উৎসাহ বাড়বে, যতক্ষণ না অতিরিক্ত পর্যায়ে এসে বাটার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। এই দিক দিয়ে প্রস্তাবটি ১৮১৬ সালের ইংরেজ স্বর্ণমান আইনের নিকৃষ্টতর অনুলিপি। ১৮৭৮ সালে ভারত সরকারের প্রস্তাবের মতোই এই আইন যদিও স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, আসলে বন্ধ টাঁকশালগুলিকে খুলে দিল এই করের বিনিময়ে রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণে। এই আইনের ধারাগুলিতে যে কতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আছে তা সাধারণ ভাবে বুঝা যায় না,[১] সমস্ত গোঁড়া স্বর্ণ-একধাতুবাদীদের আদর্শ স্বরূপ, রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণ মনস্থ করার পরিপ্রেক্ষিতে। সৌভাগ্যবশত টাঁকশালে আনা সমস্ত রূপো মুদ্রান্তরকরণে টাঁকশাল-প্রধানদের বাধ্য করার 'রাজকীয় ঘোষণা' কখনওই প্রচার করা হয় নি। তা না হলে, স্বর্ণমানের কার্যকারিতা সবিশেষভাবে ওলট-পালট হয়ে যেত।[২] ১৮১৬ সালের আইন অন্তত একটা সতর্কতা অবলম্বন করেছিল, রূপার বৈধ অর্থক্ষমতায় সীমা বেঁধে দেওয়া। ভারত সরকারের পরিকল্পনায় রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণে অনুমতি দেওয়া ছাড়াও রূপাকে সম্পূর্ণ বিহিত বৈধ অর্থ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, এই প্রস্তাবে যেখানে রূপার পরিমাণ সীমাবদ্ধ করবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না, সেইখানে তাদের পরিকল্পিত স্বর্ণমানে নাশকতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৮৭৮ সালের প্রস্তাব ও ভারতে এখন প্রচলিত প্রথার মধ্যে একটাই তফাৎ এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে টাঁকশালগুলি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, যেখানে শেষোক্ত ক্ষেত্রে সেগুলি ছিল একমাত্র সরকারের জন্য উন্মুক্ত। এটা অনুমান করা ঠিক হবে না যে ১৮৭৮ সালে সরকার জনসাধারণের জন্য টাঁকশাল বন্ধ করার কথা ভাবেন নি। বরঞ্চ অপর দিকে সরকার নিজের হাতে মুদ্রান্তরকরণের ভার নেবার সম্ভাব্যতার কথা তখন ভাবছিল এবং খারিজ করল চমৎকার কয়েকটি অজুহাতে। সরকারি প্রেষণে প্রস্তাবের রূপরেখা বর্ণনা করতে গিয়ে তখনকার সরকার মন্তব্য করেছিলেন—

১. দ্রষ্টব্য : আর. জি. হট্রে, 'মুদ্রা এবং আকলন, ১৯১৯' পৃষ্ঠা : ৩০২-৩।

২. ১৮১৯ সালে গঠিত নগদ প্রদানের বিষয়ে লর্ডস কমিটির কাছে সাক্ষ্যদানের সময়, কয়েকজন এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, ১৮১৬ সালের আইনে রূপার বিষয়ে উপধারার কথা মনে রেখে, নগদ প্রদান পুনপ্রবর্তন ইংল্যান্ডে স্বর্ণমান প্রথা স্থাপনে একটা উপায় হত। দ্রষ্টব্য : বিশেষ করে, কমিটির কাছে মিঃ ফ্লেচার ও মিঃ মুশেটের সাক্ষ্য।

'৪৮। প্রস্তাবিত পরিবর্তন আনতে গেলে প্রথম যে দিকে সাবধান হতে হবে সেটা হল দেশের বাণিজ্যের প্রয়োজনে চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রার প্রসারণে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। কিন্তু, আমরা মনে করি, টাঁকশালগুলো রূপার মুদ্রান্তরকরণের জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনে খোলা না থাকলে, এই বিষয়ে নিরাপদ হওয়া যাবে না। যদি এই পদক্ষেপ নেওয়া হত, তাহলে রূপার চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব বর্তাত সরকারের ওপরে, এবং ভারতের সোনা ও রূপার বাটের বাজারের বর্তমান অবস্থায় এই কর্তব্য স্বীকার করা সম্ভব হবে না।

'৪৯। স্বর্ণমান ভিত্তিতে ভারতীয় রূপার মুদ্রার প্রসারণের ব্যাপারে প্রথম দর্শনে যেটা সহজতম মনে হতে পারে এবং সেইজন্য সবচেয়ে ভাল পন্থা হচ্ছে যে কোনও ব্যক্তির নিয়ে আসা সোনার মুদ্রার পরিবর্তে রূপার মুদ্রা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের নেওয়া নতুন ব্যবস্থায় স্থিরীকৃত হারে, এবং সমস্ত টাঁকশালগুলোকে সোনার মুদ্রান্তরকরণ বন্ধ রেখে। কিন্তু যেখানে মুদ্রা তৈরি করার জন্য রূপার যোগান ভারতে নেই, এইরকম দায়িত্ব ঘাড় পেতে নেওয়া যায় না, সরকারকে বাট কেনা ও মজুতের জন্য জটিল কিছু লেনদেন-এ জড়িয়ে ফেলা অত্যন্ত অসমীচীন হবে।'

এইসব কারণগুলির সঙ্গে আমরা সরাসরি যুক্ত নই, কিন্তু ইন্ডিয়া অফিসের সাম্প্রতিক রূপা কেনা নিয়ে যে অপবাদ উঠেছে এটা তার ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে চিত্তাকর্ষক হতে পারে।[১] গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল যে, মুদ্রা প্রচলনের ধরনের জন্য যে তফাৎ সেটা কি টাকার পরিমাণ সীমিত করার প্রশ্নে গুরুতর তফাৎ সৃষ্টি করে কি না। টাঁকশালগুলিকে ব্যক্তিগত রূপার মুদ্রান্তরকরণের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার উৎকর্ষতার ব্যাপারে অনেক এলোমেলো চিন্তাধারা আছে। এটা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হত যে, টাঁকশাল বন্ধ করে দিয়ে কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের ব্যাপারে সরকারকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছে, এবং এই একচেটিয়া অধিকার অতিরিক্ত প্রচলনে বাধা দিয়ে সোনার নিরিখে টাকার মূল্য মোটামুটি একটা মাত্রায় বজায় রাখতে পারা যেতে পারে। এটা স্বীকার করতে হবেই যে, টাঁকশাল বন্ধ করা সরকারকে একটা একচেটিয়া অবস্থায় স্থাপিত করেছে, কিন্তু একচেটিয়া অধিকার কিভাবে অতিরিক্ত প্রচলনে সীমাবদ্ধতা আনবে, সেটা সহজে বুঝা যায় না। রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য টাঁকশালগুলো বন্ধ করা, আর ব্যাঙ্কগুলোর কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে একমাত্র দায়িত্ব একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া, এক-ই হল। এটা নিয়ে কেউ কোনওদিন বিতর্ক তোলে নি যে, যেহেতু একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাগুজে মুদ্রা

১. দ্রষ্টব্য : পি.পি ৪০০, ১৯১২ সালের।

প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার আছে, সেহেতু অতিরিক্ত প্রচলন সে করতে পারে না। এক-ই ভাবে বলা যায় যে, যেহেতু ভারত সরকারের একচেটিয়া অধিকার আছে সেইজন্য সে অতিরিক্ত প্রচলন করতে পারে না, এই বিষয়ে বিতর্ক তোলা বোকামি হবে। এটা অবশ্যই মানতে হবে যে, সমস্ত ব্যক্তিগত মানুষ যা পারে, তাদের সব মিলিয়ে যা হয়, একজন একচেটিয়া অধিকারী একাই তার সমান করতে পারে হয়তো বা বেশি। মুনাফার প্রভাবের দৃষ্টিকোন থেকে আবারও বলতে গেলে, ১৮৭৮ সালের তুলনায় বর্তমান কার্যধারা অনেক নিকৃষ্ট। এটা সত্যি যে দু'টো ক্ষেত্রেই মুনাফা নির্ভর করে মুদ্রান্তরকরণের পরিমাণের ওপর। কিন্তু বর্তমান কার্যধারায় মুনাফা মুদ্রান্তরকরণের কোনও রকম উৎসাহপ্রদ নয়, সরকারের ক্ষেত্রেও নয়। কারণ তাদের মুদ্রান্তরকরণের কোনও ক্ষমতা নেই, আবার জনগণের যারা মুদ্রান্তরকরণের পরিমাণ ঠিক করে তাদের ক্ষেত্রেও নয়, এই জন্য যে, প্রভুত্বকর বাস্তবিক এর নিয়ামক যা টাঁকশালে আরও বাট নিয়ে আসা লাভহীন করে তুলেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে, মুদ্রান্তরকরণ পুরোপুরি সরকারের হাতে থাকাতে, মুদ্রার 'সহায়' এর প্রয়োজনের বোকা ধারণা, মুনাফার জন্য উদগ্রতা অতিরিক্ত মুদ্রান্তরকরণের একটা তাড়না সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যদি রূপার দাম অনেক কমে যায় এবং টাঁকশালের তুলনায়। টাকার বাজার দরের সঙ্গে বিরাট অঙ্ক থাকে।[১]

যদি এই মন্তব্য করা হয় যে, এবং সত্যিই হতে পারে, যে একজন একচেটিয়া অধিকারীর সংকল্প, অর্থাৎ নিজের মুদ্রার অবমূল্যায়ন না হয় সেটা দেখবার ইচ্ছা, টাকার প্রচলনে গন্ডি টানতে পারে, যেটা জনসাধারণের জন্য টাঁকশাল খোলা থাকলে হবে না, এর উত্তরে এটা বলা যায় যে, গন্ডি টেনে দেওয়ার সংকল্প কার্যকরী হতে পারে যদি সরকারের প্রচলন করতে অস্বীকার করার ক্ষমতা থাকে। এই সংকল্পের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের মুদ্রা তৈরি সীমিত করতে পারে, কারণ তারা যে কোনও লোককে এবং প্রত্যেককে কাগুজে মুদ্রা তৈরি করে দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অবস্থান শোচনীয় ভাবে দুর্বল। চাইলে কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করতে তারা বাধ্য। এটা সত্যি যে, প্রত্যেক প্রচলনে অধুনা মুদ্রান্তরকরণের পরিমাণে কাগুজে মুদ্রা যোগ হয় না, কারণ নতুন প্রচলনের একাংশ হচ্ছে প্রচলন থেকে ফেরত আসা মুদ্রার পুন:প্রচলন। যাইহোক না কেন, এটা বলা যায় না যে

১. এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যাপক কেইন্‌সের প্রস্তাবনা, যে রূপার ক্রয় মূল্য যাই হোক না কেন, সোনার নিরিখে টাকার মূল্য স্থিরীকৃত করা যায়, বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবনাকে অনিরাপদ অবস্থা বলে পরিগণিত করতেই হয়। দ্রষ্টব্য : ১৯১৯ সালের ভারতীয় মুদ্রা কমিটির কাছে তাঁর সাক্ষ্যপ্রদান। প্রশ্ন ২,৬৮৮।

একচেটিয়া অধিকার হেতু সরকার টাকার পরিমাণে কার্যকরী সীমা বেঁধে দিতে পেরেছেন। অন্যদিকে, মুদ্রা প্রচলনের দায় থেকে অব্যাহতির কোনও পথ না থাকাতে, অযত্নে লালিত অধিকার সরকারের কাছে ফিরে আসার ফলে, প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার সরকারের অবস্থা সুদৃঢ় করার পরিবর্তে, অনেকটাই দুর্বল করেছে।[১]

চেম্বারলেইন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি[২]

'যে বিনিময় বাজারে সরকার একজন বড় ব্যবসায়ী হলেও, সে একচেটিয়া ব্যবসায়ী(!) নয় এবং এটা সন্দেহজনক মনে হয় যে এই ব্যাপারে (স্থায়ী ন্যূনতম হার) বছরের সারা সময় সার্থকভাবে ধরে রাখতে পারবে।'

এই স্বীকারোক্তি চিত্তাকর্ষক এই কারণে যে এতে টাঁকশাল বন্ধ করার কোনও ক্ষমতাই ছিল না যাতে টাকা তৈরি সীমিত রাখা যায়, যার ফলে সরকারকে প্রতিটি সময় টাকার মূল্যের বিষয়ে আদেশ জারি করতে হবে, যেটা সরকার ছাড়া আর কেউ উৎপাদন করতে পারবে না।

সুতরাং, বর্তমান মান ১৮৭৮ সালের প্রস্তাবিত মানের সঙ্গে আলাদা শুধুমাত্র নামে। যদি একটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয় বিনিময় হারকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করে মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা, অপরটির ক্ষেত্রে এক-ই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু মিঃ হট্রে[৩] এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, মুদ্রার প্রচলন দক্ষতা সহকারে ব্যবহার করবার জন্য যে ব্যবস্থাই নেওয়া হোক না কেন

'টাকার মূল্য নিরুপণ করবে প্রচলনের পরিমাণ।'

অন্যভাবে বলতে গেলে, স্বর্ণমানের জন্য প্রয়োজনের কথা হিসাবে যা বলা যায় তা হল, টাকার অতিরিক্ত প্রচলনের বিরুদ্ধে বন্দোবস্ত রাখা। কিন্তু আমরা দেখলাম, না ১৮৭৮ সালের প্রস্তাব না বর্তমান ব্যবস্থা, কোনটাই ঐ বিপদ থেকে মুক্ত নয়। ফলস্বরূপ, পরিসমাপ্তি এই বলে করব যে, প্রথম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সব বক্তব্য আছে, সেগুলি দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও প্রয়োজন।

কিন্তু চেম্বারলেইন কমিশন মানতে রাজি নয় যে, বিনিময় মান আসলে বাজেয়াপ্ত

---

১. টাকার প্রচলনে অনির্দিষ্ট দায়ের বিপদ ১৯১৯ সালের স্মিথ মুদ্রা কমিটিতে স্বীকৃত হয়েছিল, যে কমিটি সুপারিশ করেছিল এই বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দেবার জন্য। দ্রষ্টব্য : প্রতিবেদন : অনুচ্ছেদ ৬৮। অবশ্যই এর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ধরনের।

২. প্রতিবেদন : অনুচ্ছেদ ১৮২।

৩. 'কারেন্সি অ্যান্ড ক্রেডিট', ১৯১৯ পৃষ্ঠা : ৩১৪।

প্রস্তাবের পুনরুজ্জীবিত রূপ। অন্যদিকে, ঐ অর্থ বিশ্বাস উদ্রেকের চেষ্টা করেছে এই বলে[১]—

'যে ভারতের বর্তমান প্রথার সঙ্গে বেশ কিছু বড় ইউরোপীয় দেশ এবং অন্যান্য দেশে প্রচলিত ভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার বেশ কাছাকাছি মিল আছে.....'

এই মিলগুলো কেমন রয়েছে, বরং কেমন ছিল, সে বিষয়ে একটা ধারণা করতে গেলে অধ্যাপক কেইনস্-এর 'ভারতীয় মুদ্রা এবং অর্থ'-এই নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদের দেখা উচিত। এই নিবন্ধে অধ্যাপক কেইনস্ দেখতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার কার্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ইউরোপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিতে একসময় যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তার কার্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে একটি মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিশেষত: সোনা বাদ দিয়ে স্থানীয় মুদ্রার ব্যবহার, স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে দেশে সোনার যোগান দেওয়ার কিছু মাত্রার অনিচ্ছা, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট উর্ধ্বতম হারে স্থানীয় মুদ্রা প্রদানের পরিবর্তে বিদেশি মুদ্রা বিক্রয়ের এক অতীব মাত্রায় ইচ্ছা।'[২]

কিন্তু, যেমন অধ্যাপক কেম্মারার দেখিয়েছেন[৩], ভারত সরকারের 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয়ের সঙ্গে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলির বিদেশী ড্রাফট্ ধরে রাখার কি যে সাদৃশ্য আছে, সেটা ধরা মুশকিল। এক-রকম হওয়া দূরে থাক, দুটি কার্যধারাকে একে অপরের বিপরীত হিসাবে ধরতে হবে। 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয়ের সময়—

'সরকার ড্রাফ্‌ট বিক্রয় করে তার বিদেশী সোনা জমার (অর্থাৎ এর সোনার মজুত) পরিবর্তে, যখন দেশে টাকা তুলনামূলক ভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রয়েছে, যার প্রমাণ থাকে বিনিময় যখন সোনা রপ্তানির বিন্দুতে পৌঁছে যায়। এইভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ প্রচলন থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয় টাকায় আটকে রেখে দেয় ড্রাফট প্রদানের জন্য। অর্থের বাজারকে নিরাপদে রাখবার জন্য বিদেশী বিল ধরে রাখার প্রথায়, যখন দেশে স্থানীয় টাকার আপেক্ষিক অভাব থাকে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশী বিল বিক্রয় করে সোনা পাবার জন্য আমদানির মারফত অথবা রপ্তানি পরিহার করে। প্রথম ক্ষেত্রে, ড্রাফট বিক্রয় স্থান নেয় সোনা রপ্তানির, এবং তার ফলে স্থানীয় মুদ্রা প্রচলন থেকে তুলে নেওয়া রপ্তানির এক অতি প্রয়োজনীয়

---

১. প্রতিবেদন : অনুচ্ছেদ ৪৬।

২. কেইনস্, 'ইন্ডিয়ান কারেন্সি অ্যান্ড ফাইনান্স' পৃষ্ঠা : ২৯।

৩. দ্রষ্টব্য : ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ সালের ''ত্রৈমাসিক অর্থনীতি জার্নালে কেইন্‌স্-এর ওপর সমালোচনা।

পন্থা; শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিদেশে ড্রাফট বিক্রয় আমদানির জন্য সোনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অথবা এর রপ্তানি বন্ধ করার জন্য।'

সুতরাং ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে ইউরোপীয় মুদ্রা ব্যবস্থার আংশিক মিলও নেই, যা অধ্যাপক কেইন্‌স আমাদের বিশ্বাস করতে বলেছেন। যদি সমান্তরাল কিছুর প্রয়োজন হয়, তাহলে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার প্রকৃত সমান্তরাল প্রথা হল যেটা ইংল্যান্ডে ব্যাঙ্ক সাময়িক খারিজ সময় কালে (১৭৯৭-১৮২৯) প্রচলিত ছিল। দু'টো প্রথার মৌলিক সাদৃশ্য নির্ভুল ভাবে প্রতিভাত হয় যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য ভারত সরকার এবং ভারত সচিবের মধ্যে প্রত্যার্পন কার্যধারা সরিয়ে রাখি, যেটা ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার প্রকৃত বৈশিষ্টগুলি মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা যদি এই ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলে গভীর দৃষ্টিপাত করি, তাহলে ভারতীয় প্রথার স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপ দেখতে পাই—

(১) ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা সম্পূর্ণ বৈধ অর্থ।

(২) রূপার টাকাও সম্পূর্ণ বৈধ অর্থ।

(৩) সরকার ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে টাকা দিতে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু টাকার পরিবর্তে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা দিতে নয়, অর্থৎ টাকা অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা যার প্রচলন অবাধ।

এবার, ব্যাঙ্ক সাময়িক খারিজের সময় ইংরেজ মুদ্রা ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করি—

(১) ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা সম্পূর্ণ বৈধ অর্থ।

(২) ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের কাগুজে টাকা, সাধারণ প্রথায় আইনগত দিক দিয়ে যদি না হয়, সাধারণের গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রচলিত ছিল।[১]

(৩) ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড সোনা অথবা বাণিজ্যিক হুণ্ডি অথবা সমমূল্যের যে কোনও বিনিময়ে নোট দিতে কৃতসঙ্কল্প ছিল, কিন্তু নোটের পরিবর্তে সোনা দিতে নয়, অর্থাৎ নোট ছিল অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা, যার প্রচলন ছিল অবাধ।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এই আংশিক সাদৃশ্যকে বেঠিক বলা যেতে পারে। ভারতীয় সরকার কৃতসংকল্প ছিলেন, এটা লক্ষ করা হোক, আইনগত দিক দিয়ে নয়, নির্বাহিদের

১. দ্রষ্টব্য: অ্যান্ড্রিয়াডিস, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের ইতিহাস পৃষ্ঠা : ১৯৮।

নিছক ইচ্ছে অনুসারে বিদেশে প্রেরণের জন্য কাগুজে মুদ্রাকে সোনায় পরিবর্তিত করতে যখন বিনিময় সমমানের নিচে চলে যাবে। এটা বলতে বাধা নেই যে, ব্যাঙ্কের সাময়িক খারিজের সময় ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড এমন কিছু করে নি। সুতরাং, একটাই প্রশ্ন ওঠে যে, এইটুকু পরিবর্তনযোগ্যতা কি ভারতীয় প্রথার সঙ্গে ব্যাঙ্ক সাময়িক খারিজের সময় ইংরেজ মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে এতটাই পার্থক্য সৃষ্টি করে যে, একটা আলাদা শ্রেণীভুক্ত করে, দুটো প্রথার মধ্যে আংশিক সাদৃশ্য যেটা আছে বলা হয় সেটা অসিদ্ধ হয়ে পড়বে? সপক্ষ অথবা বিপক্ষ নির্ধারণের আগে আমাদের সঠিকভাবে জানতে হবে পরিবর্তনযোগ্যতার প্রকৃত অর্থ কি। অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রার বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বধারণা এতটাই প্রবল যে, যত অল্পই হোক না কেন, কোনও ধরনের পরিবর্তনযোগ্য একটা প্রথায় থাকলেই লোকে সহজেই সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান করবার অর্থই হল একটা অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন নিয়ে তুচ্ছতা করা।

আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে যে, পরিবর্তনযোগ্য এবং অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রার মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্যটা কি। যে তফাত সাধারণত করা হয়, একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ও আরেকটি পরিচালিত ব্যবস্থা, সেটা সুস্পষ্ট ভুল বলে বাতিল করে দেওয়া যায়। কারণ, পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা বলতে আমরা যদি বুঝি যেখানে মুদ্রার প্রচলন নির্ভর করে প্রচলনকারীর বিবেচনার ওপর, সেক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা ততটাই পরিচালিত ব্যবস্থা যতটা অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা। বৈসাদৃশ্য একটা ক্ষেত্রেই আছে, যে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা পরিচালনের ক্ষেত্রে প্রচলনের বিবেচনা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে এই বিবেচনা অনিয়ন্ত্রিত। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হলেও প্রচলন বিবেচনাধীন থাকে এবং সেই দিক দিয়ে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা অতটা নিরাপদ নয় যাতে তাকে অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা থেকে আলাদা করা যায়। প্রচলনের প্রসারণ বিবেচনাধীন হওয়াতে এবং এই প্রচলনের ফলস্বরূপ কোনও একটা ধাতু প্রচলনের বাইরে চলে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা সহজেই অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রায় পরিগণিত হতে পারে। সুতরাং পরিবর্তনযোগ্য ও অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রার তফাত পরিশেষে গিয়ে দাঁড়ায় মুদ্রা প্রচলনের অধিকারের

পরিণামদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতার তফাতে। অন্য কথায় বলতে গেলে, পরিবর্তনযোগ্যতা প্রচলন ক্ষমতার গতিরোধক। এই কথা এবং পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রার মন্দ পরিচালনে অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রায় রূপান্তরের প্রবণতার কথা মনে রেখে, আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব যে, পরিবর্তনযোগ্যতার দায়িত্ব কতটা গুরুতর যে, পরিণামদর্শী ব্যবস্থাকে অপরিণামদর্শী ব্যবস্থায় অধঃপতিত হওয়া থেকে নিবারণ করা যায়, যার ফলে অতিরিক্ত প্রচলন হতে পারে। সুতরাং, এটা যদি সত্যি হয় যে, পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা যে-সব দেশে আছে, সেখানে কার্যধারা এতটাই পরিণামদর্শীতার সঙ্গে পরিচালিত যে, যখন কোনও ধাতু দেশ ছাড়া হয়, কাগুজে মুদ্রা সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য শুধুমাত্র বৃদ্ধি পায় না, তা নয়। আসলে হ্রাস পায় এবং সেটাও সাধারণত স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় বেশি মাত্রায়, কারণ পরিবর্তনযোগ্যতার স্থায়িত্ব হল 'কার্যকরী সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক পরিবর্তনযোগ্যতা।'[১] এখন আমরা অধ্যাপক সুমরের-এর এই বক্তব্যের[২] মর্যাদা দিতে পারব যে,

'মুদ্রার পরিবর্তনযোগ্যতা মানুষের আত্মজ্ঞানের মতো, এর অনেক ক্রম আছে এবং এর মূল্য কঠোরতা ও শুদ্ধতার অনুপাতে।'

সেক্ষেত্রে এটা অনুমান করা হবে যে, অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার ফলাফল থেকে আমরা অনাক্রম্য যতক্ষণ না আমরা জানতে পারছি আমাদের পরিবর্তনযোগ্যতার ক্রম কি? ভারতে টাকার পরিবর্তনযোগ্যতার চরিত্র কি? এটি বিলম্বিত, বৈধচ্যুত, সীমাবদ্ধতা-বিরহিত, এবং সেইজন্য সতেজতাহীন পরিবর্তনযোগ্যতা।

সত্যি বলতে গেলে, এটা অবশ্যই পরিবর্তনযোগ্য নয়, বরং এটা আইনপূর্বক স্থগিত রাখা যেটা পরিবর্তনযোগ্যতার অস্বীকার-করণ, কারণ বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তনযোগ্যতা ব্যবস্থার কার্যকরী অর্থ কি? এর সরল অর্থ হল, যতক্ষণ না বিনিময় হ্রাস পাচ্ছে, ততক্ষণ আইনপূর্বক স্থগিত রাখা বা টাকার ক্ষেত্রে অপরিবর্তনযোগ্যতা বজায় রাখা। যতক্ষণ বিনিময় হ্রাস না পায় ততক্ষণ যে শুধু

---

১. অধ্যাপক নিকলসন বলেছেন, 'কোন একটি অবস্থায় এর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যক্ত করা যায় না,' 'ওয়র ফাইনান্স দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১৮; পৃষ্ঠা : ৩৬।

২. 'এ হিস্ট্রি অব আমেরিকান কারেন্সি'; নিউ ইয়র্ক; ১৮৭৪ পৃষ্ঠা : ১১৬।

আইনগত স্থগিতাদেশ বলবৎ থাকবে তা নয়, বিনিময় হ্রাস শুরু হলে এই স্থগিতাদেশ উঠিয়ে নেওয়ারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই স্থগিতাদেশ নাও তোলা হতে পারে,[১] কারণ এটা আইনের ব্যাপার নয়, বিবেকের। কারও যদি ঐ অর্থবোধক পদের প্রতি পূর্বানুরাগ থাকে, তাহলে পরিবর্তনযোগ্যতার এইরূপ মাত্রা কি সাময়িক খারিজের সময় ব্যাঙ্ক নোটের অপরিবর্তনযোগ্যতা থেকে অনেক দূরে হবে? যারা চায় তারা বলুক। যে ব্যক্তির উঁচু ও অন্তর্দর্শী কল্পনাশক্তি নেই, তার কাছে এই ধরনের পরিবর্তনযোগ্য ও সম্পূর্ণ অপরিবর্তনযোগ্যতার পার্থক্য এতই কৃশাকায় ঠেকবে যে, বলতে বাধ্য হবে দুটো প্রথা মৌলিকগত ভিন্ন, অবশ্যই আমরা যখন ভারতে ও ভারতের বাইরে মূল্যগত অসুবিধা নিয়ে পর্যালোচনা করব, তখন আমরা আরেকটি প্রমাণ পাবো যে দুটি প্রথা নয়, এবং দুটির আংশিক সাদৃশ্য সমস্ত বাস্তবিকতায় সঠিক।

এটা তাই বলা যায় যে যদি অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা ভালোভাবে পরিচালিত করা যায়, যাতে সোনা অধিমূল্য না হতে পারে, তাহলে এর সম্পূর্ণ পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থার মধ্যে বেছে নেবার খুব বেশি কিছু একটা থাকবে না। কিন্তু অপরিবর্তনশীল মুদ্রা ব্যবস্থা এত ভালভাবে পরিচালিত করা যাবে কি না, সেটা বাস্তবিক কার্যধারার একটা প্রশ্ন। আবার, মূল্যের অসুবিধার নিরিখে, সোনার অধিমূল্য না হওয়াটা অপরিবর্তনশীল মুদ্রাব্যবস্থাকে পরিবর্তনশীল মুদ্রাব্যবস্থার সমস্তরে আনবে

১. ভাইসরয়ের কাউন্সিলের অর্থমন্ত্রী, ১৯০৮-০৯ সালের আর্থিক বিবৃতিতে (পৃষ্ঠা ২৩ খুলে ইটালিক্স ছিল না) মন্তব্য করেছিলেন—'আমরা যদি সীমা ছাড়া (সোনার) প্রচলনের চাহিদা মেটাতাম, তাহলে সম্পূর্ণ মজুত সম্ভবত কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। এই কারণেই আমরা আইনগত অধিকার রক্ষা করে চলেছি। আমাদের সুবিধা ছাড়া টাকার বদলে স্বর্ণমুদ্রা দিতে আমরা বাধ্য নই। মুদ্রা আধিকারিকদের এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোনও ব্যক্তিকে কোনও একদিনে ১০,০০০ পাউন্ড এর বেশি সোনা প্রদান না করতে।' ১৯০৭ সালের বিনিময় সংকটের সময় টাকার পরিবর্তন যোগ্যতা বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব চেতনা বুঝাতে এই কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। পরিবর্তনযোগ্যতার মাত্রা যেহেতু প্রশাসনের বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল, বাস্তব প্রয়োগ কতটা হয়েছে, সেটা বর্ণনা করা মুশকিল। সরকারি সাক্ষ্য জনসাধারণের ওপর এই প্রভাব ফেলতে ইচ্ছুক যে টাকা বাস্তবিক পরিবর্তনযোগ্য। তাই যদি হয়, তাকে আইনগত ভাবে পরিবর্তনযোগ্য কেন করা হচ্ছে না? কারণ যদি পরিবর্তনযোগ্যতা সম্পূর্ণ কার্যকরী থাকে, তাহলে বিধিসঙ্গত পরিবর্তনযোগ্যতা সরকারের ওপর আরও বেশি কর্তব্য চাপাতে পারে না, যতটা কর্তব্য সরকার পালন করছে সরকারি সাক্ষ্য অনুযায়ী। এটা বলা হয় যে, সরকার সেটা করছে না, কারণ বিনিময়-ফাটকাবাজরা এর সুবিধা নিতে পারে বলে ভয় আছে। কিন্তু কেন তারা নেবে না? তারা কি টাকার ধারক নয়? মনে হয় এটা সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয় নি যে, এই আত্মরক্ষামূলক ব্যবহারে এটাই বুঝা যায় যে, মুদ্রা প্রচলন 'পরিত্যক্ত-মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং মূল্য একেবারে প্রান্তিকে, যার ফলে ফাটকায় প্রভাবিত করছে।

২. টাকার নিরিখে কি কারণে সোনা অধিমূল্য হয়, তার জন্য চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। কি কারণে টাকার সাধারণ অবচয় হয়, সোনার নিরিখে টাকার নির্দিষ্ট অবচয় না হয়েও, তার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশ ও সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

কি না, সেটাও অবস্থা বিশেষের ওপর নির্ভরশীল। এইসব প্রশ্নগুলিই সংশ্লিষ্ট জায়গায় আলোচনা করা হবে।[২] এই অবস্থায় আমরা অপরিবর্তনশীল মুদ্রাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি নিয়ে আলোচনা করব। এটা বলাই যথেষ্ট যে, স্বর্ণ-বিনিময় মান এই নামটি ভারতীয় মুদ্রামানের প্রকৃত চরিত্র ঢাকতে পারে না। বাস্তবে এর উপাদান হল, যদিও সোনা অবাধ বৈধ অর্থ, এর পাশাপাশি আরেকটি অবাধ প্রচলনের ন্যাসিক (fiduciary) মুদ্রা আছে, যা অপরিবর্তনযোগ্যতার প্রায়-কাছাকাছি, এবং যার অবাধ বৈধ অর্থের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে।

এইরকম ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বুঝবার জন্য তীব্র অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন নেই যে, ভারতের বর্তমান মুদ্রা ব্যবস্থা, ১৮৯৮ সালের সরকারের খসড়া প্রস্তাবের, যা 'ফাউলার কমিটি' অনুমোদন করেছিল, বিপরীত। দু'টি যে কারণে একে অন্যের বিপরীত, সেই এক-ই কারণে ইংল্যান্ডের 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইন' ও 'ব্যাঙ্ক খারিজ আইন' একে অন্যের বিপরীত। দুটো আইনেই ইংল্যান্ডের মুদ্রাব্যবস্থা ছিল মিশ্র ব্যবস্থা, আংশিক সোনায় এবং আংশিক কাগজে। তফাৎ এটুকুই ছিল যে, ব্যাঙ্ক খারিজ আইনে সোনার প্রচলন সীমিত হয়েছিল এবং কাগজের হয়েছিল অবাধ। যখন 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইনে' প্রথা উল্টে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন ছিল সীমিত এবং সোনার অবাধ, এক-ই রকম ভাবে, ভারত সরকারের মূল প্রস্তাবে, কাগুজে মুদ্রার প্রচলন রাখা হয়েছিল সীমিত এবং সোনার অবাধ। বর্তমান ব্যবস্থায় সোনার প্রচলন হয়েছে সীমিত ও টাকার অবাধ।

মূল প্রস্তাবে ভারত সরকার যেসব পন্থা মনস্থ করেছিল, এটা কি তার উন্নতিসাধন? ঐ প্রস্তাবে একটাই আপত্তিজনক দিক ছিল, তা হল টাকার অপরিবর্তনযোগ্য হয়ে ওঠা।[১] কিন্তু পরিবর্তনযোগ্যতা কি এতটাই প্রয়োজনীয় শর্ত, এবং তা যদি হয়, কখন? মুদ্রার মূল্য বজায় রাখার জন্য পরিবর্তনযোগ্যতার প্রয়োজনের ধারণা, মুখের ওপর বলতে গেলে, এক অবাস্তব ধারণা। কলার মূল্য বজায় রাখবার জন্য আপেলের কলায় পরিবর্তন কেউ চায় না। কলার মূল্য বজায় থাকে, তার কারণ হল কলার চাহিদা আছে ও তার যোগান সীমিত। মুদ্রার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে এমন অনুমান করবার কোনও কারণ নেই। কলার থেকে মুদ্রার মূল্য একটা স্থিতিশীল স্তরে বজায় রাখতে আমরা বেশি উদ্বিগ্ন, কারণ মুদ্রা মূল্যের সাধারণ পরিমাপক। মুদ্রার মূল্য বজায় রাখার জন্য, সেক্ষেত্রে যে কোনও জিনিসের জন্য, যেটা প্রয়োজন তা হল যোগানের কার্যকরী সীমা ধরে রাখা। পরিবর্তনযোগ্যতা

১. এই মর্মে লিন্ডসে ও প্রোবাইন দুজনেই ভারত সরকারের প্রস্তাবকে আক্রমণ করেছেন, এবং তাঁরা দাবি করেছেন যে তাঁদের প্রস্তাব এর থেকে শ্রেয়। কারণ, তাতে কিছুটা পরিবর্তনযোগ্যতা আছে।

প্রয়োজন। এটা প্রত্যক্ষভাবে একটি মুদ্রার মূল্য বজায় রাখে বলে নয়, যে কারণটা একেবারে অর্থহীন। আসল কারণ হল এর ফলে মুদ্রার যোগান কার্যকরীভাবে সীমিত রাখা যায়। তবে, এই উদ্দেশ্য সাধনে পরিবর্তনযোগ্যতা একমাত্র উপায় নয়। যে প্রস্তাব মুদ্রার যোগান চূড়ান্ত সীমা বেঁধে দেয়, সেটা একইরকম কার্যকরী, অবশ্যই আরও শক্তিশালী কার্যকারিতা। এবার, যদি টাঁকশালগুলিতে টাকার উৎপাদন বন্ধ থাকত, সেক্ষেত্রে যোগান চূড়ান্তভাবে সীমিত হত এবং পরিবর্তনযোগ্যতার কার্যকরিতা সেভাবে অপরিবর্তনযোগ্য টাকায় সম্পন্ন হত। শুধু তাই নয়, আরও বেশি, এইরকম একটা অপরিবর্তনযোগ্য টাকা অধুনা ভারতে প্রচলিত মিথ্যা-পরিবর্তনযোগ্য ধরণের টাকার তুলনায় সীমাহীন উৎকৃষ্ট হত।[১] একটি চূড়ান্ত সীমা নির্ধারিত থাকলে টাকার মূল্য হ্রাসের কোনও বিপদ থাকত না। যদি বিপদের কোনও কিছু থাকত, তা হল টাকার অনির্দিষ্ট অপচয়, কিন্তু এই বিপদের কার্যকরী প্রতিকার হিসাবে সোনাকে সাধারণ বৈধ অর্থ করা হয়েছে। চূড়ান্ত সীমিতকরণের দ্বিতীয় প্রতিফল হল মুদ্রাকে পরিচালন থেকে মুক্ত করা, কারণ প্রচলনের পরিমাণ বিষয়ক প্রশ্ন চিরকালের মতো একবার-ই নির্ধারিত করা হয়।

সুতরাং, এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে, স্বর্ণ বিনিময় মান আসলে সোনার অনুপূরক সহ স্থির-রূপে সীমিত প্রচলনের অপরিবর্তনযোগ্য টাকার মৌলিক প্রস্তাবের দুর্বল সংস্করণ। এছাড়াও মূল্য-স্তর নিয়ন্ত্রণের নিরিখে এই বিনিময় মানকে মৌলিক প্রস্তাবের থেকে উন্নততর প্রস্তাবনা বলা যায় না। অবশ্যই এটা বলা সম্ভব যে, মৌলিক প্রস্তাবের এই বিপথগামিতা সত্যিই আক্ষেপের বিষয়। সোনা অথবা ন্যাসিক মুদ্রা, কোনটা আসলে মূল্যমান, সেটা ঔদাস্যের বিষয়, কারণ দু'টোর একটাও দৃঢ় মূল্যমানের পরিচয় দিতে পারে নি। স্বর্ণমান কাগুজে মানের মতোই অদৃঢ় প্রমাণিত হয়েছে, কারণ দুটিই সংকোচন এমনকি প্রসারণের ক্ষেত্রেও সংবেদনশীল। এসব কিছুই নিঃসন্দেহে সত্য। যাই হোক না কেন, এটা লক্ষ্যণীয় যে, যে-কোনও আর্থিক ব্যবস্থায় অনির্দিষ্ট সংকোচনের কোনও বিপদ নেই।[২] যে বিষয়ে সাবধান হওয়া প্রয়োজন, সেটা হল অনির্দিষ্ট প্রসারণের সম্ভাবনা। অনির্দিষ্ট প্রসারণ কিন্তু অর্থের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। মূল্যমান যখন ধাতুমুদ্রা মান, সেখানে প্রসারণ খুব বেশি হবে না, কারণ উৎপাদনের ব্যয় সীমা নির্ধারণে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। মূল্যমান যেখানে পরিবর্তনযোগ্য কাগুজে মুদ্রা, সেক্ষেত্রে মজুত ভাণ্ডারের বন্দোবস্তের প্রয়োজন

১. বিনিময় মানের সঙ্গে খোঁড়া মানের তুলনা করতে গিয়ে, মনে হয় অধ্যাপক ফিশার এইসব বিচার্য বিষয় উপেক্ষা করেছেন। দ্রষ্টব্য : তাঁর 'পারচেজিং পাওয়ার' ইত্যাদি, ১৯১১। পৃষ্ঠা : ১৩১-৩২।

২. দ্রষ্টব্য : আর. জি. হট্রে, তদেব, প্রথম অধ্যায়।

প্রসারণে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু যেখানে মূল্যমান হল অর্থ, যার মূল্য ব্যয়ের থেকে অধিক ও অপরিবর্তনযোগ্য, সেখানে মুদ্রার অনির্দিষ্ট প্রসারণের বিপজ্জনক সুযোগ পূর্ণমাত্রায়, যার অন্য নাম অবচয় অথবা মূল্যবৃদ্ধি। সুতরাং, এটা বলা যায় না যে, 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইন' আদতে 'ব্যাঙ্ক সীমাবন্ধন আইনের' (Bank Restriction Act) কোনও উন্নতিসাধন করে নি। অবশ্যই বেশ বড় ধরনের উন্নতি করেছিল বেশি প্রসারণ-সম্ভাবনাযুক্ত মুদ্রার স্থলে অপেক্ষাকৃত কম প্রসারণ সম্ভাবনাযুক্ত মুদ্রা। এখন টাকা খাদ মেশানো মুদ্রা,[১] অপরিবর্তনযোগ্য এবং সীমাহীন বৈধ অর্থ। অতএব, টাকা সেই ধরণের মুদ্রা-শ্রেণীতে পড়ে, যার মধ্যে অনির্দিষ্ট প্রসারণের ক্ষমতা অন্তর্নিহিত আছে। অর্থাৎ অবচয় এবং মূল্যবৃদ্ধি' এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য মৌলিক পরিকল্পিত প্রস্তাব আরও ভাল ছিল, যাতে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে 'ব্যাঙ্ক চার্টার আইন' ১৮৮৪ দ্বারা পরিচালিত ইংরেজ ব্যবস্থার অনুরূপ হয়।

ওপরে বর্ণিত পন্থার যদি কোনও যুক্তি-শক্তি থাকে, তাহলে বিনিময় মানের ওপরে চেম্বারলেইন কমিশনের পোষণ করা অভিমতের সঙ্গে একমত হওয়া সহজসাধ্য নয়। অবশ্যই একটা জিজ্ঞাসা ওঠে যে এইজন্যই কি কমিশন বলেছিল যে, এই ব্যবস্থায় কোথাও একটা দুর্বলতা আছে যার জন্য এই ব্যবস্থা বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং, এইজন্য সেই ব্যবস্থার বুনিয়াদ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

---

১. এটা বুঝতে সত্যিই কষ্ট হয় যে, ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার বিষয়ে কিছু লেখক কেন বাস্তবকে স্বীকার করেন না। দ্রষ্টব্য : ভারতীয়, অর্থনৈতিক সমিতির বাৎসরিক সভায় মিঃ ম্যাডান-এর রচনার ওপর আলোচনা (ভারতীয় অর্থনীতি জার্নাল, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ অংশ, ক্রমিক নং ১২। পৃষ্ঠা : ৫৬০)। এটা সত্যি যে টাকায় খাদ মেশানো এতটা প্রকট নয় যতটা হত যদি একই ওজন রেখে খাদ বেশি মেশানো হত, অথবা এক-ই শুদ্ধতা রেখে আরও হালকা করা হয়। কিন্তু হ্যারিস তাঁর 'এসেজ আপন মানি অ্যান্ড কয়েন' রচনায় (দ্বিতীয় অংশ, প্রথম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩) দেখিয়েছেন "মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন করা, টাকশালে অথবা মুদ্রাতে কোনও পরিবর্তন না এনে" যেমন নয় পেন্স নয়-পেন্সে যতটা রূপা লাগে, তাকে শিলিং বলে' তাতে এক ধরনের খাদ মেশানো, যা টাকার থেকে আলাদা নয়, এবং অন্য দুটি খাদ মেশানোর ধরনের অনুরূপ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই উপসংহারে না এসে পারা যায় না যে, টাকা খাদ মেশানো মুদ্রা।

অধ্যায় ৬

বিনিময় মানের স্থায়িত্ব

এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, যখন রূপার অবাধ মুদ্রান্তরকরণ ভারতীয় টাঁকশালে বন্ধ করা হয়েছিল, তখন দু'টি শ্রেণী ছিল, একশ্রেণী এই বন্ধের স্বপক্ষে এবং আরেক শ্রেণী এই বন্ধের বিপক্ষে। টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে এক বিব্রতজনক অবস্থায় পড়ে তখনকার সরকার টাঁকশাল বন্ধ করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল এবং টাকার মূল্যবৃদ্ধি করে সোনায় প্রদানের ব্যাপারে ভার লাঘব করবার জন্য। অন্যদিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছিল দেশের উৎপাদকদের স্বার্থে যে টাকার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধিতে ভারতীয় বাণিজ্যে ও শিল্পে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসবে। ভারতীয় শিল্পের অত্যন্ত দ্রুত অগ্রগতি, যা ১৮৭৩-১৮৯৩ এই সময়কালে হয়েছিল, তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটিকে যুক্তি সহকারে দেখানো হয়েছিল যে, হ্রাসমান বিনিময় ভারতীয় রপ্তানি বানিজ্যের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছিল। টাঁকশাল বন্ধ করে টাকার মূল্য হ্রাসে যদি লাগাম দেওয়া হয়, তার ফলে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে ভারতীয় বানিজ্যকে দু'দিক দিয়ে ছেদন করা হবে। এর ফলে রূপা-ব্যবহারকারী দেশগুলোকে ভারতের বিরুদ্ধে অনেক সুবিধা দেওয়া হবে, যে সুবিধা ভারত হ্রাসমান বিনিময়ের জন্য সোনা-ব্যবহারকারী দেশগুলোর বিপক্ষে পেয়েছিল, সেগুলি থেকে বঞ্চিত হবে।

তত্ত্ব এর মধ্যেই এই আশঙ্কাকে বিদ্রূপ করেছে। সুতরাং এইটি লক্ষ্য করা রুচিকর হবে যে, পরবর্তী ইতিহাস এই তত্ত্বের রায়কে বহাল করেছে। ইংল্যান্ডের মতো স্বর্ণমান দেশের সঙ্গে অথবা চীনের মতো রৌপ্যমান দেশের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায় কোনও অন্তরায় আসে নি, টাকার মূল্য হ্রাসের গতিরোধ হওয়া সত্ত্বেও। নিম্নলিখিত তথ্য (সারণি ২৫ ও ২৬) এর বিপরীত বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে—

সারণি XXV

গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য (টাঁকশাল-বন্ধের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে)

বার্ষিক গড়	গ্রেট ব্রিটেনে রপ্তানি			গ্রেট ব্রিটেনে থেকে আমদানি		
	পণ্য	বাট ও মুদ্রা	মোট	পণ্য	বাট ও মুদ্রা	মোট
	£	£	£	£	£	£
(১) ১৮৮৯-৯৩	৩১,৫৬৯,৮৯১	১,১৮০,৬৪৬	৩২,৭৫০,৫৩৭	৩১,৮৩৭,৪৮২	৭,৬৯৪,১৪৯	৩৯,৫৩১,৬৩১
(২) ১৮৯৪-৯৮	২৬,৩২৯,৭৬৪	২,২১৫,০৪৯	২৪,৫৪৪,৮১৩	২৮,৯৬৩,১৮০	৬,৭৫০,৭৩৬	৩৫,৭১৩,৯১৬
(৩) ১৮৯৯-১৯০৩	২৮,৭০৯,৮১৯	২,০৮৯,৬৫৬	৩০,৭৯৯,৪৭৫	৩৩,৪৯৮,৪৮০	৭,৩০১,১৭২	৪০,৭৯৯,৬৫২
(৪) ১৯০৩-০৮	৩৬,৭৮৪,৬২৮	২,২৩২,৮৫৭	৩৯,০১৭,৪৮৫	৪৭,২৯৪,৩১১	৯,৫৮৬,৭০৬	৫৬,৮৮১,০১৭
শতকরা বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (–) :						
সময় (২), সময় (১) এর	–১৬.৫৯৮	+৮৭.৬১৩	–২৫.০৫৫	–৯.০২৮	–১২.২৬১	–৯.৬৫৭
সময় (৩), সময় (২) এর তুলনায়	+৯.০৩৯	–৫.৬৬১	+২৫.৪৮৩	+১৫.৬৫৯	+৮.১৫৪	+১৪.২৪০
সময় (৪), সময় (৩) এর তুলনায়	+২৮.১২৬	+৬.৮৫৩	+২৬.৬৮২	+৪১.১৮৩	+৩১.৩৯৪	+৩৯.৪১৫
সময়. (৪), সময় (১) এর তুলনায়	+১৬.৫১৮	+৮৯.১২২	+১৯.১৩৫	+৪৮.৫৪৯	+২৪.৫৯৭	+৪৩.৮৮৭

সারণি XXVI

চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য।

বার্ষিক গড়	চীনে রপ্তানি			চীন থেকে আমদানি		
	পণ্য	অর্থ	মোট	পণ্য	অর্থ	মোট
	£	£	£	£	£	£
(১) ১৮৮৯-৯৩	৯,৪৫৪,০১৪	২০,২২৩	৯,৪৭৪,২৩৮	১,৬৬৬,৮৪০	১,৯৯২,৯১৪	৩,৬৫৯,৭৫৪
(২) ১৮৯৩-৯৮	৮,৫০৯,২৮৪	১১২,১০৫	৮,৬২১,৩৮৯	১,৭১৩,৫২৯	৫০৩,৩৫৭	২,২১৬,৮৮৬
(৩) ১৮৯৮-১৯০৩	৯,৬৭৯,৮৩০	১৮৩,৬৪৭	৯,৮৬৩,৪৭৭	১,৩০৯,৯৭৫	৭৯৮,০৫৩	২,১০৮,০২৮
(৪) ১৯০৩-০৮	১২,৪৬১,৫৩৫	১৬০,৮৭৯	১২,৬২২,৪১৪	১,২৪৮,৮২২	৯১৯,৪০২	২,১৬৮,২২৪
শতকরা বৃদ্ধি (+) অথবা হ্রাস (–) :						
সময় (২), সময় (১) এর তুলনায়	–৯.৯৯৩	+৪৫৪.৩৩৩	–৯.০০২	+২.৮০১	–৭৪.৭৪৩	–৩৯.৪২৫
সময় (৩), সময় (২) এর তুলনায়	+১৩.৭৫৬	+৬৩.৮১৭	+১৪.৪০৭	–২৩.৫৫১	+৫৮.৫৪৬	–৪.৯১০
সময় (৪), সময় (৩) এর তুলনায়	+২৮.৭৩৭	–১২.৩৯৮	+২৭.৯৭১	–৪.৬৬৮	+১৫.২০৬	+২.৮৫৬
সময় (৪), সময় (১) এর তুলনায়	+৩১.৮১২	+৬৯৫.৫০৮	+৩৩.২২৯	–২৫.০৭৮	–৫৩.৮৬৬	–৪০.৭৫৫

টাঁকশাল বন্ধের পর ফলশ্রুতি হিসাবে গঠিত যা আশা করা গিয়েছিল সেটা হল, টাকার মূল্য হ্রাস রুখে দেবে এবং ভারতীয় আর্থিক সঙ্গতির ওপর থেকে বোঝা নেমে যাবে। কর ও জনহিতকর সামাজিক কার্যের বড় ব্যয়ে প্রয়োজনীয় হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও, টাঁকশাল বন্ধ করার পরবর্তী সময়ে বার্ষিক আয়-ব্যয়কে খুব কম ঘাটতি দেখানো হয়েছিল (পরবর্তী পৃষ্ঠায় সারণি ২৭ দ্রষ্টব্য)।

কিছু লেখকের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে, এইসব তথ্যকে মুদ্রা ব্যবস্থার অকাট্যতায় নির্ভুল প্রমার্ণ হিসাবে ব্যাখ্যা করবার। এরকম বিতর্কের অবতারণা করা হয় যে, যদি দেশের বাণিজ্যে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি না হয়[১], এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়[২], তার ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে, এমন পরিণামের ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় যে, মুদ্রাব্যবস্থায় সেটি নিশ্চিত ভালো। মুদ্রা বিষয়ে আগ্রহী ছাত্রদের এই ব্যাপারে সাবধান করা প্রয়াজন নেই যে, মুদ্রা-ব্যবস্থার অকাট্যতার বিষয়ে এই সরল দৃষ্টিভঙ্গি, আপাতদৃষ্টিতে যতটাই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হোক না কেন, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি বিরহিত। বানিজ্য অবশ্যই ভালো অর্থের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু বাণিজ্যের উন্নতি ভালো অর্থের সহায়ক প্রমাণ নয়। এটা লক্ষ্যণীয় যে, মুদ্রার খাদ মেশানোর সময়ে, যা এক সময় খুব প্রচলিত ছিল, সেইখান থেকে উঠে আসা সামাজিক দুঃখ-কষ্ট ও উৎপাত অসহনীয় ছিল, তবুও সেই সময়কালে দেশগুলির পক্ষে বাণিজ্যে বিশদ অগ্রগতি সম্ভব ছিল। সপ্তদশ-শতকের ইংল্যান্ডের কথা বলতে গেলে, যখন দেশ খাদ মেশানো ও অনবরত পরিবর্তনশীল মুদ্রায় পীড়িত ছিল এবং এছাড়াও যখন ছিল দীর্ঘসূত্রী গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা, লর্ড লিভারপুল, যিনি তখনকার দিনের কু-মুদ্রার কুফলের বিষয়ে সদাজাগ্রত রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন—

'যা হোক, এটা নিশ্চিত যে, এই সময়-কালের পুরোটা সময়, যখন আমাদের মুদ্রা বিকট বিশৃঙ্খলার মধ্যে সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রায় সব সময় তা, আমাদের দেশের অনুকূল।[৩]

কু-মুদ্রা সত্ত্বেও ব্যবসা বাণিজ্য যে বৃদ্ধি পেতে পারে তার সহজ সমর্থন মেলে ভারতের-ই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৩ সময়কালে ভারতীয় বাণিজ্য যতটা দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রগতি পেয়েছে, আর কোনও সময়েই এমনটি হয়নি।

---

১. কেইন্‌স্‌, তদেব; পৃষ্ঠা : ৯।
২. ডি. বারবউর, 'দি স্টান্ডার্ড অব্‌ ভ্যালু'; পৃষ্ঠা : ২২৪।
৩. 'এ টি টিজ অন্‌ দি কর্য়েনস্‌ অব্‌ দি রেলন' (পুনর্মুদ্রণ ১৮৮০); পৃষ্ঠা : ১৩৫।

সারণি XXVII

সরকারের আর্থিক অবস্থা

বৎসর	বাড়তি (+) ঘাটতি (–)	বৎসর	বাড়তি (+) ঘাটতি (–)
	টাকা		পাউন্ড
১৮৯৩-৯৪	–১,৫৪৬,৯৯৮	১৯০৫-০৬	+২,০৯১,৮৫৪
১৮৯৪-৯৫	+৬৯৩,১১০	১৯০৬-০৭	+১,৫৮৯,৩৪০
১৮৯৫-৯৬	+১,৫৩৩,৯৯৮	১৯০৭-০৮	+৩০০,৬১৫
১৮৯৬-৯৭	–১,৭০৫,০২২	১৯০৮-০৯	–৩,৭৩৭,৭১০
১৮৯৭-৯৮	–৫,৩৫৯,২১১	১৯০৯-১০	+৬০৬,৬৪১
১৮৯৮-৯৯	+২,৬৪০,৮৭৩	১৯১০-১১	+৩,৯৩৬,২৮৭
১৮৯৯-১৯০০	+২,৭৭৪,৬২৩	১৯১১-১২	+৩,৯৪০,৩৩৪
১৯০০-০১	+১,৬৭০,২০৪	১৯১২-১৩	+৩,১০৭,৬৩৪
১৯০১-০২	+৪,৯৫০,২৪৩	১৯১৩-১৪	+২,৩১২,৪২৩
১৯০২-০৩	+৩,০৬৯,৫৪৯	১৯১৪-১৫	–১,৭৮৫,২৭০
১৯০৩-০৪	+২,৯৯৬,৪০০	১৯১৫-১৬	–১,১৮৮,৬৬১
১৯০৪-০৫	+৩,৪৫৬,০৬৬	১৯১৬-১৭	+৭,৪৭৮,১৭০

তাহলে কি এ সময়কালে মুদ্রা ভালো ও অনুকূল ছিল? অন্যদিকে, এটা বলা সম্ভব যে ব্যবসা ভাল কারণ মুদ্রা ছিল খারাপ ও প্রতিকূল। ১৮৭৩ এবং ১৮৯৩ এর মধ্যে ভারতের বানিজ্যের অগ্রগতি হয়েছে কারণ সে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু এই উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা ভারতীয় শ্রমিকের কাছে ছিল দণ্ড ও জরিমানার সামিল, কারণ মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে পারিশ্রমিক এত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সেই সময়ের অগ্রগতি উৎপাদনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি, উঠেছে অবচয়কে কেন্দ্র করে যা সম্ভব হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির জন্য।

একইভাবে, কিছু রাখটাক না করে, এটা বলা যাবে না যে, নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা ভাল হতেই হবে কারণ স্বর্ণপ্রদানের ভার এই ব্যবস্থায় দূর হয়েছে এবং ভারতীয় করদাতারা স্বস্তি পেয়েছে। বিনিময় হার হ্রাসের সময়কালে ভারতের স্বর্ণপ্রদানের জন্য পীড়নের সঠিক উৎসের বিষয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুলধারণার সূত্রপাত করে। এ ব্যাপারে বিস্তৃত ধারণা আছে যে, স্বর্ণপ্রদানের ক্ষেত্রে পীড়নের সূত্রপাত হয়েছে রূপার মূল্য সোনার নিরিখে হ্রাসের জন্য, এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ভাবার্থ আছে যে, ভারত যদি স্বর্ণমান-সম্পন্ন দেশ হত, তাহলে এই বিরাট বোঝা থেকে বেঁচে যেত। এটা যে ভ্রান্ত ধারণা, সে ব্যাপারে কোনও যুক্তি প্রতিপাদনের প্রয়োজন পড়ে না।[১] এটা অস্বীকার করবার কোনও উপায় নেই যে, ভারতকে অতিরিক্ত বোঝা বহন করতে হয়েছিল স্বর্ণপ্রদানের বর্দ্ধিত মূল্যের জন্য। কিন্তু যেটা যথেষ্টভাবে উপলব্ধি করা হয় নি সেটা হল, এই বোঝা প্রত্যেক স্বর্ণ-দেনাদারকে বহন করতে হয়েছে, সেই দেশের প্রচলিত মান সোনার না রূপার এই প্রশ্ন ব্যতিরেকে। এই ব্যাপারে অস্ট্রেলিয়ার মতো স্বর্ণমান দেশের অবস্থা ভারতের মতো রৌপ্যমান দেশের থেকে ভিন্ন নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বর্ণ দেনাদার, তারা প্রত্যেকেই এক-ই ভাবে এক-ই কারণে পীড়িত হয়ছে, অর্থাৎ যে মানে তাদের দেনা মূল্যায়িত হয়, তার অপচয়ের হেতু। একজন সোনার দেনা পরিশোধ করলে এবং অন্যজন রূপায় পরিশোধ করলে, তফাৎ কিছু হয় না; একমাত্র ব্যতিক্রম এই যে দেনা পরিশোধের জন্য ভারতে রূপার ব্যবহার এক একতরফা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ভেতর দিয়ে কত ভারি বোঝা সে বইছে, সেটা দেখা যায়। রূপার মূল্য হ্রাস ভারতের স্বর্ণ প্রদানের বেঝা পরিমাপ করেছে, তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। টাকার মূল্য হ্রাস রুখতে দেওয়াকে করদাতার স্বস্তি এবং সুতরাং মুদ্রা ব্যবস্থার অকাট্যতার প্রথম দর্শন প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা যায় না। এটা সম্ভব যে সুবিধার জন্য বেশ অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল।

১. দ্রষ্টব্য: ১৮৮৬ সালের সোনা রূপা কমিশনের কাছে অধ্যাপক মার্শালের সাক্ষ্য প্রদান; প্রশ্ন : ১০, ১৪০-৫০।

সারণি XXVIII

টাকার স্বর্ণমূল্য

লন্ডনের ওপর বিনিময় হার ১ টাকা = ১ শিলিং ৪ পেন্স এর ভিত্তিতে						সোনার নিরিখে (১) ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার টাকার মূল্য ১৫ টাকা = ১ স্বর্ণমুদ্রা						সোনার বার এর টাকার মূল্য প্রতি তোলা = ২৩ টাকা ১৪ আনা ৪ পাই					
বৎসর	সর্বোচ্চ		সর্বনিম্ন		বছর	সর্বোচ্চ			সর্বনিম্ন			সর্বোচ্চ			সর্বনিম্ন		
	শিলিং	পেন্স	শিলিং	পেন্স		টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
১৮৯২-৯৩	১	৩.৯৬৯	১	২.৬২৫	১৮৯৩	১৬	১০	৬	১৫	৬	০	২৬	১১	০	২৪	১৪	০
১৮৯৩-৯৪	১	৪.০৩১	১	১.৫০০	১৮৯৪	১৯	০	০	১৬	১	০	৩২	৪	০	২৫	৯	০
১৮৯৪-৯৫	১	১.৯০৬	১	০.০০০	১৮৯৫	১৯	৫	০	১৮	২	৬	৩০	৮	০	২৭	৬	০
১৮৯৫-৯৬	১	২.৮৭৫	১	১.০০০	১৮৯৬	১৭	৭	০	১৬	১	০	২৭	১৩	৬	২৭	২	০
১৮৯৬-৯৭	১	৩.৮৪২	১	১.৭৮১	১৮৯৭	১৬	১০	০	১৫	৩	০	২৬	১২	৬	২৫	৪	০
১৮৯৭-৯৮	১	৪.১২৫	১	২.২৫০	১৮৯৮	১৫	৭	০	১৫	১	০	২৪	১০	০	২৪	০	০
১৮৯৮-৯৯	১	৪.১৫৬	১	৩.০৯৪	১৮৯৯	১৫	৪	০	১৫	০	০	২৪	২	০	২৩	৪	০
১৮৯৯-১৯০০	১	৪.৩৭৫	১	৩.৮৭৫	১৯০০	১৫	১	৩	১৫	০	০	২৪	২	০	২৩	১৫	৬
১৯০০-১৯০১	১	৪.১৫৬	১	৩.৮৭৫	১৯০১	১৫	০	০	১৫	০	০	২৪	২	০	২৪	০	০
১৯০১-১৯০২	১	৪.১২৫	১	৩.৮৭৫	১৯০২	১৫	৪	৬	১৫	২	৬	২৪	২	৬	২৪	০	০
১৯০২-১৯০৩	১	৪.১৫৬	১	৩.৮৭৫	১৯০৩	১৫	৩	০	১৫	১	৬	২৪	৩	০	২৪	০	০
১৯০৩-১৯০৪	১	৪.১৫৬	১	৩.৮৭৫	১৯০৪	১৫	৫	০	১৫	১	৩	২৪	২	০	২৪	০	৩

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

সারণি ২৮ XXVIII

টাকার স্বর্ণমূল্য

লন্ডনের ওপর বিনিময় হার ১ টাকা = ১ শিলিং ৪ পেন্স এর ভিত্তিতে						সোনার নিরিখে (১) ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার টাকার মূল্য ১৫ টাকা = ১ স্বর্ণমুদ্রা						সোনার বার এর টাকার মূল্য প্রতি তোলা = ২৩ টাকা ১৪ আনা ৪ পাই					
বৎসর	সর্বোচ্চ		সর্বনিম্ন		বছর	সর্বোচ্চ			সর্বনিম্ন			সর্বোচ্চ			সর্বনিম্ন		
	শিলিং	পেন্স	শিলিং	পেন্স		টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই
১৯০৪-১৯০৫	১	৪.১৫৬	১	৩.৯৭০	১৯০৫	১৫	৪	০	১৫	১	৬	২৪	২	০	২৪	০	০
১৯০৫-১৯০৬	১	৪.১৫৬	১	৩.৯৩৭	১৯০৬	১৫	১	০	১৫	০	২	২৪	৪	৬	২৪	০	০
১৯০৬-১৯০৭	১	৪.১৮৭	১	৩.৯৩৭	১৯০৭	১৫	৪	০	১৫	০	০	২৪	৪	০	২৩	১৫	৬
১৯০৭-১৯০৮	১	৪.১৮৭	১	৩.৮৭৫	১৯০৮	১৫	১	০	১৫	০	০	২৪	১০	০	২৪	২	০
১৯০৮-১৯০৯	১	৪.০০০	১	৩.৮৭৫	১৯০৯	অধিমূল্য ১২ ও ৩% এর মধ্যে						২৪	৩	৬	২৩	১৫	০
১৯০৯-১৯১০	১	৪.১৫৬	১	৩.৮৭৫	১৯১০	১৫	৫	০	১৫	০	০	২৪	৪	০	২৩	১৫	০
১৯১০-১৯১১	১	৪.১৫৬	১	৩.৮৭৫	১৯১১	১৫	০	০	১৫	০	০	২৪	০	৬	২৩	১৪	০
১৯১১-১৯১২	১	৪.১৫৬	১	৩.৯৩৭	১৯১২	১৫	০	০	১৫	০	০	২৪	০	০	২৩	১৪	০
১৯১২-১৯১৩	১	৪.১৫৬	১	৩.৯৭০	১৯১৩	১৫	০	০	১৫	০	০	২৪	০	৩		—	
১৯১৩-১৯১৪	১	৪.১৫৬	১	৩.৯৩৭	১৯১৪	১৫	১৪	০	১৫	২	০	২৬	১০	০	২৩	১৫	৬
১৯১৪-১৯১৫	১	৪.০৯৪	১	৩.৯৩৭	১৯১৫	১৫	১৩	৬	১৫	৫	০	২৫	১৪	০	২৪	৮	০

যদিও বিনিময় মানে বাণিজ্যের উন্নতি ও সরকারি অর্থের প্লবতায় আনুকুল্যের সঙ্গে প্রভাবিত হয়েছিল, তবু চেম্বারলেইন কমিশন ঐরকম বক্তব্যের ভিত্তিতে ব্যাপারটি অনুসন্ধান করার কথা গ্রাহ্যই করে নি। প্রধান যে ভিত্তির ওপরে তারা নির্ভর করেছিল, সেটা হল মুদ্রা-ব্যবস্থা সোনার সঙ্গে টাকার বিনিময় মূল্য একটা স্থির সমতা বজায় রাখতে সক্ষম।[১] বিনিময় মানের স্বপক্ষে কমিশন যা দাবি করেছে, এবার সেটা পরীক্ষা করা উচিত। এই প্রশ্নের সরলীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সারণি ২৮-এ দেওয়া হল (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায়)। এই মুহূর্তের জন্য আমরা যদি ধরে নিই যে কমিশনের নির্ণায়িত বিচার নীতি সঠিক, তাহলে সারণি ২৮-এর তথ্য দেখে এটা কি বলা যায় যে, টাকা তার স্বর্ণমূল্য বজায় রেখেছে? এই ব্যবস্থা প্রশ্নাতীত সার্থকতা পেয়েছে—এই বক্তব্য রাখা, এমনকি কমিশনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বললেও, হঠকারিতা না হোক্ অতি বিশ্বাসী বক্তব্য হবে।

জুন ১৮৯৩ এবং জানুয়ারি ১৯১৭ এই সময়কালে সোনার নিরিখে টাকার হার ছিল ১ টাকা সমান শুদ্ধ সোনার ৭.৫৩৩৪৪ ট্রয় গ্রেইনস্। এই হারে, এক ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার মূল্য হওয়া উচিত ১৫ টাকার সমান, সোনার টাঁকশাল মূল্য হওয়া উটিত ২৩ টাকা-১৪ আনা-৪পাই প্রতি তোলা (অর্থাৎ ১৮০ গ্রেইন) কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত ১০০ মানের সোনার বার এবং লন্ডনের ওপর বিনিময় হার হওয়া উচিত ১ শিলিং-৪পেন্স, এবং ওঠানামা করা উচিত ১ শিলিং-৪.১২৫ (পেন্স এর মধ্যে) সোনার আমদানির ক্ষেত্রে এবং ১ শিলিং-৩.৯০৬ পেন্স সোনা রপ্তানির ক্ষেত্রে।

সোনার নিরিখে মূল্যের ভিত্তিতে টাকার স্থায়িত্বের বিষয়ে সাধারণ নিরীক্ষায় দেখা যাবে যে, টাঁকশাল বন্ধের তারিখ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত টাকা সম-মানের তুলনায় অনেক নিচে ছিল। বিনিময় অথবা স্বর্ণমূল্য অথবা ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার নিরিখে পরিমাপণ করলে, টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছিল ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে। অবমূল্যায়ন এতবেশি ছিল, যে অসুবিধের সম্মুখীন সরকার হয়েছিল সেটা টাকার মূল্য সোনার সঙ্গে স্থির না থাকার সময়ের অসুবিধার চর্তুগুন। অভ্যন্তরীণ কোষাগারকে অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য 'কাউন্সিল বিল' বিক্রয় করার মতো প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।[২] ভারত-সচিব এক বিব্রতকর অবস্থায় পড়ল। সমহারের নিম্নমূল্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়ার অর্থ হবে বিনিময় দৃঢ়ভিত্তিক করবার প্রস্তাবের পরাজয়ের পথ নিন্দাজনক ভাবে খুলে দেওয়ার সামিল।

---

১. প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা : ১৮ এবং ২০।

২. প্রতিবেদন, কমন্স দলিল, ৭, ১৮৯৪সাল, ইস্ট ইণ্ডিয়া (মুদ্রা এবং সেল অব্ বিলস)।

বাজার দরে বিক্রয় করতে অস্বীকার করার অর্থ হল কোষাগার শুষ্ক হয়ে যাওয়ার বিপদ। ভারত সরকার প্রস্তাব দিল যে সচিব একটা ন্যূনতম হার অথবা উর্দ্ধতম মূল্য জানিয়ে দিক সে সব বিল বা হুণ্ডির ক্ষেত্রে যা বাজারে পাঠানো হবে। ভারত-সচিব দুটোর একটিতেও রাজি হলেন না, কিন্তু টাকা তোলা হ্রাস করতে রাজি হলেন, যাতে অযথা বিনিময় হার অবনত না হয়। টাঁকশাল বন্ধের পর প্রথম আর্থিক বছরে ভারত-সচিবের টাকা তোলা নথি অনুযায়ী সব থেকে কম হয়েছিল—

সারণি ২৯

কাউন্সিলের টাকা তোলা

টাকা তোলার তারিখ	টাকা তোলার পরিমাণ (£ ১০০০)	টাকা তোলার হার (পেন্স, প্রতি টাকায়)
১৮৯৩ জুন	২,৪৭৮	১৫.০৩৯
জুলাই	২৫	১৫.৯৭৪
অগাস্ট	৭৮	১৫.২৪৩
সেপ্টেম্বর	৭	১৫.৩৫০
অক্টোবর	৫	১৫.৩৩৪
নভেম্বর	৬১৭	১৫.২৫১
ডিসেম্বর	১৪	১৫.২৪২
১৮৯৪ জানুয়ারি	৯৬	১৪.৪০৮
ফেব্রুয়ারি	১,০২৩	১৩.৭৮৭
মার্চ	১,৯১৫	১৩.৮৭০
এপ্রিল	১,৩৬৮	১৩.৬২৬

টাকা তোলা সংকোচনের মাধ্যমে বিনিময় হারকে হ্রাস হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য প্রয়াস অপ্রশমিত ভালো কিছু নয়, কারণ এর ফলে প্রয়োজন হয়ে পড়ল স্বরাষ্ট্র কোষাগারের প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য স্টার্লিং-এ ঋণ নেওয়া যা যে কোনও ভাবেই খরচ সাপেক্ষ পন্থা।[১] টাকা তুলে প্রদান ১৮৯৩-৯৪ সালে স্বরাষ্ট্র কোষাগারের নীট অর্থ প্রদানের থেকে কম হয়ে গেল £ ৬,৫৮৮,০০০ তে, যা পূরণ করা হয়েছিল স্থায়ী স্টার্লিং ঋণের মাধ্যমে £ ৭,৪৩০,০০০ যোগাড় করে, যার সুদ তখনকার-ই স্বর্ণ প্রদানের অতিরিক্ত ভারি বোঝায় যোগ হল। এই জরিমানা না দিয়ে ভারত-সচিব বাজারে আধিপত্য করার প্রয়াস ত্যাগ করে বাজার অনুসরণ

১. ফাউলার কমিটির কাছে স্যার এইচ. ওয়াটারফিল্ডের সাক্ষ্যদান; প্রশ্ন ৪৩৩২-৩৯

করা শ্রেয় মনে করল। কিন্তু এই চলতে দেওয়ার প্রস্তাব ব্যয়বিহীন ছিল না। বিনিময় হার ১ শিলিং ৪ পেন্সের নিচে পতিত হওয়ায় স্বরাষ্ট্র কোষাগারে প্রদানের বোঝা বেড়ে গেল, এবং সরকারকে বাধ্য করল ইউরোপীয় আধিকারিকদের সামরিক ও অসামরিক যাই হোক না কেন, বিনিময় ক্ষতিপূরণ ভাতা দিতে, যে সাহায্য এতদিন ধরে দেওয়া হয়নি। সম-মান থেকে টাকার মূল্য হ্রাস হওয়ার ফলে সরকারের ব্যয়-ভার বৃদ্ধি পেয়েছে বেশ অনেকটা।[১]

সারণি ৩০

টাকার মূল্যহ্রাস জনিত ক্রয়মূল্য

বৎসর	কাউন্সিল বিল অধোমূল্যে বিক্রয় জনিত ক্ষতি	বিনিময় ক্ষতিপূরণ ভাতা জনিত ক্ষতি	বৃটিশ সৈন্যের বর্দ্ধিত পারিশ্রমিক জনিত ক্ষতি	প্রতিবৎসর মোট ক্ষতি	তিন বৎসরের মোট ক্ষতির পরিমাণ	
					টাকায়	ষ্টার্লিং-এ ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে
১৮৯৪-৯৫	৩,৭৪,১৫,০০০	৭৮,০২,০০০	৩৭,৮৪,০০০	৪,৯০,০১,০০০		
১৮৯৫-৯৬	৩,০৫,৯১,০০০	৮৭,১৮,০০০	৪৯,৩৮,০০০	৪,৪২,৪৭,০০০	১১,৯১,৮৬,০০০	৭,৯৪৫,৭৩৩
১৮৯৬-৯৭	১,৬৬,৪৮,০০০	৪৮,৯৫,০০০	৪৪,২৫,০০০	২,৫৯,৩৮,০০০		

এইরকম অবস্থার মধ্যে টাকার চরম স্থায়িত্বের বিষয়ে সরকারের বিশ্বাস নড়বড়ে হওয়া কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, অক্টোবর ১৮৯৬ এ কাউন্সিলের অর্থ-সম্বন্ধীয় সভ্যরা ব্যক্তিগতভাবে এই উপসংহারে এলেন যে টাকার সঙ্গে সোনার বিনিময় ১৫ পেন্সের জায়গায় ১৬ পেন্স করা স্থায়িত্বের খাতিরে শ্রেয় হবে।[২] এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হল না, কারণ টাকা সোনার সম-মানে পৌঁছনোর ইঙ্গিতে পাওয়া গেল, যেটা হল জানুয়ারি ১৮৯৪ তে, নির্ধারিত সম-মানের হ্রাসের সম্পূর্ণ পাঁচ বৎসর পরে।

জানুয়ারি ১৮৯৮ ও জানুয়ারি ১৯১৭, এই সময় কালের মধ্যে দু'বার টাকার মূল্য স্বর্ণ-সম-মানের নিচে চলে গিয়েছিল। ১৯০৭-০৮ সালে দ্বিতীয়বার এই ঘটনা ঘটল যেখানে বিনিময় মানে টাকার তুল্যতা ভেঙ্গে পড়ল। বাজারে প্রচলিত প্রকৃত বিনিময় হার ছিল নিম্নরূপ—

১.ফাউলার কমিটির কাছে মাননীয় এ, আর্থারের সাক্ষ্যপ্রদান; প্রশ্ন ১৮০৬-৭।

২. দ্রষ্টব্য : শিরাস, 'ইন্ডিয়ান ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং'; পৃষ্ঠা : ১৬৮।

সারণি ৩১

বিনিময় হার, লন্ডনে ভারতের ওপরে ('দি টাইম্‌স' থেকে গৃহীত)

প্রতি টাকা=১শিলিং ৪ পেন্স

	কলকাতার ওপরে		বোম্বোইয়ের ওপরে	
তারিখ	সর্বোচ্চ	সর্ব নিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্ব নিম্ন
১৯০৭				
সেপ্টেম্বর	১ ৪ ১/৩২	১ ৩ ১/৩২	১ ৪ ১/৩২	১ ৩ ৩১/৩২
অক্টোবর	১ ৪ ১/৩২	১ ৩ ৩১/৩২	১ ৪ ১/৩২	১ ৩ ৩১/৩২
নভেম্বর	১ ৪	১ ৩ ২৩/৩২	১ ৩ ৩১/৩২	১ ৩ ২৩/৩২
ডিসেম্বর	১ ৩ ১৫/১৬	১ ৩ ২৭/৩২	১ ৩ ১৫/১৬	১ ৩ ২৭/৩২
১৯০৮				
জানুয়ারি	১ ৩ ১৫/১৬	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ১৫/১৬	১ ৩ ৭/৮
ফেব্রুয়ারি	১ ৩ ৩১/৩২	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ৩১/৩২	১ ৩ ৭/৮
মার্চ	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ২৭/৩২	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ২৭/৩২
এপ্রিল	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ২৭/৩২	১ ৩ ২৭/৩২	১ ৩ ২৭/৩২
মে	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ২৭/৩২	১ ৩ ১৫/১৬	১ ৩ ২৭/৩২
জুন	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ২৭/৩২
জুলাই	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ২৭/৩২	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ২৭/৩২
অগাস্ট	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ২৭/৩২	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ২৭/৩২
সেপ্টেম্বর	১ ৩ ৩১/৩২	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ৩১/৩২	১ ৩ ৭/৮
অক্টোবর	১ ৩ ১৫/১৬	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ১৩/১৬
নভেম্বর	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ৭/৮	১ ৩ ৭/৮
ডিসেম্বর	১ ৩ ১৫/১৬	১ ৩ ২৯/৩২	১ ৩ ৩১/৩২	১ ৩ ৭/৮

এক বছরের সংকটের পর টাকা আবার পুরনো স্বর্ণ-মান পুনরুদ্ধার করল এবং সেই মানে-ই স্থির রইল, কোনও মতেই দৃঢ় ভাবে না হলেও, আরও সাত বছর, এবং ১৯১৪-১৫ সালে আরেকটি পতনের মুখে পড়ল (দ্রষ্টব্য : সারণি ৩২)।

১৯১৬ সালের পর বিনিময় হারের স্থায়িত্ব এক অচিন্তিত দিক থেকে আসা বিপদে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। ভারতীয় বিনিময় মান এই ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল যে রূপার স্বর্ণমূল্য হ্রাস হওয়া নিশ্চিত অথবা এই স্তরে বৃদ্ধি পাবে না যেখানে টাকার বাস্তব মূল্য সাধারণ মূল্যের অধিক হয়।

সারণি ৩২।

বিনিময় হার, লন্ডন কলকাতার ওপরে।
(ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া থেকে গৃহীত)

	১৯১৪		১৯১৫	
মাস	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
জানুয়ারি	—	—	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$
ফেব্রুয়ারি	—	—	১ $৪^{১}/_{৩২}$	১ $৩^{২৯}/_{৩২}$
মার্চ	—	—	১ ৪	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$
এপ্রিল	—	—	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{২৯}/_{৩২}$
মে	১ $৪^{১}/_{৪}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{৭}/_{৮}$
জুন	১ $৩^{৩১}/_{৩২}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{৭}/_{৮}$	১ $৩^{২৭}/_{৩২}$
জুলাই	১ $৩^{৩১}/_{৩২}$	১ $৩^{১৩}/_{১৬}$	১ $৩^{২২}/_{৩২}$	১ $৩^{২৩}/_{৩২}$
অগাস্ট	১ $৩^{৭}/_{৮}$	১ $৩^{১৩}/_{১৬}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{২৭}/_{৩২}$
সেপ্টেম্বর	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{১৩}/_{১৬}$	১ ৪	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$
অক্টোবর	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	—	—
নভেম্বর	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	—	—
ডিসেম্বর	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	১ $৩^{১৫}/_{১৬}$	—	—

রূপার যে মূল্যে টাকার বাস্তবিক মূল্য ও সাধারণ মূল্য সমান হয় তা হল প্রতি আউন্স ৪৩ পেন্স। যতক্ষণ টাকার বাস্তবিক মূল্য সাধারণ মূল্যের নিচে থাকে, অর্থাৎ রূপার মূল্য ৪৩ পেন্সের ওপরে বৃদ্ধি পায় না, ততক্ষণ মুদ্রা হিসাবে টাকার প্রচলনে কোনও বিপদ নেই। রূপার মূল্য এই স্তর থেকে বৃদ্ধি পেলেই টাকা ধাতু গলানো পাত্রে চলে যাবার বিপদ আসন্ন হয়ে পড়ে। এবার, সেপ্টেম্বর ১৯০৪ থেকে ডিসেম্বর ১৯০৭, এই সংক্ষিপ্ত সময়কাল বাদ দিলে রূপার স্বর্ণমূল্য ১৮৭২ থেকে হ্রাস হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। মূল্য হ্রাস এতটা অবিরত ও এতটা অকাট্য ছিল যে, একটা সাধারণ ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য বজায় থাকবে। এই ধারণা অবশ্যই এতটা দৃঢ় ছিল যে, বিনিময় মান প্রণেতারা কখনও ৪৩ পেন্সের বেশি রূপার মূল্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা হিসাবে নেয় নি। এর আশঙ্কা এতটাই কম ছিল যে, ভারতীয় মুদ্রা বিষয়ক একের পর এক কমিটি ও কমিশনের কাছে এই পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষ্যদানের সময় সমালোচনা করেনি। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটতে পারে, এবং ১৯১৬ সালের পর দুর্ভাগ্যবশত যেটা ঘটল, এবং ঘটল অকস্মাৎ

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪ তে লন্ডনে শুদ্ধ মানের রূপার প্রতি আউন্সের দাম ছিল ২৬$^{৫}/_{৮}$ পেন্স। ১৯১৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি এই দাম হ্রাস পেয়ে দাঁড়া২২$^{১১}/_{১৬}$ পেন্স, এবং যদিও ১৯১৬ সালের এক-ই তারিখে এই দাম লাফিয়ে উঠে ২৭ পেন্স হল, তবুও এটা টাকার গলিত মাত্রার নিচে ছিল। শেযোক্ত তারিখের পর এর বৃদ্ধি হল উল্কার মতো। ১৯১৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি মূল্য বেড়ে হল ৩৭$^{৫}/_{৮}$ পেন্স; ১৯১৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি আরও বৃদ্ধি পেয়ে হল ৪৩ পেন্স; ১৯১৯ সালের এক-ই তারিখে হল ৪৮$^{৭}/_{১৬}$ পেন্স এইভাবে টাকার গলিত মাত্রার অনেক ওপরে উঠে গেল। কিন্তু রূপার মূল্য পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ম্লান করে ১৯২০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি প্রতিমানক আউন্স ৮৯$^{১}/_{২}$ পেন্স এর বিশাল দরে পৌঁছুল।

টাকার বাস্তব মূল্য তার সাধারণ মূল্য অতিক্রম করতেই তৎক্ষণাৎ সমস্যার সৃষ্টি হল কিভাবে টাকাকে প্রচলনে রাখা যায়। এই সমস্যার সমাধানে দুটো পথ খোলা ছিল বলে মনে হয়। একটি হল, টাকার শুদ্ধতা কমিয়ে আনা এবং দ্বিতীয়টি হল এর স্বর্ণসমতা বৃদ্ধি করা। অন্য যে সব দেশ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, তারা প্রথম পন্থাই অবলম্বন করেছিল—এই পন্থা ১৯০৪-৭ সালের মধ্যে ফিলিপিনস্, মালাক্কা উপনিবেশ ও মেক্সিকোতে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, যখন রূপার মূল্য এইসব দেশগুলিতে এক-ই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।[১] ভারত-সচিব দ্বিতীয় কার্যধারা প্রয়োগ করল এবং রূপার মূল্যের প্রত্যেক বৃদ্ধির সঙ্গে টাকার সম-মান পরিবর্তন করতে শুরু করল। রূপার মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে টাকার সম-মান পরিবর্তন নিচে দেখানো হল।

তালিকা ৩৩।

টাকার সমমান পরিবর্তনের তারিখ	সম-মানের মাত্রা	
	শিলিং	পেন্স
জানুয়ারি ৩, ১৯১৭	১	৪$^{১}/_{৪}$
অগাস্ট ২৮, ১৯১৭	১	৫
এপ্রিল ১২, ১৯১৮	১	৬
মে ১৩, ১৯১৯	১	৮

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

১. দ্রষ্টব্য : ই. ডব্লু. কেমেরার, 'মডার্ন কারেন্সি রিফর্ম' ১৯১৬; পৃষ্ঠা : ৩৪৯-৫৪, ৪৪৫-৪৯ ও ৫৩৬-৪৭।

অগাস্ট	১২,	১৯১৯	১	১০
সেপ্টেম্বর	১৫,	১৯১৯	২	০
নভেম্বর	২২,	১৯১৯	২	২
ডিসেম্বর	১২,	১৯১৯	২	৪

এইভাবে টানা দুবছর টাকার সম-মান নিয়ে খেলবার পর, যেন এই পরিবর্তনে কোনও সামাজিক প্রতিফলন নেই এভাবে ভারত-সচিব ১৯১৯ সালের ৩০শে মে বেরিংটন স্মিথের সভাপতিত্বে একটি নতুন মুদ্রা কমিটি গঠন করেন, 'স্থায়ী স্বর্ণবিনিময় মান নিশ্চিত' করবার জন্য পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করতে। অর্ধ-বৎসরের গভীর চিন্তার পর কমিটির গরিষ্ঠাংশ এই মর্মে রিপোর্ট পেশ করলেন যে[১],

'(১) উদ্দেশ্য হওয়া উচিত টাকার স্থায়িত্ব পুনর্স্থাপন করা এবং যথা শীঘ্র সম্ভব, মুদ্রা ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় কার্যধারা পুনর্স্থাপন করা।'

'(২) স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সোনার সঙ্গে, স্টার্লিং-এর সঙ্গে নয়।'

'(৩) টাকার স্বর্ণ সম-মূল্য যথেষ্ট বেশি হওয়া উচিত যাতে যতটা সম্ভব আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, টাকা বর্তমান ওজন ও শুদ্ধতা বজায় রেখে, প্রতীক মুদ্রা হিসাবেই থাকবে, অর্থাৎ এর রূপার ধাতুমূল্য কখনও বিনিময় মূল্যকে ছাড়িয়ে যাবে না।'

'সযত্নে পর্যালোচনার পর'' (কমিটি বলেছিলেন) 'আমরা সকলে একমত (আমাদের একজন সদস্য বাদে যিনি অন্য একটি প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেছেন) এই সুপারিশ করতে যে টাকা এবং সোনার মধ্যে স্থির সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত প্রতি টাকা ১১.৩০০১৬ রতি শুদ্ধ সোনা হারে, বিদেশি মুদ্রা এবং আভ্যন্তরীণ প্রচলন, দুটি ক্ষেত্রেই।' অর্থাৎ টাকা হবে ২ শিলিং (সোনা)-এর সমান।

'মাইনোরিটি প্রতিবেদন' যা, নিম্ন বিনিময়ের উদ্দীপনা ও উচ্চ বিনিময়ের জরিমানা বিষয়ক পুরনো দাবি বারংবার উল্লেখ করে, প্রতি পনেরো টাকা সমান এক ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা অথবা ১১৩.০০১৬ ট্রয় গ্রেইনস্ শুদ্ধ সোনার পুরানো হার বজায় রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প রইল, এবং যতক্ষণ নিউ ইয়র্কে রূপার মূল্য ৯২ সেন্টের বেশি, ততক্ষণ পুরানো টাকার তুলনায় কম শুদ্ধ দু'টাকার রূপার মুদ্রা প্রচলনের সুপারিশ করল।[২]

১. দ্রষ্টব্য : রিপোর্ট, পি. পি. কোড ৫২৭, ১৯২০ সাল; অনুচ্ছেদ ৫৯।

২. প্রতিবেদন : পৃষ্ঠা : ৪১।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২০ সালের ঘোষণায় কমিটির গরিষ্ঠদের সুপারিশ ভারত-সচিব ও ভারত সরকার গ্রহণ করল, যা ৭.৫৩৩৪৪ গ্রেইনস্ প্রতি টাকার পুরানো সমতা পরিত্যাগ করে ১১,৩১৬ ট্রয় গ্রেইনস্ নতুন সমতা গ্রহণ করল। এবার টাকা কি সোনার সঙ্গে নতুন সমতা বজায় রেখেছে?

এর সত্যতা নিরূপণের জন্য লন্ডনের ওপর বিনিময় উদ্ধৃতিমূল্য কোনও সহায়ক নয়, কারণ টাকার মূল্য ২ শিলিং সোনা, ২ শিলিং স্টার্লিং নয়। যদি সোনা এবং স্টার্লিং এক হত, তাহলে ব্যাপার হত অন্যরকম। কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রায় অপরিবর্তনযোগ্য টাকা প্রচলনের জন্য সোনার নিরিখে পাউন্ড স্টার্লিং-এর অবচয় ঘটেছিল। এই রকম মুদ্রার নিদর্শন হল আমেরিকান ডলার, এবং সেইজন্য নিউ ইয়র্কের বিনিময় উদ্ধৃতিমূল্য টাকার স্বর্ণমূল্য পরিমাপে আরও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্যকারী লন্ডনের স্টার্লিং উদ্ধৃতিমূল্যের তুলনায়। আমরা টাকা-স্টার্লিং এর প্রকৃত উদ্ধৃতিমূল্যকে পরিমাপ হিসাবে প্রয়োগ করতে পারি কত পরিমাণ স্টার্লিং আমরা টাকা দিয়ে ক্রয় করতে পারতাম ১১,৩০০১৬ গ্রেইনস্ শুদ্ধ সোনা হারে, তার সঙ্গে নিউইয়র্ক এবং লন্ডনের ভেতরে বিনিময় হার ছেদ দিয়ে পরিশুদ্ধন করে নিয়ে।[১]

বিনিময় সমমানের সঙ্গে তুলনা করলে, প্রকৃত বিনিময়, নিউইয়র্কের হোক অথবা লন্ডনের, টাকার হ্রাস নির্দেশ করে, যা সাধারণভাবে বলতে গেলে টলমল করে এগোচ্ছে, (দ্রষ্টব্য : সারণি ৩৪)।

টাকার বহির্দেশীয় স্বর্ণমূল্য এর সঙ্গে বৃটিশ স্বর্ণমুদ্রা অথবা সোনার বাটের নিরিখে আভ্যন্তরীণ মূল্য তুলনামূলক বিচার করা যাক, (দ্রষ্টব্য : সারণি ৩৫)।

তালিকা দুটির কোনও টীকা বা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন নেই। টাকা ২ শিলিং (সোনা)-এর থেকে দূরে শুধুমাত্র যে নেই তা নয়, এমনকি ১ শিলিং ৪ পেন্স (স্টার্লিং)-এর কাছাকাছিও নেই।

---

* ১. গণনার সূত্র নিম্নরূপ—

যদি 'ক' পেন্স = ১ টাকা

= ১১.৩০০১৬ গ্রেইনস্ শুদ্ধ সোনা

২৩.২২ রতি গ্রেইনস্ সোনা = ১ডলার

'খ' ডলার = ১ পাউন্ড স্টার্লিং

= ২৪০ পেন্স।

$$\text{সুতরাং ক} = \frac{১১.৩০০১৬ \times ২৪০}{২৩,২২ \times \text{খ}} = \frac{১১,৬৪০}{\text{খ}} \text{ পেন্স}$$

দ্রষ্টব্য : রাশফোর্থ, এফ্. ভি : দি ইন্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্রবলেম', ১৯২১ পৃষ্ঠা : ৯।

সারণি XXXIV

টাকার প্রকৃত স্বর্ণমূল্য এবং বিদেশি মুদ্রার সঙ্গে নতুন সমমান

মাসের মাঝামাঝি	নিউইয়র্ক বোম্বাইয়ের ওপরে (সেন্টে)						বোম্বাইয়ের লন্ডনের ওপরে (শিলিং পেন্স)					
	১৯২০		১৯২১		১৯২২		১৯২০		১৯২১		১৯২২	
	সমমান হার	প্রকৃত হার	সমমান হার	প্রকৃত হার	সমমান হার	প্রকৃত হার	সমমান হার	প্রকৃত হার	সমমান হার	প্রকৃত হার	সমমান হার	প্রকৃত হার
জানুয়ারি	০.৪৮৬৬	০.৪৪০০	০.৪৮৬৬	০.২৯২৫	০.৪৮৬৬	০.২৮০০	২ ৭ ১/২	২ ৩ ৫/৮	২ ৭ ৫/১৬	১ ৫ ৫/৮	২ ৩ ৫/৮	১ ৩ ১৩/১৬
ফেব্রুয়ারি	০.৪৮৬৬	০.৪৮৫০	০.৪৮৬৬	০.২৮০০	০.৪৮৬৬	০.২৮৪৫	২ ১০ ১১/৩২	২ ৯ ১/৮	২ ৫ ১৩/১৬	১ ৪ ১/৮	২ ২ ৭/৩২	১ ৩ ৯/১৬
মার্চ	০.৪৮৬৬	০.৪৮৫০	০.৪৮৬৬	০.২৬২৫	০.৪৮৬৬	০.২৭৮৭	২ ৭ ২৯/৩২	২ ৫ ৩/৪	২ ৫ ৩১/৩২	১ ৩ ১/৪	২ ২ ২৯/৩২	১ ৩ ৫/১৬
এপ্রিল	০.৪৮৬৬	০.৪৭৭৫	০.৪৮৬৬	০.২৬২৫	০.৪৮৬৬	০.২৭৮৫	২ ৫ ৭/১৬	২ ৩ ৩/৪	২ ৫ ১৩/১৬	১ ৩ ৫/৮	২ ২ ১/২	১ ৩ ১/৮
মে	০.৪৮৬৬	০.৪৩২৫	০.৪৮৬৬	০.২৬৭৫	০.৪৮৬৬	০.২৯৩০	২ ৬ ১৯/৩২	২ ২ ১/৮	২ ৫ ৭/৩২	১ ৩ ১/২	২ ২ ১/৪	১ ৩ ৯/১৬
জুন	০.৪৮৬৬	০.৪১২৫	০.৪৮৬৬	০.২৫২৫	০.৪৮৬৬	০.২৯০০	২ ৫ ৩১/৩২	১ ১০ ১৩/১৬	২ ৬ ২৯/৩২	১ ৩ ৩/৮	২ ২ ১/৮	১ ৩ ১৯/৩২
জুলাই	০.৪৮৬৬	০.৩৯০০	০.৪৮৬৬	০.২৪০০	০.৪৮৬৬	০.২৯০০	২ ৫ ৩১/৩২	১ ৮ ১/১৬	২ ৮ ৯/৩২	১ ৩ ১/৪	২ ২ ৫/৮	১ ৩ ৫/৮
অগাস্ট	০.৪৮৬৬	০.৩৬৫০	০.৪৮৬৬	০.২৪৭৫	০.৪৮৬৬	০.২৯১৬	২ ৮ ৯/৩২	১ ১০ ১/১৬	২ ৭ ২২/৩২	১ ৪ ৩/৪	২ ২ ৩/১৬	১ ৩ ১৯/৩২
সেপ্টেম্বর	০.৪৮৬৬	০.৩৩২৫	০.৪৮৬৬	০.২৬৭৫	০.৪৮৬৬	০.২৮৭৫	২ ৯ ৯/১৬	১ ১০ ১/১৬	২ ৭ ১৫/৩২	১ ৫ ১/১৬	২ ২ ৬/১৬	১ ৩ ৯/১৬
অক্টোবর	০.৪৮৬৬	০.৩০২৫	০.৪৮৬৬	০.২৮২৫	০.৪৮৬৬	—	২ ৯ ২১/৩২	১ ৭ ৩/৪	২ ৬ ১/৩২	১ ৫ ৭/১৬	—	—
নভেম্বর	০.৪৮৬৬	০.৩০২৫	০.৪৮৬৬	০.২৬৯৫	০.৪৮৬৬	—	২ ১০ ৯/১৬	১ ৭ ১/৮	২ ৫ ১৬/৩২	১ ৪ ১/৮	—	—
ডিসেম্বর	০.৪৮৬৬	০.২৬৫০	০.৪৮৬৬	০.২৭৭৫	০.৪৮৬৬	—	২ ৯ ৯/১৬	১ ৫ ১/৪	২ ৪	১ ৩ ৭/৮	—	—

সারণি XXXV

টাকার স্বর্ণমূল্য এবং ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ও সোনার মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সমমান

মাস	১৯২০		১৯২১		১৯২২	
	ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার মূল্য, সমমান ১০ টাকা=১ স্বর্ণমুদ্রা	১০০ টাকা প্রতি তোলা সোনার বারের মূল্য, সমমান টা ১৫-১৪-১০=১ তোলা	ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার মূল্য, সমমান ১০ টাকা=১ স্বর্ণমুদ্রা	১০০ টাকা প্রতি তোলা সোনার বারের মূল্য, সমমান টা ১৫-১৪-১০=১ তোলা	ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার মূল্য, সমমান ১০ টাকা=১ স্বর্ণমুদ্রা	১০০ টাকা প্রতি তোলা সোনার বারের মূল্য সমমান টা ১৫-১৪-১০=১ তোলা
	টা-আনা-পাই	টা-আনা-পাই	টা-আনা-পাই	টা-আনা-পাই	টা-আনা-পাই	টা-আনা-পাই
জানুয়ারি	নামমাত্র	২৮ ০ ০	নামমাত্র	সরকারি পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশিত হয়নি।	১৭ ১৪ ০	সরকারি পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশিত হয়নি।
ফেব্রুয়ারি	”	২২ ০ ০	”		১৭ ১৪ ০	
মার্চ	”	২৪ ০ ০	”		১৭ ১৪ ০	
এপ্রিল	”	২৪ ৮ ০	১৮ ১২ ০		—	
মে	”	২২ ১২ ০	১৯ ০ ০		—	
জুন	”	২২ ৪ ০	১৯ ১২ ০		—	
জুলাই	”	২৩ ০ ০	২০ ৯ ০		—	
অগাস্ট	”	২১ ৮ ০	২০ ৯ ০		—	
সেপ্টেম্বর	”	২৫ ৪ ০	১৯ ২ ০		—	
অক্টোবর	”	২৭ ৬ ০	১৮ ১৪ ০		—	
নভেম্বর	”	২৮ ১০ ০	১৮ ৮ ০		—	
ডিসেম্বর	”	২৭ ১২ ৩	১৮ ৬ ০		—	

এইসব তথ্য বিনিময় মানের নিষ্কলঙ্কতার অবিসংবাদী প্রমাণ দেয় না কি? কেমন করে একটি ব্যবস্থাকে, যা সোনার নিরিখে নিজের মূল্য বজায় রাখতে পারে না, যেটা তার করবার কথা, দৃঢ় মুদ্রা ব্যবস্থা বলা যায়? একটি ব্যবস্থার কৌশলগত পদ্ধতিতে কোথাও কোও দুর্বলতা নিশ্চয়-ই আছে যার জন্য প্রায়-ই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছিল অথবা বলতে গেলে ১৮৯৩ সালে সম-মানের নিচে ছিল, এবং ১৯০০ সাল পর্যন্ত সমতার কোনও দৃঢ়তায় পৌঁছুতে পারে নি। সাত বছরের বিরতির পর ১৯০৭ সালে টাকা আবার সম-মানের নিচে চলে যায়। ১৯১৪ সালে টাকার আরেকটি মূল্য হ্রাস প্রত্যক্ষ করল। ১৯১৭ সাল থেকে উল্কার মত মূল্য বৃদ্ধি এবং ১৯২০ সালের পর আবার পতন। এইরকম বিচিত্র চরিত্রে স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন আসে। এই সব অবস্থায় টাকা কেন স্বর্ণ-সম-মান বজায় রাখতে পারল না? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর থেকেই বিনিময় মানের দুর্বলতাগুলি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

টাকার মূল্য হ্রাসের যথেষ্ট কারণ হিসাবে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল, টাকা তার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত উক্তি যে, একটি মুদ্রা বা কোনও একক হিসাবে খাত মূল্যায়িত হবে আরেকটি মুদ্রা বা একক হিসাবে খাতের নিরিখে কতটা তার মূল্যায়ন সেই অনুপাতে, অর্থাৎ বস্তু যা ক্রয় করতে পারবে। একটি বাস্তব উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায়, ইংরেজ বা অন্যরা ভারতীয় টাকার মূল্যায়ন করবে ততটাই, যতটা ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে পারে। অন্যদিকে, ভারতীয়রা ব্রিটিশ পাউন্ড (এবং সেই ব্যাপারে অন্যান্য হিসাব খাত) মূল্যায়ন করে ততটাই, যতটা সেই পাউন্ড ইংরেজ বস্তু ক্রয় করতে পারে। যদি ভারতের টাকার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ ভারতীয় মূল্যস্তর হ্রাস পায়) যখন পাউন্ডের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায় অথবা এক-ই থাকে অথবা অপেক্ষাকৃত কম দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ ইংরেজ মূল্যস্তরের বৃদ্ধি আপেক্ষিক ভাবে ভারতীয় মূল্যস্তরের থেকে বেশি)। পাউন্ডের পরিবর্তে কম টাকা পাওয়া যাবে, অর্থাৎ পাউন্ডের নিরিখে টাকার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, যদি ভারতীয় টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় (অর্থাৎ ভারতীয় মূল্যস্তরের বৃদ্ধি পায়) যখন পাউন্ডের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অথবা এক-ই রকম থাকছে অথবা কম দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে (অর্থাৎ ব্রিটিশ মূল্যস্তর হ্রাস পাচ্ছে আপেক্ষিকভাবে ভারতীয় মূল্যস্তরের তুলনায়), পাউন্ডের পরিবর্তে তখন আরও বেশি টাকা পাওয়া যাবে, অর্থাৎ পাউন্ডের নিরিখে টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস পাবে।

এই সূত্রের ভিত্তিতে ভারতীয় বিনিময়ের হ্রাস বিষয়ক প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ভারতীয় মূল্যস্তরের গতি-প্রকৃতিতে। পাছে এই উক্তির বৈধতা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে, আমরা হ্রাসের প্রত্যেকটি সময় নিয়ে দেখতে চেষ্টা করি এই হ্রাস এবং টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস সান্নিপাতিক ছিল কি না।[১]

সারণি ৩৬

সময়কাল ১, ১৮৯০-৯৯

বছর	প্রচলিত মুদ্রা টাকা + নোট		ভারতে মূল্যের সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে মূল্যের সূচক সংখ্যা
	মোট কোটি টাকায়	সূচক সংখ্যা ১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৮৯০	১২০	৯২	১১৩	১০৪
১৮৯১	১৩১	১০০	১০৬	১০৫
১৮৯২	১৪১	১০৮	১০০	৯৯
১৮৯৩	১৩২	১০১	৯৬	৯৯
১৮৯৪	১২৯	৯৯	৮৫	৯৩
১৮৯৫	১৩২	১০১	৮৯	৯০
১৮৯৬	১২৭	৯৭	৯৯	৮৯
১৮৯৭	১২৫	৯৬	১২০	৯০
১৮৯৮	১২২	৯৩	১০৯	৯১
১৮৯৯	১৩১	১০০	১০৮	৯৪

১. নিম্নের তালিকার তথ্য, যদি না অন্যত্র ভিন্ন কিছু অন্য তথ্য বলা হয়ে থাকে, ১৯১৪ সালের কলকাতার মূল্য অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত।

সারণি ৩৭

সময়কাল ২, ১৯০০-১৯০৮

বছর	প্রচলিত মুদ্রা টাকা + কাগুজে মুদ্রা		ভারতে মূল্যের সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে মূল্যের সূচক সংখ্যা
	মোট কোটি টাকায়	সূচক সংখ্যা ১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯০০	১৩৪	১০৩	১২৬	১০৩
১৯০১	১৫০	১১৫	১২০	৯৮
১৯০২	১৪৩	১০৯	১১৫	৯৬
১৯০৩	১৪৭	১১৩	১১১	৯৭
১৯০৪	১৫২	১১৬	১১০	১০০
১৯০৫	১৬৪	১২৬	১২০	১০০
১৯০৬	১৮৫	১৪২	১৩৪	১০৭
১৯০৭	১৯০	১৪৫	১৩৮	১১৩
১৯০৮	১৯১	১৩৯	১৪৭	১০৪

সারণি ৩৮

সময়কাল ৩, ১৯০৯-১৯১৪*

বছর	প্রচলিত মুদ্রা টাকা + কাগুজে মুদ্রা		ভারতে মূল্যের সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে মূল্যের সূচক সংখ্যা
	মোট কোটি টাকায়	সূচক সংখ্যা ১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯০৯	১৯৮	১৫২	১৩৮	১০৫
১৯১০	১৯৯	১৫২	১৩৭	১১০
১৯১১	২০৯	১৬০	১৩৯	১১৪
১৯১২	২১৪	১৬৪	১৪৭	১১৭
১৯১৩	২৩৮	১৮২	১৫২	১২৪
১৯১৪	২৩৭	১৮২	১৫৬	১২৪

*১৯১৩ ও ১৯১৪ সালের তথ্য মি: শিরাস্-এর 'ইন্ডিয়ান ফাইনান্স অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং' এর পরিশিষ্ট উল্লিখিত। তৃতীয় পংক্তির সংখ্যা তাঁর দেওয়া তথ্য থেকে গণনা করা হয়েছে।

সারণি ৩৯
সময়কাল ৪, ১৯১৫-২১*

	প্রচলিত মুদ্রা টাকা + কাগুজে মুদ্রা		ভারতে মূল্যের সূচক সংখ্যা	ইংল্যান্ডে মূল্যের সূচক সংখ্যা
বছর	মোট কোটি টাকায়	সূচক সংখ্যা ১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০	১৮৯০-৯৪=১০০
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯১৫	২৬৬	১০৪	১১২	১২৭.১
১৯১৬	২৯৭	১১৬	১২৫	১৫৯.৫
১৯১৭	৩৩৮	১৩২	১৪২	২০৬.১
১৯১৮	৪০৭	১৫৫	১৭৮	২২৬.৫
১৯১৯	৪৬৩	১৮০	২০০	২৪১.৯
১৯২০	৪১১	১৬০	২০৯	২৯৫.৩
১৯২১	৩৯৩	১১৪	১৮৩	১৮২.৪

এই সব সারণি এই বক্তব্য রাখে কি রাখে না যে, টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাস টাকার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের সান্নিপাতিক? টাকার স্বর্ণমূল্যের হ্রাস যখন ঘটে তখন তার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা কত ছিল? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি ওপরের সারণিগুলির সম্যক পরীক্ষা করি, তাহলে এই বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ-ই থাকে না। সারণিগুলি থেকে লক্ষ্যণীয় যে ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৮ এর মধ্যে টাকার স্বর্ণমূল্যের উন্নতি হয়েছিল কারণ এর সাধারণ ক্রয় ক্ষমতার অবিচল এবং অবিরাম উন্নতি হয়েছিল। আবার, পরবর্তী সময়ে যখন বিনিময় হ্রাস পায়, যেটা ঘটেছিল ১৯০৮, ১৯১৪ ও ১৯২০ সালে, এটা দেখা যাবে যে ঐ বছরগুলিতে ভারতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি শিখরে পৌঁছেছিল। অন্য কথায়, ঐ বছরগুলিতে টাকার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতার সর্বাধিক অবমূল্যায়ন হয়েছিল। প্রয়োজনে, আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যাবে এই বক্তব্যে যে, টাকার বিনিময় মূল্য পরিশেষে সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, যা টাকা-স্টার্লিং এর ১৯২০ থেকে বিনিময় হারের ওঠানামায় নির্ভরশীল। (দ্রষ্টব্য : সারণি ৪০)।

*মূল্যের সূচক সংখ্যা সংগৃহীত হয়েছে ১৯১৩-১৯২১ সালের জাতিসঙ্ঘের মুদ্রা বিষয়ক স্মারকলিপি থেকে, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২২), সারণি ৮।

প্রচলনের তথ্য নেওয়া হয়েছে এইচ. এস. জেভনস্-এর বিনিময় এবং 'দি ফিউচার অব্ এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি' ১৯২২: পৃষ্ঠা : ৪৪ থেকে। সূচক সংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

সারণি ৪০।।

	ভারতে টাকার মূল্য ১৯১৩ =১০০ বছর	ইংল্যান্ডে স্টার্লিং-এর মূল্য (পরিসংখ্যান) ১৯১৩ = ১০০	বিনিময়ের গড় হার, লন্ডন কলকাতার ওপর	টাকা-স্টার্লিং এর ক্রয় ক্ষমতার সমতা ১৬ পেন্স X $\frac{\text{পংক্তি ৩}}{\text{পংক্তি ২}}$
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৯২০ জানুয়ারি	২০২	২৮৯	২৭.৮১	২২.৮৯
ফেব্রুয়ারি	২০৩	৩০৬	৩২.০৫	২৪.১২
মার্চ	১৯৪	৩০১	২৯.৬৬	২৫.৪০
এপ্রিল	১৯৩	৩০০	২৭.৮৮	২৫.৯৫
মে	১৯০	২৯৮	২৫.৯১	২৫.৭৭
জুন	১৯২	২৯৩	২৩.৬৩	২৫.০৮
জুলাই	১৯৬	২৮২	২২.৬৩	২৪.৪৯
অগাস্ট	১৯৩	২৬৩	২২.৭৫	২৪.৭০
সেপ্টেম্বর	১৮৮	২৪৪	২২.৩১	২৪.৯৪
অক্টোবর	১৮৮	২৩২	১৯.৮৮	২৪.০০
নভেম্বর	১৮৬	২১৫	১৯.৬৯	২২.৬২
ডিসেম্বর	১৭৯	২০৯	১৭.৪৪	২১.৮১
১৯২১ জানুয়ারি	১৬৯	২০০	১৭.৬৬	২১.৯৬
ফেব্রুয়ারি	১৬৪	১৯১	১৬.৩১	২০.৯৮
মার্চ	১৬২	১৮৩	১৫.৫৩	২০.৪০
এপ্রিল	১৬৩	১৮৬	১৫.৭৫	১৯.৬৩
মে	১৭০	১৮২	১৫.৪৪	১৭.৯৮
জুন	১৭২	১৭৬	১৫.৫৩	১৭.১৪
জুলাই	১৭১	১৬৩	১৫.৩৮	১৭.৪০
অগাস্ট	১৭৮	১৬১	১৬.২৫	১৬.৩৬
সেপ্টেম্বর	১৭৮	১৫৭	১৭.২২	১৫.৮২

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

	অক্টোবর	১৭৮	১৫৬	১৭.০২	১৪.৬৫
	নভেম্বর	১৭৩	১৬১	১৬.২৫	১৪.৮৯
	ডিসেম্বর	১৬৯	১৫৭	১৫.৯৪	১৪.৮৬
১৯২২	জানুয়ারি	১৬২	১৫৬	১৫.৮৮	১৫.৪১
	ফেব্রুয়ারি	১৫৯	১৫৬	১৫.৫৯	১৬.৭০
	মার্চ	১৬০	১৫৭	১৫.৩৪	১৫.৭০
	এপ্রিল	১৬০	১৫৯	১৫.১৯	১৫.৯০
	মে	১৬২	১৫৯	১৫.৫৯	১৫.৭০
	জুন	১৬৯	১৬০	১৫.৬৩	১৫.১৪
	জুলাই	১৭০	১৫৮	১৫.৬৯	১৪.৮৭
	অগাস্ট	১৬৬	১৫৩	১৫.৬৬	১৪.৭৪

যদিও এইসব সময়কালীন স্বর্ণমূল্য হ্রাসের (অথবা যাকে বলা হয় বিনিময় হ্রাস) কারণের সাক্ষ্যের এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিসংখ্যান দ্বারা সমর্থিত, কিন্তু ভারত সরকার এক-ই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না। সরকারী ব্যাখ্যা হল টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাসের কারণ হল প্রতিকূল বাণিজ্যিক-উদ্বৃত্ত। এক-ই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন বিনিময় মানের নাস্তি সমর্থকরা, যেমন মিঃ কেইন্স[১] ও মিঃ শিরাস্।[২]

নিঃসন্দেহে, এইরকম ধরনের যুক্তি ১৯২০ সালের মুদ্রাব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য দায়ী। টাকার বিনিময় মূল্যের বৃদ্ধির কার্যপ্রণালীর অন্য আর কিভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব? ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থার বিষয়ে স্মিথ কমিটি[৩] এবং ভারত সরকার[৪] দুই-ই এই বাস্তবতায় অবহিত যে, টাকার বিশাল অবচয় ঘটেছে, যার সাক্ষ্য দেয় ভারতের মূল্য বৃদ্ধি।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, টাকার স্বর্ণমূল্য ২ শিলিং, সোনায় বৃদ্ধি করার কথার, কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে টাকার ১ শিলিং ৪ পেন্স স্টার্লিং ক্রয় করবার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। ভারতীয় বিনিময়কে দৃঢ় করবার হালকা আলোচনায় কমিটি গা ভাসাল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে টাকাকে সোনার সঙ্গে সম্পর্কিত

১. পূর্বে উল্লিখিত; পৃষ্ঠা : ১৬।

২. পূর্বে উল্লিখিত; পৃষ্ঠা : ৪।

৩. দ্রষ্টব্য : প্রতিবেদন; পৃষ্ঠা : ১৯-২১।

৪. ভারতীয় মূল্যের ওঠানামার ওপরে সরকারের স্মারকলিপি। ১৯১৯ সালের মুদ্রা কমিটির প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট।

করতে কমিটির জোর দেওয়াকে কিছুটা হাস্যোদ্দীপক বলে মনে করা যায়। অধ্যাপক মার্শালের ভাষায় বলতে গেলে, দৃঢ়বদ্ধ বিনিময়, পৃথিবীর বিভিন্ন গেজের রেল লাইনগুলিকে মেইন লাইনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করার মতোই। দৃঢ়বদ্ধ বিনিময়-এর কাছ থেকে যদি আশা করা হয়, তাহলে টাকাকে সোনার সঙ্গে সম্পর্কিত করবার কি প্রয়োজন, যেখানে সোনা আর "মেইন লাইন" নয়? জনসাধারণ যা চেয়েছিল, তা হল যে মানের ভিত্তিতে মূল্য পরিমাপ করা হয়,তার নিরিখে বিনিময়ের দৃঢ়তা। সোনার সঙ্গে সম্পর্কিত করার প্রতিফল হল স্টার্লিং এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা, এবং এই ব্যাপারে স্টার্লিং-ই জরুরি, সোনার কিছু যায় আসে না। সোনা অপেক্ষা স্টার্লিং এর প্রয়োজনীয়তা বেশি ধরে নিলে, বিনিময় দৃঢ়বদ্ধ করবার কোনও কার্যধারা কি চাওয়া হয়েছিল? প্রথমত, এটা বুঝা উচিত ছিল যে, এই কার্যধারা সফল হতে পারে যদি স্টার্লিং ও টাকার মূল্য সঙ্গতি রেখে ওঠানামা করা সম্ভব হয়, কারণ একমাত্র সেটা হলেই দু'টির মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তনের হার এক-ই থাকবে। স্টার্লিং-এর ওপরে ভারত সরকারের কি নিয়ন্ত্রণ আছে? তারা হয়তো টাকাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য, কিন্তু সবকিছু হতাশ করে দিত স্টার্লিং এর প্রতিকূল পরিবর্তন। স্টার্লিং এর সঙ্গে সম্পর্কিত করবার কার্যধারা সার্থক করা খুব-ই অনিশ্চিত হত, যদিও এটি ভীষণভাবে প্রত্যাশিত। কিন্তু এটি কি চাওয়া হয়েছিল?

এবার, দৃঢ়বদ্ধ করবার অসুবিধা হল প্রথমিকভাবে দু'টো মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতা থেকে অস্বাভাবিক বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণ করবার অসুবিধা। ভারতের ক্ষেত্রে টাকা স্টার্লিং এর ক্রয়ক্ষমতার সমতা থেকে অস্বভাবিক বিচ্যুতি ছিল না। আরেক দিক, ভারতীয় বিনিময় এর সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্য রেখে ওঠানামা করছিল। সুতরাং বিনিময় দৃঢ়বদ্ধ করবার কার্যধারার সূত্রপাতের কোনও উপযুক্ত কারণ ছিল না। কিন্তু, ধরা যাক যদি কোনও অস্বাভাবিক বিপথগামিতা থাকত এবং একমাত্র নিজের-ই জানা কোন কারণে কমিটি বিশ্বাস করত যে, টাকার বিনিময় মূল্য সম্ভবত সাধারণ ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে সাযুজ্য কোনও বিন্দুতে পৌছুতে সম্ভবত পারবে না, সেইক্ষেত্রে কমিটি টাকার ক্রয় ক্ষমতার কাছাকাছি কোনও একটা জায়গায় বিনিময় মূল্য বেঁধে দিত। যা হয়েছিল, কমিটি টাকার মূল্য নির্ধারনের সময় ক্রয় ক্ষমতার সমতার এত ওপরে মূল্য বেঁধে ছিল যা টাকা কখনও পৌছায় নি। এটা সুস্পষ্ট যে কমিটি টাকার দৃঢ়বদ্ধতার মত সাধারণ অসুবিধার এমন একটা সমাধান বের করল যে এর ফলে অবপাত অথবা টাকার সম্পূর্ণ মূল্যের বৃদ্ধির মত আরও বড় ধরনের এবং ভিন্ন গোত্রের অসুবিধার সূত্রপাত হল। উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হবে? কমিটি

এই অসুবিধার কথা নিয়ে কখনও ভাবে নি। এবং কেন? রূপার মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল বলে কি? হতে পারে। কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত কি না যে রূপার দাম স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি হতে চলেছে যার জন্য সোনার সমমানের পরিবর্তন—এটি কিন্তু সন্দেহজনক। অনুসন্ধিৎসু যদি কেও রূপার মূল্য বৃদ্ধির অনুসন্ধান করত, তাহলে বুঝতে পারত এই বৃদ্ধির বেশির ভাগটাই ফাটকাজনিত কারণে, যা স্থায়ী হতে পারে না।

সারণি ৪১

স্টার্লিং (পেন্স-এ) রূপার মূল্য[১]

বছর	ঊর্দ্ধতম	নিম্নতম	গড়	পরিবর্তনের পরিসর
১৯১৩	২৯ ৩/৮	২৫ ১৫/২৬	২৭ ৯/১৬	৩ ৭/১৬
১৯১৪	২৭ ৩/৪	২২ ১/৮		
১৯১৫	২৭ ১/৪	২২ ৫/১৬	২৩ ১১/১৬	৪ ১৫/১৬
১৯১৬	৩৭ ১/৮	২৬ ১১/১৬	৩ ১৫/১৬	১০ ৭/১৬
১৯১৭	৫৫	৩৫ ১১/১৬	৪০ ৭/৮	১৯ ১১/১৬
১৯১৮	৪৯ ১/২	৪২ ১/২	৪৭ ৯/১৬	৭
১৯১৯	৭৯ ১/৮	৪৭ ৩/৪	৫৭ ১/১৬	৩১ ৩/৮
১৯২০	৮৯ ১/২	৩৮ ৭/৮	৬১ ৭/১৬	৫০ ৫/৮
১৯২১	৪৩ ৩/৮	৩০ ৫/৮	৩৭	১২ ৩/৪

কিন্তু যদি আমরা ধরে নিই যে রূপার মূল্যবৃদ্ধি ফাটকা জনিত কারণে নয়, এর থেকে কি এটাই দাঁড়ায় যে টাকার উপচয় হয়েছিল? কমিটির নিদান এক গুরুতর ভুল হয়েছিল। কমিটির সামনে যে সব তথ্য রাখা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে এটা বুঝতে পারা সত্যিই কঠিন যে একজন শুধুমাত্র মূল্যের ওঠানামার ব্যাপারে ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে কিভাবে এই উপসংহারে পৌছুতে পারে যে রূপার উপচয় হয়েছিল এবং সেই কারণেই টাকার উপচয় ঘটেছে। অন্যদিকে যা ঘটেছিল তা হল, সাধারণ পণ্যের নিরিখে যার মধ্যে সোনা ও রূপা দুই-ই আছে, টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছিল। রূপার উপচয় অবশ্যই টাকার অবমূল্যায়ন। নিচের তালিকা ৪২ এই বাস্তবের চূড়ান্ত প্রমাণ।

---

১. কিরকাল্ডি'র 'ব্রিটিশের যুদ্ধকালীন অর্থ', ১৯২১, পৃষ্ঠা : ৩৫ থেকে গৃহীত। ১৯২১ সালের তথ্য ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা রিপোর্ট থেকে সংযোজিত।

সারণি ৪২

টাকার অবচয়

তারিখ	ভারতে (বোম্বাই) ১৮০ গ্রেইনস্ সোনার বারের প্রতি তোলার মূল্য			রূপার মূল্য			ভারতে (বোম্বাই) প্রতি ১০০ তোলা ভারতে মূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯১৩= ১০০
		টাকা	আনা		টাকা	আনা	
১৯১৪		২৪	১০		৬৫	১১	—
১৯১৫		২৪	১৪		৬১	২	১১২
১৯১৬		২৭	২		৭৮	১০	১২৫
১৯১৭		২৭	১১		৯৪	১০	১৪২
১৯১৮	(জুলাই)	৩৪	০	(মে ১৬)	১১৭	২	১৭৮
”				(নভেম্বর ২৬)	৮২	১০	—
” অগাস্ট		৩০	০		—	—	—
” সেপ্টেম্বর		৩২	৪		—	—	—
১৯১৯	মার্চ	৩২	০		১১৩	০	২০০

সুতরাং রূপোর মূল্যবৃদ্ধি ছিল সাধারণ মূল্যবৃদ্ধির-ই একটা অংশ এবং টাকার অবচয়েরও। কমিটি টাকার স্বর্ণমূল্য প্রতি স্বর্ণমুদ্রা পিছু ১০ টাকা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করল, যখন বাজারে স্বর্ণমুদ্রা কিনতে খরচ হত দ্বিগুণ। সোনার নিরিখে টাকার অবচয় একটাই উল্লেখযোগ্য ছিল যে, কমিটি প্রতিবেদন পেশ করবার কয়েক মাস আগে স্টেটসম্যান (কলকাতার একটি সংবাদপত্র) লিখল—

‘আপনি যদি এই দেশে একটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পদার্পণ করেন, তা হলে সরকার আপনার কাছ থেকে সেটি নিয়ে আপনাকে বদলে ১১ টাকা ৩ আনা দেবে। আপনি যদি এই দেশেই থাকেন এবং আপনার একটি স্বর্ণমুদ্রা থাকে, সেটিকে নিয়ে আপনি মুদ্রা অফিসে যান এবং বদলে পাবেন ১৫ টাকা। অন্যদিকে, আপনি যদি সেটিকে নিয়ে বাজারে যান, আপনি ২১ টাকায় ক্রেতা পাবেন।’

এই তথ্য সরকারের অর্থ বিভাগ যথেষ্ট সত্যি[১] বলে স্বীকার করেছে এবং তা সত্ত্বেও কমিটি টাকার সমতা ২ শিলিং সোনায় সুপারিশ করে। কমিটি টাকাকে রূপার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল, এবং সেইজন্য টাকাকে প্রচলনে রাখার সমস্যা এবং সোনার নিরিখে টাকার বিনিময় মূল্য বৃদ্ধির সমস্যার মধ্যে প্রভেদ করতে অসফল হল। একমাত্র টাকার অপচয় হলেই শেষোক্ত প্রতিকার প্রযোজ্য। যেখানে টাকার নিরিখে রূপার মূল্যের উপচয় ঘটেছে, সেখানে একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিকার হিসাবে উপস্থাপন করা উচিত ছিল টাকার শুদ্ধতা হ্রাস করা। যদি কমিটি রূপাকে টাকার থেকে পৃথক একটি পণ্য বলে গণ্য করত, অন্যান্য পণ্যের মত যা টাকায় পরিমাপ করা হয় একটি খাতের একক হিসাবে, তাহলে এই গুরুতর ভুল এড়িয়ে যেতে পারত। কিন্তু যেটা সম্ভাব্যর অতীত হত তা হল, যে বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়েছিল, সেই ব্যাপারে পর্যালোচনার সময় কমিটি এটা চিন্তা করেনি যে টাকার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা যে কোনও মুহূর্তের একটা কারণ। টাকার বিনিময় মূল্য বজায় রাখার জন্য এই কমিটির চোখে যেটা প্রাথমিক গুরুত্ব পেয়েছে তা হল অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত, এবং যে সময় কমিটি প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করছিল, ভারতে সেই সময় সেটাই ছিল। কারণ, বিনিময় মান-এর ওপরে সাধারণ পর্যালোচনার সময় কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছিল—

'যে টাকার মূল্য হ্রাস ১ শিলিং ৪ পেন্স এর নিচে হ্রাস হওয়া রোধ করতে এই ব্যবস্থা যে কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে তা অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত সহ রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে ভারতের অবস্থার যদি অগাধ পরিবর্তন না হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করবার কোনও কারণ নেই।[২]

এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হলে, কমিটির পক্ষে এটা নিয়ে বাদানুবাদ করা স্বাভাবিক যে, যদি অনুকূল বানিজ্যিক উদ্বৃত্ত ১ শিলিং স্বর্ণ বিনিময় বহন করতে পারে, তাহলে অনুরূপ বানিজ্যিক উদ্বৃত্ত কেন ২ শিলিং স্বর্ণবিনিময় বহন করতে পারবে না?

আবার, এই ধরনের কিছু অনুমানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়, কেন কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করা হয়েছিল যখন তার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার সময় পেরিয়ে গেছে? এমনকি, যদি টাকার সাধারণ মূল্য তার বাস্তব মূল্যের অধিক হত, তাহলেও

---

১. দ্রষ্টব্য : সম্মানীয় মিঃ সিনহার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মানীয় মিঃ হাওয়ার্ড-এর জবাব; সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯১৯, এস. এল. সি. পি., ৪৭ খণ্ড; পৃষ্ঠা : ৪১৭।

২. প্রতিবেদন : অনুচ্ছেদ ৩৩।

প্রচলন থেকে টাকা পাইকারি হারে উবে যেত না, কারণ ভারতে প্রচুর পরিমাণে টাকা প্রচলিত ছিল।[১] যেটা হত, তা হল টাকার পাইকারি গলন নয়, অনিয়মিত ও বেআইনি চরিত্র অনবরত চুঁয়ে চুঁয়ে অনুপ্রবেশ করত, যার ফলে টাকার মুদ্রার গলনও রপ্তানির বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রকাশিত অদেশের লঙঘন হত। যে সময় কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে (ডিসেম্বর ১৯১৯) তখন রূপার মূল্য নিঃসন্দেহে-ই বেশি ছিল, কিন্তু ১৯২০ সালে যখন সরকার এই প্রতিবেদন কার্যকরী করতে শুরু করে, তখন মূল্য নিশ্চিতভাবে হ্রাস পাচ্ছিল। অগাস্ট ৩১, ১৯২০ সালে যখন টাকার স্বর্ণমূল্য পরিবর্তনের জন্য 'কাউন্সিলে বিল' উত্থাপন করা হয়, তখন অবশ্যই প্রতি তোলা সোনার মূল্য ছিল ২৩ ১/৪ টাকা, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা ১০ টাকার সমান করতে গেলে, সোনার বাজার দর হওয়া উচিত ছিল প্রতি তোলা ১৫ টাকা ১৪ আনা, যার ফলে সোনা ও টাকার বাজার হার এবং নতুন টাঁকশাল হারের মধ্যে তফাৎ ছিল ৭১/২ টাকা অথবা ৩৩ শতাংশ। এছাড়াও, রূপার মূল্য হ্রাস পেয়েছিল ৪৪ পেন্সের কাছাকাছি, যার ফলে টাকা গলনের জন্য প্রচলনের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না।[২] কিন্তু এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও সরকার উচ্চতর স্বর্ণ সমমান স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই হঠকারি কার্যধারার আর্থিক কারণ নিঃসন্দেহেই সুস্পষ্ট ছিল। আসন্ন সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য ব্রিটিশ ভারতের প্রাদেশিক ও রাজকীয় আর্থিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পার্থক্য সূচনা উচিত ছিল। পুরানো আর্থিক প্রথায় নিজস্ব সম্পদে না মেটা জরুরি অভাব মেটানোর জন্য প্রাদেশিক সরকারের ওপর বিশেষ কর বসানোর ক্ষমতা ছিল, প্রাদেশিক প্রতিটি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তির সময় সিংহভাগ নিয়ে নেওয়া ছাড়াও। নতুন সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এমন কিছু সম্পদের সন্ধানে ছিল যা তার ভার লাঘব করবে নির্দিষ্ট কোনও জনের ওপরে শুল্ক চাপানো হচ্ছে এই ভাব না দেখিয়ে। উচ্চ বিনিময় তাদের কাছে সুখকর উপায় বলে মনে হচ্ছিল; কারণ তাদের হিসাবে এর ফলে 'স্বরাষ্ট্র খরচে' বিরাট সঞ্চয় হবে।, কিন্তু সেই উচ্চ বিনিময় কিভাবে বজায় রাখা যাবে?[৩] সরকার যখন এই কমিটির প্রতিবেদনকে

---

১. দ্রষ্টব্য : ১৯১৯ সালের কমিটির সামনে অধ্যাপক কেইন্‌স-রে সাক্ষ্য প্রদান; প্রশ্ন : ২,৬৬৫-৬৮।

২. দ্রষ্টব্য : ভারতীয় মুদ্রাকরণ (সংস্কার) বিল এর ওপরে মাননীয় মিঃ টাটার বক্তৃতা; এস. এল. সি: পি, ৩৯ তম খণ্ড; পৃষ্ঠা : ১১২।

৩. ভারতীয় বিনিময় সংক্রান্ত সাম্প্রতিক আলোচনার সময় এই ব্যাপারটা একেবারে উপেক্ষা করা হয়েছে। ভারতীয় বিনিময় ২ শিলিং সোনায় বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এটাই ছিল। 'রিভার্স কাউন্সিল'-এর প্রস্তাবের ওপর বিতর্কের সময় কাউন্সিলের অর্থ-সংক্রান্ত সদস্য তার ১০ই মার্চ, ১৯২০-র ভাষণে এই ব্যাপার অনাবৃত করে দিয়েছে। এস. এল. সি. পি, ৪৮ তম খণ্ড; পৃষ্ঠা : ১২৯২।

ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে, তখন শুধুমাত্র রূপার মূল্য হ্রাস ও সোনার নিরিখে টাকার অবচয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয় নি, ভারতের বানিজ্যিক উদ্বৃত্তও প্রতিকূল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই আইন প্রণয়ণ, হঠকারিতার একক নিদর্শন স্বরূপ, এই আশা নিয়ে হয়েছিল যে, সময়ে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত অনুকূল হয়ে উঠবে এবং টাকার মূল্য ২ শিলিং সোনায় বজায় থাকবে। এটা যে সরকারের হিসাবের সঠিক বিশদ ব্যাখ্যা, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুদ্রার অসফল পরিণামের বিষয়ে বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সকে লেখা সরকারের একটি চিঠির উদ্ধৃতি থেকে।[১]

'অবশিষ্টের ক্ষেত্রে এখন তারা (অর্থাৎ ভারত সরকার) বিনিময় দৃঢ়বদ্ধ করবার জন্য একমাত্র নির্ভর করতে পারে ঘটনার স্বাভাবিক প্রবাহে এবং রপ্তানির অনুকূল বাতাবরণ ও তৎসহ আমদানির হ্রাসে। অভিজ্ঞতা নিশ্চিত প্রমাণ করেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থায় স্থিরতা আনা বর্তমানে অসম্ভব; কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার কার্যকরিতা, মুদ্রা কমিটির রিপোর্টে সুপারিশকৃত স্তরে বিনিময় চূড়ান্তভাবে স্থির কেন করতে পারবে না, ভারত সরকার তার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছে না'।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কোনটি সঠিক? টাকার কম ক্রয় ক্ষমতা কি হ্রাসের জন্য দায়ী, নাকি প্রতিকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত? এখন, উল্লেখ করা উচিত যে, বিনিময় হারের হ্রাস-এর কারণ হিসাবে প্রতিকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত'কে দর্শানো ভারতীয় সরকারি দস্তাবেজে এই প্রথম। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে বিনিময় হ্রাস সাধারণ ঘটনা মাত্র ছিল, কিন্তু কোনও সরকারি কর্মচারি কখনও প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তকে কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করে নি। আবার, প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মতবাদ কি ১৯০৭, ১৯১৪ এবং ১৯২০ সালের হ্রাসের বিষয়ে চরমতম ব্যাখ্যা হিসাবে পেশ করতে পারবে? প্রথমত, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সমস্ত জিনিস নিলে, দেশের বাণিজ্যিক স্থিতি পত্রের দু'দিকের জমা-খরচের পার্থক্য থাকবে না। অবশ্যই, ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা রিপোর্টের গবেষণা যেখানে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত মতবাদকে বিনিময় হ্রাসের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে, জোর দিয়ে এটা বলতে কখনও বিস্মরণ হয় নি যে, ভারত থেকে 'নিকাশ' বলতে কোনও কিছু নেই এবং সেটি দেখানো হয়েছে এক একটি করে দ্রব্য ধরে ধরে, কিভাবে ভারতের রপ্তানির প্রদান করা হয় আমদানি দিয়ে, এমনকি সেই সব বছরেও যখন বিনিময় হ্রাস হয়েছে। বিচিত্র বিষয়টি হল যে, সেই এক-ই প্রতিবেদন প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের কথা অবিরতভাবে বলে গেছে। সমস্ত ভারতীয় রপ্তানি আমদানি দ্বারা প্রদেয় এই স্বীকারোক্তি ধরে

১. চিঠিটি প্রকাশিত হয় ২০শে নভেম্বর, ১৯২০ তারিখের 'টাইম্স অব্ ইন্ডিয়া'তে পৃষ্ঠা : ১৪, স্তম্ভ ৬।

নিলে, উদ্বৃত্তের বিষয়ে আর কি বলার থাকে সেটা বের করা মুস্কিল। বাণিজ্যের যে অংশ টাকা দিয়ে মেটানো হয়েছে তাকে কেন 'উদ্বৃত্ত' বলা হবে? একজন বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তকে ছুরি-কাঁচি বা অন্য দ্রব্য যা দেশের বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত তার নিরিখে প্রকাশ করতে পারে। দু'টো দেশের বাণিজ্যিক আদান প্রদানে যতটা অর্থ প্রবেশ করে, সেটা আপেক্ষিক মূল্যের এক-ই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, যে নিয়ম অন্য সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি বেশি টাকা দেশের বাইরে চলে যায়, এর সরল অর্থ হল, অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় টাকা সস্তা হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত বলতে যদি কিছু থাকে, এই অর্থে যে দ্রব্যের রপ্তানির তুলনায় দ্রব্যের আমদানি বেশি, তাহলে আরও একটি প্রশ্নের অবতারণা হয়, 'কেন রপ্তানি হ্রাস পায় এবং আমদানি বৃদ্ধি পেতে থাকে?' অন্য কথায়, বাণিজ্যের সাধারণ ভারসাম্য ধরে নিলে, প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত কি কারণে হয়? এর জন্য কোনও সরকারি ব্যাখ্যা নেই। অবশ্যই এ রকম প্রশ্নের সম্ভাবনার কথা সরকারি দস্তাবেজে কল্পনাই করা হয়নি। কিন্তু এই প্রশ্নটি একেবারেই মৌলিক। ওপরে উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তকে অন্যভাবে বলা যায় যে, দেশ এমন একটি বাজারে পরিণত হয়েছে যেখানে বিক্রয় করা ভাল কিন্তু যেখানে থেকে ক্রয় করা খারাপ। এখন, একটি বাজার বিক্রয়ের পক্ষে ভাল ও খারাপ তখন-ই হয় যখন চলতি মূল্যস্তর বাইরের চলতি মূল্যস্তরের তুলনায় ওপরে। সুতরাং যদি প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বিনিময় হ্রাসের কারণ হয়, এবং যদি প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তর কারণ হয় বহির্দেশের মূল্যের তুলনায় অভ্যন্তরীণ মূল্য বেশি, তাহলে এ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, বিনিময় হ্রাস মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাস ব্যতীত অন্যকিছু নয়, যা মূল্য বৃদ্ধির মতো এক-ই ব্যাপার। প্রতিকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত অন্তিম ব্যাখ্যার এক ধাপ নিচের ব্যাখ্যা। কৌশলে যত বোকা বানানোর চেষ্টাই করা হোক না কেন, কেউ এই উপসংহারে না এসে পারবে না যে, টাকার বিনিময় মূল্য আসলে টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের প্রতিফল স্বরূপ।

এখন, টাকার ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের কারণ কি? মূল্য অনুসন্ধান কমিটির[১] অবাস্তব

---

১. ভারতে মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের জন্য ১৯১০ সালে এই কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটির সদস্য ছিলেন সর্বশ্রী দত্ত, শিরাস এবং গুপ্ত। প্রথম ও শেষ জন ছিলেন ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের সদস্য কমিটিকে তাই মোটামুটি সরকারি সংগঠন বলা যায়। অনুসন্ধানের ফলাফল ১৯১৪ সালে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, যার প্রথম খণ্ডে শ্রী দত্তের স্বাক্ষর করা প্রতিবেদনটি রয়েছে।

না হলেও কিছু ভুল প্রতিবেদন ভারতে মূল্য বৃদ্ধির অন্যান্য কারণের[১] মধ্যে একটা কারণ হল জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে যোগান হ্রাস। মুদ্রার পরিমাণ মূল্যের প্রধান নির্ণায়ক—সাধারণভাবে মোটামুটি স্বীকৃত তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে কমিটি যে যুক্তিপথ খাড়া করেছিল সেটা কিছুটা আশ্চর্যজনক। কিন্তু এটা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মূল্যবৃদ্ধির এই বিশেষ ব্যাখ্যার প্রতি কমিটির পক্ষপাত কেন? ভারতীয় মুদ্রার পরিচালনার বিষয়ে সরকারের অবস্থান কিছুটা সংকোচপূর্ণ। এর-ই মধ্যে কাগুজে মুদ্রা প্রচলন সরকারের হাতে ছিল। টাঁকশাল বন্ধের জন্য টাকার মুদ্রা পরিচালনও নিজের হাতে নিয়ে নিল। টাকা এবং কাগুজে মুদ্রা, দুই ধরণের মুদ্রা প্রচলনের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকাতে, সরকারের ওপর প্রত্যক্ষ দায় ও দায়িত্ব চলে আসল মুদ্রা যে ধরণের-ই প্রভাব উৎপাদন করুক না কেন। এটাও ভুললে চলবে না যে, সরকার অনবরত বিপক্ষের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে রয়েছে, যারা বিবেচনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে কোনও মতেই অতি-সন্দিগ্ধ। এইরকম অবস্থার ফলে সরকার খুব সাবধানে পদচারণা করে, এবং কোনও কিছু মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়। অতি প্রচলনে ব্যাঙ্ক-নোটের অবচয় ঘটেছে—হরনারের ১৮১১ সালের প্রস্তাবের ওপরে বিতর্কে লর্ড ক্যাস্‌লরিখ হাউস অব্ কমন্স'কে এই চিন্তা করতে আর্জি পেশ করেন যে, নেপোলিয়ন যদি দেখতেন যে হাউস অবচয় মেনে নিয়েছে, এটা সত্যি না হলেও, তাহলে তিনি কি করতেন? ভারত সরকারও এক-ই জায়গায় আছে, এবং তাকে ভাবতে হবে যদি এই তত্ত্ব বা ওই তত্ত্ব যেটাই মেনে নিক না কেন, বিপক্ষ তাহলে কি করবে? যে কারণে ভারত সরকার বিনিময় হ্রাসের কারণ হিসাবে প্রতিকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত'কে আঁকড়ে ধরে বসে আছে, সেই এক-ই কারণেই কমিটি মূল্য বৃদ্ধির কারণ দর্শিয়েছে বস্তুর স্বল্পতা। দু'টি মতবাদের-ই নৈতিক মূল্য আছে ঘটনাগুলিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্থাপন করা এবং মূলত সমস্ত দোষারোপ থেকে সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া, যা অন্যথায় সরকারের ওপরেই ন্যস্ত হত। যদি বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হয় তাহলে সরকার কি করতে পারে? আবার, বস্তুর যোগান যদি হ্রাস পায়, সেটা কি সরকারের কোনও ত্রুটি? এইরকম ভারি বর্মের আড়ালে সরকার নিরাপদ চলা-ফেরা করতে পারে।[২] কিন্তু ভারতে মূল্যবৃদ্ধির কারণ

---

১. দ্রষ্টব্য : প্রতিবেদন অনুচ্ছেদ ১২৬-২৭।

২. এটা লক্ষ্যণীয় যে, দ্রব্যের স্বল্পতার এই যে ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাব করা হয়েছিল, খুব সম্ভবতঃ সরকারকে মুদ্রাস্ফীতির দোষ থেকে রেহাই দেবার জন্য, সেই ব্যাখ্যাই কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনাকালে সরকার বর্জন করেছিল, সম্ভবত এই কারণে যে তাঁরা সেটা মেনে নিলে এই অভিমতের ব্যাখ্যা এমনভাবে করা হত যাতে দেখানো যেত যে, ভারত এই অবস্থায় আরও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাড়াহুড়োতে সরকার এ কথাটা অনুধাবন করতে পারল না যে, এই মতবাদ খারিজ করবার ফলে ভারতে মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে অতিরিক্ত অর্থের প্রচলন ছাড়া আর কোনও যুক্তিগ্রাহ্যতা অবশিষ্ট রইল না।

মুদ্রার অতিরিক্ততা, এই ব্যাখ্যা কি বাতিল করে দেয় কমিটির প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা? টাকার মূল্য হল টাকা ও দ্রব্যের মধ্যে একটি সমীকরণের (বিনিময়ের) ফলশ্রুতি।[১] এই সমীকরণে স্বভাবতই দুটি দিক আছে—টাকার দিক এবং দ্রব্যের দিক। এটা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বহু যুগ পুরানো ক্লিষ্ট বিবাদ আছে যে, যখন বিনিময়ের সমীকরণ-ফল এ পরিবর্তন আসে তখন দু'টি কারণের মধ্যে কোনটা চূড়ান্ত, অর্থাৎ যখন সাধারণ মূল্যস্তরে পরিবর্তন ঘটে তখন। কিছু অর্থনীতিবিদ আছেন, যাঁরা টাকার মূল্য অথবা সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা নিয়ে আলোচনার সময় সমীকরণের অর্থের দিকের তুলনায় দ্রব্যের দিকে জোর দেন এর প্রধান নির্ধারক হিসাবে। তাঁদের মতে, সাধারণ মূল্য যদি হ্রাস পায়, তাহলে সেটা মুদ্রার অপ্রাচুর্যের জন্য নাও হতে পারে; অন্যদিকে দ্রব্যের পরিমাণের বৃদ্ধির জন্য হতে পারে। আবার যদি সাধারণ মূল্য বৃদ্ধি পায়, তার কারণ হিসাবে অধিকতর পছন্দ করেন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি নয়। কিছু অর্থনীতিবিদ যেমন পছন্দ করেন, এই রকম যুক্তির অবস্থান নেওয়া সম্ভব, কিন্তু তার ফলে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (কোয়ানটিটি থিওরি অব্ মানি) বিসর্জিত করা হল, এই অনুমান করা ভুল। বাস্তবে এই যুক্তি অবস্থানে অর্থ পরিমাণ তত্ত্বের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নি। তাঁরা শুধুমাত্র ভিন্নভাবে ব্যক্ত করছেন। বক্তব্যের দুর্বলতা হল, সাধারণ মূল্যস্তরের ওপরে কি প্রতিফলন হবে সেটা খেয়াল না করা, যদি দ্রব্যের পরিমাণের বৃদ্ধি বা হ্রাসের মধ্যে মুদ্রার অনুরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। যদি দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তৎসঙ্গে মুদ্রার পরিমাণও, তাহলে সাধারণ মূল্য হ্রাসের কোনও কারণ নেই। এক-ই ভাবে, যদি দ্রব্যের পরিমাণ ও তৎসঙ্গে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায়, তাহলেও সাধারণ মূল্য হ্রাসের কোনও কারণ নেই। দ্রব্যের ব্যাখ্যা আসলে অর্থ মূল্যের ব্যাপারে পরিমাণ ব্যাখ্যার বিপরীত। ওপরে উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে কমিটির যুক্তি, প্রণালী পুনর্বিন্যাস করলে তাদের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন না করে বলতে পারি যে, ভারতে মূল্যবৃদ্ধির কারণ হল দ্রব্য যোগানের হ্রাসের অনুরূপ মুদ্রার যোগান হ্রাস হয় নি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, কারণ মুদ্রার প্রচলন অতিরিক্ত হয়েছিল, এবং এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে ১৮৯৩ সালে টাকশাল বন্ধের পর ভারতে প্রচুর মুদ্রা প্রচলন হয়েছে।

১৮৯৩-৯৮ এই প্রথম সময়কাল, তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, মুদ্রা প্রসারণের ব্যাপারে বরং ইতস্তত ও সাবধানী কার্যধারার সময়কাল হিসাবে চিহ্নিত। এর

---

১. বন্ধনীর মধ্যে শব্দটি 'টাকার অসুবিধা' থেকে গৃহীত।

কারণ নিঃসন্দেহেই এক অতি পরিচিত তথ্য যে, যখন টাঁকশালগুলি বন্ধ করা হল, মুদ্রার যোগান প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল। তা হলেও এই সময়কাল মুদ্রা প্রসারণ থেকে মুক্ত ছিল না।[১] টাঁকশাল বন্ধ হওয়ার সময়কালে জনসাধারণের হাতে রূপার বাটের অবমূল্যায়ন হল। টাঁকশাল বন্ধের জন্য মূল্য হ্রাসের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারকে ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য করবার জন্য আন্দোলন শুরু করল। পরিশেষে, স্যার জেমস্ ম্যাকে (অধুনা লর্ড ইঞ্চকেপ), যিনি সরকারকে বাধ্য করেছিলেন টাঁকশাল বন্ধ করতে, সরকারের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে বললেন ব্যাঙ্ক থেকে রূপা নিয়ে নিতে। সরকার ভারত-সচিবের কাছে প্রস্তাব পেশ করল যাতে তাদের অনুমতি দেওয়া হয় মুদ্রা বিক্রয় না করে, ক্ষতিতে হলেও রূপা বিক্রয় করতে এবং তখন-ই প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুদ্রা পরিমাণে আরও যোগ করতে। ভারত-সচিব প্রস্তাব খারিজ করবার জন্য রূপার মুদ্রান্তরকরণ হয়ে প্রচলিত হল। ১৮৯৩-৯৪ সালে 'কাউন্সিল বিল'গুলি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কোষাগারে সাময়িক বহু সংখ্যক টাকা একীকৃত হয়েছিল, যে আদান-প্রদান কার্যত মুদ্রা সংকোচনের সামিল হয়েছে। কিন্তু পরে সরকার রেল নির্মাণে ঐ টাকা খরচ করতে মনস্থ করল—সেই কার্যধারার ফল দাঁড়াল মুদ্রা প্রচলনে বৃদ্ধি। ১৮৯৪ সালের পর 'কাউন্সিল বিলে'র পুনর্গ্রহণ এক-ই প্রতিফলনের সঞ্চার করল, কারণ বিল বিক্রয়ের ফল দাঁড়াল মুদ্রা প্রচলনে সংযোজন। স্বর্ণঋণের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র কোষাগারে অর্থ যোগানের বিশাল খরচের পরিপ্রেক্ষিতে, বিক্রয়ের পুনপ্রবর্তন ক্ষমাযোগ্য কাজ বলে বিবেচিত হল। কিন্তু যেটা সম্পূর্ণ ক্ষমার অযোগ্য, সেটা হল কাগুজে মুদ্রার সঞ্চিত ভাণ্ডারের ন্যাসিক অংশ ৮ কোটি থেকে ১০ কোটিতে বৃদ্ধি করা,[২] যার ফলে দু কোটি টাকার মুদ্রা প্রচলনে চলে আসল, কারণ মুদ্রার কার্যধারার ওপরে প্রভাবের বিষয়ে কোনও নজর দিতে অর্থমন্ত্রী রাজি হন নি এই যুক্তিতে যে—

'মুদ্রা বিষয়ক সঞ্চিত তহবিল বিনিয়োগ প্রশ্নে পর্যালোচনা কালে, আমি কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ যে এই ধরনের বাহ্য বিবেচ্য বিষয়ের দিকে নজর দেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের আছে কি না।[৩]

সবকিছু ব্যাখ্যার পর এটা বুঝা গেল, ১৯০০-১৯০৮ এই দ্বিতীয় সময়কালে মুদ্রা প্রচলনে যা যোগ হল, সেই তুলনায় প্রথম সময়কালে যোগ হয়েছিল নগণ্য।

---

১. দ্রষ্টব্য : এইচ. এম. রস্ : 'ট্রাইঅ্যামফ্ অব্ স্ট্যান্ডার্ড' কলকাতা, ১৯০৯ পৃষ্ঠা : ১৬-১৭।
২. ১৮৯৬ সালের ১৫ তম আইনের বলে।
৩ অর্থ সম্বন্ধীয় বিবৃতি; ১৮৯৬-৯৭, পৃষ্ঠা ৮৯।

এই সময়কালের বৈশিষ্ট্য হল প্রচলনে সরকারের ঢেলে দেওয়ার জন্য মুদ্রার পরিমাণে অদ্ভুত রকম বৃদ্ধি। এই সময়ের টাকার মুদ্রাকরণের বিষয়ে অধ্যাপক কেইন্‌স, যিনি সরকারের কার্যবিধির বিরোধী ভাবাপন্ন সমালোচক ছাড়া আর কিছু নন, মন্তব্য করেন[১]—

'টাকার মুদ্রাকরণ যখন ১৯০০ সালে উল্লেখ্য মাত্রায় পুনর্বার শুরু হল, নতুন মুদ্রাকরণের জন্য টানা বাৎসরিক চাহিদা ছিল (১৯০১-২ সালে কম, ১৯০৩-৪ সালে বেশি, কিন্তু কখনওই অস্বাভাবিক নয়), এবং টাঁকশালগুলোর উদ্বৃত্ত সময় থাকার জন্য এই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও ১৯০৩-৪ সালে কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয়েছিল। ১৯০৫-৬ সালে চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেল এবং জুলাই ১৯০৫ সালে চাহিদা অব্যবহৃত রূপার মুদ্রান্তরকরণে প্রাপ্ত নতুন যোগানকে ছাড়িয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র ভীতি প্রদর্শন সরকারের মাথা খারাপ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একবার উন্মত্ত মুদ্রাকরণের বৃত্তি শুরু করার পর, সাধারণ পরিণামদর্শিতার দিকে দৃষ্টিপাত না করে মুদ্রাকরণ চালিয়ে গেল.......১৯০৬-৭ এর ব্যাস্ত মরশুমে অবস্থা কিরকম দাঁড়াবে তার জন্য অপেক্ষা না করে গ্রীষ্মের মাসগুলিতে বেশি মাত্রায় মুদ্রাকরণ চালিয়ে গেল। ১৯০৬ সালের গ্রীষ্মের মতোই ১৯০৭ সালের গ্রীষ্মে মুদ্রাকরণ চালিয়ে গেল অপেক্ষা না করে, যতক্ষণ না ১৯০৭-৮ সালের মরশুমে সাফল্য নিশ্চিত হল।'

স্পষ্টরূপে এই সময়কালে সরকার কার্যধারা গঠন করল 'এমনভাবে যেন সম্প্রদায় সেইরকম স্থির ক্ষুধায় মুদ্রা ভোগ করে যে স্থির ক্ষুধায় সম্প্রদায় বিয়ার (মদ্য) ভোগ করে।' এই সময়কালে কাগুজে মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ প্রসারণ প্রত্যক্ষ করা গেল। ১৯০৩ সাল পর্যন্ত কাগুজে মুদ্রার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল বাস্তবিক এই কারণে যে, তাদের প্রচলনের সীমানার বাইরে তারা যে শুধুমাত্র বৈধ মুদ্রা ছিল না, তা নয়, তাদের নগদকরণও সীমিত ছিল তাদের প্রচলনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত অফিসগুলিতে। ভারতে কাগুজে মুদ্রার প্রচলনের প্রসারে এটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাধা। ১৯০৩ সালের ষষ্ঠ আইনে পাঁচ টাকাকে ব্রহ্মদেশ বাদে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সর্বত্র সার্বজনীন করা হল, অর্থাৎ সব অঞ্চলে বৈধ মুদ্রা করা হল যা প্রচলনের সমস্ত অফিসে নগদকরণ করা যাবে। এর-ই সঙ্গে ১৯০৪ সালের তৃতীয় আইনের বলে কাগুজে মুদ্রার জন্য সঞ্চিত ভাণ্ডারের ন্যাসিক অংশে বৃদ্ধি করে ১২ কোটি টাকা করা হল। প্রথম ঘটনায় কাগজে মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি করার হিসাবে ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনায় প্রত্যক্ষ প্রতিফলন হল টাকার মুদ্রার মূল্য হ্রাসে।

---

১. পূর্বে উল্লিখিত; পৃষ্ঠা : ১৩১-১৩৫।

তৃতীয় সময়কাল (১৯০৯-১৪) তুলনামূলকভাবে মধ্যপন্থায় ছিল, কিন্তু ভারতে মুদ্রা প্রচলন প্রসারণের নিরিখে কোনওভাবেই শিথিল সময় কাল ছিল না। এই সময়কালের প্রথম তিন বছর, বলতে গেলে, টাকার মুদ্রান্তরকরণের ব্যাপারে অবদমিত আবেগের বছর ছিল। ১৯১০ সাল, যখন টাকার মুদ্রান্তরকরণে নীট যোগসাধন কিছু হয়নি এবং ১৯১১ সাল, যখন যোগসাধন খুব অল্পই হয়েছিল, এই দুই বছর বাদ দিয়ে ১৯০৯ এবং ১৯১২ এই বছরগুলিতে মুদ্রান্তরকরণ হয়েছিল ২৪ থেকে ৩০ লক্ষ। কিন্তু এই সময়কালের শেষ দুই বছর টাকার মুদ্রান্তরকরণে হঠাৎ বিস্ফোরণ হল, যখন মোট মুদ্রান্তরকরণ ২৬১/২ কোটিতে পৌছায়। এই সময়কালে কাগুজে মুদ্রার প্রসারণ বড় মাত্রায় ঘটেছিল। ১৯০৯ সালে ব্রহ্মদেশেও ৫ টাকা সার্বজনীন করা হল, যেমনভাবে ভারতের অন্য অংশে আগেই সেটা করা হয়েছিল। সার্বজনীনকরণের এই প্রক্রিয়া এই সময়কালে আরও এগিয়ে নেওয়া হল, যখন কাগুজে মুদ্রা আইনের (১৯১০ সালের দ্বিতীয় আইনে) দ্বারা প্রদত্ত অধিকার সরকার ১৯১০ সালে ৫ টাকা ও ৫০ টাকা সার্বজনীন করল, এবং ১৯১১ সালে ১০০ টাকা। কাগুজে মুদ্রা প্রসারণে উদ্দীপনা পেয়ে, সরকার আসলে প্রচলনের ন্যাসিক অংশ ১৯১১ সালের ষষ্ঠ আইনের বলে ১২ থেকে ১৪ কোটি টাকা করা হল এবং তার ফলে প্রচলনে ২ কোটি টাকা যোগ হল।

চতুর্থ সময়কালে (১৯১৫-১৯২০) সমস্ত সংযম জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল।[১] এই সময়কাল যুগপৎ মিলে গেল মহাযুদ্ধের সঙ্গে, যা ভারতীয় পণ্যের এক বিরাচ চাহিদা সৃষ্টি করল এবং মহামান্য রাণীর সরকারের হয়ে বিরাট ব্যয়ভার বহনের ভার চাপল সরকারের ওপরে। এই দুটি ঘটনায় সেই সময়কালের ক্রয়ের মাধ্যমের বিরাট বৃদ্ধির প্রয়োজন হল। এই প্রয়োজন পূরণে সরকারের তিনটি উৎস পথ খোলা ছিল: (১) সোনার আমদানিকরণ,(২) টাকার মুদ্রান্তরকরণ বৃদ্ধি; এবং (৩) কাগুজে মুদ্রার বৃদ্ধি। এটা অনুমান করা ঠিক হবে না যে প্রয়োজনীয় মুদ্রা সরবরাহের যথোপযুক্ত উপায় ছিল না। ভারত সরকারের যে কোনও খরচ ভারতে হত, ভারত-সচিব লণ্ডনে সেটা পূরণ করে দিতেন। সুতরাং, উপায় ছিল প্রচুর। অসুবিধা যেটা ছিল তা হল সঠিক খাতে সেগুলিকে রূপান্তর করা। সাধারণভাবে,ভারত-সচিব তাঁর অধীনে সে সোনা আছে সেটা দিয়ে রূপা ক্রয় করতেন ভারতে টাকায় মুদ্রান্তরকরণের জন্য। সময়কালের প্রথম দুই বছর এই প্রচলিত ধারা অনুসরণ করা হয়েছিল, এবং

১. এই সময়কালের মুদ্রাসংক্রান্ত কার্যধারার বিষয়ে ধারণার জন্য প্রথমিক সূত্র হল সেই বছরের ভারত সরকারের বার্ষিক অর্থ-সংক্রান্ত বিবরণ।

এইভাবেই মুদ্রা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কিন্তু রূপার মূল্য বৃদ্ধির ফলে এই সম্পদের প্রাপ্তি হ্রাস পেল। ভারত-সচিবের তাই পছন্দ করবার জন্য দু'টো পথ খোলা রইল—সোনা বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া অথবা কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করা। দু'টোর মধ্যে প্রথমটাকে গণ্য করা হল বেশি মাত্রায় দেশাত্মবোধ বিরোধী। ভারত-সচিব অবশ্যই বিশ্বাস করত যে সম্রাট সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনকি লন্ডনে প্রাপ্ত সোনাকে ভারতের সোনা বলে 'নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত' করাকে পুরোপুরি কুৎসিত বলে গণ্য করা হত। কিন্তু ভারতে অতিরিক্ত মুদ্রার চাহিদা কিভাবে মেটানো হবে? আলোচনার প্রতিফলন হিসাবে এটিই ঠিক করা হল যে ভারতে সোনা বিনিয়োগ না করে মুদ্রা যোগানের জন্য শ্রেষ্ঠ কার্যধারা হল ভারত-সচিব একদিকে ভারতের হয়ে পাওয়া সোনা বিক্রয় করে ব্রিটিশ ট্রেজারি বিল ক্রয় করবে, এবং অন্যদিকে এই বিলের জামিন সাপেক্ষে ভারতীয় সরকার কাগুজে মুদ্রা প্রচলন করবে। এটা লক্ষ্য করবার মতো যে, এই পন্থা ভারতীয় মুদ্রার মূল তত্ত্বে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছিল। এই তত্ত্ব ছিল এইরকম—ন্যাসিক প্রচলন বৃদ্ধি করা হবে ধাতুর সঞ্চিত মজুতের একটা অংশ বিনিয়োগ করে। এই বিনিয়োগ তখন-ই করা হবে যখন দেখা যাবে যে ধাতুর সঞ্চিত মজুতের সঙ্গে কাগুজে মুদ্রার প্রচলনের অনুপাত নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যার ফলে দৃঢ়ভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিনিয়োগ করা সঞ্চিত মজুতের বৃদ্ধি সাধন এবং সমমানে ধাতুর সঞ্চিত মজুতের হ্রাস। এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিফলন হল যে, কাগুজে মুদ্রার পরিমাণ কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত হত জনগণের অভ্যাসের ওপরে, কারণ যে কোনও সময়ে ন্যাসিক প্রচলনের পরিমাণ একসময় ছিল অস্তিত্বময় ধাতুর সঞ্চিত মজুত। নতুন ব্যবস্থায় পুরানো তত্ত্ব ত্যাগ করে কাগুজে মুদ্রার প্রচলন শুরু হল ধাতুর সহায় ব্যতীত এবং যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, এর পরিমাণ জনগণের অভ্যাস দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে, সরকারের প্রয়োজন এবং কতটা জামিন তার দখলে আছে—তার দ্বারাই নির্ধারিত হতে লাগল। এই সহজসাধ্য এবং সাংঘাতিক প্রথা এতটাই সাগ্রহে ভারত সরকার প্রয়োগ করল যে, চার বছরের মধ্যে একের পর এক আটটি আইন পাশ করে জামিনের পরিবর্তে প্রচলনযোগ্য কাগুজে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকল। নিচের তালিকায় আইনের নির্দিষ্ট সীমার পরিবর্তন ও প্রকৃত কাগুজে মুদ্রা প্রচলনের তথ্য দেওয়া হল।

সারণি ৪৩

কাগুজে মুদ্রার প্রচলন

	কাগুজে মুদ্রার ন্যাসিক প্রচলন সংক্রান্ত আইন						
	পঞ্চম আইন ১৯১৫	নবম আইন ১৯১৬	একাদশ আইন ১৯১৭	উনিশতম আইন ১৯১৭	ষষ্ঠ আইন ১৯১৮	দ্বিতীয় আইন ১৯১৯	ছাব্বিশতম আইন ১৯১৯
				লক্ষ টাকায়			
১। ন্যাসিক প্রচলনের-সীমা।							
(ক) স্থায়ী	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০
(খ) সাময়িক	৬.০০	১২.০০	৩৬.০০	৪৮.০০	৭২.০০	৮৬.০০	১০৬.০০
মোট সীমা	২০.০০	২৬.০০	৫০.০০	৬২.০০	৮৬.০০	১০০.০০	১২০.০০
২। কাগুজে মুদ্রার-মোট প্রচলন	৬১.৩৩	৬৭.৭৩	৮৬.৩৮	৯৯.৭৯	১৫৩.৪৬	১৭৯.৬৭[১]	
৩। সঞ্চিত মজুত							
রূপা	৩২.২৪	২৩.৫৭	১৯.২২	১০.৭৯	৩৭.৩৯	৪৭.৪৪	
সোনা	১৫.২৯	২৪.১৬	১৮.৬৭	২৭.৫২	১৭.৪৯	৩২.৭০	
ঋণপত্র	১৪.০০	২০.০০	৪৮.৪৯	৬১.৪৮	৯৮.৫৮	৯১.৫৩	

এই সহজ পন্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালিয়ে নেওয়া যেত না কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তনশীলতাকে বিপন্ন না করে। ফলস্বরূপ, কাগুজে মুদ্রার বৃদ্ধি, মুদ্রার বর্দ্ধিত চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকারকে বাধ্য করল সেই সময়ের ক্রয়ের উপায় হিসাবে ধাতু মুদ্রার বন্দোবস্ত করতে এবং তরলায়িত কাগুজে মুদ্রার বিপরীতে সহায়সূচক হতে। রূপার মূল্যের বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে স্বভাবতঃই সোনার দিকে যেতে হল। ২৯ শে জুন, ১৯১৭ তে প্রচারিত অধ্যাদেশে, সমস্ত আমদানিকৃত সোনা সরকারকে বিক্রয় করার আদেশ জারি করা হল স্টার্লিং বিনিময়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে এবং বোম্বাইতে একটা টাঁকশাল খোলা হল মোহরে মুদ্রান্তরকরণের জন্য।[২] পাগলের মতো সোনা সংগ্রহের চেষ্টা করা হল বিভিন্ন জায়গায়। ৯ই জুন ১৯১৭

১. ৩০ শে নভেম্বর ১৯১৯ তারিখের। অন্যান্য তথ্য ৩১ শে মার্চের।

২. চৌদ্দতম আইন, ১৯১৮।

তে সোনা রপ্তানির ওপর যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সোনার বাজার মুক্ত করে দেওয়ার ফলে সরকার এই ধাতুর যোগান কিছুটা পেল। ১৮ই জুলাই ১৯১৯ থেকে কানাডার অটোয়া টাঁকশালে স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণবাট জমার পরিবর্তে ভারতে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রামের মাধ্যমে হস্তান্তরের সুবিধা দেওয়া হল সেই সময়ের প্রচলিত বিনিময় হারে, এবং ২২ শে অগাস্ট ১৯১১ থেকে নিউইয়র্কে প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারের ভিত্তিতে। লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সোনার প্রত্যক্ষ ক্রয়েরও ব্যবস্থা করা হল। পরিশেষে, সোনার ব্যক্তিগত আমদানিকে উৎসাহ দিতে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯ থেকে অধিগ্রহণ হার বৃদ্ধি করা হল যাতে স্টার্লিং-এর অবচয় জনিত ছাড়ের সুযোগ থাকে। কিন্তু এইসব উপায়ে সোনা যা সংগ্রহ করা গেল, তা অতি নগণ্য। এছাড়া, সোনার প্রচলন সরকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হল না—যেটা হল প্রচলন সম্পর্কে ধারণা। পরিস্থিতি যে রকম ছিল, তাতে এটা অসম্ভব ছিল। সোনার নিরিখে টাকার অবচয় হল বিরাট পরিমাণে, এবং ফলস্বরূপ এই বিনিময় হারে সরকারের প্রচলনের মুহূর্ত থেকেই সোনা বেশ তাড়াতাড়ি প্রচলনের বাইরে চলে গেল। সরকার যা পারত, তা হল সোনা ও রূপা মুদ্রা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার বেআইনি ঘোষণা করা ও তার রপ্তানিকরণ বন্ধ করা, যা ২৯শে জুন ও ৩রা অসপ্টেম্বর ১৯১৭-র ঘোষণা-পত্রের মাধ্যমে করা হল। সোনার ওপরে নির্ভর করা যাবে না, এইটি অনুধাবন করে সরকার টাকার মুদ্রান্তরকরণ নবতর প্রচেষ্টায় শুরু করল। ক্রয়ের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত খাতে ভারতে রূপার আমদানির ওপর ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯১৭ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এই পদক্ষেপে, অবশ্য পৃথিবীর হ্রাস প্রাপ্ত রূপার যোগানের ক্ষুদ্র প্রতিযোগীদের অল্প কয়েকজনকে সরানো গেল, এবং পৃথিবীর চাহিদা এত বেশি হয়ে রইল যে, ভারত-সচিব যথেষ্ট যোগান পেতে ব্যর্থ হল। মুদ্রান্তরকরণে রূপার জায়গায় নিকেল ব্যবহার করার মাধ্যমে রূপার ব্যবহার বড়মাত্রায় সংরক্ষণ আনা সত্ত্বেও,[১] এবং এক টাকা[২] ও ২ টাকা-৮ আনার[৩] মতো এত কম মূল্যের কাগুজে মুদ্রা প্রচলন সত্ত্বেও। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে যাওয়া হল তাদের মজুত করা রূপার ডলার ছেড়ে দেওয়ার জন্য। আমেরিকান সরকার রাজি হয়ে পিট্‌ম্যান আইন পাশ করল, যার ফলে ভারত সরকার প্রতি শুদ্ধ আউন্স ১০১ $^{১}/_{২}$ সেন্ট

১. চতুর্থ আইন ১৯১৮ ও একুশতম আইন ১৯১৯।

২. প্রথম প্রচলন ১লা ডিসেম্বর, ১৯১৭।

৩. প্রথম প্রচলনে আনা হয় ২রা জানুয়ারি ১৯১৮ তে।

দরে পর্যাপ্ত পরিমাণ রূপা সংগ্রহ করল। এই সময়কালে মোট ক্রয়কৃত রূপার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ :

সারণি ৪৪

টাকার মুদ্রাকরণ,১৯১৫-২০

বৎসর	খোলা বাজারে ক্রয়কৃত রূপা মানক আউন্স	যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয়কৃত রূপা মানক আউন্স	মোট মানক আউন্স
১৯১৫-১৬	৮,৬৩৬,০০০	—	৮,৬৩৬,০০০
১৯১৬-১৭	১২৪,৫৩৫,০০০	—	১২৪,৫৩৫,০০০
১৯১৭-১৮	৭০,৯২৩,০০০	—	৭০,৯২৩,০০০
১৯১৮-১৯	১০৬,৪১০,০০০	১৫২,৫১৮,০০০	২৫৮,৯৮২,০০০
১৯১৯-২০	১৪,১০৮,০০০	৬০,৮৭৫,০০০	৭৪,৯৮৩,০০০
মোট	৩২৪,৬১২,০০০	২১৩,৩৯৩,০০	৫৩৮,০০৫,০০০

এবার, ১৯০০ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত সরকার প্রায় ৫৩২ মানক আউন্সের রূপা মুদ্রান্তরকরণ করেছে,[১] এই তথ্য স্মরণ করলে এটাই দাঁড়ায় যে এই পাঁচ বছরে মুদ্রান্তরকরণ বিগত চৌদ্দ বছরের মুদ্রান্তরকরণকে পাঁচ মিলিয়ন আউন্সের বেশি ছাড়িয়ে গেছে।

সুতরাং, সীমাহীন পরিমাণে অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবী ফল হল টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাস। ইতিহাসে জ্ঞাত সমস্ত অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রার ভাগ্যে এটাই জুটেছে। এটা বলা হয় যে, টাকার মুদ্রার ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রম মানতেই হবে যে, যদি সরকারের স্বাধীনতা থাকে সীমাহীন পরিমাণে প্রচলন করার, তাহলে যখন হ্রাস পাওয়া শুরু করে তার ফলাফল নিবারণ করার জন্য সম্পদও থাকে। সুতরাং, এই সম্পদের নিরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করব।

যুক্তির ভিত্তি হল টাকা একটি প্রতীক মুদ্রা, এবং যদি প্রতীক মুদ্রার মূল্য সোনার সঙ্গে সমহারে বজায় রাখা যায় সোনার উদ্ধার তত্ত্ব প্রয়োগ করে,[২] তাহলে

১. দ্রষ্টব্য : ১৯১৯ সালের মুদ্রা কমিটির কাছে এল, আব্রাহামস্-এর সাক্ষ্যদানে উল্লিখিত তথ্য—সাক্ষ্যপ্রদানের কার্যবিবরণী। প্রশ্ন : ৩৭-৪১।

২. দ্রষ্টব্য : 'টাকার তত্ত্ব' (পঞ্চদশ অধ্যায়) গ্রন্থে প্রতীক টাকার তত্ত্ব বিষয়ে লাফলিনের চিত্তাকর্ষক আলোচনা। এই আলোচনায় এটা বলা যায় যে লাফলিন অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বিরোধী, কিন্তু প্রতীক টাকার আলোচনা কালে তিনি প্রায় সেটা স্বীকার করেছেন।

এক-ই পন্থা প্রয়োগ করে টাকার মূল্য সোনার সঙ্গে সমহারে বজায় রাখা উচিত। যেটা প্রয়োজন সেটা হল পর্যাপ্ত পরিমণ সোনার একটা তহবিল, এবং যতক্ষণ সরকারের সেই তহবিল আছে, আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি যে, টাকার মূল্যের সম্ভাব্য হ্রাসের ফলে আমাদের উদ্বেগের কোনও প্রয়োজন থাকবে না। ভারত সরকারের এমন একটা তহবিল আছে, এবং এ বিষয়ে তিনটি ঘটনার প্রত্যেকটিতে যখন টাকার স্বর্ণমূল্য সমহারের নিচে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তখন এই তহবিল ব্যবহার করা হয়েছিল। উদ্ধার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়েছিল মূলত তিনটি উপায়ে : (১) যাকে বলা হয় 'রিভার্স কাউন্সিল' তার বিক্রয়, যার দ্বারা লন্ডনে সোনার পরিবর্তে সরকার ভারতে টাকা পায়; (২) ভারতের মধ্যে টাকার পরিবর্তে সোনার অভ্যন্তরীণ প্রচলন; এবং (৩) ভারত-সচিবের 'কাউন্সিল বিল' বন্ধ করে আরও টাকা প্রচলনে প্রবেশ করা আটকানো। এটা বলা হয় যে এ-সবের সমষ্টিগত ফল হল মুদ্রার সঙ্কোচন এবং সমহার মূল্য বৃদ্ধি করা। যদিও তিনটি পন্থা প্রয়োগ করা যায়, উদ্ধার প্রক্রিয়ায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম পন্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিচের তিনটি সারণিতে, যে তিনটি ঘটনার প্রয়োগ করা হয়েছিল, তাতে উদ্ধার বিষয়ক তথ্য দেওয়া হল।

পরপৃষ্ঠা থেকে ক্রমান্বয়ে

সরকার শুধুমাত্র বড় পরিমাণে 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় করে নি, অভ্যন্তরীণ প্রচলনের জন্য টাকার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করেছিল, যা পূর্বে কদাচিৎ করেছিল। ১৯২০ সালে ভারত সরকারের ওপর ভারত-সচিব কোনও 'কাউন্সিল বিল' কাটেন নি।

পূর্বের দু'টি ঘটনায় এই কৌশলগত পদ্ধতির সার্থকতা এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে যে, টাকার মূল্য পুনরুদ্ধারের গুণ এই পদ্ধতিতে রয়েছে। কিন্তু ১৯২০ সালের সংকটে এই কৌশলের ব্যর্থতা বাধ্য করেছে এর সাধারণ গুণাবলির বিষয়ে মনের ভাব চেপে রাখার মনোভাব গ্রহণ করতে। এটা বলা যায় না যে, বিনিময় ভেঙে পড়ার কারণ হল এই কৌশলগত পদ্ধতি কার্যকরি করা হয় নি। অন্যদিকে, 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয়ের ব্যাপারে ১৯০৭-৮ সালের সংকটে সরকারের যে মনোভাব ছিল, ১৯২০ সালে, সেই তুলনায় বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এই সংকটে সরকার কৃপণের মতো ব্যবহার করল, সোনার মজুতের ওপর চেপে বসে রইল এবং যে জন্য এই মজুতের সৃষ্টি, সেই কাজে ব্যবহার করতে অস্বীকার করল। একজন প্রধান হিসাবরক্ষককে 'নতজানু' হয়ে ভারত সরকারের কাছে প্রার্থনা করতে হত সোনা ছাড়বার জন্য।[১] ১৯০৭ সালে সোনা মজুতের ব্যবহারে ব্যর্থতার জন্য

১. চেম্বারলেইন কমিশনের কাছে মিঃ এফ. সি. হ্যারিসনের সাক্ষ্য; প্রশ্ন : ১০,২০৯।

সারণি ৪৫

১।মুদ্রার উদ্ধার, ১৯০৭-০৮

তারিখ	'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয়ের মাধ্যমে		সোনা ছেড়ে দিয়ে সরকারের সোনার মজুত মাসে হ্রাস	মাসে স্বর্ণমুদ্রার ব্যক্তিগত রপ্তানি	রাজ্যের প্রধান শাসকের টেনে নেওয়া
	প্রস্তাবিত পরিমাণ £	বিক্রিত পরিমাণ £	£	£	£
১৯০৭ —	.	.			
সেপ্টেম্বর	—	—	১৫২,০০০	১৪	৮৫৮,৮৯৬
অক্টোবর	—	—	২৫৪,০০০	৯,১০৯	৯২১,৬৭৮
নভেম্বর	—	—	৫৩২,০০০	৩	৪২৭,৩৪৪
ডিসেম্বর	—	—	৩৩৮,০০০	২,৫০৯	৫৭১,৯০৫
১৯০৮ —					
মার্চ ২৬	৫০০,০০০	৭০,০০০	২২৬,০০০	—	১৭২,৬৬৯ (সারা মাসের জন্য)
এপ্রিল ২	৫০০,০০০	৪,৪৯,০০০			
৯	৫০০,০০০	৩,৪০,০০০			
১৬	৫০০,০০০	৪,৪১,০০০	৪৬১,০০০	—	৬৬,৮৩৪
২৩	৫০০,০০০	৩২৯,০০০			
৩০	৫০০,০০০	২০৫,০০০			
মে ৭	৫০০,০০০	৮১,০০০			
১৪	৫০০,০০০	১,৪৫,০০০	৬৪৫,০০০	—	৬২,৭৬৪
২১	৮২০,০০০	৭৯৩,০০০			
২৮	৫০০,০০০	৫০০,০০০			
জুন ৪	১,০০০,০০০	৭৫৫,০০০			
১১	১,০০০,০০০	৭০,০০০			
১৮	৫০০,০০১	০	৩৩৪,০০০	—	১৬৯,৮১০
২৫	৫০০,০০০	৫০,০০০			
জুলাই ২	৫০০,০০০	৪৭০,০০০			
৯	৫০০,০০০	৩০৪,০০০			
১৬	৫০০,০০০	৫০০,০০০	১৬,০০০	—	১৮৬,৮৪৭
২৩	১,০০০,০০০	৯৬৮,০০০			
৩০	১,০০০,০০০	৮৬০,০০০			
আগস্ট ৬	১,০০০,০০১	৪১৮,০০০			
১৩	৫০০,০০০	৩১০,০০০	৩৫৪,০০০	—	২৬২,২১৭
২০	৫০০,০০০	০			
২৭	৫০০,০০০	০			
সেপ্টেম্বর ৩	৫০০,০০০	০	৫০২,০০০	—	১,৪৩১,০১২
১০	৫০০,০০০	০			
মোট	১৫,৩২০,০০০	৮,০৫৮,০০০	৪,৩৯৪,০০০	২৪৯,৯৪২	

সারণি ৪৬

২।১৯১৪ - ১৬ সালে রিভার্স

তারিখ			'রিভার্স কাউন্সিল' ('০০০ £)	ভারত-সচিবের আহরণ (লাখ £)
১৯১৪	এপ্রিল	-- -- --	০	২৭০
	মে	-- -- --	০	৬১
	জুন	-- -- --	০	৬৮
	জুলাই	-- -- --	০	৬৬
	আগস্ট	-- -- --	২,৭৭৮	৭২
	সেপ্টেম্বর	-- -- --	১,৫১৫	২৫
	অক্টোবর	-- -- --	১,৮৯৫	৪১
	নভেম্বর	-- -- --	১,০৪৪	৩২
	ডিসেম্বর	-- -- --	১,২৫০	৩০
১৯১৫	জানুয়ারি	-- -- --	২২৫	২৯
	ফেব্রুয়ারি	-- -- --	০	১৮১
	মার্চ	-- -- --	০	২৮৭
		মোট	৮,৭০৭	১,১৬২
১৯১৫	এপ্রিল	-- -- --	০	১৫৩
	মে	-- -- --	০	১০৩
	জুন	-- -- --	৬৫১	১৭
	জুলাই	-- -- --	৩,৩৭৭	৮
	আগস্ট	-- -- --	৮১৫	২৩
	সেপ্টেম্বর	-- -- --	৫০	২১৭
	অক্টোবর	-- -- --	০	২১৫
	নভেম্বর	-- -- --	০	২০২
	ডিসেম্বর	-- -- --	০	৩২৮
১৯১৬	জানুয়ারি	-- -- --	০	৫২৬
	ফেব্রুয়ারি	-- -- --	০	৬০২
	মার্চ	-- -- --	০	৬৩৩
	মোট		৪,৮৯৩	৩,০৩৭

সারণি ৪৭

৩। ১৯২০ সালে উদ্ধার

রিভার্স কাউন্সিলের বিক্রয় (হাজার পাউন্ডে)

বিক্রয়ের তারিখ		প্রত্যেক বিক্রয়ে প্রস্তাবিত মূল্য	প্রত্যেক বিক্রয়ে প্রয়োগকৃত মূল্য	প্রত্যেক বিক্রয়ে বিক্রিত মূল্য	মোট বিক্রয়ের ক্রমশ: বর্দ্ধিত মূল্য
১৯২০ জানুয়ারি	২	১,০০০	৭৭০	৭৭০	৭৭০
"	৮	১,০০০	৮,৪৯৯	৯৯০	১,৭৬০
"	১৫	২,০০০	৩০০	৩০০	২,০৬০
"	২২	২,০০০	৪,৮৯০	২,০০০	৪,০৬০
"	২৯	২,০০০	১,৩৩৪	৫,০০০	৫,৩৯৪
ফেব্রুয়ারি	৫	২,০০০	৩২,৩৯০	২,০০০	৭,৩৯৪
"	১২	২,০০০	৪১,৩১২	২,০০০	১২,৩৯৪
"	১৯	২,০০০	১২২,৩৩৫	২,০০০	১৪,৩৯৪
"	২৬	২,০০০	৭৮,৪১৭	২,০০০	১৬,৩৯৪
মার্চ	৩	২,০০০	৬৪,৯৩১	২,০০০	১৮,৩৯৪
"	১১	২,০০০	১১৭,১৮৫	২,০০০	২০,৩৯৪
"	১৮	২,০০০	১৫৩,৫৫৯	২,০০০	২২,৩৯৪
"	২৫	২,০০০	৫৬,২৯৫	২,০০০	২৪,৩৯৪
"	৩১ }	২,০০০	৩৫,০৫০	১,৯৮৮	২৬,৩৮২
এপ্রিল	১ }				
"	৮	২,০০০	১৬,৭২১	২,০০০	২৮,৩৮২
"	১৫	২,০০০	৪৮,২৭০	২,০০০	৩০,৩৮২
"	২২	২,০০০	৫৯,০২০	২,০০০	৩২,৩৮২

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

বিক্রয়ের তারিখ		প্রত্যেক বিক্রয়ে প্রস্তাবিত মূল্য	প্রত্যেক বিক্রয়ে প্রয়োগকৃত মূল্য	প্রত্যেক বিক্রয়ে বিক্রিত মূল্য	মোট বিক্রয়ের ক্রমশ: বর্দ্ধিত মূল্য
,,	২৯	১,০০০	৫৩,২১০	১,০০০	৩৩,৩৮২
মে	৬	১,০০০	৮৯,৫১৪	১,০০০	৩৪,৩৮২
,,	১৩	১,০০০	১০১,৬২৫	১,০০০	৩৫,৩৮২
,,	২০	১,০০০	১২২,২৭৯	১,০০০	৩৬,৩৮২
,,	২৬	১,০০০	৮৫,৬২০	১,০০০	৩৭,৩৮২
জুন	৩	১,০০০	১০১,৮২১	১,০০০	৩৮,৩৮২
,,	১০	১,০০০	১০৯,২৪৫	১,০০০	৩৯,৩৮২
,,	১৫	১,০০০	১২২,৯৯১	১,০০০	৪০,৩৮২
,,	২৪	১,০০০	৭৩,৩৯১	১,০০০	৪১,৩৮২
জুলাই	১	১,০০০	১০৬,৭৫১	১,০০০	৪২,৩৮২
,,	৮	১,০০০	৬৩,৬৯০	১,০০০	৪৩,৩৮২
,,	১৫	১,০০০	১০১,৮৩০	১,০০০	৪৪,৩৮২
,,	২২	১,০০০	১০৩,৯৬০	১,০০০	৪৫,৩৮২
,,	২৯	১,০০০	৭৫,৪৮৬	১,০০০	৪৬,৩৮২
আগস্ট	৫	১,০০০	১০১,২৬০	১,০০০	৪৭,৩৮২
,,	১২	১,০০০	১১২,২৩০	১,০০০	৪৮,৩৮২
,,	১৯	১,০০০	১১৪,৭৬৭	১,০০০	৪৯,৩৮২
,,	২৬	১,০০০	১১৭,৩৯০	১,০০০	৫০,৩৮২
সেপ্টেম্বর	২	১,০০০	১২৬,৪২৫	১,০০০	৫১,৩৮২
,,	৭	১,০০০	১১৭,২০০	১,০০০	৫২,৩৮২
,,	১৩	১,০০০	১১৫,০৯৫	১,০০০	৫৩,৩৮২
,,	২১	১,০০০	১২২,৫৯০	১,০০০	৫৪,৩৮২
,,	২৮	১,০০০	১২০,০৫০	১,০০০	৫৫,৩৮২

সারণি ৪৮
৩। ১৯২০ সালে উদ্ধার সোনার বিক্রয়

ক্রম	বিক্রয়ের তারিখ		স্বীকৃত টেন্ডারের ন্যূনতম দর			স্বীকৃত টেন্ডারের গড় দর			বিক্রয়ের পরিমাণ (তোলা)	বোম্বাই বাজারে দেশীয় সোনার বারের মূল্য		
			টাকা	আনা	পাই	টাকা	আনা	পাই		টাকা	আনা	পাই
১	১৯১৯ সেপ্টেম্বর	৩	২৫	৮	০	২৬	১২	১	৩,২৯,১৩০	২৮	১০	০
২	,,	১৭	২৪	৮	০	২৪	১০	০	৩,৯৬,৬৪০	২৬	১	০
৩	অক্টোবর	৬	২৫	৮	০	২৫	৯	৮	৩,২৬,০০০	২৭	০	০
৪	,,	২০	২৬	১৫	৩	২৭	০	২	৩,৩৪,০০০	২৮	০	০
৫	নভেম্বর	৩	২৭	১৪	৬	২৭	১৫	৬	৩,২৫,০০০	২৮	৫	০
৬	,,	১৭	২৬	১৫	০	২৭	০	১১	৫,১৮,৫০০	২৮	২	০
৭	ডিসেম্বর	৮	২৬	০	৬	২৬	৪	৬	১০,০০,৬৪০	২৭	১০	০
৮	১৯২০ জানুয়ারি	৫	২৬	৪	৩	২৬	৭	৯	৭,৬৩,৩০০	২৭	৩	০
৯	,,	১৯	২৬	১৩	৩	২৬	১৪	৭	৮,০০,০০০	২৭	৫	০
১০	ফেব্রুয়ারি	৫	২৫	২	৩	২৫	৯	৭	৭,৫৬,৪৫০	২৫	৬	০
১১	,,	১৯	১৬	২	৩	২১	৯	১	৯,৬০,৫৯০	২৩	৪	০
১২	মার্চ	৩	১৮	৮	০	১৮	১২	৪	১২,৯৬,১২৫	২১	৭	০
১৩	,,	১৭	২১	৬	০	২১	৭	৭	১২,৫৩,৩২৫	২২	১৩	০
১৪	এপ্রিল	৭	২২	৭	৩	২২	৯	৪	১২,৪৬,২০০	২৪	০	০
১৫	,,	২১	২৩	৭	৪	২৩	৮	৬	১০,৬৮,১৭৫	২৪	৪	০
১৬	মে	৫	২০	১৩	৩	২১	৩	২	১১,৯৬,৭৫০	২১	৮	০
১৭	,,	১৯	২১	০	৩	২১	১	৭	১২,৪৬,০৫০	২১	১২	০
১৮	জুন	৯	২১	৮	৯	২১	৯	৮	১১,৩২,৩৫০	২২	২	৬
১৯	,,	২৩	২০	১৪	১০	২১	০	৫	১২,২৫,২৫০	২১	৮	০
২০	জুলাই	৭	২১	১	৪	২২	২	২	১২,৮১,৫০০	২১	৬	০
২১	,,	২১	২২	০	১	২২	০	১১	১২,৪২,০০০	২২	৫	০
২২	আগস্ট	৪	২২	৫	৬	২২	৬	৩	১২,৭৮,৯৫০	২২	৭	০
২৩	,,	১৯	২৩	৯	৪	২৩	১০	২	৫,৫৪,৫০০	২৩	৭	০
২৪	সেপ্টেম্বর	১	২২	৮	৩	২২	১০	৮	৮,২৭,৭০০	২৩	১	৬
২৫	,,	১৪	২৩	৯	৪	২৩	১২	১১	২,৩০,৫০০	২৩	৮	০
								মোট	২,১৫,৮৯,৬৩৫			

চেম্বারলেইন কমিশনের কাছে ভর্ৎসিত হওয়ার ফলেই সম্ভবত ১৯২০ সালের সংকটে 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয়ের কার্যধারাতে এত সাহসী মনোভাবে কল্পনা করা হয়েছিল। সাধারণ জনগণের কাছ থেকে এই কার্যধারার প্রচুর অশিক্ষিত সমালোচনা হয়েছিল, এই বলে যে, এটা একটা 'পরিকল্পিত লুটতরাজ' বলে।

কিন্তু অকুতোভয় অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করলেন[১] —

'বিনিময় কার্যধারার এটা একটা জরুরি বৈশিষ্ট্য যে.........আমাদের শুধুমাত্র লন্ডন থেকে ভারতে স্বর্ণসূচকের কাছাকাছি হারে 'কাউন্সিল বিল' প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে তা নয়, বিনিময় দৌর্বল্যের সময় ভারত থেকে লন্ডনে প্রেরণেরও ব্যবস্থা করতে হবে স্টার্লিং প্রেরণ বিক্রয়ের মাধ্যমে যা 'রিভার্স কাউন্সিল' নামে পরিচিত। এটা কেবল সোনা রপ্তানির একটা পরিবর্ত। এটা কোনও নতুন ব্যাপার নয়—আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় করছি....এবং তা যদি আমরা না করি তা হলে বিনিময় কার্যধারা কার্যকরী হয় না।...আমরা 'রিভার্স কাউন্সিল' কেন বিক্রয় করেছি এটা তার কারণ, এবং একমাত্র কারণ স্বর্ণসূচকের যথাসম্ভব কাছাকাছি কোনও একটা বিন্দুতে বিনিময় বজায় রাখার একটা প্রচেষ্টা। চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমরা যদি 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় বন্ধ করে দিতাম, তাহলে ফলাফল কি হত? আমি বুঝতে পারি যে, একটা দাবী রয়েছে 'রিভার্স কাউন্সিল' অন্য কোনও ভিন্ন পদ্ধতিতে বিক্রয় করা, অথবা বর্তমান প্রচলিত দরের থেকে ভিন্ন দরে বিক্রয় করা, কিন্তু স্বীকার করি যে, বিদেশি মুদ্রায় টাকার বিনিময় পুরোপুরি তুলে দেওয়ার দাবী কি জন্য আমি বুঝতে পারি না। আমি দেখেছি যে বোম্বাইতে এটা দাবী করা হচ্ছে যে, বিনিময়কে তার 'স্বাভাবিক স্তর' পেতে দিতে হবে। এটা এমন একটা চটকদার পরিচিতির নাম যা আমাকে প্রভাবিত করে না। যে অর্থে এই শব্দগুচ্ছ আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে বিনিময়ে 'স্বাভাবিক স্তর' বলে কোনও কিছু নেই। কারণ, যখন একজন অভ্যন্তরীণ মুদ্রাকে বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তর করে, সেখানে 'সম-হার' এর মতো একটা কিছু আছে যাতে দু'টো মুদ্রাই আনা যায়; সেটা সোনা হতে পারে, রূপা হতে পারে, স্টার্লিং অথবা স্পেনীয় পেসেতা, যাকে আমরা আমাদের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করি। টাকাকে কিছুর[২] সঙ্গে যোগসূত্রে বাঁধতে

---

১. 'রিভার্স কাউন্সিল' সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতা, ১০ই মার্চ ১৯২০, এস-এল-সি-পি; খণ্ড ৪৮, পৃষ্ঠা : ১২৯১।

২. ২১ শে জুন ১৯২০ সালের তৃতীয় অধ্যাদেশ বলে, ভারতীয় মুদ্রা আইনের (তৃতীয়, ১৯০৬ সাল) একাদশতম ধারায় বর্ণিত স্বর্ণমুদ্রাকে প্রদান অথবা খাতের ক্ষেত্রে বৈধ অর্থ হিসাবে ক্ষান্ত করা হল, কিন্তু সরকারের গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা রাখা হল ১৫ টাকা হারে ২১ দিনের স্থগিত সময়কালে। এই অধ্যাদেশ চলেছিল ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০ পর্যন্ত, যখন ১৯২০ সালের ৩৬ তম আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে বৈধ অর্থ করা হল। এই সময়কালে ভারতে সোনার মুদ্রার কোনও আইনগত মর্যাদা ছিল না।

হবে, এবং যদি সেই যোগসূত্রে বাঁধা যায় তা হলে সেটা কোনও নির্দিষ্ট হারে হতে হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে পড়ে এই হার বজায় রাখার জন্য 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় করতে। যদি 'রিভার্স কাউন্সিল' পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের না থাকবে স্বর্ণমান, না থাকবে স্বর্ণ-বিনিময় মান, অথবা কোনও ধরণের-ই মান।'

কিন্তু এতে শুধুই এই প্রশ্নটি ওঠে যদি 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় বিনিময় সঠিককরণ করার জন্য এতটাই উপযোগী, তা হলে তার ফল কেন এরকম দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতা হল? অর্থমন্ত্রী এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও জোরালো উত্তর দিয়েছেন এইরকম :

'আমরা যদি বাজার দর এবং টাকার আনুমানিক সোনার অংশের মধ্যে প্রভেদ কমিয়ে আনতে অসফল হই.....এটা এই জন্য নয় যে আমরা অতি মাত্রায় 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় করেছি, এর কারণ হল আমরা অত্যন্ত কম বিক্রয় করেছি। আমি এই বক্তব্য এখানকার বাণিজ্যিক মহলের যে কোনও সদস্যের কাছে রাখছি, এবং প্রতিবাদের কোনওরকম ভয় ছাড়াই আমি এই বক্তব্য রাখছি যে, আমাদের সম্পদ যদি সোজাসুজি ২০,৩০ অথবা ৪০ মিলিয়ন 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট থাকত, তাহলে সম্ভবত আমাদের টাকার বাজার দর ও তাত্ত্বিক দরের মধ্যে একেবারেই কোনও প্রভেদ থাকত না। আমাদের সমস্যাগুলির মধ্যে একটা এই নয় যে আমরা অতি মাত্রায় 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় করেছি, সমস্যা হল আমরা অত্যন্ত কম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছি।'[১]

এই বক্তব্যের কিছুটা বৈধতা থাকত যদি 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয়ের পরিমাণ 'অত্যন্ত কম' হত। ২০, ৩০ অথবা ৪০ মিলিয়ন নয়, ৫৫১/২ মিলিয়ন 'রিভার্স কাউন্সিল' বিক্রয় করা হয়েছিল, প্রচুর সোনার অভ্যন্তরীণ বিক্রয় বাদ দিয়ে, ও 'কাউন্সিল বিল' সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স এর বেশি বৃদ্ধি পায় নি, ২ শিলিং সোনা তো অনেক দূরের কথা, 'রিভার্স কাউন্সিলে'র বিক্রয় বিনিময় সঠিককরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না কেন? এই জন্য উদ্ধারের যুক্তিযুক্ততার সম্পূর্ণ প্রশ্নটি নিরীক্ষার প্রয়োজন।

আলোচনার প্রারম্ভেই এই প্রস্তাব রাখা প্রয়োজন উদ্ধারের ফলে শুধুমাত্র মুদ্রার একটি ধরন থেকে আরেকটি ধরনে প্রতিস্থাপন হবে, অথবা এর ফলে মুদ্রার

---

১. তদেব; পৃষ্ঠা : ১৩০১।

অবসরণ হবে। যতক্ষণ এর ফলশ্রুতি প্রতিস্থাপন, ততক্ষণ, এর কিছুমাত্র প্রভাব নেই। কারণ মুদ্রার প্রতিকল্পন মুদ্রা সংকোচন নয়।[১] মুদ্রা-মূল্য পুনঃস্থাপনের জন্য যা প্রয়োজন, সেটা হল সংকোচন, অর্থাৎ এদের অবসরণ ও বাতিল। এই পদ্ধতির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা নয় যে, কতদূর পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়, প্রশ্ন হল কতটা অবসরণ করা যায়। এই প্রশ্নের বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত যে, এর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ভারত সরকার ও ভারত-সচিবের কাছে স্বর্ণ-সম্পদ কতটা আছে, তার ওপর। প্রথমেই আমরা পরিষ্কারভাবে জেনে নিই এই স্বর্ণ-সম্পদের অবস্থান কি রকম হয় এবং কিভাবে বিতরণ করা হয়। এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, স্বর্ণ-সম্পদ বিতরণ করা হয় (১) কাগুজে মুদ্রার সঞ্চিত ভাণ্ডার, (২) স্বর্ণ-মান সঞ্চিত ভাণ্ডার এবং (৩) ভারত-সচিবের কাছে নগদ তহবিলের মধ্যে। এই সম্পদগুলিকে তিনটি 'সুরক্ষা রেখা' বলে উল্লেখ করার অভ্যাস হয়ে গেছে, যার ওপর সরকার নিরাপদভাবে নির্ভর করতে পারে যখন বিনিময় সংকট আসে। কিন্তু তারা কি তাই? উদ্ধারের ক্ষেত্রে তারা তাই হতে পারে, একমাত্র যদি তারা সকলে 'মুক্ত' হয়; অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি তাদের বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে রাখা না হয়। কতটা পরিমাণে তাদের স্বতন্ত্র রাখা হয় না? ভারত-সচিব কি কাগুজে মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে সোনা নিতে পারেন? নিতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকে অন্য কিছু দিয়ে পূরণ করতে হবে, অথবা সেই অনুসারে কাগুজে মুদ্রা বাতিল করতে হবে। ভারত-সচিব কি নিজের নগদ তহবিল থেকে সোনা নিতে পারেন? সেটা পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকে কোষাগার পূর্ণ করবার জন্য ঋণ গ্রহণ করতে হবে, অথবা ভারত সরকারের নামে হুণ্ডি (বা বিল) অন্য কেউ ক্রয় করে কি না দেখতে হবে, যা টাকার মুদ্রা প্রচলন করার সামিল। কাগুজে মুদ্রার ভাণ্ডারের এবং নগদ তহবিলের সোনা কোনও কাজের-ই নয়, কারণ এটা টাকার বাতিল করার অনুমতি দেয় না, যখন মূল্যের পতন ঘটে সেই সময় পুনঃস্থাপনের জন্য যা প্রয়োজন। ভারত-সচিবের স্বর্ণ-সম্পদের সহব্যাপী হিসাবে উদ্ধারের উপযোগিতার কথা বলা তাই ডাহা মিথ্যা। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, এবং একটা উদাহরণ দেওয়া বেমানান হবে না। ধরা যাক, টাকার একজন স্বত্বাধিকারী, ক, টাকার পরিবর্তে সোনা পেতে চায়। সে তিনটি কাউন্টারে যেতে পারে : (১) নগদ তহবিলের নিয়ামকের কাউন্টারে, (২) কাগুজে মুদ্রা ভাণ্ডারের দায়িত্বে মুদ্রা-নিয়ামকের

---

১. সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল আমেরিকান ব্যাঙ্ক নোট (গ্রীনব্যাকস্)। ১৮৭৫ সালের আইনে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচলন হল ১৮৭৯ সালের মধ্যে। কিন্তু ১৮৭৮ সালের এক প্রতিরোধী আইনে ৩,৪৭,০০০,০০০টি প্রচলনে রাখা হল। উদ্ধার করা মাত্র পুন:প্রচলন করতে হবে; এদের প্রচলন করানো যাবে না।

কাউন্টারে, অথবা (৩) স্বর্ণ-মান মজুত ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কের কাউন্টারে। ক যদি প্রথম কাউন্টারে যায়, ফল কি হবে? নগদ তহবিল সম-পরিমাণে হ্রাস পাবে। আমরা যদি ধরে নিই যে নগদ তহবিল নূন্যতম মাত্রায় আছে (যেটা থাকা উচিত), ঋণ শোধের ক্ষমতা বজায় রাখতে নিয়ামককে তৎক্ষণাৎ তহবিল পূরণ করতে হবে ভারতের ওপর বিল কেটে এবং সোনার পরিবর্তে প্রাপ্ত টাকা প্রচলনে আবার ছেড়ে দিয়ে; তার ফলে এই ক্ষেত্রে কোনও মুদ্রা সংকোচন হচ্ছে না। ক যদি মুদ্রা নিয়ামকের কাছে যায়, কি হবে?. নিয়ামক তাকে সোনা দিল। কিন্তু আমরা যদি অনুমান করি যে কাগুজে মুদ্রা হিসাব একটা পৃথক সংবিধি হিসাব, ক'র কাছ থেকে পাওয়া টাকা তাকে ভাণ্ডারেই রাখতে হবে, যার ফলে ভাণ্ডারের গঠনে একটা পরিবর্তন আসবে, কিন্তু মোট কাগুজে মুদ্রা এক-ই থাকবে। সুতরাং, এটা মনে রাখতে হবে যে, কাগুজে মুদ্রা ভাণ্ডার ও নগদ তহবিলের সোনা যে পরিমাণে কাজে লাগানো হচ্ছে তার ফলে মুদ্রার অবসরণ হচ্ছে না। তাদের 'সুরক্ষা রেখা' বলে উল্লেখ করার, (যা প্রায়ই করা হয়) অর্থই হল যে এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা যে এগুলো মুক্ত সম্পদ নয়, বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রাখা সম্পদ।

তাহলে, টাকার মুদ্রা বন্ধ জন্য সরকারের হাতে কি সম্পদ রইল? শুধুমাত্র স্বর্ণ-মান ভাণ্ডার। অর্থাৎ এটা একমাত্র ভাণ্ডার যা কোনও বিশেষ প্রয়োজনে স্বতন্ত্রভাবে রাখা নয়। এটা মুক্ত নগদ, এবং টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাসের ঘটনায় সেই অনুপাতে সরকারের পক্ষে মূল্য পুনঃস্থাপন করা সম্ভব। অবশ্যই এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মুদ্রা অবসরণ এর বিস্তার এটাই। এটা যে পারবে এমন নয়, কারণ এটা নাও পারে এবং ঘটনার অভাব নেই যে, যেখানে এটা পারে নি। দুটো উদাহরণ-ই যথেষ্ট। টাঁকশাল বন্ধের প্রথম সময়কালে, অর্থাৎ ১৮৯৩-৯৮, এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, সরকারের হাতে কেমনভাবে প্রচুর সংখ্যক টাকা জড়ো হয়েছিল, এবং টাকার মূল্যবৃদ্ধির স্বার্থে এগুলিকে উচিত ছিল তালা বন্ধ করে রাখা। পরিবর্তে সরকার সেই সব টাকা প্রচলনে ছেড়ে দিল রেল ও অন্যান্য জনস্বার্থমূলক কাজের মাধ্যমে সেটা করা হয়েছিল এইরকম ভাবনা নিয়ে যে, এই টাকা জনসাধারণ খরচ করলে তার যা ফল হত এই ভাবে টাকা খরচে ফল অন্য রকমের কিছু হবে। এক-ইভাবে ১৯২০ সালে বিশিষ্ট হয়ে আছে 'রিভার্স কাউন্সিলে'র দায়িত্বজ্ঞানহীন বিক্রয়। এই 'রিভার্স কাউন্সিল' মেটানোর জন্য ভারত-সচিবের কাগুজে মুদ্রার ভাণ্ডার থেকে সোনা নিয়ে ছিল। কিন্তু যতটা পরিমাণ সোনা ভাণ্ডার থেকে বের করে নিয়েছিল, সেই পরিমাণে কাগুজে মুদ্রা বাতিল না করে তার পরিবর্তে ১৯২০ সালের ২১ তম আইনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতা পেল সেই উদ্দেশ্যে ঋণপত্র

উৎপাদন করে ফাঁক পূর্ণ করতে, যার ফলে যদিও উদ্ধার হল, অবসরণ হল না এবং ততটা পরিমাণ সোনা স্রেফ নষ্ট হল। কারণ না মূল্য না বিনিময়ে এর কোনও প্রভাব পড়ল না। ১৯২০ সালের মার্চে পাশ করা এই আইনের স্থিতিকাল ছিল সাময়িক, এবং অক্টোবর ১৯২০'র মধ্যে যখন এই আইন শেষ হওয়ার কথা, সরকারকে বাধ্য করল মুদ্রা অবসরণের জন্য। সরকার এটা না করে কাগুজে মুদ্রা আইন পরিবর্তন করল, সাময়িক নয় স্থায়ীভাবে (৪৫ তম আইন, ১৯২০), এমনভাবে যার ফলে সরকারকে যথাসম্ভব কম মাত্রায় মুদ্রা বাতিল করতে হবে তাদের 'সৃষ্ট ঋণপত্র' বাতিল করার মাধ্যমে। সরকারি আয়-ব্যয়কে ঘাটতির জন্য এমনকি এটাও করা হল না। যদিও এরকম অবিবেচক কাজের পুনরাবৃত্তি করা হয় নি, কিন্তু বাস্তবে স্বর্ণ-মান ভাণ্ডারে অনুমতি প্রাপ্ত সীমার অতিরিক্ত অবসরণ সরকার করতে পারে নি। যদি ভাণ্ডার ব্যর্থ হয়, সরকারের কাছে দু'টি সম্পদই অবশিষ্ট থাকে: (১) টাকা গলিয়ে সোনার বিনিময়ে বাট বিক্রয় করা এবং এইভাবে মুদ্রা আরও সংকোচন করা যতক্ষণ না এর মূল্য পুনর্স্থাপন হয়, বা (২) সোনা ধার করা। দু'টিই সুস্পষ্টভাবে খরচ সাপেক্ষ পদ্ধতি। টাকা বাট হিসাবে বিক্রয় করলে ক্ষতি হতে বাধ্য যদি না বাট তৈরির জন্য ক্রয়মূল্যের থেকে বেশি টাকা বাট বিক্রয় করে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতি, অর্থাৎ ঋণ করাকে মুদ্রা অবসরণের জন্য মজুত ভাণ্ডার তৈরির স্বার্থে হালকা ভাবে নেওয়া উচিত নয়। এই ধরনের পদ্ধতি অবশ্যই এত খরচ সাপেক্ষ এবং এর প্রমাণ এতটাই সম্পূর্ণ যে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিনিময় মানে অস্থিরতা আসবে, এবং সেইজন্য বিনিময় সংকটে সম্ভাব্য এই পন্থা প্রয়োগের কথা সরকার চিন্তাই করে নি। এটা তাই নিশ্চিতভাবে মনে হয় যে, সরকার স্বীকার করে যে স্বর্ণমান ভাণ্ডার বিনিময় বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট নয়। কারণ আমরা দেখি যে ১৯০৭-৮ থেকে সরকারি উদ্বৃত্ত লন্ডন ও ভারতের মধ্যে বন্টনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই সময়কাল পর্যন্ত ভারত-সচিবের কার্যধারা ছিল অভ্যন্তরীণ কোষাগারে প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ নেওয়া। এই তারিখের পর কার্যকরী করা হল ভারত সরকার যতটা পারবে ততটা প্রেরণ করা, এবং ভারত সরকার অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট, অনেক টাকা সরিয়ে রাখল কাউন্সিলের জন্য। ফল হল ভারত-সচিবের নগদ উদ্বৃত্ত ফুলে ফেঁপে ওঠা।[১] অভ্যন্তরীণ কোষাগারে অর্থ যোগানের এই অভিনব পন্থার কোনও সন্তোষজনক সরকারি ব্যাখ্যা কখনও দেওয়া হয় নি,[২] কিন্তু আমরা যদি বলি যে এইসব উদ্বৃত্ত একীকৃত করার

---

১. সারণির জন্য সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. দ্রষ্টব্য : 'ইন্ডিয় অফিস ব্যালেন্স'-এর ওপর স্মারকলিপি। ১৯১৩ সাল, নং ৬৬১৯।

উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় স্বর্ণ ভাণ্ডার সৃষ্টি করা যাতে প্রকৃত স্বর্ণ-মান ভাণ্ডার সংযোগ করা যায়। এই আকস্মিক সম্পদ থেকে তখনকার জন্য সরকার যে জোরই পাক না কেন, এটা সুস্পষ্ট যে, এটা কখনওই স্থায়ী হতে পারে না। সরকারি অর্থের আরও জনপ্রিয় একটি পরিচালন প্রথায়, নগদ উদ্বৃত্ত ন্যূনতম প্রয়োজনের মাত্রায় রাখতে হবে কোষাগার ক্রিয়াশীল রাখবার জন্য, এবং স্বর্ণ-মান ভাণ্ডার-ই একমাত্র ভাণ্ডার যার ওপর সরকারকে নির্ভর করতে হবে।

কাগুজে মুদ্রার জন্য কাগুজে মুদ্রা ভাণ্ডারের যে উপযোগিতা, টাকার জন্য স্বর্ণ-মান ভাণ্ডারের উপযোগিতা ততটাই। দু'টোই ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য নিজ নিজ মুদ্রাকে সমর্থন করা যাতে হ্রাস হওয়া বা বাটায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিবারণ করা যায়। ভাণ্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে টাকা এবং কাগুজে নোটের প্রতি সরকার যে আচরণ করেছিল, তাতে বিশেষ মাত্রায় বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে, যা আগেই বলা হয়েছে, ভাণ্ডারটি বিধিবদ্ধ ভাণ্ডার, এবং ভারতীয় কাগুজে মুদ্রার সম্পূর্ণ বুনিয়াদ পরিবর্তন করা হলেও ভাণ্ডার সংক্রান্ত বিধি এতটুকুও কম কঠোর নয় ও আইন লঙ্ঘন না করে সরকারের পক্ষে এই বিধি অবহেলা করা সম্ভব নয়। যাই হোক, টাকা রূপার ওপর মুদ্রিত নোট ছাড়া আর কিছু নয়।[১] সেইজন্যই, ভাণ্ডার সংক্রান্ত আইনি ধারাগুলি কাগুজে মুদ্রায় প্রযোজ্য ধারার অনুরূপ হওয়া উচিত। বিচিত্র মনে হলেও, স্বর্ণ-মান ভাণ্ডারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না।[২] সরকারের পক্ষে টাকা পুনরায় ক্রয় করার শুধুমাত্র যে বিধিনিষেধ ছিল না তা নয়, এমনকি সরকার এই ভাণ্ডার বজায় রাখতেও মনে হয় বাধ্য নয়। এবং ভাণ্ডার বজায় রেখেছে বলে কোনও রকম নিশ্চয়তা নেই, অপব্যয় করা হলে এই

---

১. 'আমরা কার্যত টাকার মুদ্রাকে প্রতীক মুদ্রায় পর্যবসিত করেছি, এবং আমরা বাস্তবিক মহাজনের অবস্থায় আছি যে কিছু পরিমাণ ন্যাসিক মুদ্রা প্রচলন করেছে (কাগুজে হোক বা ধাতু হোক তাতে কিছু এসে যায় না) এবং এই ন্যাসিক মুদ্রার মূল্য বজায় রাখতে, বাণিজ্যের বৈধ প্রয়োজনে পেশ করা মাত্র বিনিময় করবার অবস্থায় আমরা থাকতে বাধ্য।' ১৯০৩-০৪ এর অর্থ সংক্রান্ত লিখিত বিবৃতি; পৃষ্ঠা : ১৪।

২. চেম্বারলেইন কমিশন মন্তব্য করেছিল : 'সংকটের সময় সরকারের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করবার অসুবিধা আছে, এবং ভাণ্ডারের হস্তান্তরিতকরণ এবং পরিমাণ অপরিবর্তনীয় রাখা আকাঙ্ক্ষিত নয়। সেইজন্য আমরা মনে করি না যে স্বর্ণ-মান ভাণ্ডার কোনও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।'—প্রতিবেদন : ধারা ১০১।

ভাণ্ডার পুনঃস্থাপিত করা হবে।[১] এই প্রভেদগুলি ছেড়ে দিলে, স্বর্ণ-মান ভাণ্ডার কি পর্যাপ্ত ভাণ্ডার? স্বর্ণ-মান ভাণ্ডারের আয়তনগত সংখ্যা, সরকারি প্রকাশনায় সাধারণভাবে যে দেওয়া হয়ে থাকে, একেবারে অর্থহীন গোত্রের। সম্পদ প্রদর্শন করে কি লাভ হবে যদি না তার সঙ্গে দায় প্রদর্শন করা হয়? ওই ভাণ্ডারের পর্যাপ্ততা বিচার করতে আমাদের টাকার নোট প্রচলন কত জানতে হবে। যখন আমরা টাকার প্রচলন মজুতের সঙ্গে তুলনা করি, দুটির মধ্যেকার অনুপাত যথেষ্ট বড় নয় যে পদ্ধতির স্থায়িত্বের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস উদ্রেক করে (সারণি ৪৯ দ্রষ্টব্য)।

এত কম ভাণ্ডার কি ভাবে অবসরণ প্রথা যথেষ্ট পরিমাণে টেনে নিতে পারবে? এটা যে সব সময় সেরকম করবে না, ১৯২০ সালের সংকটে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু বিনিময় মানের সমর্থনকারীরা মনে করে যে ভাণ্ডারের স্বল্পতা কোন ব্যাপারই নয়। তাই যদি হয়, এটা বলা যায় যে ভাণ্ডারের পরিমাণ বড় হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি তাই ধরে নিই, তাহলে ভাণ্ডারের পরিমাণ কিভাবে নির্ধারিত হবে যাতে সব এবং প্রত্যেক অবস্থা যথেষ্ট বলে মনে হয়? নির্দেশনার নিয়ম ব্যাখ্যা করবার একমাত্র প্রচেষ্টা করেছিলেন অধ্যাপক কেইন্স। ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের সম্ভাব্য তফাতের মধ্যে তিনি নিয়ম খুঁজে পেয়েছিলেন।[২] এতে কি ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণের অসুবিধাগুলি নির্দিষ্ট হয়? পূর্বের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, প্রতিকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত হয় মুদ্রার অবচয়ের জন্য, যাতে অধ্যাপক কেইন্স-এর বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, অবচয়ের গভীরতার সঙ্গে ভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু সরকার কিভাবে এটা করবে? শুধুমাত্র মূল্যস্তরের ওঠানামার দিকে মন ফিরিয়ে দিয়ে? কিন্তু মুদ্রা পরিচালনার সব ক্ষেত্র, ভারত সরকার মূল্য সংকটে কোনও মনোযোগ দেয় নি। অবশ্যই, ওপরে যেভাবে বলা হয়েছে, বিনিময় হার হ্রাসের অন্তর্নিহিত কারণ বিষয়ে আন্দাজ সত্যিকারের সংখ্যা থেকে একেবারে অন্যদিকে, এবং সংকট এড়ানোর জন্য

১. ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা (সাময়িক পরিবর্তন) বিধেয়কের এর ওপরে ১৭ই মার্চ, ১৯২০ তে প্রদত্ত অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতায় মন্তব্য করা হয়েছে,'.....বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যতক্ষণ না কাগুজে মুদ্রা ভাণ্ডার পুনরায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, ততক্ষণ স্বর্ণ-মান ভাণ্ডার ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে, যদি......' ভারত-সচিব প্রচুর আভ্যন্তরীণ দায়িত্বের জন্য কাউন্সিলের মাধ্যমে সঞ্চিত ভাণ্ডার রাখতে অসমর্থ বোধ করে, এবং স্বর্ণমান বজায় রাখতে পারে, তাহলে আমরা এখানে স্বর্ণ-মান ভাণ্ডার জমা করে দিতে পারি। এইটি তৃতীয় বিবেচ্য বিষয়, এবং আমি মনে করি চূড়ান্ত বিষয়। যখন তোমরা কাগুজে মুদ্রা ভাণ্ডারের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হও, তোমাকে তখনই কাগুজে-মুদ্রা ভাণ্ডারের মধ্যেই ক্রিয়াশীল হতে হয়; তুমি যখন স্বর্ণ-মান ভাণ্ডারের বিরুদ্ধে কার্যকারী হও, এই ভাণ্ডার উবে যায়; এটি পিছনে যায় এবং এটার স্থান পূরণ করার কোনও দায়বদ্ধতা থাকে না; সেইখানে কাগুজে মুদ্রা ভাণ্ডার পূরণ করতে আমরা আইনানুগ রূপে বাধ্য। 'এস. সি. সি.'; খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠা : ১৪১৬।

২. পূর্বে দ্রষ্টব্য : পৃষ্ঠা : ১৬৬৭।

সারণি XLIX

স্বর্ণমান ভাণ্ডারের বিতরণ এবং প্রচলিত টাকার সঙ্গে অনুপাত (হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং)

প্রত্যেক বছর মার্চ ৩১	ইংল্যান্ডে					ভারতে					ইংল্যান্ড ও ভারতে মোট মজুত ভাণ্ডার	টাকার প্রচলনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	টাকার প্রচলনে মজুত ভাণ্ডার শতাংশে (£=১৫ টাকা)*
	স্টার্লিং ঋণপত্রের ক্রয়মূল্য	স্বল্প নোটিশে নগদ	অভ্যন্তরীণ কোষাগার-কে সাময়িক ঋণ	ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে জমাকৃত সোনা	মোট	ভারতে মুদ্রাকৃত টাকা	কোষাগার উদ্বৃত্ত থেকে অনাদায়ী ঋণ	কোষাগার উদ্বৃত্ত সাময়িক ঋণ	সোনা	মোট			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১৯০১	—	—	—	—	—	—	১,৮৩১	—	১,২০০	৩,০৩১	৩,০৩১	১৪৩	৩.১
১৯০২	৩,৪৫৪	—	—	—	৩,৪৫৪	—	—	—	—	—	৩,৪৫৪	১৩৮	৩.৭
১৯০৩	৩,৮১০	—	—	—	৩,৮১০	—	১	—	—	১	৩,৮১১	১৩৬	৩.৪
১৯০৪	৬,৩৭৭	—	—	—	৬,৩৭৭	—	১৬৭	—	—	১৬৭	৬,৫৪৪	১৪৪	৬.৮
১৯০৫	৮,৩৭৭	—	—	—	৮,৩৭৭	—	১৫২	—	—	১৫২	৮,৫২৯	১৫২	৮.৪
১৯০৬	১২,১৬৫	—	—	—	১২,১৬৫	—	২৮৭	—	—	২৮৭	১২,৪৫২	১৬৪	১০.৭
১৯০৭	১২,৫১৯	—	—	—	১২,৫১৯	৪,০০০	৩০১	—	২২	৪,৩২৩	১৬,৮৪২	১৭৮	১০.৬
১৯০৮	১৩,১৮৭	—	১,১৩১	—	১৪,৩১৮	৪,০০০	—	—	—	৪,০০০	১৮,৩১৮	১৯১	১১.২
১৯০৯	৭,৪১৪	—	৪৭০	—	৭,৮৮৪	১০,৫৮৭	—	—	—	১০,৫৮৭	১৮,৪৭১	১৮৭	৭.১
১৯১০	১৩,২১৯	৩,০১১	—	—	১৬,২৩০	২,৫৩৪	—	—	—	২,৫৩৪	১৮,৭৬৪	১৮৬	১৩.৮

[পরের পৃষ্ঠায়]

[পূর্ব পৃষ্ঠার পর]

সারণি XLIX

স্বর্ণমান ভাণ্ডারের বিতরণ এবং প্রচলিত টাকার সঙ্গে অনুপাত (হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং)

প্রত্যেক বছর মার্চ ৩১	ইংল্যাণ্ডে					ভারতে					ইংল্যান্ড ও ভারতে মোট মজুত ভাণ্ডার	টাকার প্রচলনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	টাকার প্রচলনে মজুত ভাণ্ডার শতাংশে (£=১৫ টাকা)*
	স্টার্লিং ঋণপত্রের ক্রয়মূল্য	স্বল্প নোটিশে নগদ	অভ্যন্তরীণ কোষাগার-কে সাময়িক ঋণ	ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে জমাকৃত সোনা	মোট	ভারতে মুদ্রাকৃত টাকা	কোষাগার উদ্বৃত্ত থেকে অনাদায়ী ঋণ	কোষাগার উদ্বৃত্ত সাময়িক ঋণ	সোনা	মোট			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১৯১১	১৫,৮৪৯	১,৪৭৭	—	—	১৭,৩২৬	১,৯৩৪	—	—	—	১,৯৩৪	১৯,২৬০	১৮৪	১৪.৮
১৯১২	১৬,৭৪৮	১,০৭৪	—	—	১৭,৮৮২	১,৯৩৪	—	—	—	১,৯৩৪	১৯,৯৫৬	১৮২	১৪.৯
১৯১৩	১৫,৯৪৬	১,০০৬	—	১,৬২০	১৮,৫৭২	৪,০০০	৩৫	—	—	৪,০৩৫	২২,৬০৭	১৯১	১৪.৮
১৯১৪	১৭,১৬৫	২৫	—	৪,৩২০	২১,৫১০	৪,০০০	২২	—	—	৪,০২২	২৫,৫৩২	১৮৭	১৭.২
১৯১৫	১২,১৪৯	৮	—	১,২৫০	১৩,৪০৭	—	৭০	৭,০০০	৫,২৩৮	১৩,৩০৮	২৫,৭১৫	২০৪	১৮.৯
১৯১৬	১৬,২১৯	৫,৭৯২	—	—	২২,০১১	—	১	৪,০০০	২৩৯	৪,২৪০	২৬,২৫১	২১২	১৫.৭
১৯১৭	২৫,৪০৬	৬,০০১	—	—	৩১,৪০৭	—	—	—	১০৩	১০৩	৩১,৫১০	২২৭	২০.৮
১৯১৮	২৮,৪৫৩	৬,০০০	—	—	৩৪,৪৫৩	—	—	—	—	—	৩৪,৪৫৩	২১৯	২৩.৫
১৯১৯	২৯,৭২৯	৬,০১৬	—	—	৩৪,৭৪৫	—	—	—	—	—	৩৫,৭৪৫	২২৮	২৩.৫

*অনুপাত নির্ণয়ের জন্য ভাণ্ডারের টাকার অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

দৃঢ়বদ্ধ রাখবার ক্ষমতা প্রয়োজন। সত্যিকারের ধারণা বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে তাঁরা অন্ধভাবে মুদ্রা প্রচলন করে চলে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হয়। এর সব কিছুর-ই একটা উদ্দেশ্য—স্বর্ণ ভাণ্ডার বজায় রাখা, এবং যতক্ষণ এই ভাণ্ডার থাকে, ততক্ষণ চিন্তা করে না কত মুদ্রা প্রচলন করছে। প্রচলিত মুদ্রা এবং ভাণ্ডারের আনুপাতিক সম্পর্ক স্থির না হওয়াতে, বিনিময় মানের স্থায়িত্ব, যতটা ভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করে। ঠিক ততটাই সর্বদা অস্পষ্টতায় ঢাকা থাকে, এবং প্রথায় আত্মবিশ্বাস উদ্রেক করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অসুবিধা জনক হয়। বিদেশি প্রেষণ উদ্ধারের দায়, যতটাই কম মনে হোক না কেন, বিনিময়-মানে স্থায়িত্ব পুনর্স্থাপন সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট করে তোলে।

কিন্তু মুদ্রামূল্য বজায় রাখার জন্য স্বর্ণ ভাণ্ডার কি এতটাই জরুরি? বিনিময় মানের সব সমর্থক-ই এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি এক মুহূর্তের সমালোচনাও সহ্য করতে সক্ষম নয়। সোনার মজুত ভাণ্ডারকে কার্যকরী কারণ হিসাবে দেখলে, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা সোনার সঙ্গে কেন সমমানে থাকে, এটা একটা অমার্জিত ভ্রমাত্মক ধারণা।[১] এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হল, এক উদ্দেশ্যহীন নিয়মকে উল্টে দেওয়া। প্রচলিত মাধ্যমের মূল্য বজায় রাখে স্বর্ণ-মজুত-ভাণ্ডার নয়, এর পরিমাণের সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র নিজস্ব মূল্য বজায় রাখবার জন্য যথেষ্ট নয়, দেশের যতটুকু স্বর্ণ-ভাণ্ডার-মজুত আছে তার একত্রীকরণ ও ধারণও সম্ভব করে। মুদ্রার পরিমাণের ওপর সীমাবদ্ধতা উঠিয়ে দিলে, শুধুমাত্র যে মূল্য বজায় রাখতে অসমর্থ হবে তা নয়, যে কোনও রকম স্বর্ণ-মজুত-ভাণ্ডার একত্রীকরণে বাধা দেবে। মুদ্রার মূল্য সংরক্ষণের জন্য স্বর্ণ-মজুত-ভাণ্ডারের গুরুত্ব এতটাই নগণ্য যে, যদি মুদ্রার প্রচলন সীমা কঠোরভাবে বজায় রাখা হয়, তাহলে স্বর্ণ-মজুত-ভাণ্ডার পুরোপুরিভাবে উঠিয়ে দেওয়া যায় মুদ্রার মূল্য বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন না করে। চেম্বারলেইন কমিশন ভরত সরকারকে সুপারিশ করেছিলেন টাকার মূল্য বজায় রাখবার জন্য মজুত-ভাণ্ডার একত্রীকরণ করতে, কারণ ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলি মুদ্রামূল্য বজায় রেখেছিল এই ভাণ্ডারের সাহায্যে। এর থেকে বেশি মাত্রায় সত্যের বিকৃতি হতে পারে না। ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলো যা করেছিল তা কমিশনের সুপারিশের ঠিক বিপরীত। যখন-ই সোনা উধাও হওয়ার লক্ষণ দেখা গেছে, তারা মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস করেছে আপেক্ষিকভাবে নয়, নির্দিষ্টভাবেই। তারা তাদের মুদ্রা মূল্য এবং স্বর্ণ-মজুত-ভাণ্ডার সংরক্ষিত করে রেখেছিল তাদের মুদ্রা পরিমাণ সীমাবদ্ধ রেখে।

---

১. দ্রষ্টব্য : এই ব্যাপারে এফ.এ. ফেট্টারের অসাধারণ রচনা 'দি গোল্ড রিজার্ভ : জাস্ট সাংশন অ্যান্ড ইটস মেইনটেনেন্স' রাষ্ট্রবিজ্ঞান ত্রৈমাসিক পত্র, ১৮৯৬; একাদশ খণ্ড, নং ২।

সুতরাং, মজুত ভাণ্ডারের অস্তিত্ব স্বর্ণ-বিনিময় মানকে কোনও শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। অন্যদিকে, আমরা যদি মজুত-ভাণ্ডারের উৎপত্তির বিষয়ে অনুসন্ধান করি তাহলে দেখতে পাব যে, এর অস্তিত্ব ঐ মানের পক্ষে দুর্বলতার বিশাল সূত্র। কারণ সরকার কিভাবে স্বর্ণ-মান মজুত ভাণ্ডার জোগাড় করে? এরা কি মজুত ভাণ্ডার ব্যাঙ্কের মতোই বৃদ্ধি করে প্রচলন কমিয়ে দিয়ে? ঠিক তার বিপরীত। ভারতের স্বর্ণমান মজুত ভাণ্ডারের গঠন এতটাই বিচিত্র যে, এর সম্পত্তি অর্থাৎ মজুত ভাণ্ডার ও দায় অর্থাৎ টাকা বিপজ্জনকভাবে সহগামী। অন্য কথায়, টাকার মুদ্রা বৃদ্ধি না করে মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা যায় না। এই অশুভ অবস্থার উদয় হয়েছে এইজন্য যে, মজুত ভাণ্ডার গঠিত হয়েছে টাকার মুদ্রাকরণের মুনাফা থেকে উদ্ভব এই রকম হওয়াতে, এটা স্বাভাবিক যে সঞ্চিত ভাণ্ডার বৃদ্ধি হতে পারে টাকার বর্দ্ধিত মুদ্রাকরণের ফলস্বরূপ। টাকার মুদ্রাকরণ থেকে কতটা মুনাফা হতে পারে সেটা নির্ভর করে টাকার মুদ্রাকরণে ব্যয় ও তার বিনিময় মূল্যের প্রভেদের ওপর। টাঁকশালের খরচ ছাড়া, যা মোটামুটি স্থিরীকৃত, এই অবস্থায় যেটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল রূপার মূল্য। সঞ্চিত ভাণ্ডারে মুনাফা জমা পড়বে কি না, সেটা নির্ভর করে টাকায় মুদ্রাকরণের জন্য রূপার দাম কত প্রদান করা হয়েছে তার ওপর।[১]

রাজকীয় টাঁকশাল ও ভারতীয় অফিসের ক্রয় করা রূপার গড়ে মূল্যের তালিকা[২]

বৎসর	রাজকীয় টাঁকশাল প্রতি মানক আউন্সের গড় মূল্য পেন্স	ভারতীয় অফিস প্রতি মানক আউন্সের গড় মূল্য পেন্স	আর্থিক বৎসর
১৮৯৩	৩৬৩/১৬	কোনও ক্রয় নেই	১৮৯৩-৯৪
১৮৯৪	২৯১/৪	”	১৮৯৪-৯৫
১৮৯৫	৩০৩/৮	”	১৮৯৫-৯৬
১৮৯৬	৩০৫/১৬	”	১৮৯৬-৯৭

পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য :

১. মিঃ এম-এল, রেড্ডি গারু'র প্রশ্নের জবাবে নিম্নলিখিত তালিকা পেশ করা হয়েছিল।

২. বিধানমন্ডল বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, নং ৩। ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯২১ পৃষ্ঠা : ১৮১। এফ.ও.বি. অথবা সি. আই. এফ. (অর্থাৎ মূল্য মাশুল-ব্যতীত অথবা মূল্য বিমা ও মাশুল সহ) তথ্যের অভাবে, এটা বলা মুশকিল ভারত-সচিবকে রাজকীয় টাঁকশাল প্রধানের তুলনায় রূপার জন্য বেশি মূল্য দিতে হয়েছে কি না।

বৎসর	রাজকীয় টাকশাল প্রতি মানক আউন্সের গড় মূল্য পেন্স	ভারতীয় অফিস প্রতি মানক আউন্সের গড় মূল্য পেন্স	আর্থিক বৎসর
১৮৯৭	২৭ ৭/৮	”	১৮৯৭-৯৮
১৮৯৮	২৮ ১/৪	”	১৮৯৮-৯৯
১৮৯৯	২৭ ১/২	২৮	১৮৯৯-০০
১৯০০	২৮ ১/৪	২৯	১৯০০-০১
১৯০১	২৭ ১৫/১৬	কোনও ক্রয় নেই	১৯০১-০২
১৯০২	২৪ ৫/১৬	২২.৮০	১৯০২-০৩
১৯০৩	২৩ ১১/১৬	২৭.১৯	১৯০৩-০৪
১৯০৪	২৬ ১/২	২৭.১৪	১৯০৪-০৫
১৯০৫	২৭ ৭/১৬	২৯.৭৪	১৯০৫-০৬
১৯০৬	৩১ ১/১৬	৩১.৫৯	১৯০৬-০৭
১৯০৭	৩০ ৩/১৬	৩১.২৭	১৯০৭-০৮
১৯০৮	২৪ ৭/১৬	কোনও ক্রয় নেই	১৯০৮-০৯
১৯০৯	২৩১১/১৬	”	১৯০৯-১০
১৯১০	২৪ ৭/৮	”	১৯১০-১১
১৯১১	২৪ ১৩/১৬	”	১৯১১-১২
১৯১২	২৭ ১৫/১৬	২৮.৭১	১৯১২-১৩
১৯১৩	২৮ ১/১৬	২৮.৭১	১৯১৩-১৪
১৯১৪	২৪ ৫/১৬	কোনও ক্রয় নেই	১৯১৪-১৫
১৯১৫	২৪ ১/৪	৩৩.৯৬	১৯১৫-১৬
১৯১৬	৩০ ৫/৬	৩৩.৯৬	১৯১৬-১৭
১৯১৭	৩৯ ১৫/১৬	৪২.৭৮	১৯১৭-১৮
১৯১৮	৪৭ ১৫/১৬	৪৮.২০	১৯১৮-১৯
১৯১৯	৪৯ ৭/৮	৫২.০৪	১৯১৯-২০
১৯২০	৫০ ৭/৮	বিশেষ দরে রূপা ক্রয় করা হয়েছিল বল্ডউইন খনি ও পার্থ্ টাকশাল থেকে।	১৯২০-২১

উদ্ভবের চরিত্র থেকেই সঞ্চিত ভাণ্ডার যে অনিষ্টকর, তা শুধু নয়, সঞ্চিত ভাণ্ডারের দস্তাবেজমূলক চরিত্র দেখলে এটা বলা যায় না যে, সংকটের সময় এটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সরকারের সঞ্চিত ভাণ্ডার বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হল ঋণপত্র থেকে লব্ধ সুদে এই ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা। সরকারের সমালোচকরা চায় একটা বৃহৎ ভাণ্ডার এবং এক-ই সঙ্গে ধাতুভিত্তিক ভাণ্ডার। কিন্তু তাঁরা এটা অনুধাবন করতে পারে না যে, ভাণ্ডারের উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে এইটুকু চাহিদা অসংগত। ভাণ্ডার যদি বড় করতে হয়, তাহলে বিনিয়োগ করতেই হবে। অবশ্যই, ভাণ্ডার যদি বিনিয়োগ করা না হত, তাহলে এটি হতাশজনকভাবে নগণ্যই থাকত।[১] কিন্তু এই ধরনের ভাণ্ডারে কি কোনও বিপদ নেই। মজুত ভাণ্ডারের বিপদের এই রকম উৎস জেভন্‌স ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—[২]

'...ভাল সরকারি মজুত ভাণ্ডার ও ভাল বিল সবসময় কোনও একটা দরে বিক্রয় করা যায় যাতে জোরদার মজুত সঞ্চয়ধারী ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সব সময় ঋণ শোধ ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের কাজে রোগের চেয়ে তার প্রতিষেধক আরও খারাপ হয়ে উঠতে পারে, এবং মজুত সঞ্চয়ের জোরপূর্বক বিক্রয় আর্থিক বাজারে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে যার জন্য ক্ষতি প্রদান স্থগিতের ক্ষতি থেকেও আরও বেশি হতে পারে...।' একইভাবে, কে বলতে পারে যে সুদের ফলে মজুত সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ঋণপত্রের মূল্যে মন্দার কারণে উড়ে যাবে না, যদি বিনিময় সংকট চলাকালীন ঋণপত্র বাজারে আনা হয় সোনায় রূপান্তরের জন্য? সুতরাং, ধরা যাক, যদি ঋণপত্রের পূর্ণমূল্য আদায় প্রাপ্ত হয়, তাহলে উদ্ধারের সময়কালে মজুত সঞ্চয় কত টাকায় নামবে, নির্ভর করে কত মূল্যে টাকা পুনর্বার ক্রয় করা হচ্ছে। যদি টাকার মূল্য হ্রাস কম হয়, তাহলে অনেক পরিমাণ টাকা অবসৃত করা যাবে এবং তার ফলে মূল্য পুনর্স্থাপন করা যাবে। অন্যদিকে, যদি

১. ১৯০০-০১ থেকে ১৯২০-২১ পর্যন্ত স্বর্ণমান সঞ্চিত ভাণ্ডারে মুদ্রাকরণে মুনাফা জমা করা হয়েছিল £ ২৮,৫৭৩,৬০৬ মাত্র। এক-ই সময়ে সুদ ও বাটা থেকে পাওয়া গেছে, £১৩,৩০৬,৮৪৭ অর্থাৎ মুদ্রাকরণে মুনাফার অর্ধেক। দ্রষ্টব্য : 'ইস্ট ইন্ডিয়া হিসাব ও অনুমান', ১৯২১-২২, সি. এম. ডি. ১৫১৭, ১৯২১ সালের। পৃষ্ঠা : ২০।

২. 'মানি'; পৃষ্ঠা : ২২৭।

হ্রাস বেশি মাত্রায় হয়, তাহলে কম পরিমাণ টাকা অবসৃত করা যাবে এবং ১৯২০ সালের মূল্যে পুনর্স্থাপন ব্যর্থ হবে এবং তার ফলে যেটা আপাতদৃষ্টিতে বড় ধরনের মজুত সঞ্চয় বলে মনে হয় সেটা অপর্যাপ্ত পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু, মজুত সঞ্চয়ের গঠনের আপেক্ষিক পরিমাণ বিষয়ে বিবেচনার কথা বাদ দিলে, যে বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা হল, 'মজুত সঞ্চয় গঠনের প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রা বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।' স্বর্ণমান মজুত সঞ্চয় যে টাকা প্রস্তুত ছাড়া গঠন করা যায় না, এই বাস্তবতা চেম্বারলেইন কমিশনের জ্ঞাত ছিল। স্বর্ণমুদ্রা প্রত্যাশীদের অবশ্যই এই বলে সাবধানন করেছিল যে, যদি সোনা স্থান নেয় 'নতুন টাকার, যার টাঁকশালে প্রস্তুতের প্রয়োজন হবে, যার ফল গিয়ে দাঁড়াবে, স্বর্ণমান মজুতের শক্তি হ্রাস সেই পরিমাণে, যে পরিমাণে নতুন মুদ্রাকরণে মুনাফা হত।'[১] বরং যে কার্যধারা 'স্বর্ণমান মজুত সঞ্চয়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ইতি টানবে' সেটা সুপারিশ না করে কমিটি সরকারকে টাকার মুদ্রাকরণে অনুমতি দিল। কিন্তু যে মজুত সঞ্চয়ে কোনও বিপদ নেই এমন মজুত সঞ্চয়ের কি প্রয়োজন যা সেই অনিষ্ট সৃষ্টি করবে; যার নাশ করবার জন্য এই মজুতের সৃষ্টি? অবশ্যই, যাঁরা ভারতীয় স্বর্ণ-মান মজুত সঞ্চয়ের বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা এই মজুত ভাণ্ডারের অস্তিত্ব জনিত বিপদ বিষয়ে সজাগ নন। স্বর্ণমান মজুত ভাণ্ডার যত কম হয়, কারণ তার ফলে না হবে মুদ্রাস্ফীতি, না হবে টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস, এবং প্রয়োজন হবে না এর অবসরণের।

এর উদ্ভবের ব্যাপারে, স্বর্ণ-মান মজুত সঞ্চয়, টাকার অসাবধানী প্রচলনে যতি'র কাজ না করে পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে এর বৃদ্ধির কারণ এবং অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রার প্রভাব সঙ্কুচিত করবার পরিবর্তে বৃদ্ধি করবার প্রবণতা রয়েছে। বিকৃতি বেশিদূর যেতে পারে না। মুদ্রার সীমাবদ্ধতা আনয়নের জন্য স্বর্ণমান-মজুত সঞ্চয়ের মতো কোনও কৌশল যদি মুদ্রায় যোগ না করে কার্যকরী না হওয়ার ফলে মুদ্রাব্যবস্থাকে দোষযুক্ত না করে, তাহলে বিস্ময় জাগে দোষযুক্ত আর কিভাবে হতে পারে! বিনিময় মানের সমর্থনে কিছু নামী লোকের নামে আবাহন করা হয়েছে।

---

১. প্রতিবেদন : অনুচ্ছেদ ৬৩।

কঠিন প্রচেষ্টায় তাঁর কার্যধারার[১] প্রামাণ্য নজির হাজির করে, মিঃ লিন্ডসে ফাউলার কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাঁর কার্যধারা প্রস্তুত করা হয়ছে।[২] সেখানে একটা দৃঢ় ভিত্তি তিনি পেয়েছেন।

অন্যান্য কিছুর মধ্যে কমিটি এই সুপারিশ করেছিল যে ইংল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডের মধ্যে বিনিময় দৃঢ়তর করবার জন্য ব্যাঙ্ক অফ আয়ার্ল্যাণ্ডকে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে জমা হিসাব খুলতে হবে এবং লন্ডনের ওপরে ড্রাফট্ বিক্রয় করতে হবে একটা স্থিরীকৃত মূল্যে। যেহেতু লন্ডনে বিনিময় স্বর্ণ মজুত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল, বলা যেতে পারে লিন্ডসে বিনিময় সংক্রান্ত আইরিশ কমিটির কার্যধারা বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে অনুকরণ করেছেন, কিন্তু তিনি কমিটির সর্বাধিক অপরিহার্য আরেকটি সুপারিশকে প্রধান্য দেওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে,[৩]

'কিন্তু প্রতিকার পন্থার প্রস্তাবিত সমস্ত সুবিধা খুব একটা কাজে লাগবে না ও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য প্রাপ্ত হবে, যদি তারা (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অব্ আয়ার্ল্যান্ড) এক-ই সঙ্গে এই ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ না হয় যে আয়ার্ল্যান্ডের কাগুজে মুদ্রার অবচয়ের প্রতিকার করবে অতিপ্রচলন হ্রাস করে।' অবশ্যই, প্রচলনের সীমাবদ্ধতার ওপর এতটাই জোর দেওয়া হয়েছিল যে, আইরিশ মুদ্রাব্যবস্থা পুনর্গঠন সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবনায় পারনেল এই বলে আফশোস করেন যে কমিটির সুপারিশ কার্যকরী

---

১. ১৮৭৬ সালে মিঃ লিন্ডসে যখন 'ক্যালকাটা রিভিউ'র পাতায় তাঁর পরিকল্পনা প্রথম প্রকাশ করেন, সেখানে মন্তব্য করেন যে এই পরিকল্পনার কোনও অনুরূপ নেই। ১৮৯২ সালে তাঁর লেখা 'রিকার্ডোর বিনিময় প্রতিকার'এ তিনি রিকার্ডোর নাম উল্লেখ করেন তাঁর কার্যধারার প্রামান্য প্রভাব হিসাবে, কিন্তু ১৮৯৮ সালে এই মতবাদ একটাই পালটে ফেলেন যে, তিনি (অর্থনৈতিক জর্নালে দ্রষ্টব্য) প্রবিন'কে দোষারোপ করেন রিকার্ডোর সোনার বাটের কার্যধারাকে মূল সূত্র হিসাবে গণ্য করার জন্য। যে কারণে তিনি রিকার্ডোকে প্রামাণ্য প্রভাব হিসাবে অস্বীকার করেন সেটা সম্ভবত এই জন্য যে মুদ্রার ব্যাপারে রিকার্ডোর সাধারণ মতবাদ তাঁর অবস্থানের পক্ষে ক্ষতিকারক। রিকার্ডো রচিত 'একটি মিতব্যয়ী ও নিরাপদ মুদ্রাব্যবস্থা বিষয়ক প্রস্তাবমালা'র নামের ওপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে এত লোক জোর দিয়ে বলেছে যে রিকার্ডো ধাতুমানের বিপক্ষে লিখেছেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রস্তাবমালা থেকে একটি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি দেওয়া সমীচিনঃ 'বাটের বিষয়ক প্রশ্নে আলোচনার শেষকালে প্রায় সঠিকভাবেই বিতর্ক করা হয়েছিল যে, মুদ্রাকে সঠিক হতে গেলে মূল্যের ব্যাপারে পুরোপুরি অপরিবর্তিত হওয়া উচিত। কিন্তু এটাও বলা হয়েছিল যে, ব্যাঙ্ক-নিরোধক বিলের মাধ্যমে আমাদের মুদ্রাব্যবস্থা সেইরকমই হয়েছে, কারণ ঐ বিলের মাধ্যমে আমরা সোনা ও রূপোকে আমাদের মুদ্রার মান হিসাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে বর্জন করেছি। যাঁরা এই অভিমত সমর্থন করেন তাঁরা এইটা খেয়াল করেন নি যে, পরিবর্তনশীল হওয়ার পরিবর্তে বৃহত্তম পরিবর্তনে সামিল হল—কারণ মানের একমাত্র উপযুক্ততা হল পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিমাণের মাধ্যমে মুদ্রার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, এবং মান ছাড়া মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলকের অজ্ঞতা বা স্বার্থজনিত কারণে আকস্মিক ওঠানামায় অনাবৃত হয়ে পড়বে।'

২. ১৮২৬ সাল পর্যন্ত ছাপা না হওয়ার ফলে প্রতিবেদনটি সুনিপুণ নথি হওয়া সত্ত্বেও এবং একই মতধারা থাকা সত্ত্বেও বাট সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কাছে ক্রান্তিচ্ছন্ন হয়েছিল। দ্রষ্টব্য : লর্ডস পেপার, ৪৮, ১৮২৬ সাল।

৩. প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা : ১৬।

করা হয় নি।[১] থর্নটন তাঁর উত্তরে দেখিয়েছেন যে, আইরিশ বিনিময় দৃঢ়তর কোনওভাবেই করা যাবে না যতক্ষণ কমিটি প্রণীত অপরিহার্য শর্তগুলি অবহেলা করা হচ্ছে। বিনিময় আবদ্ধ করার অধুনা অভিজ্ঞত, ঐ অপরিহার্য শর্তের গুরুত্ব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে। অভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাসের সঙ্গে মুদ্রার বাহ্যমূল্য হ্রাস বাধাগ্রস্ত করার জন্যই বিনিময় আবদ্ধকরণের হল প্রথমিক পন্থা। আবদ্ধকরণ কিভাবে এই বিচ্ছেদ সম্পন্ন করে, তা সত্যই গুরুত্বপূর্ণ।[২] আবদ্ধকরণের প্রাথমিক প্রতিফলন হল দেশীয় মুদ্রার পরিবর্তে একটি স্থিরীকৃত মূল্যে বিদেশি মুদ্রা ক্রয় করে তার মাধ্যমে বিদেশি পণ্য ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া; এবং দুটি মুদ্রার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতার সমতার মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় এই স্থিরীকৃত মূল্য হবে বেশি। সস্তা দরে বিদেশি মুদ্রা পেয়ে বিদেশি পণ্য ক্রয় করার মাধ্যমে কার্যত বিদেশি মূল্যস্তর আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের কাছাকাছি তুলে আনা হয়, যার ফলে যদি বিনিময় দৃঢ় হয়, সেটা আবদ্ধকরণের জন্য নয়, দুটি দেশের মূল্যস্তর এক· নতুন সাম্যাবস্থায় পৌঁচেছে বলে। মূলত বিনিময় দৃঢ় করার কারণ হল একটি কৃত্রিম ক্রয় ক্ষমতার সমতা। এই বিনিময় এক-ই ভাবে চলতে থাকবে কি না নির্ভর করে দেশীয় মূল্যের ওঠা নামার ওপর। যদি দেশীয় মূল্যবৃদ্ধি আবদ্ধকরণ জনিত বিদেশি মূল্যস্তরে বৃদ্ধির তুলনায় বেশি হয়, সেক্ষেত্রে এই কৌশল ভেঙে পড়বে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময় সংক্রান্ত আইরিশ কমিটি প্রণীত প্রচলম সীমাবদ্ধতা বিষয়ক শর্তগুলিকে পরিহার্য চরিত্রের বলে পরিগণিত করতে হবে। এই শর্তগুলিকে অনুসরণ করতে ভুলে যাওয়ার জন্য ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা আইরিশ কমিটির সর্বশ্রেষ্ঠ শর্তগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে।

যে কারণে মি: লিন্ডসে তাঁর প্রণীত বিনিময় মান খাড়া করবার খামতির প্রশ্নে কোনও নজর দেন না, তার বেশির ভাগটাই হল, নতুন প্রথার প্রণেতা হিসাবে যে বিশাল খ্যাতি তিনি অর্জন করেছেন, সেটা সত্ত্বেও তিনি মুদ্রা মূল্য সংক্রান্ত সত্য মতবাদের বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে অজ্ঞ ছিলেন। না তিনি না একদল মুদ্রা কারবারী, যারা চাতুর্যের সঙ্গে ভারতীয় বিনিময়ের বিশৃঙ্খলা মেটানোর কার্যধারা প্রণয়ন করেন,[৩] এটা বুঝাতে পারেন নি যে, বিনিময় দৃঢ়করণের সমস্যা আছে।[৪] স্বর্ণমান এই বাস্তবতা

১. দ্রষ্টব্য : 'হ্যানসার্ড পার্লামেন্টারি বিতর্কমালা'; খণ্ড ১৬; পৃষ্ঠা : ৭৫-৯১।

২. দ্রষ্টব্য : টি. ই. গ্রেগরি'র সংক্ষিপ্ত আঁটসাঁট বক্তব্য : 'ফরেন এক্সচেঞ্জ'; পৃষ্ঠা : ৮৫।

৩. চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. দ্রষ্টব্য : ফাউলার কমিটির কাছে মিঃ লিন্ডসের সাক্ষ্য; প্রশ্ন ৪, ১৯০-৯৫ তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ নিয়ে বিনিময়ের কোনও কিছু করবার নেই।

উপেক্ষা করে বৃহত্তর সময় ক্ষেত্রে মুদ্রার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতাই পরিশেষে বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে। এর উদ্দেশ্য হল বিনিময় দৃঢ় করা, এবং ক্রয় ক্ষমতার অসুবিধাগুলি ঢুলে থাকতে দেওয়া, সত্যিকারের কার্যধারা হল মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা দৃঢ় করা এবং বিনিময়কে নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া। যদি চেম্বারলেইন কমিশন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময় মান বিবেচনা করত, তাহলে একে নিখুঁত মান বলে চিহ্নিত করত না, যেখানে মৌলিকতায় এই পন্থা হল ঠিক এর বিপরীত।

এখন, বিনিময় মানের দুর্বলতা বিষয়ে যদি কেউ এখনও অবিশ্বাসী থেকে বলতে পারেন যে, আমরা সে সব দৃষ্টান্তই নিয়েছি, যেখানে মান অসফল হয়েছে। এই ব্যবহার অসমীচীন হয়ে সে বলতে পারে, যে সব বছরগুলোয় স্থায়িত্ব বজায় ছিল, সেই ব্যাপারে কি অভিমত? ১৯০১ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত অথবা ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সময়কালে যে প্রথা টাকায় স্বর্ণমান বজায় রেখেছিল, তার অনুকূলে কিছুই কি বলার নেই? এটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, এবং এর ভিত্তি এতটাই জোরদার বলে অনুমান করা হয় যে, যাঁরা এর সপক্ষে তাঁরা বিনিময় মানের বিপক্ষকে এটি একটি দৃঢ়বদ্ধ মান বলে স্বীকার করতে বলে অথবা প্রমাণ করতে বলে যে, এই মান-এ টাকা নিশ্চিতভাবে স্বর্ণমূল্য বজায় রাখতে পারে নি।[১]

এই অবস্থার বৈধতা কিছু আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত ও সুদূরপ্রসারী অনুমানের ওপর নির্ভর করে যে, বিনিময় মানের বিরুদ্ধে যে সব ব্যাখ্যা এতক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তা পরিপূর্ণ কার্যকরী হবে না যতক্ষণ না এর অসারতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করা হচ্ছে। প্রথম অনুমান হল যে, টাকার অবচয় হবে না যদি না সোনার নিরিখে অবচয় হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, যদি অতিরিক্ত অংশ মুদ্রার মূল্য হ্রাস না ঘটায় কোনও বিশেষ পণ্যের নিরিখে, যেমন সোনা, তা হলে সাধারণভাবে পণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও অতিরিক্ত কিছু নেই। একটা সময় ছিল, বিশেষ করে বাট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার সময়, যখন বস্তুর নিরিখে মুদ্রামূল্যের পরিবর্তনের বিষয়ে ধারণা এমনকি শিক্ষিত মনস্কদের কাছেও পরিষ্কার ছিল না,[২] এবং উচ্চ কর্তৃপক্ষও বাতিল বলে গণ্য করতেন।[৩] সূচক সংখ্যার প্রথা

১. ডডওয়েলের 'ভারতের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা', অর্থনৈতিক জার্নাল, ১৯১১: 'ভারতে মূল্যবৃদ্ধি অনুসন্ধান রিপোর্ট', ১৯১৪, পৃষ্ঠা ৯৪।

২. বাট সংক্রান্ত বিতর্ককালীন লর্ড ক্যাসলরিখের মান-এর সংজ্ঞা 'মূল্যের অনুভূতি' এই কথায় ক্যানিং-এর কঠোর সমালোচনাকে এই বিষয়ে অজ্ঞতা বলে ধরা যায়।

৩. রিকার্ডো, তাঁর 'মিতব্যয়ী ও নিরাপদ মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাব'-এ বলেছেন, 'এটা অবশ্যই বলা হয়েছে যে মুদ্রামূল্য বিচার করা যেতে পারে একটা পণ্য নয়, অনেক পণ্যের নিরিখে।...এই পরীক্ষা কোনও রকম কাজেই আসবে না।...... প্রস্তাবিত পরীক্ষায় মুদ্রামূল্য নিরূপণ করা স্পষ্টত অসম্ভব।'

না থাকায় কোনও একটি বস্তুর নিরিখে, ধরা যাক সোনা, মূল্যের অবচয় নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থার বিষয়ে এই সাদৃশ্যটা ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এই এক-ই দৃষ্টিভঙ্গি আজ ভিত্তিহীন। এখন কাউকে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না যে, প্রত্যেক পণ্যের মূল্য পরিবর্তন এক-ই ব্যপ্তিতে ঘটেছে এবং সাধারণভাবে পণ্যের মূল্য পরিবর্তন যে দিকে হয়েছে, সেই এক-ই দিকে, এবং এসব কিছুই এটা স্বীকার করবার আগে যে মুদ্রার মূল্য পরিবর্তন ঘটেছে। কেন একটি বিশেষ পণ্যকে, যেমন সোনাকে অনুমান করা হয় অবচয় নির্ণয়ের জন্য? এটা মেনে নেওয়া যায়, যদিও অদূরদর্শিতা হয় এতে, যে সোনার অবচয় মুদ্রার অবচয়ের অন্য সব বস্তুর নিরিখে সঠিক নির্ণয়ক। কিন্তু ঘটনা সেটা নয়। গৃহযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীনব্যাক বিষয়ে অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে, অধ্যাপক ডব্লু. সি. মিশেল বলেন[১]—

'সোনার মূল্যের ওঠানামা, যা বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেটা পণ্যের মূল্যের চূড়ান্ত ওঠানামার তুলনায় অনেক বেশি পরিমিত ছিল। সোনার উদ্ধৃত মূল্য সব সময়ই পণ্যমূল্যের পরিবর্তনের বহির্সীমার মধ্যেই ছিল। যুদ্ধর সময় সোনার মূল্যের উঠতি বা পড়তি পণ্য সমূহের মূল্যের ওঠানামার চেয়ে দ্রুততর ছিল।....যখন সোনার মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছিল, অধিকাংশ পণ্যই তাকে অনুগামী হয়েছিল, কিন্তু অনেক ধীর গতিতে।......যখন স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাচ্ছিল, অধিকাংশ পণ্যমূল্য হয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অথবা অনেক ধীরে অনুগমন করছিল। পণ্যমূল্যের এই অপেক্ষাকৃত অলস গতি যুদ্ধের পর আরও সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। মূল্য হ্রাস দ্রুত সম্পন্ন হলেও সোনার মূল্যের মতো এত দ্রুত গতিতে হয় নি। আরো বিচিত্র ঘটনা হল, পণ্যের মূল্যস্তর দশ বছর ধরে সোনার মূল্যস্তরের থেকে বেশি ছিল'।

এতে বুঝা যায় যে, বিনিময় মানের সমর্থকরা যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চান, সেটা ভুল এবং মুদ্রামূল্য বেঠিকভাবে দেখায়। এটা কোনও সন্দেহ নেই যে, যার মান-এ এই পরীক্ষা নিয়োগের জন্য জোরাজুরি করছিল, তারা এতটা হয় তো করত না, যদি তারা সোনার নিরিখে মুদ্রার সুনির্দিষ্ট অবচয়-এর সঙ্গে সাধারণ পণ্যের নিরিখে অবচয় পার্থক্য করতে পারত।[২] সাময়িক কর্মচ্যুতি সময়কালে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ যে সুনির্দিষ্ট অবচয়ের কোনও রকম চিহ্ন না দেখালেও একটি মুদ্রার সাধারণভাবে অবচয় ঘটে।

১. গ্রীনব্যাক মান-এ 'গোল্ড প্রাইস অ্যান্ড ওএইজেস্'; ১৯০৬, পৃষ্ঠা : ৩৯-৪১।

২. দ্রষ্টব্য : অধ্যাপক নিকল্সন্ এর 'থিওরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি'; (১৮৯৭); খণ্ড ২, অধ্যায় ১৫; পৃষ্ঠা : ৪, এবং এফ. এ. ওয়াকারের 'মানি', ১৮৭৮; পৃষ্ঠা : ৩৮৭-৯১।

সারণি ৫০

ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের নোটের ওপর অবচয়[১]

	ব্যাঙ্ক নোটের শতকরা মূল্য নিম্নের নিরিখে			ব্যাঙ্ক নোটের শতকরা মূল্য নিম্নের নিরিখে	
বৎসর	(১) সোনা	(২) পণ্য	বৎসর	(১) সোনা	পণ্য
১৭৯৭	১০০.০	১১০	১৮০৮	—	১৪৯
১৭৯৮	১০০.০	১১৮	১৮০৯	—	১৬১
১৭৯৯	—	১৩০	১৮১০	—	১৬৪
১৮০০	১০৭.০	১৪১	১৮১১	১২৩.৯	১৪৭
১৮০১	১০৯.০	১৫৩	১৮১২	১৩০.২	১৪৮
১৮০২	—	১১৯	১৮১৩	১৩৬.৪	১৪৯
১৮০৩	—	১২৮	১৮১৪	১২৪.৪	১৫৩
১৮০৪	১০৩.০	১২২	১৮১৫	১১৮.৭	১৩২
১৮০৫	১০৩.০	১৩৬	১৮১৬	১০২.৯	১২০
১৮০৬	—	১৩৩	১৮১৭	১০৪.৬	১২০
১৮০৭	—	১৩২	১৮১৮	১০৪.৬	১৩৫

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব কোন ধরণের অবচয় অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিকারক। বর্তমানে, ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের কাছে বাস্তব নিদর্শন আছে যে, সুনির্দিষ্ট অবচয় ছাড়াও সাধারণ অবচয় হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, বিনিময় মানের সমর্থকদের গর্বিত হওয়ার কোনও কারণ নেই এই বাস্তবতার জন্য যে দীর্ঘস্থায়ী সময় ধরে টাকার কোনও নির্দিষ্ট অবচয়ের ইঙ্গিত দেখা যায় নি।

---

১. হটের 'ক্রেডিট অ্যান্ড-কারেন্সি' পৃষ্ঠা ২৬৯ থেকে সোনার নিরিখে কাগুজে মুদ্রার মূল্যের বিষয়ে অধ্যাপক ফক্সওয়েল বলেন, 'ব্যাঙ্কের সর্বাধিক তীক্ষ্ণ সমালোচকেরাও এটা স্বীকার করেন যে, ১৮০৮-০৯ সালের নিষেধাজ্ঞার সময়ে পরিচালনার বিষয়ে অভিযোগের বড় ধরণের কোনও ভিত্তি নেই। অবশই, ঐ তারিখ পর্যন্ত মনে হয় না কাগজের সত্যিকারের কোনও অবচয় ঘটেছিল। প্রতি আউন্স £ ৪ এর যে একঘেঁয়ে ভাবে ১৮০৩-০৯ সাল পর্যন্ত ছিল, সেটা আসলে একটা খামখেয়ালি দর যেটা ব্যাঙ্ক নিজেই ঠিক করেছিল বিদেশি সোনা ক্রয়ের জন্য', 'এন্ডিডিস'-এর ভূমিকা; পৃষ্ঠা : ১৬। কিছু লোকআছেন যাঁরা সন্দেহ করেন যে ১৮১০ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের অপরিবর্তনযোগ্য কাগুজে মুদ্রার কোনও সুনির্দিষ্ট অবচয় ছিল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর প্রমাণস্বরূপ কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এর অবস্থাগত প্রমাণ আছে। এটা মনে রাখতে হবে যে, সোনার অধিমূল্যই তখনকার অবচয় নির্ণয়ের একমাত্র পরিচিত পন্থা ছিল, এবং হর্ণার, রিকার্ডো ও অন্যান্যরা ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের খোলাখুলি বিরোধী ছিলেন। তাই যদি হয়, এটা সম্ভব বলে মনে হয় না যে, হর্ণার তাঁর প্রস্তাব হাউস অব্ কমন্সে পেশ করবার জন্য ১৮১০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন যদি তাঁর আগে ব্যাঙ্ক কাগুজে মুদ্রার সুনির্দিষ্ট অবচয়ের সংকেত পাওয়া যেত।

এই বক্তব্যকে মনে রেখে বিনিময় মানের পক্ষপাতীরা এই বক্তব্যের ওপর গর্ব করতে পারেন না যে দীর্ঘ সময় ধরে টাকার অবমূল্যায়ণ কোনও প্রথার সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির মধ্যে আরও বেশি মাত্রায় বিস্ময় লুকিয়ে আছে, কারণ টাকার মূল্য পতন থেকে রক্ষা পেয়েছে, যার নিরিখে এর মূল্য নিরূপিত হয় সেই সোনার সাধারণ অবচয় ঘটে চলছিল সে কথা বাদ দিয়েই বলা যায়, যা পূর্বে উল্লিখিত ইংল্যান্ডের সাধারণ মূল্যের তথ্য থেকে সুস্পষ্ট হয়, এবং পরিবর্তনযোগ্যতার কিছু আশা নিয়ে, সেটা যত ক্ষীণ বা সুদূরপ্রসারিত হোক না কেন, যা ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে কোনও জায়গাই অবশিষ্ট নেই। তা সত্ত্বেও জানা কেউ নেই যে সাময়িক স্থগিত সময়কালে মুদ্রাপ্রথাকে প্রশংসা বা সমর্থন করেছে, যদিও এই প্রথা অনেক কাল ধরে কোনও নির্দিষ্ট অবচয়ের সূচনা করে নি।

সোনার নিরিখে অবচয় নির্ণয়ের এই প্রথা, আপেক্ষিকভাবে বলতে গেলে, একটা নিরীহ ধারণা, যদি সেটাকে আরেকটা অনুমানের বুনিয়াদ না করা যেত, যার ওপরে বিনিময় মান প্রথা দাঁড়িয়ে আছে, যেটা হল এই যে, মুদ্রার সাধারণ ও নির্দিষ্ট অবচয়, দু'টোই অসম্পর্কিত ঘটনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুরোধ করা প্রয়োজন যে বিনিময় মান সমর্থকদের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা থেকে যে মুখ্য শিক্ষা আমরা পেতে পারি, সেটা হল এই প্রদর্শন করা যে, যদিও তাদের গতিবিধি সঠিকভাবে সুসম্পন্ন না হলেও তারা অবশ্যই পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত। ঐ শিক্ষা এই বক্তব্যে সারাংশকৃত করা যায় যে, যখন মুদ্রার সাধারণ অবচয় ঘটে গেছে, তখন নির্দিষ্ট অবচয়ের আবির্ভাব, অন্য সব কিছু এক-ই থাকলে, শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার, যদি সাধারণ অবচয় একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে। সাধারণ অবচয়ের ওপরে নির্দিষ্ট অবচয় ঘটার অন্তর্বর্তীকালীন সময় কতটা হবে, সেটা বিভিন্ন রকম অবস্থার ওপর নির্ভর করে। ফুলে ওঠা ঝিলের বুকের মতো, সাধারণ অবচয় বিভিন্ন পণ্যকে বিভিন্ন সময়ে স্পর্শ করে বস্তুর সাধারণ পরিকল্পের অবস্থানের ভিত্তিতে যা নির্ণিত হয় চাহিদার আপেক্ষিকতায়। যদি মুদ্রাকরণের প্রয়োজনে বা শিল্পের প্রয়োজনে সোনার কোনও চাহিদা না থাকে, তা হলে সোনার নিরিখে অবচয় বিলম্বিত হবে। সোনার চাহিদা প্রথম অনুভূত হয় বিদেশে স্থানান্তরনের জন্য এবং নির্দিষ্ট অবচয়ের সেখানেই প্রথম সূত্রপাত হয়। কিন্তু আবার সেখানেই এটা নাও হতে পারে, কারণ সবকিছু নির্ভর করে যে এক-ই রকম ভাবে অন্য

কোনও পণ্য, যা বিদেশিরা সোনার মতো ইচ্ছা সহকারে গ্রহণ করবে, এবার, ভারতের ক্ষেত্রে, যে তিনটি কারণের নির্দিষ্ট অবচয় স্থগিত রাখার ঝোঁক সৃষ্টি করে, তার সবকটিই কম বেশি কার্যকরী। টাকা সম্পূর্ণরূপেই বৈধ এবং ঋণ মুক্ত করতে পারে সোনার সাহায্য নিতে বাধ্য না হয়েই। ভারতের মতো দরিদ্র দেশে, সোনার শিল্পক্ষেত্রে চাহিদা কখনও খুব বেশি হতে পারে না।[২] ফলস্বরূপ, সাধারণভাবে অবচয়িত টাকা দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক অবচয়ের চিহ্ন প্রদর্শন করে না, বিদেশি প্রদানের ক্ষেত্রে, ভারতের অবস্থা একইরকম দৃঢ়, এইজন্য নয়, যা মূর্খের মতো অনুমান করা হয় যে, তার অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত আছে, কিন্তু এই জন্য যে তার কয়েকটি প্রয়োজনীয় পণ্য আছে যা বিদেশিরা সোনার পরিবর্তে গ্রহণ

২. বিভিন্ন দেশে সোনার ব্যবহার বিষয়ক নিম্নলিখিত তালিকা সত্যিই আকর্ষক—

সোনার ব্যবহার (৮৫ শিলিং প্রতি শুদ্ধ আউন্স দরে মিলিয়ন পাউন্ডে)[১]

	১৯১৫	১৯১৬	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০
শিল্পাঞ্চল (ইউরোপ ও আমেরিকা)	১৭.০	১৮.০	১৬.০	১৭.০	২২.০	২২.০
ভারত (বছর, পরবর্তী- ৩১ মার্চ পর্যন্ত)	১.৪	৫.১	১৯.৬	-৩.৩	২৭.৭	৫.১
চীন	-১.৭	২.৬	২.৬	০.০৪	১১.৫	-৩.৭
মিশর	-০.৮	-০.২	-০.১	-০.০	-০.০	?
অবশিষ্ট অর্থ হিসাবে লভ্য- (তফাৎ)	৮০.৫	৬৮.০	৪৮.২	৬৪.৯	১৩.৮	৪৬.৬
পৃথিবী	৯৬.৪	৯৩.৫	৮৬.৩	৭৯.০	৭৫.০	৭০.০

১. তথ্য সূত্র মিঃ জোসেফ কিচিন এর 'দি রিভিউ অব্ ইকোনমিক স্ট্যাটিসস্টিকস্'; প্রথমিক খণ্ড ৩, নং ৮, অগাস্ট ১৯২১; পৃষ্ঠা : ২৫৭। ১৯১৪ সালের পূর্বের তথ্য পাওয়া যাবে পূর্ববর্তী খণ্ডে। ১৯১৭ ও ১৯১৯, এই দুটি অস্বাভাবিক বছর বাদ দিয়ে এবং সংখ্যাগুলি জন প্রতি তথ্যে পরিবর্তিত করে নিলে দেখা যাবে যে, ভারতের সোনার ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এছাড়া, এটা লক্ষ্য করতে হবে যে, ভারতে ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে শিল্পের ক্ষেত্রে এবং তৎসঙ্গে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহার। এছাড়া, তুলনামূলক বিচারের জন্য সময়ের এককের তফাৎ নিতে হবে ভারত ও অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে। অবশ্যই, এই সব দিনগুলিতে সাধারণভাবে পণ্যের নিরিখে যখন সোনার অবচয় ঘটেছে, তখন উৎপাদন হ্রাস পেলে অশ্রুমোচন করবার যেমন কিছু নেই, তেমনি এর ব্যবহার যদি বর্দ্ধিত হয়, সেক্ষেত্রে সাদরে গ্রহণযোগ্য ছাড়া আর কিছু নেই। সুতরাং যদি ভারতে সোনার আমদানি বা ব্যবহার বৃদ্ধি পায়, সেক্ষেত্রে বিরক্তি প্রকাশ করা মূর্খতার সামিল হবে। বর্তমানে পৃথিবীতে যা অবস্থা, সেখানে সোনার ব্যবহার যতটা বৃদ্ধি পাবে ও তার উৎপাদন যতটা কম হবে, ততই ভাল। দ্রষ্টব্য : এই ব্যাপারে মিঃ শিরাস্-এর রচনার ওপর অধ্যাপক কান্নানের মন্তব্য, জে. আর. এস. জুলাই ১৯২০ পৃষ্ঠা : ৬২৩-২৪।

করতে[১] বাধ্য হয়। টাকার নির্দিষ্ট অবচয় প্রধানত সূচিত হয় যখন সাধারণ অবচয় যে সব পণ্য ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে অন্তর্গত তাদের গ্রাস করে। অবচয় এই সব পণ্যে পৌঁছে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী কারণ, সঠিকভাবে যেমন বলা হয়েছে,[২]

'আধুনিক সমাজে, বিভিন্ন বস্তুর মূল্য সমপূর্ণভাবে সংগঠিত একটি প্রথা, যাতে বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিক ভাবে একে অপরের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে এক জটিল বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কোনও গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্যেই লক্ষণীয় পরিবর্তন হলে এই প্রথার সাম্যাবস্থায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এবং বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একের পর এক সঠিক করণে সূচিত হয় অন্যান্য পণ্যে এই সাম্যাবস্থা পুনর্স্থাপনের জন্য।'

এটা সত্যি, অন্যান্য দেশের মত ভারতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উৎপাদনের মধ্যে অতটা নিবিড় পারস্পরিক সংযোগ নেই। একমাত্র তফাৎ যা এই অবস্থায় করতে পারে, সেটা হল সাধারণ অবচয়ের গতি পরিসীমিত করা, যার ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পণ্যে খুব তাড়াতাড়ি এর প্রভাব না পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি জনিত প্রভাব আটকাতে পারে না, এবং একবার যদি মূল্য বৃদ্ধি হয়, সেক্ষেত্রে যতটা প্রয়োজনীয় হোক না কেন বিদেশিরা গ্রহণ করবে না। সোনার চাহিদার সৃষ্টি হতে হবে, যার ফলে মুদ্রার নির্দিষ্ট অবচয় এর সূত্রপাত হবে। এই ঘটনার বক্তব্য ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের এমনকি ভারতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিলে যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রচুর অনিষ্ট', অর্থাৎ ব্যাঙ্ক নোটের নির্দিষ্ট অবচয়, যার বিষয়ে হর্ণার বেশি রকম ভাবে নালিশ করেছিলেন, যার উদয় হয়েছিল ১৮০৯ সালে, সামরিক স্থগিতাদেশ ঘোষণার মোটামুটি তেরো বছর পর। এক-ই রকমভাবে, ভারতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে নির্দিষ্ট অবচয় আবির্ভাবের ঝোঁক হয়েছিল বিভিন্ন রকম বিরতিতে, যার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট অবচয় এড়ানোর জন্যেও, মুদ্রার সাধারণ অবচয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

তত্ত্ব ও ইতিহাস সমর্থিত এই সব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, টাকা যে তার স্বর্ণমূল্য বেশ কিছু সময় যাবৎ বজায় রেখেছে, এই ঘটনা কোনও ব্যক্তিকে ভীত হয়ে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই যে, সেক্ষেত্রে বিনিময় মান একটি স্থায়ী মান।

---

১. অধ্যাপক মার্শালের সাক্ষ্য; আই. সি. সি., ১৮৯৮; প্রশ্ন : ১১,৭৯৩।

২. মিশেল; তদেব; পৃষ্ঠা : ২৫৮।

অবশ্যই, এই বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় পূর্বে যা বলা হয়েছে তার মান কোনও ভাবেই ক্ষুণ্ণ করে না। কারণ আমাদের এই অবস্থা হল যে দীর্ঘ সময় ক্ষেত্রে মুদ্রার সাধারণ অবচয় সোনার নিরিখে নির্দিষ্ট অবচয় আনবে। আমাদের অবস্থা হল যে শেষ পর্যন্ত মুদ্রার সাধারণ অবচয় সোনার নিরিখে নির্দিষ্ট অবচয় আনবে। আমাদের অবস্থা এই রকম হওয়াতে, আমরা যদিও নির্দিষ্ট অবচয়-হীনতার সম্মুখীন হই, আমরা এই মতামত থেকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হব না যে, সর্বশ্রেষ্ঠ মুদ্রাব্যবস্থা সেটাই যা হিসাবের এককে সাধারণ অবচয়ে গতিরোধ করতে পারে। বিনিময় মান এমন কোন নিয়ন্ত্রক প্রভাব ফেলতে পারে না অবশ্য এর সোনার মজুত সঞ্চয়, যার মাধ্যমে অবচয় নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটাই হল এই অবচয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। সাময়িক বিনিময় মানের নিরাপত্তা বিষয়ে প্রমাণ পেতে গেলে, শীঘ্র হোক বা দেরি হোক, এই ফলাফলে নিজেকে উদ্‌ঘাটন করা আসলে মূর্খের সঙ্গে বসবাস করার সামিল।

অধ্যায় ৭

স্বর্ণমানের প্রত্যাবর্তন

আমরা বিনিময় মানের পর্যালোচনা করেছি এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যে, টাকার স্বর্ণ-সমতা বজায় রাখতে এটা পারঙ্গম। এই নির্ণায়কটিকেই চেম্বারলেইন কমিশন ঐ মানের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য উপযুক্ত হিসাবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এই নির্ণায়কটির যথোপযুক্ততা কি দ্বন্দ্বের অতীত? অন্য কথায় বলতে গেলে, যদি অনুমান করি, টাকা তার স্বর্ণ-সমতা বজায় রেখেছে, যেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বজায় রেখেছে না রাখার তুলনায়, এর থেকে কি এটা বুঝা যায় যে ভাল অর্থ-সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর সমর্থ?

বিনিময় মানে, 'যেভাবে প্রথা এখন কার্যকরী করা হচ্ছে, মুদ্রান্তরকরণকে সোনার নিরিখে সমতা বজায় রাখার জন্য,'[1] যেন টাকা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কতটা সোনা তাতে আছে তার পরিমাপে। যারা টাকা ব্যবহার করে, তাদের কাছে সত্যিই যেটা উদ্বেগের সেটা হল, সাধারণভাবে কতটা বস্তুর (সোনা একটা নগণ্য অংশ) সমতুল্য সেই টাকা। সুতরাং, প্রত্যেক জায়গায় প্রচেষ্টা করা হয় সাধারণভাবে বস্তুর নিরিখে টাকার দাম অনড় রাখা যায়, এবং সেটাই কিন্তু সঠিক, কারণ লোকের কল্যাণের জন্য এই মূল্যবান ধাতু, বস্তু বা পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও প্রত্যক্ষ উপযোগী হিসাবে অতটা নয়। সোনার নিরিখে মুদ্রার অনড়তা গুরুত্বপূর্ণ সোনার ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, কিন্তু বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে অনড়তা সাধারণভাবে সকলের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করে, সোনা বা রূপার বাট ব্যবসায়ীদের ওপরেও। এমনকি, অধ্যাপক কেইন্স, ১৯১৯ সালের ভারতীয় মুদ্রা বিষয়ক কমিটির কাছে সাক্ষ্য প্রদানের সময় মন্তব্য করেন।[2]

'আমার সব সময় উদ্দেশ্য থাকা উচিত.....ভারতীয় মূল্য অনড় রাখা বস্তুর নিরিখে, কোনও বিশেষ ধাতু বা বিদেশি মুদ্রার নিরিখে নয়। আমার কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা মনে হয় ভারতের ক্ষেত্রে।'

---

১. ফিশার : 'অর্থের ক্রয় ক্ষমতা' ১৯১১, পৃষ্ঠা ৩৪০।

২. প্রশ্ন ২, ৬৯০।

অবশ্য, এই মতবাদ আমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হয়, যে উচ্চ বিনিময় তিনি সমর্থন করেছিলেন তার প্রতিষেধক হিসাবে এই উদ্দেশ্য কিভাবে সিদ্ধ করবে। বিনিময় হার বৃদ্ধি করা একটা ব্যর্থ পরিকল্পনা, যতক্ষণ সেটা টাকার ক্রয় ক্ষমতার সহযোগী না থাকে। মূল্য প্রভাবিত করবার ক্ষেত্রে এর যথোপযুক্ত গুণ আছে বলা যায় না। প্রচলিত মুদ্রা-স্তরকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না, একমাত্র প্রভাবিত করতে পারে সেই বুনিয়াদ যা থেকে মূল্য পরিমাপন করা যায়। নতুন উচ্চ বুনিয়াদ-রেখা থেকে ভবিষ্যৎ মূল্য বিপথগামী হতে পারে ততটা সহজেই যে ভাবে অতীতে পুরনো বুনিয়াদ-রেখা থেকে মূল্য বিপথগামী হয়েছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে, মিঃ কেইন্স মনে হয় এই ব্যাপারটা খেয়াল করেন নি যে, বিনিময় শুধুমাত্র মূল্য-স্তরের একটি সূচক, এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে মূল্যস্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন; শুধুমাত্র আরেকটি নাম দিলে চলবে না যে সেটি ধারণ করতে পারে না এবং সহ্যও করতে পারবে না, যেটা ১৯২০ সালে প্রমাণিত হয়েছিল, যখন আইনত টাকার মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ২ শিলিং (সোনা) এবং যেখানে কার্যত এমনকি ১ শিলিং ৪ পেন্স স্টার্লিং মূল্যও আদায় করতে পারছিল না, যার ফলে টাকার বিনিময় নেমে গিয়েছিল সেই স্তরে যা তার ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা নিরূপিত। কিন্তু, এই প্রশ্ন ছাড়াও, আমাদের কাছে বিনিময় মানের সব থেকে কট্টর সমর্থককের স্বীকারোক্তি হল যে, কোনও মুদ্রা ব্যবস্থার সত্যিকারের গুণ নিহিত থাকে সাধারণভাবে বস্তুর নিরিখে অনড় মূল্যমান বজায় রাখার।

মুদ্রা ব্যবস্থার বিচারের জন্য এইটি সঠিক নির্ণায়ক মেনে নিয়ে, আমাদের প্রশ্ন করা উচিত ১৮৯৩ সালে টাকশাল বন্ধের পর মূল্যের গতিবিধি কি প্রকার ছিল? এটা একটি মৌলিক প্রশ্ন, যদিও যারা বিনিময় মানের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রশংসা করেছে, তারা এর দিকে কোনও রকম নজর দেয় নি। কেউ বৃথাই সন্ধান করবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময় মানের বিষয়ে অধ্যাপক কেইন্স, অধ্যাপক কেম্মারার অথবা মিঃ শিরাস্ কি বক্তব্য রেখেছেন। ভারতীয় মুদ্রার বিষয়ে চেম্বারলেইন কমিশন বা স্মিথ কমিটি কখনও ভারতের মূল্য সমস্যা নিয়ে পর্যালোচলার কষ্ট স্বীকারে যায় নি,[১] অথচ এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হয়ে কিভাবে একজন ঐ মানের অকাট্যতা বা তার অন্যথার বিষয়ে অভিমত জ্ঞাপন করতে পারে, বুঝতে সত্যিই অসুবিধা হয়।

মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিনিময় মানের বিষয়ে পর্যালোচনা করা এই উদাহরণ

---

১. সম্ভবত শেষোক্ত কমিটির ব্যাপারে একটা ব্যতিক্রম আছে বলা যায়; কিন্তু এর লক্ষ্য ছিল উচ্চতর বিনিময়ের জন্য জমি তৈরি করা।

দেওয়ার সামিল যে, রূপোর অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য ভারতীয় টাঁকশাল বন্ধ করবার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যে টাকা তখন অবচয়িত মুদ্রা ছিল যার ফলে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছিল।[১] সুতরাং, টাঁকশাল বন্ধ হওয়ার পরেই ভারতে মূল্য হ্রাস হওয়া উচিত ছিল; কারণ, অধ্যাপক ফিশারের[২] কথায় বলতে গেলে, অর্থভাণ্ডার ও রূপার বাটের ভাণ্ডারের মধ্যে নলের সংযোগ টাঁকশাল বন্ধের জন্য কেটে দেওয়া হয়েছিল অথবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে বাটের ভাণ্ডার থেকে অর্থের ভাণ্ডারে প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অন্য কথায়, টাঁকশাল বন্ধের পর নতুন উৎপাদিত রূপা অর্থে রূপান্তরিত হতে পারল না এবং তার ফলে প্রচলিত টাকার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করতে পারল না তাই যদি হয়, তাহলে টাঁকশাল বন্ধের প্রভাব কিভাবে এতটা নৈরাশ্যকর হল! মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে টাকা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল অতীতে যা কখনও হয় নি। টাঁকশাল বন্ধের পর ভারতে মূল্যবৃদ্ধি দেশের ইতিহাসে এক নিতান্তই অভূতপূর্ব ঘটনা (চিত্রলেখ ৬-এ দ্রষ্টব্য)। টাঁকশাল বন্ধের পূর্বে ভারতে মূল্যবৃদ্ধি, যখন রূপার বাটের ভাণ্ডার ও টাকার ভাণ্ডারের মধ্যে নলের সংযোগ বজায় ছিল, অবশ্যই নগণ্য বলে মানতে হবে টাঁকশাল বন্ধের পর মূল্যবৃদ্ধির তুলনায়, যখন নলের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছিল। মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, টাঁকশাল বন্ধ তাই অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল আশীর্বাদের বদলে, এবং আক্ষরিক অর্থে তাই-ই হল, এবং মূল্য স্তরের সদাবৃদ্ধির ফলে ভারতে জীবনধারণ প্রায় অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোনও লোক এতটা দুর্দশায় পড়ে নি যতটা ভারতীয়রা পড়েছে। যুদ্ধকালীন মূল্যস্তর এতটা অস্থির পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যে খাবার ও পোশাক ক্রয়ে অসমর্থ নারী-পুরুষের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা কোনও ভাবেই কদাচিৎ বলা যায় না। এই নিয়ে অবশ্য বিতর্ক করা যায় যে, টাঁকশাল বন্ধ না করলে আরও বেশি মূল্যবৃদ্ধি হত এবং ভারত পুরোপুরি রৌপ্য-মান দেশ হয়েই থাকত। এই দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে নিঃসন্দেহেই অনেক কিছু বলা যায়। এটা পুরোপুরি সত্যি যে, সারা পৃথিবীতে পরিত্যক্ত রূপা মূল্যমান হিসাবে কার্যকারিতায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সেই দিক দেয়ে বিনিময় মান পুরোপুরি রৌপ্যমানের চেয়ে শ্রেয়। কিন্তু এটা কি স্বর্ণমানের মতই শ্রেয়?

আসল বিনিময় মানের ব্যাখ্যা হিসাবে ক্রয় ক্ষমতা সমতার মতবাদের ভিত্তিতে এই প্রশ্নের হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেওয়ার প্রবণতা আসতে পারে। কারণ, এটা নিয়ে বিতর্ক করা যায় যে, যদি টাকার স্বর্ণমূল্য বজায় থাকে এটার কারণ হল সোনার

১. দ্রষ্টব্য : অধ্যায় IV।

২. 'পারচেজিং পাওয়ার অব্ মানি; ১৯১১; পৃষ্ঠা : ১২৮।

মূল্য ও টাকার মূল্য এক-ই ছিল।[১] এটা বলা যায় যে, এই-ই সবকিছু যা বিনিময় মান সম্পন্ন করতে চায় এবং করেছে বলে দাবি করতে পারে। কারণ স্বর্ণমান মজুত সঞ্চয় কদাচিৎ হ্রাসগ্রস্ত হয়েছে এটা প্রমাণ করে যে ভারতে সাধারণ মূল্য ও ভারতের বাইরে মূল্য এক-ই স্তরে ছিল। এইরকম পূর্ববর্তী বিবেচনায়, বিনিময় মানকে স্বর্ণমানের মতো এক-ই রকম ভাল বলে ধরা যেতে পারে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ভারতীয় মূল্যকে এতটা উচ্চতায় রাখা উচিত যখন সোনার মূল্যের এতটা উঁচু ছিল নয়, এবং ভারতীয় মূল্য যদি সোনার মূল্যের মতো বেশি হয়, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। এখন, ভারতীয় মূল্য কি সোনার মূল্যের উচ্চতায় উঠেছিল? চিত্র দেখ লক্ষ্য করলে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে মূল্যবৃদ্ধি শুধুমাত্র যে সোনার মূল্যবৃদ্ধির মতো হয়েছে তা নয়, সোনার মূল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণে অবশ্যই আমাদের যুদ্ধকালীন সময় বাদ দিতে হবে, কারণ মূল্যমান হিসাবে অনেক দেশেই সোনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। এবং আমরা যদি সেই সময়কালকে বিশ্লেষণে অন্তর্গতও করি, তা হলেও সিদ্ধান্তে গুরুতর কোনও প্রভাব পড়ে না কারণ যদিও ভারত যুদ্ধরত দেশ ছিল না, তবুও তার মূল্যস্তর যুদ্ধকালীন স্ফীত মুদ্রায় আক্রান্ত বিভিন্ন দেশের তুলনায় খুব বেশি কম ছিল না, এবং স্বল্পকালীন সময় বাদ দিলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণমূল্যের তুলনায় অবশ্যই বেশি ছিল।

এটা সুস্পষ্ট যে বাস্তব তথ্যের সঙ্গে, বিনিময় মানের সপক্ষে পূর্ব অনুমান অনুসারী ছিল না। ভারতীয় মূল্যের স্থানীয় বৃদ্ধি ইংল্যান্ডের সাধারণ মূল্য স্তরের ওপরে থাকাটা এতটাই দৃষ্টিগ্রাহ্য হল যে, এমনকি অধ্যাপক কেইন্স, বিনিময় মানের ভুলগুলিকে বড় করে না দেখে, নিজস্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে,[২]

'যুক্তরাজ্যের সয়ারবেক্স-এর সূচক সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে ভারতে পরিবর্তন, অন্যান্য দেশের পরিবর্তনের তুলনায় অতিরিক্ত বেশি ছিল।'

তাহলে, ঘটনার বাস্তবতার সঙ্গে পূর্ব অনুমানের প্রভেদের ব্যাখ্যা কি? ব্যাখ্যা হল, প্রকৃত বিনিময় হার দু'টো মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার অনুরূপ, সমস্ত পণ্যের

---

১. এটা লক্ষণীয় যে না অধ্যাপক কেম্মারার, না অধ্যাপক কেইন্স বিনিময় মানের সমর্থনে এই দাবী করেন নি। যদি কোনও দাবী করে থাকেন, সেটা হল দু'জনেই সমস্ত মূল্যের সমতার এই অনুমানের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন।

২. 'ভারতে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ঘটনা'; 'ইকোনমিক জার্নাল' মার্চ ১৯০৯; পৃষ্ঠা : ৫৪।

সম্বন্ধে নয়, শুধুমাত্র কয়েকটি পণ্যের সম্বন্ধে সম্পর্কিত হয়ে। এই বিষয়ে, ক্রয় ক্ষমতা সমতা এবং বিনিময় হারের মধ্যে সম্পর্কের মতবাদটি কিছু বিশ্লেষণ আরোপিত করে পুনর্বর্ণনা করা প্রয়োজন। মতবাদের কঠোর সূত্রীকরণে আমাদের এটা বলা উচিত যে, ইংরেজ এবং অন্যান্যরা ভারতীয় টাকার মূল্য ততটাই এবং তত পর্যন্তই দেয় যতটা সেই টাকা ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে পারে ইংরেজদের চাওয়া অনুযায়ী; যেমনভাবে ভারতীয়রা ইংরেজ পাউন্ডের মূল্যায়ন করে যতটা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পাউন্ড ইংরেজ পণ্য ক্রয় করতে পারে ভারতীয়দের চাহিদা অনুযায়ী। এই বিবরণ থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, প্রকৃত বিনিময় হারের সম্পর্ক দু'টো মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার ওপর সেই সব পণ্যের নিরিখে যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্তর্গত। প্রকৃত বিনিময় হারকে সমস্ত পণ্যের নিরিখে দু'টি মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সমতার সঠিক সূচক হিসাবে অনুমান করলে এটাই ধরে নেওয়া হয় যে একটি মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার তারতম্য বাণিজ্যিক পণ্য ও অবাণিজ্যিক পণ্য দুটোর ওপরেই সমান।[১] বড় সময়কালে এই দুই শ্রেণীর পণ্যের মূল্যে ওঠানামার নিশ্চয়-ই ঝোঁক থাকে একে অন্যকে প্রভাবিত করবার জন্য, সেক্ষেত্রে এটা বলা সম্ভব হয় যে, একটি মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হবে তার আভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা। বিনিময় হারের ব্যাখ্যা হিসাবে ক্রয় ক্ষমতার সমতা গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের বাস্তব উপযোগী উপায় হিসাবে, এবং সেই জন্যই এই পর্যালোচনার পূর্বের এক অংশে টাকার স্বর্ণমূল্য হ্রাস-এ এই মতবাদ প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু একটি মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা ও তার বিনিময় হারের এই সম্পর্কের ভিত্তিতে পর্যালোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে, এবং এই নিয়ে বাদানুবাদ করা, যে কোনও সময়ে দুটি মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার মোটামুটি সঠিক নির্ণায়ক বিনিময় হার, এসবের অর্থ হল এই অনুমান করা, যা সব সময় সঠিক হতে পারে না, যে বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক পণ্যের মূল্য এক-ই সহানুভূতিতে ওঠা-নামা করে। এই অনুমান সত্যিই খুব বড় মাপের এবং মোটামুটি সত্যি বলা যায় একমাত্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। এখন, অধ্যাপক কেম্মারার[২] যা দেখিয়েছেন ঃ

১. অধ্যাপক ক্যাসেল, বিনিময় হার ও ক্রয় ক্ষমতার সাদৃশ্যের পুরানো মতবাদের আধুনিক প্রবক্তা। তিনি স্বীকার করেন যে, দুটির মধ্যে ঐক্য নির্ভর করে এই অনুমানের সার্থকতার ওপর, কারণ তিনি বলেন,

'ক্রয় ক্ষমতা সমতার নির্ধারণ কঠোরভাবে নির্ভর করে এই শর্তের ওপর যে, আলোচিত দেশে মূল্যবৃদ্ধি সমস্ত পণ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে এক-ই মাত্রায়। সেই শর্ত যদি পূরণ না হয়, তাহলে প্রকৃত বিনিময় হার নির্ণীত ক্রয় ক্ষমতা সমতার থেকে বিপথগামী হতে পারে।'—'মানি অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ আফটার ১৯১৪'; লন্ডন ১৯২২; পৃষ্ঠা : ১৫৪।

২. তদেব; পৃষ্ঠা : ৬৪।

CHART VI
Index Numbers.
India
U.S.A.
England
Index Numbers.
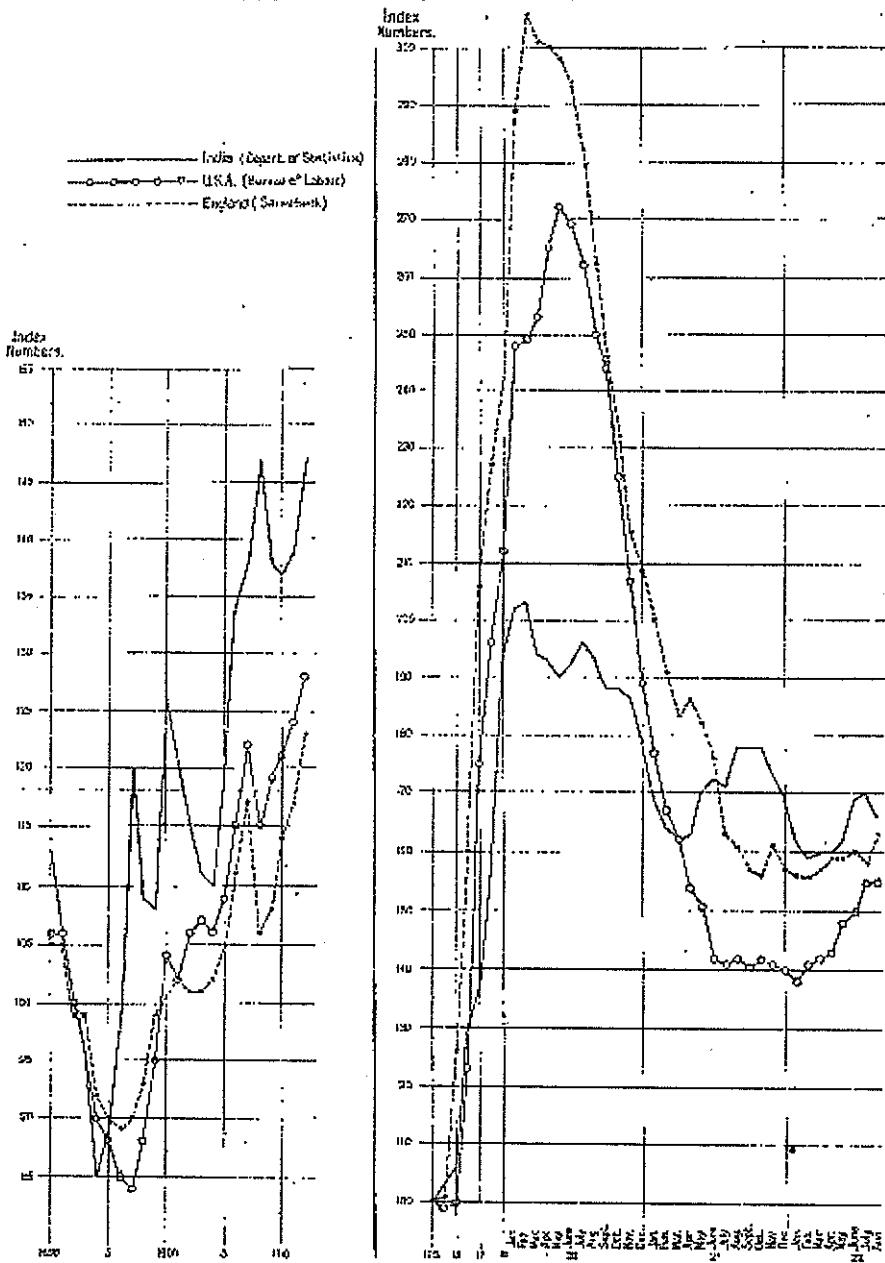
'যদিও ভারতের রপ্তানি ও আমদানি প্রকৃত অর্থে বড় পরিমাণের, তবুও, প্রধানত ভারতের লোকেরা নিজেস্ব পণ্যের ওপর নির্ভর করে এবং এই সব পণ্যের বৃহদংশের উৎপাদন থেকে উপভোগের জীবন ইতিহাস খুব ছোট পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে। বিদেশি বাণিজ্য, সোনা এবং স্বর্ণ-বিনিময়ের সঙ্গে এদের সম্পর্ক সবচেয়ে সুদূরের। সময়ে অবশ্যই দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে মূল্যের ভারসাম্য প্রকৃত কোনও বিশৃঙ্খলায় এই স্থানীয় মূল্যে প্রভাব পড়বে, কিন্তু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এই সব বিশৃঙ্খলার প্রভাব খুব ধীর গতি সম্পন্ন এবং গতিপথে গতিবেগ অনেকটাই হারিয়ে ফেলে।'

দুটির মধ্যে সম্পর্কের এই ক্ষীণতার ফলে এটা স্পষ্ট যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্গতি সেইরকম ভারতীয় পণ্যের মূল্য সব সময় মোটামুটি এক-ই অনুপাতে ওঠা-নামা করে না অন্তর্গত নয় এমন পণ্যের মত। যে সম্পর্কের ক্ষীণতার ফলে প্রকৃত বিনিময় হারের নির্ধারিত স্তর থেকে মুদ্রার সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা বিপথগামী হতে থাকে, সেটা ছাড়া, লক্ষ্য করতে হবে যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্গত বেশির ভাগ পণ্যের মূল্য স্থানীয় প্রভাব দ্বারা পরিচালিত নয়। ভারতীয় রপ্তাণি পণ্য, যেমন, গম, চামড়া, চাল এবং তৈলবীজ আন্তর্জাতিক পণ্য, এবং দেশীয় পণ্য ও পরিষেবা থেকে উদ্ভূত প্রভাবের পরিপূর্ণ বশবর্তী নয়। এই দু'টি ঘটনার সংযুক্ত প্রভাব, যুদ্ধের মতো অস্বাভাবিক ঘটনা বাদ দিলে, বাণিজ্যিক এবং অবাণিজ্যিক পণ্যের মূল্য দ্রুত-ওঠানামা করে।[১]

এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে, যদিও বিনিময় মান বজায় রাখা ইঙ্গিত দেয় যে টাকার সাঙ্গে সোনার ক্রয় ক্ষমতা সমতা সমস্ত পণ্যের নিরিখে নয়। এ যা ইঙ্গিত দেয় তা হল, যে সব পণ্য আন্তর্জতিক বাণিজ্যের অন্তর্গত তারই নিরিখে টাকার ক্রয় ক্ষমতার সোনার সঙ্গে সমতা আছে, যাতে সোনার মজুত সঞ্চয় খরচ করার প্রায়শ প্রয়োজন পড়ে না। সোনার মজুত সঞ্চয় সংরক্ষণের একমাত্র অর্থ হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পণ্যের মূল্য সমভাব রাখা। এইভাবে ব্যাখ্যা করলে, টাকা যে স্বর্ণমূল্য বজায় রেখেছে এর বাস্তবতা এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় না যে, সামগ্রিকভাবে, ভারতীয় মূল্যস্তর স্বর্ণ মূল্যের অধিক ছিল, এবং তার ফলে এই পূর্ব-ধারণা বানচাল হয় যে বিনিময় মান স্বর্ণমানের মতই ভালো। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে[২] যে, মূল্যের সমস্ত পরিবর্তন কম-বেশি জনমঙ্গলকে প্রভাবিত করে।

---

১. পূর্বে যা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, অর্থাৎ কেন টাকার নির্দিষ্ট অবচয় সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ অবচয়ের অনুসারী হয় না তা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. এর ফলে যা হয়, তার সারসংক্ষেপ নেওয়া হয়েছে মেয়ো-স্মিথের 'মূল্যের ওঠানামা এবং জনমঙ্গল' রচনা থেকে, অর্থশাস্ত্র ত্রৈমাসিক, খণ্ড ১৫, নং ১, (মার্চ, ১৯০০), পৃষ্ঠা ১৪-১৭।

যাই হোক, আধুনিক অর্থনৈতিক সংগঠনের সাধারণ নমনীয়তা, তার অনুসঙ্গে মূলধন ও শ্রমের গতিশীলতা, অবাধ প্রতিযোগিতা, পছন্দের ক্ষমতা এবং উদ্যোগী ও ব্যবসায়ীদের উদ্ভাবনক্ষম প্রতিভা ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত সম্পদ নিয়ে মূল্যের স্বাভাবিক ও সাময়িক ওঠা-নামা সামাল দেয়। কিন্তু মূল্যস্তরে পরিবর্তন যখন সাধারণ ও এক-ই দিকে অপরিবর্তিত থাকে, তখন ঘটনা হয় অন্যরকম। মূল্যের ওঠা-পড়া শুধুমাত্র সাময়িক এবং পূর্বেকার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, এই অনুমানে ব্যবস্থাগুলি একের পর এক বিফলে যায়। গতিবেগের পরিবর্তনের আশায় যন্ত্রণা সহ্য করা অন্যটির মুনাফায় শোধ হয় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এইরকম একমুখী সতত মূল্যের ওঠা-পড়া সাধারণ ব্যবসায়িক বিচক্ষণতা সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য, এবং তার ফলে ভবিষ্যতের সমস্ত হিসাব নস্যাৎ হয়ে যায়। পরিণতি সীমাহীন স্থানচ্যুতি বা ক্ষতি, এবং তার ফলে জনসাধারণের ওপর এতটা শক্তিশালী ও এক-ই সময়ে হিসাব-বহির্ভূত প্রভাব পড়ে যে, তার অর্থনৈতিক মঙ্গল, নিয়ন্ত্রণ এবং বিচক্ষণতা ও পূর্বধারণার পুরোপুরি বাইরে চলে যায়, এবং অস্তিত্বের যুদ্ধে এই উদ্যম কোনও কাজে লাগে না। মুদ্রামানে মূল্যের সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব এখনও আদর্শস্বরূপ। কিন্তু অস্থায়িত্বের কুফল এতটাই বেশি যে, অধ্যাপক মার্শাল, যিনি বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিক জীবনের আর্থিক বুনিয়াদের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সাধারণ পূর্বধারণা একটি স্বাস্থ্যকর পূর্বধারণা, তিনিও লক্ষ্য করেছেন যে, এদের ওঠা-নামা হ্রাস করে সমাজের অর্থনৈতিক মঙ্গলের রক্ষার জন্য অনেক কিছু করা যায়।[১] মূল্যের অবচয়িত মান, যা সোনার ক্ষেত্রে ছিল ১৮৯৬ থেকে, অমঙ্গলজনক। কিন্তু একটি মূল্যমান, যা প্রতিনিয়ত অবচয়িত হচ্ছে, যেমন বিনিময় মানের ক্ষেত্রে, এবং সেটারও গভীরত্ব স্বর্ণমানের থেকে আরও বেশি—অন্য কথায়, যার ফলশ্রুতি আরও বেশি মূল্য বৃদ্ধি—তাকে কি ভালো মূল্যমান বলা চলে?

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সত্যিই বিচিত্র যে, অধ্যাপক কেইন্স তাঁর 'ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ' প্রবন্ধে কিভাবে সমর্থন করেন যে, বিনিময় মানের মধ্যে ভবিষ্যতের আদর্শ-মানের প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে[২] যে অভিমত পরবর্তী সময়ে চেম্বারলেইন কমিশন অনুমোদন করে। যদি সাধারণভাবে পণ্যের নিরিখে ক্রয় ক্ষমতার স্থায়িত্ব মুদ্রা ব্যবস্থার মান নির্ণায়ক, তাহলে অর্থনীতির খুব কম ছাত্রই অধ্যাপক কেইন্স-এর সঙ্গে একমত হবেন। সম্ভবত এতটা আশান্বিত হয়ে বলা যায় না যে,

১. দ্রষ্টব্য:'রেমেডিস্ ফর ফ্লাকচুয়েশন অব্ জেনারেল প্রাইসেস', 'দি কনটেমপোরারি রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত; মার্চ : ১৮৮৭ ।

২. ঐ প্রবন্ধের পৃষ্ঠা ৩৬।

১৯২০ সালের অধ্যাপক কেইন্স ও স্বর্ণবিনিময় মানের তুলনার স্বর্ণমানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবে, কারণ শেষোক্তর ক্ষেত্রে মূল্যের ওঠা-পড়া প্রথম ক্ষেত্রের তুলনায় বেশি ওঠানামা করেছে।

এই সূত্রে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা যায় যে, ভারত একটি স্বর্ণমান দেশ। এটা স্বীকার্য যে, দুটি দেশের এক-ই মূল্যমান আছে কি না, তার সর্বোৎকৃষ্ট বাস্তবিক পরীক্ষা হল দেশ দু'টির মূল্যস্তরে ওঠা-নামার চরিত্র পর্যালোচনায়। এই পরীক্ষা এতটাই সঠিক যে, এবং গ্রীনব্যাক সময়কালে বিভিন্ন দেশ আমেরিকায় মূল্যস্তরের অতিশয় যত্নশীল এবং বুদ্ধিদীপ্ত নিরীক্ষা করে— অধ্যাপক মিশেল মন্তব্য করেন[১]—

'দুটো দেশের যদি একই-রকম অর্থব্যবস্থা থাকে এবং নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকে, তাহলে মূল্যস্তরে ওঠা-নামা, যা সূচক সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, খুব কাছাকাছিই থাকে। এই মিল এতটাই দৃঢ় যে, ওঠা-পড়ার এই সাদৃশ্য পাওয়া যাবে যদি সূচক-সংখ্যার মতো অপরিণত মাধ্যম দিয়ে, এমনকি যদি তুলনা করা হয় এক-ই নয় এমন পণ্যের তালিকা থেকে এবং বিভিন্ন বছরে প্রকৃত মূল্যের ভিত্তিতে।'

আমরা জানি যে, যুদ্ধের পূর্বে ইংল্যান্ড ছিল স্বর্ণমান দেশ, এবং আমরা এটাও জানি যে ভারত ও ইংল্যান্ডের মূল্যস্তরে সমকালীন ওঠা-নামার মধ্যে কোনও নিকট সাদৃশ্য ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ভারত একটি স্বর্ণমান দেশ, এই ধারণা করা বঞ্চনা। অন্যদিকে, এটা স্বীকার করা শ্রেয় যে, ভারত এখনও স্বর্ণমান দেশ হতে বাকি আছে, যদি না আমরা এক-ই ভুলে পড়ি যা অধ্যাপক ফিশার[২] নিশ্চিত ভাবে করেছিলেন ভারতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিকে স্বর্ণমানের অস্তিত্বের কারণ দর্শিয়ে, বাস্তবে যার কারণ ছিল স্বর্ণমানের অভাবের জন্য।

কিভাবে ভারত স্বর্ণমান দেশ হতে পারে? এর সুস্পষ্ট উত্তর হল, স্বর্ণমানের সূচনা করে। এই মতবাদকে অধ্যাপক কেইন্স এই বলে অবজ্ঞা করেন যে স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত স্বর্ণমান হতে পারে না, এই অভিমত অর্থহীন।[৩] তিনি মনে হয় এটাই বিশ্বাস করতেন যে মুদ্রা ও মূল্যমান, এই দুটি ভিন্ন জিনিস। এখানে নিশ্চিতভাবে ভুল করেছেন। যখন অর্থনৈতিক জীবন পালন করতে সমাজের প্রয়োজন আদান-প্রদানের

---

১. 'গোল্ড, প্রাইসেস অ্যান্ড ওয়েজেস্ আন্ডার দি গ্রীনব্যাক স্ট্যান্ডর্ড; ১৯০৬; পৃষ্ঠা: ২৭।

২. 'পারচেজিং পাওয়ার' ইত্যাদি, ১৯১১; পৃষ্ঠা: ৩৪০।

৩. তদেব; পৃষ্ঠা: ২৯।

একটি মাধ্যম, একটি মূল্যমান এবং একটি মূল্যের আধার, এই তিনটি কার্যধারা ভিন্ন কর্তৃত্বের মাধ্যমে সাধন করা নিয়ে বিতর্ক সুস্পষ্টভাবে ভুল। অন্যদিকে, যা অধ্যাপক ড্যাভেনপোর্ট জোর দিয়ে বলেছেন:[১]

'অর্থের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার শুধুমাত্র অন্তবর্তী কার্যকারিতার বিভিন্ন দিক অথবা জোর প্রকট করা। বিলম্বিত বেতনাদি প্রদান.....শুধুমাত্র অন্তর্বর্তীকালীন বিলম্বিত প্রদান। সুতরাং এক-ই মন্তব্য মান-এর ক্ষেত্রে; যা সাধারণ মধ্যবর্তী, সেটাই বাস্তবিক মান। কার্যকারিতা দুটি নয়, একটি.......স্পষ্টভাবে এমনও হতে পারে যে, মধ্যবর্তী ক্রয় ক্ষমতার একটি ভাণ্ডার। পণ্য বিনিময়ের দ্বিতীয়ার্ধ বিলম্বিত হতে পারে। মধ্যবর্তী হল সাধারণীকৃত ক্রয় ক্ষমতা। বিলম্ব বিশেষ সুবিধাগুলির একটি যা মধ্যবর্তী কার্যকারিতা বিশেষভাবে বহন করে।'

টাকা সুতরাং, মুদ্রা হওয়ার সুবাদে মূল্যমানও বটে। আমরা যদি সোনাকে মূল্যমান করতে চাই ভরতে, তাহলে আমাদের উচিত মুদ্রায় সোনার প্রচলন করা। কিন্তু এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে, সোনাকে যদি ভারতীয় মুদ্রার একটা অংশ বলে ধরা হয়, তাহলে এর ফলে মূল্যস্তরে এটি কি প্রভাব ফেলতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মুদ্রার চরিত্র উন্মুক্ত করাও প্রয়োজন আছে। এখন এটা মেনে নেওয়া যাবে যে, কোনও মূল্যমান যা প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হতে পারে, সেটা অনেক বেশি স্থায়ী হবে তুলনামূলকভাবে আরেকটি অসমর্থ মূল্যমান থেকে (যা দক্ষতা সহকারে সেটা করতে পারে না। টাকার মুদ্রা সেক্ষেত্রে সমর্থ)[২] সহজভাবে প্রসারিত হতে, কিন্তু সহজভাবে সঙ্কুচিত হতে সমর্থ নয় এই বাস্তব কারণে যে এটি না রপ্তানিযোগ্য না দ্রবযোগ্য, না ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন যোগ্য। এইরকম মুদ্রার সঙ্গে রপ্তানিযোগ্য মুদ্রার প্রভাবগত তুলনা ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় শ্রী গোখলের বক্তৃতায়, যেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন[৩]—

'একটি স্বয়ংক্রিয় স্ব-সমন্বয়শীল মুদ্রা, যেমন আমাদের হতে পারে সোনার সঙ্গে অথবা ১৮৯৩ সালের আগে রূপার সঙ্গে আমাদের যেমন ছিল, এবং একটি কৃত্রিম মুদ্রা, যেমন বর্তমানে আমাদের আছে, এই দু'টির মধ্যে প্রভেদ কি? ভারতের যা ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য রপ্তানি মরশুমে, অর্থাৎ বছরে ছয়মাস। সব সময় প্রয়োজন পড়বে কিছু সংখ্যক সোনা বা রূপার মুদ্রা।

---

১. তদেব, পৃষ্ঠা: ২৫৫-৫৬। এছাড়াও দ্রষ্টব্য: এফ. এ. ওয়াকার-এর 'ব্যবসার সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক', পৃষ্ঠা: ২৭, এবং সি. এম. ওয়ালশ্-এর 'অর্থসংক্রান্ত বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব'; পৃষ্ঠা: ৩০৪

২. বন্ধনীর মধ্যে লেখা 'প্রাদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিবর্তন' প্রবন্ধে নেই—সম্পাদক,

৩. সুপ্রিম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কার্যবিবরণী, : খণ্ড XXX, পৃষ্ঠা: ৬৪২।

রপ্তানি মরশুম যখন সতেজ, টাকা পাঠাতে হবে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য ক্রয়ের জন্য। এই কারণ দু'টি অবস্থাতেই সম প্রযোজ্য, আপনাদের এখনকার মতো কৃত্রিম মুদ্রা বা রূপার মুদ্রা থাক, যেমন ছিল ১৮৯৩ এর আগে। কিন্তু তফাৎ হল এটা। বাকি ছয় মাসের শ্লথমরশুম নিঃসন্দেহে মুদ্রার অভাব বোধ করেছে, এবং স্ব-সমন্বয়শীল কৃত্রিম ব্যবস্থায় তিনটি বহির্মুখে এই অভাব ক্রীয়াশীল হয়ে মিটে যেতে পারে। প্রয়োজনাতিরিক্ত মুদ্রা, ব্যাঙ্ক অথবা সরকারি ধন ভাণ্ডারে ফিরে আসবে, অথবা সেগুলি রপ্তানি হবে, অথবা জনসাধারণ গলিয়ে ফেলতে পারে অন্য অভাব মেটাবার জন্য, কিন্তু যেখানে আপনার স্ব-সমন্বয়শীল ও কৃত্রিম মুদ্রা নেই, যেখানে মুদ্রা শুধুমাত্র কৃত্রিম প্রতীক-মুদ্রা, যেমন বর্তমানে এক টাকা, সেখানে তিনটির মধ্যে দুটি বহির্মুখ বন্ধ। বড় ক্ষতি ছাড়া টাকা রপ্তানি করতে পারবেন না আপনি, বিরাট ক্ষতি ছাড়া টাকা আপনি গলাতে পারবেন না, এবং ফলস্বরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা ব্যাঙ্ক বা সরকারি ধন ভাণ্ডারে ফেরত আসবে অথবা জনসাধারণের মধ্যে থেকে যাবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অবস্থা দাঁড়াবে জল-জমা মাটির মতো, যার কর্মক্ষম নিকাশী ব্যবস্থা নেই এবং যেখান থেকে আর্দ্রতা সরানো যায় না। এই দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা খুব-ই অপর্যাপ্ত এবং সেইজন্য আমাদের টাকা ব্যাঙ্ক বা সরকারি কোষাগারে দ্রুত ফিরে আসে না। ফলত, যে অতিরিক্ত অর্থ অভ্যন্তরে পাঠানো হয়, তা প্রায়শই এখানে ডোবার মতো জমিকে জলাভূমিতে পরিণত করে। আশা করি, এই বাস্তবতা অস্বীকার করা যাবে না যে, তিনটির মধ্যে দু'টি বহির্মুখ বন্ধ করলে মুদ্রার পরিমানকে প্রয়োজনাতিরিক্ত করে মূল্য বৃদ্ধি করার ঝোঁক হয়।'

যদি সোনাকে ভারতীয় মুদ্রার অংশ করা হত, তাহলে শুধুমাত্র যে প্রসারণের চাহিদা পূরণ হত তা নয়, মুদ্রা-সঙ্কোচনের অবস্থা তৈরি করত এমন একটা মাত্রায় যা টাকার অজানা। মূল্যমান হিসাবে সোনা টাকার থেকে শ্রেয় হত কারণ যেখানে সোনা প্রসারণ যোগ্য ও এক-ই সঙ্গে সঙ্কোচন যোগ্য, টাকা সেখানে প্রসারণ যোগ্য কিন্তু সংকোচন যোগ্য নয়। আগে যা বলা হয়েছে, সেটাই অন্য ভাষায় বলতে গেলে, ভারতীয় মুদ্রামান, স্বর্ণমান অথবা স্বর্ণবিনিময় মান না হয়ে, সব রকম অপরিহার্যতায় অপরিবর্তনযোগ্য টাকা-মান, ব্যাঙ্ক সাময়িক খারিজকালে কাগুজে পাউন্ডের মতো, এবং মূল্যের আঞ্চলিক অতিবৃদ্ধি, যা নিজেই দুটি ব্যবস্থার পরিচিতির অপরিবর্তনযোগ্য প্রমাণ, দু'টিরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা, বাট-সংক্রান্ত রিপোর্টের[১] ভাষায় বলতে গেলে—

১. অধ্যাপক কান্নান-এর পুনর্মুদ্রণ, পৃষ্ঠা ১৭

'একটি দেশের প্রচলিত মুদ্রা মাধ্যমের অতিরিক্ত পরিমাণের প্রতিফল, যে দেশ এমন একটি মুদ্রা গ্রহণ করেছে যা অন্যদেশে রপ্তানিযোগ্য নয়, অথবা রপ্তানিযোগ্য মুদ্রায় ইচ্ছানুসারে পরিবর্তনযোগ্য নয়।'

সুতরাং ভারতীয় মূল্যস্তরের বৃদ্ধির কিছুটা প্রশমন যদি প্রার্থিত হয়, তাহলে সবচেয়ে জরুরি যে কাজটা করতে হবে, তা হল সোনার মতো কোনও 'রপ্তানিযোগ্য' মুদ্রাকে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে অনুমতি দিতে হবে।

চেম্বারলেইন কমিশন, ভারতে স্বর্ণমুদ্রার বিরুদ্ধে ঘটনা সাজানোর জন্য অনেক পটুত্ব দেখিয়েছে।[২] যে যুক্তি কমিশন জোর দিয়ে সমর্থন করেছিল, তা হল: (১) ভারতীয়রা সোনা মজুত করতে থাকবে এবং সংকটকালে তা পাওয়া যাবে না, (২) সোনার মতো এমন দামি মুদ্রাধাতু বজায় রাখার ক্ষমতা ভারতের মতো এত গরিব দেশের নেই; (৩) ভারতীয়দের আদান-প্রদানের পরিমাণ এতটাই কম যে সোনা প্রচলনের যোগ্য নয়; এবং (৪) টাকায় পরিবর্তনযোগ্য কাগজ ভারতীয়দের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধরণের মুদ্রা, কারণ এটি সবচেয়ে বেশি ব্যয়সাপেক্ষ, এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করলে নোট এমনকি টাকার জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, মজুত নামের জুজু বহু পুরনো, এবং যদি মজুত নিয়ম বহির্ভূত ভাবে চলে, তা হলে এই যুক্তির পেছনে সত্যিই জোর থাকে। কিন্তু ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষেই বিপরীত। টাকা, সবচেয়ে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হওয়াতে, এবং একটি সুশৃঙ্খল মুদ্রাব্যবস্থায় স্বল্প সময়কালে মূল্য অবনতির সর্বপেক্ষা কম সম্ভাবনাময় হওয়াতে, সমস্ত লোকের দ্বারা মজুতকৃত হয়, অর্থাৎ মূল্য সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়। মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে গণ্য করতে গিয়ে, অর্থের অধিকারী তুলনা করে এখন বিক্রয় করে টাকার পরিবর্তে কতটা উপযোগ সে পেতে পারে এবং ভবিষ্যতে কতটা পেতে পারে বলে তার বিশ্বাস, এবং যদি সর্বোচ্চ বর্তমান উপযোগ যদি সর্বোচ্চ ভবিষ্যৎ উপযোগের মতো এত বেশি না হয়, তাহলে ঝুঁকি ও সময়ে বাটা ধরে নিয়ে, সে টাকা মজুত করবে। অপরদিকে, সে টাকা মজুত করবে যদি বর্তমান উপযোগ ভবিষ্যৎ উপযোগের থেকে বেশি হয়। তাই যদি হয়, তাহলে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় যে ভারতীয়দের জন্য সোনার মুদ্রার বিষয়ে মজুত কি করে আপত্তির বিষয় হয়। যদি তারা সোনা মজুত করে তার অর্থ এই হল যে, তারা বর্তমান খরিদের জন্য খরচ করতে ইচ্ছুক নয় অথবা তাদের অন্য কোনও ধরনের মুদ্রা আছে যা সোনার থেকে নিকৃষ্ট এবং যা স্বাভাবিকভাবে তারা প্রথমেই খরচ করতে চায়। অপরদিকে, যদি তারা

২. প্রতিবেদন; পৃষ্ঠা: ১৫-১৯। এক-ই যুক্তি পাওয়া যাবে চতুর্থ অধ্যায়ে অধ্যাপক কেইন্স-এর প্রবন্ধে।

বর্তমানে খরিদের জন্য ব্যবহার করতে চায় এবং অন্য কোনও ধরনের মুদ্রা যদি না থাকে, তাহলে তারা সোনা মজুত করতে পারবে না। এমনও উদাহরণ আছে যখন মূল্যবান ধাতু ভারতের বাইরে রপ্তানি হয়েছে প্রয়োজনের খাতিরে,[১] যেখান থেকে বুঝা যায় যে, ভারতীয়দের মজুতের অভ্যাস এমন কিছু অজানা পরিমাণের নয় যা প্রায়-ই অনুমান করা হয়, এবং যদি কোনও উপলক্ষে[২] তারা কোনও রপ্তানিযোগ্য মুদ্রা মজুত করে যখন তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। অন্যায় লোকেদের নয়, অন্যায় মুদ্রা ব্যবস্থার, যখানে টাকার মোট ভাণ্ডারের উপাদানীয় অংশগুলি মূল্য সঞ্চয় হিসাবে সমানভাবে ভাল নয়। মজুদের ব্যাপারে যুক্তি, সেটা যদি কোনও যুক্তি হয়, যে কোনও লোকের বিপক্ষেই ব্যবহার করা যায় এবং কেবল ভারতীয়দের বিপক্ষে নয়।

ভারতে স্বর্ণমুদ্রার বিপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তির মধ্যে প্রথমটির তুলনায় বেশি শক্তি নেই। সোনা যদি প্রচলন থেকে উধাও হয়ে যেত, তাহলে, আর কিছু নয়, কারণ হত অন্য আরেক ধরণের অর্থের অতি প্রচলন। নয়-এর দশকে, যখন ভারতে স্বর্ণমান প্রচলনের কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল, কিছু লোক ইতালি এবং অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে সোনার প্রচলন উৎসাহিত করবার ব্যাপারটা উল্লেখ করত। তাঁদের ক্ষেত্রে সোনা যে উধাও হয়ে যেত সেটা বাস্তব, কিন্তু সেটা তাদের দারিদ্র্যের জন্য নয়। এটা হত কাগুজে মুদ্রার প্রচলনের জন্য। যে কোনও দেশ স্বর্ণমুদ্রা বজায় রাখতে পারে, যদি সে দেশ আরও শস্তা কোনও বিকল্পের প্রচলন না করে।

আবার, আদান-প্রদান খুব কম বলে সোনা যদি প্রচলিত না হয়, তাহলে সঠিক উপসংহার এটা নয় যে, কোনও সোনার প্রচলন হওয়া উচিত নয়; সঠিক উপসংহার হল মুদ্রার একক এতটা ছোট হওয়া উচিত, যা অবস্থার প্রয়োজন মিটাবে। প্রচলনের অসুবিধা মুদ্রাকরণের সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু মুদ্রাকরণের ব্যাপারে বিবেচনাকে, মূল্যমান কত হবে এই প্রশ্নকে প্রভাবিত করতে দেওয়া চলে না। যদি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত না হয়, এর জন্য এই উপসংহারে আসা যায় না যে ভারতের স্বর্ণমুদ্রা থাকা উচিত নয়। এর শুধুমাত্র অর্থ হল ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজনে অত্যন্ত বেশি মূল্যের। আলোচ্য বিষয়, যদি আদৌ কোনও কিছু থেকে থাকে, তা হল ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার একক-এর বিরুদ্ধে, স্বর্ণমুদ্রার মৌলিক সত্যের বিরুদ্ধে নয়। যদি ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট ছোট না হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের অন্য

---

১. দ্রষ্টব্য: চেম্বারলেইন কমিশনে মি. দালালের স্মারকপি: পরিশিষ্ট। খন্ড XXXIII; পৃষ্ঠা: ৬৭৩-৭৫।

২. ১৯০৭-৮-এর সংকটকালে ভারতীয়দের এই বলে দোষারোপ করা হত, তবুও এটা লক্ষ্যণীয় যে, ঐ সংকটে ব্যক্তিগত খাতে কিছু সোনা রপ্তানি হয়েছিল।

কোনও মুদ্রা খুঁজে বের করতে হবে সোনার প্রচলন কার্যকরী করবার জন্য।

স্বর্ণমুদ্রার বিপক্ষে চতুর্থ যক্তি হল বাস্তব সম্বন্ধীয়, এবং স্বর্ণমুদ্রায় আরোপিত গুণধর্মের দিকে ঝোঁক আছে কি না তার সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিলের আবেদন ব্যতীত তা না যায় প্রমাণ করা না যায় প্রমাণ খণ্ডন করা। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে, মুদ্রা ব্যবস্থা টাকায় পরিবর্তনযোগ্য কাগজ দিয়ে গঠিত। তার কি কোনও বিপদ নেই? কাগজের কি কোনও প্রভাব থাকবে না টাকার মূল্যের ওপর? কমিশন, যদি সে এই প্রশ্ন আদৌ বিবেচনা করত, যেটা খুব-ই সন্দেহজনক, সম্ভবত এই সাধারণ দৃষ্টিকোণ দ্বারা প্ররোচিত হত যে, যেহেতু কাগুজে মুদ্রা পরিবর্তনযোগ্য, সেটা কোনওভাবেই মূল্য বা টাকার ক্রয় ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভুল; কারণ, কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তনযোগ্যতা যতদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত, ততদূর যে খাতের এককে পরিবর্তনযোগ্য তার মূল্য হ্রাস থেকে আটকাতে পারে না, কারণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেই খাতের এককের চাহিদা হ্রাস করে এবং তার ফলেই মূল্য হ্রাস সংঘটিত হয়। তাই, কাগজ, যদিও মুদ্রা হিসাবে মিতব্যয়ী, টাকার মূল্যের কাছে বিপদস্বরূপ। এই বিপদ সীমাবদ্ধ চরিত্রের মতো যদি টাকা সোনায় অবাধ পরিবর্তনযোগ্য হত। কিন্তু খাতের এককের মূল্যের ব্যাপারে পরিবর্তনযোগ্য কাগুজে মুদ্রার বিপদ ততটাই বেশি হয় যতটা অপরিবর্তনযোগ্য কাগুজে মুদ্রার, যদি সেই একক ধাতুতে অবাধ পরিবর্তনযোগ্যতার মাধ্যমে পরিশেযের খারিজ মূল্যের তুলনায় কম হয়।[১] এই রকম পরিবর্তনযোগ্যতা থেকে টাকা সংরক্ষিত নয়, এবং কমিশন যখন চায় নি সেটা সংরক্ষিত হোক, তখন কমিশনের উচিত ছিল অনুধাবন করা যে, এর ফলে সাধারণ পণ্যের নিরিখে টাকার সমতা বজায় রাখার সম্ভাবনাকে গুরুত্বপূর্ণরূপে বিপন্ন করছিল, এবং সেইজন্য সোনার সঙ্গে, কাগুজে মুদ্রার প্রসারণ ঘটেছিল আগের থেকে বেশি সঠিক পরিবর্তনযোগ্য করে তুলতে কাগজকে সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনযোগ্য করে দিয়ে। কিন্তু কমিশন মিতব্যয়ের বিবেচনার বিষয়ে এতটাই চিন্তাশীল ছিল এবং মূল্যের স্থায়িত্ব বিষয়ক বিবেচনায় এতটা অবিবেচক ছিল যে, তারা আসলে ভারতীয় কাগুজে মুদ্রার ভিত্তিতে একটা পরিবর্তন প্রস্তাব করেছিল স্থায়ী প্রচলন প্রথা থেকে স্থায়ী অনুপাত প্রথায়।[২] অর্থনীতির প্রয়োজনে কমিশনের প্রশ্নের এই দিকটা যে উপেক্ষা করা উচিত ছিল, এটা আরেকটা প্রমাণ যে কত উদাসীনভাবে কমিশন ভারতীয় মুদ্রার ব্যাপারে ক্রয় ক্ষমতার স্থায়িত্বের পুরো প্রশ্ন আলোচনা করেছে।

ওপরে যে কথা জোর দিয়ে সমর্থন করা হয়েছে, তার মধ্যে যদি কোনও শক্তি

১. এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: 'অর্থ: মূল্যের বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্ক', অধ্যাপক কান্নান; ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৮।

১. প্রতিবেদন: ধারা ১১২।

থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবেই একটি স্বর্ণমুদ্রা শুধুমাত্র 'ভাবাবেগ' এর ব্যাপার নয় বা 'দামি বিলাস' নয়, —একটি প্রয়োজন যা ভারতীয় মূল্যমান স্থায়িত্বকরণের সর্বোচ্চ স্বার্থ দ্বারা আদিষ্ট এবং সেক্ষেত্রে কিছুটা হলেও, যত কম-ই হোক না কেন, মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রতিফল থেকে ভারতীয়দের রক্ষা করে থাকে।

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ভারত সরকারের প্রথম পরিকল্পনা যা ফাউলার কমিটির অনুমোদন পেয়েছিল তার প্রতিটি দৃষ্টিকোণ কতটা ভুলভাবে তুলে ধরেছিল চেম্বারলেইন কমিশন। কিন্তু এতে একটা প্রশ্ন ওঠে: ঐ আদর্শ কিভাবে এমন নির্মমভাবে পরাস্ত হল? যেখানে ফাউলার কমিটি প্রস্তাব দিয়েছিল যে সোনা ভারতের মুদ্রা হবে, সেখানে কিভাবে সোনা ভারতের মুদ্রা হল না? অধ্যাপক ফিশার-এর কথায় বলতে গেলে, ভারতের সঞ্চিত অর্থভাণ্ডারে সোনার গতি আইনগত দিক দিয়ে এত বেশি স্বাধীন যা রূপার ক্ষেত্রে বলা যায় না। টাকার গঠনে রূপা'কে প্রবেশ করানো হয় অতি সঙ্কীর্ণ একটা ভালবের ভেতর, যার মাধ্যমে সঞ্চিত মজুদে প্রবেশ করে, কিন্তু কোনও নির্গমন পথ নেই। অপরদিকে, এই এক-ই সঞ্চিত মজুদে সোনার প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে একটি নল-সংযোগের মাধ্যমে যা দিয়ে আগমন ও নির্গমন দুটি-ই হয়। তাহলে কেন সোনা ভারতের মুদ্রার সঞ্চিত মজুদ প্রবাহিত হয় না? এই প্রশ্নের সঠিক অনুধাবন ১৮৯৮ সালে প্রস্তাবিত সুদৃঢ় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত হবে।

যে মুদ্রিত রচনায় প্রশ্নের এই দিকটা নিয়ে আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সোনার ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থায় না প্রবেশ করবার জন্য সাধারণভাবে দু'টো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এদের মধ্যে একটা হল ভারত সচিবের কাউন্সিল বিল বিক্রয়। এটা বলা হয় যে, কাউন্সিল বিল বিক্রয়ের ফল হল, সোনার ভারতে অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়া, মিঃ সুভেদার, যাঁকে ভারতীয় মুদ্রার ব্যাপারে জ্ঞাণী ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকার করা হয়, তিনি স্মিথ কমিটির (প্রশ্ন ৩,৫০২) কাছে সাক্ষ্যদানের সময় মন্তব্য করেন—

'১৯০৫ সাল থেকে, যাঁরা আমাদের মুদ্রা সংক্রান্ত কার্যবিধি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রচেষ্টা করেছেন কিভাবে সোনার ভারতে প্রবেশ ও প্রচলন আটকানো যায়।'

কাউন্সিল বিলের ইতিহাসের সূত্রপাত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে,[১]

---

১. দ্রষ্টব্য: ভারতে প্রদানবিধি সংক্রান্ত ব্যবস্থার ব্যাপারে স্যার হেনরি ওয়াটারফিল্ডের স্মারকলিপি। ফাউলার কমিটির প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট; পৃষ্ঠা: ২৪। এছাড়াও কাউন্সিল বিল বিক্রয় ও তড়িৎ প্রেরিত স্থানান্তরে সংক্রান্ত এফ. ডব্লু. নিউমার্চ-এর স্মারকলিপি, ভারতীয় অর্থ ও মুদ্রা সংক্রান্ত রাজকীয় কমিশনের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট, ১ম খণ্ড, নং ৮; পৃষ্ঠা: ২১৭।

ভারত থেকে রাজস্ব আদায় করা এবং ইংল্যান্ডে প্রদানে বাধ্য থাকা—ভারত সরকারের ওপর এই অদ্ভুত অবস্থায় এক প্রয়োজন চাপানো হয়েছে ভারত থেকে ইংল্যান্ডে অর্থ প্রেরণে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়কাল থেকে প্রেরণ ব্যবস্থার এমন এক কার্যধারা নেওয়া হয়েছে যাতে বাট চালান এড়ানো যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকর্তাদের প্রেরণের তিনটি উপায় খোলা ছিল : (১) ভারত থেকে ইংল্যান্ডে বাট প্রেরণ, (২) ভারত সরকারের ওপর বিলের পরিবর্তে ইংল্যান্ডে অর্থ গ্রহণ করা, এবং (৩) যুক্তরাজ্যে প্রেরিত ক্রয় করা পণ্যের জন্য ভারতে ব্যবসায়ীদের আগাম দেওয়া এবং ইংল্যান্ডে যে কোম্পানির কাছে পণ্য বন্ধকী আছে তার পরিচালক বর্গের কাছে আবার প্রদান করা। এগুলির মধ্যে শেষ দুটি পন্থায় তাঁরা আরও বেশি আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন। ক্রমে পণ্য বন্ধকের মাধ্যমে প্রেরণের প্রথা বাদ দিয়ে দেওয়া হল 'কারণ এর ফলে ধার দেওয়ার এক দোষযুক্ত ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল এবং ব্যবসার সাধারণ প্রক্রিয়া তার ফলে ব্যাহত হয়েছিল।' তিনটি পরিবর্তের মধ্যে ভারতের ওপরে বিল বিক্রয় যোগ্যতম পন্থা হিসাবে বজায় রইল,[১] এবং সপার্ষদ ভারত-সচিব এই ব্যবস্থা চালু রাখলেন—আর সেইজন্যই 'কাউন্সিল বিল' নামকরণ —যখন কোম্পানির থেকে সম্রাট ভারত সরকার অধিগ্রহণ করেছিলেন। ভারত-সচিবের হাতে এই কাউন্সিল বিল-এ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এখন যে বিক্রয় করা হয় সেটা সাপ্তাহিক বিক্রয়,[২] যা পরিচালনা করে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড যে ভারত-সচিবের প্রতিনিধিরূপে প্রতি বুধবার বিজ্ঞাপন দেয়, পরবর্তী বুধবারের মধ্যে জমা দেওয়ার শর্তে বোম্বাই, মাদ্রাজ অথবা কলকাতায় ভারত সরকারের ওপরে চাহিদা মাত্র প্রদেয়-বিলের টেন্ডার আহ্বান করে বিলের টেন্ডারে প্রাপ্ত মূল্যে পেনি'র সর্বনিম্ন যে ভগ্নাংশ তা এখন স্থিরীকৃত হয়েছে পেনির ১/৩২ অংশ।'[৩] কাউন্সিল বিল যে ধরনের হত, এখন আর সেই শ্রেণীর নেই। অপরদিকে, চার ধরনের বিল আছে—(১) সাধারণ বিনিময় পত্র, যা প্রতি বুধবার বিক্রয় হয়, যেটা 'কাউন্সিল'

---

১. চতুর্থ আরেকটি পন্থা ছিল যা হল, ভারত সরকারের ইংল্যান্ডের ওপরে স্টার্লিং বিল ক্রয় এবং আদায়ের জন্য ভারত-সচিবের কাছে প্রেরণ। ১৮৭৭ সালে স্বল্প সময়ের জন্য এই পন্থার প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং পরে বাতিল করে দেওয়া হয়।

২. ২২ শে জানুয়ারি ১৮৬২ থেকে যখন ভারত-সচিবের অধিকার বলে কাউন্সিল বিল বিক্রয় শুরু হয়, তখন বিক্রয় সম্পাদিত হত মাসে। নভেম্বর ১৮৬২ থেকে বিক্রয় শুরু হল পাক্ষিক ভিত্তিতে, এবং অগাস্ট ১৮৭৬ সালে শুরু হল 'সাপ্তাহিক বিক্রয়'।

৩. জানুয়ারি ১৮৬২ থেকে মার্চ ১৮৬২, সর্বনিম্ন ভগ্নাংশ ছিল এক ফার্দিং (সিকি পেনি); ১৮৬২ মার্চে সেটা কমিয়ে করা হল ১/৮ পেনি, জানুয়ারি ১৮৭৫ এ ১/১৬ পেনি এবং ১৮৮২ সালে ১/৩২ পেনি, যে ভগ্নাংশ তখন থেকেই চলছিল।

বলে পরিচিত, (২) তড়িৎ-প্রেরিত-স্থানান্তরণ, যাকে সংক্ষেপে বলা হয়, 'স্থানান্তরণ',[১] (৩) সাধারণ বিনিময় পত্র, যা বুধবার ছাড়া সপ্তাহের যে কোনও দিন বিক্রীত হয়, যাকে বলে দালালি (Intermediates), এবং (৪) তড়িৎ প্রেরিত-স্থানান্তরকরণ পত্র, যা বুধবার বাদে যে কোনও দি· বিক্রীত হয়, যার নাম দেওয়া হচ্ছে 'বিশেষ'। এখন, ভারত-সচিব কিভাবে কাউন্সিল বিলের কর্মপরিচলানা করে যাতে ভারতে সোনার প্রবেশ আটকানো যায়? এটা বলা হয় যে, দাম ও পরিমাপকের আয়তন এমনভাবে ব্যবস্থা করা, যাতে সোনা ভারতে না যায়। এইটি ফাউলার কমিটির প্রতিবেদনকে কতটা বিজিত করেছে সে কথা পর্যালোচনার জন্য, পরপৃষ্ঠায় একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল (সারণি 41 ও 42) ব্যাখ্যা হিসাবে।

এই সারনি দুটি পরীক্ষা করলে তৎক্ষণাৎ দুটি বাস্তব অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যায়,। একটি হল, প্রচুর পরিমান কাউন্সিল বিল যা ভারত-সচিব বিক্রয় করেন। টাঁকশাল বন্ধের আগে কাউন্সিল বিল বিক্রয় অভ্যন্তরীণ আদেশের পরিমাণের কাছাকাছি থাকত এবং প্রকৃত টানা আয়-ব্যয়কের অনুমিত অঙ্কের থেকে গুরুতররূপে বিপথগামী হত না। টাঁকশাল বন্ধের পর থেকে ভারত-সচিবের টাকা তোলা নিয়ন্ত্রিত হত অভ্যন্তরীণ কোষাগারের বিশুদ্ধ প্রয়োজনে নয়। বন্ধের পর থেকে ভারত-সচিবের সচেষ্ট হয়েছেন।[২]—

'(১) ভারত সরকারের কোষাগার থেকে আর্থিক বছরে টাকা তোলার অঙ্ক নির্দেশিত থাকে আয়-ব্যয়কে, যা বছরের উপায়-উপককরণ, কার্যবিধি পরিচালনা করবার জন্য প্রয়োজন।'

'(২) মুদ্রাকরণের উদ্দেশ্যে রূপা ক্রয়ের প্রয়োজনে আরও টাকা তোলা।'

'(৩) অপ্রত্যাশিত সফলকাম মরশুমে যতটা অর্থ সরকার ছেড়ে দিতে পারে, সেই অনুসারে আরও টাকা তুলে ইংল্যান্ডের কাছে ঋণ হ্রাস করা বা ঋণ এড়িয়ে যাওয়া।'

'(৪) অতিরিক্ত বিল বা স্থানান্তরণ বিক্রয় করা ব্যবসার সুবিধার প্রয়োজনে।'

---

১. ১৮৭৬ সালে প্রথম শুরু হয়।

২. দ্রষ্টব্য: চেম্বারলেইন কমিশনের কাছে কাউন্সিল বিল বিক্রয়ের ওপর এফ. ডব্লু. নিউমার্চের স্মারকলিপি; পরিশিষ্ট: খণ্ড ১: নং ৭, পৃষ্ঠা: ২২২।

সারণি LI

১৮৯৩ এর পূর্বে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, কাউন্সিলের মাধ্যমে টাকা তোলা ও সোনার আমদানি

বছর	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (পণ্য ব্যক্তিগত খাতে)	টাঁকশালের নীট আমদানি		কাউন্সিল বিল রচনার পরিমাণ	বাজেট অনুমানের তুলনায় বিল রচনার পার্থক্য বেশী (+)/কম (–)	দেশীয় খরচ	দেশীয় ট্রেজারিতে রোকড় অবশিষ্ট	কাউন্সিল বিলের জন্য সর্বনিম্ন হার
		সোনা	রূপা					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	£	£০০০,০০০	£০০০,০০০	£	£	£	£	শিলিং-পেন্স
১৮৭০-৭১	২০,৮৬৩,০০০	২.১৩	০.৯	—	—	১০,০৩১,২৬১	৩,৩০৫,৯৭২	১ ১০ ১/৪
১৮৭১-৭২	৩১,০৯৪,০০০	৩.৪৩	৬.৩	—	—	৯,৭০৩,২৩৫	২,৮২১,০৯১	১ ১০ ৩/৮
১৮৭২-৭৩	২৩,৩৭৬,০০০	২.৪১	০.৭	১৩,৯৩৯,০৯৫	+ ৯৩৯,০৯৫	১০,২৪৮,৬০৫	২,৯৯৮,৪৪৪	১ ১০ ৩/৮
১৮৭৩-৭৪	২১,১৬০,০০০	১.২৯	২.৩	১৩,২৮৫,৬৭৮	- ২১৪,৩৩২	৯,৩১০,৯২৬	২,৯৯৮,৪৪৪	১ ৯ ১/২
১৮৭৪-৭৫	২০,১৩৭,০০০	১.৭৩	৪.৩	১০,৮৪১,৬১৫	+ ৮৪১,৬১৫	৯,৪৯০,৩৯১	২,৭৯৬,৩৭০	১ ৯ ০/৪
১৮৭৫-৭৬	১৯,২০৪,০০০	১.৪০	১.৪	১২,৩৮৯,৬১৩	-১,৯১০,৩৮৭	৯,১৫৫,০৫০	৯,১৯,৮৯৯	১ ৯
১৮৭৬-৭৭	২৩,৫৭৩,০০০	০.১৮	৬.১	১২,৬৯৫,৮০০	- ৯৬৪,২০০	১৩,৮৫১,২৯৬	২,৭১৩,৯৬৭	১ ৬ ১/২
১৮৭৭-৭৮	২৩,৭৫৮,০০০	০.৪১	১২.৭	১০,১৩৪,৪৫৫	-২,১১৫,৫৪৫	১৪,০৪৮,৩৫০	১,০৭৬,৬৫৭	১ ৮ ১/১৬
১৮৭৮-৭৯	২৩,১৬৭,০০০	০:৭৪	৩.৩	১৩,৯৪৮,৫৬৫	-৩,০৫১,২৯৬	১৩,৮৫১,২৯৬	১,১১৭,৯২৫	১ ৬ ৫/৮
১৮৭৯-৮০	২৬,০৪৬,০০০	১.৪৫	৬.৫	১৫,২৬১,৮১০	+ ২৬১,৮১০	১৪,৫৮৭,৬৬৪	২,২৭০,১০৭	১ ৭
১৮৮০-৮১	২১,৪৬৪,০০০	৩.০৩	৩.২	১৫,২৩৯,৬৮৭	-১,৬৬০,৩২৩	১৪,৪১৮,৯৮৬	৪,১২৭,৭৪৯	১ ৭ ১/২
১৮৮১-৮২	৩২,৮৫৫,০০০	৪.০২	৪.৫	১৮,৪১২,৪২৯	+১,২১২,৪১৯	১৪,৩৯৯,০৮৩	-২,৬২০,৯০৯	১ ৭ ৩/৮

[পরের পৃষ্ঠায়]

[পূর্ব পৃষ্ঠার পর]

সারণি ৫

১৮৯৩ এর পূর্বে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, কাউন্সিলের মাধ্যমে টাকা তোলা ও সোনার আমদানি

বছর	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (পণ্য ব্যক্তিগত খাতে)	টাঁকশালের নীট আমদানি		কাউন্সিল বিল রচনার পরিমাণ	বাজেট অনুমানের তুলনায় বিল রচনার পার্থক্য বেশী (+)/কম (–)	দেশীয় খরচ	দেশীয় ট্রেজারিতে রোকড় অবশিষ্ট	কাউন্সিল বিলের জন্য সর্বনিম্ন হার
		সোনা	রূপা					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	£	£000,000	£000,000	£	£	£	£	শিলিং-পেন্স
১৮৮২-৮৩	৩১,৩৮৯,০০০	৪.০১	৬.১	১৫,১২০,৫২১	-২২১,৪৭৯	১৪,১০১,২৬২	-৩,৪২৯,৮৭৪	১ ৭
১৮৮৩-৮৪	২৩,৬১১,৬০০	৪.৪৪	৫.২	১৭,৫৯৯,৮০৫	+১২৯৯,৮০৫	১৫,০৩০,১৯৫	-৪,১১৩,২২১	১ ৭ ১/৮
১৮৮৪-৮৫	২৩,০৩৪,১০০	৩.৭৬	৫.৮	১৩,৭৫৮-৯০৯	-২,৭৪১,০৯১	১৪,১০০,৯৮২	-২,২৪৯,৩৭৮	১ ৬ ৩/৪
১৮৮৫-৮৬	২১,৩৪৪,২০০	২.১০	৮.৮	১০,২৯২,৬৯১	-৩,৪৮১,০০৮	১৪,০১৪,৭৩৩	-৪,৭২৬,৫৮৫	১ ৫ ৭/৮
১৮৮৬-৮৭	১৯,৮৪৪,৮০০	১.৫৮	৫.২	১২,১৩৬,২৭৯	-১,১৯৫,১২১	১৪,৪০৯,৯৪৯	-৫২৮০,৮২৯	১ ৪ ১/৮
১৮৮৭-৮৮	১৮,৭২৪,৪০০	২.১০	৬.৫	১৫,৩৫৮,৫৭৭	-৮৯১,৪২২	১৫,৩৮৯,০৬৫	৯৫,২৮০,৮২৯	১ ৪ ৩/৮
১৮৮৮-৮৯	২০,২৭১,৯০০	১.৯২	৬.৩	১৪,২৬২,৮৫৯	+২৬২,৮৫৯	১৪,৯৮৩,২২১	-৫,৯০০,৬৯৭	১ ৪ ৫/৭
১৮৮৯-৯০	২৪,৫৫৭,৮০০	৩.১৮	৭.৬	১৫,৪৭৪,৪৯৬	+৭৭৪,৫৯৬	১৪,৮৪৮,৯২৩	-৩,২৫৯,৯৩	১ ৪
১৮৯০-৯১	২০,৭৩৩,৮০০	৪.২৫	১০.৭	১৫,৯৬৯,০৩৪	+৯৮০,০৩৪	১৫,৫৬৮,৮৭৫	৫,৪০২,৮৭০	১ ৪ ১৫/১৬
১৮৯১-৯২	২৭,৬৩২,৪০০	১.৬৮	৬.৩	১৬,০৯৩,৮৫৪	+৯৩,৮৫৪	১৫,৮৭৪,৬০৯	৪,১২২,৬২	১ ৩ ১/৮
১৮৯২-৯৩	২৯,২৮৭,৩০০	১.৭৫	৮.০	১৬,৫৩,২১৫	-৪৬৭,৭৮৫	১৬,৩৩৪,৪১৮	১২,২৬৮,৩৮৮	১ ২ ৭/৮

সারণি LII

১৮৯৩ এর পূর্বে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, কাউন্সিলের মাধ্যমে টাকা তোলা ও সোনার আমদানি

বছর	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (পণ্য ব্যক্তিগত খাতে)	টাঁকশালের নীট আমদানি		কাউন্সিল বিল রচনার পরিমাণ	বাজেট অনুমানের তুলনায় বিল রচনার পার্থক্য বেশী (+)/কম (–)	দেশীয় খরচ	দেশীয় ট্রেজারিতে রোকড় অবশিষ্ট	কাউন্সিল বিলের জন্য সর্বনিম্ন হার
		সোনা	রূপা					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	£	£০০০,০০০	£০০০,০০০	£	£	£	£	শিলিং-পেন্স
১৮৯৩-৯৪	২১,৬৬০,৫০০	-০.৩৯	৮.৩	৯,৫৩০,২৩৫	-৯,১৬৯,৭৬৫	১৫,৮২৬,৮১৫	১,৩০০০,৫৬৪	১ ১.৫০০
১৮৯৪-৯৫	২৫,৭৬৫,০০০	-২.৭০	৩.৪	১৬,৯০৫,১০২	-৯৪,৮৯৮	১৫,৭০৭,৩৬৭	১,৫০৩,১২৪	১ ০.০০০
১৮৯৫-৯৬	২৯,৯৬৩,৮০০	১.৫০	৩.৭	১৭,৬৬৪,৪৯২	+৬৬৪,৪৯২	১৫,৬০৩,৩৭০	৩,৩৯৩,৭৯৮	১ ১.০০০
১৮৯৬-৯৭	২১,৩৩৩,১০০	১.৪০	৩.৫	১৫,৫২৬,৫৪৭	-৯৭৩,৪৫৩	১৫,৭৯৫,৮৩৬	২,৮৩২,৩৫৪	১ ১.৭৮১
১৮৯৭-৯৮	১৮,৮৪৭,০০০	৩.২০	৫.৪	৯,৫০৬,০৭৭	-৩,৪৯৩,৯২৩	১৬,১৯৮,২৬৩	২,৫৩৪,২৪৪	১ ২.২৫০
১৮৯৮-৯৯	২৯,৫৬০,৭০০	৪.৩০	২.৬	১৮,৬৯২,৩৭৭	+২,৬৯২,৩৭৭	১৬,৩০৩,১৯৭	৩,১৪৫,৭৬৮	১ ৩.০৯৪
১৮৯৯-০০	২৫,৫০৯,৬০০	৬.৩০	২.৪	১৯,০৬৭,০২২	+২,০৬৭,০২২	১৬,৩৯২,৮৪৬	৩,৩৩০,৯৪৩	১ ৩.০৯৪
১৯০০-০১	২০,৭২৭,৪০০	০.৫০	৬.৩	১৩,৩০০,২৭৭	-৩,১৩৯,৭২৩	১৭,২০০,৯৫৭	৪,০৯১,৯২৬	১ ৩.৮৭৫
১৯০১-০২	২৮,৬৩০,৬০০	১.৩০	৪.৮	১৮,৫৩৯,০৭১	+২,০৩৯,০৭১	১৭৩৬৮,৬৫৫	৬,৬৯৩,১৩৭	১ ৩.৮৭৫
১৯০২-০৩	৩৩,৩৫২,৬০০	৫.৮০	৪.৬	১৮,৪৯৯,৯৪৬	+১,৯৯৯,৯৪৬	১৮,৩৬১,৯২১	৫,৭৬৭,৭৮৭	১ ৩.৮৭৫
১৯০৩-০৪	৪৫,৪২৪,১০০	৬.৬০	৯.১	২৩,৮৫৯,৩০৩	+৬,৮৫৯,৩০৩	১৮,১৪৬,৪৭৪	৭,২৯৪,৭৮২	১ ৩.৮৭৫
১৯০৪-০৫	৪০,৫৪৮,২০০	৬.৫০	৮.৯	২৪,৪২৫,৫৫৮	+৭,৯২৫,৫৫৮	১৯,৪৬৩,৭৫৭	১০,২৬২,৫৮১	১ ৩.৯৬৯
১৯০৫-০৬	৩৯,০৮৬,৭০০	০.৩০	১০.৫.	৩২,১৬৬,৯৭৩	+১৪,৩৩৩,৯৭৩	১৮,৬১৭,৪৬৫	৮,৪৩৬,৫১৯	১ ৩.৯৩৮

[পরের পৃষ্ঠায়]

[পূর্ব পৃষ্ঠার পর]

সারণি LII

১৮৯৩ এর পূর্বে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, কাউন্সিলের মাধ্যমে টাকা তোলা ও সোনার আমদানি

বছর	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (পণ্য ব্যক্তিগত খাতে)	টাকশালের নীট আমদানি		কাউন্সিল বিল রচনার পরিমাণ	বাজেট অনুমানের তুলনায় বিল রচনার পার্থক্য বেশী (+)/কম (−)	দেশীয় খরচ	দেশীয় ট্রেজারিতে রোকড় অবশিষ্ট	কাউন্সিল বিলের জন্য সর্বনিম্ন হার
		সোনা	রূপা					
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
	£	£০০০,০০০	£০০০,০০০	£	£	£	£	শিলিং-পেন্স
১৯০৬-০৭	৪৫,৫০৬,৬০০	৯.৯০	১৬.০	৩৩,১৫৭,১৯৬	+১৫,৩৫৭,১৯৬	১৯,২০৮,৪০৮	৫,৬০৬,৮১২	১ ৩.৯৬৯
১৯০৭-০৮	৩১,৬৪০,৩০০	১১.৬০	১৩.০	১৬,২৩২,০৬২	-১,৮৬৭,৯৩৪	১৮,৯২৫,১৫৯	৮,৪৫৩,৭১৫	১ ৩.৯০৬
১৯০৮-০৯	২১,১৭৩,৩০০	২.৯০	৮.০	১৩,৯১৫,১৫৯	-৪,৫৮৪,৫৭৪	১৮,৯২৫,১৫৯	৮,৪৫৩,৭১৫	১ ৩.৯০৬
১৯০৯-১০	৪৭,২১৩,০০০	১৪.৫০	৬.৩	২৭,০৯৬,৫৮৬	+১০,৮৯৬,৫৮৬	১৯,১২২,৯১৬	১৫,৮০৯,৬১৮	১ ৩৺৯০৬
১৯১০-১১	৫৩,৬৮৫,৩০০	১৬.০০	৫.৮	২৬,৭৮৩,৩০৩	+১১,২৮৩,৩০৩	১৯,৫৮১,৫৬৩	১৮,১৭৪,৩৪৯	১ ৩৺৯০৬
১৯১১-১২	৫৯,৫১২,৯০০	২৫.১০	৩.৬	২৭,০৫৮,৫৫০	+৯,৯০০,২৫০	১৯,৯৫৭,৬৫৭	১৯,৪৬৩,৭২৩	১ ৩.৯৩৭
১৯১২-১৩	৫৭,০২০,৯০০	২২.৬০	১১.৫	২৫,৭৫৯,৭০৬	+১০,২৫৯,৭০৬	২০,২৭৯,৫৭২	৯,৭৮৯,৬৩৪	১ ৩.৯৬৯
১৯১৩-১৪	৪৩,৭৫৩,৯০০	১৫.৬০	৮.৭	৩১,২০০,৮২৭	+১০,০০০,৮২৭	২০,৩১১,৬৭৩	৩,১৫৭,৭০২	১ ৩.৯৩৭
১৯১৪-১৫	২৯,১০৮,৫০০	৫.১০	৫.৯	৭,৭৪৮,১১১	-১২,২৫১,৮৮৯	২০,২০৮,৫৯৮	৭,৯১৩,২৩৬	১ ৩.৯৩৭
১৯১৫-১৬	৪৪,০২৬,৬০০	-০.৭০	৩.২	২০,৩৫৪.৫১৭	+১৩,৩৫৪,৫১৭	২০,১০৯,০৯৪	১২,৮০৩,০৩৪৮	১ ৩.৯৩৭
১৯১৬-১৭	৬০,৮৪৩,২০০	৮.৮২	১২.৫	৩২,৯৯৮,০৯৫	+২৯,০৯৩,০৯৫	২১,১৪৫,৬২৭	১১,৩৯১,৯৯৩	১ ৪.০৩১
১৯১৭-১৮	৬১,৪২০,০০০	১৬.৮০	১২.৭	৩৪,৮৮০,৬৮২	+৩৪,৮৮০,৬৮২	২৬,০৬৫,০৫৭	১৬,৬২৫,৪১৬	১ ৪.১৫৬
১৯১৮-১৯	৫৬,৫৪০,০০০	-৩.৭০	৪৫.৩	২০,৯৪৬,৩১৪	+২০,৯৪৬,৩১৪	২৩,৬২৯,৪৯৫	১৪,৭১৫,৮২৭	১ ৪.৯০৬

'(৫) স্বর্ণমুদ্রার জন্য প্রদানের প্রয়োজনে ভারতের ওপর তড়িৎবাহ-স্থানান্তরণ প্রচলন করা, যা ভারত-সচিব অস্ট্রেলিয়া বা মিশর থেকে ভারতে স্থানান্তরণের সময়ে ক্রয় করে থাকেন।'

এইরকম টাকা তেলায় হল কাউন্সিলের এক বিশাল ভূমিকা সৃষ্টি হল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তে সমন্বয় সাধনে এবং দেশীয় কোষাগারে উদ্বৃত্ত স্ফীতবৎসল হওয়া এবং লন্ডনে ভারতীয় কোষ বন্ধ হওয়া।

পূর্বের দুটি সারণি পর্যবেক্ষণ করলে দ্বিতীয় যে বিষয় উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে তা হল যে দামে, ভারত-সচিব তা বিক্রয় করেন। টাঁকশাল বন্ধের আগে, কাউন্সিল বিলের মূল্য ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, এবং সেই জন্য তাঁকে সেই মূল্য গ্রহণ করতে হত যা সর্বোচ্চ নিলাম মূল্য পাওয়া যেত সাপ্তাহিক বিক্রয়ের সময়ে। কিন্তু এর প্রতিবাদ করা হল যে, ভারত-সচিবের কোনও কারণ নেই নিলামের সর্বোচ্চ মূল্যদাতাকে টাকা বিক্রয় করার পুরনো ব্যবস্থা চালু রাখা, যেখানে টাঁকশাল বন্ধের জন্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে একমাত্র অধিকার তাঁর আছে। একচেটিয়া অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পর, এটা জোর দিয়ে বলা হল যে, ভারত-সচিবের বিল বিক্রয় করা উচিত হয় নি ১ শিলিং ৪$^{১}/_{২}$ পেন্স অথবা ১ শিলিং ৪ $^{৩}/_{৩২}$ পেন্স-এর কমে, যা প্রতি স্বর্ণমুদ্রা ১৫ টাকা অনুপাতে ভারতের সোনা আমদানির বিন্দু ছিল। কার্যত ভারত-সচিব তাঁর পদাধিকারের সুবিধা দিয়ে সোনা আমদানির বিন্দুর নিচে একটি দরে টেন্ডার গ্রহণ করেছেন, যার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর বিলের ক্ষেত্রে নূন্যতম যে হার তিনি গ্রহণ করেছেন তাতে।

বলা হয় যে, দেশীয় টাঁকশালেরই একমাত্র একান্ত প্রয়োজনের পরিমাণে কাউন্সিল বিলের বিক্রয় হত, এবং সোনা আমদানি বিন্দুর নিচে কোনও মূল্যে বিক্রয় করা হত না, যাতে সোনা আমদানির ঝোঁক হয় ভারতে এবং ভারতীয় মুদ্রা মাধ্যমের অঙ্গ হয়। যা আছে, তাতে ভারত-সচিবের কার্যকারিতার একত্রিত হবার ফল হল ভারতীয় সোনাকে লন্ডনে আবদ্ধ রাখা। লন্ডনে ভারতীয় সোনার ব্যবহার বা অপচয় আমাদের এখানে কিছু আসে যায় না। কিন্তু যাঁদের লন্ডনে ভারতীয় সঞ্চিত মজুদের মন্দ পরিচালনা সংক্রান্তর ভারতীয় অফিসের অপবাদ সমর্থন করার ঝোঁক আছে, এবং সেটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় প্রস্তাব করেছেন তাঁদের মনে করিয় দেওয়া যেতে পারে যে, একদিকে ডাউনিং স্ট্রিটে এর প্রয়োগ না সমালোচনার তুফান না তুলে। এর জন্যে আরও অকপটতার প্রয়োজন, তাঁদের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে যতটা দেখানো হয়েছে তার থেকেও বেশি। এটা মনে হয়

দু'পক্ষই স্বীকার করেছে যে ভারত-সচিবের কার্যকারিতা ভারতে সোনা আমদানিতে সত্যিই বাধা সৃষ্টি করেছে, তবুও পুরোপুরি নয়, তাঁদের বিস্মৃতির পরিমাণ মতো। এখন, যাঁদের মতে ফাউলার কমিটির আদর্শ পরাভূত হয়েছে, তাঁরা নিঃসন্দেহেই সঠিক এই অভিমতে যে ভারত-সচিবের কার্যকারিতার পরিসর হ্রাস করলে ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতে সোনার আমদানি হবে। আমদানিকৃত সেনা ভারতের মুদ্রাব্যবস্থায় অঙ্গ হবে। এই অনুমানের যৌক্তিকতা কোথায়? এই অনুমান করা হয়, যে ভারত-সচিবের আর্থিক আদান-প্রদান প্রথা বিলুপ্ত করলেই আমদানিকৃত সোনা ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার অঙ্গ হবে। এই অনুমান পুরোপুরি আমদানিকৃত সোনা স্রোতে প্রবেশ করবে কি না, সেটা নির্ভর করে পুরোপুরি অন্য অবস্থায় ওপর।

ফাউলার কমিটির আদর্শ অসফল হওয়ার আরেকটি যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তা হল সোনার অবাধ মুদ্রাকরণের জন্য টাঁকশালের অভাব। সোনার অবাধ মুদ্রাকরণের জন্য টাঁকশাল খুলে দেওয়াকে ফাউলার কমিটির সবচেয়ে জরুরি সুপারিশ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্যই এতটা যে আদর্শ হতাশের কারণ হিসাবে দর্শানো হয়েছে এই যে সরকার এই সুপারিশ কার্যকরী করা থেকে বিরত থেকেছে। কোষাগারের বর্বর মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব পরিত্যাগ করবার যে মত দিয়েছিল ১৯৮০ সালে, তার প্রতি স্বর্ণমুদ্রার সমর্থকেরা তখন থেকেই বিরক্তি প্রকাশ করে আসছিল, ১৯১১ সালে সুপ্রীম বিধান মণ্ডলে স্যার ভি. থ্যাকারসে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেন সরকারকে একটি স্বর্ণ-টাঁকশাল খোলার বাঞ্ছনীয়তা বিষয়ে অনুরোধ করে, যেখানে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার মুদ্রাকরণ করতে হবে, যদি না এছাড়াও অন্য স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। বিধান মণ্ডলের সম্মিলিত সুরে মতানুবর্তী হয়ে, ভারত সরকার আবার ভারত-সচিবকে বললেন কোষাগারের অনুমোদনের জন্য সচেষ্ট হতে।[১] এবার কোষাগার ভারত-সচিবকে[২] দু'টি বৈকল্পিক উপহার দিলেন: (১) রাজকীয় টাঁকশাল বোম্বাইতে একটি শাখা স্থাপন করে সোনার মুদ্রাকরণের মাধ্যমে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের জন্য যা পুরোপুরি তার নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে; অথবা (২) বোম্বাইয়ের টাঁকশালের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাকে দিয়ে দেওয়া হোক। দু'টি বৈকল্পিকের একটিও ভারত সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না; এবং ভারত-সচিব ভারতীয় ভাবাবেগের প্রতি সুবিধা প্রদানের জন্য ভারতীয় টাঁকশালে দশ টাকার স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতে অনুমোদন দিলেন। ভারত সরকার এই প্রস্তাব কোষাগারের প্রস্তাবের চেয়ে শ্রেয় মনে করল, কিন্তু এই ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, একে কার্যকর করার বিষয়টি চেম্বারলেইন কমিশনে করল, নতুন করে পর্যালোচনা হোক।

১. দ্রষ্টব্য: তদেব, কমন্স পেপার ৪৯৫, ১৯১৩ সাল, পৃষ্ঠা: ৫৭।

২. তদেব, পৃষ্ঠা: ৬৪।

কমিশন সোনার টাঁকশাল সুপারিশ করে নি,[১] কিন্তু এর স্থাপনের পেছনে আপত্তিজনক কিছু পায় নি এই শর্তে যে, প্রচলিত মুদ্রা ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা এবং যদি সরকার মুদ্রাকরণের খরচার বিষয়ে কিছু মনে না করে।[২] প্রস্তাবটি ১৯০০ সালে যে অবস্থায় ছিল, কমিশনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তার থেকে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি, যতক্ষণ না যুদ্ধ সরকারকে বাধ্য করেছে বোম্বাইতে টাঁকশাল খুলে সোনার মুদ্রাকরণ করতে, রাজকীয় টাঁকশালের শাখা হিসেবে। কিন্তু ১৯১৯ সালে আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পুনর্বার খোলার সুপারিশ করেছিল ১৯১৯ সালের মুদ্রা কমিটি।[৩] এবং এতটা উৎসাহের সাথে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল যে সুপ্রিম কাউন্সিলের এক মাননীয় সদস্য এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সরকারকে প্রলুব্ধ করতে, যাতে এর পেছনে খরচ বহন করবার জন্য "টাঁকশাল" খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব সুপারিশ করে। সরকার অবশ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, যার ফলে ভারত একটি একক প্রদর্শনযোগ্য দেশ হিসেবে পরিগণিত হল, যেখানে একটি সোনার টাঁকশাল রয়েছে যেখানে সোনা বৈধ মুদ্রা নয়, যেমনটি হয়েছিল ১৮৩৫-৯৩ সময়কাল, ঠিক তেমন-ই হয়েছিল ১৮৯৩ সাল থেকে, যখন কোনও সোনার টাঁকশাল নেই, সোনা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও। 'ফাউলার কমিটি'র আদর্শ সাধনে একটি খোলা টাঁকশাল কতটা কার্যকরী হতে পারে, আন্দাজ করা শক্ত। চেম্বারলেইন কমিশনের সামনে একজন সাক্ষীর (মিঃ ওয়েব) সাক্ষ্যপ্রদানের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে, যে সাক্ষীর থেকে সোনার টাঁকশাল খোলার বড় সমর্থক কেউ ছিল না, আমাদের বুঝতে সুবিধে হয় যে একটি সোনার টাঁকশাল থেকে আমরা কি আশা করতে পারি।

'সোনার টাঁকশাল থেকে প্রধান সুবিধা আমরা যেটা আশা করতে পারি, সেটা কি এই যে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাবে? কথাটা অনেক প্রবণতার একটি।'

'অন্য আরও কিছু সুবিধা আছে কি? সুবিধা এই যে, দেশের মুদ্রা সংক্রান্ত পদ্ধতিতে আমার মতে একটি জরুরি অংশের সংযুক্তি হবে, যেটা হল একটা টাঁকশাল থাকা উচিত যেখানে জনতার ধাতুর মুদ্রাকরণ করা যাবে।'

---

১. প্রতিবেদন, ধারা ৬৯-৭১।

২. কমিশন সুপারিশ করেছিল যে, যদি ভারতে সোনার টাঁকশাল স্থাপিত না হয়, সরকারের উচিত হবে ১৯০৬ সালে তুলে নেওয়া নির্দেশনামা পুনর্নবীকরণ করা, যায় বলে গ্রহণযোগ্য শর্তে পরিশুদ্ধ সোনা পাওয়া যাবে। প্রতিবেদন, ধারা ৭২।

৩. প্রতিবেদন, অনুচ্ছেদ ৬৭।

‘এটা কেন জরুরি তার কারণ আমি নির্দিষ্টভাবে বলতে চাইছি। আমার এই চিন্তা কি সঠিক যে, একটি উপযুক্ত মুদ্রা-ব্যবস্থায় মুদ্রা থাকা উচিত বলে আপনারা মনে করেন?—হ্যাঁ।’

‘এবং সোনার টাঁকশাল কি স্বর্ণমুদ্রার ক্ষেত্রে জরুরি? হ্যাঁ, ভারতের নিজস্ব অঞ্চলে। ....এর ফলে কর্মপন্থা হিসাবে ভারত-সচিবের বিদেশি মুদ্রা পরিচালনার কোনও প্রয়োজন থাকবে না, যার জন্য সব সময় একটা টাঁকশাল থাকবে যেখানে জনতা সোনাকে বৈধ মুদ্রায় পরিবর্তন করতে পারবে যদি ভারত-সচিবের কোনও কাজ জনতা অনুমোদন না করে। এটি একটি রক্ষাকবচ, বলতে গেলে, অতিরিক্ত রক্ষাকবচ, যাতে ভারতবাসী তৎক্ষণাৎ তাদের নিজস্ব মুদ্রা পেতে পারে ধাতুর পরিবর্তে।’

এখানেও আবার, এই অনুমান যে সোনার টাঁকশাল হল আগামী দিনে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলনের প্রত্যাভূতি, সেটা পূর্বতন অনুমানের মতোই অকারণ, যেখানে অনুমান মতোই অকারণ, দেওয়া হয়, ওটা এই খাতে হবে যে মুদ্রার অংশবিশেষ সেটা হবে। অপরদিকে এমন কিছু ঘটনা আছে, যেখানে টাঁকশাল খোলা থাকা সত্ত্বেও না ছিল সোনার মুদ্রান্তরকরণ না ছিল স্বর্ণমুদ্রা। লন্ডনে রাজকীয় টাঁকশালের মুদ্রাকরণের ইতিহাস থেকে নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। ১৭৯৭-১৮২১, ব্যাঙ্কের সাময়িক খারিজকালে স্বর্ণমুদ্রার বিস্তৃতি, অথবা ১৯১৪-১৮ সময়কালে শেষ যুদ্ধের সময় বিস্তৃতি, এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে শিক্ষাপ্রদ। দুটি ক্ষেত্রেই টাঁকশাল খোলা ছিল, কিন্তু সোনার কতটা মুদ্রান্তরকরণ হয়েছিল? সাময়িক খারিজকালের সম্পূর্ণ সময়ে সোনার মুদ্রান্তরকরণ হয়েছিল নামেমাত্র, এবং ১৮০৭, ১৮১২ এবং ১৮১৪-১৬ এই সময়কালে রাজকীয় টাঁকশালে সোনার একেবারেই মুদ্রান্তরকরণ হয় নি।[১] আবার, শেষ যুদ্ধের সময়কালে সোনার মুদ্রান্তরকরণ ১৯১৫ সাল থেকে কমতে শুরু করল, ও ১৯১৭ থেকে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।[২] এইসব দৃষ্টান্ত চূড়ান্তভাবে এটাই দেখায় যে, যদিও টাঁকশাল একটি প্রয়োজনীয় সংস্থা, তবু টাঁকশালের কোনও জাদু নেই যাতে সোনা আকর্ষণ করতে পারে। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত যার আগে উদ্ধৃতি দেওয়া হল, নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত করে যে, সোনার প্রচলন যে কারণ দ্বারা পরিচালিত হয় সেসব অবাধ মুদ্রান্তরকরণের জন্য খোলা টাঁকশালের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতার থেকে একেবারে আলাদা।

---

১. দ্রষ্টব্য : জি.আর.পোর্টার, ‘প্রোগ্রেস অব্ দি নেশন’, (সম্পাদনা : হার্স্ট); পৃষ্ঠা: ৫৬৮।

২. দ্রষ্টব্য : রাজকীয় টাঁকশালের উপ-প্রধানের প্রতিবেদন, ১৯২১।

এটা অর্থনীতি বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত যে যখন দুই ধরণের মাধ্যমকে মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োগ করা হয়, তখন খারাপ মাধ্যমটি ভাল মাধ্যমকে প্রচলন থেকে বের করে দেয়। ভারতের অবস্থায় এই তত্ত্ব আরোপ করে, এই ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, যতক্ষণ টাকার অসীমিত প্রচলন থাকবে, ততক্ষণ ভারতে সোনার প্রচলন হতে পারে না। যাঁরা স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের জন্য বরাবর জোরাজুরি করেছে, তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পুরোপুরি খেয়াল করেন নি, যার জন্য টাকার এই অসীমিত প্রচলনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ পর্যন্ত করেননি। মি: ওয়েব, ভারতীয় দফতরে দুর্নীতির তীব্রতম প্রতিপক্ষ এবং ওই দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে গোঁড়া সমর্থক যে, ভারত-সচিবের টাকা তোলা যদি সঙ্কুচিত করা যায়, একমাত্র তা হলেই সোনার প্রবাহ হতে পারে এবং ভারতে মুদ্রাব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠতে পারে। তিনি চেম্বারলেইন কমিশনের কাছে এই সুপারিশ করেন যে,

'কাউন্সিল ড্রাফটের বিক্রয় কঠোরভাবে সীমিত করতে হবে অভ্যন্তরীণ খরচে প্রয়োজনের মধ্যে, এবং কোনও অবস্থাতেই সংরক্ষণ করা হবে না ১ শিলিং ৪১/৮ পেন্স থেকে ১ শিলিং ৪৩/৩২ পেন্সের কমে, অর্থাৎ ভারতে সোনা আমদানির মাত্রার সমতুল্য রাখতে হবে। লন্ডনে অভ্যন্তরীণ খরচের জন্য অর্থ পাওয়ার পর, *কাউন্সিল ড্রাফটের আর কোনও বিক্রয় করতে দেওয়া উচিত নয়, শুধুমাত্র এর ব্যতিক্রম হতে পারে জরুরি কারণে জনগণকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়ে ধাতু ক্রয়ের জন্য করা যেতে পারে আরও প্রতীকী মুদ্রাকরণের প্রয়োজনে।*[১] কাউন্সিল ড্রাফটের এই বিশেষ বিক্রয়ও সোনা আমদানির মাত্রার নিচে কোনও মতেই করা উচিত নয়।'

আবার, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ভারতে স্বর্ণ-মুদ্রাকরণের জন্য টাঁকশাল খোলার প্রস্তাব পেশের সময়, ২২ মার্চ ১৯১২ সালে স্যার ভি. থ্যাকারসে তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন—

'একটা বিষয়ে আমার নিজের পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। আমি ওটা সুপারিশ করি না যে, সরকারের উচিত টাকার মুদ্রাকরণের অধিকার ছেড়ে দেওয়া অথবা জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে টাকা দিতে অস্বীকার করা। আমি এই প্রস্তাবও দিচ্ছি না যে, স্বর্ণমান সঞ্চিত মজুদে হাত দেওয়া উচিত, যেটা আমাদের মুদ্রাব্যবস্থার কার্যধারায় চরমতম প্রত্যাভূতির মতোই থাকা উচিত। আমার প্রস্তাব বর্তমান ব্যবস্থায় কোনরকম ভাবে হস্তক্ষেপ করছে না; এটা শুধুমাত্র এই কার্যধারার পরিপূরক। ভারত সরকার তার ক্ষমতার সর্বোত্তম সীমা পর্যন্ত সোনা জড়ো করুক, কিন্তু যে অতিরিক্ত

---

১. বাঁকা হরফ মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই। —সম্পাদক (ইং সংস্করণ)

সোনা ব্যবহার করতে পারবে না, সেটা মুদ্রাকরণ করে প্রচলন করা হোক, যদি জনগণ সেটা মনে করে। আমাদের বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য ও অনুকূল বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত থাকায়, সোনা স্বাভাবিক সময়েই আমদানি করা হবে, *এবং যদি টাঁকশালের ব্যবস্থা ভারতে করা হয়, তাহলে সেটা প্রচলনে যাবে।*'[১]

এগুলি নিশ্চিতভাবেই স্বর্ণমুদ্রাকে উৎসাহিত করার উপায় নয়। অবশ্যই, এগুলি এর বিপরীত। যতক্ষণ টাকার মুদ্রাকরণ চলছে, সোনা মুদ্রা ব্যবস্থায় আসতে পারে না। অবশ্যই, একদিকে ভারত-সচিবের বিশাল অঙ্ক তুলে নেওয়া এবং তার ফলে ভারতীয় তহবিল লন্ডনে প্রেরণ ও ভারত-সচিবের দ্বারা তার মন্দ পরিচালনের ব্যাপারে চেঁচামেচি করা, আবার অন্যদিকে তাকে টাকার অতিরিক্ত প্রতীকী মুদ্রাকরণে অনুমতি দেওয়া, মুদ্রার মৌলিক তত্ত্বের ব্যাপারে তাদের শোচনীয় অজ্ঞতার পরিচয় শুধুমাত্র নয়, এটা এরও নিদর্শন যে, পুরো বিশৃঙ্খলার সঠিক সূত্র সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে নি। এটা সত্যি যে, ভারত সরকার ভারত-সচিবের কোনও একটা কার্যধারায় বেঁধে দিতে পারে না,[২] এবং ভারত-সচিবের প্রায়ই বার্ষিক আয়-ব্যয়কের ধারাগুলি বাতিল করে দেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, কিভাবে সে ১৮৯৩ সালের পর আগের তুলনায় এত বেশি টাকা তুলতে পারে? এটা অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, সেই তহবিল নিয়ে ভারত-সচিব লন্ডনে যা কিছুই করুক না কেন, তাঁকে ১৮৯৩ সালের আগে কম টাকা তোলা হয়েছিল, কারণ তাঁর প্রদানের উপায় ছিল কম। ১৮৯৩ সালের পর বেশি টাকা তুলেছিল, কারণ প্রদানের উপায় ছিল আরও বেশি। এবং কেন তাঁর প্রদানের উপায় বেশি ছিল? সহজভাবে বলতে গেলে, তিনি টাকার মুদ্রাকরণ করতে পেরেছিলেন। অবশ্যই, টাকা তোলার অঙ্ক সীমাবদ্ধ এর চাহিদার এবং টাকার মুদ্রাকরণের ক্ষমতার ওপর। সেই জন্যই, ভারত-সচিবকে ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করাবার জন্য দোষারোপ করা এবং এক-ই সাথে টাকা মুদ্রাকরণে অনুমতি দেওয়া যার ফলে সে এই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারছে, বোকামির পর্যায়ে পড়ে। যদি স্বর্ণমুদ্রা প্রয়োজন হয় এবং এর প্রয়োজন হয় টাকা মন্দ মূল্যমান বলে, তা হলে যেটা প্রয়োজন, তা হল ভারত-সচিবের টাকা তুলে নেওয়ার সীমা টেনে দেওয়া নয়, বা সোনার টাঁকশাল খোলা নয়, শুধু একটি ছোট আইনবলে সোনার

---

১. এস. এল. সি. পি; খণ্ড L, পৃষ্ঠা : ৬৩৭-৩০। বাঁকা হরফ মূল পাণ্ডুলিপিতে নেই। —সম্পাদক (ইং সংস্করণ)

২. ভারত-সচিবের আইনগত অবস্থান ও ভারত সরকারের পাশ করা আইনের ধারায় তাঁর কার্যধারা কতটা নিয়ন্ত্রিত করা যায়, এ ব্যাপারে স্যার জেম্স্ ওয়েস্টল্যান্ড, ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা (সংশোধনী) বিধেয়কের ওপর বক্তৃতার খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করেন, ফলে পরবর্তীকালে ১৮৯৮ সালের আইন II-তে পরিণত হয়। আইনের বিচিত্র শব্দগুলিও তুলনা করতে হবে।

মুদ্রাকরণ বন্ধ করে দেওয়া। টাকার সঙ্গে এক উপযুক্ত হারে বৈধ মুদ্রা করলেই একমাত্র ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে উঠবে।

টাকার মুদ্রাকরণ বন্ধ করা যে যথেষ্ট প্রতিকার, তার প্রচুর সমর্থন মেলে ১৮৯৮-১৯০২ সালের ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসের অধুনা বিস্মৃত একটি ঘটনায়। সোনা বৈধ অর্থ ঘোষণা করার দেড়-বছরের স্বল্প-সময়ে, সোনার টাকশাল না থাকা সত্ত্বেও, মাননীয় সি.ই.ডকিন্স তাঁর মার্চ, ১৯০১ সালের বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন:

'ভারত অবশেষে তার মুদ্রার বিবর্তন কাল থেকে নির্গত হয়েছে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছে যার জন্য বহু বছর ধরে চেষ্টা করেছে, স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রা পরিস্থাপন করেছে, এবং সেই বাস্তবসম্মত বিনিময় স্থায়িত্ব অর্জন করেছে যার ফলে ব্যক্তিগত এবং সরকারি অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে একই রকম স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে।'[১]

সোনার অতিরিক্ত সরবরাহ এতটাই বেশি ছিল যে, মি: ডকিন্স আরও উল্লেখ করেন যে,[২]

'আমরা সোনা দিয়ে প্রায় ঢেকে গিয়েছি।'

সে সময় মুদ্রাব্যবস্থার অবস্থায় রূপান্তর হয়, সেটা তদানীন্তন বড়লাট, লর্ড কার্জন নিম্নবর্ণিত কথায় প্রকাশ করেছেন[৩] :—

'মি: ডকিন্স সার্থকভাবে নতুন যুগের সূচনা করেছেন, যার ফলে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা ভারতে বৈধ মুদ্রায় পরিগণিত হয়েছে এবং বিনিময় স্থায়িত্ব সেই রূপ নিয়েছে যা আমরা আশা করতে পারি একটা একঘেঁয়ে অবস্থার মতো। এই বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছে অমঙ্গলের বার্তাবহ ভবিষ্যৎ বক্তাদের সাবধানবাণী অবজ্ঞা করে যে আমরা সোনা ভারতে আনতে পারব না, যে আমরা এখানে পেলেও আমাদের হাতে রাখতে পারব না, এবং এটা আমাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এত তাড়াতাড়ি গলে যাবে যে, প্রয়োজনীয় যোগানও আমাদের বজায় রাখতে হবে ধার করে বাস্তবিক, আমরা প্রায় পৌরাণিক রাজাদের মতো অবস্থায় আছি, যিনি প্রার্থনা করেছিল যে যা তিনি ছুঁতেন, তা যদি সোনা হয়ে যায়, এবং এক দুঃখজনক বিস্ময় দেখা গেল যে, তাঁর খাবারও সেই এক-ই অপাচ্য ধাতুতে পরিবর্তিত হয়েছে। বাস্তবিক এত সোনা আমরা পেয়েছি যে, আমরা এখন টাকার পরিবর্তে সোনা দিচ্ছি ও

১. অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি, ১৯০০-১; পৃষ্ঠা : ১৪।

২. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৯।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা : ১৬৭।

সোনার পরিবর্তে টাকা, অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীলতার উপভোগের মধ্যে রয়েছি—এমন-ই অবস্থা যা এক বছর আগেও বিশেষজ্ঞরা অসম্ভব বলে বিদ্রূপ করতেন।'

উদাহরণস্বরূপ, ১৯০০-১ সময়কালের অবস্থার সাথে ১৯১০-১১ সময়কালের অবস্থার তুলনা করা যাক। সেই বছরে মুদ্রা সংক্রান্ত অবস্থার কথা বলতে গিয়ে, মাননীয় স্যার জেমস্ (অধুনা লর্ড) মেস্টন বলেন,[১]

'মুদ্রা সংক্রান্ত নীতির অনেক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমরা অতিক্রম করেছি, এবং কম ভুল ছিল না এসবের মধ্যে; কিন্তু আমাদের কাজের মূল রেখা এবং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার ও নির্ভুল, এবং আমাদের অভীষ্ট আদর্শের পথে অগ্রগতির সামঞ্জস্য রক্ষায় কোনও বড় বা মৌলিক ত্যাগ করতে হয় নি। ফাউলার কমিটির থেকে এই অগ্রগতি ছিল বাস্তব ও একটানা। আদর্শে পৌঁছুতে হলে এখনও একটা সামনের দিকে বিরাট পদক্ষেপ প্রয়োজন। আমরা ভারতের সঙ্গে পৃথিবীর স্বর্ণমান দেশের যোগসূত্র স্থাপন করেছি; আমরা স্বর্ণ-বিনিময় মানে উপনীত হয়েছি যা দৃঢ়ভাবে বিকাশ লাভ করছে ও উন্নত হচ্ছে। পরবর্তী ও শেষ পদক্ষেপ হল সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রা। আমার বিশ্বাস, সময়ে সেটা আসবে.......।'

বক্তার অপরাধ ক্ষালণকারী বক্তব্য সাময়িক সরিয়ে রাখলে, এই বাস্তব সত্যই বজায় থাকে যে ১৯০০ সালে ভারতে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। কিন্তু ১৯১০ সালের শেষে অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর প্রচলন বন্ধ হয়ে গেছে। কি কারণে এই পার্থক্য হয়েছে? আর কিছু নয়, শুধুমাত্র এই যে ১৮৯৩-১৯০০ এই সময়কালে টাকার কোনও মুদ্রাকরণ হয় নি, কিন্তু ১৯০০-১৯১০ সময়কালে টাকার মুদ্রাকরণ হয়েছে প্রচুর। প্রথম সময়কালে টাকার মুদ্রাকরণের প্রলোভন সত্যিই বিরাট ছিল। বিনিময় খুব একটা স্থায়ী ছিল না, এবং 'অভ্যন্তরীণ খরচ' মেটাবার জন্য বেশি সংখ্যক টাকার তখনও সন্ধানে ছিল সরকার। সুপ্রিম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এক সম্মানীয় সদস্য [২] যথার্থই প্রশ্ন করেছিলেন—

১. অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি; ১৯১০-১১। পৃষ্ঠা : ৩৪৮।

২. ইনি আর কেউ নন, বোম্বাইয়ের সুপরিচিত ধনী ব্যক্তি, মাননীয় ফজুলভাই বিশ্রাম। দ্রষ্টব্য; তাঁর বক্তৃতা, অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি; ১৮৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা : ৯৬।

'নিজস্ব খাতে টাঁকশাল চালানোর ব্যাপারে সরকারের কি কোনও আপত্তি আছে? রূপার নিম্নমূল্য ধরলে এবং সোনা ও রূপার জট এবং তাদের টাকার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে জেনে, সরকার নিজেই কি টাকা প্রস্তুত করবে না, যার ফলে যথেষ্ট মুনাফার মাধ্যমে অন্তত বর্তমান ঘাটতির উল্লেখযোগ্য একটা অংশ মেটানো যায়? আমার মনে হয়, এটা রাজস্বের একটা বৈধ উৎস ও আমাদের অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার মসৃণ করতে বাস্তবরূপে সক্ষম।'

ভারতের তদানীন্তন অর্থবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত স্যার জেম্‌স্‌ ওয়েস্টল্যান্ড কিন্তু উত্তরে বললেন [১]:—

'আপনাদের সম্মানীয় কাউন্সিলের এবং বাণিজ্যিক সদস্যের পেশ করা প্রস্তাবে যে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছি তা স্বীকার করছি, যে প্রস্তাবে তিনি বলেছেন যে বর্তমানে নিম্নমূল্যে আমাদের রুপা কিনে মুদ্রন্তরকরণের মাধ্যমে টাকার বর্ধিত মূল্যে প্রচলন করা উচিত।......আমি অবশ্যই এই প্রলোভনে পড়তে অস্বীকার করব।'

আবার, ১৮৯৮ সালে যখন মি: লিন্ডসের কিছু সমর্থক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে আর্থিক চাপ মুক্ত হওয়ার জন্য সরকারের উচিত টাকার মুদ্রাকরণ করা, তখন স্যার জেম্‌স্‌ ওয়েস্টল্যান্ড এই অভিমত প্রকাশ করেন যে [২] —

'......আমাদের মতে, রৌপ্যমান এখন একটি অতীতের প্রশ্ন। এটি এখন পুনঃস্থাপন অযোগ্য নিদর্শন (Vestigia nulla restorsum)। আমাদের কাছে এখন একটাই প্রশ্ন যে কত ভালোভাবে স্বর্ণমান অর্জন করা যায়। আমরা উন্মুক্ত টাঁকশালের অবস্থায় ফিরে যেতে পারি না। সেই অবস্থায় ফিরে যাবার শুধুমাত্র দু'টি পথ আছে। আমরা সাধারণভাবে জনগণের জন্য টাঁকশাল খুলে দিতে পারি, অথবা নিজেদের মুদ্রান্তরকরণের জন্য খুলে দিতে পারি। এই দু'টো পন্থার যে কোনও একটিতেই টাকার মূল্য হ্রাস পাবে এমন একটা মাত্রায় যা রুপার দামের কাছাকাছি। ঘটনা যদি এই হয় যে জনসাধারণের জন্য টাঁকশাল খুলতে হবে, তা হলে টাকার অবনমন হবে দ্রুত। ঘটনা যদি হয় যে টাঁকশাল খুলতে হবে সরকারের মুদ্রাকরণের জন্য, তা হলে টাকার অবনমন হবে ধীরে, কিন্তু অবশ্যম্ভাবিতা কোনও ভাবেই কম হবে না।'

---

১. অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি, ১৮৯৪-৯৫; পৃষ্ঠা : ১২৩।

২. তদেব, ১৮৯৮-৯৯; পৃষ্ঠা : ১৬৯।

মাননীয় সি.ই.ডকিন্সও সরকারে টাকার মুদ্রান্তরকরণের পরিকল্পনার বিষয়ে তাঁর প্রকাশ্য নিন্দায় সমানভাবে জোরালো ছিলেন। সরকার যখন প্রস্তাব নীরবে মেনে নিতে প্রলোভিত হয়েছিলেন মুদ্রান্তরকরণে মুনাফার সম্ভাবনা তুলে ধরে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন [১] :—

'আমার মনে হয়,.......আমার মাননীয় বন্ধুকে অনুরোধ করা উচিত হবে যে, রূপায় মুনাফার ব্যাপারটা এতটা দৃষ্টি-আকর্ষণযোগ্যভাবে, এমনকি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ সরকারের চোখের সামনে টোপের মত না দোলতে। একবার যদি এই মুনাফাকে আপনাদের কাজের নির্ণায়ক করে ফেলেন, তা হলে স্থায়িত্বকে বিদায় জানিয়ে দিন।'

টাকার মুদ্রান্তরকরণে না যাবার জন্য সরকারের দৃঢ়তার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় কারণ অনুসন্ধান করে যে, সরকার কখনও অনির্দিষ্ট অঙ্কের ও নির্ধারিত হারে কাউন্সিল বিল বিক্রয় করে নি। চেম্বারলেইন কমিশন যুক্তিগ্রাহ্যভাবে বক্তব্য পেশ করেছিল যে সরকার কখনও এর দায়িত্ব নিতে পারে না, কারণ সে কখনও নির্ধারিত হার সমর্থন করতে পারে না, এবং তাকে এমন কি সমহারের থেকেও কম হারে বিক্রয় করতে হতে পারে। এই বক্তব্য সত্য যতদূর পর্যন্ত সেটা এই দুর্বল অবস্থার স্বীকারোক্তি যা অতিরিক্ত টাকার মুদ্রান্তরকরণে প্রশ্রয় দেওয়ার সরকারের ভুলের জন্য। কিন্তু ১৯০০ সালে প্রথম যখন দায়িত্ব নিতে বলা হয়, সে সময় সরকার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল, অবশ্যই তা এটা নয়। সরকার খুব সঠিক ভাবেই জানতো যে, অনির্দিষ্ট ভাবে বিল বিক্রয়ের অর্থ হল অনির্দিষ্টভাবে টাকার মুদ্রাকরণ চালিয়ে যাওয়া। তারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করল কারণ তারা টাকার মুদ্রাকরণ করতে চায় নি। এটাই যে মূল কারণ, সেটা সরলভাবে বুঝিয়েছিলেন মাননীয় মি: ডকিন্স[২]। তিনি এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তাদের, যারা সরকারকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেছিলেন, এই কথা উল্লেখ করে যে—

'সরকারের রৌপ্যমুদ্রার সঞ্চিত মজুত ফলস্বরূপ দ্রুতগতিতে এমন এক বিন্দুর কাছাকাছি এল যে, যেখানে অনির্দিষ্ট প্রত্যার্পণ মেটানো (অর্থাৎ কাউন্সিল বিলের) চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং, ভারত-সচিব চাহিদা সীমাবদ্ধ করতে মনস্থ করল ক্রমান্বয়ে হার বৃদ্ধি করে, যার ফলে সবচেয়ে জরুরি চাহিদা মেটানো হল তুলনামূলক ভাবে কম জরুরি চাহিদা নির্মূল করে, এবং সতর্কীকরণ করা হল

১. তদেব, ১৯০০-১; পৃষ্ঠা : ১৬৩।

২. দ্রষ্টব্য, তাঁর বাজেট বক্তৃতা, অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি; ১৯০০-১; পৃষ্ঠা : ২৭।

যাদের চাহিদা অতটা জরুরি ছিল না ভারতে সোনা রপ্তানি করতে। অন্য কোনও পন্থা বাস্তব সম্মত ছিল না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য ১ শিলিং ৪৫/৩২ পেন্স দরে কল খুলে রাখায় ভারত-সচিবের দায়ের ওপর জোর দেওয়া হল। কিন্তু আমি কোনও ইতিবাচক দায়ের অস্তিত্ব আছে দেখতে পাচ্ছি না এবং আমি বিস্মিত হই এই ভেবে যে, যাঁরা এর অস্তিত্বের কথা জোর দিয়ে বলেন, তাঁরা এটার সমর্থন করতেন কিনা যে, আমাদের মুদ্রার দৃঢ়তা (যে অবস্থাতায় খুব ভালভাবে অনুধাবন ও লক্ষ্য করতে পারে) তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হত কিনা টাকায় সঞ্চিত মজুদ বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে?' (এবং যেটা আরও টাকার মুদ্রাকরণ ছাড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা যায় না।)

একদম সঠিক সময়ে, যখন স্বর্ণমুদ্রা সহ স্বর্ণমানের আদর্শ বাস্তবায়িত হয়ে যাচ্ছে, তখন এলেন স্যার এডওয়ার্ড ল তিনি ভারতের অর্থমন্ত্রী হয়ে এই নতুন মুদ্রাব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিকাঠামো টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন নিরুত্তাপ দস্যুবৃত্তিতে, সেটা যতটা নির্বুদ্ধিতা ছিল ততটাই ছিল স্বেচ্ছামূলক। তার ২৮শে জুন, ১৯০০ সালের কার্যবৃত্ত ঘটনায় স্রোত [১] সম্পূর্ণ বদলে ছিল। সেই কার্যবিবরণীতে আছে নিম্নলিখিত জরুরি অনুচ্ছেদ;—

'১৫। এই সব বিবেচনার ফলে, আমার মতে, এটা স্বীকার করা উচিত যে, মুদ্রার সঞ্চিত মজুদে যতটা পরিমাণ সোনা নিরাপদে ধরে রাখা যায়, সেটা বর্তমানে এক-ই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, যে নিয়মে সেই পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয় যে অনুপাতে সেই পরিমাণে সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ নিরাপদে বৃদ্ধি করা যায়। নোট প্রচলনে বৃদ্ধি অথবা বর্তমান অবস্থার অন্য কোনও পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, আমার অভিমত এই যে, মুদ্রার সঞ্চিত মজুদে অধিকতম ৭,০০০,০০০ পাউন্ড স্টার্লিং পর্যন্ত সোনা নিরাপদে রাখা যায়। আমি অবশ্য এই অঙ্কে পুরোপুরি ভাবে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাই না, যেটা একটা স্বেচ্ছায় নির্ধারিত অঙ্ক, এবং বিশেষভাবে আমি কোনও প্রকাশ্য ঘোষণা করতে চাই না, যা থেকে মনে হতে পারে যে, ঘটনাচক্রে সরকারের হাত বাঁধা হয়ে রইল, যা বর্তমানে অদৃষ্টপূর্ব এবং এর পরে এর হ্রাস বাঞ্ছনীয়।'

এই কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবার সময়, যেটা মুদ্রা সংক্রান্ত সঞ্চিত মজুদে অধিকতম সোনা রাখার পরিবর্তন সাধন করল এটা হয়ে দাঁড়াল ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার বুনিয়াদ, লেখক মনে হয় না এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলেন স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রার আদর্শের কি হবে? সোনা মজুদের সীমা টেনে দিয়ে তিনি স্বর্ণমান সুসম্পূর্ণ করতে সহায়তা করছিলেন

---

১. সেই কার্যবিবরণীর অনুলিপি ও তার ওপর চিঠিপত্রের জন্য দ্রষ্টব্য; পরিশিষ্ট V, চেম্বারলেইন কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন, Cd. ৭০৭০, ১৯১৩ সাল।

না কি স্বর্মমান পরিত্যাগের পরিকল্পনা করছিলেন? এই কার্যবিবরণীতে বিবৃত কার্যধারা রূপায়ণের পূর্বে ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থা ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক চার্টার আইনের ধাঁচেই অনেকটা ছিল, যেখানে টাকার প্রচলন ছিল সীমিত ও সোনার প্রচলন সীমাহীন। এই কার্যবিবরণীতে প্রস্তাব দেওয়া হল যে, সোনার প্রচলন হবে সীমিত ও টাকার প্রচলন সীমাহীন—ব্যাঙ্ক সাময়িক খারিজ কালের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটাই হল কার্যবিবরণীর বিরাট বৈশিষ্ট্য, যা ইচ্ছাকৃত ভাবে একটা পরিকল্পনা করেছে সোনার পরিবর্ত হিসাবে টাকাকে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় স্থান দিতে এবং তার ফলে ১৮৯৩ সাল থেকে যে আদর্শ সমর্থন করা হয়েছিল এবং ১৯০০ সালে যে আদর্শ প্রায় রূপায়িত হয়ে গিয়েছিল তার পরাজয় সাধিত হল।

যদি স্যার এডওয়ার্ড ল অনুধাবন করে থাকেন যে এর অর্থ হল স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা, সম্ভবত তিনি কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করতেন না। কিন্তু কার্যবিবরণীতে কোন বিবেচনার পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল যার ফলে তিনি স্বর্ণমান কার্যধারা ধ্বংস করলেন এবং মুদ্রার টাকার অংশে সীমা না টেনে সোনার অংশ সীমিত করলেন? এগুলি পাওয়া যায় সেপ্টেম্বর ৬, ১৯০০ সালের ৩০২ নং ভারত সরকারের সরকারি প্রেষণে, যেখানে বলা হয়েছে :—

'২।......গত ডিসেম্বরের পর থেকে সোনার প্রাপ্তি বজায় রয়েছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। আট মাসের অধিক সময় ধরে মুদ্রার সঞ্চিত মজুদে সোনার অংশে আধিক্য আছে এবং রূপা হ্রাস পেয়েছে জুন ১৮ তারিখের সরকারি প্রেষণে প্রস্তাবিত সীমার নিরিখে, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মুদ্রার সঞ্চিত মজুদে সোনার তহবিলের পরিমাণ ভারতে পৌঁছেছিল ৫,০০০,০০০ পাউন্ড-এ। সরকারি প্রেষণে প্রস্তাবিত প্রকল্প তৎক্ষণাৎ রূপায়িত করা হল; পরবর্তীকালে বৃহত্তর জেলার কোষাগারে ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলাম এই নির্দেশনামা দিয়ে যে, বাকি প্রদানের জন্য কী টাকার পরিবর্তে যাঁরা পেতে ইচ্ছুক তাঁদের প্রদান করতে; এবং মার্চ মাসে আমরা ডাকঘরকে নির্দেশ দিলাম সমস্ত প্রেসিডেন্সি টাউন এবং রেঙ্গুনে মানি-অর্ডারের প্রদান ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রায় করবার জন্য, এবং প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ করলাম সরকারি খাতে প্রদান যতটা সম্ভব ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রায় করবার জন্য। আমরা এইসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলাম, যতটা না এই আশা নিয়ে যে নিকট ভবিষ্যতে আমরা অতিরিক্ত সোনার বৃহদাংশ থেকে মুক্তি পাব, তার থেকে বেশি এই আশা নিয়ে যে জনসাধারণকে সোনায় অভ্যস্ত করা যাবে এবং সাধারণ প্রচলনে যথেষ্ট পরিমাণ সোনা আসার সময় ত্বরান্বিত হবে, যার ফলে আমাদের সোনার বিশাল মজুদ ও ক্ষয়ে যাওয়া টাকার

মজুদজনিত অসুবিধা ভবিষ্যতে নিরসন হবে।

'৩। এই অসুবিধে লাঘব করবার জন্য এবং যদি সম্ভব হয় এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে, চালু নোট পেশকারী ও সোনা আনয়নকারীদের প্রদানের জন্য যথেষ্ট টাকা আছে, আমরা অতিরিক্ত মুদ্রাকরণ শুরু করলাম।

* * * * *

'১৪। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পদক্ষেপের ফলাফল আমরা নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করেছি। সোনায় প্রদান হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তার অনেকটাই আমাদের কাছে ফিরে এসেছে মুদ্রা বিভাগ এবং প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে। প্রধান হিসাব-রক্ষকের প্রাক্কলন অনুযায়ী জুন মাসের শেষে সেই সময় পর্যন্ত নির্গত প্রায় দুই মিলিয়নের মধ্যে প্রচলন ছিল সোয়া এক মিলিয়ন; কিন্তু এই হিসাবে অনেক সন্দেহজনক তথ্য আছে। আমাদের পক্ষে এখনও বলা সম্ভব হচ্ছে না যে, টাকার মতো সোনা ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠেছে কোনও অনুভবনীয় মাত্রায়।

'১৫। এটা খুবই বাঞ্ছনীয় যে, জনসাধারণের টাকার চাহিদা মেটাবার ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিন্ত অনুভব করা উচিত, যা প্রচলিত মুদ্রা ও সোনা বিষয়ক উপস্থাপনে উল্লিখিত হয়েছে। সেইজন্য, মহামান্যের কাছে জোর সহকারে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুরোধ করেছি যাতে ওপরে বর্ণিত টাকার অতিরিক্ত মুদ্রাকরণে অনুমতি দেন;......'

* * * * *

'১৭। কিন্তু আমরা চাই না যে, আমাদের প্রস্তাব এখনি ব্যক্ত যৌক্তিকতার ওপরে নির্ভরশীল হবে বিবেচনা করা হোক। আমরা প্রস্তাব করছি, প্রাথমিক ভাবে এই বাস্তব ভিত্তির ওপরে যে, আমরা এটা প্রয়োজনীয় মনে করি যাতে আমরা একটা দায়িত্ব মেটাতে সক্ষম হই, যদিও আমরা তা নই এবং হবার প্রস্তাবও করি না ও আইনগত ভাবে দায়বদ্ধও নই, আমরা সেটা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করি যতক্ষণ আমরা তা পারি খুব বেশি অসুবিধা না করে; অর্থাৎ, সোনা আনয়নকারীদের টাকায় প্রদান করা এবং প্রচলিত নোটের পরিবর্তে টাকার প্রদান করা, সবাইকে যারা ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় টাকার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে।'

এই বক্তব্যে টাকার মুদ্রাকরণের ব্যাপারে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, সেটা বিচিত্র। প্রথমেই, সেটা একরকম অশ্রুতপূর্ব যে, একটি সরকার, যে স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রা পরিস্থাপনে অগ্রসর হচ্ছিল, সে বর্ধিত সোনা দেখে এতটা কি করে আতঙ্কিত

হয়, যখন তার ভাগ্যকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করা উচিত তাঁর ধারণা এত শীঘ্র সুসম্পূর্ণ হবার জন্য। প্রশ্নের মনস্তাত্ত্বিক দিকটা সরিয়ে রাখলে, সরকার তার নিজস্ব বক্তব্য অনুযায়ী, দুটি কারণে টাকার মুদ্রাকরণে নিয়োজিত হয়েছিল : (১) কেউ চাওয়া-মাত্র-টাকা প্রদানে নিজেকে বাধিত করবার জন্য, এবং (২) কারণ জনগণ সোনা চায় না। এই যুক্তির মধ্যে কতটা জোর আছে? প্রথম যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানালে, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় যে, সরকার কেন টাকা দিতে বাধ্য হবে। ঋণীর দায়িত্ব হল, দেশের বৈধ অর্থে তা প্রদান করা। সোনাকে বৈধ অর্থ যখন করা হয়েছে, তখন সরকার তার দায় মেটাতে পারত কোনও লজ্জা বা ক্ষমা ছাড়াই। দ্বিতীয়ত, কি প্রমাণ আছে যে জনসাধারণ সোনা চায় না? এটা বলা হয় যে, সরকারের প্রদান করা সোনা যেহেতু ফেরত চলে আসে, এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে জনসাধারণ সোনা চায় না। কিন্তু এটা ভ্রমাত্মক ধারণা। ভারতবর্ষের মতো দেশে, সরকারের দেয় জনসাধারণের খরচের এক বৃহদংশ, এবং জনসাধারণ যদি সেই দেয় সোনা মেটাতে ব্যবহার করে—যেটা সরকারের কাছে ফিরে আসা সোনা বলা হয়েছে—তা হলে এটা এই বিতর্কের সমর্থনে এক প্রমাণ যে, জনসাধারণ সোনাকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এটা যদি সত্যি হয় যে, জনসাধারণ সোনা চায় না, তা হলে এটা এই বাস্তবতার সঙ্গে কিভাবে একমত হয় যে, যখন জনসাধারণ সোনার চাহিদা পেশ করে, সরকার তখন সেটা দিতে অস্বীকার করে? এই বহাল প্রত্যাখ্যান কি এর-ই ইঙ্গিতবাহী নয় যে, বহালের চাহিদা রয়েছে? এই যৌক্তিকতার কোনও রকম সামঞ্জস্য নেই। বাস্তব হল, এইসব এলোমেলো অধিক বক্তব্য পেশ করা হয় এই সত্যের থেকে দৃষ্টিকে বিপথগামী করতে যে, সরকার টাকার মুদ্রাকরণে ব্যগ্র ছিল এই জন্য নয় যে, জনসাধারণ সোনা চায় না, আসল হল অতিরিক্ত মুদ্রাকরণের মুনাফা দিয়ে একটি স্বর্ণ সঞ্চয়-মজুদ-গঠন করতে উদ্বিগ্ন ছিল। এটাই যে তলে তলে উদ্দেশ্য ছিল, সেটা সুস্পষ্ট হয়েছে স্যার এডওয়ার্ড ল'র কার্যবিবরণী থেকে। জনসাধারণ সোনা অপছন্দ করে, ইত্যাদি যৌক্তিকতা যে সত্যিকারের উদ্দেশ্যের আবরণ, সেটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে কার্যবিবরণীর যে অংশে তার থেকে যেখানে লেখক যুক্তি সহকারে বক্তব্য রেখেছেন যে—

'১৬। এটা যদি মেনে নেওয়া হয় যে, বর্তমান অবস্থায় সর্বাধিক ৭ মিলিয়ন পাউন্ড মুদ্রার সঞ্চিত মজুদ সোনায় রাখা যাবে, আগের বিনিয়োগকৃত ১০ কোটি বাদ দিয়ে, এটা স্পষ্ট যে সঞ্চিত মজুদ কৌশলে ব্যবহার করে কোনও সাহায্য, সোনায় সেই অর্থের ব্যবস্থা করতে পারঙ্গম হবে না, যা দৃঢ় বিনিময় বহাল রাখতে সুপারিশযোগ্য বলে মনে করা হয়। এখনও পর্যন্ত, কোনও আধিকারিক একটা নির্দিষ্ট

অঙ্ক ঘোষণা করতে সাহস পায় নি যা প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট, কিন্তু একটা সাধারণ ঐক্যমত আছে যা আমিও সমর্থন করি, যে এর জন্য প্রচুর অঙ্কের প্রয়োজন। এত বিশাল অঙ্কের ব্যবস্থা করার সব থেকে তৈরি উপায় হচ্ছে স্বর্ণঋণ, কিন্তু মুদ্রাসংক্রান্ত কমিশন অনুরূপ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশ উগ্র বিরোধী ছিল, এবং সেইজন্যই এই প্রশ্নটি অনুত্তর হয়ে রইল যে, কিভাবে প্রয়োজনীয় সোনায় মজুদ জোগাড় করা যেতে পারে?

'১৭। আমি এই কঠিন সমস্যার জন্য কোনও রকম সোজা শুকনো মীমাংসা প্রস্তাব করার স্পর্ধা করি না, কিন্তু আমি কিছু ইঙ্গিতের প্রস্তাব করার মত দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি, যা প্রয়োগ করলে, আমার বিশ্বাস যে সমস্যা মেটানোর ব্যাপারে বেশ অনেকটাই সাহায্য করবে। আমি একটি বিশিষ্ট 'স্বর্ণ বিনিময় সঞ্চিত মজুদ' এর সৃষ্টির প্রস্তাব করছি যা মুদ্রা সঞ্চিত মজুদের থেকে স্বাধীন হবে, কিন্তু বিনিময়ের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে মুদ্রা সঞ্চিত মজুদের সোনার অংশের সঙ্গে এক সঙ্গে ব্যবহৃত হবে। এই সঞ্চিত মজুদের ভিত্তি হবে ৭,০০০,০০০ পাউন্ড-এর অতিরিক্ত এখন যা সোনায় রয়েছে মুদ্রা সঞ্চিত মজুদে, তার মুদ্রাকরণ থেকে অর্জিত মুনাফা।'

টাকার মুদ্রাকরণের সত্যিকারের কারণ কি, সে বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে? যে সব ব্যক্তি ঘোষণা করেছেন যে, টাকার মুদ্রাকরণ হয়েছিল জনসাধারণের সোনার প্রতি অনীহার জন্য, তাঁরা ভারতে বিনিময় মানের উৎপত্তির ইতিহাস সঠিক ভাবে পড়েছেন বলে বলা যায় না। কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড ল কি সেই কু-চরিত্রের প্রতি ভাবাপন্ন ছিলেন, যিনি প্রতিষ্ঠিত মুদ্রা ব্যবস্থাকে পরিণত করলেন টাকায় মুদ্রাকরণে অশক্ত মুদ্রা ব্যবস্থায়? সরকারের বিরুদ্ধপক্ষ এবং সমর্থক, সকলেই এই বিষয়ে একমত[১] ছিলেন যে, ফাউলার কমিটির আদর্শ থেকে বিপথগামীতা হয়েছে।

ফাউলার কমিটির সুপারিশের ঠিক কোন ক্ষেত্র থেকে সরকার সরে গেছে, সেটা ভারতীয় মুদ্রাসংক্রান্ত কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিবেদনের মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করা হয় নি। ফাউলার কমিটির সুপারিশগুলি কি ছিল? ভারত সরকারের কাছে লজ্জাজনক ভাবে এটা সচরাচর বলা হয় যে, ফাউলার কমিটি বলেছিল (এটা এক-ই ভাবে পুনরুল্লেখ করা)—

'আমরা ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রাকে ভারতে বিহিত মুদ্রা ও প্রচলিত মুদ্রায় পরিণত করার সপক্ষে। আমরা একই সঙ্গে এটাও মনে করি যে ভারতের টাঁকশালগুলিকে অবাধ

১. এমন কি চেম্বারলেইন কমিশনও বলেছে যে, সরকার ফাউলার কমিটির আদর্শ থেকে সরে গেছে।

সোনার মুদ্রাকরণের জন্য খুলে দেওয়া উচিত........সোনার অবাধ অন্ত:প্রবাহ ও বহির্মনের মূলতত্ত্বের ওপর স্থাপিত স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রার কার্যকরী সংস্থাপনের দিকে চেয়ে, আমরা এই সব পন্থার অবলম্বন সুপারিশ করছি।'

এটা সত্যি। কিন্তু যারা সরকারকে দোষারোপ করেছেন ভুলে যাওয়ার জন্য, তাঁরাই সুপারিশ করেছেন যে—

'নতুন টাকার সম্পূর্ণ অধিকার ন্যস্ত থাকবে ভারত সরকারের ওপর; কিন্তু যদিও টাকার বর্তমান মজুদ কিছু সময়ের জন্য যথেষ্ট, শেযাবধি কিছু নিয়মিতকরণ দরকার হবে রূপার মুদ্রায় প্রয়োজন অনুসারে সংযোজনের জন্য। সরকার সোনার পরিবর্তে টাকা প্রদান চালিয়ে যাবে, কিন্তু টাকার নতুন মুদ্রাকরণ বন্ধ থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রায় সোনার অনুপাত জনসাধারণের প্রয়োজনাতিরিক্ত না হয়ে ওঠে। আমরা আরও সুপারিশ করি যে, টাকার মুদ্রাকরণে মুনাফা রাজস্বে যোগ করা উচিত হবে না অথবা ভারত সরকারের সাধারণ জমার অংশ বিশেষ হিসাবে ধরা থাকবে না, কিন্তু সোনায় বিশেষ মজুদ সঞ্চয় হিসাবে রাখা উচিত, কাগুজে মুদ্রা মজুদ সঞ্চয় এবং সাধারণ কোষাগার জমা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে,' (এবং যখন নির্দিষ্ট বিন্দুর নিচে বিনিময় হ্রাসপ্রাপ্ত হবে, তখন বিদেশি প্রদানের জন্য অবাধে ব্যবহারযোগ্য থাকবে।)

সমিতির এই দু'টি সুপারিশ এক সঙ্গে ধরলে, বিপথগামিতা কোথায়? সরকার যা করেছে, তা সম্পূর্ণরূপে সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী। ভারত সরকার ও চেম্বারলেইন কমিশন যদি এক মুহূর্তের জন্য স্বীকার করে যে বিপথগামিতা হয়েছে, তা হলে সেটা একটু বেমানান নয়, কারণ যে সরকারি প্রেষণে স্যার এডওয়ার্ড ল'র কার্যবিবরণী ভারত-সচিবকে জানানো হয়েছে, সেটা যে মন্তব্য দিয়ে শুরু হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে সরকার ফাউলার কমিটির সুপারিশ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করছিল। এতে বলা হয়েছে—

'আমাদের ২৪ শে অগাস্ট, ১৮৯৯ সালের ৩০১ নং সরকারী প্রেষণে, ভারতীয় মুদ্রা কমিটির (অর্থাৎ ফাউলার কমিটির) ৬০ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে আমরা লিখেছিলাম, টাকার মুদ্রাকরণে যে কোনও রকম মুনাফা বিশিষ্ট সঞ্চিত মজুদ হিসাবে সোনায় দরে রাখা উচিত, সেটা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি; কিন্তু টাকার নতুন মুদ্রাকরণ মনে হয় কিছু সময়ের জন্য প্রয়োজন হবে না, এবং এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সুবিধাজনক ভাবে পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

স্যার এডওয়ার্ড ল যা করেছিলেন, সেটা হল সময়ে সেই সুপারিশ কার্যকরী করা। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে গুরুতরভাবে আঘাত করে কোনও লাভ হবে না, যদি স্বর্ণমুদ্রা সহ স্বর্ণমানের আদর্শ টাকার মুদ্রাকরণের জন্য পরাস্ত হয়। কিন্তু যদিও সরকার নিতান্ত অজ্ঞের মত দোষ নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাকে নিজের দরজার দিকে ছুঁড়ে ফেলা উচিত হবে না। টাকার মুদ্রাকরণের জন্য যদি পরিকল্পনা বানচাল হয়, তা হলে প্রশ্ন উত্থাপিত করতে হবে ফাউলার কমিটির কাছে। কেন কমিটি টাকার মুদ্রাকরণে অনুমতি দিয়েছিল? এর কোনও প্রত্যক্ষ উত্তর নেই, কিন্তু সেটা অনুমান করা যেতে পারে। এটা মনে হয়, কমিটি প্রথমে মনস্থির করেছিল ভারত সরকারের প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি স্বর্ণমান এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা থাকা উচিত। কিন্তু তারপর তারা মনে হয় এই প্রশ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল যে, তাদের খসড়া আদর্শে টাকার স্বর্ণমূল্য বজায় রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট বন্দোবস্ত তারা করেছিল কি না। ভারত সরকারের বিপক্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে টাকাকে করা উচিত ছিল ব্যাঙ্ক নোটের মত পরিবর্তনযোগ্য অথবা শিলিং এর মত সীমিত বিহিত অর্থ। কমিটি এই দুটির দাবি-ই অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল। টাকার মান শিলিং এর মানে না নিয়ে আনার প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, কমিটি মন্তব্য করে [১] :—

'এটা সত্যি যে যুক্তরাজ্যে, রৌপ্যমুদ্রার ৪০ শিলিং এর একটা স্থিরীকৃত সীমা আছে, যার অতিরিক্ত এর ব্যবহার করা যাবে না ঋণশোধ করার জন্য........যদিও এটা অস্বীকার করা যায় না যে ৪০ শিলিং এর এই সীমাবদ্ধতা আমাদের রৌপ্য মুদ্রার অপ্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট জোর দিয়ে প্রকাশ করা ও বজায় রাখার জন্য, তবুও এই প্রতীকের প্রতিনিধি-নিদর্শক নামীয় মূল্য বজায় রাখার ব্যাপারে অত্যাবশ্যক কারণ হল, কোনও একটি প্রদানের জন্য বিহিত অর্থ হিসেবে মূল্যের আইনগত সীমাবদ্ধতা নয়, মোট প্রচলনের সীমাবদ্ধতা। শোযোক্ত নিষেধাজ্ঞা সঠিক বলে ধরে নিলে। কোনও অপরিহার্য কারণ নেই যার জন্য মূল্যের কোনও সীমার প্রয়োজন থাকে, যে উদ্দেশ্যে প্রতীক আইনগত দিক দিয়ে বিহিত।'

১.রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ৫৬।

পরিবর্তন যোগ্যতার প্রয়োজনের ব্যাপারে কমিটি মন্তব্য করল [১] :—

'যুক্তরাজ্যের বাইরে, স্বর্ণমান ও মুদ্রা সম্বলিত দুটি প্রধান দেশের নিদর্শন আছে, যারা রৌপ্য মুদ্রাকে সীমাহীন বিহিত অর্থের মর্যাদা দেয়। এই দুটি দেশ হল, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ফ্রান্সে, পাঁচ-ফ্রাঁ মুদ্রা খন্ড সীমাহীন বিহিত অর্থ ও সমস্ত অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে সোনার সমান। যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্য ডলারের ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য করা যায়......ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র—এই দুটি দেশেই এখন সীমাহীন বিহিত অর্থ সম্বলিত রৌপ্য মুদ্রার মুদ্রাকরণের জন্য টাঁকশালগুলি বন্ধ। এই দুটির কোনও দেশেই এই মুদ্রা আইনগতভাবে সোনায় পরিবর্তনযোগ্য নয়; দুটি দেশেই একই রকম ভাবে সমস্ত অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে সোনার সমকক্ষ। আন্তর্জাতিক প্রদানের ক্ষেত্রে, সোনা ও রূপোর বাটের ব্যাপারে, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র শেষাবধি আন্তর্জাতিক বিনিময় মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল, যেটা হল সোনা, সোনা-ই তাদের শেষ আশ্রয়, যা বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়ে তাদের মুদ্রায় সম্পূর্ণ অংশের নামীয় মূল্য বজায় রাখে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন।

'ভারতের মুদ্রাসংক্রান্ত অবস্থার প্রশ্ন পূর্বের অনুচ্ছেদে আলোচিত অবস্থার মত হওয়াতে, সেই দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন কার্যধারা সুপারিশের প্রয়োজন অনুভব করি না যখন সেটা ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে পর্যাপ্ত বলে পাওয়া গেছে, এই আইনগত বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিয়ে যে টাকার পরিবর্তে সোনা দিতে হবে, অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে, ধারকদের দাবি অনুযায়ী শেষোক্তের বিনিময়ে প্রথমোক্ত দিতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা ভারত সরকারের ওপর দায় চাপবে মুহূর্তের নোটিশে সোনা খুঁজে আনতে যার আগের থেকে বর্ণনা দেওয়া যায় না, এবং দায় এমন যে, আমাদের অভিমতে, স্বীকার করা উচিত হবে না।'

নিজেদের অভিমতের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়েও, কমিটি তাদের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল, যারা প্রচুর পরিমাণে টাকার প্রচলনের জন্য এই সন্দেহ পোষণ করতেন যে,

'ভারতীয় টাঁকশালে শুধুমাত্র রূপোর মুদ্রাকরণ বন্ধ করলে কি রৌপ্যমুদ্রার ওপরে এতটাই বাধা নিষেধ আরোপিত করা যাবে যার ফলে একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা স্থায়ীভাবে সোনার বিনিময়যোগ্য হয়ে উঠবে।'

---

১. রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ৫৭-৬০।

এই সন্দেহ কমিটিকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে, তারা স্বীকার করেছিল [১]—

'টাকার স্বর্ণমূল্য প্রভাবিত করে যে শক্তি, তার কার্যপদ্ধতি জটিল ও দুর্বোধ্য; এবং সেইজন্যই আমরা স্পষ্টভাবে এটা বলতে অসমর্থ যে শুধুমাত্র টাঁকশালে রূপোর মুদ্রাকরণ বন্ধ করলে বাস্তবে টাকার মুদ্রার চাহিদার অনুপাতে এতটা সীমাবদ্ধতা আসতে সক্ষম হবে কি না যার ফলে একটা স্থিরীকৃত হারে টাকা স্থায়ীভাবে সোনার বিনিময়যোগ্য হয়ে উঠবে।'

এইরকম সম্ভাব্যতার প্রতিকার হিসেবে কমিটি ভেবেছিল যে, যখনই টাকার মূল্য সোনা বা রূপোর ধাতু মূল্যের বিন্দুর নীচে হ্রাস পাবে, তখনই ভারত সরকারের উচিত বৈদেশিক প্রদানের জন্য সোনার টাকার এই পরিবর্তনযোগ্যতার দায়িত্ব গ্রহণ করা। এমন একটি সাধারণ সমাধানে উপনীত হবার পরে পরবর্তী প্রশ্ন হল সরকার কিভাবে সোনার সঞ্চিত মজুত পাবে? স্বর্ণ মজুত সঞ্চয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করা একটা উপায়। কিন্তু ওই কার্যধারা কমিটির কাছে কিছুটা অপ্রীতিকর ছিল। সম্ভবত এই কারণেই রিপোর্টের [২] অন্য একটি অংশে কমিটি সরকারকে তিরস্কার করেছিল এই বলে যে—

'তাদের কর্তৃত্বে সম্পদের পরিমিত ব্যয় করো, স্থির সংকল্প ভাবে অর্থনীতি পরিচালন করো এবং সোনায় দায় বৃদ্ধি সীমিত করো,' অথবা,

'স্বর্ণমান সংস্থাপন ও পরিচালনের জন্য' [৩]

ঋণ গ্রহণ করা দোষ যুক্ত প্রথা বলে, কমিটি স্বর্ণ-ঋণের প্রস্তাবের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু স্বর্ণ মজুত সঞ্চয় যদি ঋণের মাধ্যমে গঠন করা না হয়, তা হলে আর কিভাবে সেটা করা যায়? কমিটি মনে হয় মজুত সঞ্চয় গঠনের বৈকল্পিক উপায় নির্ধারণের ব্যাপারে বেশ অসুবিধায় পড়েছিল, যতক্ষণ না এই কমিটির কিছু সদস্য, সম্ভবত: যখন তাদের বুদ্ধি বেশ দুর্বল ছিল, প্রস্তাব করে, কেন, তা হলে কেন না সরকারকে টাকার মুদ্রাকরণ করতে দেওয়া হোক? যদি তাদের করতে দেওয়া হয়, তা হলে ঋণ ব্যতিরেকে সহজেই স্বর্ণ মজুত সঞ্চয় গঠন করা যায়, এবং তখন বৈদেশিক প্রদানের ব্যাপারে পরিবর্তন যোগ্যতার দেয় মেটাতে পারে।'

---

১. রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ৫৮।
২. রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ৭০।
৩. দ্রষ্টব্য, ক্যাম্পবেল হল্যান্ড-এর রিপোর্টের সংরক্ষণ ও মুইর রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ২৭।

প্রস্তাবটা এতটাই নিরীহ মনে হয়েছিল যে, কমিটি কায়মনোবাক্যে সেটি গ্রহণ করে রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করলো বেশ কিছুটা আরাম ও শান্তিতে, সেটা সহজেই নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয় যে দৃঢ় ভাষায় এই প্রস্তাব ব্যক্ত করা হয়েছিল।

সরকারকে মুদ্রাকরণে অনুমতি জ্ঞাপনের ব্যাপারে কমিটির যুক্তির সঠিক ব্যাখ্যা এটা হতেও পারে বা নাও হতে পারে। কিন্তু এই বাস্তব সত্য থেকেই যায় যে, কমিটি উপলব্ধি করে নি এই সুপারিশে কি বিজড়িত ছিল। প্রথমত, টাকার মুদ্রাকরণ যদি চলতে থাকে তা হলে স্বর্ণমান ও মুদ্রার কি হবে? এই বিষয়ে যে কমিটি একদিকে স্বর্ণমান ও মুদ্রার আদর্শ বিবৃত করে এবং অন্যদিকে টাকার মুদ্রাকরণে সম্মতি দেয়, তার জন্য কি বেশি শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব, যা বেজহট্ অনুভব করেছিলেন ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যান্ডের পরিচালকবর্গের প্রতি, যারা ২৫ শে মার্চ, ১৮১৯ সালে এই কুখ্যাত প্রস্তাব পাশ করেছিল :—

'যে আদালত একটি অভিমত উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না, যা কয়েকজন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল, যে বিনিময়ে একটি অনুকূল পরিবর্তন আনতে এবং তার ফলে মূল্যবান ধাতুর অন্ত:প্রবাহ আনতে ব্যাঙ্ককে শুধুমাত্র প্রচলন হ্রাস করতে হবে; আদালত কর্তব্য বলে মনে করছে এই ঘোষণা করতে যে এমন ভাবপ্রবণতার নিরেট কোনও ভিত আবিষ্কার করতে সে অসক্ষম।'

যদি পরিচালকবর্গের অভিমত দৃষ্টান্তমূলকভাবে অর্থহীন হয়, তা হলে ফাউলার কমিটির অভিমত কম কিসে? দুটোর মধ্যে কি কোনও তফাৎ আছে? বেজ্হট, প্রস্তাবের অন্তর্লীন ভাবপ্রবণতার বিষয়ে অভিমত জ্ঞাপন করতে গিয়ে, যা ফাউলার কমিটির সুপারিশের থেকে অন্যরকম নয়, কিছু লঘুকারক অবস্থার কথা জোর দিয়ে সমর্থন করেছিলেন যার ফলে পরিচালকবর্গের অর্থহীনতা ক্ষমা করতে বাধ্য করে আমাদের। পরিচালকেরা সেই যুগে বাস করতেন যখন অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা ছিল বিশৃঙ্খল অবস্থায়; কাগজের মাধ্যমে 'সোনার অন্ত:প্রবাহ' নিয়ে সঠিকভাবে সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারেও উৎকণ্ঠিত ছিল না। এই অবস্থার কোনও একটিও ফাউলার কমিটির অর্থহীনতা ক্ষমা করতে পারে না। তারা সুপারিশ লিপিবদ্ধ করবার সময় ব্যাঙ্ক পরিচালকবর্গের অভিমতের পরিপন্থী অবস্থা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ছিল। এছাড়া, এটা বলা যায় না যে, তারা ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থায় সোনার অন্ত:প্রবাহের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল না। অপর দিকে, সেটাই ছিল যা তারা প্রত্যাশা করত। ফলে, তাদের উচিত ছিল তাদের প্রত্যেকটি কথার সযত্নে তুল্যমূল্য বিচার করা, এবং তাদের প্রধান উদ্দেশ্যের সঙ্গে অসংগত কোনও কিছুই অনুমতি না দেওয়া। গ্রেসাম বিধির মত মৌলিক তত্ত্বের ওপরে যথেষ্ট নজর না

দেওয়ায়, কমিটি শুধুমাত্র যে নিজেকে বোঝা প্রতিপন্ন করে নি তা নয়, রিপোর্টের প্রথম দিকে বর্ণিত প্রধান উদ্দেশ্যের পরাজয় ঘটিয়েছে।

দ্বিতীয়ত সরকারকে টাকা মুদ্রাকরণের ক্ষমতা যৌতুক দেওয়ার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? কমিটিকে নির্ণায়ন করবার জন্য পেশ করা অসুবিধার চরিত্র কি ছিল? এটা পুনর্বার আমরা বলি। হারশেল কমিটি,[১] ১৮৯২ সালে পেশ করা প্রস্তাব সংশোধনীতে এমন একটি প্রস্তাব আনে যার ফলে টাঁকশাল জনগণের জন্য বন্ধ থাকলেও, টাকার মুদ্রাকরণের জন্য সরকারের জন্য খোলা থাকবে—একটি ধারা, যা প্রকাশিত করেছে যে, কমিটি প্রশংসা ব্যঞ্জক অনুসন্ধান চালিয়েও উৎকৃষ্ট রূপে গোপন কথাটির বিষয়ে অজ্ঞ ছিল যে তাদের অনুসন্ধান করা মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যবস্থার, কিভাবে সোনার সঙ্গে মুদ্রা সমমান বজায় রেখেছিল, অল্প সোনা বা কোনও সোনা ছাড়াই। যদি তারা বুঝতে পারত যে প্রচলনের সীমাবদ্ধ অবস্থার জন্যই সমতা বজায় ছিল, তা হলে তারা অনুবিধি প্রবর্তন করত না, যা তারা করেছে। অনুবিধি যতটাই অনিষ্টকর হোক না কেন, কমিটিকে হঠকারিতার জন্য ক্ষমা করা উচিত, কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল যে টাঁকশাল বন্ধের জন্য হঠাৎ মুদ্রা সংকোচন হতে পারে, এবং তারা যখন সোনাকে সাধারণ বিহিত অর্থ করে নি, তাদের মুদ্রাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংযোজন করা প্রয়োজন, এবং তাদের মতে সরকার এটা সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারবে টাকা মুদ্রাকরণের ক্ষমতা থাকলে। সৌভাগ্যবশত, ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত সরকারের কাছে সংযোজনের অবস্থা ঘটে ওঠে নি, এবং সেইজন্য ওই ক্ষমতা ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন হয় নি। আগে যা বলা হয়েছে, যখন সরকারের কাছে সংযোজনের প্রয়োজন হয়েছে, তখন তারা ক্ষমতা ব্যবহারে অস্বীকৃত হয়েছে—এবং এই অভিমত পোষণ করেছে যে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থায় সংযোজন মুদ্রাকরণে না হয়ে সোনার অন্ত:প্রবাহে হওয়া উচিত। সরকার ছিল মি: লিন্ডসে'র সবলতম প্রতিপক্ষ, যিনি সেই সময় আলোড়িত করছিল এই বলে যে, টাকার মুদ্রাকরণের মাধ্যমে সংযোজন নিরাপদ ও মিতব্যয়ী। ভারত সরকার ও মি: লিন্ডসের বিবাদের সমাধানের জন্য, যেখানে প্রথম পক্ষ চায় সোনার মুদ্রাকরণের মাধ্যমে সংযোজন ও দ্বিতীয় পক্ষ টাকার মুদ্রাকরণের মাধ্যমে, ফাউলার কমিটির সৃষ্টি হয়। সরকার যদি মুদ্রা ব্যবস্থায় সংযোজন চাইত টাকার মুদ্রাকরণের মাধ্যমে, সোনার অন্ত:প্রবাহের মাধ্যমে নয়, তা হলে ফাউলার কমিটি সৃষ্টির কোনও প্রয়োজনই হত না। তাকে এই রকম ক্ষমতা হারকোল কমিটি আগেই দিয়ে ছিল। সরকার যেহেতু দুর্বল শক্তি সম্পন্ন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায় নি, একটি নতুন কমিটির জন্য আবেদন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

---

১. দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়।

সবচেয়ে ভালভাবে কি করে মুদ্রা প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক সংকোচন সমাধানের তাৎক্ষণিক অসুবিধার নির্দিষ্ট করে যে সোনাকে বিহিত অর্থ করা উচিত, যাতে কোনও অধমর্ণ তার উত্তমর্ণকে প্রদানের সময় টাকা না সংগ্রহ করতে পারলে, সোনায় প্রদানের ঐচ্ছিকতা থাকে। সোনাকে যদি সাধারণ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হত, তা হলে টাকার মুদ্রাকরণ কি অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠত না?

তৃতীয়ত, স্বর্ণ মজুত সঞ্চয় তৈরির উদ্দেশ্যে টাকার মুদ্রাকরণ প্রস্তাব কে যুক্তিযুক্ত বলা যাবে কি টাকার মূল্য বজায় রাখার জন্য? টাকার মূল্য বজায় রাখতে একটি জরুরি প্রয়োজন হল প্রচলনে সীমাবদ্ধতা। প্রচলনের সীমাবদ্ধতা জনিত কারণে শিলিং-এর মূল্য বজায় রাখার কথা কমিটি খুব বিজ্ঞের মত বলেছিল। কিন্তু তারা কি বুঝতে পেরেছিল শিলিং-এর সীমিত পরিমাণ কিভাবে বজায় রাখা হত? এটা সত্যি যে শিলিং-এর মূল্য বজায় রাখে বিহিত অর্থের ওপর সীমা নয়, মোট পরিমাণের ওপর সীমাবদ্ধতা, কেন তা হলে শিলিং মাত্রাহীন ভাবে প্রচলিত হয় না? শিলিং-এর প্রস্তুতে মুনাফা আছে টাকা প্রস্তুতের মতন। ব্রিটিশ সরকার কেন তবে মাত্রাহীন ভাবে তার মুদ্রাকরণ করে না? শিলিং মাত্রাহীন ভাবে প্রদান করা যায় না, এই একমাত্র কারণেই কি? সরকার যদি কোষাগারের চ্যান্সেলরকে, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের এবং বহু সংখ্যক অফিসর ও কেরাণীদের, এবং তারা যদি এর থেকে মুদি, গোয়ালা, সুঁড়িখানা এবং মাংসের দোকানে শিলিং-এ দাম দিতে পারে, তা হলে শিলিং-এর অতিপ্রচলন বন্ধ করবার কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু যেহেতু সীমাহীন পরিমাণেকেও শিলিং-এ প্রদান করতে পারে না, সেইজন্য সীমাহীন পরিমাণে কারও কাছে সেটা থাকবে না। পাইকারী বাজার না থাকায়, বলতে গেলে বিহিত অর্থে সীমা থাকায়, সরকারকে শিলিং-এর অতিরিক্ত প্রচলনের প্রলোভন থেকে বিরত করে। সেইজন্য কমিটির এই বক্তব্য ভুল ছিল যে, বিহিত অর্থের সীমার সঙ্গে শিলিং-এর মূল্য বজায় রাখার কোনও সম্পর্ক নেই। অপর দিকে, যদি প্রচলনের সীমাবদ্ধতা প্রতীকি মুদ্রার মূল্য বজায় রাখার প্রাথমিক শর্ত হয়, সেই সীমাবদ্ধতা কার্যকরী করার একটা উপায় হল বিহিত অর্থের সীমা টেনে দেওয়া।

পরিবর্তন যোগ্যতার ক্ষেত্রে এর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে, যৌক্তিকতা ও সমানভাবে বিশৃঙ্খল ছিল। ফ্রান্স ও আমেরিকার ক্ষেত্রে যা যথেষ্ট সেটাই ভারতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হওয়া উচিত—এই বক্তব্য হল অন্ধের অন্ধকে এগিয়ে নিয়ে চলা। এই বক্তব্য পেশ করা পুরোপুরি ভুল যে পরিবর্তন যোগ্যতা নয়, তাদের সোনা।

'যা বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়ে, অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পুরো মুদ্রাপুঞ্জের মূল্য নামীয় মূল্যে বজায় রাখে।'

সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে, ফ্রান্স ও আমেরিকার তাদের মুদ্রাকে নিরাপদ রাখার জন্য পরিবর্তন যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্যই, সোনার অন্তঃপ্রবাহের দ্বারা সুরক্ষিত থাকা দূরে যাক, প্রচলনের সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র তাদের মূল্য বজায় রাখে নি, ঐ দুটি দেশে যা সোনা ছিল যেটা রেখে দেবার অনুমতি দিয়েছিল। এখন, কমিটি অনুসন্ধানের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা এবং অর্থহীন পথে পা না বাড়িয়ে উচিত ছিল জোর দিয়ে বলা যে বিহিত অর্থের অথবা টাকার ক্ষেত্রে পরিবর্তন যোগ্যতার সীমা নির্ধারণ করবার কোনও প্রয়োজন নেই যতক্ষণ অতি-প্রচলন ঠেকাবার অন্য উপায় আছে। বিহিত অর্থ বা পরিবর্তন যোগ্যতার সীমা নির্ধারণকে অত্যাবশ্যক বলা যায় শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা প্রচলনে সীমাবদ্ধতা আনবার উপায় এবং এই আবশ্যক সীমাবদ্ধতা যদি অন্য আরও উপায়ে আনা যায়, তা হলে যে প্রয়োজনে বিহিত অর্থের সীমা বা পরিবর্তন যোগ্যতা আনা হচ্ছিল, সে প্রয়োজন সম্পূর্ণ হল। এখন ত হলে, টাঁকশাল বন্ধ কি টাকার পরিমাণে সীমাবদ্ধতা আনবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না? অবশ্যই, টাঁকশাল বন্ধ করা যদি টাকার প্রচলনে সীমাবদ্ধতা আনতে ফলোৎপাদক না হয়, তা হলে আর কোনটা হতে পারে? টাঁকশাল বন্ধ কি স্থির-প্রচলন প্রথা তত্ত্বে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মতই ছিল না কি, যেটা কাগুজে-মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অতি পরিচিত? সেটা যে তাই-ই ছিল, এ কথাটা অস্বীকার করা দুষ্কর। তা হলে, একমাত্র প্রশ্ন এই, যে টাকার পরিমাণ প্রচলনে রয়েছে সেটা দেশের অভ্যন্তরীণ প্রচলনের প্রয়োজনে ন্যূনতম বিহিত অর্থের থেকে সুস্পষ্টভাবে কম ছিল কি না। ভারত সরকার আগেই অনুধাবন করেছিল যে প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ সেই ন্যূনতম থেকে অতিরিক্ত হতে চলেছে এবং সেইমতই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ভারত সরকার, ৩ মার্চ ১৮৯৮ সালের সরকারি সংবাদে তাদের কার্যধারার রেখা বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করে :—

'৯.......এখন আমরা জানি যে এই ব্যর্থতার (টাকার বিনিময় মূল্য বজায় রাখা) প্রধান কারণগুলির একটা হল যে টাঁকশাল বন্ধের আগে আমাদের টাকার প্রচলন এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ব্যবসার চাহিদার সবটুকু যোগান পুরোপুরি, এমন কি তার থেকেও বেশি দিয়েছিল, এবং সোনার রূপে আর সংযোজনের কোনও জায়গা ছিল না।.......দুটো দেশের মধ্যে স্থায়ী বিনিময় হারের প্রয়োজনীয় শর্ত হল, যখন এদের একটির মুদ্রা অপরটির তুলনায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে ওঠে, এই বাহুল্য কিছু সময়ের জন্য শুধরে নেওয়া যায় অতিরিক্ত মুদ্রা উঠিয়ে নিয়ে, এবং আমরা সেইজন্য সেই অবস্থায় উপনীত হতে চাই যেখানে আমাদের প্রচলিত মাধ্যম

পুরোপুরি রৌপ্যমুদ্রায় গঠিত নয়, যার মূল্য দেশের বাইরে সমান নয়, এর সাথে রয়েছে সোনার কিছু অংশ, যেটা অন্যত্র মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারযোগ্য, এবং সেইজন্য সাধারণ প্রবাহের নিয়মে যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেখানেই যাবে। বর্তমানে আমাদের টাকার মুদ্রা আনুমানিক ১২০ কোটি টাকার কাছাকাছি, যাতে আমাদের ১০ কোটি সংযোজন করতে হবে টাকার মুদ্রার নামিক প্রচলনে।

'১০। বাহুল্য দূর করতে গেলে টাকার প্রচলন কতটা কমাতে হবে, সেটা সঠিকভাবে বলা অসম্ভব এবং নির্ণয় করা যাবে শুধুমাত্র প্রকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ....কিন্তু বিবেচনায় মনে হয় যে টাকার মোট পরিমাণ পরিচালনার মধ্যেই রয়েছে। উদাহরণ দিতে গেলে বলা যায় যে, কমবেশী ২৪ কোটি নোট প্রচলনে রয়েছে, কোষাগারে রাখা টাকা নিয়ে। আমরা যদি অনুমান করি যে, ওই প্রচলিত পরিমাণ, বর্তমানে যা নোট হিসেবে রয়েছে, হঠাৎ পরিবর্তিত হল £ ১৬,০০০,০০০-এ এটা অসম্ভব মনে হয় যে ভারতীয় ব্যবসা চলতে পারে অন্তত যতটা প্রচলনে আছে ততটা বাদ না দিলে, অন্য কথায়। ঐ পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দেশের বাইরে প্রেরণ সম্ভব হবে না টাকার মূল্য সেই বিন্দুতে জোর করে না পৌঁছে দিতে পারলে যেখানে রপ্তানীর প্রবাহ বন্ধ করা যায়। যদি অবস্থা তাই হয়, ২৪ কোটি টাকা হল মূল্যের বহিঃসীমা, যেখানে স্বর্মমুদ্রায় পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে যাতে ১৬ পেন্সের স্থায়ী বিনিময়ের সূচনা করা যায়, সেই তুলনামূলক মূল্যে প্রকৃত (ক্রিয়াশীল বা অক্রিয়) স্বর্ণ প্রচলনের সঙ্গে; এবং এটা সম্ভাব্য থেকেও বেশি যে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ এর থেকে অনেক কম হতে পারে।

'১১। শুধুমাত্র প্রচলনে হ্রাস সংঘটিত হতে পারে যেভাবে ১৮৯৩ সালে হয়েছিল, অর্থাৎ কাউন্সিল বিল তুলে নেওয়া থেকে বিরত হয়ে, যতক্ষণ না পুঞ্জীভূত পরিমাণ, ধরা যাক, আমাদের সাধারণ হিসাবের তুলনায় ২০ কোটি বেশি না হয়। কিন্তু এই প্রথা ব্যয়সাপেক্ষও হয়ে এবং আমাদের যা বিশ্বাস, অনুপযোগীও হল; প্রথমত ২০ কোটি স্থায়ীভাবে আটকে রাখলে সেই পরিমাণের ওপর সুদের খরচ আছে, অথবা টেনে নেওয়া স্থগিতকালে ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণঋণের ওপরেও সুদের খরচ আছে, এবং দ্বিতীয়ত পুঞ্জিত রৌপ্যমুদ্রার অস্তিত্ব বিনিময় বাজারে অবিরত ভীতিজনক রূপ নেবে এবং টাকার ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনওরকম আত্মবিশ্বাস জন্মানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বাধার সঞ্চার করবে। প্রচলন থেকে উঠিয়ে নেওয়া উচিত শুধুমাত্র নয়, যে পন্থা আমরা অবলম্বন করি, আমাদের দেখানো উচিত, আমাদের ইচ্ছে হল এই যে মুদ্রারূপে এর অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়, এবং এর স্থান, মুদ্রারূপে, দখল করবে

সোনা। সুতরাং আমাদের প্রস্তাব হল বর্তমানে রূপোর টাকা গলিয়ে ফেলা উচিত, এবং প্রথমে সোনার মজুত সঞ্চয় (ঋণের মাধ্যমে) গঠন করা, রূপোর স্থান বাস্তবিক প্রয়োজনে দখল করা ও আমাদের অনুমৃত ব্যবস্থায় আত্মবিশ্বাস স্থাপন করা।'

সেই সময় কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল যে টাকার প্রচলনের পরিমাণ অতিরিক্ত ছিলনা, যার প্রমাণ মেলে বর্ধিষ্ণু বিনিময় হারে এবং সোনার অন্তঃপ্রবাহে। টাঁকশাল বন্ধ করা যে একটা কার্যকরী সীমাবদ্ধতা এনেছিল, সেটা সন্দেহাতীত, এবং কমিটি এমনকি সে কথা স্বীকারও করেছিল।[১] কিন্তু যদি ধরে নিই যে টাঁকশাল বন্ধকরা টাকার প্রচলনের পরিমাণে কার্যকরী সীমাবদ্ধতা আনে নি, তাহলে প্রতিকার কি? স্বর্ণ মজুত সঞ্চয়ের পরিকল্পনা কি বিদেশি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন যোগ্যতা আনবার জন্য, যা সেই উদ্দেশ্য তুলে ধরবার জন্য সুচিন্তিত উপায়ে করা, যদি স্বর্ণ মজুত সঞ্চয় অনেক টাকা মুদ্রাকরণের মাধ্যমে গঠন করা যায়? যদি টাকার সীমাবদ্ধতা তার মূল্য বজায় রাখে, যা শিলিং-এর ক্ষেত্রে করেছিল, তাহলে কি টাকার পরিমাণে সংযুক্তির অনুমতি, যা কমিটি আশঙ্কা করেছিল, অতিরিক্ত না হলেও অতি-প্রাচুর্য, স্বর্ণ মজুত সঞ্চয়ের স্বার্থে করা, পরিমাণ সীমাবদ্ধ করবার জন্য পরিকল্পিত ছিল?

ফাউলার কমিটির রিপোর্ট উত্তেজনা ছাড়া পড়া কঠিন। টাকা মুদ্রাকরণের অনুমতি দেওয়া সব দিক থেকেই অনিষ্টকর। এটা প্রকৃত স্বর্ণমানের ধ্বংসকারী; আর্থিক অভাব থেকে স্বস্তি দেবার জন্য এটা চাওয়া হয়নি, পরিকল্পিত ভাবে টাকার মূল্য হ্রাস করবার জন্য এই অনুমতি। যদি কমিটি স্বর্ণমান ও মুদ্রার জন্য ব্যগ্রই ছিল, যা নিঃসন্দেহেই তাই, তাহলে তাদের উচিত ছিল টাকার মুদ্রাকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা এবং সোনার পরিবর্তে সরকার টাকা দিতে প্রস্তুত—এই নির্দেশ চেপে রাখা। তা না করে, তারা শুধুমাত্র যে দেশকে একটা দৃঢ় ভিত্তি প্রথা থেকে বঞ্চিত করল, তা নয়, আসলে যদিও অজ্ঞানত কাগুজে মুদ্রা সহ, সম্পূর্ণ ভারতীয় মুদ্রাকে অপরিবর্তন যোগ্য টাকার পর্যায়ে আনতে সাহায্য করল। হারশেল কমিটি সংযোজিত সেই অনিষ্টকর ধারার সঠিক তাৎপর্য খুব কম লোকই মনে হয় অনুধাবন করেছে, এবং সেই ধারা ফাউলার কমিটি নিষ্ঠুরভাবে সমর্থন করেছে যে, সরকার সর্বদা সোনার পরিবর্তে টাকা দিতে প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু এই ব্যপার সন্দেহাতীত যে, বিপরীত-ধারার অভাবে, যায় ফলে সরকারকে টাকার পরিবর্তে সোনা দিতে হবে, এই ধারা সরলভাবে ভয়ে সরকারকে অপরিবর্তনযোগ্য টাকার মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা দেওয়ার

১. রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৭

একটা আচরণ, যে মুদ্রা একইভাবে সীমাহীন চিহ্নিত মুদ্রা যা ব্যাঙ্ক নিষেধাজ্ঞা ছিল ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে অপরিবর্তনযোগ্য নোট প্রচলন করা সীমাহীন পরিমাণে। সঠিক দিকে এগোনোর প্রথম পদক্ষেপ হবে রিপোর্ট বাতিল করা, এবং ভারত সরকারের সরকারী সংবাদে বর্ণিত যা আগে বলা হয়েছে নিরাপদ ও দৃঢ়ভিত্তিক প্রস্তাবে দ্রুত প্রত্যাবর্তন করা। প্রাথমিক শর্ত হল টাকার মুদ্রাকরণ বন্ধ করা, শুধুমাত্র জনসাধারণের জন্য টাঁকশাল বন্ধ করা নয়। টাকার একাংশ গলিয়ে ফেলার প্রয়োজন কিনা, সেটা নির্ভর করে টাকার কোন স্বর্ণ মূল্য থাকা উচিত। একবার যখন টাকার সংকোচন সঠিক হবে এবং ভবিষ্যতে মুদ্রাকরণ বন্ধ হবে, একমাত্র তখনই সম্ভব হবে ভারতে অবাধ সোনার অন্ত:প্রবাহ ও বহির্গমনের ওপর নির্ভরশীল কার্যকরী স্বর্ণমান সংস্থাপন করার। বিহিত সর্তের টাকার হ্রাস এবং পরিবর্তন যোগ্যতা আনবার কোনও প্রয়োজনই হবে না। এর মূল্য বজায় থাকবে শুধুমাত্র পরিমাণ সীমিত করণের শক্তিতে, যদি পরিমাণ সীমিত করণের শক্তিতে, পরিমাণ হ্রাস করা হয় সবসময়ের জন্যই ন্যূনতম চাহিদার থেকে নিচে।

বর্তমান টাকার মুদ্রাব্যবস্থার সমর্থকরা শুরুর প্রাক্কাল থেকে বলে আসছে যে মুদ্রা মিতব্যয়ী ও নিরাপদ। নিরাপদ হওয়ায় দাবী, সোনা ও সামগ্রী, দুটোয় নিরিখেই পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং তার যুক্তি এই অধ্যায় ও পূর্বেকার অধ্যায়গুলিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে যে নিরাপদ মুদ্রার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের কতটা অভাব এর মধ্যে। আমরা এখন প্রচেষ্টা করবো এটা দেখবার জন্য যে এই মুদ্রা মিতব্যয়ী কিনা, কারণ যদি তা সত্যিই হত, তাহলে অসমর্থকদের বিরুদ্ধে বক্তব্যের কিছু মূল্য থাকত। সুতরাং, টাকার মুদ্রা কতটা মিতব্যয়ীতা সঞ্চার করেছে আমরা পর্যালোচনা করব। কেম্মারার বলেছেন,[১]

‘পরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা অস্তিত্বের কারণ বহুলাংশেই এই জন্য যে মূল্যবান ধাতুর মিতব্যয়ীতা আনে, এবং সমাজের একটা সঞ্চয় সম্ভব করে। যদি কাগুজে মুদ্রা বা প্রতীকি মুদ্রা আনা হয় প্রাথমিক মুদ্রার বদলে, এই পরিবর্তন মূল্যবান ধাতুর চাহিদা হ্রাস করে যার পরিমাণ হল প্রতীকি মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতু এবং পুন: ক্রয়ের জন্য মজুতের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর তফাত। মূল্যবান ধাতুর মিত্যব্যয়ীতার ফলে বাজারে বর্দ্ধিত হারে যোগান আসে' [যে যোগান বিদেশে চলে যায় এবং শিল্পকলায় ব্যবহৃত হয়, এবং তার ফলে সমপরিমাণে অর্থ-সম্বন্ধীয়, নয়

১. মূল্যের সম্পর্কে অর্থ এবং ঋণপত্র, পৃষ্ঠা ৬৩

এমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ধাতুর মিতব্যয়ীতার জন্য প্রাপ্ত সোনা সমাজের নীট মুনাফা হয়ে দাঁড়ায়।]

অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রায় ব্যবহারে, কেম্মারারের মতে, একইরকম মুনাফা আছে, এবং আরও বেশি মাত্রায়, কারণ সেখানে প্রাথমিক মুদ্রার ব্যবহার কোনও প্রয়োজন নেই, এমনকি পুনঃক্রয় মজুতের জন্যও নয়, কারণ টাকা পরিবর্তনযোগ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যাপক কেইনস্‌কে এই অভিমত জ্ঞাপনে প্রলোভিত করেছে যে ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা অর্থনীতির এক অদ্ভুত নিদর্শন, এবং আরও উন্নত দেশের এই প্রথা কার্যকরীভাবে অনুসরণ করা উচিত। আমরা এর থেকে এই প্রতিকূল উপসংহার টানব না প্রফেসর কেম্মারার ও প্রফেসর কেইনস্ সুপারিশ করবেন কারণ অপরিবর্তনযোগ্য মুদ্রা সবচেয়ে মিতব্যয়ী মুদ্রা যা একটি দেশের কোনও অনুশোচনা ছাড়াই অবলম্বন করা উচিত। আমাদের উদ্বেগের বিষয় হল, টাকা সত্যিই মিতব্যয়ী কিনা সেটা নির্ধারণ করা। টাকা যেভাবে রূপলাভ করে, সেই প্রক্রিয়ার যদি সযত্নে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে ভারতীয় মুদ্রা মিতব্যয়ী, এই ভাবে গুরুত্ব দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। প্রথমত, লন্ডনে স্থিত রাজ্যের প্রধান শাসককে সোনা পেশ করা হয় তার কাউন্সিল বিলের পরিবর্তে, অথবা ভারত সরকারকে সোনা পেশ করা হয় কর-প্রদান বা অন্য প্রদানের জন্য। এই সোনা থেকেই রাজ্যের প্রধান শাসক রুপা ক্রয় করে টাকার মুদ্রাকরণ করে। রুপোর মূল্য যেহেতু অনুপাতের নীচে, সেইজন্য টাকার জন্য। খরচ এবং সোনার বিক্রয়মূল্যের মধ্যে একটা ফারাক সৃষ্টি হয়। এই ফারাকের পরিমাণ পর্যন্ত অবশ্যই মুনাফা হয়। কিন্তু মুদ্রাকরণে এই মুনাফা বা লাভ, যাইই বলা হোক না কেন, সমাজের কোনও সুবিধায় লাগে না। এটা একটা ফাটকা, এবং তত পর্যন্তই সম্পদের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার। যদি এই মুনাফা সমাজের কোনও তৎকালীন প্রয়োজনে ব্যয় করা না হয়, তাহলে টাকার মুদ্রাকরণ না করলেই হয়। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ মুনাফাকে ভারতের রাজস্ব সম্পদ থেকে সরিয়ে রাখা হবে, ততক্ষণ টাকার মুদ্রার সত্যিকারের কোনও মিতব্যয়ীতা আসবে না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতীয় মুদ্রা সমাজের কাছে এক অপব্যয়ী সম্পদ। ধাতুমুদ্রা প্রাথমিক ভাবে মূলধনী পণ্য, যা সামাজিক বিনিয়োগের একটি ধারণা। সেইজন্য, এটা সবসময় খেয়াল রাখা উচিত যে, মুদ্রার মূলধনী মূল্য বজায় থাকে। এক্ষেত্রে এটা সুখের বিষয় যে ভারতসরকার এই প্রশ্নের বিষয়ে মৃতবৎ নয়, কাগুজে মুদ্রার সঞ্চিত মজুরের ক্ষেত্রে, এবং সম্প্রতি মূলধনী মূল্য সংরক্ষণের জন্য অববয়ী মজুত সৃষ্টি করেছে।[১] এখন, যে অবস্থা কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেগুলি টাকার মুদ্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। টাকার মূলধনী মূল্য কি বজায় আছে?

এর স্বর্ণাংশ, যা স্বর্ণমান সঞ্চিত মজুত নামে পরিচিত, সুদ-প্রাপ্তযোগ্য ঋণপত্রে বিনিয়োগ করা হয়। সুদ নিঃসন্দেহে মুনাফার একটি উপায়, কিন্তু ঋণপত্রগুলি কি তাদের মূলধনী মূল্য বজায় রেখেছে? বজায় রাখা অনেক দূরের কথা। মুদ্রার টাকার অংশের দিকে লক্ষ্য করুন। টাকার ধাতু কি মূলধনীমূল্য বজায় রেখেছে? আমুদে অর্থনীতিবিদরা অসংখ্য তালিকা ও ছবি এঁকেছেন, যেখানে কালো লাইন, যা টাকার নামীয় মূল্য প্রদর্শন করে। ওপরেই থেকেছে এবং লাল-লাইন, যা টাকার ধাতুমূল্য প্রদর্শন করে, নীচে নেমে গেছে রুপার স্বর্ণমূল্য হ্রাসের জন্য। কিন্তু এর মানে কি? সরলভাবে বলতে গেলে, টাকা একটি অপব্যয়ী সম্পদ, এবং পরবর্তীকালে এর মূল্য ততটা থাকে না যতটা মুদ্রাকরণের সময় ব্যয় হয়েছিল। অবশ্যই ভারতীয় টাকার মুদ্রার মিতব্যয়ীতার থেকে আরও বেশি ছিল সেই প্রকল্পে যেখানে এক পাগল চীনা শূকর রোস্ট করার জন্য নিজের বাড়ি পুড়িয়ে ফেলেছিল। চীনার বাড়ি নিশ্চয়ই খুব পুরনো ও অবাসযোগ্য ছিল। একই কথা সোনার টাকাকে রুপোর টাকায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলা যাবে না, কারণ আমরা জানি যে রুপা সোনার তুলনায় এক নিকৃষ্ট বিনিয়োগ। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, মুদ্রা একেবারেই মিতব্যয়ী নয়। এটা এরকমই মনে হয়। কারণ লোকজন শুধু টাকার দিকেই দেখে। কিন্তু, টাকায় মুদ্রার ব্যয় যদি স্বর্ণমান মজুতের সঙ্গে যোগ করে দেখা হয়, তাহলে কি বলা যাবে যে, ভারতের আরও সোনার প্রয়োজন হবে যদি টাকার মুদ্রার স্থলে স্বর্ণমুদ্রা থাকত? টাকার প্রচলনের ওপরে স্থায়ি সীমা থাকলে স্বর্ণ মজুতের প্রয়োজন হবে না। এই কথা মাথায় রেখে বলা যায় টাকায় মুদ্রাকরণ বন্ধ করলে একমাত্র ফল এই হবে যে, সোনা আংশিকভাবে প্রতিপূরক নিধিতে প্রবেশ এবং আংশিক মুদ্রায় রূপান্তরিত না হয়ে পুরোটাই প্রচলনে প্রবেশ করবে, এই সর্বনাশা ও অপব্যয়ী প্রক্রিয়ার বশবর্তী না হয়।

একটি ক্ষেত্রের তুলনায় অপর ক্ষেত্রে অধিক সোনার প্রয়োজন হবে না। আমরা কোনওরকম চ্যালেঞ্জের ভয় ছাড়াই এই উপসংহারে আসতে পারি যে, ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থায় টাকার মুদ্রাকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা মিতব্যয়ী হবে, দাম আরও সুদৃঢ় থাকবে এবং বিনিময় হবে নিরাপদ, এবং টাকা অপরিবর্তনযোগ্য হলেও আর সমস্যা থাকবে না, যা ১৮৭৩ সাল থেকে আছে।

কিন্তু এটাই কি দেশের পক্ষে সবটুকু সুবিধা? কোনও মতেই নয়। তাঁর ১৭৯৭

১. দ্রষ্টব্য, অর্থমন্ত্রী মিঃ হেইলি'র ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা (সংশোধনী) বিলের ওপর বক্তৃতা, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২০, এস. এল. সি. পি. খন্ড ৪৯, পৃষ্ঠা ৩০৮-৯।

সালের কাগুজে পাউণ্ড ও ১৯১৪ সালের কাগুজে পাউণ্ডের তুলনা থেকে শিক্ষাস্বরূপ, অধ্যাপক কান্নান[১] উল্লেখ করেছেন—

'আজকের দিনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারেনা যে, দায়িত্ব প্রদানের পরীক্ষা যা কোনও সমাজের উচিত নয় কোনও প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা, কোনও সীমা বেঁধে না দিয়ে অর্থসৃষ্টির ক্ষমতা প্রদান করা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডকে, এর সঙ্গে সাযুজ্য আছে আধুনিক প্রকল্প সেইরকম ক্ষমতা দেওয়া কোনও সরকারকে বা সরকারের অধীন কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ককে। ১৯১৪-১৮ তুলনামূলকভাবে কম সময়ের যুদ্ধকালে, 'রপ্তানীযোগ্য কোনও মুদ্রায় সহজেই পরিবর্তনযোগ্য নয়' এমন মুদ্রা প্রচলন করেছিল সরকার এবং সরকারী ব্যাঙ্ক এমন পরিমানে, যার তুলনায় তের বছরে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া, যার বিষয়ে ১৮১০ সালের ধাতুসম্বন্ধীয় কমিটি এত তীব্র নালিশ জানিয়েছিল, নিতান্তই ক্ষুদ্র মনে হয়েছিল।'

একটা সময় ছিল যখন বলা যেত যে এই অভিযোগ ভারত সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। খুব কম সরকারই ছিল যারা মুদ্রা পরিচালনায় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এতটা উদ্বিগ্ন ছিল; যা ভারত সরকার ১৮৬১ সালে একবার প্রদর্শণ করেছিল, যখন সরকার প্রথম কাগুজে মুদ্রা প্রচলনে ব্যাহত হয় যে উদ্বেগ প্রদর্শণ করেছিল তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কপর্দকহীন সরকার, বিদ্রোহের বোঝায় নুব্জ, তাদের উচিত ছিল কাগুজে মুদ্রার প্রকল্পকে সাদরে অভ্যর্থনা করার মুনাফার সূত্র হিসাবে। কিন্তু দায়িত্ববোধ এতটাই বেশি ছিল যে, অতি প্রচলনের বাধা হিসেবে পরিবর্তনযোগ্যতায় সন্তুষ্ট থাকতে অস্বীকার করল। যে মরিয়া কাগুজে মুদ্রা প্রকল্প সংকুচিত অর্থসরবরাহক মি: উইলসন ১৮৬০ সালে রচনা করেছিল ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উন্নতির জন্য, তার প্রত্যাখানের প্রধান একটি কারণ তার উত্তরসূরী মি: লেইং ব্যাখ্যা করেছিলেন, যে আজকের উত্তেজিত অর্থ ব্যবস্থায় সেটা পুরোপুরি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছিলেন[২]—

'আরেকটি জরুরি কারণ ছিল যার জন্য তিনি (মি: লেইং) মনে করবেন স্যার চার্লস উড-এর তত্ত্ব সবথেকে নিঁখুত। সমস্ত সংশ্লিষ্ট সকলে রাজি হয়েছে যে কাগুজে মুদ্রা স্থানচ্যুত ধাতুমুদ্রার মতই হবে। কিন্তু মি: উইলসনের প্রস্তাবিত দুই-তৃতীয়াংশ ঋণপত্রের পরিবর্তে এবং এক-তৃতীয়াংশ ধাতুর পরিবর্তে প্রচলনের প্রথা

---

১. কাগুজে পাউণ্ড ১৭৯৭-১৮২১, পৃষ্ঠা ৩৯।

২.১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ কাগুজে মুদ্রা বিলের ওপর প্রদত্ত তাঁর ভাষণ এস. এস. সি পি. খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৬৬-৭।

সবসময়ে এই একত্বতা নিশ্চিত করবে না, এবং প্লবতা ও ফাটকার সময়ে প্রচলন অযথা বৃদ্ধি পাওয়ার যথেষ্ট বিপদ আছে। তিনি মনে করেছিলেন এটাই ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, কারণ আমরা যদি বিগত তিন বছরে ভারতে যা ঘটেছে সেটা লক্ষ্য করি আমরা দেখতে পাব যে শ্রমিকের মজুরি ও পণ্যমূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আমাদের সাবধান করতে পারি যে মুনাফার যে নকল স্ফীতি চলছে, সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করলে তার ফলাফল কি হতে পারে। তুমি যদি অস্বাভাবিকভাবে মূল্যবৃদ্ধি সঞ্চারিত করব কাগুজে মুদ্রার অতি প্রচলনের মাধ্যমে, সেক্ষেত্রে যথেষ্ট বিপদ থেকে যায় যদি বাণিজ্যের স্বাস্থ্যকর ক্রিয়ার পরিবর্তন করে সন্তপ্ত উত্তেজনা আনা হয়, যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য গত দু-তিন বছর যেভাবে চলেছে, সেইভাবে যদি আমরা চলতে থাকি, তাহলে অন্য দেশের প্রতিযোগিতায়, ভারতীয় প্রস্তুত অনেক পণ্য বাজার থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে, এবং সেই জন্যই তিনি মনে করেছিলেন যে সরকারের অত্যন্ত সাবধানে পদক্ষেপ করা উচিত, যা সাধারণ অগ্রগতিকে অযথা দ্রুততর করতে পারে, যা কাগুজে মুদ্রার ক্ষেত্রে হতে পারে, যা বহুলাংশে ঋণপত্রের সমান, ধাতুর নয়। এরকম অগ্রগতি এমন পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে যা সরকারের কাছে সত্যিই বিব্রতকর অবস্থার সূচনা করতে পারে, যদি মজুরীহার ও জীবনধারনের ব্যয়ের সাধারণ বৃদ্ধির ফলে বেতন ও সৈন্যদলের ভাতা আর যথেষ্ট না হয়।[১] এই সব কারণে তিনি মনে করতেন যে ইংল্যান্ডে অবলম্বন করা কাগুজে মুদ্রা তত্ত্ব, যা চার্লস উডয়ের সরকারি সংবাদে লেখা আছে, প্রয়োগই সবথেকে বুদ্ধিমান কাজ হবে।'

পরিবর্তনযোগ্য করা ছাড়াও সরকার যে শুধুমাত্র প্রচলনে সীমাবেঁধে দেওয়ায় উদ্বিগ্ন ছিল, তা নয়, নোট প্রচলনের আইনগত ক্ষমতা গ্রহণে রাজি ছিল না। ২৭ এপ্রিল ১৮৫৯[২] সালে রাজ্যের প্রধান শাসককে লেখা সরকারি সংবাদে, তদানীন্তন সরকার অভিমত ব্যক্ত করে—

'আমরা বিশ্বাস করি যে চাহিদামাত্র নোটের পরিবর্তনযোগ্যতা অতি প্রচলনের জন্য যথেষ্ট গ্যারান্টি নয়। একবার কাগুজে মুদ্রা জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতেন, সেই বিশ্বাসের বিপজ্জনক সুবিধা নেওয়ার প্রলোভন অসুবিধাজনক অবস্থায় অত্যন্ত বেশি হবে, যদি এই প্রচলনের ক্ষমতা শুধুমাত্র ভারত সরকারের হাতে রেখে

১. ইংল্যাণ্ডে ব্যাঙ্ক সাময়িক খারিজকালে লক্ষ্যণীয় যে স্থলসেনা ও নৌসেনাদের সোনায় প্রদান করা হত, অসন্তোষের ভয়ে।

২. এর কপির জন্য, দ্রষ্টব্য কমন্স পেপার, ১৮৩, ১৮৬০ সাল, পৃষ্ঠা ১।

দেওয়া হয়। আইনের দ্বারা প্রচলনের নির্ধারিত সীমা অবাধভাবে বেঁধে দেওয়া অথবা ভারতে স্থিতির আপেক্ষিক একটা মূল্য বেঁধে দেওয়া, আমাদের মতে, প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে এমন একটা পার্লামেন্টে অনুমোদন করে নেওয়া উচিত, ভারতের বিধান পরিষদের দ্বারা নয়।'

টাকার মুদ্রার ব্যাপারে সরকারের ১৮৭৬ সালের দৃষ্টিভঙ্গি একইরকম প্রকৃতিস্থ ছিল। মনে করা যেতে পারে, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স সরকারকে অনুরোধ করেছিল রুপোর অবাধ মুদ্রাকরণের জন্য টাঁকশাল বন্ধ করে দিতে, সোনার অবাধ মুদ্রাকরণের জন্য না খুলে—যে প্রকল্পের বাস্তবিক অর্থ ছিল যে সরকারের উচিত টাকায় মুদ্রার পরিচালনের ভার নিতে। ভারত সরকারের উত্তরে ছিল তীক্ষ্ম বকুনি। সরকার ঘোষণা করল[১] —

'৮। ... চেম্বার সরকারকে আহ্বান করছে এমন ব্যবস্থা নিতে, যার ফলে টাকার মূল্য অনির্দিষ্টভাবে বৃদ্ধি পায়, বহুপ্রচলিত আইনগত অধিকার খারিজ করে, যে অধিকার অনুযায়ী রূপোর বাট আনয়নকারী, সকলে একই শর্তে রাজ্যের তদারকিতে বিহিত অর্থ মুদ্রা তৈরি করতে পারে, এবং সাময়িকভাবে রাজ্যের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি মুদ্রাব্যবস্থার বিকল্প প্রচলন করতে.....

'১১। মুদ্রার দৃঢ়ভিত্তিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন যে এটি স্বয়ংক্রিয় হোক। কোনও মানুষ বা গোষ্ঠী নির্ধারণ করতে পারেনা যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের বেশি না কম মুদ্রার প্রয়োজন; আরও কম করে বলতে গেলে, যে কোনও মুহূর্তে কতটা বৃদ্ধি বা কতটা হ্রাস হয়েছে। কোনও সরকার, যে তার মুদ্রাব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তিক রাখতে চায়, এই অসম্ভব কাজে প্রবৃত্ত হবে না, অথবা সমাজের কাছে ছেড়ে দিত, এমনকি কম অন্তবর্তী সময়ের জন্যও স্থিরীকৃত ধাতু মূল্যমান ছাড়া 'মুক্ত মুদ্রাকরণ ব্যবস্থা'য় এসব স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত হয়, কোনও সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়াই।'

এখন এর সঙ্গে সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলির তুলনা কর ক্রমান্বয়ে মুদ্রা তত্ত্ব ও টাকা মুদ্রাতত্ত্বের বিষয়ে। যুদ্ধকালীন সময়ে যখন ভারত সরকার কাগুজে মুদ্রার বৃদ্ধিতে সচেতন হয়, সুপ্রীম বিধান পরিষদের মাননীয় সদস্যরা ভারতে মূল্যের ওপর এর প্রভাবের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু পরলোকগত মাননীয় স্যার ডব্লু মেয়ার যিনি অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন বিগত যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতীয়

১. ভারতে সরকারের প্রস্তাব, রূপোর মূল্যের অপচয়ের ব্যাপারে, তারিখ ২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭০, কমন্স পেবপার ৪৪৯, ১৮৯৩ সাল।

মুদ্রাব্যবস্থাকে পরিচালন করেছিলেন, ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ তে ভারতীয় কাগুজে মুদ্রা (সংশোধনী) বিলের ওপর বক্তৃতায় উত্তর দিয়েছিলেন[১]—

'যুদ্ধের পূর্বে নোটের প্রচলন ছিল ষাট কোটি, এবং এখন প্রায় একশ কোটি। কিন্তু মাননীয় মি: শর্মা মুদ্রাস্ফীতির ভয়ে কাঁপছিলেন। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিতে পারি যে অর্থনীতির স্বীকৃত (!) একটা মৌলিক তত্ত্বে এই যে কাগুজে মুদ্রার নকল স্ফীতি হয় একমাত্র যখন নোটের প্রচলন পুরোপুরি রক্ষিত না থাকে। এখন আমরা প্রচলিত প্রতিটি নোট রক্ষিত করেছি.....ঋণপত্রের মাধ্যমে...[সেক্ষেত্রে কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি থাকতে পারে?]

টাকার মুদ্রার ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৮ সালে যখন টাকার বিনিময় মূল্য সমতার নীচে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সরকারকে মনে করানো হয়েছিল যে এটা টাকার অতিরিক্ত মুদ্রাকরণের ফলে হয়েছে। কিন্তু যদিও ১৮৭৬ সালে সরকার মনে করত না বা বানিজ্যের প্রয়োজনে মুদ্রার এরকম বৃদ্ধি এবং হ্রাস করা সম্ভব ছিল, তবু ১৯০৮ সালে সরকার ঠিক উল্টো অভিমত ব্যক্ত করে। অর্থমন্ত্রী, মাননীয় শ্রী বেকার, তাঁর উত্তরে, এই যুক্তি দিয়ে বলেন যে[২]—

'প্রথমত, এই সময়কালে যে নতুন মুদ্রাকরণ আমরা করেছি। তার পুরোটাই করা হয়েছে বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাতে। এই চাহিদা মেটানো ছাড়া একটা বেশি টাকাও প্রচলনে যোগ করা হয় নি...'

এখন সরকারকে মুদ্রা পরিচালনের ক্ষমতা অর্পণ করা যদি বিপজ্জনক হয়, তাহলে ভারত সরকারকে এই ক্ষমতা অর্পণ করা আরও কত বিপজ্জনক, যারা এই মৌলিক তত্ত্বের ওপর কার্যধারা চালাবার কথা বলে! আজকাল কেউ এতটা কু-নিদর্শন নয় যে মনে করবে এটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সূত্র। যদি নিরাপত্তাই যথেষ্ট হয়, তাহলে পরিবর্তনযোগ্যতার কি প্রয়োজন? সে সরকার এমন তত্ত্বের ভিত্তিতে কাজ করে, তারা কোনও অনুশোচনা ছাড়াই অনির্দিষ্ট ভাবে মুদ্রা বৃদ্ধি করে যেতে পারে। এমন সরল তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে মুদ্রা পরিচালন যে ধ্বংস ডেকে এনেছে তার ভুরিভুরি নিদর্শন ইতিহাসে রয়েছে।[১] দেশের পক্ষে সুখকর, কাগুজে মুদ্রার বুনিয়াদে বিস্তর পরিবর্তন সাধিত হয়—একজন বলতেই পারে, গোপন হস্তক্ষেপ

১. এস. এল. সি. বি. খণ্ড ৪৬, পৃ. ৩৫।

২. দ্রষ্টব্য, ১৯০৮-০৯ সালে অর্থ সংক্রান্ত বক্তব্য।

হয়েছে— ১৯২০ সালে সরকার দ্বারা, এবং তবুও অর্থমন্ত্রীর বিবৃত তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থার চেয়ে অনেক দূরে। টাঁকশাল বন্ধের পর থেকে, টাকার মুদ্রা ভারতীয় জনগণের উন্নতির পথে বিপদের প্রধান সূত্র, বিশেষভাবে প্রচলন বিষয়ক তত্ত্বের জন্য। আশ্চর্যজনকভাবে, এই তত্ত্বের যেহেতু কোনও সমর্থন পাওয়া যায়নি অধ্যাপক কেইন্‌স্[২], মিঃ শিরাস্[৩] এর মত বিদগ্ধ লোকের কাছ থেকে এবং চেম্বারলেইন কমিশনের[৪], এটা টাকার মুদ্রা পরিচালনে সরকারকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার ব্যাপারটা পরিবর্তন করতে পারেনা, কারণ তত্ত্বটি গুরুতরভাবে খুঁতপূর্ণ। ভ্রমাত্মক যুক্তির কারণ হল, বাণিজ্যের চাহিদার ভিত্তিতে প্রচলিত হওয়ার জন্য অতিরিক্ত কোনও টাকাই থাকতে পারে না, এটা প্রকাশিত হয় না টাকার বিচিত্র বৈশিষ্টের জন্য অর্থ চাওয়া হয় কারণ অর্থের ক্রয় ক্ষমতা আছে, এটাই বিদিত। এটা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু এর থেকে ব্যাখ্যা মেলেনা, কেন জনসাধারণ বারেবারে টাকা চায়, যখন তারা জানে যে টাকার মূল্য অস্থির। অবশ্যই, যদি ক্রয় ক্ষমতা একমাত্র বিচার্য বিষয় হয়, তাহলে বর্তমান ক্রয়ের উপায়ের ক্ষেত্রে এইরকম বাসনা পাওয়া উচিত নয়। বাসনাকে এইভাবে দেখানো যায় যে, অন্য পণ্যের তুলনায় টাকার বিভেদমূলক সুবিধা আছে, যা মেঞ্জারের ভাষায় হল নিরাপত্তার গুণ'। একজন যেমন প্রায়ই ক্রয় করতে পারে দরদাম করে, বিক্রি নয়, সবলভাবে অন্য কথায় বলতে গেলে, প্রত্যেকেই তাদের সম্পদ ধরে রাখতে চায় সর্বাধিক বিক্রয়যোগ্য মাত্রায়। এই অর্থে এটা সর্বৈব সত্য যে চাহিদা অতিরিক্ত কোনও টাকা প্রচলন করা যাবে না। কিন্তু এর থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় না যে শুধুমাত্র মুদ্রার প্রয়োজনে যে কোনও সময়ে অতি প্রচলন থাকতে পারে না। ব্যবস্থা ও কৃত্যকের প্রয়োজনে সব অর্থ সংগৃহীত হয়, কিন্তু সব টাকা মুদ্রাব্যবস্থা থাকেনা। অবশ্যই সব পণ্য টাকার বিনিময়ে হস্তান্তরকরণ হয় না, কারণ অর্থসংক্রান্ত ব্যতীত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। টাকার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গুণের ঐচ্ছিকততার সম্ভাবনা নেই। এর ফলে, ব্যবসার চাহিদার ভিত্তিতে প্রচলিত হলেও, মুদ্রায় এটা থাকে যে এটা প্রার্থিত না কি নয়, এবং তার ফলে অবচয়ের ঝোঁক আসে। এমন অবচর যে সম্ভব, এত অস্বীকার করে না এমনকি তারাও যারা মনে করে টাকার প্রচলন হয় শুধুমাত্র ব্যবসার চাহিদার ভিত্তিতে, তানা হলে, তারা দেশের স্বর্ণ মজুত সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য এতটা

১. দ্রষ্টব্য, ই. আর. এ. সেলিগম্যান, মুদ্রাস্ফীতি ও জাতীয় ঋণ, নিউ ইয়র্ক, ১৯২২।

২. পূর্বে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা ১১১

৩. পূর্বে উল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৩৯

৪. রিপোর্ট, পরিচ্ছেদ ৬৬

কেন উদ্বিগ্ন থাকবে। কিন্তু, টাকায় মুদ্রার বিপদ শুধুমাত্র সরকারের ক্ষেত্রে অবিবেচনার সম্ভাবনা থেকে আনতে পারে না। সরকার ছাড়াও ভারতে এমন অনেক রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন যারা প্রজাদের কল্যাণে এত উদগ্রীব ছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারকে তিরস্কার করেছেন দেশের নৈতিক ও পার্থিব অগ্রগতির জন্য টাকার মুদ্রাকরণে মুনাফা না করবার জন্য[১] এবং ১৯০৭ সালের টাকার মুদ্রাকরণে মুনাফা রেল সম্প্রসারণে বাস্তবিক নিয়োজিত হয়েছিল। এটা প্রত্যেককে ভীতি ও হতাশায় ভরে দিতে পারে এমন উদ্দেশ্য সাধন মুদ্রার ওপর জোর করে চাপানোর ফলাফল অনুমান করে। এখনও কি সময় হয়নি এই বিপদ ও প্রলোভন দূরে সরিয়ে দেবার জন্য টাকার মুদ্রার পরিচালনার ক্ষমতা থেকে সরকারকে চ্যুত করে? কিন্তু কিভাবে এটা আনা যাবে? যদি পরিচালনা তুলে দেওয়ার ইচ্ছে হয়, তাহলে পরিবর্তনযোগ্যতা যথাযুক্ত ও যথেষ্ট উপায় নয়; কারণ পরিবর্তনযোগ্যতায় টাকা তখনও পরিচালিত টাকাই থাকবে। একমাত্র টাকার মুদ্রাকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যাবে; এবং এটাই আমাদের চাওয়া উচিত।

বিচিত্র ঠেকতে পারে, কিন্তু 'নিরাপত্তা আছে অপরিবর্তনযোগ্য টাকায়, যার প্রচলনে স্থিরীকৃত সীমা আছে।

১.পরলোকগত মি: গোখলের মত এমন ভদ্র রাজনীতিক এই ব্যাপারে পুরোধা ছিলেন। দ্রষ্টব্য, ১৯০৭-০৮ সালে অর্থসংক্রান্ত বিবৃতিতে তাঁর বক্তৃতা, পৃষ্ঠা ২০৩-৪; এবং একই অবিবেচনা প্রকাশ করেছিলেন প্রফেসর ভি. জি. কালে তার 'ভারতীয় মুদ্রা পুনর্গঠন' বইতে, ১৯১৯, পৃষ্ঠা ৬৫।

বিবিধ রচনা

রয়্যাল কমিশনে

সাক্ষ্য, বিবরণী, পর্যালোচনা ইত্যাদি

টীকা

ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ সংক্রান্ত রয়্যাল কমিশন ১৯২৪-২৫ সালে অর্থ-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষন করতে ও ভারতীয় মুদ্রার সংস্কার সাধনে পরামর্শ দিতে ভারতে আগমন করে। নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে রয়্যাল কমিশন গঠিত হয়েছিল।

ই. হিলটন ইউং, সভাপতি

আর. এন. মুখার্জি

নরকোট ওয়ারেন

আর. এ. মন্ট

এম. বি. দাদাকর

হেনরি স্ট্রাকোন

অ্যালেক্স জান্ডার মুরে

পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস

জে. সি. কয়াজি

ডব্লু. ই. প্রোস্ট

জি. এইচ বক্সটার } সম্পাদক
এ. আয়েঙ্গার

কমিশন-নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলির জবাবে ড. আম্বেদকর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে বিবরণী পেশ করেন। প্রশ্নাবলিসহ এখানে কমিশনের কাছে পেশ করা তাঁর বিবরণী সাক্ষ্য পুনর্মুদ্রিত হল।

১

সাক্ষ্য বিবরণী : রয়্যাল কমিশনে

ভারতীয় মুদ্রব্যবস্থার উপর রাজকীয় কমিশনের নিকট ব্যরিস্টার ড. বি. আর. আম্বেদকর প্রদত্ত প্রতিবেদন।

(১) কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রশ্নাবলির উত্তরে আমি আমার অভিমত পেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করছি। কমিশন প্রদত্ত প্রশ্নাবলির বিবেচনার্থে আমি ৪নং প্রশ্নটি নিয়ে শুরু করতে চাই। কারণ আমি বিশ্বাস করি এটাই হচ্ছে মূল বিষয়, যার নির্দিষ্ট উত্তর কমিশনের কাছে চাওয়া হয়েছে।

(২) আমি এই মতের দৃঢ় সমর্থক যে, স্বর্ণ বিনিময় মান ভারতের সুবিধার্থে আর বজায় রাখা যাবে না নিম্নোক্ত কারণে :—

১। একটি পরিপূর্ণ স্বর্ণ-মান এই কারণে স্থিতিশীল যে সঞ্চালিত সোনার মূল্য এত বেশি এবং নতুন যোগানের মূল্য এত কম যে, এর ফলে মানের স্থিতিশীলতা এমনভাবে প্রভাবান্বিত হয় না, যা বিবেচনাযোগ্য। কিন্তু বিনিময় মানের ক্ষেত্রে নতুন যোগান এই পরিমাণে বাড়তে পারে যাতে মানের স্থিতিশীলতা ভালভাবেই আক্রান্ত হতে পারে।

২। মুদ্রা প্রচলনের মধ্যে মর্জিমাফিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন কিছুই নেই।

কোন কোন সময়ে একথা বলা হয় যে, স্বর্ণমান হচ্ছে কঠিন মান যা মানুষের পরিবর্তনশীল ঘটনাকে বেঁধে রাখে প্রকৃতির চাকার সাথে, যার উপর কোন মানব-সংস্থা কোন নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পরে না এবং বিনিময় মান এই জমাট অবস্থা থেকে মুক্ত হবার ব্যবস্থা রাখে।

এর উত্তরে এটা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে ইচ্ছানুযায়ী মুদ্রা হলেও, এটা কেবলমাত্র তখন এই প্রকার হবে যখন মুদ্রাটিকে কিছু উপায় দিতে হবে যাতে এই ইচ্ছা যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। কিছু নিয়ন্ত্রক থাকতেই হবে যাতে প্রচলকের মর্জি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এই মত অনুযায়ী এই বিনিময় মান পরিবর্তনশীল মানের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। একটি পরিবর্তনশীল মান ও একটি বিনিময়-মান একই

ধরনের উভয় ক্ষেত্রেই মুদ্রা প্রচলনের ব্যাপারে এই মর্জি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরিবর্তনশীল মান বিনিময় মানের চেয়ে উৎকৃষ্ট এই কারণে সত্য যে, বিনিময় মান বিদেশি মুদ্রা মানের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীন হবার থেকে ভালো হলেও লক্ষ্যে পৌছনোর ক্ষেত্রে একটি শিথিল ও অপ্রত্যক্ষ উপায় মাত্র এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে এই লক্ষ্যে উপস্থিত হবার জন্য নির্ভর করা যায় না।

৩। এটি মিতব্যয়ী। এই কারণের জন্য কিন্তু এটি অরক্ষিত। অনেক লেখকই আছেন যাঁরা বিনিময় মানের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত কারণ এটি স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ মিতব্যয়িতা আনে। এই পরিকল্পন কী সুরক্ষিত? কোন মুদ্রার পরিকল্পনা সঠিক করতে গেলে মিতব্যয়িতা ও সুরক্ষা সুনিশ্চত করতে হবে। মিতব্যয়ী না হলেও চলবে। কিন্তু সুরক্ষিত না হলে কিছুতেই চলবে না। এখন আমি পেশ করছি যে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করে সোনাকে মিতব্যয়ী করার অর্থ হচ্ছে এর মূল্যমানের যে যোগ্যতা আছে তা খর্ব করা—এই ধারণা হচ্ছে সেই ধারণার মতো সহজ ও প্রমাণিত, যাতে কাগজকে টাকার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা সোনা ব্যবহার করার চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় সংকোচন করবে। মুদ্রা তৈরি করার প্রশ্নে সোনাকে বাতিল করার অর্থ কী? এটার সহজ অর্থ হল এই কম সোনা ব্যবহারে আপনি এর প্রত্যক্ষ সরবরাহ বৃদ্ধি করতে পারেন এবং যোগান বাড়িয়ে আপনি এর মূল্য কমাতে পরেন। যথা, ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার ফলে সোনা মূল্যহ্রাসগ্রস্ত পণ্যে পরিণত হয় এবং এই কারণে মূল্যের মান হিসাবে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। অতএব, আপনি একই সঙ্গে সোনা ব্যবহারে মিতব্যয়িতা এবং সোনাকে মান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন না। আপনি সোনা ব্যবহারে মিতব্যয়িতা আনতে ইচ্ছুক হলে অতি অবশ্য আপনাকে সোনাকে মূল্য-মান হিসাবে ব্যবহার করার চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। অন্য কথায়, বিনিময়-মানের মিতব্যয়িতা তার নিরাপত্তার সঙ্গে পরিপূরক নয়।

(৩) সুতরাং, স্বর্ণমান ও বিনিময় মানের মধ্যে পছন্দ করার প্রশ্ন থাকতে পারে না। আমরা যদি স্বর্ণমান গ্রহণ না করতে চাই, তাহলে আমাদের যেতে হবে অধ্যাপক ফিশার প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরক মানে অথবা অধ্যাপক জেভন্সের প্রস্তাবিত সারণি-মানে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটির মধ্যে একটি অথবা স্বর্ণমান পছন্দ করতে হবে। এটা সন্দেহাতীত যে ক্ষতিপূরক মান অথবা সারণি মান উভয়ই স্বর্নমানের চেয়ে উত্তম। কিন্তু, মানবজাতিকে আরও দার্শনিক হতে হবে—ঐ দুইটি মানকে কার্যকরী অবস্থায় আনার আগে এবং যতক্ষণ তা না ঘটছে। আমি মনে করি স্বর্ণ-মানই একমাত্র

মুদ্রা-ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের মেনে নিতে হবে যা হচ্ছে "প্রতারক-অভেদ্য" ও "মূর্খ-অভেদ্য"।

(৪) পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল স্বর্ন-সঞ্চয়। সঞ্চয়ের এলাকা গঠন, ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনার আগে, এটা ঠিক করা প্রয়োজন যে আমরা সঞ্চয় চাই কি না। এই প্রশ্ন আবার নির্ভর করছে সেই প্রশ্নের ওপর যথা কোন্ পদ্ধতিতে স্বর্ণমান নিয়োজিত হবে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, অনেক লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে স্বর্ণ-মান গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে কেবলমাত্র টাঁকশাল চালু করা এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করা। এর চেয়ে মারাত্মক ধারণা আর হতে পারে না। স্বর্ণ-মানের অর্থ স্বর্ণ-টাঁকশাল চালু করা নয়, এর অর্থ হল এমন ব্যবস্থা করা যাতে সোনা চালু অবস্থায় আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রয়োজন যে অন্য ধরনের মুদ্রার পরিমাণ সীমিত করতে হবে। দুইভাবে মুদ্রা সীমিত করতে হবে। একটি হল মুদ্রাকে পরিবর্তনশীল করা, অন্যটি হল মুদ্রা প্রচলনের উপর নির্দিষ্ট সীমা স্থির করা। যদি আমরা পরিবর্তনশীলতাকে সীমিত করার পদ্ধতি রূপে পছন্দ করি, তাহলে স্বর্ণ-সঞ্চয় রাখার সঙ্গত কারণ আছে। যদি আমর প্রচলনের উপর সীমা-স্থীরিকরণ গ্রহণ করি, তাহলে স্বর্ণ-সঞ্চয় করার কোন কারণ থাকতে পারে না। এই দুইটি ব্যবস্থার মধ্যে আমি স্থিরীকরণকে অগ্রাধিকার দিই। আমার মতে, দুইটি কারণ আছে :—

১. বিনিময় মানের বহু দোষের মধ্যে একটি হল যে এটি ব্যবস্থাপনার অধীন। এখন পরিবর্তনশীল পদ্ধতিও একটি পরিচালিত পদ্ধতি। অতএব, পরিবর্তনশীল পদ্ধতি গ্রহণ করেও আমরা ব্যবস্থাপনর অশুভ প্রভাব থেকে অব্যাহতি পাচ্ছি না—যা এই ব্যবস্থার প্রকৃত সর্বনাশা দিক। তদুপরি, পরিচালিত মুদ্রাব্যবস্থা একেবারে এড়িয়ে চলতে হবে, যখন পরিচলন ভার সরকারের হাতে থাকবে। যদি ব্যবস্থাপনায় ব্যাঙ্ক থাকে তবে বেঠিক পরিচালনার সুযোগ কম। অবিবেচিত প্রচলন অথবা বেঠিক পরিচালনার ফলে প্রচলকের সম্পত্তির সমূহ বিনাশ ডেকে আনতে পারে। সরকার যদি প্রচলক হয় তবে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায় কারণ সরকারি অর্থ-প্রচলন অনুমতিসাপেক্ষ এবং যে ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও ক্ষতির ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেয় না।

২. একটি নির্দিষ্ট প্রচলন ব্যবস্থা ব্যবস্থাপন দূরীকরণ ছাড়াও মুদ্রায় সোনার অধিকতর ব্যবহারের উপায় তৈরি করে। সোনার ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সোনার ক্ষয় হেতু ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে সারা বিশ্ব। সুতরাং যা কিছু সোনার ক্ষয়পূরণের ইঙ্গিতবাহী তা-ই ভাল, এবং যদি সোনার মূল্যবৃদ্ধি হয়,

তবে মুদ্রা হিসাবে সোনার ব্যবহার অধিকতর হবে। তদুপরি, বর্তমান সময়ে সোনার মিতব্যয়িতার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ পৃথিবীব্যাপী অর্থের এত বিশাল আধিক্য যে আমরা যত সোনা খরচা না করার মনোভাব থেকে মুক্ত হব, ততই মঙ্গল। এই অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে বিনিময়-মান একসময় ছিল আশীর্বাদ। আজ অভিশাপ। কিছু সময়ের জন্য একটা কাজে দিয়েছিল। ১৮৭৩ সালের থেকে স্বর্ণ-উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল এবং বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতি সত্যিই ছিল সঙ্গত। কারণ সঙ্কোচনের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থের প্রসার ঘটাতে এটা সাহায্য করেছিল, এবং এর দ্বারা আন্তর্জাতিক মূল্য-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা গিয়েছিল আর মূল্যের দ্রুত পতন রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। যদি সব দেশ যারা সোনার উপর নির্ভরশীল ছিল তারা সোনাকে মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করত, তাহলে এই পতন ছিল অনিবার্য। ১৯১০ সালের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং স্বর্ণ-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে, বিনিময় মান মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার ক্ষেত্রে দেশগুলিতে কোন সাহায্যই করতে পারে নি; বরঞ্চ মূল্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কারণে পরিণত হয়েছিল। সোনা ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অত্যধিক উৎপাদিত সোনাকে অনাবশ্যক করে তুলেছিল। যুদ্ধের সময়ে কাগজ-মুদ্রার অভূতপূর্ব মাত্রায় ব্যবহার আরো বেশি পরিমাণে সোনার মূল্য হ্রাসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। সবটাই প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল মুদ্রা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে সোনার মিতব্যয়িতার জন্য। এই পরিস্থিতিতে অধ্যাপক কান্নান-এর অভিমত উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। "অদূর ভবিষ্যতে সোনা এমন পণ্য হিসাবে পরিগণিত হবে না, যার ব্যবহারে মিতব্যয়িতা বা সঙ্কোচন প্রয়োজন হবে। গত শতাব্দীর সমাপ্তির বছরগুলিতে অনেক বেশি পরিমাণে এর উৎপাদন করা হয়েছিল যাতে এর ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা যায় এবং স্থিতিশীল মূল্য-মানে পরিণত হয়। অবশ্য এর বর্তমান অধিকারীদের আরও বেশি মজুত রাখতে ইচ্ছুক হতে হবে অথবা নতুন অধিকারীদের সোনা মজুত রাখতে আগ্রহী হতে হবে। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইউরোপের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোনার নতুন আমদানির অধিকাংশ সংগ্রহ করে নেয় এবং সাধারণ দরদামের প্রকৃতি ঊর্ধ্বগতি যা হওয়া উচিত—তা রোধ করে। যদিও যে বৃদ্ধি ঘটেছিল, তা যথেষ্ট গুরুতর ছিল।" সোনা সংগ্রহের চাহিদার এই অনুপস্থিতির পরিস্থিতিতে, পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জিনিস হল ভারত ও প্রাচ্য স্বর্ণমুদ্রার সূত্রপাত করা। স্বর্ণমুদ্রা চালু করর প্রকৃষ্ট উপায় হল পরিবর্তনশীল পদ্ধতির পরিবর্তে নির্দিষ্ট প্রচলন-পদ্ধতি গ্রহণ করা, কারণ শেষোক্ত পদ্ধতি পূর্বোক্ত পদ্ধতির চেয়ে প্রকৃত মুদ্রার ক্ষেত্রে সোনা ব্যবহারের বেশি স্থান করে দেবে।

(৫) সমস্যার সমাধানে এই হচ্ছে আমার মত। আবশ্যিকতার কারণেই আমি

স্বর্ণমান মজুত বিলোপের পক্ষপাতী। কারণ মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে স্বর্ণ-মান মজুত কোন কার্যকরী প্রয়োজনে আসে না। আরেকটি কারণে আমি মনে করি স্বর্ণ-মান-মজুত এর বিলোপ অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্বর্ণ-মান মজুতের একটি ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য আছে যথা সম্পত্তি অর্থাৎ সঞ্চিত মজুত এবং দায় অর্থাৎ টাকা (rupee) মুদ্রার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এই মজুত বৃদ্ধি পেতে পারে না। এবং এই বাস্তব কারণে টাকা মজুতের সঙ্গে বিপজ্জনক ভাবে সম্পর্কিত। মুদ্রা প্রচলন থেকে অর্জিত লাভ মজুত সৃষ্টি করে এবং উক্ত কারণেই অশুভ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই উৎপত্তির জন্যই এটাই স্বাভাবিক যে, ভাণ্ডটি বৃদ্ধি পেতে পারে কেবলমাত্র টাকা প্রচলনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে। এখন অধ্যাপক কান্নানের মন্তব্য অনুযায়ী, "প্রশাসক ও আইনবিদ্‌দের মধ্যে বেদনাদায়ক ভাবে খুবই সামান্য শতাংশ আছেন যাঁরা স্বর্ণ-বিনিময়-ব্যবস্থা বুঝতে সক্ষম। স্বর্ণ-মান ব্যবস্থা দুর্নীতি ও অজ্ঞতার জন্য বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং কোন সরল মানের একই কারণে বিকৃতির সম্ভাবনা তুলনামূলক ভাবে কম। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার ইতিহাস এই ধরনের বিকৃতির প্রমাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। এখনই আমাদের আছেন মূর্খ প্রশাসকবর্গ, যাঁরা এই ধারণায় মোহাবিষ্ট হয়ে আছেন যে, মজুত হচ্ছে খুবই আবশ্যক বস্তু এবং অন্য কোন বিবেচনা ছাড়াই শুধু মজুত বৃদ্ধি করে তাঁরা মুদ্রা প্রচলন করেছেন। দেশে নির্বোধ ব্যবসায়ীর অভাব নেই; সংখ্যায় অগুন্তি এঁর বিনিময়মানকে নিন্দা করেছেন; মুদ্রা সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনেই। শুধুমাত্র এই কারণে যে, সরকার তাঁদের মজুত ব্যবহার করতে অনুমতি দিচ্ছে না যেন ব্যবসায় প্রাণ নিয়ে আসাই মুদ্রা-মজুতের উপযুক্ত কাজ। অনুরূপভাবে আমাদের মধ্যে আছেন নির্বোধ রাজনীতিবিদরা—যাঁর নিজেদের হুনগণের বন্ধু হিসাবে বিজ্ঞাপিত করতে আগ্রহী এবং জনগণকে শিক্ষিত করার জন্য মজুত ব্যবহার করতে চান। এই ত্রয়ীর যে কোন একটি আশীর্বাদের ছদ্মবেশে সহজেই দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এবং এই সবই ঘটবে মুদ্রাব্যবস্থার নীতিগুলি সম্বন্ধে চরম অজ্ঞতা থেকে। সুতরাং বিনিময়-মান বিনাশকারী মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা অনেক ভাল হবে এবং এরই সঙ্গে বিলোপ করতে হবে স্বর্ণ-মান-মজুত যা বজায় থাকলে যে কোন দিন ঝঞ্ঝাট ঘটার উৎস কাজ করবে।

(৬) নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি ভারতীয় মুদ্রার সংস্কার করার জন্য আমার পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় :—

১। টাঁকশালগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে সরকার ও জনগণকে টাকা সরবরাহ প্রত্যাহার করতে হবে।

২। উপযুক্ত স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলন করার জন্য টাঁকশাল খুলতে হবে।

৩। স্বর্ণ-মুদ্রা ও টাকার মধ্যে একটি অনুপাত স্থির করতে হবে।

৪। টাকা সোনায় পরিবর্তন করা যাবে না এবং সোনা টাকায় বদলানো যাবে না। আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি অনুপাতে উভয়ই আইনি হিসাবে সীমা ছাড়া সঞ্চালন করতে হবে।

(৭) মুদ্রাব্যবস্থার প্রয়োজনে না লাগলে, বর্তমান যে মজুত পরিমাণ আছে—তার পরিণতি কী হবে? আমি চাই যে এটা সাধারণ রাজস্ব-উদ্বৃত্ত হিসাবে জরুরি কোন প্রয়েজনীয় জনস্বার্থে সরকার ব্যবহার করুক। কিন্তু সংশোধিত মুদ্রা ব্যবস্থায় দুর্বলতর উৎসও থাকবে যা চিহ্নিত করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ফাউলার কমিটির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আমি আমার এই বিশ্বাসে অটল যে, রুপি-মুদ্রা একবার কার্যকরীরূপে নিয়ন্ত্রিত কর হলে, মজুত রাখার প্রয়োজন ছাড়াই এটি এর মূল্য বজায় রাখতে পারবে। বর্তমান রুপি-মুদ্রার পরিমাণ এত বেশি যে যখন বাণিজ্যে মন্দা ঘটবে তখন এটা উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে এবং এর মূল্যের অত্যধিক হ্রাসের কারণরূপে দেখা দেবে। এই ধরনের পরিণতির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে আমি প্রস্তাব করছি যে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে টাকার প্রচলন কমিয়ে ফেলুক স্বর্ণ-মান-মজুতের অংশবিশেষ ব্যবহার করে; যাতে প্রচণ্ড মন্দার সময়েও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে। পত্র-মুদ্রা-মজুত এর বিশেষ গঠন মুদ্রা ব্যবস্থায় দুর্বলতার দ্বিতীয় উৎস। "created securities" যাকে বলা হয়—এতেই নিহিত থাকে ঐ দুর্বলতা। পত্রমুদ্রা মজুতের এই অংশের যথাসম্ভব শীঘ্র বিলোপের আমি পক্ষপাতী। এটা না করা হলে পত্রমুদ্রাকে নিরাপত্তার সঙ্গে নমনীয় করা যাবে না। সুতরাং আমি সুপারিশ করছি যে স্বর্ণমান মজুতের অবশিষ্টাংশ পত্রমুদ্রা মজুতের "created securities" বাতিল করার জন্য ব্যবহার করা হোক।

(৮) পরিবর্তনের প্রকৃতি ও রূপের সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করার পর, আমি পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবো, যথা 'রুপি ও সোনার অনুপাত'। যুদ্ধের ফলে স্বর্ণমান অধিকারী একটি দেশও প্রাক্-যুদ্ধকালীন স্বর্ণ-সমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। এদের মধ্যে কয়েকটি এত বিশাল মাত্রায় ভুল করেছে যে, কোন রকম নিশ্চয়তা নিয়ে 'সমতা' অভিমুখী হওয়া এখন অনেকেরই ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু যতই অসম্ভব ও অবিবেচনাপ্রসূত কাজ হোক ন কেন, প্রাক্-যুদ্ধকালীন সমতায় ফিরে যাওয়ার নাছোড়বান্দা আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন। এটাই হল ভারতের সঙ্গে অন্য দেশের পার্থক্য। অন্য দেশগুলি এখনও প্রাক্-যুদ্ধকালীন সমতায় পৌছতে পারেনি

কিন্তু ভারত ইতিমধ্যেই সেই সমতার মাত্রা ছাড়িয়ে চলে গেছে। এই ভিন্নতার জন্য অন্য দেশগুলির ও ভারতের সমস্যা ভিন্নতর। মুদ্রার স্ফীতি হ্রাস করা যথা মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি করা; অন্য কথায় দরদামের নিম্নগতি সূচিত করা ইউরোপীয় দেশগুলি এটাই হচ্ছে সমস্যা। মুদ্রা স্ফীত করা, যথা মুদ্রার মূল্যহ্রাস করা। অন্য কথায় দরদামের ঊর্ধ্বগতি, এটা ভারতের সমস্যা। এর অর্থ হল 1s 6d সোনা থেকে 1s 4d-তে পরিবর্তন, অন্য কিছুই নয়। মুদ্রা স্ফীত করে প্রাক্-যুদ্ধকালীন সমতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত কী? প্রাক্-যুদ্ধকলীন সমতা পুনঃরক্ষিত করা হলে ন্যায় করা হবে এবং পুরোন দরদামের স্তর—যার সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত—তা আমরা ফিরে পাব। এই ধারণার বশবর্তী কিছু লোক আছেন। কিন্তু এই মতগুলিই প্রতারণাপূর্ণ। প্রথমত, প্রাক্-যুদ্ধকালীন সমতা পুনঃপ্রবর্তন করার অর্থ এই নয় যে প্রাক্-যুদ্ধকালীন মূল্যস্তরের পুনঃপ্রবর্তন। কারণ এটা মনে রাখতে হবে যে ১৯২৫ সালের 1s 6d সোনা আর ১৯১৪ সালের 1s 6d সোনা এক জিনিস নয়, যদি ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে বিচার করা হয়। বিনিময়ের একই অনুপাত অপরিহার্যরূপে একই মূল্যস্তরের সমান—একথা বলা যায় না। দুই প্রকারের মুদ্রার পরিমাণে বিরাট পরিবর্তন ঘটলেও এদের মধ্যেকার অনুপাত একই থাকতে পারে যদি পরিমাণের হেরফের সমান এবং একই ধরনের হয়। এই পুনঃপ্রবর্তন যদি কেবলমাত্র নামেই হয়, তাহলে ঠিক এই ফলই পাওয়া যাবে। প্রাক্-যুদ্ধকালীন সমতা পুনঃপ্রবর্তন আর প্রাক্-যুদ্ধকালীন মূল্যস্তর পুনঃপ্রবর্তন যদি সমার্থক করতে হয়, তাহলে অনুপাত 1s 6d থেকে কমিয়ে 1s 4d-র দিকে কমিয়ে আনার পরিবর্তে 2s সোনার দিকে বর্ধিত করতে হবে। অন্য কথায়, মুদ্রাস্ফীতির পরিবর্তে মুদ্রার আরও সংকোচন করতেই হবে। দ্বিতীয়ত প্রাক্-যুদ্ধকালীন সমতা পুনঃপ্রবর্তন নামমাত্র করাও হবে বেঠিক। মুলতুবি পেমেন্ট অনুযায়ী একটি মুদ্রার আর্থিক চুক্তিতে অস্থির করা উচিত নয়। যুদ্ধের আগে, ১৯১৪ সালে যদি সমস্ত বর্তমান স্বর্ণ চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে আদর্শ ন্যায় স্পষ্টত চাইবে প্রাক্-যুদ্ধকালীন অনুপাতের পুনঃপ্রবর্তন। অপরদিকে সমস্ত চুক্তি যদি ১৯২৫ সালে হয়ে থাকে, তবে ন্যায়ের প্রয়োজনে ১৯২৫ সালের অনুপাত বজায় রাখতে হবে। এই সম্পর্কে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। পূর্ববর্তী হ্রাস ও বৃদ্ধিগুলির প্রতিটি স্তরে সংঘটিত চুক্তিগুলি বর্তমান চুক্তিসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেকটির প্রতি সুবিচার করতে গেলে পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি বিবেচনা করতে হবে—জটিলতা ও বিশালতার জন্য যে কাজ করা অসম্ভব। নিঃসন্দেহে

বর্তমান চুক্তিগুলি বিভিন্ন সময়ের। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই অতি সাম্প্রতিক এবং সম্ভবত এক বছরের বেশি পুরনো নয়; সুতরাং একথা বলা যায় যে সমস্ত চুক্তিবদ্ধ দায়বদ্ধতার ভারকেন্দ্র সর্বদাই বর্তমানের নিকটবর্তী। এই দুইটি সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম সমাধান হল 1s 6d ও 1s 4d-র মধ্যে একটি গড় আনা এবং এটা নিশ্চিত করা যে এই গড় 1s 6d-র কাছাকাছি এবং 1s 4d হতে দূরবর্তী হয়। অধ্যাপক ফিশারের বক্তব্যর অধিকাংশই এর মধ্যে প্রতিফলিত, টাকার সঠিক মান-এর সমস্যা প্রত্যাশা করে পশ্চাদ্‌বর্তিতা ব্যতিরেকে। এখনকার চালু ব্যবস্থা গ্রহণ করেই তার চর্চা শুরু হয়; যুদ্ধের আগের কোন কাল্পনিক সমতা নিয়ে নয়। সেক্ষেত্রে কেউ অবশ্য আদি রৌপ্যপাউন্ড পুনঃপ্রবর্তন বা গ্রিস ও রোমের অর্থ-মানে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে পারেন। সংক্ষেপে, মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে বাস্তবই হচ্ছে স্বাভাবিক, সুতরাং ন্যায়সঙ্গত।

(৯) বাণিজ্য ও শিল্পের উপর টাকার উর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির প্রভাব বিশ্লেষণ করার সময় প্রায়শঃই একটি বিষয় উল্লেখ করা হয় যে, বিনিময় হার কম হলে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত লাভ হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল। যদি ধরে নেওয়া হয় যে কম বিনিময় লাভ সৃষ্টি করে তাহলে কখন এই লাভ হয়? রপ্তানি বাণিজ্যে এই লাভ হয়—এটা ব্যবসায়ীরা তুলে ধরেন এবং বহু লোক অন্ধের মত এটাই বিশ্বাস করেন। এবং এ কথা বলতেই হয় যে এটা সাধারণ বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, নিম্ন বিনিময় হার সমগ্র জাতির লাভের উৎস। এখন যদি বোঝা যায় যে, নিম্ন বিনিময় হার মানে উচ্চ অভ্যন্তরীণ দরদাম, মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এই লাভ জাতির পক্ষে বাইরে থেকে আসা লাভ নয়—এটা হচ্ছে দেশের এক শ্রেণীকে বঞ্চিত করে অন্য শ্রেণীর লাভ। গরিব শ্রমজীবী শ্রেণী যাঁরা নিপীড়িত হন। ব্যবসায়ী শ্রেণীর ধনিকদের তাঁরা উপঢৌকন দিতে বাধ্য হন। দরিদ্রের কাছ থেকে ধনিকদের সম্পদের এই হস্তান্তর কখনই দেশের স্বার্থ হতে পারে না। অতএব আমি তীব্রভাবে উচ্চমূল্য ও নিম্ন বিনিময় হারের বিরোধিতা করি এবং কোন ন্যায়পরায়ণ সরকার কখনই দেশের দরিদ্র শ্রেণীগুলির পকেট মারার গুপ্ত শরিক হতে পারে না।

(১০) ভারতে টাকার বাজারে মরশুমি অর্থের ব্যবস্থা করার প্রশ্নটিতে আমি এবার আসছি। একটি মুদ্রা ব্যবস্থা হওয়া উচিত সুস্থিত ও নমনীয় এবং অন্য কোন কারণের চেয়ে, এই কারণেই বহু দেশে মুদ্রা ধাতুর ও কাগজের তৈরি করা হয়।

প্রথমটি দেয় ঋজুতা ও সুস্থিতি এবং পরেরটি দেয় নমনীয়তা। দুর্ভাগ্যবশত ভারতে কাগজের মুদ্রা নমনীয়তা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয় নি। ইংল্যান্ডে একই ধরনের কাগজের মুদ্রার অনমনীয়তাজনিত ক্ষতির পূরণ করা হয় সঞ্চিত মুদ্রার বিকাশ ঘটিয়ে যা দেওয়া হল সঠিক বাণিজ্যিক পত্রের বিনিময়ে। নানাবিধ কারণে, সঞ্চিত মুদ্রা ভারতে শিকড় গড়তে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই কারণে ভারতের কাগজ-মুদ্রার অনমনীয়তা লাঘব কর সম্ভব হয় নি। সুতরাং আমদের কাগজ-মুদ্রার সঞ্চয়ের জন্য আরো ব্যবস্থা করতে হবে যার দ্বারা সঠিক বাণিজ্যিক পত্রকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। এটাই মরশুমি চাহিদার প্রয়োজনে সবচেয়ে কার্যকরী হবে।

২

সাক্ষীদের মধ্যে প্রচারিত কমিশনের স্মারকলিপি[1]

উল্লেখিত শর্তাবলি অনুযায়ী 'ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ'—এর উপর গঠিত কমিশনের কাছে বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত প্রধান প্রশ্নগুলি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী সাক্ষীদের তাঁদের সাক্ষ্য প্রস্তুতার্থে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে এই প্রকাশনা। এই স্মারকলিপিটিকে বিষয়গত ভাবে সামগ্রিক বলে গণ্য করা ঠিক হবে না। এটাও কাম্য নয় যে সাক্ষীদের প্রত্যেকেই সমস্ত উত্থাপিত প্রশ্নের আলোচনা করার চেষ্টা করবেন :—

১) ভারতীয় মুদ্রা ও বিনিময় হারের সমস্যাগুলি টাকার সুস্থিতিকরণ বা অন্য কোন পন্থায় সমাধানের উপযুক্ত সময় হয়েছে কি না?

বৈদেশিক মুদ্রা ও অভ্যন্তরীণ মুদ্রার সুস্থিতির তুলনামূলক গুরুত্ব কতটা?

টাকার ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির পরিণতি কি কি? সুস্থিত উচ্চমূল্যের টাকা অথবা নিম্নমূল্যের টাকার বাণিজ্য শিল্প (কৃষি সহ) ও জাতীয় অর্থের উপর প্রভাব কি কি?

২) যদি আদৌ টাকা সুস্থিত করা হয়, তাহলে কোন মান ও হারের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকবে?

সুস্থিতি প্রশ্নে কোন বিবেচনা প্রয়োগ করা উচিত হবে?

৩) যদি নির্দিষ্ট হার বস্তুগতভাবে বর্তমান হারের থেকে ভিন্ন হয় তবে কিভাবে পরিবর্তন অর্জিত হবে?

৪) নির্ধারিত টাকার হার বজায় রাখার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

যুদ্ধের আগে প্রচলিত স্বর্ণ-বিনিময় মান বজায় রাখা হবে কি এবং কোন পরিবর্তন করা হবে কি?

স্বর্ণমান-মজুতের গঠন, পরিমাপ, স্থান এবং প্রয়োগ কি হওয়া উচিত?

---

১. ভারতীয় মুদ্রা অর্থের রাজকীয় কমিশনের রিপোর্ট, তৃতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট ৯৫ ক, পৃঃ ৬১২।

৫) টাকা প্রচলনের অধিকার কাকে দেওয়া হবে এবং কোন নীতির ভিত্তিতে? নিয়ন্ত্রণ অথবা ব্যবস্থাপনা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইন্ডিয়া-য় স্থানান্তরিত করা হবে কি? এবং যদি তা হয়, তাহলে স্থানান্তরের সাধারণ শর্তগুলি কি হবে?

৬) ভারতে স্বর্ণমুদ্রা তৈরি এবং মুদ্রা হিসাবে সোনার ব্যবহার-এর কি নীতি হওয়া উচিত?

টাকার পরিবর্তে সোনা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত কি?

৭) ভারত সরকারের মুদ্রা প্রেরণের কাজ কি পদ্ধতিতে করা উচিত?

এই কাজ কি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনায় হবে?

৮) মুদ্রার মরশুমি চাহিদা মেটানোর জন্য আরো কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, অধিকতর নমনীয়তা অর্জন করার জন্য?

হুন্ডির পরিবর্তে মুদ্রার প্রচলন করা উচিত হবে কি? যদি তা করা হয়, তাহলে তার উপর কি কি শর্ত আরোপ করা যেতে পারে?

৯) রুপো ক্রয় করার জন্য বর্তমান পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করা উচিত হবে কি?

দ্রষ্টব্য :— ভারতের সাক্ষীদের মধ্যে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলি সঞ্চালন করা হয়। ভারতে গৃহীত মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্যের ফলে আলোচিত বিবিধ বিষয়গুলি বোধগম্য হয়ে ওঠে। এবং সেই অনুসারে সংশ্লিষ্ট স্মারকলিপিটি এবং 'চেয়ারম্যানের জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন' এর তালিকা সাক্ষীদের জ্ঞাতার্থে প্রস্তুত করা হয়।

৩

সাক্ষ্য[১]

১৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক রাজকীয় কমিশনের সমীপে ড. বি. আর. আম্বেদকর, ব্যারিস্টার-অ্যাট্-ল ও পরীক্ষিত।

৬০৪৭. (চেয়ারম্যান) ড. আম্বেদকর, আপনি একজন ব্যারিস্টার-অ্যাট্-ল এবং আপনি দয়াপরবশ হয়ে কমিশনের সমীপে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত সুপরিশসহ একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। আমার মনে হয় ইন্‌স্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিকল সায়েন্স আপনাকে প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন? —হ্যাঁ, মহাশয়।

৬০৪৯. আমার মনে হয়, এই প্রশ্নগুলির আপনি একজন ঘনিষ্ঠ শিক্ষার্থী?—দুবছর আগে আমি তাই ছিলাম কিন্তু বর্তমানে ওকালতিতে যুক্ত থাকায় আমি মুদ্রাব্যবস্থার অতি সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে সক্ষম হইনি। এই কারণে, সম্ভবত আমার দেয়া তথ্য ও সংখ্যাগুলি কিছুটা পুরোনো; কিন্তু, আমার ধারণা, তত্ত্বগতভাবে বিষয়টির যে কোন দিক-এর সম্মুখীন হতে পারব।

৬০৫০. আপনি একজন রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ছাত্র?—আমি সিডেনহ্যাম কলেজ অব্ সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলাম দুই বছরের জন্য। আমি টাকার সমস্যার উপর একটি বই লিখেছি।

৬০৫১. আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক। কতিপয় ব্যক্তির অবদান, যেগুলি আপনি স্মারকলিপিতে বিষয়ীভুক্ত করেছেন, সেইগুলি বিশদ ও স্পষ্ট করার জন্য এই প্রশ্ন করা প্রয়োজন। আপনার মন্তব্যের অনুচ্ছেদ ২-এর অন্তর্ভুক্ত উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এ যে বক্তব্যটি আছে: 'সঞ্চালিত সোনার মুল্যের বিশালতার জন্য একটি নিখুঁত স্বর্ণমান স্থিতিশীল থাকে',ইত্যাদি। এই বিষয়ে 'একটি নিখুঁত স্বর্ণমান' হিসাবে আপনি কী উল্লেখ করতে চাইছেন?—একটি নিখুঁত স্বর্ণমানের অর্থ হল মূল্যমান হিসাবে একটি স্বর্ণমুদ্রাব্যবস্থা।

৬০৫২. একটি মুদ্রা যাতে সোনা থাকে?—মূলত।

ভারতীয় মুদ্রা ও অর্থের রাজকীয় কমিশনের রিপোর্ট, চতুর্থ খণ্ড সাক্ষ্যের সময়পঞ্জি, পৃ: ৩১৩-২২।

৬০৫৩. নমুনাস্বরূপ অন্য কোন ধরনের মুদ্রারও ব্যবস্থা করা?—নমুনা মুদ্রার কিছু অন্য রূপ, হ্যাঁ।

৬০৫৪. অভিজ্ঞতাপ্রসূত আপনার মতামত অনুযায়ী, আপনি কি উদাহরণস্বরূপ কোন দেশের কথা উল্লেখ করতে পারেন যেখানে সঞ্চালনের একটি বড় অংশ হল স্বর্ণমুদ্রা এবং ঐ দেশে স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসৃত হয়? —আমি জার্মানির কথা উল্লেখ করতে পারি; মুদ্রা সঞ্চয়নের ব্যবস্থা বাদ দিলে, ইংল্যান্ডকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৬০৫৫. আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই সঞ্চালন-মাধ্যমের প্রকৃত অংশটি, যাতে সোনার ব্যবহার আছে, তা তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র। —আমি কি একটা কথা বলতে পারি। এখানে যে বিষয়টির উপর নতুন সংযোজকগুলি বর্তমান সঞ্চালনের পরিমাণের তুলনায় এত স্বল্প যে নতুন সরবরাহ মূল্যস্তরের বিশেষ পার্থক্য ঘটাতে পারে না। উক্ত অনুচ্ছেদে প্রকৃতপক্ষে এটাই বলতে চেয়েছি। কিন্তু যদি আপনার একটি মুদ্রাব্যবস্থা থাকে যার নিয়ন্ত্রণ মুদ্রা-প্রচলকের ইচ্ছাধীন, সেক্ষেত্রে প্রচলক বর্তমান সঞ্চয়ের নতুন সংযোজন করতে পারেন এবং এর পরিমাণ এত হতে পারে যে, যাতে একদা প্রতিষ্ঠিত মূল্যস্তরে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

৬০৫৬. আমি ধরে নিচ্ছি উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিত হলো মুদ্রা প্রচলনের বৃদ্ধি যা নিয়মিত সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে? —না, স্বর্ণ-জোগানের নব সংযোজন বলতে আমি শুধু খনির উৎপাদনের কথাই বলছি।

৬০৫৭. এরপর, পৃথিবীতে সোনার পরিমাণে বাৎসরিক সংযোজন খুবই কম, —এই বিষয়ে আপনি চর্চা করেছেন? —এই সংযোজন মূল্যস্তরে গণ্য করার মত অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে না।

৬০৫৮. মুদ্রার যে কোন রূপ, যেখানে অভ্যন্তরীণ একক সোনার স্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত, কীভাবে তার মধ্যে নির্দিষ্ট করতে পারে? —আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

৬০৫৯. পৃথিবীর সোনার সরবরাহে স্বল্প পরিমাণ বাৎসরিক সংযোজন, যা আপনি উল্লেখ করেছেন, এই ব্যাপারে যথা স্বর্ণসঞ্চালনের ভিত্তিতে মুদ্রার প্রচলন এবং স্বর্ণমানের ভিত্তিতে প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে স্থিতির বিষয়টিতে কীভাবে নির্দিষ্টকরণে কাজ করবে? এটিই আপনার অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশ? —ওখানে আমার বক্তব্য হল যে যদি আপনার মুদ্রার প্রচলন সম্পূর্ণভাবে প্রচলকের ইচ্ছার উপর নির্ভর

করে, তবে সে বর্তমান মজুতে এত পরিমাণে মুদ্রা সংযোজন করতে পারে যে তাতে সে মূল্যস্তরকে বস্তুগতভাবে অস্থির করে তুলতে পারে। তাকে এই কাজে বাধা দেবার কিছুই নেই। ব্যাখ্যা করার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি: ধরা যাক একটি সরকার দেউলিয়া এবং তার কিছু বিভাগকে আর্থিক সহায়তা দিতে চায়। সহজেই যে কোন পরিমাণে নিদর্শন মুদ্রা প্রচলন করতে পারে এই সরকার এবং বর্তমান মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। যে ভাবে প্রায় সব যুদ্ধরত সরকার করেছে।

৬০৬০. এবার ধরা যাক একটি দেশ যেখানে মুদ্রা ব্যবস্থায় কিছু পরিমাণে সোনা চালু আছে, এর সঙ্গে আছে নোটের (কাগজের মুদ্রা) প্রচলন, এটি হচ্ছে একটি প্রস্তাব, আমি বুঝতে পারছি কোন বিষয় অভিমুখে আপনি অগ্রসর হচ্ছেন? —হ্যাঁ, এক প্রকার।

৬০৬১. এবং অপরদিকে, একটি মুদ্রাব্যবস্থা যার ভিত্তি হল স্বর্ণ-বিনিময়-মান। এই বিষয়ে কমিশনকে সাহায্য করার জন্য আপনি আপনার সুপারিশ ব্যাখ্যা করবেন কী? কেন প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বেশি অসম্ভব হয়ে পড়ে যখন আপনার আছে সোনার প্রচলন তার তুলনায় যখন আপনার থাকে বিশুদ্ধ বিনিময় মান? —এটা এই রকম; এটা ঘটনা যে কাগজের মুদ্রা সোনায় রূপান্তরিত করার দায়বদ্ধতা আছে যদি এই মুদ্রা স্বর্ণপ্রচলনের আয়ত্তাধীন থাকে যেখানে কাগজ মুদ্রার প্রচলন একটি উপায় যার দ্বারা কাগজের মুদ্রাকে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু স্বর্ণ-বিনিময়-মান-এর ক্ষেত্রে, যেমন ভারতে, প্রচলন-মাধ্যমকে সোনায় রূপান্তরিত করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, আপনি যত খুশি নোট ছাড়তে পারেন।

৬০৬২. ধরুন (আমি ধরে নিয়েই শুরু করছি), যে আপনি এই দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যেখানে বিনিময় মানের অধীন আপনার অভ্যন্তরীণ মুদ্রা প্রচলনকে সোনায় রূপান্তরিত করতে হবে অথবা করতে হবে সমপরিমাণ সোনার মূল্য বিদেশি মুদ্রায়। সেক্ষেত্রে আপনার মতে, দুটি ব্যবস্থা কি একই অবস্থায় থাকবে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার ব্যাপারে? —তা নির্ভর করবে কী ধরনের রূপান্তর আপনি গ্রহণ করবেন।

৬০৬৩. ধরুন মুদ্রা প্রচলনের কর্তৃত্ব আমি স্বীকার করছি। যে ধরনেরই হোক, এই কর্তৃত্বে আইনগত দায়বদ্ধতা হল অভ্যন্তরীণ মুদ্রা সোনায় রূপান্তরিত করতে হবে যখনই এই দাবি করা হবে অথবা স্বর্ণমান-স্বীকৃত দেশের বিদেশি মুদ্রায় সোনা পাওয়া যাবে এমন কোন উপায়ে? —যদি আপনার এই দায়বদ্ধতা থাকে যে

যখনই মূল্যজ্ঞাপনপত্র দাখিল করা হবে, তখনই আপনাকে এই মূল্য সোনায় ফেরত দিতে হবে কোন রকম প্রশ্ন না করেই, তখন এটাই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। আমি যদি একথা বলি, তখন আমি বোঝাতে চাই যে রূপান্তর পদ্ধতি হচ্ছে বিবেকের মত এবং বিভিন্ন মাত্রায় থাকতে পারে এবং মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করায় এর যোগ্যতা নির্ভর করবে আপনার কি ধরনের পরিবর্তনশীলতা আছে তার ওপর। আপনার পরিবর্তনশীলতা যদি কেবলমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার জন্যই হয়, সেক্ষেত্রে আমার স্বীকারোক্তি এই যে ঐ পদ্ধতি মুদ্রা প্রচলনের উপর প্রয়োজনীয় সীমা হিসাবে কাজ করবে না।

৬০৬৪. যদি বাধ্যবাধকতা এইরূপ হয় যা আপনি উল্লেখ করলেন অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ মুদ্রা পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক দায় মেটানো; হয় সোনায় অথবা সোনার উপর ভিত্তিশীল বিদেশি মুদ্রায়; আপনার মতে এই ধরনের বাধ্যবাধকতা মুদ্রা প্রচলনের স্ফীতির বিপদ, যা আমরা আলোচনা করছি সেই বিপদ প্রতিহত করার জন্য যথাযথ উপায় নয়, কেন? —কারণ, বিদেশি মুদ্রা অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির ইঙ্গিতবাহী এমনটি নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে, এবং আমি মনে করি অধ্যাপক কেইনস্ দেখিয়েছেন যে, যদিও টাকা 1s 4d অনুপাতে দীর্ঘসময় ধরে ছিল, তা সত্ত্বেও ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মূল্যস্তরের খুবই প্রভেদ ছিল। একটি দেশের সামগ্রিক মূল্যস্তরের সঙ্গে বিদেশি মুদ্রা সম্পূর্ণ সম্প্রীতি বজায় রাখবে—এ কথা বলা যায় না। সেই সমস্ত জিনিস যেগুলি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, বিদেশি মুদ্রা কেবলমাত্র ঐগুলিকেই আঘাত করে এবং সবকিছুই প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে পরিমাণ আর যে সমস্ত সামগ্রী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে ও যেগুলি প্রবেশ করে না— তাদের অনুপাতের উপর। যদি দেশটির অবস্থান এমন হয় যে এর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বহির্বাণিজ্যের চেয়ে অনেক বেশি হয়, বস্তুত যদি এর বহির্বাণিজ্য নাম মাত্র হয়।

৬০৬৫. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বহির্বাণিজ্যের চেয়ে অনেক বেশি বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?—আমি বলতে চাই যে সমস্ত দ্রব্য বা দেশের সমস্ত কারবার বহির্বাণিজ্যের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, একটি দেশের বহির্বাণিজ্য খুবই কম হতে পারে এবং ফলত বহির্বাণিজ্যের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যায়ন, বহির্বানিজ্য-বহির্ভূত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যায়নকে প্রভাবান্বিত নাও করতে পারে। এদের মধ্যেকার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নাও হতে পারে।

৬০৬৬. প্রশ্নটিকে কিছুটা সাধারণরূপ দেওয়া যাক এবং এইভাবে রাখা যাক। নোট ও সোনা প্রচলন সহ আপনার কী স্বর্ণমান আছে অথবা বিনিময়মান আছে যার দ্বারা অভ্যন্তরীণ মুদ্রা বিদেশি মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়? অভ্যন্তরীণ মুদ্রার পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি সঞ্চয় ও বকেয়া অভ্যন্তরীণ নিদর্শন মুদ্রার মধ্যেকার কোন অনুপাতের দ্বারা? এবং ঐ যথোচিত সম্পর্ক সুনিশ্চিত করা সহজ কী না একটি ক্ষেত্র অপেক্ষা অন্য ক্ষেত্র?— আমি চিন্তাভাবনা করছিলাম অধিকাংশ দরকার নিয়ে— বিনিময় অনুপাত অপেক্ষা। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, দুইটি মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-অনুপাত একই থাকতে পারে এবং তা সত্ত্বেও দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ভিন্ন হতে পারে।

৬০৬৭. কোন দুটি দেশ?—যে কোন দুটি দেশ। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যান্ড ও ভারতকে ধরা যেতে পারে; সোনা ও রুপির অথবা স্টার্লিং-এর অনুপাত যেখানে রুপি স্টার্লিংকে সোনার সমকক্ষ ধরে নিচ্ছে, তাদের অনুপাত এক হতেই পারে; বস্তুত দীর্ঘকাল ধরে একই ছিল, কিন্তু দুটি দেশের মূল্যস্তরকে বিবেচনায় নিয়ে এলে দেখা যাবে যে তারা পৃথক ছিল। যদিও আমি মানছি যে, কিছুকাল পরে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর নিজেকে জাহির করবে এবং বিদেশি বিনিময়কে নিজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করবে।

৬০৬৮. আমি মনে করি আপনি প্রকৃত বিষয় থেকে একটু বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন যদিও নিঃসন্দেহে আপনি যে, বিষয়গুলি উল্লেখ করছেন সেগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। এখন প্রশ্নটি আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনা করা যাক। বস্তুত আমরা যদি সেইসব দেশগুলি বিবেচনা করি যেখানে একটি মুদ্রাব্যবস্থা আছে আপনি যা সুপারিশ করেছিলেন তার অধিক কাছাকাছি ভারত যা আজ অবধি দেখেছে তার চেয়ে, সেই সব দেশগুলিতে প্রয়োজনে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাতে তারা সামান্যতম অসুবিধা বোধ করেছে কী?—যুদ্ধের সময় স্বর্ণমানবিশিষ্ট দেশগুলিতে কী ঘটেছিল? সেই উদাহরণ তুলে ধরতে দিন। না, আমি যা বলছি, সোনা নিজেই মুদ্রাস্ফীতির মুখে পড়তে পারে। যা আমরা আমেরিকাতেই দেখেছি। বিশাল পরিমাণ সোনার প্রচলনের জন্য আমেরিকায় দেখা দিয়েছিল মুদ্রাস্ফীতি, আমি কী বক্তব্যটা এইভাবে রাখতে পারি? যে বিদেশি মুদ্রার জন্য পরিবর্তনশীলতা যথেষ্ট নয় এবং এই কথাটাই আমি বোঝাতে চাইছি। পরিবর্তনশীলতকে যদি কার্যকরী করতে হয় তবে সেটা প্রশ্নাতীত হতে হবে, সর্ব উদ্দেশ্যেই পরিবর্তনশীল হতে হবে। যদিও আমি একথা বলছি, তবুও আমি পরিবর্তনশীল মুদ্রার পক্ষপাতী নই, আমার স্মারকলিপিতেই তা আপনারা দেখতে পাবেন।

৬০৬৯. পরিবর্তনশীলতাকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিবর্তনশীলতা হিসাবে বিশ্লেষণ করার জন্য সম্ভবত কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। যেটা আবশ্যিক নয় কি, একটি যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে, এখন যখন সোনা আরও একবার আন্তর্জাতিক পেমেন্টব্যবস্থারূপে গৃহীত হয়েছে; অভ্যন্তরীণ মুদ্রার একক নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্যের সঙ্গে স্থিতিশীলভাবে সম্পর্কিত হবে?—আমি এই বক্তব্য ঠিক গ্রহণ করতে পারছি না; আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে এটা স্থিতিশীল হতে পারে, অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে তা নাও হতে পারে।

৬০৭০. আমি মনে করি না, আমি আমার প্রশ্নটি খুব স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছি। আমি বুঝতে পারছি যে আপনি আপনার সুপারিশগুলিতে আকাঙ্ক্ষা করেছেন যে দেশীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত মুদ্রার একক স্থিতিশীলভাবে স্বর্ণমূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকা উচিত? —আমি সোনা ব্যবহারের বেশি পক্ষপাতী। বর্তমান পরিস্থিতিতে সোনার মিতব্যয়িতার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থার আমি বিরোধী। কারণ, আমি মনে করি যে সোনার মিতব্যয়িতা মূল্যের নিরাপত্তার সঙ্গে বেমানান। আমার দৃষ্টিকোণ অন্যান্য মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদা হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি কিঞ্চিৎ বর্বরোচিত।

৬০৭১. একেবারেই না। আপনার সত্যকার অভিপ্রায় কী পরীক্ষা করে দেখা যাক। আপনার মতে একটি দেশের মুদ্রাপ্রচলনের সংগঠনে কোন্ আদর্শ অর্জন করা উচিত? এটা নয় যে অভ্যন্তরীণ মুদ্রার একক সোনার সঙ্গে সম্পর্কে স্থিতিশীল থাকবে?—হ্যাঁ, অবশ্যই এটা স্থিতিশীল হওয়া উচিত তবে সোনার সঙ্গে সম্পর্কে নয় কিন্তু পণ্যদ্রব্যের অনুসারে।

৬০৭২. আপনি কোন পদ্ধতি সুপারিশ করছেন যার দ্বারা ভারতের অভ্যন্তরীণ মুদ্রা স্থিতিশীল হওয়া উচিত, যথা, কিসের নিরিখে এবং দ্বিতীয়ত, কোন পদ্ধতিসমূহ দ্বারা?—পণ্যদ্রব্যের ভিত্তিতে অধিক স্থিতিশীল হওয়া উচিত সোনার তুলনায়, যা কিনা কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়। এবং আমি বলতে চাই যে তা করা উচিত রুপির মুদ্রায়ন একেবারে বন্ধ করে এবং সোনা ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে।

৬০৭৩. যদি আমরা অভ্যন্তরীণ মুদ্রার জন্য উল্লিখিত মান হিসবে সোনা পরিত্যাগ করি, তাহলে অন্য কোন্ মান এই বিষয়ে আমর গ্রহণ করতে পারি?—সেটি আমি এখানে দিয়েছি। আমরা হয় অধ্যাপক ফিশারের ক্ষতিপূরক মান অথবা অধ্যাপক জেবন্সের সারণি-মান গ্রহণ করতে পারি। আমরা যদি সোনার ব্যবহার না করতে চাই এবং সোনার মিতব্যয়িতা চাই, তবে আমার নিবেদন এই যে আপনারা ঐ

দুইটির যে কোন একটি নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন।

৬০৭৪. অধ্যাপক ফিশারের 'মান' সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে অবহিত—এ কথা আমি বলতে পারি না, কিন্তু এইগুলি উভয়ই কী একই ধরনের প্রস্তাবনা?—অধ্যাপক ফিশারের ক্ষতিপূরক, ব্যতিরেকে প্রস্তাবগুলি একই প্রকারের। এইগুলি, প্রকৃতপক্ষে, আমি কী বলব, আমি বলতে চাই যে, একই পদকের দুটি দিক। অধ্যাপক ফিশার, উদাহরণস্বরূপ, স্বর্ণ-এককের ধাতুটি একটি সূচিত সংখ্যা অনুযায়ী পরিবর্তন করবেন এবং অধ্যাপক জেভন্স্ একটি সূচিত সংখ্যা অনুযায়ী বেশি অথবা কম একক দেবার অনুমতি দেবেন। কিন্তু আমি মনে করি ঐ দুইটি খুবই জটিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, সমস্ত বাস্তবিক ক্ষেত্রে স্বর্ণমানই যথেষ্ট।

৬০৭৫. যা বাস্তবে সম্ভব তাতে ফিরে এসে আপনার মতামত হল, ভারতের মুদ্রা এককের মূল্য নির্ধারণ করা উচিত কিছু পরিমাণ সোনার নিরিখে?—না, আমার নিবেদন হল ভারতের মুদ্রায় সোনা থাকা উচিত। কেবলমাত্র মানব-একক হিসাবে সোনা কাজ করা উচিত নয়।

৬০৭৬. ওখান থেকে সরে এসে আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন আমি করতে চাই। আপনি যে মতামত দিয়েছেন, এখন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব—আপনার মতামত যা আপনার স্মরণিকার ৪নং অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ (২)-এ উত্তমরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে আপনি বলছেন: "সোনার অবমূল্যায়নের জন্য সারা পৃথিবী ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির প্রকোপে পীড়িত হচ্ছে। সুতরাং কোন কিছুই যা সোনার মূল্যবৃদ্ধি করবে তা ভালোর দিকে নিয়ে যাবে; সোনার মূল্যবৃদ্ধি যদি করতে হয় তবে মুদ্রা হিসাবে সোনার ব্যবহার বেশি মাত্রায় করতে হবে।" আমি যদি এই অভিমতের সঠিক ক্ষমতাটি বুঝে থাকি তবে তা হল যে স্বর্ণবিনিময় মান সোনার ব্যবহারে মিতব্যয়িতা নিয়ে আসে এবং এখন যেটা বিচক্ষণ ও বিধেয় তা নয় যে সোনর ব্যবহারে মিতব্যয়িতা আনতে হবে; এবং সুতরাং স্বর্ণবিনিময় মান ভাল নয়?—হ্যাঁ।

৬০৭৭. এবং আপনি যে মত ব্যক্ত করেছেন বিশ্বে সোনার চাহিদা ও যোগানের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে, এটি তারই উপর ভিত্তি করে আছে?—হ্যাঁ।

৬০৭৮. আপনি এই মত পোষণ করেছেন যে সোনার ভবিষ্যৎ যোগান বৃদ্ধি পেতে পারে চাহিদার সঙ্গে যোগসূত্র রেখে?—না, বৃদ্ধি নয়; সোনা বেশি পরিমাণে থাকবে কারণ অন্য লোকেরা সোনা ব্যবহার করে না, তারা কাগজ ব্যবহার করে। তারা সোনা ব্যবহার করার মত অবস্থায় নেই, তাই সোনা, যদি ব্যবহৃত নাও হয়,

বেশি পরিমাণে থাকবে।

৬০৭৯. প্রথমে ঐ ব্যাপারে একটি প্রাথমিক প্রশ্ন। ভারতের স্বার্থগুলি আপনারা এখানে বিবেচনা করছেন, নাকি আপনারা বিবেচনা করছেন অবশিষ্ট বিশ্বের জন্য ভারত কী সেবা করতে পারে?—আমি উভয়ই বিবেচনা করছি।

৬০৮০. আপনি ভাবছেন যে, এটা করে ভারত তার নিজস্ব স্বার্থগুলিই সিদ্ধ করছে এবং তার সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের স্বার্থগুলিও। আপনি কি একমত হবেন যে সাধারণ মত হল স্বর্ণমুদ্রা একটি ব্যয়বহুল ব্যবস্থা?—হ্যাঁ, তাই।

৬০৮১. তাই, প্রথমেই আমাদের বিচার করতে হবে, যে ব্যয় হবে তাতে ভারতের সম্ভাব্য অসুবিধাগুলিকে। ব্যয়ের বিপক্ষে ভারতের সুবিধাগুলি কি কি?—এটি এই যে আপনি আরো স্থিতিশীল একটি মান পাবেন যা অধ্যাপক কান্নান বলেন হল প্রতারক অভেদ্য ও অব্যর্থ।

৬০৮২. এবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা। এই যুক্তির ক্ষমতা নির্ভর করবে ঐ উপলব্ধির উপর যে বিশ্বে সোনার সরবরাহের সম্যক ধারণার ভিত্তিতে, তাই না?—হ্যাঁ।

৬০৮৩. আপনি কী একমত হবেন যে, ধরা যাক অপরদিকে, বিশ্বে সোনার জোগান আপেক্ষিকভাবে হ্রাস পেল, যাতে বিশ্বের দরদাম সাধারণভাবে বৃদ্ধি পাবে, তখন তাতে অন্য দেশের তুলনায় ভারতের সোনার মিতব্যয়িতার জন্য সুবিধা হবে কী?—বেশ, আমার উত্তর হল, অনির্দিষ্ট সংকোচনের জন্য আমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। মুদ্রা বৃদ্ধির জন্য আমরা সব সময়েই উপায় বার করেছি। যা সব সময়েই সম্ভব, সেই অনির্দিষ্ট সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ থাকা উচিত।

৬০৮৪. স্বর্ণমানের মাধ্যমে সোনার সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রাকে যদি আপনি নিশ্চিতভাবে বদ্ধ রাখেন এবং বিশ্বের সোনার জোগানে আপেক্ষিকভাবে সংকোচন ঘটে, তাহলে দরদামের সাধারণভাবে পতন যা হবেই, তার প্রতিফলন ভারতেও পড়বে?—হ্যাঁ, তবে তার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা যায় আমাদের কাগজ-মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়ে অথবা অন্যভাবে, কাগজ মুদ্রার নিপুণ ব্যবহারের মাধ্যমে।

৬০৮৫. স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যবস্থার এই আত্মত্যাগ ব্যবস্থাটির চরিত্রগত নয় কী যার জন্য আপনি নিজেই ঐ ব্যবস্থা পছন্দ করেছেন?—না, আমি সোনাকে মুদ্রা করছি, এই সহজ কারণে যে আমি চাই অনির্দিষ্ট সম্প্রসারণের সম্ভাবনা পরিহার করতে। আমি

যেমন বলি, অনির্দিষ্ট সংকোচনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সতর্কতা গ্রহণ করা যায়। পতনমুখী মূল্যস্তর সব সময়ই রহিত করা যায়।

৬০৮৬. যা কিছু সোনার মূল্যের ঊর্দ্ধগতি ঘটায়, তাই ভাল—আপনার এই অভিমত সম্পর্কে আমি একটি প্রশ্ন করি। আগামী বছরগুলিতে সোনার জোগান ও চাহিদার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পরিসংখ্যাভিত্তিক হিসাবে উপনীত হতে আপনি সক্ষম হয়েছেন কি?—১৯২৩ সালে আমার অনুসন্ধানে আমি এ ব্যাপারে কিছু কাজ করেছি। যখন আমি বইটি লিখছিলাম তখন ঘটনাচক্রে হার্ভার্ড বিজ্‌নেস ব্যারোমিটার সিরিজ-এ প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ পড়ে এই ধারণা হয় যে সোনার উৎপাদনে কোন হ্রাসের সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়াও, আমার বক্তব্য হল এই যে, বিশ্বের দেশগুলি এও বেশি কাগজ ব্যবহার করছে যে আমাদের সোনা যা আছে তা সত্যই খুব বিশাল। অতএব, ঐ দেশগুলি যারা সোনার মিতব্যয়িতা এড়িয়ে চলতে পারে তাদের নিজের উপকারের জন্য এবং অবশিষ্ট বিশ্বের জন্য এই কাজ করতে পারে।

৬০৮৭. আমি নিশ্চিত নই যে আপনার উত্তরের শেষাংশ আমি অনুধাবন করতে পেরেছি?—আমি যা বলেছি তা হল যে খনির থেকে সোনার উৎপাদন হয়তো বাড়বে না, তথাপি আজকের দিনে সোনার বদলে ব্যবহৃত অন্য জিনিসগুলির ব্যবহার এত বিশাল মাত্রায় যে বর্তমান সঞ্চলনে সোনার পরিমাণ বিশ্বের লেনদেনের প্রয়োজনে দীর্ঘকালের জন্য যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হতে পারে—এমনকি খনি থেকে নতুন সংযোজন না ঘটলেও।

৬০৮৮. আপনার আর কোনও পরিসংখ্যানগত হিসাবনিকাশ নেই যা আপনি কমিশনের সমীপে পেশ করতে পারেন সোনার ভবিষ্যৎ সরবরাহের আপনার নিরিখে?—না, আমি কোন হিসাব প্রস্তুত করিনি।

৬০৮৯. অবশ্যই এটা একটা ব্যাপার কমিশনের বিবেচনার ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অপরিসীম, তাই আমি দু'একটি হিসাব পেশ করতে চাই যেগুলি অন্যান্য উৎস থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, কয়েক বছরের সোনার চাহিদা এবং যোগানের সম্পর্কে সাধারণ স্বর্ণমূল্যের গতিপ্রকৃতির উপর প্রভাবের হিসাব এইগুলি। এইগুলি হল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দিনের পূর্বাভাস এবং এরা ১৯৩০ সালের সঙ্গে উল্লিখিত। যা করা হয়েছে তা হল মূল্যের উপর সোনার যোগানের প্রভাব নির্ণয় করা, ১৯৩০ সালের সাধারণ মূল্য স্তরের পূর্বাভাস দেওয়া, ১৯১৩ সালকে ১০০ মান ধরে। এবং এইভাবে এক্ষেত্রে বিশ্বের ভবিষ্যৎ কী তা দেখা। ১৯২১ সালে প্রস্তুত

স্যার জেম্‌স্ উইল্‌সনের একটি হিসাব এখানে আছে। অধ্যাপক জেম্‌স্ উইল্‌সন হিসাব করেছিলেন যে এই কারণগুলির ফলাফল হল এই যে ১৯৩০ সালের সাধারণ মূল্যস্তর ১১৫-তে স্থির হবে। এই পতন যথেষ্ট পরিমাণে, কেননা বর্তমান হিসাব থেকে দেখতে পাবেন যে তা হল ১৫৮। এরপর এখানে ঐ হিসাব আছে যা ইতিপূর্বে আপনি উল্লেখ করেছেন—হার্ভার্ড বিজনেস ব্যারোমিটার, ১৯২২ সালে যার হিসাব অনুযায়ী সাধারণ মূল্যস্তর ১৫০ হবে এবং ঐ স্তরে স্থায়ী থাকবে। এরপর আছেন অধ্যাপক গ্রেগরি, যিনি অতি সাম্প্রতিককালে, ১৯২৫ সালের মে মাসে, হিসাব করেছিলেন যে সাধারণ মূল্যস্তর ১৯৩০ সালে ১৬২-র কাছাকাছি হবে এবং ক্রমবর্ধমান হবে। তাই তিনি এমন একজন যাঁর সঙ্গে আপনার মতের ঐক্য অধিকাংশ। এবং সবশেষে রয়েছেন শ্রী জোসেফ কিচেন, একজন বিশিষ্ট বিশারদ যিনি ১৯২৫ সালের জুলাইতে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে ১৯৩০ সালে সাধারণ মূল্যস্তর ১২০ দ্বারা প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং তা ঐ স্তরে ক্রমে হ্রাস পাবে। ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিচারের এই চারটি প্রয়াসের মধ্যে তিনটি ধারণা করেছে যে ঐ সময়ে পড়ে যাবে ; দুইটির বিশ্বাস যে মূল্যসমূহ ঐ স্তরে স্থিতিশীল থাকবে, একজন, শ্রী কিচেন, বিশ্বাস করেন যে মূল্যসমূহ নামতে থাকবে ঐ স্তরে এবং কেবলমাত্র একজনই বিশ্বাস করেন দর বাড়বে এবং ঐ স্তরে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবে। আমি এটি এইভাবে ব্যক্ত করতে চাই। পরিস্থিতি হিসাব করার বিশেষ সতর্ক প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এটা কী আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে না যে অতি সতর্কতা প্রয়োগ প্রয়োজনীয় এই ধারণা করার সময় যে মূল্য-স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য সোনার ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অপ্রয়োজনীয়?—আমি ঊর্ধ্বগতি মূল্যের চেয়ে নিম্নগতি মূল্যের পক্ষে এবং আমি আনন্দিত যে দর পড়ছে এবং দ্রুত পড়ছে। আমি মনে করি জাতির পক্ষে এটা শুভ যে জিনিসের দাম বাড়ার দাম কমে যাওয়াই উচিত। তাই ঐ হিসাবগুলি প্রকৃতপক্ষে আমাকে আমার প্রস্তাব প্রস্তুত করা থেকে বিরত করতে পারেনি।

৬০৯০. যা হোক, আপনার মতামতের কিছু ভিন্ন ভিত্তি আছে?—আমি সেই সুযোগগুলি গ্রহণ করেছি যেগুলি উপযুক্ত। আমি ঐগুলি বিরোধিতা করার অবস্থায় নেই কারণ আমি কখনোই কোন হিসাব করিনি। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আমার বিশ্বাস এই যে ইতিমধ্যে বর্তমান সোনার পরিমাণ এত বেশি এবং বিশ্বের যে দেশগুলি যে কোন মুদ্রা বা সোনাকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের ক্ষমতা এত কম যে সোনার জোগান দীর্ঘকাল ধরে বেশি থাকবে। এবং এখানে, আমার মতে, দর কমার সুযোগ বেশি নেই।

৬০৯১. এরপর, আরেকটি প্রশ্ন। আমি এটির মুখবন্ধ করতে চাই এ কথা বলে যে আপনি এখানে 'বিনিময়-মান' অবলুপ্তির বিষয় নিয়ে চর্চা করছেন?—হ্যাঁ।

৬০৯২. ৫নং অনুচ্ছেদে আপনি বলেছেন, 'স্বর্ণমান সঞ্চয়ন একদিক থেকে বিত্রিত্র, যথা এই; এখন সম্পত্তি অর্থাৎ সঞ্চয়ন ও দায়দায়িত্ব যথা রুপি বিপদজনকভাবে পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত এই কারণে যে সঞ্চয়ন রুপিমুদ্রা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাড়তে পারে না। আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে এটাকে আরেকটু বিস্তারিত করুন এবং আপনাকে দেখানোর জন্য আমি যা ভাবছি এর জন্যই সম্প্রসারণের প্রয়োজন, একজন সমালোচকের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি আমি উপস্থাপিত করছি। একজন সমালোচক কী বলবে না টাকার প্রচলন না বাড়লে, সঞ্চয়ন (Reserves) বাড়তে পারে না, এই পরিস্থিতি কী একান্তই কাম্য নয়? আপনি কী আমার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন? আমি এই ভাবে ব্যাখ্যা করছি উদাহরণ স্বরূপ, আপনি যদি ব্যাঙ্ক-ইস্যু ও ব্যাঙ্ক রিজার্ভের মধ্যে তুলনা করেন এবং তুলনা করেন ভারত সরকারের স্বর্ণমান সঞ্চয়নের সাথে টাকা-ইস্যু, আপনি দেখবেন যে যখন ব্যাঙ্ক ইস্যুগুলি সীমাবদ্ধ হয়, তখন সঞ্চয়নগুলি বর্দ্ধিত হয় এবং বিপরীতভাবে এটাই ঘটে। কিন্তু এখানে, উদাহরণ স্বরূপ, আপনি টাকার প্রচলনকে কমাতে পারেন না আপনার সঞ্চয়ন না কমিয়ে।

৬০৯৩. এই হচ্ছে আমার বিষয়। আমি বলছি, ঠিক আছে, কিন্তু অন্য বিষয়ে আলোকে এটাকে দেখুন। যাই হোক না কেন, যা আমার অনুভূতিতে নাড়া দেয় তাহল, আপনি আপনার সঞ্চয় কমাতে পারবেন না, আপনার টাকার প্রচলন না কমিয়ে এবং আমি চাই এটাই কার্যকরী হউক? খুবই সত্য কথা, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার নিবেদন হচ্ছে এই। প্রকৃতপক্ষে, সঞ্চয় কী প্রয়োজনে লাগে? ধরা যাক আপনার একটি বিশাল সঞ্চয় আছে এবং সাথে সাথে বিশাল টাকা বাজারে সঞ্চালিত আছে। এটা কী ঘটনা যে আপনার বিশাল সঞ্চয় যা কোন সিন্দুকে জমা আছে তা কোনভাবে টাকার মুল্যকে আঘাত করে? এটা করে না। টাকার মূল্য প্রভাবন্বিত তার পরিমাণ এবং সঞ্চলনের পরিমাণের দ্বারা। এর মূল্যের সাথে সঞ্চয়ের কোন সম্পর্ক নেই। মুদ্রার মূল্যের উপর পরিপোষকের বিন্দুমাত্র কোন প্রভাব নেই একমাত্র ব্যতিক্রম, অবশ্য ব্যবস্থার সাংগাঠনিক বিশৃঙ্খলার সময়গুলিতে। সঞ্চয় মুদ্রাকে কিছু আস্থা দিতে পারে এইমাত্র কিন্তু আমি নিবেদন করছি যে, যখন মুদ্রা এমন অবস্থায় আসবে, যে জনগণকে কিছু আস্থা দিতে হবে, আমি বলতে চাই, ঐ মুদ্রার প্রচলন চরমভাবে স্ফীত করে হয়েছে।

৬০৯৪. নিঃসন্দেহে গ্রহণ করছি এই ধারণা যে মুদ্রার মূল্য শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত

হয় ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত এর সামগ্রিক পরিমাণের দ্বারা?—আমি যা বলতে চাই তাহল এই যে এই সম্পর্ক এত বিপদজনকভাবে পারস্পারিক যে আমি নিশ্চিত যে আপনি কোন সীমা না রেখেই টাকার মুদ্রায়ন করতে পারবেন যেহেতু আপনার সোনার মজুত আছে। ইতিহাসগতভাবে এই ব্যাপারটি যদি আপনি পর্যবেক্ষণ করেন। আমার নিবেদন এই যে, প্রকৃতপক্ষে আগের বক্তব্যটিই হচ্ছে ঘটনা। ভারতের ইতিহাসে, মুদ্রা নিয়ে যে মানুষেরা কারবার করেছেন, তারা এই ধারনায় মোহাচ্ছন্ন থেকেছেন যে তাদের কিছু সঞ্চয় থাকতেই হবে যাতে টাকার মুদ্রায়ন ঐ উদ্দেশ্যে চালু করা যায়। ভারতে ১৮৯৩ সালে এবং ১৮৯৪ সালে টাকার মুদ্রায়ন যখন ফাউলার কমিটির প্রতিবেদনটি কার্যকরী করা হল এবং সংস্কার চালু করা হল, ঐ মুদ্রায়ন একটি বিষয়। স্যার এডওয়ার্ড ল সঞ্চালিত টাকার পরিমাণের দ্বারা এত বেশি আচ্ছন্ন ছিলেন যে তিনি কিছু সংরক্ষিত নিধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং এই ভিত্তিতে তিনি রাষ্ট্র সচিবের কাছে প্রস্তাব করেছিলেন যে সরকারকে টাকার মুদ্রায়নের অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি যদি সঠিকভাবে জানতেন যে টাকার মূল্য স্বয়ং রক্ষিত হবে যদি তার পরিমাণ সীমায়িত করা হয়। এমতাবস্থায় তিনি কখনই টাকার সঞ্চালন বর্দ্ধিত করার কথা বলতেন না। আমি শুধুমাত্র সুপারিশ করছি যা ভারত সরকার, ১৯৮৩ সালে রাষ্ট্রসচিবকে সুপারিশ করেছিল।

৬০৯৫. তাৎক্ষণিক বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করে একটি সংরক্ষিত নিধি এই অবস্থায় কাজ হল স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। তাই নয় কী?—আমি মনে করি এই সংরক্ষিত নিধি থাকা একেবারেই উচিত নয়। একটি মুদ্রা হল অনেকটা পণ্যদ্রব্যের মত যা তার মূল্য বজায় রাখে চাহিদা ও যোগান-এর আইন অনুযায়ী।

৬০৯৬. সংরক্ষিত নিধির কাজ হল স্থিতিশীলতা বজায় রাখা—এই মত কি আপনি বর্জন করেন? হ্যাঁ, আমি করি। আমি মনে করি না একটি সংরক্ষিত নিধির কোন কিছু করার আছে। প্রকৃতপক্ষে, একটি সংরক্ষিত নিধি বজায় রাখে যখন টাকার প্রচলন নিয়ন্ত্রিত থাকে, ইহা টাকার প্রচলন বজায় রাখে না।

৬০৯৭. এখন মুদ্রা সংস্কারের জন্য আপনার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা যাক আপনি বলেন 'অতঃপর ভারতীয় মুদ্রার সংস্কার করার জন্য আমার পরিকল্পনার প্রয়োজনগুলি হচ্ছে এই প্রকার :

(১) সরকার ও সার্বজনীনের (পাবলিক) টাঁকশালগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ করে টাকার মুদ্রায়ন স্তব্ধ করা হোক। (২) উপযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করার জন্য একটি স্বর্ণ-টাঁকশাল খোলা হোক (৩) টাকা এবং স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে একটি অনুপাত স্থিরীকৃত

হোক (৪) টাকা সোনায় পরিবর্তিত হবে না এবং সোনা হবে না টাকায়, কিন্তু আইনসিদ্ধ একটি অনুপাত-এ অনিয়ন্ত্রিত আইনি দরপত্র হিসাবে উভয়ই কেই সঞ্চালিত করা হোক। একটি প্রশ্ন যা নিজেই প্রস্তাবনা করে একজন অত্রস্থ বাস্তববাদী মানুষকে, উক্ত পরিস্থিতিতে, আপনি কীভাবে স্বর্ণমুদ্রা ও টাকার মধ্যে অনুপাত বজায় রাখবেন এবং কীভাবে আপনি আটকাবেন একজনকে যে বাটা অথবা অতিরিক্ত মূল্য দিচ্ছে দেশের বাণিজ্যের হিসাবনিকাশ অনুযায়ী নিম্নগতির সাথে তুলনা করে।

ভাল কথা। টাকা তার মূল্য বজায় রাখবে এই কারণে যে ইহা পরিমাণগতভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, আর টাকার কোন নির্গম হবে না।

৬০৯৮. অতিরিক্ত মূল্য অভিমুখে গমন প্রতিরোধ কী? ইহা তৎক্ষণাৎ অতিরিক্ত মূল্যে যাবে না। কারণ এর বদলি হিসাবে আছে সোনা। টাকা সোনায় রূপান্তরিত করা যাবে না। টাকা বাটায় পাওয়া যাবে না কারণ এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত। আর কোন টাকা মুদ্রায়িত করা হবে না। টাকা অতিরিক্ত মূল্যে যাবে না। কারণ এখানে স্বর্ণমুদ্রার বিকল্প আছে যা মুদ্রা হিসাবে কাজ করছে।

৬০৯৯. তারপর আপনি বলেছেন—'কিন্তু এখানে এই সুযোগ আছে যে, বর্তমান টাকা সঞ্চালনের পরিমাণ এত বিশাল যে যখন বাণিজ্যে মন্দা আসবে, তখন ইহা উদ্বৃত্ত হয়ে পড়বে এবং অতিরিক্ত হওয়ার কারণে মুল্যের হ্রাস ঘটবে। এই ধরণের পরিস্থিতির রক্ষাকবচ হিসাবে, আমি প্রস্তাব করছি যে সরকারের উচিত স্বর্ণমান-সংরক্ষিত নিধির অংশ বিশেষ ব্যবহার করা টাকার প্রচলন বহুলাংশে কমিয়ে আনার জন্য যাতে কঠিন মন্দার সময়েও পরিস্থিতির প্রয়োজন মাফিক ইহা নিয়ন্ত্রিত থাকে'। কীভাবে এই ক্রিয়াকলাপ ঘটবে? আপনি সোজা টাকা তুলে নিন এবং আর প্রচলন করবেন না—টাকা একটি নির্দিষ্ট সীমায় তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়ার দ্বারা।

৬১০০. তাহলে টাকা, ঐ অবধি, সোনায় পরিবর্তিত হবে না? ইহা কখনই সোনায় পরিবর্তিত হবে না যতক্ষণ না সীমা ছুঁইছে, যাতে মন্দার সময়েও ইহা কখনই বাড়তি হয়ে পড়বে না—টাকা সোনায় রূপান্তরিত হবে না এবং সোনা টাকায় রূপান্তরিত হবে না। এইভাবেও, আমি খুব ভীত নই যে টাকা বাটার কবলে পড়বে। কিন্তু এই ঘটনা ঘটতে পারে, সুতরাং আমি ঐ রক্ষাকবচ প্রস্তাব করছি।

৬১০১. অনুপাতের প্রশ্নে এসে, আপনি বলেছেন 'ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমস্যা হচ্ছে মুদ্রা প্রচলনের সঙ্কোচন যথা এর মূল্য বৃদ্ধি করা, অন্য কথায় দরের পতন নিয়ে আসা ভারতের সমস্যা হল মুদ্রা প্রচলনের স্ফীতি। যথা মূল্য কমিয়ে আনা

অন্যকথায় দরের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আসা। 1s6d সোনা থেকে 1s4d সোনা পরিবর্তনের অর্থ হল এটাই। অন্য কিছু নয়। মুদ্রা প্রচলনকে বাড়িয়ে যুদ্ধের আগে সমতায় নিয়ে যাওয়া কী উচিত? তখন আপনি দেখাবেন যে প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতা পুনঃস্থাপন নয় কারণ সোনার মূল্যের পরিবর্তন ঘটেছে? হ্যাঁ।

৬১০২. আপনি আরো উল্লেখ করেছেন ঃ 'এই সূত্রে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। চালু চুক্তির অর্থ আবচয় বা উপচয়ের অব্যবহিত পূর্বে যে চুক্তিগুলি কার্যকরী হয়েছে। সুবিচারের জন্য প্রতিটি চুক্তি আলাদা ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন অথচ ব্যাপকতা ও জটিলতার নিরিখে যা প্রায় অসম্ভব। প্রতিনিয়ত টাকার মূল্যের যে ভয়ঙ্কর ওঠানামার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি আপনি সেকথা গুরুত্ব সহকারে সেখানে উল্লেখ করেছেন তা আমি জানি। তা ছাড়া, প্রতিটি স্তরে চুক্তি হয়েছে। এই সমস্ত চুক্তির জন্য একটি বিনিময় হার নির্দিষ্ট করা যা সকলের পক্ষেই সু প্রযোজ্য হবে। মূল্যমানের ঘন ঘন ওঠানামার জন্য তা প্রায় অসম্ভব?—হ্যাঁ।

৬১০৩. তারপর আপনি বলেছেন যে চুক্তিগুলির বৃহৎ অংশই হচ্ছে সাম্প্রতিক তারিখের? আমার তথ্যের প্রকৃত ভিত্তি হল অধ্যাপক কান্নানের একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য—যা তার 'স্ট্যাটিসকাল জার্নালের' প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি লিপিবদ্ধ আছে।

৬১০৪. চুক্তিগুলির সঠিক সংখ্যার হিসাব দিতে পারে এমন কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় কী? আমি মনে করি এটা হচ্ছে একটা অনুমান যার মূল্য আছে, একটি সাধারণ বুদ্ধির প্রশ্ন।

৬১০৫. তারপর আপনি বলুন 'সমগ্র চুক্তিবদ্ধ দায়বদ্ধতার ভরকেন্দ্র সবসময়েই বর্তমানের নিকট'। ঐ অবস্থানগুলি আপনাকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যাবে যে এই দুইটি তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম সমাধান হল 1s4d মধ্যে একটি গড় নিরূপণ করা এবং বলুন যে এটি 1s6d নিকটতর 1s4d এর অপেক্ষায়। আমি খুব নিশ্চিত নই যে আমি ওটা ভালভাবে অনুসরণ করতে পেরেছি। আপনার যুক্তির প্রবণতা আমাকে নিয়ে যাবে এটা ধারণা করতে যে আপনি শেষ পর্যন্ত 1s6d হারের সমর্থক হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন? আমি বলছি এটি 1s6d নিকটতর হতে পারে 1s4d দূরবর্তী হতে পারে।

৬১০৬. কী অনুপাত আপনি প্রস্তাব করছেন? ইহা কার্যকর। অবশ্য আমি মনে করি 1s6d ভাল হবে। এটি বিশেষ কার্যকর হবে না।

৬১০৭. তারপর, পরিশেষে টাকার ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির অনুপাত সম্বন্ধীয়

প্রশ্নে, আপনার মতামত ৯নং অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া আছে। আপনি বলেছেন : 'এখন বোধগম্য হয়েছে যে একটি নিম্ন বিনিময় অর্থ হল অভ্যন্তরীণ উচ্চমূল্য সঙ্গে সঙ্গে এও পরিষ্কার হয়ে আসবে যে এই লাভ, দেশের একশ্রেণীর ক্ষতিকর অন্য শ্রেণীর থেকে লাভ নয়। কোন শ্রেণী লাভ করছে এবং কোন শ্রেণীর ক্ষতি হচ্ছে? ব্যবসায়ী শ্রেণী লাভ করে। শ্রমজীবী শ্রেণী করে না। উৎপাদনের সমস্ত অনুঘটকের মূল্যের পরিবর্তন হয় না। দ্রব্যমূল্যের দ্রুত পরিবর্তনের মত বেতন দ্রুত পরিবর্তন হয় না এবং এটাই হচ্ছে সেই শ্রেণীগুলি যারা নিপীড়িত হয়।

৬১০৮. তত্ত্বগত অথবা বাস্তবতা সঞ্জাত অভিমত থেকে প্রস্তাব আছে কী, মরশুমি চাহিদা মেটানোর জন্য নমনীয়তা প্রদান করতে পারে, সেইহেতু মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুবিধিগুলির ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি, অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্তাকারে। মরশুমি প্রয়োজনে যদি আমরা আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থাকে নমনীয় করতে চাই, তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে কমারশিয়াল পেপার যা বাণিজ্যিক লেনদেন ঘটায়, সেইগুলি মুদ্রার পরিবর্তন করা যায়। সেইহেতু সরকারি ঋণপত্রের চেয়ে কমারশিয়াল পেপারকে (বাণিজ্যিকপত্র) মুদ্রা নির্গমের জন্য আর বেশি ভিত্তি করা উচিত। আমি মনে করি এটা ভারতের পক্ষে মঙ্গল হবে যে যদি জার্মান ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করি। তারা অবশ্য মোটের ওপর ইনলিস ব্যাঙ্কিং এ্যাক্ট, ১৯৮৪ গ্রহণ করেছে—মরশুমি চাহিদার মেটানোর প্রয়োজনে এই আইনের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

৬১০৯. প্রসার করার জন্য ঐ অনুবিধি? প্রসারণের জন্য। সময় অনুযায়ী কিছু নিয়ন্ত্রণাধীন পত্র-নির্গম (Paper issues)।

৬১১০. ঐ অনুবিধি আস্থাভাজন (আইনের সহায়তা ব্যতিরেকে) নির্গমণের (issue) প্রসারণের জন্য নয় কী? একেবারে ঠিক।

৬১১১. দেয় সমানুপাতিক করের পরিবর্তে? হ্যাঁ, আমি মনে করি উভয়ক্ষেত্রেই এটা যথেষ্ট রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করবে।

৬১১২. (অধ্যাপক কয়াজি) : আপনার মতে স্বর্ণমানের প্রধান উপযোগিতা হল যে এটা সম্ভাব্য অস্থিরতা বিরুদ্ধে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে? একেবারে ঠিক।

৬১১৩. কিন্তু, অবশ্যই কিছু জিনিস আছে, উদাহরণস্বরূপ, একটা দেশের কত

মুদ্রা লাগবে। খনিগুলির থেকে সংগৃহীত রসদ তার ওপর ভিত্তি করে না? হ্যাঁ। আমি বলতে পারি যে আমি স্বর্ণমানের পক্ষে শুধুমাত্র এই কারণে যে ক্ষতিপূরণকারী ব্যবস্থাগুলি আর কাজ করছে না। যদি তারা কার্যকরী থাকত আমি তৎক্ষণাৎ স্বর্ণমান বর্জন করতাম। আমি এর প্রেমে মোটেই পড়িনি।

৬১১৪. বাণিজ্য আবর্তনকালের কোন সুরাহা স্বর্ণমান করতে না? না।

৬১১৫. তাহলে আর একটি বিষয় আছে। ৫নং অনুচ্ছেদে আপনি যা পর্যবেক্ষণ করেছেন মুদ্রা প্রচলনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে কোন বাস্তব প্রয়োজনে না আসার কারণে আমি স্বর্ণমানের বিলুপ্তিকরণে পক্ষে। তুলনাস্বরূপ, সংরক্ষিত পত্র-মুদ্রা ও কেন অবলুপ্ত করা হবে না কারণ এর মূল্য নির্ভর করে এর নিয়ন্ত্রণের ওপর? ঠিক।

৬১১৬. আপনি কী এটা তুলে দেবেন? না, এই কারণের জন্য। যেহেতু পত্র-মুদ্রা নির্গমণের ওপর আমরা কোন নির্দিষ্ট সীমা আরোপ করছি না। যে পরিকল্পনা বিবেচনাধীন যেখানে আমি বলেছি স্বর্ণমান তুলে দিতে হবে। সেখানে আমি টাকা জারির ওপর নির্দিষ্ট মাত্রা রাখার কথা বলেছি। পত্র-মুদ্রার ক্ষেত্রে আমরা সরকারকে ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিয়েছি।

৬১১৭. আপনি কী মনে করেন এটা সম্ভব? আমি আপনাকে বলছি কেন। কারণ, সীমাবদ্ধ আয় এবং এই ধরণের ব্যাপারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে টাকার ব্যবহারের আরও সুযোগ বাড়বে। আপনি কী বলতে পারেন চিরকালের জন্য, আমরা সোনার মুদ্রায়ন করব, টাকার নয়, সঞ্চালিত সোনার পরিমাণ টাকার তুলনায় দশগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা পর্যন্ত? এটা কী অর্থনীতির পক্ষে সুবিধের হবে? আমি মনে করি এটা হবে। আমি বরঞ্চ চলব সোনার ব্যবহারের পরিবর্তে আমার সোনার ব্যবহারের পরিবর্তে আমার সোনার সমর্থনভিত্তিক টাকার ব্যবহার করি। হাতে হাতে আমরা সোনার ব্যবহার করব—আমি এটা অর্থ করছি না।

৬১১৮. (স্যার নরকট ওয়ারেন) আপনার স্মারকলিপির ৮নং অনুচ্ছেদের শেষাংশে থেকে আমাকে কী বুঝতে হবে যে আপনি 1s4d হার থেকে 1s6d হারের প্রতি বেশি আগ্রহী। আমি স্বীকার করছি 1s6d এই হারের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব আছে।

৬১১৯. (স্যার আলেকজান্ডার মুরে) একটি বিষয় আছে। ড: আম্বেদকর, চেয়ারম্যান আপনাকে কিছু প্রশ্ন করেছেন যার উত্তরে বিষয়টি আপনি উল্লেখ

করেছিলেন, আপনি বোধহয় ইঙ্গিত করেছেন যে ভারত সরকার কোন না কোন প্রকারে টাকার মুদ্রায়নের জন্য প্রস্তুত শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা সোনার মূল্য ও টাকার প্রতীক মূল্যের মধ্যে লাভ করতে পারেন। আমি জানতে চাই আপনি প্রকৃতপক্ষে কী উল্লেখ করতে চাইছেন? আমি এটাই উল্লেখ করছি যে এটা হচ্ছে প্রকৃত তথ্যের ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ, যখন ভারত সরকার ফাউলার কমিটি প্রস্তাবিত সংস্কার চালু করে, তারা অনুভব করেছিল যে টাকার বিশাল সঞ্চালনের জন্য তাদের কোন সংরক্ষিত বিধি নেই এবং ফাউলার কমিটি তাদের প্রতিবেদনের ৬০ নং অনুচ্ছেদে প্রস্তাব করেছিল যে যদি সরকার টাকার মুদ্রায়ন করে এবং লাভ নিজের কাছে রাখে। ঐ লাভ সংরক্ষিত নিধি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। স্যার এর্ডওয়ার্ড ল, ১৯০১ সালে দৃশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন, ঐ সময় থেকে টাকার মুদ্রায়ন শুরু হয়েছিল। তিনিও অনুভব করেছিলেন যে টাকার পরিমাণ এত বিশাল যে কিছু অঙ্কের সংরক্ষিত নিধি দরকার। আমি মনে করি, তিনি টাকার মুদ্রায়নের পক্ষে ছিলেন একমাত্র এই কারণে যে তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন যে সংরক্ষিত নিধির দরকার এবং টাকার মুদ্রায়ন ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে সংরক্ষিত নিধি পাওয়া যাবে না।

৬১২০. আপনি কেবল এটাই ভাবছেন? না, আমার বিষয়টি এইরকম। আমি প্রেরিত বার্তাটি একান্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং আমি অনুভব করি যে টাকা মুদ্রায়িত করা হয়েছে বেশি মূল্যে। কারণ লোকে সোনা চায় না অথবা মুদ্রা হিসাবে অন্য কিছু তাহলে আমি বুঝতে পারি যে টাকা জনগণের চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে একটিও তথ্য প্রেরিত বার্তায় পাওয়া যাইনি। তিনি কেবলমাত্র বলেছেন যে আমরা সংস্কার চালু করেছি তখন ফাউলার কমিটির প্রতিবেদন ৬০ নং অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করিনি।

৬১২১. কিন্তু আমি মনে করি, ঐ প্রেরিত বার্তায়, যা আপনি উল্লেখ করেছেন। তিনি এটাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে স্বর্ণ সংরক্ষিত নিধি রাখতেই হবে, যে নিধি হিসাব অনুযায়ী ৭ মিলিয়ন অথবা অনুরূপ কিছু। এর বিরুদ্ধে আপনি বলছেন যে তিনি টাকা প্রচলন করছেন? ঠিক তাই। স্বর্ণ সংরক্ষিত নিধি সোনাতেই রাখা হয়েছে। আমি বলছি, কোন সরক্ষিত নিধির প্রয়োজন নেই।

৬১২২. ড: আম্বেদকর, আপনি এখানে সাধারণ বিবরণ দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত ভারতে মুদ্রাব্যবস্থার ইতিহাসে এই ধরণের বিকৃতির প্রচুর প্রমাণ আছে। ইতিমধ্যেই আমাদের আছে নির্বোধ প্রশাসকরা যারা এই ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন যে

একটি সংরক্ষিত নিধি খুবই আবশ্যিক বস্তু এবং যারা অতএব, অন্য কোন বিবেচনা ব্যতিরেকেই মুদ্রা নির্গমণ করছেন কিন্তু একমাত্র বিবেচনা হচ্ছে সংরক্ষিত নিধির বৃদ্ধিসাধন। আপনি এখন চেয়ারম্যানের কাছে ওটাই পুনরুক্তি করে চলেছেন? অধ্যাপক কান্নান নিজে তার বইতে যা প্রকাশ করেছেন, আমি তার চেয়ে অনেক নরমভাবে প্রকাশ করেছি।

৬১২৩. কিন্তু এটাই কী ঘটনা নয় যে ১৮৯৫ সালে ঠিক ওটাই প্রস্তাব করেছিলেন একজন বহুল পরিচিত বোম্বাই নিবাসী একজন মূলধন নিয়োগকারী এবং আর্থিক সংস্থার সদস্য তা প্রত্যাখান করেছিলেন ঐ সময়ে? আমি এটাই পেয়েছি প্রেরিত বার্তাটিতে।

৬১২৪. এক মুহূর্তে, আপনার বইতে আপনি বোম্বাইয়ে মূলধন বিনিয়োগকারীর নাম দিয়েছেন যে এটা প্রস্তাব করেছিলেন এবং ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রীর নাম দিয়েছেন। এই অর্থমন্ত্রীই ওটা প্রত্যাখান করেছিলেন হ্যাঁ।

৬১২৫. এরপর আপনার বইতে আপনি একজন অতি পরিচিত রাজনীতিবিদের নাম দিয়েছেন যিনি অতি সম্প্রতি ১৯০৭-০৮ সালে একই বিষয় প্রস্তাব করেছিলেন এবং পুনরায় তা প্রত্যাখ্যাত হয় ভারত সরকারের দ্বারা এবং ১৯১৯ সালে, অতি সম্প্রতি আপনি আরেকজন সুপরিচিত অর্থনীতিবিদের উল্লেখ করেছেন। তৎসত্ত্বেও কেন আপনি চেয়ারম্যানের কাছে বক্তব্য এর পুনরাবৃত্তি করেছেন যে ভারত সরকারের প্রশাসকরা প্রস্তাবটি জলে ছুড়ে ফেলেননি অথবা প্রস্তাবটি বাতিল করেননি যখন, বস্তুতপক্ষে, আপনি অবগত আছেন যে ভারত সরকারের প্রশাসকরা এটা বার বার প্রত্যাখ্যান করেছেন যখন অতি পরিচিত ভারতীয় অর্থলগ্নীকারীরা এটা উপস্থাপিত করেছিলেন? এর উত্তরে আমার জবাব হল :

উদাহরণস্বরূপ বাজেট বক্তৃতায় প্রতিটি অর্থমন্ত্রী, যাদের নামগুলি আমি এখন ভুলে গেছি, ভদ্রমহোদয়গণ যারা স্যর এডওয়ার্ডের উত্তরসূরী, আমি মনে করি আমি উদাহরণ দিতে পারব।

৬১২৬. স্যর জেমস ওয়েস্টল্যান্ড এবং স্যর ক্লিনটন ডয়কিনস? কিন্তু তারা কখনই এ ব্যাপারে একমত হননি।

৬১২৭. না, একজন ভারতীয় ওয়েস্টল্যান্ডকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তিনি তা বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং পুনরায় ডয়কিনকে দেওয়া হয় এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? আপনার ব্যাখ্যার প্রতি প্রাপ্য সম্মান জানাচ্ছি, স্যর

এডওয়ার্ড ল অবশ্যই বলেছিলেন যে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণমান থাকা উচিত সমস্ত টাকা ও নোটের সহায়তার জন্য। আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি সোজাসুজি এটাই বলতে চাই : অন্য অর্থলগ্নীকারিরা বিবৃতি করেছেন যে কোন সংরক্ষিত নিধি চাই না এবং টাকা নিজেকে বজায় রাখবে এবং স্যর এডওয়ার্ড ল বিবৃতি দিয়েছেন যে সংরক্ষিত নিধি দরকার এবং তিনি টাকা মুদ্রায়িত করেছেন কারণ তিনি সংরক্ষিত নিধি চেয়েছিলেন। বস্তুত প্রশিক্ষণের প্রতি আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি এবং ধন্যবাদ জানিয়েছি ওয়েস্টল্যান্ড এবং ডয়কিনস ধারণাকে প্রস্তাবগুলি নাকচ করার জন্য। আমি বলছি তারা সঠিক এবং স্যর এডওয়ার্ড ল নিশ্চিতভাবেই বেঠিক।

৬১২৮. স্যর এডওয়ার্ড ল বলেননি যে তিনি টাকা মুদ্রায়িত করেছেন সংরক্ষিত নিধিকে পরিতোষণ করার জন্য। তিনি বলেছিলেন যে তিনি নির্গমণের বিরুদ্ধে এটা ধরে রাখবেন সহায়করূপে। আপনিই এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্যে টাকা মুদ্রায়িত করেছিলেন? তিনি এটা বলেছেন ঐ প্রেরিত বার্তায়। স্বর্ণ সংরক্ষিত নিধি রাখার জন্য ফাউলার কমিটির কাছে প্রচুর প্রস্তাব ছিল এবং কমিটি দেখেছিল যে ঐগুলি খুবই মহার্ঘ। কিন্তু সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছিল যে যদি সংরক্ষিত নিধির দরকার হয়, মোটা টাকার মুদ্রায়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে। স্যর এডওয়ার্ডে উত্তরসূরী দুইজন ভদ্রলোক এটার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। কিন্তু স্যর এডওয়ার্ড ল মনে করেন এটা দরকার টাকা মুদ্রায়িত করেন। আমি কোন সাধারণ অভিযোগ করছি না। যেখানে প্রশংসা প্রাপ্য তা আমি দিয়েছি। আমি নজিরও দিতে পারি।

৬১২৯. আপনার সমস্ত উল্লেখিত নজির আমি পরীক্ষা করতে পারি। সেখানে আপনি কী পাবেন? যদিও ফাউলার কমিটির সুপারিশে আছে যে ভারত সরকার টাকার মুদ্রায়ন করে স্বর্ণ-সংরক্ষিত নিধি ব্যবস্থা নিজের জন্য করতে পারেন, ওয়েস্টল্যান্ড এবং ডয়কিনস ঐ বক্তব্যের প্রতি কোন নজর দিতে অস্বীকার করতেন যে স্বর্ণ-সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন নেই এবং টাকা পরিমাণগত নিয়ন্ত্রের জন্য নিজেকে বজায় রাখতে পারবে। স্যর এডওয়ার্ড ল অর্থমন্ত্রী হবার পর মনে করলেন যে, একটি সংরক্ষিত নিধি প্রয়োজন আছে।

৬১৩০. ফাউলার কমিটি প্রতিবেদন পেশ করার আগে ওয়েস্টল্যান্ড অর্থমন্ত্রী ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি। অন্যত্র ছিলেন যখন সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হয় এবং ডয়কিনস অফিসের সদস্য ছিলেন যখন ফাউলার কমিটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের প্রস্তাবগুলি উভয়ই বাতিল করে দিয়েছিলেন? এই বিষয়ে কোন মতের পার্থক্য নেই।

৬১৩১. তিনি সংরক্ষিত নিধি সৃষ্টি করার জন্য টাকার মুদ্রায়ন করেছিলেন—এই বক্তব্য আপনি স্যার এডওয়ার্ড ল এর প্রতি আরোপ করেছেন। এটাই একমাত্র মতবিরোধ। আমি বলছি তিনি তা করেননি। প্রকৃত প্রেরিত বার্তায় তিনি বলেছিলেন যে একটি স্বর্ণ-সংরক্ষিত নিধি আছে, আমার মনে হয় ৭ মিলিয়নে? যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের মধ্যে প্রভেদ আছে।

৬১৩২. (চেয়ারম্যান)—আমি দেখতে পারছি না কারও জন্য কী কল্পিত সুযোগ এটা হতে পারে সংরক্ষিত নিধির বর্দ্ধিত করা শুধুমাত্র বিষয়টি মজা করার জন্য? ঠিক তাই এবং জনগণ এক খুব বড় ধারণা বশবর্তী হয়ে আছে যে একটি সংরক্ষিত নিধি দরকার এবং সংরক্ষিত নিধি দ্বারা কোন মুদ্রা ব্যবস্থা কাজ করতে পারে না। আমি মনে করি এটি সাধারণ কুসংস্কার। এটা এখানে আছে।

৬১৩৩. (স্যার আলেকজান্ডার মুরে)—অপানার বই এর ২৭৬ থেকে ২৭৮ পাতা নজির হিসাবে আমি আপনাকে দিতে পারি। 'টাকার সমস্যা'?—হ্যাঁ, ওয়েস্টল্যান্ড ওখানে ছিলেন যখন সংস্কারকে বাস্তবায়িত করা হল। পাতা ২৭৬।

৬১৩৫. কোন দিন ছিল? সংস্কার কার্যকরী করার পর ১৮৯৪-এ নন বাজেট বক্তৃতার দিন ছিল।

৬১৩৬. ১৮৯৪-৯৫ সাল ছিল না পরের পাতায় ডয়কিনস এসেছে। আমি উল্লেখ করেছিলাম ১৮৯৪-৯৯ এর আর্থিক বিবরণীর ২৭৬ পাতা। স্যার এডওয়ার্ড-এর অংশটি আছে ২৭৮-র পাতায়।

৬১৩৭. আপনাকে সংশোধন করার জন্য ক্ষমা করবেন। আপনি বলেছেন আপনার উদ্ধৃতি ছিল ১৮৯৮-৯৯ এর বাজেট বক্তৃতা। বস্তুত পক্ষে আপনি ১৮৯৪-৯৫ বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন? ১৮৯৯ সালে তিনি অর্থমন্ত্রীও ছিলেন।

৬১৩৮. ১৮৯৪-৯৫তে তিনি এটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? ফাউলার কমিটি ও হারসেল কমিটি মধ্যে বস্তুগতভাবে কোন পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি না এবং আমি দুঃখিত যদি আপনি ভেবে থাকেন যে আমি ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি।

৬১৩৯. (স্যার আলেকজান্ডার মুরে) আমি যা করছি তাহল আপনার বিবৃতির ৫নং অনুচ্ছেদে আপনার বক্তব্যের উল্লেখ। আমি মোটের ওপর যা বলেছি তাহল এখানে বিপদ আছে, এর ফাঁদে যে কেউ পড়তে পারে।

৬১৪০. (চেয়ারম্যান) আপনার বইতে এইসব প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদদের আপনি সাফল্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এই বক্তব্য আপনি বজায় রাখছেন?

৬১৪১. (স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস)—৮নং অনুচ্ছেদে আপনি উল্লেখ করেছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 'প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতার ফিরে যাওয়ার জন্য হাঁকপাঁক করছে', এবং আপনি বলেছেন এটা মনে হচ্ছে সার্বজনীন। তারপর, আপনি বলছেন 'এখানে ভারত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। অন্যান্য দেশ প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতা এখন পৌঁছতে পারেনি, অপরদিকে ভারত প্রকৃতপক্ষে, প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতায় অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। 'অন্যদেশগুলি যাদের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তাদের দেশের মুদ্রা যুদ্ধের সময় অত্যন্ত বেশি পরিমাণে অবমূল্যায়নের কোপে পড়েছে? চরম সত্য।

৬১৪২. আর্থিক অবস্থা ভাল এমন দেশগুলি নয়? আমি মনে করি এই দেশগুলিও যারা তাদের পুরাতন সমতার খুব নিকটে আছে। তাদের পক্ষেও প্রত্যাবর্তন কার্যকর।

৬১৪৩. উদাহরণস্বরূপ কোন দেশগুলি আপনার মাথায় আছে? ঠিক আছে, জেনোয়া সম্মেলনের কার্য বিবরণীর সম্পর্কে বলছি, যা আমি মাথার মধ্যে নিয়ে বহন করছি না, কিন্তু আমি মনে করি ইতালির উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। ফ্রান্স এক সময়ে প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতার পরিমাপযোগ্য দূরত্বের মধ্যে ছিল।

৬১৪৪. ফ্রান্স বোধহয়, এখন সবার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে; সুতরাং আপনি ওখানে ভারত ও অন্য দেশগুলির পার্থক্যের ওপর মন্তব্য করছেন, যে দেশগুলির মুদ্রা ব্যবস্থা যুদ্ধের সময় দারুণভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে এবং যা এখন পর্যন্ত স্বস্থানে আনা যাইনি? আমার বক্তব্য হল। আমরা পরিমাপযোগ্য দূরত্বের মধ্যে ফিরে যাওয়ার মত অবস্থায় থাকলেও এই কাজ সবসময়ে বিজ্ঞতাপ্রসূত নাও হতে পারে অথবা আমরা পারলেও ফিরে যাওয়ার পরামর্শ সবসময়ে সঠিক নাও হতে পারে।

৬১৪৫. ওটার ব্যাপারে আমি পরে আসছি; আমি শুধু আপনাকে এটাই প্রতিপন্ন করতে চাইছি যে এটা বলা যেতে পারে যে ভারত ও অন্যান্য দেশের সাথে যে তুলনা আপনি করছেন তা দাড়াতে পারবে না যদি মুদ্রাব্যবস্থার সমস্যা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়।

৬১৪৬. অতএব আপনি যদি ভারতকে সেইসব দেশগুলি সাথে তুলনা করেন যারা প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতায় ফিরে গেছে তাহলে আপনি দেখবেন যে ঐগুলি

যারা প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতায় ফিরে যেতে পেরেছে? হ্যাঁ ইংল্যান্ডের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এমনকি ইংল্যান্ডেও তাদের ফিরে যাওয়া উচিত নয়—এই মতের শক্তিশালী স্রোত আছে।

৬১৪৭. আপনার উদ্ধৃত মতামতের শক্তিশালী স্রোত থাকা সত্ত্বেও আমি মনে করি তারা প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতার ব্যাপারটি মেনে নিয়েছেন এবং বর্তমানে আপনি প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বিশেষ অভিযোগ শুনতে পাবেন না। আমি বলতে পারছি না।

৬১৪৮. আপনি জানেন না দেখছি; যতক্ষণ এটা বলা না যাচ্ছে যে যারা ফিরে গেছে, তারা ভুল করেছে, ততক্ষণ ভারতে প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতায় প্রত্যাবর্তনের পক্ষপাতীদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন আপত্তি থাকতে পারে কী? না, আমি তা বলি না, আমি সত্যই এই প্রশ্ন ওঠাতে চাইছি যে এটা কাম্য কী না।

৬১৪৯. এখন কাম্য কী না—এই সম্বন্ধে আপনি বলছেন এই মত ভ্রান্ত; আপনি বলছেন উভয় মতই প্রতারণা পূর্ণ। আপনি বলছেন উভয় মতই প্রতারণা পূর্ণ। আপনি বলছেন প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার অর্থ এই নয় যে প্রাক-যুদ্ধকালীন মূল্যস্তরের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এখন আপনি কী মনে করেন যে মূল্যস্তরকে অর্জন করার জন্য বিনিময়কে উত্তোলক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত? না।

৬১৫০. তাহলে, এটা আমার কাছে খুব প্রতারণা পূর্ণ বলে মনে হচ্চে না? না। আমি বলছি এই, যদিও আপনি সবসময়ে বলতে পারেন না যে বিনিময় এবং মূল্যস্তর—একই সাথে অগ্রসর হয়, তাহলেও

৬১৫১. আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার প্রশ্ন ছিল আপনি কী প্রস্তাব করছেন যে বিনিময়কে মূল্যস্তর ঠিকঠাক করার জন্য উত্তোলক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত? না, আমি তা বলছি না।

৬১৫২. সুতরাং এই মতে পরিপ্রেক্ষিতে অনুপাতের পরিবর্তন কাম্য নয়, মূল্যের সংস্থাপক উত্তোলক হিসাবে।

৬১৫৩. কোন দেশেই এটা করেনি। ভারতের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে ইহা বিশেষরূপে কাম্য ছিল যতক্ষণ না আপনি তা দেখাচ্ছেন? কিন্তু সমস্ত দেশেই এটাই ঘটেছিল।

৬১৫৪. কোন কোন দেশ? সমস্ত দেশ।

৬১৫৫. যদি আমি আমার প্রশ্ন স্পষ্টতর করি? আমি মনে করছি না আপনার প্রশ্ন স্পষ্ট করে রাখা হয়েছে।

৬১৫৬. আমি কোন সময়ে আমার প্রশ্নাবলি খুব স্বচ্ছ করে রাখি না, আমি স্বীকার করছি। কোন কোন দেশ যারা প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতা অর্জন করতে স্ব-ইচ্ছায় অতীতের গমন করেছিল তাদের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বিন্যাস করার জন্য? না, অবশ্যই তারা তা করে নি।

৬১৫৭. সুতরাং প্রতারণা কোথায়? প্রতারণা এই অর্থে এই কাজ করার সময় কিছু লোক কল্পনা করে যে তারা পূর্বতন মূল্যস্তরে ফিরে যাচ্ছে। এটাই প্রতারণা কারণ ১৯১৪ সালের 1s4d ১৯২৫ সালের 1s4d সমান নয়।

৬১৫৮. কিন্তু আমি তাদের কথা বলছি যারা 1s4d-এর জন্য দাবী কে কখনই মূল্যগত প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করবে না, তারা ঐ প্রতারণা নিশ্চয়ই করবে না? না।

৬১৬৯. তারপর নেমে এসে আপনি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, আমি মনে করি। 'প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার অর্থ যদি হত প্রাক-যুদ্ধকালীন মূল্যস্তরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তাহলে অনুপাত 1s6d থেকে 1s4d অভিমুখে কমিয়ে আনার বদলে অতি অবশ্য 2s সোনার দিকে বাড়ানো হত'। তারপর আপনি বলছেন, 'প্রাক-যুদ্ধকালীন সমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এমনকি নামে মাত্র করাও অন্যায়'। 'এমনকি নামে মাত্র' এই কথাগুলির সম্বন্ধে আপনার চিন্তার কী আছে? মূল্যস্তরের দিকে না তাকিয়ে।

৬১৬০. আপনি নিজেই একমত হয়েছিলেন 'আমি চিন্তা করেছিলাম? মনে করা যাক এখন, ১৯২৫ সালে, 1s4d হচ্ছে অনুপাত ১৯১৪ সালের সাথে তুলনা করে, এটা হবে নামে মাত্র পরিবর্তন কারণ দর দাম নিশ্চিতভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

৬১৬১. যারা 1s4d প্রাক-যুদ্ধ হার হিসাবে চাইছেন, তাদের ব্যাপারে নাম মাত্র তা কোথায়? আপনি 1s6d থেকে 1s4d একটি সুর্দিষ্ট পরিবর্তন আপনি দাবি করছেন। সূত্রপাত করার বিষয় হিসাবে আমি গ্রহণ করছি, যেভাবে বিবৃতির শেষাংশে আমি বক্তব্য রেখেছি সেখানে আমরা প্রকৃতই কী পাচ্ছি। আমি বলছি 'সংক্ষেপে, মুদ্রাব্যবস্থার ব্যাপারে বাস্তবই হচ্ছে স্বাভাবিক'। সুতরাং 1s6d স্বাভাবিক ধার আমি শুরু করছি।

৬১৬২. এখন আজকের বিনিময় চিন্তা করুন, যখন আমরা বিষয়টি আলোচনা করছিলাম 1s8d, আমি এটা ধরে নিচ্ছি যে আপনি 1s8d অনুমোদনের জন্য একই ভিত্তির ওপর জোর দেবেন, যা 1s6d অনুমোদনার্থে আপনার আছে? হ্যাঁ।

৬১৬৩. সুতরাং বিনিময় 1s6d অরোহণ করেছিল কী করেনি, ভিত্তি বজায় থাকবে অপর দেশগুলি কী করল ব্যতিরেকেই এবং ঐ বিষয়টি কীভাবে উপনীত হল সেটাও ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়ে? আমি কী আমার মত করে বিশ্লেষণ করব?

৬১৬৪. আপনি যদি দয়া করেন—সমস্যাটিকে আমি যেভাবে দেখেছি, তাহল এই। আজকে আমাদের আছে 1s6d আমার মতে এটার অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট মূল্যস্তু। যদি আপনি আমাদের 1s4d তে ফেরাতে ইচ্ছুক হন, আমার এতে মনে হচ্ছে যে দর দাম বাড়াতে হবে। মুদ্রা সঞ্চালনের পরিমাণ না বাড়িয়ে আমরা কিছুতেই 1s4d সোনাতে পৌঁছতে পারব না। অতএব আমার মতানুযায়ী সম্পূর্ণ প্রশ্নটি হল এই আজকে আমাদের যে মূল্য বজায় আছে, সেই মূল্য কী আমরা বর্দ্ধিত করব, 1s6d তে ফিরে যাবার জন্য? এখন, আমি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের একজন সদস্যরূপে মনে করি মূল্যের নিম্নগতি ভাল। এই ব্যাপারে এটাই হচ্ছে আমার মত।

৬১৬৫. অন্যভাবে এটা আমরা দেখতে দিন। আপনি বললেন, আপনি যেভাবে রেখেছেন যে শ্রমজীবী শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এটা কাম্য নয়? হ্যাঁ, এবং আমি আর অগ্রসর হতে পারি এবং বলতে পারি যে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও নিম্নগামী মূল্য ঊর্ধ্বগামী মূল্যের চেয়ে ভাল।

৬১৬৬. এখন আমি মনে করতে পারি যে আপনি যুক্তি-সওয়াল শুনেছেন যা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যে ১৫/২০ বছর একই ভাবে একই বিন্দুতে স্থির একটি বিনিময় যদি উচ্চতর বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে উৎপাদকের স্বার্থে সেটা কাম্য নয়। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? সার্বিকভাবে এর অর্থ হল লাভের মন্দা। আমি পার্থক্য রাখতে চাই,—আমি জানি না লোকে একটা ভালভাবে নেবে এটা—শিল্পের মন্দা ও লাভের মন্দার মধ্যে পার্থক্য। আমার মনে হয় অধ্যাপক মার্শাল সোনা ও রৌপ্য কমিশনের কাছে প্রদত্ত তার সাক্ষ্যে এই পার্থক্য করেছিলেন। লাভের কমতি হতে পারে, বলতে গেলে, উদ্যোগী শ্রেণী তাদের যা প্রাপ্য তা নাও পেতে পারে যদি মূল্যগুলি বাড়তে থাকে; কিন্তু এটা অবশ্যই অনুসৃত হবে—এটা বলা যায় না।

৬১৬৭. ক্ষমা করবেন; আমি কী উৎপাদকের উল্লেখ করিনি? আমরা বিনিয়োগকারীদের ব্যাপারে পরে আসব যদি আপনি কিছু মনে না করেন। কিন্তু উৎপাদকের ব্যাপারে কী বলা হবে এর ক্ষেত্রে বিনিময় যত বাড়বে, টাকার সংখ্যা ততই কম পাবে? উৎপাদক? এতে এর কিছু এসে যায় না, কারণ সে এটা খরচা

করবে। তার উৎপন্নের খরচও পড়ে যাবে, সুতরাং এতে কোন পার্থক্যই হচ্ছে না। যদি সে ১৫ টাকা পায়, ১৫ টাকায় সে কিছু পরিমাণে জিনিস কেনে এবং যদি ৫ বছর পরে সে ১০ টাকা পায় এবং ঐ দশ টাকার সে কিনল ১৫ টাকার আগে যে জিনিস পাওয়া যেত, তাই। পরিবর্তন শুধু কাউন্টারের পরিবর্তন।

৬১৬৮. কখন এই বিন্যস্ত করা শেষ হবে? কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত গোলমাল থাকবে? হ্যাঁ।

৬১৬৯. এখন আমাদের দেখতে হবে যতটা বর্তমান যেতে পারে। আপনি মনে করতে পারেন সাধারণ ভারতীয় কৃষকরা কদাচিৎ কোন মজুর নিয়োগ করে এবং স্বহস্তে চাষ করেন?—আমি মনে করি যে কিছু পরিমাণে শ্রম নিয়োগ করে।

৬১৭০. সাধারণভাবে, বিন্যাস শেষ করার জন্য আপনি আশা করতে পারেন, মজুরদের সে যে বেতন দেয়—তাও নিম্নগামী হয়ে পড়ে হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছি যে সে একই অঙ্কের লাভ করতে চাইবে, আমি বলব হ্যাঁ।

৬১৭১. খুব ভাল কথা, যদি কৃষকের মজুরদের বেতন কমে না গিয়ে থাকে; তবে আপনি স্বীকার করবেন অন্তত এই পর্যন্ত যে কৃষকরা কম লাভ করেছে? স্বল্প লাভ। হ্যাঁ, আমি মানছি।

৬১৭২. এইসব ক্ষেত্রে যেখানে কৃষক কোন রকমে তার জীবন নির্বাহ করতে পারছে। সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? না। সে লাভ করতে পারছে না। কিন্তু তার ক্ষতিও হচ্ছে না। লাভ হচ্ছে অন্য ধরনের বস্তু; এটা হচ্ছে উদ্বৃত্ত।

৬২৭৩. যেখানে কোন জেলায় একটি কৃষক অথবা কৃষকশ্রেণী কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। তাদের ক্ষতি হতে থাকবে; মজুরদের ভাড়া সেই সমানুপাতে কমে যাইনি? আমি জানি না আপনি কী ভাবে লাভের সজ্ঞা দিচ্ছেন। আমি লাভকে উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে বর্ণনা করি।

৬১৭৪. উৎপাদনের সমস্ত খরচ মেটানোর পরেও? হ্যাঁ।

৬১৭৫. ১৯২১ সালে যদি একজন কৃষক তার জীবনযাত্রার নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং ১৯২৪ সালে যখন বিনিময় 1s6d স্থিতিশীল হল তার উৎপন্নের সম্পর্কে এবং মজুরদের বেতন হ্রাস হয়নি, সে নিশ্চয় কম আয় করেছিল? সে তার লাভের কিয়দংশ হারিয়ে ছিল।

৬১৭৬. সে কতজন বাঁচাতে পারবে? 'লাভ' কথাটি আমি আঁকড়ে থাকবে।

৬১৭৭. সে কম লাভ করবে? হ্যাঁ; লাভের অবনতি ঘটবে।

৬১৭৮. সেই অবধি অবশ্যই উৎপাদক ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আপনি যদি মনে করেন যে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে ঐ লাভ করার, তাহলে অবশ্য সে ক্ষতি করছে একথা আপনি সঠিকভাবেই বলছেন; কিন্তু যদি এটা কেবলমাত্র পার্থক্যমূলক লাভ হয়, তবে আপনি ঠিক কথা বলছেন না।

৬১৭৯. 1s6d মত এটা কেবলমাত্র পার্থক্যমূলক লাভ? হ্যাঁ।

৬১৮০. ২৫ অথবা ২৩ বৎসরব্যাপী? আমি যা বলেছি অর্থাৎ সবটাই নির্ভর করছে আপনি কীভাবে এর সংজ্ঞা নিরূপণ কালে।

৬১৮১. আপনি নিজে কীভাবে সংজ্ঞা নিরূপণ করবেন? যতক্ষণ সে উৎপাদনে যত খরচা করেছে এবং সেই খরচা তুলে নিয়েছে, আমি মনে করি না যে সে একজন ক্ষতির শিকার।

৬১৮২. আপনি সমস্ত ব্যক্তিকে এই পরীক্ষায় সম্মুখীন করবেন? আমার বক্তব্য হবে যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারছে।

৬১৮৩. আপনি কী মনে করেন এটাই হচ্ছে যথেষ্ট যা সাধারণ নাগরিকরা তার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাপারে প্রয়োগ করতে পছন্দ করবে? এর ওপরে আমি কোন মতামত দেব না। আমি আশঙ্কিত।

৬১৮৪. এখন, ৮ নং অনুচ্ছেদে আপনি উল্লেখ করেছেন 'এই সম্পর্কে দুইটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে' এবং বলেছেন 'বর্তমান চুক্তিগুলি নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বয়সের'। কী ধরনের চুক্তি আপনার মনে ছিল? উদাহরণস্বরূপ পাট্টা (ইজারা) এবং অন্য চুক্তিগুলিও, যেমন গৃহ চুক্তিগুলি এবং আরো অনেক এই প্রকারের।

৬১৮৫. বিনিময় প্রশ্নে তারা কীভাবে আসবে? আর্থিক চুক্তিগুলি একই ধরনের; ঐগুলি সবই আর্থিকচুক্তি।

৬১৮৬. প্রত্যেকটি চুক্তি, তাহলে, আপনি বলছেন? হ্যাঁ।

৬১৮৭. শহরতলীর গ্রামীণ এলাকায় চার হাজার টাকায় কোন লোক যদি বাড়ি করে, সেটাও কি এর আওতায় আসবে? অবশ্যই, এটা হচ্ছে অর্থলগ্নী।

৬১৮৮. আমাদের দেশে প্রত্যেকটি জিনিস যা অর্থ বিনিয়োগের সঙ্গে যুক্ত এগুলি আপনার মনের মধ্যে আছে? হ্যাঁ, এর আছে ক্রয় ক্ষমতা।

৬১৮৯. তারপর আপনি বলেছেন, 'এই দুইটি তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম সমাধান হল 1s4d এবং 1s6d একটি গড় নির্ণয় করা'। আমি একজন বলছি কারণ ১৯২৫ সালে কিছু চুক্তি থাকতে পারে যেগুলি সংগঠিত হয়েছিল যখন অনুপাত ছিল 1s4d কিছু চুক্তি যা এখন হয়ত বজায় আছে সেগুলি সংগঠিত হয়েছিল যখন অনুপাত ছিল 1s4d কিছু চুক্তি হয়ত এখন বজায় আছে তৈরি হয়েছিল ঐ সময়ে যখন ক্রয় ক্ষমতা ছিল 1s4d হারে।

৬১৯০. ১৯১৪ সালের আগের ঋণের আকারে চুক্তিগুলি ব্যাপারে কী? আমি মনে করি না এখন অনেকেই অবলুপ্তির মুখে।

৬১৯১. আপনি মনে করেন যে এই সমস্ত ঋণ যা কৃষিজীবীরা বীজবপকদের শোধ করে, তা নির্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হয়? আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল এই যে কোন ব্যবসায়িক চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি হয় না, এবং এই অংশের পরিমাণ খুবই সামান্য। এ ব্যাপারে কোন পরিসংখ্যানগত তথ্য নেই। অধ্যাপক ফিশার তার পুস্তকে কিছু হিসাব এই ব্যাপারে করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন সুদের হার মূল্যের সাথে সহানুভূতি পোষণ করে পরিবর্তিত হয়, সুতরাং সুদের হার মূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির সাথে নির্দিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখে। পরে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে অধিকাংশ চুক্তি হচ্ছে অতি সাম্প্রতিক এবং ব্যবসায়িক।

৬১৯২. ভারতের কথা বলছেন? আমি সাধারণভাবে বলছি; আমি ভারতের ব্যাপারে বিশেষ করে কিছু জানি না; ভারতের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু আমি জানি না কেন এরকম হবে।

৬১৯৩. আপনি কী মনে করেন ভারতে বিষয়গুলি ভিন্ন প্রকারের। আমি এরকম চিন্তা করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় এ ব্যাপারে।

৬১৯৪. আপনি কী মনে করেন ভারতের সমস্যাগুলি পশ্চিমের মতই। আমি দেখছি না কেন তারা নয়।

৬১৯৫. এইগুলি অন্য প্রকারের যদি তা স্বীকৃত হয় তবে তা আপনাকে বিস্মিত করবে? এটা আমাকে বিস্মিত করবে।

৬১৯৬. মূল্যস্তরের বিন্যাস করার ব্যাপারে, আপনি কী মনে করেন যে 1s4d থেকে 1s6d বিনিময় হারের এত বিশৃঙ্খলতার জন্য, এই বিন্যাস প্রক্রিয়া কী এখন শেষ হবার মুখে? কিছু বিশৃঙ্খলা হবে; বেতনভোগীদের পক্ষে তা ক্ষতিকারক হবে

যদি আমরা 1sd6d থেকে 1s4d ফিরে যাই।

৬১৯৭. বিশৃঙ্খলা নিম্নহার থেকে উদ্ধহারে, 1s4d থেকে 1s6d? শ্রমজীবি মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক।

৬১৯৮. বিন্যাস করা কি শেষ হয়েছে, অথবা এখন এর কিছু ত্রুটিপূর্ণ বিন্যাস আছে? আমি বলতে পারি না; এটা হচ্ছে পরিসংখ্যানগত অনুসন্ধানের বিষয়, ব্যাপারে আমি চর্চা করছি না, আমি মনে করি বিনিময় 1s6d স্থিতিশীল বেশ দীর্ঘকাল ধরে।

৬১৯৯. কতকাল এটা স্থিতিশীল আছে বলে আপনি মনে করেন? সঠিক বলতে পারব না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এটা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৬২০০. কতকাল, আপনার কোন ধারণা আছে। কিছু সাক্ষী বলছেন ৬ মাস, কেউ বলছেন ৮ মাস? আমি মনে করি এর কাছাকাছি হবে।

৬২০১. ৬ মাস অথবা ৮ মাস যথেষ্ট সময় এই স্থিতিশীলতা বিচার করার জন্য—আপনি কী তা মনে করেন? আমি বলছি এই ব্যাপারে প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে হবে এবং অতএব আপনাকে এক গড়পড়তা আনতে হবে।

৬২০২. কিন্তু আমার মনে হয় আপনার মৌখিক পরীক্ষার সময় আপনি বলেছিলেন যে আপনি 1s6d মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন? হ্যাঁ, কারণ এটা জাতীয় পক্ষে ভাল; এটা স্ফীত হবে না। এটাই আমি বলেছিলাম। যদি, 1s6d পরেও, বিন্যাস এর প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হয় যাতে আমরা বলতে পারি 1s6d হচ্ছে প্রয়োজনীয় প্রকৃত স্তর, আমি বলছি, আমাদের সেটা প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

৬২০৩. এখানে শিল্পের ক্ষেত্রে বিন্যাসের ব্যাপারে, আপনার কোন চিন্তা আদৌ আছে কী? আপনি কী আমাদের কোন মতামত দিতে পারেন? কিছুই নেই।

৬২০৪. (মি: প্রস্টন) ঐ হতভাগ্য সংরক্ষিত নিধি, স্বর্ণ সংরক্ষিতের প্রশ্নে আপনি স্যার আলেকজান্ডার মুরেকে যে উত্তর দিয়েছিলেন—তা নিয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয় তার জন্য এটা ভাল হবে যদি আমরা কিছু প্রকৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখি: ১৯০১ সালে স্বর্ণমান সংরক্ষিত নিধির সূত্রপাত হয় এবং ১৯০০ সালের আগেকার এপ্রিলে অর্জিত মুলাফা থেকে এর সৃষ্টি। আজ অবধি সংরক্ষিত নিধির পূজি হল ৮০ মিলিয়ন স্টারলিং, তাই নয় কি? হ্যাঁ। আমার মনে হয় এটা প্রায় তাই।

৬২০৪ ক. গতবছরে মুদ্রাব্যবস্থার ওপর অর্থমন্ত্রী যখন তার প্রতিবেদন পেশ করছিলেন তখন তিনি এই বিবৃতি দেন: "বিবৃতি থেকে দেখা যাবে যে ঋণপত্রগুলি ও ক্রীত ঋণস্বীকার পত্রগুলি (স্টক্‌স) আর দুই বা তিনবছরের মধ্যে পরিশোধ্যযোগ্য হয়ে উঠবে। সংরক্ষিত নিধিতে এখন জমা আছে ২৭,৪৪৯,৯৫০ যার মধ্যে মুদ্রায়ন জনিত লাভ এবং অবশিষ্টাংশ নিধিতে রক্ষিত ঋণপত্রের উপর অর্জিত সঞ্চয় "আপনি বলছেন এই নিধি বৃদ্ধি ঘটতে পারে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আরও বেশি টাকার মুদ্রায়ন হচ্ছে। গত তিনবছরে বৃদ্ধির এক তৃতীয়াংশ কীভাবে এসেছে? বিনিয়োগের থেকে অর্জিত সুদ থেকে।

৬২০৫. তাহ'লে যদি ঐ সংরক্ষিত নিধিতে সুদ জমা হতে থাকে, আপনি ঐ নিধির বৃদ্ধি ঘটাচ্ছেন কার্যকরী উদ্দেশ্যে ঐসব পদ্ধতি গ্রহণ না করেই, যেগুলিকে আপনি অত্যন্ত তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন? হ্যাঁ। নিঃসন্দেহে।

৬২০৬. ঐ সংরক্ষিত নিধির ব্যাপারে আর একটি মাত্র বিষয়। আপনি অবগত আছেন যে ১৯০৮ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে, আমাদের যদি ঐ সংরক্ষিত নিধি না থাকত, তবে আমরা কখনই আমাদের বৈদেশিক সমতা বজায় রাখতে সক্ষম হতাম না, আপনি এটা স্বীকার করছেন? হ্যাঁ।

৬২০৭. ধন্যবাদ। যদিও অবশ্য কিছু ব্যাপারে আমি আপত্তি জানাচ্ছি—এই কথা বলে যে আমি স্বর্ণমান-সংরক্ষিত নিধি বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়, তবে আর কোন সংরক্ষিত নিধি থাকে না।

৬২০৮. (স্যার রেজিনাল মন্ট) আমি বুঝতে পারছি আপনার মুখ্য আকাঙ্খা হল আভ্যন্তরীণ মূল্য স্তরের স্থিতিশীলতা ঠিক।

৬২০৯. এবং আপনি মনে করেন যে, স্থিতিশীলতা, তখন, সোনার মূল্যের সাথে যুক্ত করা হবে, তাই নয়কি? সোনার দামের সাথে তারাও পরিবর্তিত হবে? হ্যাঁ।

৬২১০. আভ্যন্তরীণ মূল্য তখন সোনার মূল্যের সাথে যুক্ত করা হবে। তাই নয় কী? সোনার মূল্যের সাথে ঐ মূল্য তখন পরিবর্তিত হবে? হ্যাঁ।

৬২১১ একই লক্ষ্য নিয়ে অনেকেই এখন স্বর্ণমুদ্রা ব্যতিরেকে স্বর্ণ বিনিময় মান সুপারিশ করছেন; কিন্তু আমি জানি আপনার অভিমত হল এর দ্বারা ঐ লক্ষ্য সাধিত হবে না? আমি মনে করি তা ভারতের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে।

৬২১২ অতীতে যা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না; আমাদের কাছে এই আবেদন করা হয়েছে যে স্বর্ণ-বিনিময় মানকে যদি স্বয়ংক্রীয় করা হয় তাহলে এই মান ঐ লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে পারবে? আমি জানি না, এমন কিছু ব্যক্তি থাকতে পারে যারা এরকম ধারণা পোষণ করে, আমি বুঝতে পারি না কেমন করে।

৬২১৩ আমি চাই আপনি ব্যাখ্যা করুন কেন একটি স্বর্ণ মুদ্রা এবং স্বর্ণ বিনিময় মান পারে না? আমার প্রথম যুক্তি হল এই: বিনিময় সোনা মূল্য হ্রাস করে এবং সুতরাং মুখ্য মান হিসাবে সোনাকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। একটি স্বর্ণ বিনিময় মান সোনার উদ্বৃত্ততা সৃষ্টি করে তার মিতব্যয়িতার দ্বারা।

৬২১৪ আপনার এই বক্তব্য অন্যভাবে উপস্থাপিত করা উচিত নয় কী, এবং বলা উচিত যে যদি আমরা এখানে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবস্থা চালু করি আমরা সোনা মূল্য বাড়াব; এইভাবে কী আরও সঠিক পথে বক্তব্যটি উপস্থাপিত করা হল না? আপনি এইভাবে রাখতে পারেন, হ্যাঁ, অতএব, বর্তমান পরিস্থিতিতে সোনা মূল্যের মান হিসাবে আরও ভালভাবে ব্যবহার করবে। আমার পরবর্তী নিবেদন হল এক প্রকার: বিনিময় মানের দ্বারা আমরা কী প্রকৃতপক্ষে মিত্যব্যয়িতা প্রয়োগ করছি?

৬২১৫ আমি মিত্যবায়িতা প্রশ্ন তুলিনি। আমি চেষ্টা করেছিলাম যে বক্তব্য অর্থাৎ একমাত্র সোনার মুদ্রা অভ্যন্তরীণ মূল্যগুলিকে সোনার সাথে যুক্ত রাখতে পারে এবং আপনার লক্ষ্যপূরণ করতে পারে, তার যুক্তি নাগাল পেতে? অন্যভাবে তারা আরও স্থিতিশীল হতে পারে যা আমি বলেছিলাম। আমরা যদি স্বর্ণমান গ্রহণ করি আমাদের দরদামগুলি আর বেশি স্থিতিশীল হবে তুলনামূলকভাবে যদি তারা বিনিময় মানের অধীন থাকে। আমি বলিনি যে, স্বর্ণমানের অধীনে তারা পরম স্থিতিশীল হয়ে থাকবে কারণ সোনা নিজেই একটি আদর্শ স্থিতিশীল মূল্য নয়, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এটা অন্য যে কোন বিনিময় মানের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল।

৬২১৬ যেহেতু আমরা সোনা বেশি ব্যবহার করি, শুধুমাত্র এই কারণে? হ্যাঁ।

৬২১৭ পৃথকীকরণের সপক্ষে এটাই আপনার একমাত্র যুক্তি। হ্যাঁ।

৬২১৮ (স্যর মানেকজি দাদাভয়) স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসের প্রতি আপনি যে উত্তরগুলি দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে আরেক ধাপ আমাকে অগ্রসর হতে দিন: ৮নং অনুচ্ছেদে আপনি বলছেন। বর্তমান চুক্তিগুলি নিঃসন্দেহে বিভিন্ন বয়সের; কিন্তু তাদের বৃহদংশ হচ্ছে অতি সাম্প্রতিক তারিকের এবং সম্ভবত: ১ বৎসরের

বেশি পুরাতন নয়; সেইহেতু এটা বলা যেতে পারে যে সামগ্রিক চুক্তিগ্রাহ্য দায়বদ্ধতার ভরকেন্দ্র সর্বদাই বর্তমানের কাছাকাছি। যখন আপনি এই বিষয়টি উল্লেখ করছেন; আমি বুঝতে পারছি যে কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দ্বারাই আপনি বলছেন? হ্যাঁ; আমি শুধুমাত্র বলছি যে অধ্যাপক ফিসার-কৃত হিসাব আছে।

৬২১৯. আপনি বিবৃতি দিচ্ছেন সাধারণভাবে? হ্যাঁ, আমি বলেছি আমাপ কোন নির্দিষ্ট তথ্য ছিল না।

৬২২০. আপনি বলছেন যে সমগ্র চুক্তিগ্রাহ্য দায়বদ্ধতার ভরকেন্দ্র বর্তমানের কাছাকাছি, এটা খুব সুনির্দিষ্ট সর্ত নয়। এই ভরকেন্দ্র ১২ মাসের পরিধির মধ্যে চলে আসবে কী? হ্যাঁ, এর কাছাকাছি কোথাও; কারণ আমি বলেছি ১ বছরের পুরানো।

৬২২১. তাহলে যদি কোন অনুপাত ১২ মাস আগে জারী থেকে থাকে, আপনার যুক্তি অনুযায়ী আমরা 1s6d গ্রহণ করে আমরা ন্যায়সঙ্গত কাজ করেছি? সত্যই তাই; হ্যাঁ।

৬২২২. তাহলে ঐটি গ্রহণ করে আপনি সঠিক কাজ করেছেন? হ্যাঁ।

৬২২৩. তাহ'লে যখন বিষয়টি আলোচনা করার সময় এবং যখন আপনি 1s6d অনুপাতকে নির্বাচন করার কথা প্রকাশ করলেন, আমি বুঝতে পারছি আপনি অধ্যাপক ফিসারের বাণীর উপর আপনার অভিমত স্থাপন করেছিলেন?

৬২২৪. এখন অধ্যাপক ফিশারের বাণী আমাদের সামনে আছে। যে কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তাহল: টাকার ন্যায়সঙ্গত মানের সমস্যা পশ্চাতের চেয়ে অগ্রের দিকে তাকায়; এটা অবশ্যই এর সূত্রপাত বিন্দু গ্রহণ করে সাম্প্রতিক ব্যবসা থেকে এবং যুদ্ধের আগে কোন কাল্পনিক সমতা থেকে নয়? একেবারে ঠিক।

৬২২৫. আপনি কী মনে করেন না যে অধ্যাপক ফিসার যখন তার বাণীর রূপ দিচ্ছিলেন তখন কেবলমাত্র ইউরোপের অবস্থাই তার সম্মুখে ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু ঐ অবস্থা সমস্ত দেশের পক্ষে প্রযোজ্য। এটা হচ্ছে সাধারণ ধারণা।

৬২২৬. আমার প্রশ্ন হল ইউরোপের অবস্থাই কী তার চিন্তায় ছিল যখন তিনি এটা বলেছিলেন? আমি বলতে পারি না।

৬২২৭. (চেয়ারম্যান) সাক্ষী উত্তর দিয়েছেন যে তিনি মনে করেছিলেন যে এটা যে কোন পরিস্থিতিতেই প্রযোজ্য? হ্যাঁ, এটা সাধারণ মূল্যায়ন।

৬২২৮. (স্যর মানেকজি দাদাভাই) ওই প্রকাশিত কথাগুলির দ্বারা কী ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত কী না? আমি মনে করি এটা সঙ্গত।

৬২২৮ক. আপনি মনে করেন এটা তাই? তিনি আরও বলেছেন। তিনি কেবলমাত্র যুদ্ধের উল্লেখ করছেন না।

৬২২৯. এখন, আপনি ভাল করেই জানেন যে 1s6d অনুপাত গত ১৬ মাস ধরে ভারতে জারী ছিল। এখন, ভারতীয় পরিস্থিতিতে এই ১৬ মাস সময় যদি আমরা গ্রহণ করি, আপনি কী বলবেন, যখন যদ্ধের আগে কোন কাল্পনিক সমতার কথা আপনি চিন্তা করবেন? আপনি কী মনে করেন ভারতে ১৬ মাসের একটি পর্ব সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে কোন বিশদ পার্থক্য সৃষ্টি করবে? তিনি উল্লেখ করছেন প্রাক্‌কালীন একটি কাল্পনিক সমতাকে। তিনি দীর্ঘতর কাল ধরছেন? না, না, তিনি কেবলমাত্র ১৯১৪ সালে পিছিয়ে যাওয়া কথা উল্লেখ করছেন। তিনি উল্লেখ করছেন সেই সমতা যা ১৯১৪ সালে বহাল ছিল। আমি বলছি, যদি তথ্যানুযায়ী 1s6d ১৬ মাস ধরে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, তাহলে আমি বলছি, এটা স্থায়ী করতেই হবে।

৬২৩০. হ্যাঁ। কিন্তু এর আগে, কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত বিরতি সহ, 1s5d জারী ছিল ২০ বৎসরের জন্য আপনি কী তাহলে ঐসব বিবেচনা ঝেড়ে ফেলে দেবেন?—হ্যাঁ, কারণ, ২০ বৎসর আগে সংগঠিত কোন চুক্তির অস্তিত্ব এখন আর নেই। অতএব এ ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

৬২৩১. এটাই আপনার যুক্তি? এবং আপনি এর দেশেই কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উপর অর্থনৈতিক প্রভাব ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন? আমি বলছি তারা খুব ভাল। 1s6d তে অনুপাত এনে, হয়ত মুনাফা কিছু চুপসে যাবে। কিন্তু শিল্পের কোন মন্ত্রীভবন হবে না।

৬২৩২. হ্যাঁ। তাহলে ঐসব অনুঘটকের উপর আপনি কোন বিরাট মূল্য আরোপ করতে চান না। আপনি সমগ্রতার উপর চিন্তা করুন এটা দেশের পক্ষে ভাল হবে? হ্যাঁ।

৬২৩৩. আমি আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করব, কিঞ্চিৎ কাল্পনিক আমরা ৬ মাস নেব আমাদের প্রতিবেদন লেখার জন্য পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে যদি অনুপাত 1s8d পরিণত হয়। আমি মনে করব, আপনার মতে আপনার হিসাবের ভিত্তি, তা গ্রহণ করে আপনি সঠিক কাজ করেছেন? তাহ'লে আমি আবার বলব, আপনি একটি গড় হিসাব করুন।

৬২৩৪. 1s8d ও 1s6d অথবা 1s4d মধ্যে?—1s8d এবং 1s6d মধ্যে।

৬২৩৫. এবং আপনি মনে করেন যে ওটা হবে সুষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থা—আমি জানি না। আপনাকে কোন প্রকারের গড় পড়তা করতে হবে। প্রতিটি চুক্তির প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই সময়ে টাকার ওঠানামা কে আপনি যদি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরেন, তাহ'লে দেখা যাবে আমেরিকানরা যা করেছিল তা অবশ্য এই ধরণের কাজ—গড়পড়তা ঠিক করা এবং ঐ ভিত্তিতে সমস্ত চুক্তির সমাধান করা। তারা প্রতিটি চুক্তির প্রতি ন্যয় বিচার করতে পারিনি এটা অসম্ভব।

৬২৩৬. (স্যর হেনরি স্ট্র্যাকোশ) ডঃ আম্বেদকর, আমি চাই পুনরুল্লেখ করতে আপনার কিছু বিবৃতি যাতে আপনি স্বর্ণ বিনিময় মান প্রচলন কাম্য নয় বলেছেন। আপনার সাক্ষ্যের কোন এক সময়ে, আপনি বলেছিলেন যে, বিনিময়ে পরিবর্তনশীলতা মুদ্রা নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং এই কারণে, আভ্যন্তরীণ মূল্যগুলির স্থিতিশীলতাও তৈরী করবে না।। এটি হচ্ছে আপনি যে সব আপত্তি তুলেছেন, তার মধ্যে একটি এবং তারপর অন্য বিষয়ে আপনি বলেছিলেন যে, স্বর্ণ বিনিময় মান আকাঙ্খিত মান নয় কারণ এর অধীন মূল্যগুলি স্থিতিশীলতা কম হবে তুলনামূলকভাবে যদি মূল্যগুলিকে পুর্ণস্বর্ণমানের অধীনস্থ করা হয়? হ্যাঁ।

৬২৩৭. এখন আর্থিক ব্যাপারের ছাত্র আপনি বেং আপনি নিঃসন্দেহে জেনোয়া সম্মেলনের বিবরণী অনুসরণ করেছেন? আমি করেছি লন্ডন থাকার সময়ে। সম্প্রতি অবশ্য আমি করিনি। কিন্তু আমি জানি যে স্বর্ণমানই প্রস্তাবিত হয়েছিল।

৬২৩৮. আপনার স্মরণে আছে যে জেনোয়া সম্মেলন, একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, যাতে দেশগুলিকে স্বর্ণ বিনিময় মান গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সোনার ক্রয় ক্ষমতা স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্য এবং তারা সুপারিশ করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতা এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে? আমি মনে করি না যে সোনার ক্রয়ক্ষমতার স্থিতিশীলতার আনার উদ্দেশ্যে তারা এটা করেছিলেন; তারা তাদের মুদ্রাব্যবস্থা স্থিতিশীল করার জন্য প্রস্তাব করেছিল।

৬২৩৯. তারা স্পষ্ট করে বলেছিলেন এই প্রস্তাব সোনার ক্রয়ক্ষমতা স্থিতিশীল করার প্রয়োজনেই। যাইহোক আমি বলছি এটা এই উদ্দেশ্যেই; আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। এখন, ওটা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং তারা ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এবং স্বর্ণবিনিময় মান সৃষ্টি করে যা আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা

সেই রকম বিরাট মাপের যা স্বর্ণমান করতে পারে—আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গির আপাতদৃষ্টিতে, তারা অংশীদার নয়?—না, না। আমার নিবেদন হল এই যে আমরা স্বর্ণ বিনিময় মানকে তুলনা করছি পূর্ণ পরিবর্তনশীল মানের সাথে। যুধ্যমান দেশগুলিতে যুদ্ধের সময় ছিল সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল মুদ্রা ব্যবস্থা এবং নিশ্চিতভাবে একটি অপরিবর্তনশীল মুদ্রা ব্যবস্থা বিনিময় মানভিত্তিক ব্যবস্থার চেয়ে আরও নিকৃষ্ট। কারণ বিনিময় মানের কিছু পরিবর্তনশীলতা আছে। ২নং অনুচ্ছেদে, ২নং অনুচ্ছেদাংশে আমি নিজেই একথা বলেছি। তারা স্বর্ণমান এর সাথে স্বর্ণ বিনিময় মানের তুলনা করেনি; তারা স্বর্ণ বিনিময়মানের সাথে তাদের পত্র মুদ্রায় তুলনা করেছিল।

৬২৪০. আমি পেশ করছি যে, তারা কোন তুলনাই করেননি। তারা সুপারিশ করেছিল? কিন্তু পরিস্থিতির উল্লেখ তখন তার অস্তিত্ব ছিল—ঐভাবে আমি মাত্রা টানবো।

৬২৪১. যাই হোক, এটা ঘটনা। এখন, এটা ব্যতিরেকেই, আমি খুব নিশ্চিত নই আপনার চিন্তার কারণ কী, সোনার ক্রম ক্ষমতায় পরিবর্তন ছাড়াই, স্বর্ণ বিনিময় মান কেন স্বর্ণমানের মত স্থিতিশীল হবে না। স্বর্ণ বিনিময় মান বলতে আমি ঠিক কী বুঝি তা আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। স্বর্ণবিনিময় মান এমন একটি মান সেখানে আভ্যন্তরীণ অপরিবর্তনশীলতা সহ একটি মুদ্রা ব্যবস্থা দেশের মধ্যে সঞ্চালিত আছে কিন্তু এই মুদ্রা স্বদেশে বিনা বাধায় পরিবর্তন করা যায় এবং রপ্তানি ক্রয়ের জন্য মুদ্রা আপনি সোনায় পরিবর্তন করতে পারেন। এখন এই মানকে গ্রহণ করে। আমি খুবই আনন্দিত হব যদি আপনি আমাদের বলেন কেন এই ধরণের মান স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে স্বর্ণমানের অপেক্ষা কম অযোগ্যতর? আমি আপনার প্রশ্ন উপলব্ধি করেছি মহাশয়, এবং আমার উত্তর হল এই। একটি দেশের প্রয়োজন অনুসারে মুদ্রা প্রচলনের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পরিবর্তনশীলতা একটি মাধ্যম। বর্হিদেশীয় প্রয়োজনের জন্য গৃহীত পরিবর্তনশীলতা ঐ মুদ্রার পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন নয়। ফলত এই মুদ্রাব্যবস্থায় স্থিতিশীল আভ্যন্তরীণ মূল্য আপনি পেতে পারেন না।

৬২৪২. আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পরিবর্তনশীলতার চেয়ে এটা কম কার্যকরী একথা আপনি কেন বলছেন? কারণ কার্যকরী পরিবর্তনশীলতাকে অবশ্যই চরম হতে হবে।

৬২৪৩. কিন্তু এটা চরম, তাই নয় কী?

৬২৪৪. কিন্তু সুস্পষ্টরূপে এটাই। এটাই পরমসত্য। একমাত্র তফাৎ হল এই যে

একটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক টাকা আপনি পরিবর্তন করছেন আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য এবং অন্য ক্ষেত্রে আপনি পরিবর্তন করছেন আন্তর্জাতিক টাকার জন্য যা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা আন্তর্জাতিক টাকা য়া দেশের মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে? না না বিষয়টি হচ্ছে এই। যখন আপনার পরিবর্তনশীলতার দায়বদ্ধতাগুলি ত্রুটিপূর্ণ বিনিময় মানের মতন আপনি. তখন সম্ভবত আরও বেশি মুদ্রার প্রচলন করবেন নির্ভয়ে।

৬২৪৫. কিন্তু আপনি ঠিক এই কথাই বলেছিলেন যে পরিবর্তনের দায়বদ্ধতা উভয় ক্ষেত্রেই নির্গমনকে নিয়ন্ত্রিত করে? হ্যাঁ, পরিবর্তন করা নির্ভর করে পরিবর্তনশীলতার উপায়ের কার্যকারিতার উপর। যদি আপনার পরিবর্তনশীলতা চরম হয় অর্থাৎ যদি একজন প্রচলক পরিবর্তন করতে বাধ্য যখনই তার মুদ্রা তার কাছে উপস্থাপিত করা হয়, তখন সেই পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে চরম।

৬২৪৬. কিন্তু আমার প্রস্তাবনা ছিল যে স্বর্ণ বিনিময় মান মুদ্রাপ্রচলক কর্তৃপক্ষকে বেঁধে রাখে আভ্যন্তরীণ নির্দেশন মুদ্রাকে সোনায় পরিবর্তন করতে আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্যে? এবং তসমস্ত উদ্দেশ্যে নয়।

৬২৪৭. এখন, আমি চাই জানতে কেন আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে নিদর্শনমুদ্রাকে পরিবর্তন করার এই বাধ্যবাধকতা ঐ মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করবে? কারণ নীতি হল এই যে কোন পণ্য দ্রব্য, মুদ্রাসহ, নিজেকে বজায় রাখে এই ঘটনায় যে সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিণামগতভাবে এটা নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এটাই হচ্ছে প্রাথমিক মৌখিক প্রস্তাবনা; যে কোন পণ্যদ্রব্য নিজেকে দায়ী রাখে এই কারণে যে সরবরাহ হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ। যদি পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ সীমায়িত না হয় তবে এর মূল্য কমতে বাধ্য।

৬২৪৮. আপনি কী তাহ'লে চিন্তা করেছেন যে, আপনার স্বর্ণমুদ্রাসহ স্বর্ণমানেতে সঞ্চালিত স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা আর কিছুই নেই? না, আমি বলছি যে টাকা সঞ্চালিত হবে।

৬২৪৯. এবং কোন ব্যাঙ্কনোট নয়? হ্যাঁ, ব্যাঙ্কনোট থাকবে। কেন নয়?

৬২৫০. তারপর আমি দেখছি না আপনি কেমন করে আরও কার্যকরীভাবে আভ্যন্তরীণ নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করবেন একটি ক্ষেত্রে ক্রয়ে অন্য ক্ষেত্রের? কারণ আমি বলছি যে টাকশাল বন্ধ করতে হবে।

৬২৫১. ব্যাঙ্কনোটগুলির নির্গমনের ব্যাপারে কী হবে? এগুলির নিরাপত্তা রক্ষিত। সুরক্ষিত নোট প্রচলন করলে মুদ্রা প্রচলনে যোগ হয় না। মনে করুন আপনি কিছু

পরিমাণ সোনা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন এবং আপনি বেশ কিছু মুদ্রা প্রচলন করেছেন এটা আবৃত করতে ঐ মুদ্রা, মুদ্রা ব্যবস্থায় কোন সংযোজক নয়।

৬২৫২. আচ্ছা, আপনি চাইছেন টাকার নিরাপত্তার রক্ষিত হবে শতকরা ১০০ ভাগ সোনা দিয়ে? আমি শতকরা ১০০ ভাগ সোনার কথা বলছি না।

৬২৫৩. তাহ'লে আপনি কী করে এটা নিয়ন্ত্রণ করবেন? আমি মনে করি পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতি। আমার থাকবে পত্র-মুদ্রা যা সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল এবং শুধুমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নয়। এবং আমি টাকাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রাধীন রাখব। যাতে সে তার মূল্য বজায় রাখতে পারে এই বাস্তব কারণেই যে সে পরিবর্তনশীল।

৬২৫৪. কিন্তু আপনি কী করে মুদ্রার মরশুমি প্রয়োজনগুলির ব্যবস্থা করবেন? আমি বলছি আপনি মুদ্রার আস্থাভাজন ন্যাস এর অংশ সম্প্রসারিত করতে পারেন যাতে মুদ্রার প্রচলন হতে পারে পত্রের বিরুদ্ধে মরশুমি চাহিদার সময়ে।

৬২৫৫. এখানে কী আপনি প্রচলনকে প্রচকের ইচ্ছাধীন বা বিচারের অধীন করছেন না? হ্যাঁ, কিন্তু এই পরিবর্তনশীলতা অবাধ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পরিবর্তনশীলতা হচ্ছে এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে প্রচলকের স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। যদি ও স্বর্ণমান ব্যবস্থাতেও সোনা সম্পূর্ণ বন্টন হয়ে যেতে পারে এবং দেশ কেবলমাত্র পত্র মুদ্রায় প্লাবিত হয়ে পড়তে পারে আমি স্বীকার করছি।

৬২৫৬. আপনি কী বলতে চাইছেন যে, প্রদত্ত দুইটি স্বর্ণ-বিন্দুতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাতে পরিবর্তন করার দায়বদ্ধতা টাকার স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কারণ, যদি আপনি আভ্যন্তরীণ প্রচলন অধিক করেন, আপনার টাকার মূল্যহ্রাস হবে সোনার মুল্যের সাথে তুলনামূলকভাবে? হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি কিন্তু এটা হবে অনেক পরে। এই ঘটনা ঘটার আগে দীর্ঘ বিরতি থাকবে। কিছু দেশের ক্ষেত্রে এই ঘটনা নাও ঘটতে পারে।

৬২৫৭. যুদ্ধের আগে ইউরোপেও অন্যান্য দেশে স্বর্ণমান কীভাবে কাজ করেছিল?পরিবর্তনশীলতার ভিত্তিতে কাজ করেছিল, কেবলমাত্র বহির্দেশীয় উদ্দেশ্যে নয়।

৬২৫৮. কিন্তু ঐ মান মুখ্যত কাজ করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিদেশি মুদ্রা ধরে রেখে, সোনায় পরিবর্তন করে নয় এবং এক দেশের সোনা অন্য দেশে প্রবাহিত

হয়েছিল কেবলমাত্র অন্তিম উপায় হিসাবে? কিন্তু পরিবর্তনশীলতা ব্যাপারে তাদের ব্যবস্থাগুলি ছিল ত্রুটিহীন এবং সম্পূর্ণ।

৬২৫৯. আপনি এও অবগত আছেন যে ইউরোপ মহাদেশে বৃহৎ সংখ্যক দেশের চমৎকার স্থিতিশীল মুদ্রা ছিল এবং বস্তুত সোনার কোন সঞ্চালন ছিল না? হ্যাঁ, তাই ছিল।

৬২৬০. (চেয়ারম্যান) আজ আপনার সঠিক সহায়তার জন্য, আপনার কাছে আমরা খুবই বাধিত, ডক্টর।

৪

ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় বর্তমান সমস্যা[১]

২ শিলিং বনাম 1s6d অনুপাত

স্মরণকালের মধ্যে ইউরোপের মহাযুদ্ধ ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা। এর বিপর্যয়কারী গতিপথে, এই মহাযুদ্ধ যা করেছিল, তাই বির্পযস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুদ্রা ব্যবস্থা যে ধ্বংসাত্মক আঘাত পেয়েছিল, যুদ্ধাক্রান্ত কেউই সেই অবস্থায় পড়েনি। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, জার্মানির মার্ক, অস্ট্রিয়ার ক্রাউন, রাশিয়ার রুশ, ফরাসি ফ্রা এবং ইতালির লিরা, ইত্যাদি, বিশ্বের হিসাবের মুখ্য এককগুলি তাঁদের নঙ্গর হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের সমতা থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এমনকি ব্রিটিশ পাউন্ডও নিমজ্জিত হয়েছে এবং টাকা যা কখনই যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যে ছিল না, সেই টাকাও তাকে দৃঢ় রাখার জন্য তার অভিভাবহকে বন্ধনগুলি থেকে পলায়ন করতে পরিকল্পিত পেরেছিল। যুদ্ধের অবসানের পর পুণর্গঠনের সময়, প্রাকযুদ্ধকালীন অবস্থায় মুদ্রাব্যবস্থাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক লোকের দেখা পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই সার্বজনীন দাবীর সাথে সহমর্মী একটি দল ভারতে গড়ে উঠেছে এই দফার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে। এই দলের মতানুসারে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা 1s4d টাকার অনুপাতে স্থিতিশীল করা উচিত যা প্রাকযুদ্ধকালীন অনুপাত। ভারত সরকার মনে হয় এই দাবীর বিরোধী এই কারণে নয় যে এই অনুপাত ভাল নয়, কারণ হচ্ছে এই যে এটা আরও ভাল নয়। সরকার চায় বা তার লক্ষ্যে আছে ভারতীয় মুদ্রার জন্য ২ শিলিং অনুপাত। প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে ইউরোপের অনেক সরকার। এই কাজ করার বিচক্ষমতা ব্যাতিরেকে, সত্যই বাধিত হবে যদি তারা তাদের মুদ্রা ব্যবস্থাকে যুদ্ধের আগের অনুপাতে পুন:প্রতিষ্ঠা করতে পারে—এখন পর্যন্ত ঐ অনুপাতগুলি দূরে আছে অপরদিকে ভারতীয় মুদ্রা ইতিমধ্যেই তার প্রাকযুদ্ধকালীন অনুপাতে উপস্থিত হয়েছে। যুদ্ধের আগে অবস্থায় ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও, ভারত সরকার সন্তুষ্ট নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে যে এই মনোভাব সেই দুষ্ট ছেলের মত যে সব সময়েই বেশি পাওয়ার জন্য পায় কবে। এই

১. ভারতের ভৃত্য—এপ্রিল ১, ১৯২৫।

বিতর্ককে এই রচনায় আমি বিষয়বস্তু করতে চাই। প্রারম্ভেই এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে এই বিতর্কে ২টি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন নিহিত আছে: (১) আমরা কী আমাদের 'বিনিময়'কে স্থিতিশীল করব? (২) কী অনুপাতে এই স্থিতিশীলতা করা হবে? এই দুইটি প্রশ্ন দুইটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কিন্তু যখন দুইটি পার্টির বক্তব্য কেউ পড়বেন। তিনি দেখতে পাবেন যে সরকার ও বিরোধীরা কেউই স্পষ্ট করে বলেননি যে তাদের লক্ষ্য হল আমাদের হিসাবের এককের মূল্যকে পরিবর্তন করা অর্থাৎ এতে নতুন মূল্য আরোপ করা অথবা বর্তমান মূল্যে একে স্থিতিশীল করা। আমি আশঙ্কিত যে, এই দুইটি প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে পৃথক না করা পর্যন্ত, আমাদের মুদ্রার পুনর্বাসনের দিকে খুব কমই অগ্রসর হওয়া যাবে। কারণ, একটি মুদ্রার উপযোগিতা পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এ কথা সত্য যে যারা মুদ্রার উপযোগিতা পরিবর্তনে ইচ্ছুক। পরিশেষে, তারা মুদ্রাকে স্থিতিশীল করতে চান যখন কাম্য উপযোগিতা অর্জিত হয়। কিন্তু মধ্যবর্তীকালীন সময়কে বিবেচনায় আনলে, আমরা যখন উপযোগিতার পরিবর্তন করছি তখন আমরা মুদ্রলাকে স্থিতিশীল করছি—একথা বলা হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হবে। কারণ, পরবর্তীটি হচ্ছে অনুপাত পরিবর্তনের একটি ইচ্ছাকৃত নীতি; অপরদিকে পূর্বোক্তটি মুদ্রাকে দৃঢ় রাখার ইচ্ছাকৃত নীতি। এই দুইটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন আলোচনা করার আগে আমি মনে করি বিনিময় অনুপাত কী করে ঠিক করা হয়—এ ব্যাপারটি আমরা অবগত আছি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার প্রয়োজন আছে। এটা আত্মস্থ করতে না পারলে আমরা কখনই বিতর্কপ্রসূত এই দুইটি প্রশ্নের ধরণ ও প্রতিফলনগুলি বুদ্ধিমত্তার সাথে অনুসরণ করতে পারব না। সরল করে বলতে গেলে, দুইটি মুদ্রার মধ্যে অথবা হিসাবের এককের মধ্যে একটি বিনিময় অনুপাতের অর্থ হল একটির মূল্য অপরটি শর্তে। এখন একটি হিসাবের একক অন্য হিসাবের এককের শর্তে মূল্য নিজের জন্য নয় যদি না সেটি চাওয়া হয় রূপে, কিন্তু এইজন্য যে, এটি কী কিনবে; বিষয়টিকে প্রকৃত আকৃতিতে পরিচয় করানোর জন্য যাতে আমরা বলতে পারি যে একজন ইংরেজ ভারতীয় টাকাকে ততটা এবং ততক্ষণ মূল্য দেবে যতক্ষন ঐ টাকাগুলি ভারতীয় দ্রব্য কিনতে পারছে। অপরদিকে ভারতীয় বা ইংলিশ পাউন্ডকে মূল্য দেবে যতক্ষণ ঐ পাউন্ডগুলি ইংলিশ দ্রব্য কিনতে পারছে। অতএব এটাই তাহ'লে অনুসৃত হচ্ছে যে যদি ভারতীয়, টাকা ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে পারে অথবা একই অবস্থায় থাকতে পারে অথবা মন্দ দ্রুত গতিতে বাড়তে পারে এবং এই সময়ে ইংল্যান্ডের পাউন্ডের ক্রয়ক্ষমতা পতন ঘটে (অর্থাৎ ভারতীয় মূল্যস্তর কমে যায় ইংল্যান্ডের মূল্য স্তরের থেকে আপেক্ষিকভাবে) তবে কম পরিমাণে টাকা লাগবে পাউন্ডের জন্য। অন্য কথায় ভারতে যখন টাকার দাম

কমে যায় তখন পাউন্ডের মতে টাকায় বিনিময় মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। বিপরীতক্রমে; ভারতে যদি টাকার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় যখন ইংল্যান্ডে পাউন্ডের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটছে অথবা স্থির থাকছে অথবা অল্প গতিতে পতন ঘটছে (অর্থাৎ ভারতের মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আপেক্ষিকভাবে ইংল্যান্ডের মূল্যস্তর থেকে)। তখন অল্প পরিমাণে পাউন্ড লাগবে সমপরিমাণ টাকার জন্য। অন্য কথায় যখন ভারতে টাকার দাম বাড়বে, টাকার বিনিময়মূল্য কমবে। এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা সাধারণ প্রস্তাব রাখতে পারি যে দুইটি হিসাবের এককের বিনিময় অনুপাত। তাদের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতের সমান। বিশেষ কোন বিনিময় অনুপাত দুইটি মুদ্রা বা হিসাবের এককের মধ্যে এই ব্যাখ্যাকে সংক্ষেপে ক্রয় ক্ষমতার সমতার তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্বে সম্যক উপলব্ধির উপর আমি জোর দিচ্ছি কারণ আমি দেখেছি যে আমাদের আলোকবর্তিকার কেউ কেউ, মনে হয় এই চিন্তা পোষণ করেন যে একটি বিশেষ কোন বিনিময় অনুপাত হচ্ছে মোট আমদানি ও রপ্তানির মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের ফল। এই বক্তব্য বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যেখানে আমদানিকে পরিশোধ করে রপ্তানি অপরিশোধযোগ্য উদ্বৃত্ত বলে সেখানে কখন কোন কিছুই পড়ে থাকে না। এটা সত্য যে, বাণিজ্যের কিছু দেয় অংশ টাকায় পরিশোধ করা হয়; যে অংশটি টাকার দ্বারা বিলুপ্ত করা হয়েছে তাকে কেন উদ্বৃত্ত বলে বলা হবে—এর কোন কারণ নেই। এর অর্থ একটাই যে টাকা অন্যান্য দ্রব্যের মতই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করছে। এ ব্যাপারে টাকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

টাকার আন্তর্জাতিক লেনদেনগুলিতে প্রবেশের পরিধির ব্যতিক্রমের মধ্যেও কোন প্রকারের বৈশিষ্ট্য নেই। কতটা পরিমাণে অর্থ কোন দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনে প্রবেশ করবে তা নির্ধারিত হয় একই আপেক্ষিক মূল্য এর আইন দ্বারা, অন্য যে কোন পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটে থাকে। যে দ্রব্যটি আপেক্ষিকভাবে সর্বাপেক্ষা কম দামের, সেটির দেশে বাইরে যাবার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। কোন সময়ে এটা কাঁটা চামচ, কোন সময়ে কমলালেবু, আবার তৃতীয়বার হয়ত টাকা। আমদানি রপ্তানির যদি কেউই না বলেন কাঁটাচামচ বা কমলালেবু রপ্তানির সর্তানুসারে আমদানি রপ্তানির মোট উদ্বৃত্ত সম্পর্কে যখন এগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে দেশের বাইরে যাবে সাধারণ ভারসাম্যের একটি পর্যায়ের পরে, এই অবস্থায় টাকার শর্তানুযায়ী বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের কথা বলার কোন কারণই নেই বিশেষ করে যখন স্বাভাবিক ভারসাম্যের একটি পর্যায়ের পর আগের চেয়েও আর বেশি পরিমাণে অর্থ দেশের বাইরে চলে যাবে। এই ধরণের কথাবার্তা অবশ্য সওয়াদগরি দিনের ক্ষতিহীন

উদ্বর্তন হিসাবে ক্ষমার্হ। কিন্তু এইমত হচ্ছে একেবারেই অযৌক্তিক ও অজ্ঞাতাপ্রসূত যে কোন হিসাবের একক এর বিনিময় অনুপাত স্থিরিকৃত হয় তার ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়, বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে। কার্য কারণ সম্পর্কে একেবারেই বিপরীত হল এই মত। এটা সত্য যে বিনিময় মূল্যের নিম্নগতি হলে বাণিজ্য উর্দ্বর্তের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং সন্তোষজনক বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত বিনিময় মূল্যের উর্দ্ধগতি ঘটায়। কিন্তু একটি দুর্দশাগ্রস্ত বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এই অর্থে যে দ্রব্য রপ্তানির ক্রমাবনতি সাথে সাথে আমদানির উর্ধ্বগতি ঘটছে, এই অবস্থা যে চিত্রটি পরিষ্কার করে তুলে ধরছে তা হল ঐ বিশেষ দেশটি এমন এক বাজারে পরিণত হয়েছে যেখানে বিক্রয় করা ভাল কিন্তু ক্রয় করা খারাপ। একইভাবে একটি সন্তোষজনক বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তর অর্থ হল দ্রব্য রপ্তানি বাড়ছে এবং আমদানি কমছে, এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঐ দেশটি এমন এক বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে যেখানে বিক্রয় করা সুবিধাজনক, কিন্তু ক্রয় করা সুবিধাজনক নয়। এখন একটি বাজার বিক্রয়ের জন্য ভাল এবং ক্রয় করার জন্য খারাপ (যে ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তসহ বিনিময় মূল্য কমছে এমন নজির যখন ঐ বাজার শাসনকারী মূল্যস্তরগুলি, ঐ বাজারের বাহিরের মূল্যস্তরগুলির চেয়ে উচ্চতর। একইভাবে একটি বাজার ক্রয়ের জন্য ভাল কিন্তু বিক্রয়ের জন্য মন্দ। সন্তোষজনক বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তসহ বিনিময় মূল্যের উর্ধ্বগতি এমন নজির) যখন ঐ বাজারের কর্তৃত্বকারী মূল্যস্তরগুলি ঐ বাজারের বাহিরের মূল্যস্তরগুলির অপেক্ষা নিম্নতর। এটা হচ্ছে কেবলমাত্র অন্যভাবে বলা যে কম দাম এর অর্থ হচ্ছে উচ্চ বিনিময় মূল্য এবং সন্তোষজনক বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত এবং উচ্চতর মূল্যের অর্থ হচ্ছে নিম্ন বিনিময় মূল্য এবং মন্দ বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত। বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত তাহ'লে, বিনিময় মূল্যের পরিবর্তনের ফল এবং বিনিময় মূল্যের বিনিময়গুলি হল মূল্যস্তরের পরিবর্তনের ফল অর্থাৎ হিসাবের একক সময়ের ক্রয় ক্ষমতার পরিবর্তনের ফল। এইটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মৌখিক তথ্য এবং যদিও কেউ কেউ এই অপ্রাসঙ্গিকতা বিরক্ত শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মতন বলে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারেন; আমি মনে করি এটার প্রয়োজন আছে। বিনিময়ের স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং বিনিময়কে পছন্দমত অনুপাতে স্থির করার ব্যাপারে অনেকেই নিরাশাপূর্ণ বাজে কথা বলেন যেন মূল্যের প্রশ্নের সাথে এই সবের কোন কিছু করার নেই। অপর দিকে বিনিময় ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি শেষ পর্যন্ত মূল্যস্তরের পরিবর্তন এবং সেইহেতু জনগণের আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। তাহ'লে বিনিময়কে নিয়ন্ত্রিত করা আর মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা একই বস্তু এই কথা স্মরণে রেখে আমরা এই বিতর্ক থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন দুইটি আলোচনায় অগ্রসর

হতে পারি।

প্রথমত আমাদের হিসাব একক-এর বিনিময় মূল্য আমরা স্থিতিশীল করব কী? আগে আমি যে কথা বলেছি, বিদেশি বিনিময়গুলি একটি দেশের মুদ্রার মূল্য সাথে অন্য দেশগুলির মুদ্রার মূল্যগুলির তুলনা করে। এর থেকে অনুসৃৎত হচ্ছে যে দুই দেশের বিনিময় মূল্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ শুধু সওদাগরদের কাছে যারা একই দেশে কেনাবেচা করে না। আবার বিনিময় মূল্য কী এর কোন গুরুত্ব ওদের কাছে নেই অর্থাৎ টাকার মূল্য ১ শি: বা ২ শি, তা নিয়ে ওদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই যদি অঙ্কটি (মূল্যের) সর্বদাই এক থাকে এবং আগেই জানা থাকে। প্রদত্ত কোন বিনিময় মূল্যে পরিবর্তন বা অস্থিরতা সওদাগরদের কাছে কোন মুহূর্ত হতে পারে। সে চায় বিনিময়ের অপবিবর্তনশীলতা; এবং এই অপরিবর্তনশীলতাকে সুনিশ্চিত করা হল স্থিতিশীলতার সমস্যা। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সওদাগরদের কী আমরা বিনিময় অনুপাতের অপরিবর্তনীয়তার নিশ্চয়তা দিতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের স্মরণ করতে হবে ক্রয়ক্ষমতা সমতার বুনিয়াদী ধারণাকে বিনিময় অনুপাতের ব্যাখ্যা হিসাবে। এই তত্ত্ব থেকে এটা পরিষ্কার যে, আপনি যদি বিনিময়কে স্থিতিশীল করতে চান তবে দুইটি সম্পর্কিত মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতাকে আপনাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে তাদের চলাচল গভীরতায় ও অভিমুখে একই থাকে। বিনিময়কে স্থিতিশীল করতে গেলে আমাদের থাকতে হবে যে কিছু কর্তৃত্বকারী যন্ত্র যা সাধারণ নিয়ামক রূপে দুইটি মুদ্রা ব্যবস্থায় একই লক্ষ্যে সমানুপাতিক পরিবর্তন ঘটানোর ভূমিকা নেবে। এর আগে পর্যন্ত, একটি ভাল যন্ত্র পাওয়া গিয়েছিল এবং সেটা ছিল সাধারণ স্বর্ণমান। আমেরিকা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত দেশে ঐ মান ধ্বংস হয়ে গেছে। এর পরিণতিতে স্বর্ণমানের ভিত্তিতে একটি স্বয়ংক্রীয় স্থিতিশীল বিনিময় বর্তমানে অসম্ভব। একমাত্র ইউনাইটেড স্টেটস ছাড়া। পত্রভিত্তিক দেশগুলির ক্ষেত্রে বিনিময় স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করা যায় কেবলমাত্র দুইটি শর্তে (১) যেহেতু আমরা অন্য দেশের মুদ্রাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, সেইহেতু আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের মুদ্রাকে নিপুণভাবে পরিচালনা করতে ওদের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে এবং আমাদের মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি করতে হবে যখন তারা তাদের মুদ্রা হ্রাস করবে। (২) সমগ্র মুদ্রা ব্যবস্থাকে পরিচালিত না করে, আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত বিদেশি মুদ্রা ক্রয় ও বিক্রয় করা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ভিত্তিতে। এই দুইটি পরিকল্পনা বিনিময়ের অপরিবর্তনীয়শীলতা অর্জনের জন্য অবশ্যই, আমি মনে করি, ক্ষতিকারক ও ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে—বর্জন করা উচিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্থিতিশীলতা আর অন্য কিছুই নয়, আন্তর্জাতিক

ঋণ ব্যবস্থার পূর্ণজীবন ও যেখানে সবচেয়ে দরকার সেখানে পুঁজির গমনকে উন্নতি পথে অগ্রসর করে স্থিতিশীলতা, প্রাকযুদ্ধকালীন সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর দ্বারা পুন:প্রতিষ্ঠিত হয় অনিশ্চয়তার একটি উপাদান অদৃশ্য হয়। পরিত্যক্ত বাজারগুলিকে আবার সেবা করা যায়, যেগুলি বাণিজ্য ও শিল্পকে মদত জোগায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই, যে উপকার পাওয়া যায় তা, যে ব্যয় করতে হয় এর জন্য, তার যোগ্য নয়। আমাদের আভ্যন্তরীণ লেনদেনের তুলনায় বহির্দেশীয় লেনদেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। বহির্দেশীয় সমতা রক্ষা করার জন্য আমাদের মূল্যস্তরে ক্রমাগত পরিবর্তনের দ্বারা আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাগুলিকে বিশৃঙ্খল করা একটি অবি বিশাল মূল্য যা দিতে হবে অতি সামান্য লাভের জন্য। কারণ, আমাদের সওয়াদাগরদের অবশ্যই মনে করতে হবে যে যদি স্থিরতা একটি বিশাল সুযোগ, তৎসত্ত্বেও এর অনুপস্থিতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর চরম বাধা হয়ে দাড়ায় না। আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থার ইতিহাসে এই ধরণের দৃষ্টান্ত আমাদের আছে। ১৮৭২-১৮৯২ এই দুই যুগব্যপী ভারতীয় মুদ্রায় ছিল বিরাট দোদুল্যমানতা। এখনকার মত তখনও আমাদের সওদাগরের বাণিজ্যের বাধা হিসাবে বিনিময়ের অস্থিতিশীলতা বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমাদের ইতিহাস দেখাচ্ছে যে তারা সতেজ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছি এমন কি যখন, বিনিময়ের ওঠানামার পরিস্থিতিতেও এবং আশা করা যায় যে তাদের সন্তানরা সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী জানে যে একই কাজ কী করে করতে হবে। এটা যদি পুনর্বিন্যাস নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়। তাহলে আমাদের মূল্যস্তরের চলাচল সুপারিশ করা উচিত এমনকি এর ফলে আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় জড়িয়ে পড়ে, তা সত্ত্বেও, ইউরোপের দেশগুলি কী এই ধরণের আর্থিক দুর্গতি মধ্যে ছিল না। যে ভাবে আছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আমরা যদি আমাদের মূল্যস্তরকে চলাচল করাতে অনুমতি দেই, তাহ'লে আমরা আমাদের মঙ্গলকে দেউলিয়া সরকারগুলি ও তাদের বেপরোয়া মন্ত্রীদের সেবায় গচ্ছিত রাখছি। এক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে পরিচালিত একটি মুদ্রাব্যবস্থা নি:সন্দেহে সবচেয়ে ভাল কাজই করবে। সম্পূর্ণ বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে মুদ্রা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তার সাথে সংযোগ করা তবু সহনীয়। কিন্তু এটা অসহনীয় যে আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক বা এমন এক সহযোগীর সাথে হাত মেলাবে যে তার মুদ্রা ব্যবস্থার উপর বেচে আছে নিজেকে সচল রাখার জন্য।

৫

ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় বর্তমান সমস্যা[১]

২ শিলিং বনাম 1s4d অনুপাত

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে এই অবধি এই বিতর্ক থেকে উদ্ভূত আরেক প্রশ্নের, যথা কোন হারে আমরা আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীল করব—এই প্রশ্নের দিকে আমি এবার দৃষ্টি ফেরাব। ক্রয়ক্ষমতার শর্তে বিশ্লেষণ করলে প্রশ্নটি দাড়াবে এই প্রকারে আমরা কী বর্তমান মূল্যস্তরের নিম্নগতি নিয়ে আসব অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি কর এবং এর দ্বারা বৃদ্ধি কর টাকার বিনিময় মূল্য? এখন, টাকার মূল্যে পরিবর্তনগুলি যদি তারা সমস্ত লেনদেন ও সমস্ত শ্রেণীকে একইভাবে আঘাত করত তাহলে পরিণতি নিয়ে চিন্তার কিছু থাকত না এবং এই ধরণের প্রশ্নগুলি, উর্ধ্বে উল্লিখিত, আলোচনার যোগ্য হত না। কিন্তু আমরা সবাই জানি, যখন টাকার মূল্যে পরিবর্তন আসে, তখন এই পরিবর্তন আসে না সমভাবে সকল উদ্দেশ্য যাতে মানুষের আয়গুলি ও ব্যয়গুলি একইভাবে একই মাত্রায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফলে, আমাদের মূল্যস্তর কোন লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়া হবে তা নির্দিষ্ট করার আগে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে আমাদের সমাজের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মঙ্গলের উপর এই ঘটনার পরিণত এমন হবে যা ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ।

আমাদের সমাজের বর্তমান সংগঠনে এক তৃস্তর শ্রেণীবিন্যাস তথা বিনিয়োগকারী শ্রেণী, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং বেতনভোগীশ্রেণী প্রকৃত সমাজ বিভাজনের এবং প্রকৃত পরস্পর বিরোধী স্বার্থের প্রতিভূ। বর্তমানে, ব্যবসায়ী শ্রেণী. সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্রবিন্দু। একদিকে তারা বিনিয়োগ শ্রেণীর কাছ থেকে টাকা ধার করে, অপর দিকে তারা বেতনভোগী শ্রেণীকে ফর্মে নিযুক্ত করে। এখানে আছে অর্থচুক্তি। সমঝোতা প্রভৃত অর্থ দেওয়ার জন্য। এই ধরণের অর্থচুক্তি হবার পর। অর্থের মূল্য যে দিকেই পরিবর্তিত হোক, এটা পরিষ্কার যে চুক্তিগুলি মিথ্যা বলে পরিগণিত হবে যদি অর্থের মূল্য কমে যায় অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তবে বিনিয়োগকারীও বেতনভোগী শ্রেণীগুলি আহত হবে এবং ব্যবসায়ী শ্রেণী হবে লাভবান। এটা সত্য

১. ভারতের ভৃত্য—এপ্রিল, ১৯২৫

যে, বিনিয়োগকারী ও বেতনভোগীশ্রেণীগুলি ব্যবসায়ী শ্রেণীদের কাছ থেকে চুক্তিমত অর্থ পেয়ে থাকেন। কিন্তু এটা দেখা যাবে যে মূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী শ্রেণী তার উৎপাদিত বস্তুর বেশি অর্থ পাচ্ছে যা সে পেত না যদি অর্থের মূল্য স্থিতিশীল থাক্‌ত। সে কেবলমাত্র অন্যশ্রেণীদের একই পরিমাণে অর্থ দিচ্ছে তাই নয়, সে তাদের স্বল্প মূল্যের অর্থ দিচ্ছে একইভাবে যদি অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ জিনিষের দাম কমে যায় তাহলে ব্যবসায়ীরা আহত হবে এবং বিনিয়োগ শ্রেণী ও বেতনভোগীশ্রেণী হবে লাভবান। আগের মত, নিঃ সন্দেহে ব্যবসায়ী শ্রেণী বিনিয়োগ ও বেতনভোগীশ্রেণীদের চুক্তিমত একই পরিমাণে অর্থ দেবে। কিন্তু এটা দেখা যাবে যে জিনিষের মূল্য কমে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ী তার উৎপন্নের জন্য কম অর্থ পাচ্ছে সেই তুলনায় যদি অর্থমূল্য স্থিতিশীল থাকত, সে কেবলমাত্র অন্য শ্রেণীগুলিকে একই পরিমাণ অর্থ ফেরত দিচ্ছে না, পরন্তু সে তাদের যে অর্থ ফেরত দিচ্ছে তার মূল্য আগের চেয়ে বেশি।

"স্পষ্টতই তাহলে যদি আমরা 2s অনুপাতে নেমে যাই অর্থাৎ আমাদের দরদামের ক্ষেত্রে পতন ঘটাই। আমরা তাহলে বিনিয়োগ ও বেতনভোগ শ্রেণীদের আনুকল্য দেখাব। অপরদিকে যদি আমরা 1s6d অনুপাতে এগিয়ে যাই তাহ'লে আমরা সমাজের ব্যবসায়ী শ্রেণীকে দেব। ন্যায়বিচার করার জন্য, ব্যবসায়ীদের ও সরকারের সাথে বিনিয়োগকারী ও বেতনভোগী শ্রেণীর সাথে সংগঠিত অনাদায়ী চুক্তিগুলির পরিমাণ মেয়াদ অনুযায়ী ভাগ করে একটি বিস্তৃত হিসাব করা উচিত। তাহ'লে দেখা যাবে যে, কোন এক বিশেষ সময়ের অনাদায়ী চুক্তিগুলির মধ্যে আছে সেগুলি আছে যেগুলি গত একশ বছরে অর্থের মূল্যহ্রাস ও বৃদ্ধিগুলি আগে কোন এবং প্রতিটি পর্যায়ে সংগঠিত হয়েছে প্রত্যেকটি এই ধরণের চুক্তি প্রতি সুবিচার করতে গেলে এটা প্রয়োজন হবে যে চুক্তিগুলি করার সময় বিদ্যমান অর্থের মূল্য অনুযায়ী বিভিন্ন 'মান' সুনির্দিষ্ট করার প্রতিটি পৃথক চুক্তির জন্য পৃথক মান নির্ণিয় করা দৈহিকভাবে অসম্ভব। যে সব চুক্তি বর্তমান আছে সেগুলি যদি ১৯১৪ সালে সংগঠিত হয়ে থাকে, তাহলে আদর্শ বিচার এর প্রয়োজনে আমাদের প্রাক'যুদ্ধকালীন মুদ্রাগুলির সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, যা এমন হ্রাসকরণের মাধ্যমে যাতে সাধারণ মূল্যস্তরকে কমিয়ে আনবে ঠিক ১৯১৪ সালের স্তরে। অপরদিকে, যদি দেখা যায় যে বর্তমান সমস্ত চুক্তি ১৯২৪ সালে সংগঠিত হয়েছিল, তাহলে সুবিচারের স্বার্থে আমাদের ১৯২৪ সালের স্তর বজায় রাখা উচিত। নিঃসন্দেহে, সর্বোত্তম ব্যবস্থা যা আমরা গ্রহণ করতে পারি তাহল এই দুই চরম এর মধ্যে অগ্রসর হওয়া। এখন, ঐ সময়ে আমাদের টাকার বিনিময় মূল্য দুইটি চরম হল $1s3^7/_8d$ এবং হল

1s6d অনেকেই এতে আশ্চর্যান্বিত হবেন। যেহেতু এটা সর্বজনবিদিত যে, এক সময়ে টাকা ও শিলিং-এ নেমে গিয়েছিল এবং আমাদের সংবিধি টাকার জন্য 2s সোনার মূল্য সম পরিমাণ বলে স্বীকার করে। কিন্তু আমার মতে উভয়টি আমাদের মান্য না করা উচিত। এই মুহূর্তে এটা বলা যায় যে বিভিন্ন কমিটিগুলি যে প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করেছে তার মধ্যে যে কমিটিগুলি বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য, ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী সংবিধি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই কমিটি এত অশিক্ষিত ছিল যে সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য এটি নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই সমস্যা উক্ত কমিটি বুঝতে অক্ষম হয়েছিল। পরিণতিতে বিষয়টি জগাখিচুড়ি করে কমিটির কাজ শেষ হয়। এটা সর্বজনবিদিত যে কমিটির প্রতিবেদন ছিল যে টাকার মূল্য 2s সোনার বৃদ্ধি করা উচিত। এটার বলার অর্থ টাকার মূল্য বর্ধিত হয়েছে; অর্থৎ অন্যকথায়, ভারতে জিনিষের দাম কমেছে। এটা কী ঘটনা? নিম্নলিখিত সারণিটি সমগ্র গল্পটির ভালভাবে সারাংশ করেছে।

তারিখ	সোনার বারের মূল্য—ভারতে (বোম্বাই) ১৮০ গ্রাম প্রতি তোলা			ভারতে (বোম্বাই) প্রতি ১০০ তোলা রূপোর মূল্য			ভারতে দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯১৩=১০০
	Rs.		As	Rs.		As	
১৯১৪	২৪	—	১০	৬৫	—	১১	
১৯১৫	২৮	—	১৪	৬১	—	২	১১২
১৯১৬	২৭	—	২	৭৮	—	২০	১১৫
১৯১৭	২৭	—	১১	৯৪	—	১০	১৪২
১৯১৮ (জুলাই)	৩৪	—	০	১১৭	—	২	১৭৮
১৯১৮ (আগস্ট)	৩০	—	০	-		-	-
১৯১৯ (মার্চ)	৩২	—	৩	১১৩	—	০	২০০

এই সারণি থেকে এটা প্রমাণিত যে, মূল্যবৃদ্ধি তো দূরের কথা, টাকার প্রচণ্ড মূল্যহ্রাস হয়েছিল। রূপার দাম, নিঃসন্দেহে, ধারণার বাইরে, বেড়েছিল এবং কমিটি এত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে তাহলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই বিশেষ পরিস্থিতিই প্রমাণ করছে যে টাকার মূল্যে নিম্নগতি হয়েছিল, রূপার ও সাধারণ পণ্য দ্রব্যের হিসাবে। ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯২০ সালে একই পরিমাণ রূপা কেনার জন্য যদি বেশি টাকা লাগে, তাহ'লে এর অর্থ হল টাকার অবনতি ঘটেছে। কমিটি ভুল করিছিল কারণ টাকাকে মুদ্রা হিসাবে এবং রৌপ্য পিণ্ড হিসাবে টাকা থেকে মূল্যের পরিমাপ আলাদা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। টাকার 2s স্বর্ণ বিনিময় মূল্য, মূল্যের পরিমাপ কখন বাস্তবে ছিল না এবং সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ ন্যায্য বিচার করেছি ঐ সীমাকে বিবেচনা না এনে আমাদের বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য। একমাত্র ন্যায্যতা; যদি সেটা বৈধ ন্যায্যতা হিসাবে ধরা হয়, যা 2s স্বর্ণ অনুপাতের পক্ষে বলা যায়, তা আছে এতে। যারা 1s4d অনুপাতের জন্য বলছেন, তাদের মধে কেউ কেউ একথা বলছেন কারণ তাদের মতে এর অর্থ হল প্রাক যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন। এখন, যদি এটা যুদ্ধের আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া হয়, যেটা কাম্য, তা থেকে সরকার অবশ্যই বলতে পারে যে ১৯৪২ সালে মূল্য অনুযায়ী পরিমাপকরা 1s4d, ১৯১৪ সালের 1s4d এর সমান নয়। মনে হয় অনেক লোকই এটা উপলব্ধি করতে পারেন না। কিন্তু এটা হচ্ছে অপরিবর্তনীয় তথ্য। ১৯১৪ ও ১৯২৪ সালে, উভয় ক্ষেত্রেই বিনিময় ছিল 1s4d কিন্তু ডিসেম্বর ১৯৭৬ এ বিক্রয় মূল্যের সূচক ছিল ১৭৬ অপরদিকে জুলাই ১৯১৪এ এই সূচক ছিল মাত্র ১০০। সুতরাং, এটা বোঝা যাচ্ছে যে, প্রাকযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমরা যদি ফিরে যেতে চাই, তবে টাকার বিনিময় মূল্য 1s4d ঠিক করলে হবে না। যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অর্থ হল ঐ সময়ের মূল্যস্তরে, আমাদের বর্তমান দরগুলির ৭৬% কমিয়ে আসতেই হবে অর্থাৎ টাকার মূল্য ৭৬% বৃদ্ধি করে। অবশ্য এটা শেষপর্যন্ত 2s একটি অনুপাত বোঝায়। কিন্তু একথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা যায় যে আমরা কেন প্রাকযুদ্ধকালীন অবস্থায় ফিরে যাব? এটার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এটা মনে রাখতেই হবে যে, পুরাতন চুক্তিগুলি আর চালু নেই। অধিকাংশই ইতিমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে এবং এদের ক্ষেত্রে যে অন্যায় করা হয়েছে সেগুলি আর ঠিক করা যাবে না। এছাড়াও, এটাও ভুললে চলবে না যে যদিও বিভিন্ন সময়ে অনাদায়ী চুক্তিগুলি বিভিন্ন বয়সের—কিছু একদিনের পুরাতন, কিছু একমাসের, কিছু কয়েক বৎসরের, কিছু একযুগ পুরানো, কিছু ১০০ বছরেরও পুরানো—তা সত্ত্বেও অধিকাংশই অতি সাম্প্রতিক। এমতাবস্থায়, যুদ্ধের আগে কার্যকরী স্তর নয়, বর্তমান ব্যবসার স্তর থেকেই নতুন 'মান'এর

অন্বেষণ করার আরম্ভিক বিষয় রূপে বেছে নিতে হবে। মূল্যের নিম্নস্তর পাওয়া যাবে শুধুমাত্র এই কারণে অন্য কিছু করার অর্থ হল আমাদের শিল্প বাণিজ্যকে বিশৃঙ্খল করা এবং আমাদের সমৃদ্ধিকে বিপর্যস্ত করা। বর্তমান মূল্যের উর্ধ্বে আমাদের অর্থের মূল্যকে ৭৬% বৃদ্ধি করার অর্থ হবে যে প্রতিটি ব্যবসায়ী এবং প্রতিটি উৎপাদনকারী শুধুমাত্র যে তার উৎপন্নের মূল্যের শতকরা ৭৬ ভাগ কম পাবে তাই নয় বিনিয়োগকারী শ্রেণী যার কাছ থেকে সে ঋণ করেছে তাকে ৭৬% বেশি শোধ করতে হবে এবং বেতনভোগী শ্রেণী যাকে সে চাকুরিতে নিযুক্ত করেছে। সমাজের সক্রিয় ও কার্যরত উপাদানগুলির উপর এই বোঝা চাপানো অসহনীয় হয়ে উঠবে। সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয় তারজন্য আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। কারও যাতে এই ধারণা না হয় যেহেতু আমি স্বল্প মূল্যের বিরুদ্ধে অতএব আমি উচ্চমূল্যের পক্ষে। আমি কেবলমাত্র এই বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছি যে, একবার উচ্চমূল্য স্তর নির্ধারিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ করা উচিত নয়। যে বিষয়গুলি নিজেরাই বিন্যাস করে নিয়েছে, সেগুলিই আমাদের সাধারণ স্তর, প্রাকযুদ্ধকালীন স্তর অস্বাভাবিক এবং বর্জনীয়।

অতএব আমাদের উচিত 1s $3^{7}/_{8}$d এবং 1s6d মধ্যে আমাদের পছন্দ সীমাবদ্ধ করা। এই দুইটির মধ্যে একটি বা অপরটি বেছে নেওয়ার সময় যা ন্যায়সংগত ও ভাল; তার দ্বারাই আমাদের পরিচালিত হওয়া উচিত। পুঞ্জিভবনের বিরুদ্ধে কর্মপ্রচেষ্টাকে সাহায্য করা হউক—আমরা চাই, এবং সম্ভবত কামনা করি যে ধনী অরো ধনী হোক। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আমাদের কেউই চায় না যে পাওয়ার সহজাত প্রবৃত্তির যা হচ্ছে পুঁজির ভিত, লঘু করা হোক অথবা দরিদ্রা আরো দরিদ্রতর হোক। 1s6 দিকে ঝুলে যাওয়ার ঠিক এই ফল হবে। অপরদিকে যদিও আমরা চাই পুঁজির বৃদ্ধি এবং দরিদ্ররা আর ভাল করুক তা সত্ত্বেও আমাদের কেউই চাইনা যে শিল্পকে নষ্ট করা হোক। এবং তা সত্ত্বেও 1s6d কে বজায় রাখলে এই ফলই হবে। আমি নিজে বেছে নেব 1s6d অনুপাতরূপে যেখানে আমাদের স্থিতিশীলতা আলতে পারব যদি আমরা পারি এবং এই কারণসমূহে (১) এটা বিনিয়োগকারী ও বেতনভোগী শ্রেণী অবস্থান রক্ষা করবে। (২) ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে বাণিজ্য ও সমৃদ্ধিকে বিপর্যস্ত করবে না এবং (৩) সময়ানুসারে অতি সাম্প্রতিক অতি সাম্প্রতিক হওয়া এটা সম্ভবত অনেক বেশি ন্যায় বিচার করবে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যার আর্থিক চুক্তিগুলিকে যার অধিকাংশই হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের। সৌভাগ্যবশত আমাদের মূল্যস্তর স্থিতিশীল করার জন্য আমরা অন্য দেশগুলির উপর নির্ভরশীল নই, কিন্তু আমাদের বিনিময়ের স্থিতিশীলতার জন্য অবশ্যই আমাদের নির্ভরশীল হতেই হবে। আমরা সক্ষম হলেও,

বিনিময় স্থিতিশীলতা ক্ষেত্রে আমাদের করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের মূল্যগুলির স্থিতিশীলতা আনতে পারলে আনা উচিত—যদি আমরা পারি। আমাদের বিনিময় ও মূল্যগুলিকে আমরা স্থিতিশীল করতে পারলে এটা সত্যই খুব ভাল হয়। কিন্তু যেহেতু অপর দেশগুলি তাদের মূল্যস্তরগুলি স্থিতিশীল করতে পারবে না, কোন কারণ থাকতে পারে না আমরা কেন ব্যবস্থা করব না যে ব্যবস্থাগুলি আমাদের দেবে স্থিতিশীল মূল্যসমূহ আমাদের দেশের মধ্যে যা সত্যই সবচেয়ে বেশি যা মুদ্রামাধ্যমের মারফৎ বেরিয়ে আসবে। আমার মতে আমাদের উচিত টাকাকে সোনা 1s6d তে যুক্ত করে আমাদের মূল্যগুলিকে এই মুহূর্তে স্থিতিশীল করা ইউরোপিও দেশগুলি অতি শীঘ্রই অনুভব করবে যে প্রাকযুদ্ধকালীন সোনার সাথে সমতাগুলিতে প্রত্যাবর্তন করার ভাবনা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং শিণাগ্রহণ করবে যে মুদ্রার ব্যাপারে কোন এক প্রদত্ত সময়ে সত্য হচ্ছে স্বাভাবিক ও সাধারণ। আমরা যা আশা করি তার চেয়ে আগে যদি তারা এই শিক্ষা নেয় আমরা দেখব যে তারা বর্তমান স্তর সমূহে স্থিত সোনার সর্তে তাদের মুদ্রাগুলিকে স্থিতিশীল করছে ঐ ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক মূল্যমান হিসাবে সোনা আবার কাজ করতে শুরু করবে এবং আমরা পাবো একটি স্থিতিশীল বিনিময়। কিন্তু এর আগে যদি সোনার সর্তে আমাদের স্থিতিশীল মূল্যগুলি যাকে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এই বিতর্ক চলাকালীন একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি চায় যে আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থা পুর্বাসনের জন্য আমরা যেন কিছুই না করি যদি না আমরা প্রথমে ব্যবস্থা গ্রহণ করি যাতে স্বয়ংক্রিয় মুদ্রা ব্যবস্থার এক নতুন পদ্ধতি, বর্তমান পরিচালিত মুদ্রাব্যবস্থার পদ্ধতির বদলে চালু হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমার সহানুভুতি বিশাল; এই কারণে নয় যে আমি নিশ্চিত যে পরিচালিত মুদ্রাব্যবস্থার চেয়ে স্বয়ংক্রিয় মুদ্রাব্যবস্থা সর্বদাই বেশি স্থিতিশীল কিন্তু এই কারণে যে এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় ঐ প্রশ্ন 'স্থিতিশীলতা অর্জন করার পর আমার কী ভাবে তো মোটামুটি বজায় রাখব। এই প্রশ্ন আমাদের বিবেচনার জন্য অনেক বেশি যোগ্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীলতা অর্জনের প্রশ্নটির চেয়ে। পরিচালিত মুদ্রাব্যবস্থা ও স্বয়ংক্রিয় মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে কোন একটি বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মূল্যস্তর স্থিতিশীল করার জন্য কোন কিছুই করা উচিত নয়। এই বক্তব্য পৃথিবীতে নরক তৈরী করবে কারণ দেবদূতেরা স্বর্গ তৈরী করার অনুমতি দেবেন না। এই কারণের জন্য কেন আমি চিন্তা করি এটা হচ্ছে একেবারেই ভিন্ন বস্তু। এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য প্রয়োজনীয় হতে পারে অন্য কোন সময়ে কিন্তু এখন নয়।

৬

পর্যালোচনা

মুদ্রাব্যবস্থা এবং বিনিময়সমূহ ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা এবং বিনিময়—এইচ. এল. ছাবলানী এম, এ (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস বোম্বাই) ১৯২৫ ৮×২×৫×২ pp. ১৮৪-৪-৮-০

এই পুস্তিকাটি নিম্নমানের। ১৮০ পাতার ছোট্ট বিস্তারের মধ্যে লেখক বেশ জটিল বিষয়ের ব্যস্ত চর্চা করেছেন, না আছে তথ্যের পর্যাপ্ততা না বিশ্লেষণের প্রকরতা। পদ্ধতি-রীতি একেবারেই অনুপস্থিত। বইটিতে এত বেশি স্ববিরোধিতা ও আপোস মীমাংসা আছে যে এটা জানা কার্যকর লেখকের সঠিক অবস্থান। এক ক্ষেত্রে তিনি বলছেন ভারতে সোনা প্রচলিত করা যাবে না কারণ ভারত হচ্ছে দবিদ্র। অপরক্ষেত্রে তিনি বলেছেন সোনা ভারতে সঞ্চালিত হবে না কারণ এখানে টাকা আছে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বেরও যা রাজনৈতিক অর্থনীতির সুর চেয়ে সোজা ও স্বাভাবিক তত্ত্ব, আলোচনার জন্য একটি পূর্ণ পরিচ্ছেদ উৎসর্গ করার পর তিনি বলছেন ১৮৯৩ সালের পর টাকার ঊর্ধ্বগতির কারণ সবটাই নির্গমনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিহিত নয়। বিদেশি মুদ্রার পরিচ্ছেদে একই ধরনের স্ববিরোধিতা প্রতীয়মান হয়। এখানে তিনি ক্রয়ক্ষমতার সমতা বাণিজ্যিক শেষ অঙ্ক (Balance of trade) এই দুইটি তত্ত্বেও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করেছেন এবং তার রায় দিয়েছেন পূর্বোক্ত তত্ত্বের পক্ষে সঠিক তত্ত্বরূপে। বাণিজ্যিক শেষ অঙ্কে তত্ত্ব এর ভিত্তিতে সমগ্র পুস্তকটিতে তিনে আলোচনা করেছেন অথচ এই তত্ত্বটি ভুল। আবার, প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন রৌপ্যমানে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে অবাস্তব কিছুই নেই। লেখকের তথ্যানুযায়ী আমাদের মুদ্রাব্যবস্থার পরিচালনা হচ্ছে আমাদের মুদ্রাব্যবস্থার বৃহত্তম ত্রুটিগুলির একটি। তা সত্ত্বেও ক্ষতি দূরীকরণের জন্য তিনি পরিবর্তনশীল টাকার সুপারিশ করেছেন। লেখক যে আপোসগুলি করেছেন তার সাক্ষী হচ্ছে যে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য প্রায় প্রত্যেকটি প্রস্তাবের সাথে তিনি সহমত পোষণ করেছেন। ড: ফিশারের রজত-মানে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনায় তিনি ভাল দেখেছেন আবার সার্বজনীন স্বর্ণমানের মধ্যে তিনি মন্দ কিছু দেবেননি। এসত্ত্বেও লেখকের নিজস্ব প্রিয় পরিকল্পনা আছে এবং তা হল 'পরিবর্তনশীল টাকা', স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তন

নয়, শুধু সোনায় পরিবর্তন। লেখক এ কথা প্রকাশ করেননি। কিন্তু এই প্রস্তাব করেছিলেন রিকার্ডো তাঁর প্রোপসালস ফর অ্যান ইকনমিকাল অ্যাণ্ড সিকিউর কারেন্সীতে। ইংল্যাণ্ডের সৌভাগ্য যে তা গৃহীত হয়নি। কারণগুলি খুব সহজ। নোট নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণদণ্ডে পরিবর্তন করা হবে এই আইন করার অর্থ হল যে স্বর্ণদণ্ডের মূল্যের নোট আছে, তারাই কেবলমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে। অবশিষ্টরা পারবে না। অন্য কথায়, এটা অনুভব করা হয়েছিল যে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনশীলতার প্রভাবকে যথেষ্ট দুর্বল করবে এবং মুদ্রাস্ফিতির সুযোগ করে দেবে। এই প্রস্তাব, এই কারণে যথেষ্ট নিরাপদ বলে প্রতিভাত হয়নি। এই প্রস্তাব মিতব্যয়ী কী না এই বিষয়টি তখন বিতর্কমূলক হয়নি, একানে এই বিষয়টি সুবিধামত আলোচিত হতে পারে; যেহেতু ভারতে অনেক লেখক আছেন—এবং আমাদের আলোচ্য লেখক তাদের মধ্যে একজন এবং ঐ লেখককুল সভ্যরূপে প্রদর্শন করার জন্য প্রশয় তাদের ভাষায় যা হল সোনাকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করার বর্বরতা এর বিরুদ্ধে তীব্র কটূক্তি করার। মুদ্রাব্যবস্থার দ্বারা এই সব সভ্য লেখকরা তাদের ক্ষমতা ব্যয় করেছেন স্বপ্রমাণিত অভিমত যা কেউই বিরোধ করেননি তা প্রদর্শন করতে। এই অভিমত হল বিনিময়ের মাধ্যমে সোনার চেয়ে কাগজের ব্যবহার অনেক বেশি ব্যয় সাশ্রয় করে। এই ধরণের পরিকল্পনা ব্যয় সঙ্কোচন করা ছাড়াও নিরাপদও এর দ্বারা করা সুনিশ্চিত করা যাবে—একথা প্রমাণ করার কোন চেষ্টাই এইসব লেখকরা করেননি। একটি শুধুমাত্র মিতব্যয়ী পরিকল্পনা যা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে না—সেই পরিকল্পনা কোন ব্যবহারেই আসবে না। গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনাকে হতে হবে মিতব্যয়ী ও নিরাপদ। মিতব্যয়ী না হলেও এটা কাজ করবে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, নিরাপদ না হলে কোন কাজেই আসবে না। এখন আমি নিবেদন করছি যে, মুদ্রারূপে সোনার সাশ্রয় করার অর্থ হল মূল্যমান হিসাবে সোনার প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা—এই প্রস্তাবনা হল স্বপ্রমাণিত যেমনভাবে প্রমাণিত সভ্য লেখকদের অভিমত যে সোনার চেয়ে কাগজের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার অনেক বেশি ব্যয় সঙ্কোচনী। মুদ্রার ব্যবহার অনেক বেশি ব্যয় সঙ্কোচনী। মুদ্রার ব্যবহার থেকে সোনার এই পরিবর্জনের অর্থ কী? এটা সহজ অর্থ হল এই : সোনার মিতব্যয়িতা করে আপনি এর যোগান বৃদ্ধি করছেন এবং যোগান বৃদ্ধি করে আপনি সোনার মূল্য হ্রাস করছেন অর্থাৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয় কারণে সোনা কমে যাচ্ছে এমন পণ্যদ্রব্যে পরিণত হল এবং সেইহেতু ঐ পরিমাণে মূল্যমান রূপে তার কার্যকারিতা অনুপোযুক্ত হয়ে পড়ল। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে পত্রমুদ্রার নির্গমন অথবা অন্য যে কোন বিকল্প ধাতুমুদ্রাকে আঘাত করে। সন্দেহ নেই যে কেউ যারা এই আপত্তি করেন যে ধাতু

অর্থ চাহিদা পত্র নির্গমন দ্বারা প্রভাবান্বিত হতেও পারে নাও হতে পারে কাগজের টাকার পরিবর্তনশীলতা বা অপরিবর্তনশীলতা অনুযায়ী। কিন্তু এটা ভুল। এটার পরীক্ষা করতে হলে দেখতে হবে পত্র নির্গমনগুলি ধাতু সংরক্ষিত নিধির দ্বারা সুরক্ষিত বা অরক্ষিত। যদি তারা রক্ষিত হয়, তবে তারা ধাতু অর্থের চাহিদাকে আঘাত করবে না। কিন্তু যদি তারা অরক্ষিত থাকে তবে তারা আঘাত করবে—এক্ষেত্রে তারা পরিবর্তনশীল বা অপরিবর্তনশীল এই প্রশ্ন ব্যতিরেকেই। কারণ হল: রক্ষিত নোট কেবলমাত্র ধাতুঅর্থকেই প্রতিনিধিত্ব করে; অতএব আপনি একই সাথে সোনার মিতব্যয় এবং মান হিসাবে সোনার ব্যবহার করতে পারবেন না। সোনার সাশ্রয় করতে গেলে মূল্যমান হিসাবে সোনার ব্যবহার আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে। এ ছাড়াও এখনকার দিনে সোনার মিতব্যয়িতা করার কোন দরকার নেই কারণ সারা দুনিয়াতে অর্থের এত প্রাচুর্য আছে যে, সোনার সাশ্রয় যত কম করা হবে ততই মঙ্গল এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একদা আশীর্বাদ পুত স্বর্ণমান এখন অভিশাপস্বরূপ। কিছু সময়ের জন্য এই মান খুবই প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৮৭৩ সাল থেকে সোনার সত্যই স্বাগত ছিল, কারণ বিশ্বের দেশগুলি অর্থ সম্প্রসারণ সঙ্কোচনে এটা সাহায্য করেছিল এবং এতে আন্তর্জাতিক মূল্যব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বজায় রাখা গিয়েছিল মূল্যগুলির দ্রুত পতন রোধ করে যা অনিবার্য্য ছিল যদি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠাকারী সমস্ত দেশ সোনাকে মুদ্রা হিসাবে গ্রহণ করত। কিন্তু ১৯১০ সালের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হল এবং সোনার উৎপাদন বৃদ্ধি পেলো পরিনামে এর পরেও স্বর্ণমান জারী রাখা হলে তা কেবলমাত্র দেশগুলিকে মূল্যগুলির উর্ধ্বগতি রোধে সাহায্য করতে অপারগ হয়েছিল পরন্তু বস্তুতপক্ষে, তাদের উর্ধর্ভগতিতে সাহায্য করেছিল ইতিমধ্যেই অতি উৎপন্ন সোনার উদ্বৃত্ততা ঘটিয়ে যা সোনার ব্যবহারে সাশ্রয়ের ফলস্বরূপ। লেখক একশত হয়েই উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক ফিসার এবং অন্যদের যারা ১৯১১ সালের পর মূল্যগুলির উর্ধ্বগতির জন্য স্বর্ণমানকে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক ফিশার ভুলে গিয়েছিলেন এই ঘটনা লক্ষ করতে যে, সোনা মন্দ মূল্যমানে পরিণত হয়েছিল এই কারণে যে অন্যত্র স্বর্ণমান জারী থাকার জন্য। ১৯১১ সালের পরে এইহেতু, স্বর্ণমাত্রাপরিত্যক্ত হয় এবং দেশগুলি মিতব্যয়িতার বদলে সোনাকে ব্যবহার করেছিল এবং সোনা উদ্বৃত্ত হয়নি এর ফলে মূল্যগুলির উর্ধ্বগতি গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বর্ণমান তার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলেছিল এবং এখন সক্রিয়ভাবে ক্ষতি করছে। এই বিবেচনাগুলির আলোকে কোন পরিকল্পনাগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখানো সম্ভব নয় যেগুলি সোনার ব্যবহারের মিতব্যয়িতা করে এবং মূল্যমান হিসাবে একে বজায়

রাখে। এই বিষয়গুলি নিশ্চয়ই লেখককে এড়িয়ে গেছে যখন তিনি টাকার স্বর্ণ বিনিময় যোগ্য করে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বর্ণদণ্ডে বিনিময়যোগ্যতা লেখকের সম্পূর্ণ পরিকল্পনার রূপায়িত করছে না। এই পরিবর্তনশীলতার সাথে সাথে টাকার এবং ছোট লোকের নির্গমনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার কথাও তিনি বলেছেন এমনকি যখন তারা আইনমত স্বর্ণধাতুতে বিনিময়যোগ্য। ব্যবসায়ের স্বাভাবিক অগ্রগতির সাথে সাযুজ্য রেখে ভারতে মুদ্রাকে বছরে সামান্য শতকরা সম্প্রসারিত হতে দেওয়া উচিত। ঐ শতকরা বৃদ্ধির অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার কোন ক্ষমতা সরকারের থাকা উচিত নয়। টাকা ও স্বল্পমূল্যের নোটের নির্গমনের এই দোদুল্যমান সীমার কারণ দর্শাতে গিয়ে লেখক বলেছেন তার শ্রেণীতে ক্ষুদ্র, একটি বিনিময়যোগ্য টাকা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ নয়; কারণ যা প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা স্পষ্ট দেখিয়েছিল, ক্ষুদ্র নোটের কার্যত সাময়িক স্থগিত বিনিময় যোগ্যতা এইগুলিকে অবিনিয়যোগ্য পত্রে রূপান্তরিত করে। অদ্ভুত যা হলে এই সব হচ্ছে উদ্ভট। এটা অদ্ভুত কারম লেখক একস্থানে বলেছেন উদ্বৃত্ত মুদ্রার সর্বোত্তম সেফটি ভালভ হল বিনিময় যোগ্যতা; যে সরকার মুদ্রাস্ফীতি ঘটাচ্ছে তাকে এটা সহজতম স্বয়ংক্রিয় বিপদসংকেত দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এখন, তাই যদি হয়, বিনিময় যোগ্য টাকা কেন তাহলে লেখকের দৃষ্টিতে যে উদ্দেশ্য আছে তারজন্য যথেষ্ট হচ্ছে না? লেখক একেবারেই ভুল করছেন যখন তিনি বলছেন যে, প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌রা বিশ্বাস করবেন যে ক্ষুদ্রা নোটের পরিবর্তনশীলতা মাত্রাতিরিক্ত নির্গমনের যথেষ্ট রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করতে পারে না। প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌রা যে ভয় পেতেন তা এটা নয় যে স্বর্ণসঞ্চালন বজায় রাখার জন্য পরিবর্তনশীলতা নষ্ট নয় যদি ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্রমূল্যের নোট প্রচলন করায় অনুমতি দেওয়া হয়— এই মত লেখক প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের মত হিসাবে যা বলেছেন—তারচেয়ে একেবারিই ভিন্ন। আবার, তাদের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌রা দাবী করেননি যা আমাদের লেখক বলছেন, তারা তা করেছেন। অর্থাৎ ক্ষুদ্রমূল্যের নোটের নির্গমনের উপর সীমা আরোপ করা। তারা যা দাবী করেছিলেন তা হল এই নোটগুলির প্রচলনের উপর ন্যাসিক নিষেধাজ্ঞা। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, £৫ ছাড়া স্বল্পমূল্যের নোট প্রচলন থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডকে চার্টার্ড এ্যাক্ট থেকে বাধা পেতে হয়েছিল নিজের মতে প্রতি অবিচল থাকার জন্য লেখকের উচিত ছিল এই সুপারিশ করা যে, ৫ টাকার ছাড়া ভারত সরকারের স্বল্পমূল্যের টাকা অথবা রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করা উচিত হবে না। পরিবর্তে তিনি সুপারিশ করলেন অগোছাল ও অকার্যকরী একটি পরিকল্পনা। ধরে নেওয়া যাক একটি শতকরা নির্দিষ্ট করা সম্ভব—লেখক

বলেননি কেমন করে এটা করতে হবে শতকরাটি সর্বদাই বজায় রাখতে হবে? অথবা আর্থিক বছরের শেষে যদি দেখা যায় ঐ শতকরা অতিক্রান্ত হয়নি—সেটাই কী যথেষ্ট হবে। পরবর্তীটাই যদি সর্বাঙ্গীন হয় যা পরিকল্পনা দাবী করছে তাহলে বছরে মুদ্রার নির্গমনের বৃদ্ধি ও অবনতির উপর কোন কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না যদি—এই সতর্কতা গ্রহণ করা হয় যে বছরের শেষে অঙ্ক (ব্যাল্যান্স) বৃদ্ধির দিকে ভুল করবে—যে বৃদ্ধি স্বাভাবিকের উপর প্রদত্ত শতকরার সমান হবে। আবার, ঐ স্বাভাবিক রেখা কি নির্দিষ্ট থাকবে না, যা সংশোধিত হবে? এটা যদি সংশোধনীয় হয় তবে কীভাবে সংশোধন করা হবে এবং ঐ স্বাভাবিককে সংশোধন করার কর্তৃত্ব কী? এই পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে এই কিছু প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেই হবে। কিন্তু কেউ বিস্ময় বোধ করতে পারেন যে উদ্ভাবনী দক্ষতার প্রশ্ন না দিয়ে এটা খারাপ হত না যদি লেখক সাধারণ ভূমিকা পালন করতেন এবং সুপারিশ করতেন হয় বিনিময় যোগ্য টাকা অথবা অপরিবর্তনশীলতা টাকা নির্গমনের উপরে নির্দিষ্ট মাত্রা সহ।

এলফিনস্টোন কলেজ, বোম্বাই এবং কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজ, বেনারস-এর ছাত্রদের কাছে অধ্যাপক হিসাবে লেখক যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এই বইটি হচ্ছে সেগুলির সংকলন এবং দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ মূলত তথ্যবহুল, লেখক বলছেন যে, এটি 'অর্থনীতিতে পাশ ডিগ্রির জন্য যারা প্রস্তুত হচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে লিখিত। হয় মূলত সমালোচনামূলক এবং' অর্থনীতির পরীক্ষক হিসাবে আমি সবসময়ে বিস্ময়বোধ করি কেন বেশিরভাগ পাশ ছাত্রদের রাজনৈতিক অর্থনীতির উত্তরগুলি শিশুদের পাঠশালা কাহিনীর আবৃত্তি করার মত লাগে পড়ার সময় এবং অনার্স ছাত্রদের উত্তরগুলি মনে হয় ধার করা মন্তব্যের বিকৃত তর্জমা। এটা এখন প্রমাণিত যে এটাই প্রাপ্য। যেমন লেখক সরলভাবে ইঙ্গিত করেছেন এই সত্যের প্রতি যে দুই দলের ছাত্রদের দুইটি ভিন্ন খাদ্য খাওয়ানো হয়েছে—কোনটাই সরবরাহ করা হয়নি যথেষ্ট পরিমাণে অথবা নিশ্চয়তার সাথে।

৭

পর্যালোচনা

করধার্য অনুসন্ধান কমিটি, ১৯২৬-এর প্রতিবেদন।

করধার্য অনুসন্ধান কমিটির প্রতিবেদন, ১৯২৬-১

প্রতিবেদন বেশ করার জন্য কমিশন এবং অনুসন্ধান করার জন্য কমিটি—সরকারের ইংরাজ ব্যবস্থার বিশিষ্ট প্রকাশ। ইংরাজ-সংসদীয় কাজের মুখ্য নীতি হল যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের সময় কখন কখন অন্ধকারে লাফ দেওয়া হয় না। সংসদের কোন আইনের প্রথমিক প্রয়োজনীয়তা হল কমিটি ও কমিশন। এই ক্ষেত্রে এটাই অনুসৃত হয় সেই বহু পরিচিত বাণী "জ্ঞানই শক্তি।" একথা আনন্দের যে ইংরাজ সংসদীয়—কর্মধারার এই নীতি ভারতে অনুসরণ করা হচ্ছে এবং আমাদের রাজনীতিবিদরা যারা প্রায়শই কমিশন ও কমিটির নিযুক্তির বিরোধিতা করে থাকেন, তারা দেশের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ—করছেন এ কথা বলা যায় না।

করধার্য কমিটির ক্ষেত্রে, অবশ্য, সরকার নিজেই এটা বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করছিল এবং যখন সে একটি অনুসন্ধান নিযুক্ত করল, সেটা বিধানসভার দাবীর মতন ছিল না। বিধানসভা চেয়েছিল জনগণের কর দেওয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং এই সরকার এর মুখোমুখি হতে চাইনি এই ভয়ে যে এই ধরণের একটি অনুসন্ধান প্রকাশ করতে পারে যে করের বোঝা যা জনগণের উপর চাপানো হয়েছে তা তাঁদের কর দেওয়ার ক্ষমতার পথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু কখন জনমত যখন এই ধরণের অনুসন্ধানের জন্য কমিটি নিযুক্তির জন্য চাপ দিতে লাগল সরকার এড়াইয়া যাবার পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করার জন্য অনুসন্ধানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল: (১) করধার্য অনুসন্ধান কমিটি এবং (২) অর্থনৈতিক অনুসন্ধান কমিটি। এর ফলে দুইটি কমিটির প্রতিবেদনের উপযোগিতা বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছিল। কর কার্যকরী কমিটি'র উল্লেখিত শর্তাবলি কমিটিকে নির্দেশ গিয়েছিল (১) বর্তমানে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করের বোঝা কোন পদ্ধতি বিতরণ—করা হয় (২) বিবেচনা করা করধার্যের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা অর্থনৈতিক নীতি অনুযায়ী সমদর্শী কী না এবং যদি না হয়, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটিযুক্ত, (৩) করধার্যের বিকল্প সূত্রের উপযোগিতার সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ কর। এই প্রতিবেদন প্রস্তুত পর্বে কমিটি এই

তিনটি প্রশ্নের বিবেচনার জন্য যথোপযুক্ত স্থান সুবিবেচনার সাথে ঠিক করা হয় নাই। সমগ্র দায়িত্বের তিনটি প্রধান ভাগের মধ্যে প্রথম প্রশ্নটির স্পষ্টতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা সত্ত্বেও এই প্রশ্নের বিবেচনার জন্য যে স্থান দেওয়া হয়েছে তা কোনরকমে ১৩ পাতা হবে—যেকানে মোট ৪৪৭ পাতা আছে। এছাড়াও বিষয়টির উপর চর্চা আদৌ সন্তোষজনক নয়। কোনরকম কারণ না দেখিয়ে কমিটি সমস্ত জনসংখ্যাকে ১১টি শ্রেণীতে ভাগ করেছে। সাড়ে দশ পাতা মধ্যে এরা যে বোঝা বহন করে—তা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার সময় সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণটির যথা ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত কর—চাপানো ঘটনাটিকে তারা স্পর্শ করেও দেখেন নি। এখন একজন, জানতে চাইতে পারেন যে, ১১ হচ্ছে বিস্তৃত শ্রেণী বিশ্লেষণ, কমিটি এটা মনে করল কী বাবে? যদি এটা 'হতে পারে' এরকম হয় তাহলে ১৩ নয় কেন? আবার, কমিটি এটা আদৌ বলে কী করে যে একজন ব্যবসায়ী কত বোঝা বহন করে? যদি তারা ব্যক্তিগত দেয় করগুলি পরীক্ষা করে দেখতেন তাহলে হয়ত দেখতেন যে একজন ব্যবসায়ী কোন বোঝাই বহন করেন না। আবার ধরুন, আরেক নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত, সুতা শুল্ক কর বিষয়ে। কমিটির কোন অসুবিধাই হয় নি এটা বলতে যে, এই করের অবলুপ্তি শ্রমিক শ্রেণীর উপকারে আসবে। কিন্তু কমিটি কী একেবারে নিশ্চিন্ত যে এটা ব্যবহারকারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়? আমি কমিটির প্রতি অবিবেচকর হতে চাই না। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির প্রতিবেদন খুবই হতাশাব্যঞ্জক দলিল। ভারতে করের বিভিন্ন উৎসের বিস্তৃত ইতিহাসকে অনেকখানে স্থান কমিটি উৎসর্গ করেছে। ভাল কথা। কিন্তু এটা আর ভাল হত যদি এর অর্ধেক স্থান প্রতিটি কর ধার্যের ঘটনার পৃথক পৃথক আলোচনার জন্য নিয়োজিত করা হত। কিন্তু এই কমিটি এই ব্যাপারটি পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিয়েছে। যদি এটা করা হত, তাহলে কমিটি আরও ভাল অবস্থায় থাকত করের বোঝা বিতরণের ও অসম কর বাতিল করার প্রশ্নটি আলোচনার জন্য। কমিটি এই কাজ করতে সমর্থ হয় নি বা আসা করা যায় নি এমন একটি কমিটির কাছে সে সাড়ে ৪ লাখ টাকা দেশের খরচ করিয়েছে শুধুমাত্র ছাপার জন্য এটাও ঘটনা যে এই অল্প সম্পদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি বিবেচনা করতেও কমিটি ভুলে গেছে।

প্রধান সমস্যা সমাধান করতে কমিটির ব্যর্থতার জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে অনভিজ্ঞ সদস্যরা। এদের অধিকাংশ যদি জনশ্রুতি সত্য হয়, পঞ্জাব অর্থনীতি অ, ক, খ শিখতে শুরু করেছিলেন যখন তাদের করতে এই কমিটিতে মনোনীত করা হল। এতে বিস্ময় প্রকাশ করার কিছুই নেই এই ধরণের কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট যদি

বিষয়টি ছাত্রদের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য না হয়। একটি বিষয়, অবশ্য, কমিটির পক্ষে বলার আছে। এই রিপোর্ট হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধির একটি দলিল। পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত। কোন ছাত্রকে সন্তোষ প্রদান না করতে পারলেও, তার বৌধিক কার্যকলাপের ভিত্তি হিসাবে এই রিপোর্ট প্রয়োজন মেটাতে পারবে। আমার পরবর্তী প্রবন্ধে কমিটির কিছু প্রস্তাব আশা করি পরীক্ষা করতে পারব। বর্তমানে, আমি প্রস্তাব করছি আমার অভিমত প্রতিবেদনের উপর আমার বিবৃতি দিয়ে বন্ধ করা হোক।

শ্রী সালভির গ্রন্থের মুখবন্ধ[১]

শ্রী সালভি তাঁর গ্রন্থ "ভারতে পণ্য দ্রব্যের বিনিময়" পরিচিতের জন্য কয়েকটি কথা লিখে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেই অনুরোধে সাড়া দিচ্ছি। এটা পরিষষ্কার যে তার কাজ যদি পথ প্রদর্শক কাজ নাও হয়, তবে এই ক্ষেত্রে যত কাজ হয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশি সম্পূর্ণ। নয়টি পরিচ্ছেদে পন্য দ্রব্যের বিনিময়গুলি সমস্ত দিক থেকে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং অজ্ঞাত বিষয়ের উপর অতি উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। পণ্য দ্রব্যের বিনিময় বিষয়টি কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। ভারত হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ এবং তা সত্ত্বেও এই বিষয়টির খুব অতি অল্প নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতের কৃষকদের উন্নতি সাধনের জন্য যারা উৎসাহী তারা এই সামগ্রিক শিক্ষামূলক গ্রন্থটিকে স্বাগত জানাবেন।

বোম্বাই, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ বি. আর. আম্বেদকর

---

১. কমোডিটি এক্সচেনজেস

পি. জি. সালভি। এম.এ

কো-অপারেটিভ বুক ডিপো,

৯ বেক হাউস ল্যান্ড,

ফোর্থ, বোম্বে, ১৯৪৭।

৯

সি.এম.আর. ইডগুনজির গ্রন্থের মুখবন্ধ[১]

মিঃ এম. আর.. ইড্‌গুনজির'র সমাজ-বীমার উপর পুস্তকটি একটি সুপরিকল্পিত গবেষণা।

এটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি সাধারণ বিষয়ে এবং দুইটি প্রধান বিষয় বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যথা (১) শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ (২) সমাজ বীমার বিভিন্ন দিক যেমন আর্থিক উৎসগুলি, বিমা-গাণনিকের পদ্ধতি এবং আর্থিক প্রশাসন। সমাজ বীমার আর্থিক দিকের আলোচনার লক্ষ্য হল সমাজ বীমা পরিকল্পনাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক উৎসগুলির বিভিন্ন সমস্যা, সমাজ বীমার পরিকল্পনাগুলি সুষ্ঠুভাবে যাতে কাজ করে তার জন্য উৎসগুলিকে সংগঠিত করার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সমাজ বীমার আর্থিক দিকটির সাথে সম্পর্কিত প্রশাসনের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করা।

দ্বিতীয় খণ্ডটিতে ভারতের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বীমার সমস্যা নিয়ে আলোচিত হয়েছে। ইন্ডিয়ান ওয়ার্কমেনস কমপেনজেসন আইন, ১৯২৩ বিভিন্ন ধারা এবং অসুস্থতা বীমার এই খণ্ডে সমালোচনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর সাথে, সমাজ নিরাপত্তার বিভাজত পরিকল্পনা ও নিউজিল্যান্ডে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পটির ওপর—আলোচনাও আছে। ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার উপায়গুলির সম্ভাবনার অনুসন্ধানের উপর চর্চা করে আলোচনা শেষ হয়েছে। লেখক এই অভিমত পোষণ করেন যে, সুষ্ঠু—সমাজ বীমা ব্যবস্থা ভারতেও বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় যদি না কিছু মৌলিক অসুবিধাগুলি দূর করা হয়, এবং দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর না হয় এবং বর্তমানে বহাল নগ্ন দারিদ্র থেকে মুক্ত না হয়। তিনি যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তার সপক্ষে যুক্তিগুলি তিনি স্পষ্ট

---

১. সোশ্যাল ইনসিওরেন্স অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া
মনোহর আর ইডগুনজি
থ্যাকার অ্যাণ্ড কোম্পানি লি. বম্বে।
প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮।

ও নির্ভয়ে রেখেছেন। ভারত মুখ্যত কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষিজীবীরা করুণভাবে সংরক্ষণ প্রয়োজন বোধ করেন। এই উপলব্ধি নিয়ে লেখক সমাজ বীমার ভিত্তি করে—শস্য বীমা পরিকল্প প্রস্তাব করেছেন। যদি লেখকের প্রস্তাবিত পথে শস্য বীমার পরিকল্পনা করা হয়, আমাদের দেশের গ্রামীন মানুষের অবস্থার উন্নতি বিধানে ও দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক কমাতে এটা একটা দীর্ঘ পদক্ষেপ হবে।

সমাজ বীমা ভারতে নতুন বিষয়। স্বাভাবিক ভাবে এই বিষয়ের সাহিত্যে ভারতীয় অবদান সামান্য। এই পরিস্থিতিতে, মিঃ ইডগুনজি'র পুস্তকটি এই বিষয়ের ছাত্রদের দ্বারা নিশ্চিত ভাবে স্বাগত হবে। এই কারণে যে, এই বিষয়ে সাহিত্যের এটি একটি সংযোজন এবং এর উদ্ভূত সমস্যাগুলি একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ। তার রচনাশৈলী সুললিত এবং তার ব্যাখ্যামূলক প্রকাশ অতি স্বচ্ছ।

বি. আর. আম্বেদকর

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : দ্বাদশ খণ্ড

অনুবাদে

- পৃষ্ঠা ১৯-৩২৫ : অনুবাদ—দেবাশিস বসু। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

- পৃষ্ঠা ৩২৬-৩৯৬ : অনুবাদ—অভিজিৎ সরকার। কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা-বিভাগের প্রযোজক; প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

অনুমোদনে

- আশিস সান্যাল—বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, শিশু সাহিত্যিকও অনুবাদক। বহু সম্মানে সম্মানিত।

গ্রন্থপঞ্জি

যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্রিকা এবং প্রতিবেদনের সাহায্য নিয়েছিলেন
লেখক এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ রচনার জন্য, তার তালিকা

দ্বাদশ খণ্ড : টাকার সমস্যা

Andreades : *History of the Bank of England.*
Atkinson, F. : *The Indian Currency Question,* 1894.

Bagehot, Walter : *Articles on the Depreciation of Silver, London,* 1877.
Barbour, Sir David : *Standard of Value,* 1912

Cannan, Prof. : *Bullion Report-Money—Its connection with Rising and Falling Prices,* 3rd ed.
The Paper Pound of 1797, 1821.

Cassel : *Money and Foreign Exchange after* 1914, London 1922.
Chalmers, Robert : *History of Colonial Currency,* 1893.

Dalrymple A : *Observations on the Copper Coinage wanted in Circars,* London, 1794.
Davenpart : *The Economics of Enterprise,* 1913.
Dodwell, H. : *Substitution of Silver for Gold in South India ;* India Journal of Economics, 1921.
A Gold Currency for India, Economic Journal, 1911.
Report on the Enquiry into the Rise of Prices in India, 1914.

Doraiswami, S. V. : *Indian Currency,* Madras, 1915.
Dunning, H. M. : *Indian Currency,*

Falkner, R.P. : *A Discussion of the Introgatories of the Monetary Commission of the Indianpolis Convention :* University of Pennsylvania, 1898.
Fetter F.A. : *The Gold Reserve : Its Function and its Maintenance,* Political Science Quarterly, 1896.
Fisher, Prof. : *Purchasing Power of Money,* 1911.
Purchasing Power of Money, 1911.
Elementary Principles of Economics, 1912.
Forbes, F.B. : *The Bimetallist,* 1897.
Foxwell (Ed.) : *Investigations in Currency and finance,* 1884.
Bimetallism : Its Meaning and Aims
The (Oxford) Economic Review, 1893.

Gibbs : *A Colloquy on Currency,* 1894.
Gregiory, T.E. : *Foreign Exchanges.*
Harris : *An Essay upon Money and Coins.*
Harrison, F.C. : *The Past action of the Indian Government with regard to Gold;* Economic Journal, Vol. III.
Harton, Dana : *The Silver Pound,* 1887
Hauft, Ottomar: *Distribution of stock of Money in* different countries, Effingham, Wilson and Co., London, 1892.
Hawtrey, R. G.: *Credit and Currency,* 1919
Huges-Hallett Col. : *The Depreciation of the Rupee, London* 1887.
Jevons H. S. : *Money and Mechanism of Exchange,* 1890.
Theory of Political Economy, 1911.
Future of Exchange and Indian Currency, 1922.
Jervis, Captain : *Analytical Review of the Weights, Measures, and Coins of India,* Bombay, 1836.
Kaye (Ed.) : *Memorials of India Government,* 1853.
Kelly, Dr. P. : *The Universal Cambist,* 1811.
Kemmerer, E.W. : *Modern Currency Reforms,* 1916.
Seasonal Variations in the New York Money Market, Americal Economic Review, 1911.
Money—Its connection with Rising and Falling Prices, 3rd Ed.
Keynes, Prof. : *Indian Currency and Finance.*
Recent Economic Events in India, Economic Journal, 1909.
Kirkady : *British War Finance,* 1921.
Kitchin, Joseph : *Review of Economic Statistics,* 1921.
Laughlin J. L. : *History of Bimetallism,* New York, 1886.
Lexix, Prof. W. : *The Present Monetary Situation,* Economic Studies of the American Eco-Associate, 1896.
The Agio on Gold and International Trade, The Economic Journal, 1895.
Liverpool Lord : *Treatise on the coins of Realm,* Reprint of 1880.
London A.C.B. : *How to meet the Financial Difficulties in India,* London 1859.
Madan : *Indian Journal of Economics,* Vol. III.
Marshall : *Contenperary Review,* 1887.
Remedies for Fluctnation of General Prices, Contemparory Review, 1887.
Martin, R.M. : *The Indian Empire,* Vol. I, 1856.

Mayo : *Price Movements and Individual welfare, Political Science Quarterly,* 1900.

Mitchell, W.C. : *The Rationality of Economic Activity ;* Journal of Political Economy, Vol. XVIII, 1910.
The Role of Money in Economic Theory : American Economic Review (Supplement), Vol. VI, 1916.
Gold Prices and Wages under the Greenback Standard, 1908.

Muller, John : *Indian Tables,* Calcutta, 1836.

Nicholson, Prof. : *Money and Monetary Problem,* 1895.
Principles of Political Economy, 1897.

Paul, Kegan : *Money and the Mechanism of Exchange,* London, 1890.

Person, Prof. : *Principles of Economics.*

Porter, G. R. : *Progress of the Nation.*

Princep, J. : *Useful Tables,* Calcutta, 1834.

Probyn, Mr. : *Indian Coinage and Currency,* Effingham Wilson, London 1897.

Ranade, M. G. : *Essays on Indian Economics.*

Ricardo David : *High Price of Bullion.*
Proposals for an Economical and Secure Currency.

Ross, H.M. : *The Triumph of the Standard,* Calcutta, 1909.

Ruding : *Annals of Coinage* 3rd Ed. Vol. 1.

Russell H.B. : *International Monetary Conference,* 1898.

Seligman, E.R.A. : *Currency Inflation and Public Debts,* New York, 1922.

Shirras : *Indian Finance and Banking.*

Shore, Sir John : *A Treatise on the Coinage of the Realm.*

Smith, Col. J. T. : *Silver and the India Exchanges, Effingham Wilson,* London, 1876.

Summer, Prof. : *A History of American Currency,* New *York,* 1874.

Taussig, F. W. : *Principles,* 1918.

Temple, Sir Richard : *General Monetary Practice in India,* Journal of the Institute of Bankers.
India in 1880.
Sir Charles Wood's Adminstration of Indian Affairs.
The Indian Statesman, 1884.

Venkateshwara, Prof. S. V. : *Moghul Currency and Coinage, Indian* Journal of Economics, 1918.

Violet, Thomas : *An Appeal to Caesar,* London, 1660.

Walker F.A. : *The Free Coinage of Silver,* The Journal of Political Economy, Chicago *Money in its relation to Trade.*

Walsh, C.M. : *Fundamental Problem in Monetary Science.*
Whitakar, A.C. : *Foreign Exchange, Appleton,* New York, 1920.
Wieser, F. : *Resumption of Specie payment in Austria-Hungary,* Journal of Political Economy Vol. I.
Willis, H.P. : *History of the Latin Monetary Union,* Chicago, 1910. *The Vienna Monetary Treaty of 1857,* Journal of Political Economy, Vol. IV.
Wilson, James : *Capital Currency and Banking,* 1847.
Report of the Famine Commission of 1880.
Report of the Royal Commission on Agricultural Depression in England, 1897.
Report of the royal Commission on Gold and Silver.
Commons Paper C. 4868 of 1886, 495 of 1913, 449 of 1893.
44th Congress, 2nd Session, Senate Document No. 703.
Lords Paper 178 of 1876; 7 of 1894.
Report of the Select Committee on Depreciation of Silver, 1876.
Report of the Gold and Silver Commission, 1886.
Report of the Monetary Commission of the Indianapolis Convention, Chicago, 1898.
Report of the Delegates of the United States, Cincimati to the International Monetary Conference, 1881.
Report of the Commission on International Exchange, House of Representative Document, Washington, 1903.
Report of the India Delegation to the International Monetary Conference, 1882.
Report of the (First) of the Royal Commission on Gold and Silver, 1886.
Senate Executive Documents, 45th Congress, Washington, 1879.
Report of the American Delegates to the International Monetary Conference, Washington, 1893.
Report of the Committee to enquire into Indian Currency, 1899.
Report of the Chamberlain Commission.
Report of the Fowler Committee.
Report of the Price Inquiry Committee, Calcutta, 1914.
Memorandum on Currency, by League of Nations, 1922.
Imperial Gazetteer of India, Vol. IV.
Oriental Repertory, 2 Vols. London, 1808.
H. of C. Return, 127 of 1898, 254 of 1860, 31 of 1830, 109 of 505 of 1864, 735 of 1931-32, 495 of 1913.
Report of the U.S. Silver Commission of 1876.
Calcutta Review, 1892, 1878.

Bombay Quarterly Review, April 1857.
Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign—India, China and Australia, London, 1842.
Home Miscellaneous Series, Vol. 456, India Office Records.
Report of the Bombay Chamber of Commerce, 1863-4.
Papers relating to the Introduction of a Gold Currency in India, Calcutta, 1866.
Hansard Parliamentary Debates LXXIV.
Report of the Royal Commission on Agricultural Depression in England, 1892 (400).
Report of the Depreciation of Silver, 1876 (401).
Report of the Directors of the Mint, Washington, 1893.
Report of the India Currency Committee, 1893.
Report of the Public Service Commission, 1887.
Report of the Civil Finance Commission, 1887.
Report of the Calcutta Civil Finance Committee, 1886.
Supreme Legislative Council Proceedings LVII, Vol. L, LVI
Report of the Price Inquiry Committee in 5 Vols; 1914.
East India—Accounts and Estimates, 1921.
Legislative Assembly Debates, 1921.
Journal of the Royal Statistical Society, 1920.
Report of the Deputy Master of the Royal Mint, 1921.
Financial Statements 1900-1, 1908-9, 1910-1, 1894-5, 1898-9.
Intrim Report of the Chamberlain Commission, 1913.
Report by Campbell Holland and Miner.
Report of Smith Currency Committee of 1919.

নির্ঘণ্ট